টিপু সুলতান

টিপু সুলতান

মোহিবুল হাসান

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর
প্রাক্তন অধ্যাপক ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের মধ্যে একটা চালু প্রথা হলো এই যে, কোন দেশীয় রাজা শাসিত সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখা এবং তারপর সেই সিংহাসনচ্যুত শাসককে অথবা তার হবু উত্তরসূরিকে গালাগালি দেওয়া।

জন উইলিয়ম কী 'ভারতের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' [৩], ৩৭১-৭২।

ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সহযোগিতায় প্রকাশিত

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

History of Tipu Sultan • by Mohibbul Hasan
(Bengali Translation, complete and unabridged)

অনুবাদক : শিশির কুমার সরকার

প্রকাশক :
কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক :
অভিনব মুদ্রণ
১৪ হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬

সাবিরা জইদির
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

এ যাবৎকাল টিপু সুলতানের জীবন নিয়ে যে-সব গল্প-কথা রচিত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও টিপুর বিস্তারিত জীবন বা তার সম্পর্কে সত্যতাও বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় নি। উইলকসে-এর 'মহীশূরের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ঠিক শ্রীরঙ্গপটমের পতনের পরপরই। আর খুব স্বাভাবিক-ভাবেই ঘটনাবলীর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা ধারণার অভাব বইটিতে লক্ষ্য করা যায়। আরো ঘটনা হলো এই যে, উইলক্স, জেমস মিল যেভাবে দেখেছেন, "সুলতানের ভালো দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন খুবই অল্প, অথচ যত ধরণের দোষ একটা মানব জাতির ক্ষেত্রে থাকতে পারে তার সবই প্রায় তার [টিপুর] প্রতি চাপিয়ে দিয়েছেন।" বউরিঙ-এর 'হায়দার আলি ও টিপু সুলতান' উইলক্স-এর কাজের একটা সারাংশ মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। ভারতের পাঠ্য ইতিহাসেও টিপুর জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে ছোটোখাটো সাধারণ তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সেগুলি অধিকাংশই লেখকদের স্ব স্ব ধারণা থেকে উদ্ভূত অথবা অন্যায় নিন্দা ছাড়া কিছু নয়। অন্যদিকে, উর্দু ভাষায় রচিত তার জীবনী গ্রন্থে (যেটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে) তাকে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণ সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যাই হোক বর্তমান বইটিতে টিপু সুলতানের জীবন সম্পর্কে যে বিশাল ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা গড়ে উঠেছে তা থেকে তার ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দিয়ে একটি নির্ভুল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কার্যত টিপু সুলতানের জীবনে যুদ্ধের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে—এই বইয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে সেই যুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি। যদিও তার কীর্তিময় জীবনের অন্যান্য দিকগুলিও আমি উপেক্ষা করিনি। যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে যথাযোগ্য নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছি, বিশেষত যে-সব অংশ ইংরেজ, ফরাসী, নিজাম, মারাঠা ও অটোমান সুলতানের সম্পর্কিত—সেইসব অংশগুলি আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। এই গ্রন্থের শেষ তিনটি অধ্যায় ব্যয় করেছি টিপু সুলতানের সরকার ও সেনাবাহিনী, তার সংস্কারমূলক ও ধর্মীয় নীতি, শিল্পায়ন ও সমাজতান্ত্রিক ধারণা, তার চরিত্র, তার পরাভব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার জন্যে। তাই হয়ত আশা করা যায় যে, একজন অসাধারণ মানুষের চরিত্র ও কীর্তি সম্পর্কে জানতে পেরে পাঠক টিপু সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠবেন।

এই সুবাদে আমি আমার ঋণ স্বীকার করছি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ড. এন. কে. সিন্‌হার কাছে যিনি তার অপরিমেয় উপদেশ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র বইটির রচনাকাল ধরে। তার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা

অপরিশোধ্য। ড এ বি. এম. হবিবুল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ তিনি আমার পাণ্ডুলিপির একটা বিরাট অংশ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ে তার মূল্যবান মতামতসহ আলোচনা করে আমার উপকার ক'রেছেন। মাদ্রাজের, অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও আমার ধন্যবাদার্হ—তিনি ম্যাকেঞ্জি পাণ্ডুলিপি (Mackenzie Manuscripts)-র প্রয়োজনীয় অংশগুলির ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছেন। আর যিনি তার প্রতিদিনের নির্ধারিত বহুমুখী কর্মসূচীর ফাঁকেও আমার ব্যবহারের জন্যে শুধু ওলন্দাজ নথিপত্রাদির ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছেন তাই নয়, গোটা বইটির সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কাজটি অর্থাৎ প্রুফ সংশোধন করেছেন গভীর ধৈর্য্য সহকারে, কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সেই রেভা. ফা সি. ভন একেন্‌রেম-এর কাছে আমি চিরজীবনের জন্যে ঋণী হয়ে রইলাম। আর অন্যান্য যাদের থেকে নানা ধরণের পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে রয়েছেন ড এম. জেড. সিদ্দিকী, আমার কাকা শেখ জওয়াদ আলি খান, ড. মাহ্‌দি হসেন, মিঃ এস. কে. রায়, বেঙ্গালোরের মাহামুদ খান, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রেভা. ফা. ভি কোর্টওইস, এবং শিভলিয়র পাণ্ডুরঙ্গ এস. এস. পিল্লয়লেংকার। এই সঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দিল্লী-র ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার অধিকর্তা, মাদ্রাজ দলিল-দস্তাবেজ কার্যালয়-এর তত্ত্বাবধায়ক ও পণ্ডিচেরির বিবলিওথিক্ পাব্লিকুব এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর গ্রন্থাগারিকদের—তাদের সহৃদয় ও মূল্যবান সহযোগিতার জন্য। সবশেষে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তারা আমায় অর্থ মঞ্জুর করেছেন যাতে এই বইটি রচনার সময়ে নথিপত্র দেখা ও তথ্যাদি আহরণের জন্য মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরি ও মহীশূর ভ্রমণের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ১৯৫১

সূচীপত্র

১

বংশ, প্রথম জীবন ও রাজপদ প্রাপ্তি

টিপু সুলতানের বংশের ইতিহাস অনেকটাই অখ্যাত ছিল যতদিন না তাঁর পিতামহ ফতে মহম্মদ তাঁকে প্রতিপত্তিশালী করে তোলেন। তবে, কোন কোন বিবরণী থেকে মনে হয় টিপু মক্কার কুরেশীদের বংশধর ছিলেন।[১] বোধহয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ উত্তর-পশ্চিম থেকে প্রচলিত স্থলপথ না হয়ে জলপথে[২] ভারতবর্ষে আসেন। এটুকুছাড়া এঁদের সম্বন্ধে এখানে আসার, অন্য কোন পূর্ব ঘটনা জানা নেই।[৩]

অনুমান করা যায় সেখ ওয়ালি মহম্মদ ছিলেন এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যাঁর সামান্য বংশ পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। কিরমানির মতে বিজাপুরের মহম্মদ আদিল শাহের[৪] রাজত্বকালে (১৬২৬-৫৬) তিনি আপন পুত্র মহম্মদ আলীসহ দিল্লী থেকে গুলবর্গা চলে আসেন। সেখ ওয়ালি মহম্মদ ধার্মিক লোক ছিলেন। গিসু দারাজ নামে পরিচিত[৫] সদরুদ্দিন হোসেনির দরগার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এজন্য ভরণপোষণ বাবদ তাঁর জন্য কিছু মাসিক বরাদ্দ ছিল। দরগার একজন কর্মচারীর মেয়ের সঙ্গে তিনি তাঁর ছেলে মহম্মদ আলীর বিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়ালি মহম্মদের মৃত্যুর পর মহম্মদ আলী বিজাপুর চলে আসেন। সেখানে তিনি তাঁর সাত শ্যালকের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। এঁরা আলী আদিল শাহের (II) (১৬৫৭-৭২) সেনা-বিভাগে কাজ করতেন।[৬] কিছুকাল পরে মোঘলদের সঙ্গে বিজাপুরীদের যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধে সব কয়টি শ্যালকই নিহত হয়। এই দুর্ঘটনার পর মহম্মদ আলী সপরিবার বিজাপুর ছেড়ে কোলার চলে যান। কোলারের নায়ক শাহ্ মহম্মদের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর সামান্য পরিচয় ছিল। তিনি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিজের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার দেন। শাহ্ মহম্মদের প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া মহম্মদ আলী সামান্য কৃষিকার্য বা চাষবাস আরম্ভ করেন। এবং জমিজমা ও বাগবাগিচা ইজারাও নেন।[৭]

ফতে মহম্মদ

মহম্মদ আলীর চার পুত্র ছিল—মহম্মদ ইলায়েস, শেখ মহম্মদ, মহম্মদ ইমাম আর ফতে মহম্মদ। ছেলেরা বড় হলে তাঁদের পিতা উপদেশ দিয়েছিলেন

তাঁরা যেন তাঁদের পিতামহের মত ভক্তিমান হন। কিন্তু ছেলেরা সৈনিক-বৃত্তি বেছে নেন। মহম্মদ আলীর মৃত্যুর পর ছেলে ফতে মহম্মদ আরকটের নবাব সাআদাতুল্লা খাঁর অধীনে কাজ নিয়ে কোলার ছেড়ে চলে আসেন। নবাব তাঁকে 'জমাদার' পদে নিযুক্ত করেন—২০০ জন পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সেনার দলপতি রূপে। কিছুকাল পর ফতে মহম্মদ সৈয়দ বাবহাদুদ্দিন নামক তাঞ্জোরের এক 'পীরজাদাকে' তলব করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। খুব বিশ্বস্তভাবে নবাবের সেবা করতেন বলে তাঁর পদোন্নতি হয়, এবং তাঁর অধীনে ৬০০ জন পদাতিক, ৫০০ জন অশ্বারোহী আব ৫০ জন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। ফতে মহম্মদের আরকট ছেড়ে চলে যাওয়ার পুরোপুরি কোন কারণ জানা যায় না।[৮] যাইহোক, পরবর্তী চাকুরী তিনি মহীশূরের রাজাব অধীনে করেন। ইহা সম্ভবত ঘটেছিল তাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র, শেখ ইলিয়াসের ছেলে, হায়দর সাহেবের সুপারিশে। হায়দর সাহেব আগে থেকেই রাজার অধীনে কাজ করতেন। ফতে মহম্মদ কিন্তু বেশীদিন মহীশূরে থাকেন নি। তাঁকে 'নায়েক' খেতাব দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু মহীশূবের নানা দলপতিদের বিবাদ-বিসংবাদে বিরক্ত হয়ে ঐ রাজ্য থেকে তিনি চলে যান। এরপর তিনি সিরাতে নবাব দরগা কুলী খাঁর অধীনে চাকুবি নেন।[৯] তাঁর নেতৃত্বাধীনে ৪০০ জন পদাতিক, ২০০ জন অশ্বারোহী সৈন্য আব দোধবল্লাপুরের দুর্গ রাখা হয়।[১০] এখানে, ১৭২১ সালে, তাঁর এক পুত্র-সন্তানেব জন্ম হয়। এবং পুত্রের নামকরণ করা হয় হায়দর আলী। শাহ্‌বাজ নামে তাব আব একটি পুত্রও ছিল—তিন বৎসর পূর্বে তার জন্ম হয়।[১১]

হায়দর আলী

কয়েকবৎসর পর দরগা কুলী খাঁর মৃত্যু হয়; এবং তাঁর পুত্র আবদুল রসুল খাঁ উত্তরাধিকারী হন। ইতিমধ্যে তাহির খাঁ তাঁর মুরব্বি সাআদাতুল্লা খাঁর তদ্বিরে সিরার 'সুবেদার' পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ফতে মহম্মদের সহায়তায় আবদুল রসুল খাঁ সিরা ছেড়ে দিতে অরাজী হন। ফলে, সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে আবদুল রসুল খাঁ ও ফতে মহম্মদ—দু'জনেই নিহত হন। তাহির খাঁ এভাবে সিরাব 'সুবেদার' হন।[১২] এবং আবদুল রসুলের পুত্র আব্বাস কুলী খাঁর দখলে তাঁর পিতার জায়গীর দোধবল্লাপুর থেকে গেল[১৩] ফতে মহম্মদ কিছু ঋণ রেখে গিয়েছিলেন বলে আব্বাস্ কুলী খাঁ তাঁর দুর্গস্থিত পরিবারকে উত্যক্ত করতে থাকেন।[১৪] যদিও হায়দরের বয়স তখন মাত্র পাঁচ, আর শাহ্‌বাজেব প্রায় আট, পিতার ঋণ শোধ করবার জন্য তাঁদের উপর উৎপীড়ন চলতে থাকে। ঐ পরিবারেব যাবতীয় সম্পত্তি আব্বাস কুলী খাঁ এইভাবে হস্তগত করতে থাকেন। ফতে মহম্মদের বিধবা স্ত্রী দেখেন যে তাঁর বিষয় সম্পত্তি সবই লুণ্ঠিত হয়েছে ও তার সন্তানদের সাথেও দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাই ভয় পেয়ে তিনি তাঁর স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র মহীশূরে কর্মরত

হায়দর সাহেবকে নিজের দুর্গতির কথা জানান।[১৫] হায়দর সাহেব তৎক্ষণাৎ মহীশূরের রাজার 'দলাভাই' দেবরাজের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। দেবরাজ এ বিষয়ে সিরার 'সুবেদারকে' লেখেন। 'সুবেদার' আব্বাস কুলী খাঁকে তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করে আদেশ দেন, ফতে মহম্মদের পরিবারকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।[১৬] মুক্তি পাবার পর ফতে মহম্মদের বিধবা স্ত্রী তাঁর সন্তানদের নিয়ে বাঙ্গালোর চলে যান, এবং সেখান থেকে শ্রীরঙ্গপটমে।[১৭] সেই সময় থেকে তাঁরা হায়দর সাহেবের রক্ষণাবেক্ষণে থাকেন। হায়দর সাহেব ফতে মহম্মদের ছেলে দু টিকে তাঁর নিজের সন্তানদের মতই মানুষ করেন। তাঁদের অস্ত্র চালনা ও অশ্বচালনা শেখান। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁরা হায়দর সাহেবকে ছেড়ে আবদুল ওয়াহেব খাঁর অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। আবদুল ওয়াহেব খাঁ ছিলেন চিত্তুরের জায়গীরদার কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলীর ছোটভাই।[১৮] ইতিমধ্যে হায়দর সাহেব মহীশূরে সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হন। এবং তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের ডেকে পাঠান। তাঁরা এলে পর হায়দর সাহেব তাদের দেবরাজের ছোটভাই প্রধান সেনাপতি নানজারাজের নিকট হাজির হতে বলেন। নানজারাজ তাঁদের ৩০০ জন পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক রূপে নিযুক্ত করেন।[১৯] হায়দর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাদলের কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন শাহবাজ।[২০] মনে হয়, হায়দর আলী প্রথম দিকে কোন স্বাধীন সামরিক ক্ষমতা পাননি, বড় ভাইয়ের সেনাবিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। যাই হোক, বিভিন্ন সামরিক কাযকলাপে বিশেষ করে নারায়ণ গৌড়ের বিরুদ্ধে দেবনহাল্লি[২১] অবরোধে (১৭৪৯) তিনি যে-প্রকার ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে নানজারাজ বিশেষ প্রীত হন। হায়দর আলীকে "খাঁ" পদবী দেওয়া হয়; ২০০ জন পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সেনার পৃথক নেতৃত্বও তিনি পান।[২২] সেই সময় থেকেই তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হয়। এবং তাঁর প্রথম জীবনের সকল অখ্যাত ও অগৌরব দূরীভূত হয় ও ইতিহাসের আলোকে জ্যোতিষ্মান ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

হায়দর আলীর জীবনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাসির জাঙ্গের সাহায্যার্থ ১৭৭৯ সালে নানজারাজ প্রেরিত মহীশূরী সেনাদলের সঙ্গে তাঁর রণযাত্রা। আসিফ ঝা-নিজাম-উল্-মুলকের পুত্র নাসির জাঙ্গ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাফর জাঙ্গের সঙ্গে নিজামতি নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। নাসির প্রথম ভাগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করেন, শত্রু বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু ১৭৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে কুডাপপার পাঠান নবাব বিশ্বাস ঘাতকতা করে নাসিরকেই নিহত করেন। এই ঘটনার পর যে-বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে নাসির জাঙ্গের ধনরত্ন ফরাসীদের কবলে চলে যায়। কিছুটা হায়দর আলীও তাঁর বেদার পিয়নদের সাহায্যে হস্তগত করেন।[২৩] এমনি ভাবে গৃহীত ধন দৌলত নিয়ে মহীশূরে ফিরে

এসে তিনি তাঁর সৈন্য-বাহিনীর সম্প্রসারণ করেন এবং কয়েকজন দলত্যাগী ফরাসী সেনার সাহায্যে তাদের শিক্ষা দান সুরু করেন।[২৪]

ইতিমধ্যে কর্ণাটকের নবাবের সিংহাসন নিয়ে মহম্মদ আলী ও চণ্ডাসাহেবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। মহম্মদ আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের সহায়তায় তাঁকে অত্যন্ত সঙ্কট পূর্ণ পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন। মহম্মদ আলী নানজারাজের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠান। বিনিময়ে ত্রিচীনপলি ও তার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি[২৫] মহীশূরকে ছেড়ে দেবার কথা দেন। নতুন রাজ্য পাবার প্রচণ্ড আশায় নানজারাজ তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়েন ত্রিচীনপলি অভিমুখে মহম্মদ আলীকে সাহায্য করার জন্য। ১৭৫২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অবধি ইংরেজ আর মহীশূরীরা চণ্ডাসাহেব আর ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সেই মাসে চণ্ডাসাহেব নিহত হন বটে কিন্তু মহম্মদ আলী মহীশূরকে ত্রিচীনপলি ছেড়ে দেন নি। তবে শ্রীরঙ্গম নামক দ্বীপটুকু দিয়ে দেন।[২৬] এর ফলে নানজারাজ ফরাসীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন। এবং মহম্মদ আলী ও ইংরেজদের কাছ থেকে ত্রিচীনপলি করায়ত্ত করতে সবিশেষ চেষ্টা করেও বিফল হন এবং নিরাশ হয়ে তিনি মহীশূর ফিরে আসেন।[২৭] যদিও নানজারাজের কাছে ত্রিচীনপলি অভিযান একটা সর্বনাশা ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু হায়দরের তাতে শাপে বর হয়েছিল। তিনি আগাগোড়াই সসৈন্য মহীশূরী সেনাদলের সঙ্গে থেকে লড়াই করেছিলেন যার ফলে তিনি ইয়োরোপিয় রণ-কৌশল হাতে কলমে শিখে নেন। যুদ্ধাভিযানে যে সাহসিকতা ও অধ্যবসায় তিনি দেখিয়েছিলেন তাতে নানজারাজ সবিশেষ প্রীত হন এবং হায়দরের উন্নতি হয়। ১৭৫৫ সালে ত্রিচীনপলি থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে দিন্দিগুলের 'ফৌজদার" পদে নিযুক্ত করা হয় দুদান্ত পলিগারদের বাগে আনবার জন্য একজন শক্তসমর্থ লোকের প্রয়োজন ছিল। হায়দর "পলিগার"দের শায়েস্তা করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতকার্য হন দিন্দিগুলি থাকা অবস্থায় তাঁর সেনাদল আরো সম্প্রসারিত হয়, গোলন্দাজ দল সুসম্বদ্ধ হয়, আর ফরাসী ইনজিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে একটি অস্ত্রাগার স্থাপন করা হয়।[২৮]

ইতিমধ্যে রাজধানীর অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। মহীশূরের রাজার সঙ্গে নানজারাজ ও দেবরাজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এঁরা রাজাকে সাক্ষি গোপাল মাত্র বানিয়ে রেখে ছিলেন। আবার, দু'ভাই নানজারাজ দেবরাজেও রাজ্য শাসন নীতি নিয়ে ঘোরতর মন কষাকষি চলছিল।[২৯] তারপর, ত্রিচীনপলি অভিযানে, এবং নিজাম ও মারাঠা আক্রমণ সংক্রান্ত খরচ মেটাতে মহীশূর-রাজ আর্থিক ব্যাপারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। ফলে কয়েকমাস ধরে সৈন্যদের বেতন বাকী পড়ে গিয়েছিল। তাদের ভিতর অসন্তোষ দেখা দেয় এবং নিজেদের দুর্দশা, দূর করবার অভিপ্রায়ে, নানজারাজের ঘরে যাতে জল ও খাদ্য সম্ভার প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে।[৩০]

শ্রীরঙ্গপটমের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা জানতে পেরে হায়দর অবিলম্বে তথায় রওনা হন কারণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে একমাত্র তিনিই সমর্থ বলে গণ্য হতেন। তিনি দেবরাজে-নানজারাজে মিলন ঘটান, রাজাকে রক্ষা করবার আশ্বাস দেন, আর সেনাদলের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতেও সক্ষম হন।[৩১] এই সব কাজে তাঁর প্রতিপত্তি এমনই বেড়ে যায় যে যখন ১৭৫৮ সালে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করে তখন তিনি প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তাঁর উপর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবার ভার দেওয়া হয়।[৩২] হায়দর যথারীতি যথাযোগ্য কাজ করেন, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি কৃতকার্য হন এবং লাভজনক শান্তির শর্ত আদায় হয়।[৩৩] জয়যুক্ত হয়ে তিনি শ্রীরঙ্গপটমে ফিরে আসেন। মহীশূরের ত্রাণকর্তা বলে রাজা ও জনগণ তাঁকে স্বাগত জানান।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থা কিন্তু তখনো বিশৃঙ্খল ছিল। সৈন্যদের বেতন, আবার বাকী পড়ে। আবার সুরু হয় ধর্ণা দেওয়া। নানজারাজ এই উত্থিত সমস্যার এবার আর মোকাবিলা করতে পারেন নি। বারবার যুদ্ধে হেরে তাঁর মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবার সঙ্কল্প করেন।[৩৪] হায়দর এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাটে তিনি নানজারাজের পদে সমাসীন হন। কিন্তু শীঘ্রই হায়দর দেখেন যে, তাঁর অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। "দেওয়ান" খাণ্ডেরাও তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার আসন দখল করবার ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, রাজাও ষড়যন্ত্র করছিলেন, কারণ উচ্চপদের এই রদবদলে তাঁর কোন সুরাহা হয়নি। কিন্তু হায়দর তাঁর মানসিক উদ্ভাবনী শক্তি, সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহসিকতায় শত্রুদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। ১৭৬১ সাল নাগাদ তিনি সর্ববাদীসম্মত রূপে মহীশূরের রাজার স্থানে আসীন হন।[৩৫]

এরপর সুরু হয় হায়দরের জয়যাত্রা। যদিও মহীশূরের উপর তিন তিনবার মারাঠী আক্রমণে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত হন (১৭৬৪-৭২) তবু ১৭৭৮ সালের মধ্যে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

টিপুর জন্ম

হায়দরের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন সৈয়দ শাহ্‌বাজের কন্যা। সৈয়দের চলতি নাম ছিল শাহ্‌মিঞা সাহেব। তিনি সিরার একজন 'পীরজাদা' ছিলেন। এই স্ত্রীর একটি কন্যা হয়, কিন্তু প্রসূতি অবস্থায় তাঁর শোথ রোগ হয়, যার ফলে বাকী জীবনটা তাকে বাত ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে থাকতে হয়।[৩৬] হায়দর তারপর মীর-মৈনুদ্দিনের কন্যা ফতিমাকে বিয়ে করেন।[৩৭] ফতিমাকে ফকরুন্নিসাও বলা হত। মীর মৈনুদ্দিন কয়েক বৎসর কুড্ডীপার দুর্গ-পাল ছিলেন। ফতিমা যখন সন্তান-সম্ভবা তখন স্বামী সহ আরকটের টিপু মস্তান আউলিয়ার কবর স্থান দর্শনে যান।[৩৮] সেখানে প্রার্থনা করেন—তাঁর সন্তান প্রসব যেন নিরাপদ হয়, সহজ হয়, এবং যেন

একটি পুত্র সন্তান হয়। ফতিমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। শুক্রবার, ২০ জিল—হিজ্জা হিজরি ১১৬৩ সালে (নভেম্বর ২০, ১৭৫০) দেবন হাল্লিতে তাঁর একটি পুত্রের জন্ম হয়। এ স্থানেই তিনি ১৭৪৯ সালে মহীশূবীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর থেকে বাস করছিলেন। পীর সাহেবের নাম থেকে ছেলের নাম রাখা হ'ল টিপু সুলতান। পিতামহ ফতে মহম্মদের নামানুকবনে ছেলেকে ফতে আলী বলেও ডাকা হত।[৩৯]

কোন কোন লেখকের মতে টিপু তাঁর পিতার উত্তরাধিকারত্ব পাবার পর সুলতান পদবী গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ সমসাময়িক আকর গ্রন্থ অনুযায়ী সুলতান' ছিল টিপুর নামেরই একটা অংশ, পদবী নয়।[৪০] সত্য বটে, সমসাময়িক ইংরেজী ও ফরাসী বর্ণনাতে যুবরাজ হিসাবে টিপুকে বলা হয় টিপু সাহেব এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বলা হয়েছে টিপু সুলতান—কখনো বা নবাব টিপু সুলতান। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিনের ইয়োরোপিয়ানরা প্রাচ্যদেশীয় নামধাম গুলি যেমন তেমন ভাবে ও অশুদ্ধ রূপে ব্যবহার করতো। ত'রপর, এমন কোন প্রমানও নেই যে টিপু তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির সময় সুলতান বা নবাব পদবী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলে পর 'পাদশা' পদবী ধারণ করেন। এটা ঘটে ১৭৮৭ সালে

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া টিপুর জীবনের প্রথম ক'বছরের তথ্য অতি সামান্যই পাওয়া যায়। খাণ্ডেরাও যখন হায়দরকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছিলেন, দশ বছরের টিপু তখন তাঁর পিতার সঙ্গে শ্রীরঙ্গপটমে ছিলেন। হায়দর বুঝেছিলেন জীবন তাঁর বিপন্ন, ও নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ তার আর নেই। তাই ১৭৬০ সালের ১২ই আগষ্ট রাত্রিতে তিনি রাজধানী থেকে পালিয়ে যান—পরিবারের অন্যান্যের সঙ্গে টিপু পেছনে পড়ে রইলেন। খাণ্ডেরাও শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের ভিতরকার মসজিদের নিকটস্থ একটা বাড়িতে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে রাখেন। বাইরে একজন পাহারাদার মোতায়েন থাকে। মোটামুটিভাবে তিনি তাঁদের উপর সদয় ব্যবহার করতেন।[৪১] শ্রীরঙ্গপটম পুনরুদ্ধার করে হায়দর তার পরিবারবর্গকে বেঙ্গালোর নিয়ে যান। রাজধানীর চেয়ে বেঙ্গালোর অনেকটা নিরাপদ বলে তিনি মনে করতেন। তারপর ১৭৬৩ সালে বেদনুর জয় করা হলে টিপুকে সেখানে পাঠানো হয়।[৪২]

শিক্ষা

হায়দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ছেলেকে একজন মুসলীম যুবরাজের যোগ্য পাণ্ডিত্যমূলক শিক্ষা দিয়েছিলেন। টিপু অশ্বারোহন, বন্দুক ছোড়া, অসিক্রীড়াও শিখেছিলেন। পিতার সঙ্গে সৈন্যদল পরিদর্শনে যোগ দিতেন যাতে নিয়মানুবর্তিতা এবং, বিশেষ করে, পাশ্চাত্য রণ-কৌশল আয়ত্ব করতে

পারেন। তাঁর রণ-শিক্ষক ছিলেন গাজী খাঁ। ইনি হায়দরের সেনা বিভাগে শ্রেষ্ঠ অসি-চালক ছিলেন।[৪৩] টিপু সুলতানের উর্দু, পারসি, আরবি, কন্নড়, কোরাণ 'ফিক্' ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের নাম জানা যায় না।

১৭৬৬ সালে হায়দর যখন মালাবার আক্রমণ করেন, তখন ১৫ বৎসর বয়স্ক টিপুকে তাঁব সঙ্গে যাবার আদেশ দেওয়া হয়—যাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে টিপুর প্রত্যক্ষ্য অভিজ্ঞতা হয়।[৪৪] এই যুদ্ধ যাত্রায় এক সময়ে টিপু বিশেষ তেজস্বীতা ও সাহসিকতা দেখিয়ে ছিলেন। হায়দর বেদনুরের দক্ষিণে বালাম নামক একটা পার্বতীয় জায়গা আক্রমণ করেন। ওখানকার 'পলিগার' হেরে গিয়েও আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃত হন। টিপু ইতিমধ্যে মাত্র দুই বা তিন হাজার সৈন্য নিয়ে ঘন অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে 'পলিগারের' পবিবার ও পোষ্যবর্গের আশ্রয় স্থানে প্রবেশ করে আক্রমণ করেন। অনেকে নিহত হয় ও বাদবাকি বন্দী হয়। "পলিগার" তখন আত্ম সমর্পনে বাধ্য হন 'পলিগাবের' দেখা দেখি অন্যান্য মালাবার দলপতিগণ শীঘ্রই হায়দবকে তাঁদের অধীশ্বর বলে মেনে নেন।[৪৫] হায়দর ছেলের কৃতিত্বে এতই গর্ববোধ করেন যে তাঁকে ২০০ জন অশ্বারোহীর কর্তৃত্ব তাঁর দেহ-রক্ষী হিসাবে দিয়েদেন শীঘ্রই ঐ অশ্বাবোহীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০০ জন করা হয়। একটা উপযুক্ত 'জায়গির' ও তাঁকে দেওয়া হয়। এই জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত মালভল্লী, কোনান্নুর, ধর্মপুবী পেন্নাগরম এবং টেঙ্কবাই কোট্টাই জেলাগুলি ছিল।[৪৬]

প্রথম ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ

প্রথম ইংরেজ-মহীশূবী যুদ্ধ যখন সুরু হয় (১৭৬৭-৬৯) তখন ইংরেজদের পক্ষে ছিল নিজাম আর মারাঠারা। কিন্তু হায়দর এই সন্ধি ভেঙ্গে দিয়ে ইংরেজদের নিঃসঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি মারাঠাদের আলাদা করে তাদেব সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। তারপর চেষ্টা করেন নিজামকে দলে টানতে। নিজাম তখন বেঙ্গালোরের ৩৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চেন্নাপট্টনাতে আস্তানা খাটিয়ে বসে ছিলেন। ১৭৬৭ সালের ১১ জুন হায়দর সাহ্ ফুজ খাঁ ও মীর আলী রেজা সহ টিপুকে নিজামের কাছে পাঠান। সঙ্গে উপঢৌকন স্বরূপ পাঁচটি হাতি, দশটি সুদৃশ্য ঘোড়া, নগদ টাকা ও মণিমুক্তা পাঠানো হয়।[৪৭] নিজাম টিপুকে 'নসিব-উদ-দৌল্লা' (রাজ্যের ভাগ্যশ্রী) হয়।[৪৮] বলে সম্বোধন করে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁকে অঙ্গবাস ও মণিমুক্তা উপহার দেন, এবং ফতে আলী খাঁ বাহাদুর এই উপাধি দেন।[৪৯] তরুণ যুবক বিচক্ষণভাবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে নিজামকে দল বদলাতে এবং হায়দরের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে রাজী করান।

১৯ জুন শ্রীরঙ্গপটম ফিরে আসার পর টিপু তাঁর রণশিক্ষক গাজী খাঁর অধীনে থেকে এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সামরিক নেতৃত্ব পেলেন। তাঁকে মাদ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হতে আদেশ দেওয়া হয়। মীর আলী রেজা খাঁ, মখদুম সাহেব

এবং মহম্মদ আলীও তাঁর সঙ্গী হন। কিন্তু মহীশূরী অশ্বারোহীদল যখন সেণ্ট থোম ও মাদ্রাজ শাসকদের পল্লীনিবাস লুণ্ঠনে ব্যাপৃত, সারা সহরবাসী ভীষণ ভয়-বিহ্বল, হয়ে পড়েছিল তখন হাযদরের নিকট থেকে নির্দেশ আসে তিনি যেন ঝটিতি চলে আসেন। হায়দর তিরুভেল্লা মেলাইতে[৫০] স্মিথের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। স্থতরাং টিপু তখনি রওনা হয়ে পড়েন[৫১], মেজর ফিটজেরাল্ড ও কর্ণেল টড তাঁকে রুখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু টিপুব চতুরতা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তিনি ভেনিয়াস বাড়ির[৫২] প্রায় দশমাইল দূরে অবস্থিত মূল সৈন্তদলের সঙ্গে যোগ দিতে সমর্থ হন। পিতা বীর যুব পুত্রকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর নিজের পরাজয়ের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনার প্রলেপ ছিল ছেলের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব।[৫৩] টিপুর বয়স তখন মাত্র সতের।

তিরুভেন্নামেলাইর পরাজয়ে হাযদর হতোদ্যম হননি। বর্ষা শুরু হলেও তিনি পরবর্তী অভিযানের জন্য তৈরি হতে থাকেন। নভেম্বরেব প্রথমভাগে তিনি তিরুপ্পাতুর।[৫৪] ও ভেনিয়ামবাড়ি আক্রমণ করবাব জন্য কাবেরী পটনম[৫৫] থেকে সৈন্যচালনা করেন। টিপু পিতার সঙ্গী হন এবং ঐ দু'টি দুর্গ জয় করতে তাঁকে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। এর ঠিক পরেই অম্বুর অবরোধেব সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। হায়দর সেখানে প্রায় ৪ সপ্তাহ পড়ে রয়েছিলেন, কিন্তু কেপটেন কালভার্ট-এর বীরত্বপূর্ণ প্রতিবোধের জন্য উহা জয় করতে অসমর্থ হন। কর্ণেল স্মিথেব নায়কত্বে ইংরেজ সৈন্যের আগমনে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করেন। স্মিথ ৬-ই ডিসেম্বর অম্বুর পৌছান এবং পরদিন সকালবেলা হায়দরকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। হাযদর তখন ভেনিয়াম বাড়িতে ছিলেন। স্মিথের আগমনে হায়দর অবাক হয়ে যান। স্মিথ সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হন। টিপু মহীশূরী সেনার নেতৃত্বে ছিলেন এবং এই সময় ইংরেজ সেনার অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে তিনি খুব কৃতিত্ব অর্জন করেন। এতে মূল সেনাদল নিরাপদে কাবেরীপটনম পৌছে যেতে পেরেছিল।[৫৬]

১৭৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আবার গাজী খাঁকে সঙ্গীকরে লঘুভার সৈন্যদল নিয়ে লুত্ ফ আলী বেগের সেনাদলে যোগদেবার জন্য টিপুকে পাঠানো হয়। লুত্ ফ আলী বেগ তখন মালাবার উপকূলে ইংরেজদেব সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। মেজর গারভিন ও কেপ্টেন ওয়াটসন কর্তৃক ১৭৬৮ সালের ১ মার্চ মেঙ্গালোর দখল করার খবর তিনি বেদনুর থাকা অবস্থায় পান। টিপু তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়েন—সঙ্গে ছিল ১০০০জন অশ্বারোহী ও ৩০০০ জন পদাতিক সৈন্য। ৭ তারিখে একটা সংঘর্ষ হয়, কিন্তু টিপু কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হননি,—পিছু হটে রইলেন। তিনি ১৫ই ও ১৬ই ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করেন কিন্তু তা প্রতিহত হয়। ২রা মে অবশ্য তিনি মেঙ্গালোর-বাজার দখল করতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুর্গ অবরোধ করবার চেষ্টাতে তিনি পরাজিত হন। ইংরেজরা কিন্তু বেশীদিন প্রতিরোধ চালিয়ে

যেতে পারেননি। তারা যখন শোনেন যে টিপুর সঙ্গে আরো ৪০০০ জন পদাতিক ও ২০০০ জন অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী যোগ দিয়েছে এবং স্বয়ং হায়দর উপকূল ভাগে ছেলের সঙ্গে যোগ দিতে এসে গেছেন, তখন তারা দুর্গটি ছেড়ে যাওয়া মনস্থ করেন। তারা এতই ভয় বিহ্বল হয়ে পলায়ন করেন যে রুগ্ন ও আহত ৮০ জন ইয়োরোপিয়ান এবং ১৮০ জন সিপাহী ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও পেছনে পড়ে থাকে।[৫৭] "কথিত আছে এই গোল মেলে অবস্থায় সিপাহীরা তাদের ইয়োরোপিয়ান সঙ্গীদের উপর গুলি চালিয়েছিল।[৫৮] এরপর টিপু মেঙ্গালোর দখল করেন এবং হায়দর উপকূল ভাগে এসে তাঁব মালাবার বাজ্যের বাকি অংশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেন।[৫৯] ১৭৬৯ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত টিপু তাঁর পিতার পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ কবে যান। এ সময় হায়দর একেবারে মাদ্রাজেব প্রবেশ দ্বারে এসে সন্ধির শর্ত মেনে নিতে ইংবেজদের বাধ্য করেন।

মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধ (১৭৬৯-৭২)

১৭৬৯ সালের নভেম্বর মাসে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করে। হায়দর খোলাখুলি যুদ্ধে নামতে চাইতেন না। তাঁব কাজের ধবন ছিল শত্রুকে বিপাকে ফেলা এবং তাঁব বাজ্য থেকে পালাতে বাধ্য কবা। অতএব, টিপুকে পাঠানো হয় অশ্বাদিপশুর খাদ্য নষ্ট করতে কূপ ও পুকুরেব জলে বিষ মেশাতে, আর জন-গণকে গ্রাম ছেড়ে কাছাকাছি দুর্গে চলে যেতে বাজী করাতে। তারপব টিপুকে আদেশ দেওয়া হয় বেদনুর-সীমান্তে পাহারায় থেকে পুনা থেকে আগত সুরক্ষিত সমব-সম্ভার বাহিনী প্রতিরোধ করবাব জন্য। টিপু তাঁব নির্দিষ্ট কর্তব্য বেশ সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ১৭৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারাঠা অগ্রগমন প্রতিরোধে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য টিপুর পিতা টিপুকে ডেকে পাঠান।[৬০] টিপু পিতার আদেশ মেনে নেন। ১৭৭১ সালের ৫ই মার্চ বাত্রিতে হায়দর যখন তাঁর সেনাধ্যক্ষদের পরামর্শের বিরুদ্ধে মেলুকোটের[৬১] নিকট থেকে শ্রীরঙ্গপটম পালিয়ে যাবাব সঙ্কল্প করেন, তখন টিপু পিতার কাছেই ছিলেন। কিরমানির মতে হায়দর আলী "কোন রকম সতর্কতা অবলম্বন না করে যা কিছু সামনে পেলেন খেয়ে দেয়ে উঠে পড়েছিলেন। এবং তাঁর নির্দেশমত প্রস্তুত সেনাদলও যাত্রা শুরু কবে।"[৬২] অতএব যাত্রাপথে সেনাদলেব ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপাব ছিল না। টিপু ছিলেন মালপত্রের হেপাজতে,—কাজেই দলের একেবারে পেছনে। হায়দর তাঁকে বারবার দলের সামনের দিকে আসতে আদেশ পাঠান। কিন্তু সবকিছুই এমন এলোমেলো অবস্থায় ছিল যে পরদিন সকালবেলাব আগে কোন বার্তাই টিপুর কাছে পৌঁছায়নি। উইল্‌কর্স বলেন যে টিপু যখন সকাল বেলা পৌঁছলেন "হায়দর শুধু যে চূড়ান্ত গালিগালাজের সঙ্গেই তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন

তাই নয়, যোদো-মাতালের পাশবিক ক্রোধের প্রকোপে একজন পরিচারকের কাছ থেকে একগাছি বৃহৎ বেত্র খণ্ড নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীকে একটা অতি সাধারণ নাগরিকের মত অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রহার করেছিলেন।" টিপু পিতার কাছ থেকে এই রকম অহেতুক অপমানে এতই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর পাগড়ি ও তলোয়ার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে সেদিন আর তলোয়ার স্পর্শ করবেন না। তিনি প্রতিজ্ঞামত কাজ করেছিলেন।[৬৩]

ইতিমধ্যে হায়দরের বহু বিশিষ্ট সেনাধ্যক্ষদের কেহবা নিহত হন কেহ বা পালিয়ে যান আবার কেহবা বন্দী হন। সর্বত্র একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এর ভিতর দিয়ে টিপু একজন ভিখারির বেশ নিয়ে সৈয়দ মহম্মদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে শ্রীরঙ্গপটমে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। হায়দর টিপুকে হারাবার চিন্তায় দুঃখে অভিভূত হয়ে দুর্গের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফকির কাদির আলীর দরগায় পুত্রের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন।[৬৪]

যদিও মারাঠারা হায়দরকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু তারা আর অগ্রসর হয়নি। লুঠতরাজে তারা এতই ব্যস্ত ছিল যে দশদিন গত হবার আগে তারা শ্রীরঙ্গপটম পৌছতে পারেনি। ইতিমধ্যে হায়দর রাজধানী রক্ষার বন্দোবস্ত শেষ করে রেখেছিলেন। অবরোধ যখন সুরু হয় তখন রাজধানী রক্ষায় টিপু বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বাহিরে হানা দিয়ে মারাঠা সেনাদলের সংহতি নাশ করতেন।[৬৫] প্রায় ৩ দিন অবরোধ চালিয়ে নয় ত্রিম্বক রাও শ্রীরঙ্গপটম থেকে দূরে সরে যান অক্টোবরের প্রথম ভাগে তিনি ৩৫,০০০ জন সৈন্য নিয়ে তাঞ্জোর অভিমুখে অগ্রসর হন সেখান থেকে তিনি বড মহল ও কৈম্বাটুর লুণ্ঠন পরিচালনার উদ্যোগ করেন। টিপুকে তাই ত্রিম্বককে হয়রান করে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য পাঠানো হয়। টিপু কিন্তু সফল হতে পারেন নি কারণ, তার সঙ্গে ছিল মাত্র ৮,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য। এর দ্বারা বিরাট মারাঠাবাহিনীর সঙ্গে তিনি যুঝে উঠতে পারেননি। সুতরাং রাজধানী ফিরে যাওয়াই ঠিক করেন। এই ফিরতি পথে তিনি কিন্তু একটা মারাঠা সেনা বিভাগকে ছিন্ন ভিন্ন করে লুণ্ঠন করে নিয়েছিলেন।[৬৭]

যুদ্ধের প্রথম ভাগে মারাঠাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করবার জন্য টিপু বেদনুর প্রদেশে মোতায়েন ছিলেন। বেশ সাফল্যের সঙ্গেই তিনি এ কাজ সমাধা করেন। কিন্তু তাঁকে অন্যত্র ডেকে নেওয়া হলে তখন আর পুনা থেকে রসদ সরবরাহে মারাঠাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'ত না। তাই আবার হায়দর টিপুকে বেদনুর প্রান্ত ভাগে পাঠান, সঙ্গে ছিল বিখ্যাত অসিচালক শ্রীনিবাস বরাকিক আর সেই সঙ্গে ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য। হায়দরের পরিকল্পনা সফল হয়, কারণ যুবক নবাবপুত্র পুনা থেকে আগত একটি বিরাট সুরক্ষিত সমর সম্ভার বাহিনী কাবু করেছিলেন।[৬৮] গ্রেণ্ট ডাফের মতে "বৎসরের এই ভাগে এটাই ছিল

তাঁর (হায়দরের) সৈন্যের একমাত্র কাজ যা সফল হয়েছিল"।[৬৯] ১৭৭২ এর জুলাইতে হায়দর অত্যন্ত অসম্মানজনক শর্তে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন।

নভেম্বর, ১৭৭২ সালে পেশোয়া মাধব রাওর মৃত্যু হয়। পুনাতে এর দরুণ ভীষণ অন্তর্বিবাদের সূচনা হয়। সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে হায়দর এই সুযোগ নিতে অবহেলা করেন নি। তাই মারাঠারা তাঁর যে সব রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল তা পুনরধিকার করতে তিনি টিপুকে পাঠান। টিপু প্রথমে সিবা অবরোধ করেন এবং তিন মাস ঘেরাও করে রাখার পর সেটি দখল করে নেন। তারপর চারদিনের মধ্যেই মদ্দাগিরি[৭০] পতন হয়। এরপর তিনি গুররামকণ্ডাও চেন্নারেয়া দুর্গ[৭১] দখল করেন এবং হস্কোট[৭২] কে অবনমিত করতে হায়দরকে সাহায্য করেন। আবার ১৭৭৫ সালে বাসালাত জাঙ্গের অধীনস্থ বেলারি অধিকারেও তিনি পিতার সাহায্যকারী ছিলেন। ১৭৭৮ সালে ১০,০০০ জন সুনির্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি ধারওয়ার আক্রমণ করেন। এতে ৩ ০০০ জন সৈন্য মোতায়েন ছিল। তিনি সহরটি লুঠ করেন কিন্তু টাঁকশালও দুর্গ জয় করে উঠতে পারেন নি। ফিরে আসতে হয়েছিল। যাই হোক ফিরে গিয়ে মূল সেনাদলে যোগ দেবার পূর্বে তিনি হুবলি[৭৩] দখলে সমর্থ হন। তারপর ১৭৭৯ সালে যখন হায়দর চিতল দুর্গ আক্রমণ করেন তখন টিপু দুর্গটিকে অধিকার করতে সাহায্য করেন।[৭৪] এইভাবে ১৭৭৪—৭৮ সালের মধ্যে টিপুর সাহায্যে হায়দর তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত যেসব ভূমি ভাগ মারাঠারা পূর্বে তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধে ছিনিয়ে নিয়েছিল শুধু তাই পুনরধিকার করেন নি, পরন্তু মারাঠাদের সে সব দেশ তুঙ্গ ভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যে অবস্থিত ছিল, সেগুলিও অধিকৃত করে নিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ

১৭৮০ সালের ২০এ জুলাই হায়দর ৯০,০০০ জন সৈন্যসহ চাঙ্গামাগিরি-বর্ত্মের ভিতর দিয়ে কর্ণাটকে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৭৫] তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র করিমকে পর্তোনভো আক্রমণ করতে পাঠান, আর নিজে বড় জেলে টিপুকে সঙ্গে নিয়ে আরকট অবরোধে যান।

হায়দরের কর্ণাটক আক্রমণের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছবার পর সপরিষদ গভর্ণর নির্ণয় করেন যে স্যার হেক্টর মানরোর নেতৃত্বে কোম্পানীর মূল সৈন্যদল কঞ্জিভরমের কাছে গঠিত ও মিলিত হবে। সেখানে কর্ণেল বেলীর নেতৃত্বে গুণ্টুর সৈন্যদল এসে যোগ দেবে। তারপর সুরু হবে মহীশূরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। মানরো ২৫শে আগষ্ট মাদ্রাজ ছেড়ে ৪ দিন পর কঞ্জিভরম পৌঁছান এবং বেলী অপেক্ষা করতে থাকেন। এ কথা শুনে, ১০,০০০ সেনা ও ১৮টি কামান সহ হায়দর টিপুকে পাঠান, যাতে করে মূল সৈন্যদলে যোগদেবার পথে বেলীর সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৭৬] আর হায়দর নিজে আরকট অবরোধ পরিত্যাগ

করে মানরোর গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য কঞ্জিভরম অভিমুখে অগ্রসর হন।

বেলীর পরাজয়

আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখ বেলী ১০৭ জন ইয়োরোপিয়ান, ২,৬০৬ জন সিপাহী ও ৯টি কামানসহ কোবটা লেয়েয়ার নদীর কাছে পৌছান। তখন নদীটি শুষ্ক থাকায় তখনি পার হওয়া উচিত ছিল। তা না করে তিনি একটা বড় ভীষণ ভুল করেছিলেন এবং নদীর উত্তর পারে শিবির ফেলেছিলেন। সেই রাত্রিতেই নদীতে বন্যা আসে ফলে. সেপটেম্বরের ৩ তারিখের আগে বেলী উহা পারহতে পারেন নি তবে ৬ই কঞ্জিভরমের ১৫ মাইল উত্তরে পের'মবক্কমেএ কোন রকমে পৌছতে পেরেছিলেন।[৭৭] সেদিনই টিপু তাঁকে আক্রমণ করেন। বেলী নদীটির দক্ষিণ তীব ছাডবার পর থেকেই টিপু তাঁকে একটানা হযরান করে আসছিলেন।

ইংরেজদের অবস্থান অতি সুবিধা জনক ছিল। দু'টি প্রকাণ্ড জলাশয় ও বড় বড় জলাভূমি প্রায় সমস্ত পথ তাঁদের অনুকূলে ছিল। সে যাই হোক্, টিপুর উৎসাহ উদ্যম বাধা পায়নি, তিনি আক্রমণ চালিয়ে যান। তাঁর পদাতিক সৈন্য এমন সুন্দর ভাবে অগ্রসর হতে থাকে যে বেলী মনে করেছিলেন মানরো নিজেই তাঁর সাহায্যার্থে বুঝি আসছেন। কিন্তু টিপুর অশ্বারোহী সেনা থেকে তাঁদের সেনাদলের পার্শ্বদেশে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ দেখে ইংরেজরা শীঘ্রই তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা তখনি ব্যাপক ভাবে কামান দাগা সুরু করে। ফলে টিপুর পদাতিক সেনা পিছু হটতে বাধ্য হয়। টিপু তখন তাঁর অশ্বারোহী দলের উপর আক্রমণ সুরু করেন। কিন্তু তখন একটা আঁকা বাঁকা নদী পথ ইংরেজদের রক্ষার কাজে লাগে। এই নদীটি মহীশূরীদের বাধা দিয়েছিল ফলে নদী পার করে তার শত্রুদের কাছে পৌছতে পারেনি। ৩ ঘণ্টা যুদ্ধ চালাবার পর টিপু পিছু হটেন। কামান আক্রমণে তাঁকে ৯০০ জন সৈন্য হারাতে হয়।[৭৮] তিনি পিতাকে বলে পাঠান যে নতুন সৈন্য সামন্ত যোগ না দিলে বেলীকে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। হায়দর তাই মহম্মদ আলীর[৭৯] নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। বেলীর হতাহতের সংখ্যা প্রায় ২৫০[৮০] জন সৈন্য ছিল। তিনিও মানরোকে লেখেন যে কঞ্জিভরমে তিনি যেতে পারছেন না, আশা করছেন প্রধান সেনাপতি যেন পেরামবক্কমে[৮১] তাঁর সঙ্গে যোগদেন। ৯ই সকালে মানরোর প্রেরিত কর্নেল ফ্লেচারের নেতৃত্বে ১,০০০ সৈন্য তাঁর দল বৃদ্ধি করতে পৌছায়। সেই রাত্রিতেই বেলী পেরামবক্কম ত্যাগ করেন। কিন্তু আধ মাইলও না যেতেই টিপু আবার তাঁকে নাজেহাল করতে সুরু করেন। ইংরেজ সেনার পেছন ভাগে গোলা বন্দুক বর্ষিত হয়। তবুও ইংরেজরা অগ্রসর হতে থাকে কিন্তু কঞ্জিভরম যখন মাত্র ৯ মাইল দূরে, বেলী তাঁর পরবর্তী সেনাধ্যক্ষ ফ্লেচারের পরামর্শের বিরুদ্ধে সেই রাত্রির মত

বিশ্রাম করতে সঙ্কল্প করেন। তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেন কিছুটা এই কারণে যে তিনি তাঁর ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈন্যদের বিশ্রামদিতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি ভেবেছিলেন সকাল বেলার মধ্যেই মান্‌রো তাঁর রক্ষার্থে এসে পড়বেন।[৮২] কিন্তু মান্‌রো না আসায় এই বিশ্রাম অপ্রয়োজনীয় ও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। টিপু এই পরিস্থিতির সুবিধা নিতে ছাড়েন নি। টিপু তাঁর কামান বন্দুক রাত্রিভাগে ঠিকঠাক জায়গায় রাখবার হুকুম দেন এবং পিতাকে তৎক্ষণাৎ লিখে জানান মূল সৈন্যদল নিয়ে এ আক্রমণে সাহায্য করতে। হায়দর আলী তাঁর গুপ্তচরদের মারফত জেনেছিলেন যে মান্‌রো তাঁর স্বস্থান থেকে নড়বেন না। তিনি তাঁর পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর বেশী অংশটাই টিপুর[৮৩] সেনাদলে যোগদিতে সন্ধ্যেবেলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বেলীর বিরুদ্ধে আক্রমণে সহায়তা করতে নিজেই রওনা হয়ে যান ভোর ৪টায়। মান্‌রো তাঁর নিষ্ক্রিয়তায় অটল ছিলেন। সকাল ৫টায় যখন ইংরেজ সৈন্যগণ যাত্রা সুরু করে মাত্র ৬ মাইলও এগোয়নি টিপুর কামান বন্দুক তখন তাদের পেছনে গোলাবর্ষণ সুরু করে, আর হায়দরের অশ্বারোহীরা ইংরেজদের পার্শ্বদেশে পৌঁছে যায়। বেলী তবু অগ্রসর হতে থাকেন এবং বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। কিন্তু গোলাবর্ষণ সহনাতীত মনে হওয়ায় তিনি পল্লীলোর[৮৪] গ্রামের নিকট থেমে পড়েন এবং তাঁর নিজ সেনাদলের কামান বন্দুক নিয়ে শত্রুর অগ্নিবর্ষণের মোকাবিলা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেপ্টেন রামট্রি ও গাউডির নেতৃত্বে সিপাহীদের দশটি দলকে টিপুর কামান বন্দুক বাজেয়াপ্ত করতে আদেশ দিলেন। তারা তিন চারটে কব্জাও করে ফেলে, কিন্তু চলার পথে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ায় তাদের আর্জিত জিনিষ হাত ছাড়া হয়ে যায়। এর দরুন যে-গোলমেলে অবস্থা দেখা দেয় তার ভিতর তারা এক প্রকাণ্ড মহীশূরী সেনাদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশই ছিন্নদেহে পতিত হয়।[৮৫] এক ঘণ্টা পর হায়দর নিজেই আক্রমণে অগ্রসর হন। প্রথমটায় তাঁর সেনাদলকে মান্‌রোর সেনা বলে ইংরেজ সেনারা মনে করেছিল। সকলেই বিপুল আনন্দধ্বনি করে উঠে। কিন্তু যখন দেখে যে নতুন সেনাদল মান্‌রোর নয়, হায়দরের তখন তাদের আনন্দ বিভিষিকায় পরিণত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হায়দারের অশ্বারোহীরা তাদের ঘিরে ফেলে, তাঁর গোলন্দাজরা পাল্টা অগ্নিবর্ষণ সুরু করে ইংরেজরা তখন একটা চক্রব্যূহ রচনা করে তার ভিতর থেকে মহীশূরীদের বীরত্বের সঙ্গে বাধা দিতে থাকে। একটু পরে বেলী দেখতে পান যে ইংরেজরা তাদের গোলাবারুদ একটা ছোট গিরিখাতের ভিতর রেখেছে তখনি তাঁর গোলন্দাজদের আদেশ দেন সেদিক পানে গোলা ছুঁড়তে। তারা ইংরেজদের ৩টি গোলাবারুদ বহনকারী গাড়ি উড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। ইহা ইংরেজ সেনার ভিতর বিভীষিকার সৃজন করে। এই সুযোগ পেয়ে অশ্বারোহীরা আর এক পালা নিয়ে নেয়। ভারতীয় সিপাহীদেরই আক্রমণের আসল ধাক্কার ভিতর পড়তে হয়েছিল, তারা একেবারেই মনোবল

হারিয়ে ফেলেছিল—কেউবা পালিয়ে যায়, কেউবা নিহত হয়। বেলী অবশ্য ইয়োরোপিয়ানদের সংহত করে রেখেছিলেন,—কিন্তু তারাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা শীঘ্রই তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে বাধা দেওয়া নিষ্ফল, তাই আত্মসমর্পণ করেন।[৮৬] ৫০ জন অফিসার সহ ২০০ জন ইয়োরোপিয়ান—অধিকাংশই আহত ও বন্দী হয়। এরাই ছিল বেলীর ৩,৮৫৩ জন সৈন্যের অবশিষ্টাংশ। মহীশূরীদের ক্ষতি হয়ে ছিল প্রায় ২ বা ৩ হাজার[৮৭] সৈন্য। ইংরেজবন্দীদের যখন হায়দরের সামনে আনা হয় তখন তাদের অবস্থাদেখে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করেন, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে প্রত্যেককে একখানা কাপড় ও একটি টাকা দান করেছিলেন।[৮৮] এরপর তাদের শ্রীরঙ্গপটম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আশ্রয় দিয়েও ইংরেজ সেনাদের উপর হত্যাকাণ্ড চলছিল বলে উইলক্স এর বিবরনী বানানো কথা বলে মনে হয়।[৮৯]

স্যার টমাস মান্‌রোর মতে বেলীর সৈন্যদলের যে সর্বনাশ ঘটেছিল 'তা ভারতে ইংরেজদের চরমতম দুর্দশা"। আর এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী মান্‌রো যিনি তাঁর রসদ পত্র ও ভারী কামান বন্দুকের খাতিরে কঞ্জিভরমের শিবির থেকে নড়তে রাজী হন নি। শেষকালে সকাল বেলা তিনি যখন অগ্রসর হন তাঁর সে যাত্রাও ছিল উদ্দেশ্যহীন, ধীর গতি। বেলীর রক্ষার সময় ততক্ষণে পার হয়ে গেছে। ইংরেজ সেনাদলের শেষগতি জেনে মান্‌রো কঞ্জিভরম ফিরে আসেন। বেলীর পরাজয়ে মনোবল হারিয়ে, রসদপত্রের শূন্যাবস্থা দেখে তিনি মাদ্রাজ ফিরে যাবার সঙ্কল্প করেন। তিনি দেখেছিলেন যে মজুদখাদ্য ভাণ্ডারের সংস্থান মাত্র একদিনের ছিল। ভারী ভারী কামান ও সংরক্ষিত তৈজসপত্রের যেগুলি বয়ে নেওয়া যায়নি সেগুলি একটা বড় জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। পলায়ন যাত্রা সুরু হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ভোর সকালে।[৯০]

যদি বেলীর পরাজয়ের পর হায়দর আলী মান্‌রোকে তাঁর সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করতেন তবে মান্‌রোর সেনাদের তিনি শুধু ধ্বংসই করতে পারতেন না, মাদ্রাজের প্রবেশদ্বার অবধি তেমন কোন গুরুতর বাধারই সম্মুখীন হতে তাঁকে হ'ত না। স্যার আয়ার কুট লিখেছেন, "আমার একান্ত বিশ্বাস, যদি হায়দর আলী সে-সময় মাদ্রাজের প্রবেশদ্বার অবধি তাঁর জয়যাত্রা চালিয়ে যেতেন তবে ঐ গুরুত্ব পূর্ণ মাদ্রাজ দুর্গটি দখল করতে পারতেন।[৯১] কিন্তু হায়দর এ-সুযোগ হারান। সমগ্র সেনা-শক্তি প্রয়োগ না করে তিনি শুধু টিপুকে মানরোর পিছু পিছু পাঠিয়েছিলেন, -সঙ্গে ছিল মাত্র সামান্য কটি অশ্বারোহী সৈন্য। টিপু চিঙ্গলপুট অবধি ইংরেজ সেনাদের হয়রানি করেন, তাদের সমস্ত মালপত্র দখলে আনেন, আর হতাহত করেন ৫০০ জন সৈন্যকে।[৯২] মান্‌রো অবশ্য ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে চিঙ্গলপুট পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং দাক্ষিণ থেকে প্রেরিত কর্নেল কসবির সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরদিন আবার যাত্রা শুরু করেন। ১৫ই তারা মাদ্রাজের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে মারমালঙ্গে নিরাপদে পৌঁছে যান।

১৯ তারিখ হায়দর কাঞ্চিভরম ত্যাগ করে আরকট দখল করতে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে মানরোর আগমনে আরকট অবরোধ স্থগিত রাখা হয়েছিল। একজন ইয়োরোপিয় ইনজিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে স্থানটিকে আরো সুদৃঢ় করা হয়। কিন্তু ৬ সপ্তাহ পর দুর্গে দু'টি ফাটল ধরানো হয়। ৩১শে অক্টোবর টিপু ও মহামীর্জা খাঁ একযোগে আক্রমণ চালাবার আদেশ পান। টিপু সফল হতে পারেননি, কিন্তু মহামীর্জা খাঁ ফাটলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। টিপু তাঁর সেনাদের পুনরায় জড়ো করিয়ে নতুনভাবে আক্রমণ করেন। এবারে তিনি সফল হন এবং সহজেই শহরটি অধিকার করে নেন। শহরটির পতনে সেখানকার সৈন্যদল ভগ্নোদ্যম হয়ে তখনি বশ্যতা স্বীকার করে। সন্ধির শর্ত উদার ছিল, হায়দর তা যথাযথ পালন করেছিলেন [২৩]

আরকট জয়ের পর টিপুকে আম্বুর এবং টিয়াগার[২৪] অভিযানের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। সাতঘর ছিল একটা পাকাপোক্ত দুর্গ। ওখানে ২,০০০ জন সৈন্য মোতায়েন ছিল, আর দীর্ঘ অবরোধ প্রতিহত করবার মত খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সম্ভারও সেখানে মজুদ থাকত। কিন্তু টিপু যখন জায়গাটি ঘেরাও করেন, তখন দুর্গের নায়ক ওয়ালি মহম্মদ খাঁ মহীশূর সেনাদলের পরিমাণ দেখে ঘাবড়ে যান ও ১৭৮১ সালের ১৩ই জানুয়ারী আত্মসমর্পণ করেন।[২৫]

সাতঘর থেকে টিপু যান আম্বুর দুর্গ আক্রমণে। এই দুর্গে একদল বীর সৈন্য ছিল, তাদের নায়ক ছিলেন কেপ্টেন কিটিং। কিটিং আত্মসমর্পণে রাজী ছিলেন না, মাসাধিক কাল বীরত্বের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্গের দেওয়ালে ভাঙ্গন ধরে, এমন গোলাবারুদও প্রায় শেষ হয়ে আসে। ১৫ই[২৬] তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

এই সময় টিপু টিয়াগারেরও পতন ঘটান। প্রায় ৪ সপ্তাহ কামান দাগার পর দেওয়ালে ভাঙ্গন ধরানো হয় এবং টিপু আক্রমনোদ্যত হন। কিন্তু জলাভাব দেখা দেওয়ায় দুর্গের নায়ক রবার্টস আত্মসমর্পণে রাজী হন। টিপু তখন যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন। কিন্তু রাত্রিতে বৃষ্টি হয়ে দুর্গের সৈন্যরা একটু সাময়িক নিস্তার পান, তার উপর রবার্টস জানতে পেরেছিলেন যে স্যার আয়ার কূট তাঁর সাহায্যার্থে ঝটিতে এসে যাচ্ছেন, তখন পরদিন সকালে আত্মসমপণের বদলে তিনি দুর্গ থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করেন, আবার দু'পক্ষেই আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই দুর্গের সৈন্যদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে কারণ, কূট তাদের কোন সাহায্যে আসতে পারেননি। টিয়াগারের দিকে একবার মাত্র অগ্রসর হয়েই সামরিক সরবরাহের অভাবে কূট অচল হয়ে পড়েন। দুর্গ-নায়ক কাজেই আবার আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। টিপু কিন্তু এবার তাঁর কথায় কান না দিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর ৭ই জুন দুর্গ দখল হয়। দুর্গ-নায়ক ও অন্যান্য অফিসাররা বন্দী হন।[২৭] টিপু অতঃপর স্থানীয় অন্যান্য দুর্গ আক্রমণ করেন।

একে একে তাদের হাত করতে টিপুর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এরপর তিনি পিতার কাছে ফিরে আসেন, এবং অনেক পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হন [৯৮] হায়দর তখন মূলসেনা দলের সঙ্গে আরাকটে ছিলেন।

কিছুকাল পরই টিপু পিতার নিকট থেকে ওয়াল্ডিওয়াস দুর্গ পুনরায় অবরোধ করবার জন্য আদেশ পান। স্যার আয়ার কুট্ এসে পড়েছিলেন বলে ১৭৮১ সালের জানুযারী মাসে এই দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ২২শে জুন টিপু ১৩টি দেওয়াল ভাঙবার যন্ত্র ও যথেষ্ট সৈন্যসহ দুর্গ আক্রমণ করেন[৯৯], এবং 'পেট্টা' করায়ত্ত করে ফেলেন। তারপর দুর্গটি অবরোধ করবার জন্য তৈরি হয়ে উহা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও করে ফেলতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন তিনি দুর্গ-দেওয়ালে ভাঙন ধরাবার জন্য গোলাবর্ষণে তৈরি তখন হায়দরের আদেশ আসে মই-এর সাহায্যে প্রাচীর আরোহণ করে দুর্গ দখল করতে। অন্য আদেশ ছিল এরপর স্থলপথে বঙ্গদেশ থেকে যে-ইংরেজ সেনাদল আসছে তার গতিরোধ করতে হবে। সুতরাং টিপুকে তাঁর নিজের আক্রমণ পন্থা বদল করতে হয়। ১৬ই জুলাই রাত্রিতে দেওয়াল ডিঙ্গাবার চেষ্টায় তিনি প্রতিহত হন। তার কারণ হয়ত এই যে কেপ্টেন ফ্লিণ্ট আসন্ন আক্রমণের কথা পূর্বেই জানেন সেজন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, আবার এও হতে পারে যে পর্তোনভোতে কুটের হাতে হায়দরের পরাজয় আক্রমণকারীদের নিরুৎসাহ করেছিল।[১০০] এই নিষ্ফল কাজের পর যখন জানতে পারলেন যে কুট ওয়াল্ডিওয়াস দুর্গের সহায়তায় আসবার জন্য করুণগুলি[১০১] পৌঁছে গেছেন, তখন তিনি দুর্গাবরোধ উঠিয়ে নেন এবং কর্ণেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ থেকে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিল তা রুখ্‌বার জন্য কঞ্জিভরম অভিমুখে রওনা হয়ে মাদ্রাজ থেকে নেলোর অবধি রাজপথের মাঝামাঝি স্থানে গুম্মাডিপুণ্ডিতে তাঁর সেনাদল জড়ো করেন। তাঁর আশা ছিল ইংরেজ সৈন্য এই সাধারণের ব্যবহৃত পথেই আসবে। কিন্তু পিয়ার্স সোজা অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথ বেছে নেন -সেটা ছিল সমুদ্রতার দিয়ে পুলিকট হ্রদ ও সমুদ্রের মাঝেকার পথ। কুটের সঙ্গে তিনি ২রা আগস্ট[১০২] মিলিত হতে পারেন। ইংরেজদের রুখ্‌তে না পেরে টিপু আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে পিতার কাছে আরকট ফিরে যান।

ব্রেইথওয়েটের পরাজয়

আরকট থেকে টিপুকে তাঞ্জোর পাঠানো হয়। এখানে ১৭৮২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি কর্ণেল ব্রেইথওয়েটকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন। তাঞ্জোরের কোম্পানীর সৈন্যের দলপতি ব্রেইথওয়েট ১০০ জন ইয়োরোপীয়, ১,৫০০ জন ভারতীয় ও ৩০০ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কলেরুণের তীরবর্তী কুম্ভকোনম্ গ্রামে শিবির খাটিয়ে বসেছিলেন। জায়গাটা খোলামেলা কিন্তু বড় বড় গভীর নদী-দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ব্রেইথওয়েট ধারণা করেছিলেন তিনি আকস্মিক কোন

আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। টিপু তাঞ্জোর আক্রমণ করেন, সঙ্গে ছিল ১০,০০০জন অশ্বারোহী, ১০,০০০ জন পদাতিক, ২০টি কামান এবং লালের নেতৃত্বে ৪০০ জন ইয়োরোপিয়ান সৈন্য। কয়েকটি স্থান দখল করার পর তিনি ইংরেজদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন। এত দ্রুত তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন যে ইংরেজরা একেবারে হকচকিয়ে যায়। ব্রেইথওয়েট তাঞ্জোরে পলায়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দেখেন তা অসম্ভব ব্যাপার কারণ তার চারদিকে শত্রুরা ঘিরে রেখেছে। তিনি তাই তার সৈন্যদের একটি শূন্যগর্ভ চক্রাকারে বিন্যাস করেন—বাইরের লাইনে গোলন্দাজ ও মাঝখানে অশ্বারোহী দল। এভাবে প্রতিরোধের জন্য তিনি তৈরি হন। মহীশূরীদের অবিরাম গোলাবর্ষণে এবং তাদের অশ্বারোহীদের আক্রমণে ইংরেজ সৈন্যের ঘোরতর ক্ষতি হয়। প্রায় ২৬ ঘণ্টা (ফেব্রুয়ারির ১৬-১৮) ইংরেজরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু মহীশূরী অশ্বারোহীদের সহায়তায় লালের ৪০০ জন ইয়োরোপিয়ান সৈন্যের প্রবল আক্রমণ তারা রুখতে পারেনি—ভয় বিহ্বল হয়ে পড়ে[১০৩] তাই ব্রেইথওয়েটকে শরণ-প্রার্থী হতে হয়, শরণ তখনি তিনি পেয়েছিলেন ইহা বলা ঠিক হবেনা, লাল মধ্যস্থতা না করলে ইংরেজ সৈন্য পাশবিকভাবে নিহত হত। বস্তুতঃ ব্রেইথওয়েট শান্তির নিশান দেখবার পর থেকেই একজন লোককেও হত্যা করা হয়নি, এবং ইংরেজ সৈন্য বন্দী হলেও[১০৪] তারা দুর্ব্যবহার পায়নি। একজন বন্দী দৃঢ়ভাবে বলেছে যে টিপু "তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুতেই নজর রাখতেন। তিনি তাদের শুধু পোষাক ও অর্থই দেননি, তার দুর্গ রক্ষীদের উপর কড়া হুকুম ছিল হায়দরের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাদের যাত্রাকালে বন্দীদের যত্ন নিতে। হায়দারের সৈন্য তখন কাঞ্জিভরমে।"[১০৫]

টিপুর ব্রেইথওয়েটকে জয় করার ফলে কুটের পরিকল্পনা সব বানচাল হয়ে যায়। এতে তাঞ্জোরের একটা মোটা অংশ সহজেই সুলতান দখল করতে পেরেছিলেন। টিপু দক্ষিণ ভাগে যুদ্ধে রত ছিলেন, যতদিন না হায়দর তাকে ফরাসী সেনাদের সঙ্গে যোগ দিতে ডেকে পাঠান। ফরাসীরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৮২ সালে পর্টোনভোতে দ্যুশমঁ্যর নেতৃত্বে এসেছিলেন কাজেই টিপু পর্টোনভো চলে গিয়ে ফরাসীদের সঙ্গে মিলিত হন। মার্চের শেষে টিপু ফরাসীদের সঙ্গে কুড্ডালোরের উপর হানা দিতে যান। ২রা এপ্রিল অবরোধ সুরু হয়। দুর্গটি সুরক্ষিত ছিল না বলে পরদিন বিকেলেই আত্মসমর্পণ করে। ফরাসীদের পক্ষে নৌ-ঘাঁটি এবং সামরিককেন্দ্র হিসাবে এই স্থানটি অনুকূল হয়েছিল। টিপু কুড্ডালোর থেকে ফরাসীদের সহিত ১ মে সরাসরি পিতার সঙ্গে মিলিত হতে অগ্রসর হন। যুক্ত-সৈন্যবাহিনী পণ্ডীচেরীর প্রায় ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত গিরিদুর্গ পেরমুকল অভিমুখে গিয়ে ১১ই মে দুর্গের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

কুট একথা জানা মাত্র দুর্গের সাহায্যার্থে রওনা হয়ে পড়েন, কিন্তু প্রবল ঝড় বৃষ্টির জন্য তার গতি রুদ্ধ হয়। যখন তিনি কন্দ্রুলি পৌছান তখন জানতে পারেন যে ১৬ই মে পেরুমুকল আত্মসমর্পন করে ফেলেছে।[১০৬] পেরুমুকল থেকে যুক্ত বাহিনী ওয়াণ্ডিওয়াস্ যাত্রা করে। ওখানে চার দিন থাকতে না থাকতেই ইংরেজদের আসবার খবর পেয়ে বাহিনী পণ্ডিচেরীর দিকে চলে যায়। কুট হায়দরের সঙ্গে লড়াই এর জন্য ব্যগ্র হয়ে তার পিছু নেন। হায়দর পণ্ডীচেরীর ১৪মাইল উত্তর পশ্চিমে কিলায়ানুরে শক্তসমর্থ ভাবে ঘাঁটি পেতে বসে ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে শত্রুর বাছাই করা ঘাঁটিতে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া বিপজ্জনক। তিনি ৩০তারিখ[১০৭] আরনি অভিমুখে রওনা হন। কেন্দ্রস্থানে বলে আরনি হায়দরের সামরিক মালপত্র রাখবার প্রধান গুদাম ছিল। কুট হিসাব করে দেখেন যে আরনির দিকে আক্রমণ করলে মহীশূরীরা কিলায়ানুরে তাদের শক্ত ঘাঁটি ছাড়তে বাধ্য হবে। কুটের সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল।[১০৮] কারণ, হায়দর যখন এই গতিবিধির খবর পান সেই বিকেলেই টিপুকে নির্দেশ দেন আরনি রওনা হয়ে সেখানকার শক্তি বাড়াতে। হায়দর নিজেও পরদিন রওনা হয়ে যান — ফরাসাদের বাদ দিয়েই। ফরাসী মিত্র-সৈন্যরা সঙ্গে যেতে রাজী হয়নি। টিপু কষ্ট-সাধ্য গতিতে অগ্রসর হয়ে লালের সঙ্গে আরনি পৌছান এবং ২রা জুন একটা গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে মোতায়েন হন। কুট দুর্গের কাছে যেখানে তাঁবু খাটাবেন বলে স্থির করেছিলেন সেখানে সকাল ৮ টায় সৈন্যদের অগ্রগামী দল যখন পৌছায় তখন হায়দর ক্ষিপ্রগতিতে,—যদিও পেছন থেকে দূর পাল্লার কামান দেগেছিলেন, আর টিপু সম্মুখ থেকে কামান দেগেছিলেন।[১০৯] ইংরেজরা তাতে বিশেষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কারণ তারা ছিল একটা শূন্যগর্ভ চক্রাকার স্থানে—যার চারদিকই আক্রমণ মুখী।[১১০] যাই হোক, দশটা নাগাদ কুট অবস্থার উন্নতি করে হায়দরকে আক্রমণ করেন। হায়দর আরনির অপর পারে পিছিয়ে যান - একটা আগ্নেয়াস্ত্র, পাঁচটি গোলাবারুদ পূর্ণ শকট ও নদীবক্ষে আটকে পড়া দুটি অস্ত্রবাহী গাড়ি ফেলে যান।[১১১] ইহা খুব সম্ভব একটা সুপরিকল্পিত পশ্চাদগমন।[১১২] কারণ ৪ঠা জুন যখন কুট ফিরে এলেন আরনি অবরোধ আবার সুরু করার জন্য, তখন হতাশার সঙ্গে তিনি দেখেন যে হায়দর তখনো কাছে পিঠেই রয়েছেন। এবং টিপু সেনা নিবাসটি শুধু যে অধিকতর বলীয়ান্ করেছেন তা নয়, আরনি থেকে অনেক সঞ্চিত সম্পদও সরিয়ে ফেলেছেন। এমত অবস্থায় মাদ্রাজে ফিরে যাওয়া ছাড়া কুটের আর কিছু করবারও ছিল না।[১১৩]

এরপর নভেম্বর অবধি টিপু তাঞ্জোরে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাস্ত থাকেন। পরে টিপুকে মালাবার চলে যাবার জন্য হায়দর আদেশ পাঠান। কারণ তখন কোম্পানীর সৈন্যরা পশ্চিম উপকূলের বিষয় সম্পত্তিকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

টিপুকে মালাবারে পাঠানো হ'ল

সর্দার খাঁ তেল্লিচেরী অবরোধ করেছিলেন। ১৭৮২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী মেজর এবিংটন তাকে পরাজিত করেন। তিনি সমস্ত সামরিক মালপত্র খুইয়ে ১,২০০ জন সৈন্যের সঙ্গে বন্দী হন।[১১৪] কিন্তু এই পরাজয়ে তার এতই লজ্জা হয়েছিল যে কিছুকাল পরেই তিনি আত্মহত্যা করেন।[১১৫] ইংরেজরা বিজয়-যাত্রা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে পরদিন মাহে দুর্গ এবং ১৩ই কালিকট দখল করে।[১১৬]

এই ক্ষতির কথা জেনে হায়দর মখদুম আলীকে মালাবার উপকূলে পাঠান। কিন্তু মখদুম আলীও কোন উন্নতি দেখাতে পারেননি এবং ৭ই এপ্রিল কালিকটের প্রায় ১৬ মাইল পূর্বে ত্রিকালুরে কর্ণেল হাম্বারষ্টোন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। হাম্বারষ্টোনকে বম্বে গভর্ণমেণ্ট পাঠিয়েছিলেন মালাবার উপকূলে হায়দরের রাজ্যের বিরুদ্ধে তেল্লিচেরী থেকে মেজর এবিংটনের সঙ্গে কাজ করতে।[১১৭] এই জয়ের পর মে মাসে হাম্বারষ্টোন কালিকট ফিরে আসেন। কারণ, প্রবল বৃষ্টি ও মহীশূরীদের অদম্য প্রতিরোধ শক্তি তাকে পালঘাট যাবার পথ করে নিতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি আবার কালিকট থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং ২১শে সেপ্টেম্বর রামগিরি কোটা[১১৮] দখল করে পালঘাটের দিকে যাত্রা করেন। পালঘাট অধিকার করতে বারবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইহা অনমনীয় ছিল। অবশেষে অক্টোবরের ২১ তারিখে মহীশূরীদের বিচক্ষণ ও দুঃসাহসিক এক আঘাতে তার প্রায় সমস্ত রসদপত্র ও গোলাবারুদ নষ্ট হয়ে যায়। উপকূলের দিকে ত্বরিত ফিরে যাওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। পলায়ন-যাত্রায় তার সৈন্যদল মহীশূরীদের দ্বারা অবিরত অপমানিত হয়েছিল। তারা এদের অবিরত উত্ত্যক্ত করতো।[১১৯] ১৮ই নভেম্বর কোটা রামগিরি পৌঁছে তিনি খবর পান লালের সেনা সহ টিপু একটা বৃহৎ সৈন্যমণ্ডলী নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

মখদুম সৈন্যদলের সর্বনাশে হায়দর বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি তখন টিপুকে অবস্থার গতি ফেরাবার জন্য পশ্চিম উপকূলে যেতে আদেশ করেন। সুতরাং আবহাওয়ার কিছু উন্নতি হলে টিপু করুরের নিকট থেকে পালঘাটের সাহায্যে রওনা হয়ে ১৬ই নভেম্বর সেখানে পৌঁছান। যখন দেখলেন হাম্বারষ্টোন ইতিমধ্যেই চলে গেছেন, তখনি তিনি তার অনুসরণ করেন। ১৯ তারিখ সকালে তার অগ্রগামী সৈন্যদল ইংরেজদের ধরে ফেলে। তারা মাত্র কয়েক মাইল রামগিরি থেকে অগ্রসর হয়েছিল। হাম্বারষ্টোন সুতরাং বাধ্য হয়েই "তড়িঘড়ি পালিয়ে যান।"[১২০] টিপু তাকে অনুসরণ করেন। সন্ধ্যার দিকে পন্নানি নদী পৌঁছানো পর্যন্ত সারাদিন টিপু ইংরেজদের হয়রান করেন, তাদের উপর কামান চালান। এ যাবৎ টিপু ঐ অভিযানটি খুবই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি

ইংরেজ সৈন্যের দিকে লক্ষ্য রাখা অবহেলা করতে লাগলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন নদীটি অনতিক্রম্য, কাজে কাজেই ইংরেজ সৈন্য তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে ও ফাঁদেব ভিতর। তার এই অসতর্কতা ইংরেজ সৈন্যরা কাজে লাগায়। সাধারণ লোকের পক্ষে মাত্র আকণ্ঠ গভীর নদীর এমন একটা স্থান দেখে রাত্রির অন্ধকারে তাবা পাব হয়ে যায়। টিপু খববটি জেনেই ইংরেজদের পিছু তাড়া করেন। কিন্তু তাবা প্রথমেই এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে টিপু ক্ষিপ্রগতিতে গিয়েও তাদের ধরতে পাবেন নি। তারা পন্নানি শহবে পৌছে যেতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও তাদেব জিনিষপত্র সবই পেছনে পড়ে ছিল।[১২১]

পন্নানি পৌছে টিপু লালের সহায়তায় তাব উপর হামলা স্থরু করে দেন। ২৯শে নভেম্বর সকালে তিনি কর্ণেল মেক্‌লয়েডের সৈন্যেব ৪টা লাইনে একটি শক্ত ও স্থপরিকল্পিত আঘাত হানেন। মেক্‌লয়েড পূর্বদিন বিকালে কালিকট থেকে হাম্বারষ্টোনের বলবৃদ্ধি করতে এসেছিলেন। ফলে টিপু কোন সফলতা লাভ কবেন নি। মেক্‌লয়েডের স্থিতিস্থান স্থদৃঢ় ছিল। একদিকে সাগর অন্যদিকে নদী, সামনেব দিক স্থবক্ষিত ছিল বনে আব জলাভূমিতে।[১২২] টিপু কিন্তু শহরটি অবরোধ করে দখল কবতে পারতেন।[১২৩] যদি না তাকে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চলে যেতে হ'ত।

হায়দরের মৃত্যু ও তার উইল

১৭৮২ সালের নভেম্বব থেকে হায়দর কার্বাঙ্কল রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তার চিকিৎসকগণ প্রথমে মনে করেছিলেন উহা একটি সাধাবণ ফোড়ার ব্যাপাব। অবশ্য শীঘ্রই আসল বোগটা ধরা পড়ে এবং হিন্দু, মুসলীম ও ফবাসী ডাক্তারগণ তাকে আরোগ্য কববার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃথাই তার স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে যায়। এবং ৬০ বৎসর বয়সে ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৮২ সালের সকাল বেলা চিত্তুরেব নিকট নবসিংহারায়নপেটে তার মৃত্যু হয়।[১২৪]

ঐ সময় টিপুর প্রতি হায়দবের শেষ উপদেশের কথা নিয়ে অনেক জনরব ওঠে। ইংরেজদের দিক থেকে রটানো হয় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি টিপুকে লিখেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে তাব বিবোধ নিষ্ফল হয়েছে। কাবণ ইংবেজরা দমে যাবাব মত কমশক্তিশালী নন। স্থতরাং টিপুকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গে ভাব করে নিতে এবং ফরাসীদের উপব আব ভবসা না বাখতে।[১২৫] ইংরেজদের মিত্রতা থেকে আর একটা রটনা হ'ল, টিপু যখন পিতার শেষকৃত্য করছিলেন তখন হায়দরের পাগড়ির ভিতব এক টুকরো কাগজ দেখতে পান যাতে লেখা ছিল টিপু যেন ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন।[১২৬] এ দিকে মিস্তোর মতে হায়দর টিপুকে উপদেশ দিয়েছিলেন ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলতে, কারণ ইংরেজরা

ভারতে সব চেয়ে জোরালো শক্তি। একমাত্র ফরাসীদের সাহায্যেই ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব।[১২৭]

কিন্তু এই সকল বিবরণী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। এর কোনটাই সমসাময়িক প্রামানিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। ইংরেজদের কাহিনী স্বপ্ন-বিলাস মাত্র; যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হোক—মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছারই প্রতিফলন। তাছাড়া, এগুলির মতলব ছিল জগৎকে দেখানো যে হায়দরের মত শক্তিশালী দেশ-নায়কও শেষকালে ইংরেজদের অপরাজেয় ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার হায়দর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠিয়ে টিপুকে লিখতে আদেশ করেন যে, মালাবার সম্পত্তি রক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে তিনি যেন তাড়াতাড়ি তার কাছে চলে আসেন।[১২৮] তারপর তার মৃত্যু দিন বিকেলবেলা হায়দর তার বিশিষ্ট কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, যে তার মৃত্যু সন্নিকট তাদের প্রতি অনুরোধ যে তার অবর্তমানে টিপুকে যেন তারা তেমনি ভাবে সেবা করেন যেমন তাকে করতেন। বিশিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন পূর্ণাইয়া, কৃষ্ণরাও, শ্যামাইয়া, আবুমহম্মদ, মীর সাদিক, মহম্মদ আলী, বদরুজ্জমান খাঁ, গাজী খাঁ, এবং মহামীর্জা খাঁ।[১২৯]

হায়দারের মৃত্যুর পর তার মুখ্য কর্মচারীরা সভা করে ঠিক করেন যে কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনা যাতে না ঘটে এজন্য টিপুর আসা পর্যন্ত মৃত্যু খবর গোপন রাখা হবে। অস্ত্র চিকিৎসকরা হায়দরের ক্যাম্পে দিনে দু'বার আসা যাওয়া করতেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নিয়মিত দেখা করতে আসতেন। সে সময় সেনাবাহিনীকেও তৈরি রাখা হয়েছিল, যাতে কোন বিদ্রোহের চেষ্টা হলে সেটা দমন করা যায়। বহির্গামী চিঠিপত্র ও লোকজনের উপর সতর্ক নজর রাখা হয়।[১৩০] সে সময় মহামীর্জাকে হায়দারের মৃত্যু খবর সহ তৎক্ষণাৎ যুবরাজের নিকট প্রেরণ করা হয়। ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে হায়দরের দেহ একটা বড় সিন্দুকে ভরে ফেলে রক্ষীসহ উহা শ্রীরঙ্গপটম্ পাঠানো হয় যেমন করে কোন মূল্যবান ধনসম্পদ পাঠানো হয়। কোলারে মৃতদেহটি ফতে মহম্মদের কবরে[১৩১] সাময়িকভাবে রাখা হয়। পরে উহা শ্রীরঙ্গপটম নিয়ে গিয়ে টিপুর তৈরি জমকালো সমাধি মন্দিরে কবরস্থ করা হয়েছিল।[১৩২]

এত সাবধানতা সত্ত্বেও হায়দরের মৃত্যু খবর ফাঁস হয়ে পড়েছিল। বিরূপ মনোভাবের কোন কোন ব্যক্তি এই সুযোগ কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ৪,০০০ অশ্বের নায়ক, টিপুর জ্ঞাতি-ভাই মহম্মদ আমিন বখশী সামসুদ্দিনের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেন মধ্যকালীন গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করে হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল করিমকে রাজা করতে। তারা করিমকে সিংহাসনে প্রার্থী করান এজন্য যে করিম ছিলেন স্বল্প বুদ্ধির লোক, অতএব তার নামে তারা নিজেরাই কর্তৃত্ব করতে পারবেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুত্নো[১৩৩] নামক একজন ফরাসী অফিসারও এই ষড়যন্ত্রে ছিলেন। তিনি নিজের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সব কথা স্বীকার করে

ফেলেন। সুতরাং নিজেদেব দোষ কবুল করা ছাড়া মহম্মদ আমিন ও সামসুদ্দিনের আর অন্য কোন বাস্তা খোলা ছিল না। তাদের বন্দী করে শ্রীরঙ্গপটম পাঠানো হয়। বৃত্‌নোকেও একটা দুর্গে আটক করে রাখা হয়, পাছে উনি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ করেন বা টিপুর অফিসারদের উত্তেজিত করেন।[১৩৪] এরূপ আরো কয়েকটি দুষ্ট প্রকৃতির লোক মাথা তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের দমন করেন পুলে। পুলে ছিলেন দ্য অসট্রেসিয়া সৈন্যদলের দ্বিতীয় কাপ্তেন। তিনি টিপুর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।[১৩৫]

এরূপ কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বড় রকমের কোন বিদ্রোহ ঘটেনি এবং যথারীতি শাসন কাজ চলে যাচ্ছিল। কারণ, টিপুর সৈন্যরা ছিল অনুগত[১৩৬] এবং সাধারণতঃ তার সহৃদয়তা ও নেতৃত্বের যোগ্যতার উচ্চ ধারণা পোষণ করতো। সৈন্যরা নিশ্চিত ছিল তার পরিচালনায় জয় হবেই। কবিম সাহেব সম্বন্ধে তাদের ধাবণা ছিল এই যে তিনি অনভিজ্ঞ ও সুবুদ্ধিহীন।[১৩৮]

২১শে ডিসেম্বর সৈন্যদল নবসিংহারায়ণপেট ত্যাগ করে এবং পবদিন টিপুর আগমন প্রতীক্ষায় চাকমেলুরে শিবির ফেলে। সৈন্যদের গতি সুশৃঙ্খল ছিল। হায়দরের পালকী, যাতে করে তার যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রকাশ করা হয়েছিল, তা আবৃত ছিল এবং সকলরকম সামরিক সম্মানের সঙ্গে তা বহন করা হয়।[১৩৮]

১১ই ডিসেম্বর, ১৭৮২ বিকালে টিপু তার পিতার পত্র পান। পরদিন সকালে অতি দ্রুত গতিতে তিনি চিত্তুর অভিমুখে রওনা হন। কোয়েম্বাটোর পৌছে তিনি মহম্মদ সিতাবের[১৩৯] স্থানে সৈয়দ মহম্মদ মাদাভিকে শ্রীরঙ্গপটমের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আরসাদ বেগ খাঁ যিনি হায়দব কর্তৃক মালাবারের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাকে টিপু পালঘাট বক্ষা কার্যে থাকতে আদেশ দেন। প্রথম দিকে টিপুর সেনাদলের গতি তাদের সহ্য শক্তিমত একটানা ও দ্রুত ছিল। টিপু যখন জানতে পারলেন যে সৈন্য ও মুখ্য কর্মাধ্যক্ষবা তার অনুগত, তখন চলার গতি কিছুটা বিলম্বিত করা হয়। ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি মূল সৈন্যদল থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে তার জন্য যে তাঁবু খাটানো হয়েছিল সেখানে পৌছন[১৪০] তিনি কোন জাঁকজমকসহ অভ্যর্থিত হতে চাননি এবং সূর্যাস্তের পব সাদাসিধেভাবে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। যখন তিনি তার মুখ্য কর্মাধ্যক্ষদের গ্রহণ করেন তখন তিনি পিতৃবিয়োগ শোকের চিহ্ন স্বরূপ একখানা সাধারণ কার্পেটের উপর বসেছিলেন[১৪১] পরদিন সকালে তিনি তার ভাই ও যে-সব কর্মাধ্যক্ষগণ তাব অনুপস্থিতিতে এত সুন্দরভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন তাদের ডেকে পাঠান। তাদেব সঙ্গে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেন। তারপর, শোক ও সৌজন্য জানাবার জন্য সমস্ত সেনাধ্যক্ষদেব আসতে বলা হয়। রাত্রি ৯টাব সময় তিনি জাঁকজমক ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পদবী গ্রহণ করেন,

নবাব টিপু সুলতান বাহাদুর বলে। তার সৈন্যদল ১২১টি ও ফরাসীরা ২১টি তোপ ধ্বনিতে তাকে সেলাম জানায়।[১৪২]

টিপু উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বৃহৎ রাজ্য পেয়েছিলেন। ইহার সীমা ছিল উত্তরে কৃষ্ণা নদী, দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও টিনেভেলি জেলা, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত-মালা, এবং পশ্চিমে আরব্য সাগর। তিনি শ্রীরঙ্গপটম কোষাগারে পেলেন মণি-মাণিক্য ও মূল্যবান জিনিষপত্র ছাড়া ৩ কোটি টাকা।[১৪৩] বেদনুরেও একটা বড় কোষাগার ছিল, কিন্তু হায়দরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আইয়াজ ও মেথুজরা তা হাত করে ফেলে। তদতিরিক্ত তার পিতা রেখে যান প্রায় ৮৮,০০০ হাজার লোকের সৈন্যদল—দুর্গস্থিত ও প্রাদেশিক সেনা বাদ দিয়ে। ঐ সৈন্যদল নিশ্চিত-রূপেই ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত ছিল।[১৪৪]

সে সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল যুদ্ধ-ব্যবস্থা। টিপু সামরিক ব্যাপারে মনো-যোগ দেন। তিনি সৈন্যদের বকেয়া বেতন তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করবার হুকুম দেন। এ-ও হুকুম করেন যে এখন থেকে সৈন্যরা নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন পর পর বেতন পাবে। অস্থায়ী সৈন্য দলের পুনর্গঠন ও গোলন্দাজ সৈন্য সুগঠিত করবার জন্য একজন ফরাসী অফিসার নিযুক্ত করা হয়। সৈন্যদলকে অবিরত খাদ্যসম্ভার ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান দেবার ব্যবস্থা হয়। ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করার জন্য খামখেয়ালি ভাবে জিনিষপত্রের মূল্য নির্ধারণ প্রথা রহিত করা হয়। ষ্টুয়ার্টের বিবেচনা মতে, এই ব্যবস্থার ফল স্বরূপ টিপুর সেনা-শিবিরে[১৪৫] সরবরাহের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই সুলতান তার অফিসারদেরও আদেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। কিন্তু তিনি যখন এসব সংস্কারমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন তখন কানে আসে জেনারেল ষ্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ-সৈন্য ওয়াণ্ডিওয়াশের দিকে এগিয়ে আসছে।

টীকা:

১। কিরমাণি, পৃঃ ৬, 'তারিখ-ই-টিপু', ফঃ ৬১ বি, 'সুলতান-উত্-তওয়ারিখ, ফঃ ৮০; 'হায়দর নামা' পৃঃ ৮১।

২। 'সুলতান-উত্-তওয়ারিখ', ফঃ ৮০; 'তারিখ-ই-টিপু' ফঃ ৬১; 'হায়দর নামা', পৃঃ ৮১; কিরমাণির বিবরণী থেকে মনে হয় টিপুর পূর্বপুরুষরা উত্তর-পশ্চিম থেকে স্থলপথে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আসেন।

৩। 'কারনামা-ই-হায়দরি' (পৃঃ ৬৮৭-৯৪) তে একজন অজ্ঞাতনামার বিবরণী হইতে জানা যায় যে আদিপুরুষ হাসান-বি-ইয়াইয়া (মৃঃ ৮৭৪/১৪৬৯) নামক জনৈক কুরেশী। তিনি মক্কার শেরিফ ছিলেন। তার পৌত্র আহমেদ ইয়েমেনের সানা নামক স্থানে চলে আসেন এবং সানার অধিপতির মেয়েকে বিয়ে করেন। অধিপতির মৃত্যুর পর তিনিই সেখানকার শাসক হন। কিন্তু সানার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োজিত, ষড়যন্ত্রের দ্বারা তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং পরে নিহত হন। তার তের বছরের ছেলে মহম্মদ কিন্তু বাগদাদে

পালাতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি বাণিজ্য সুরু করেন এবং সত্বরই একজন বর্ধিষ্ণু বণিক হয়ে দাঁড়ান। হাসান-বি-ইব্রাহিম (মৃঃ ১০৭৫/১৬৬৪) ছিলেন ইয়াহিয়ার ষষ্ঠ বংশধর। পিতার আমলাদের অসাধুতায় কপর্দকহীন হয়ে জীবিকার্জনের চেষ্টায় তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। হাসান আজমীরে খোজা মইনুদ্দিন চিস্‌তির দরগায় 'মুতাওয়ালির সঙ্গে বাস করতে থাকেন এবং তার মেয়েকে বিয়ে করেন। তার মৃত্যুর পর তার এক পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম হয় ওয়ালি মহম্মদ। ওয়ালি বড় হলে তার ছেলে মহম্মদ আলীর সঙ্গে তিনি শাহজাহানাবাদ চলে আসেন এবং সেখান থেকে দিল্লী। বংশটির পরবর্তী ইতিহাস কিরমাণির বিবরণীর অনুরূপ। বিবরণটি সত্য হতে পারে আবার এ-ও হতে পারে যে এ বংশ পরিচয়টি উদ্ভাবন করা হয় হায়দর ও টিপুর বংশের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। আমি কিন্তু হায়দর টিপুর অন্য কোন আগের ইতিহাসে এর নজীর পাইনি।

৪। কিরমাণি, পৃঃ ৬, কিরমাণি ভুল করে মহম্মদ আদিল শাহ্‌কে আলি আদিল শাহ বলেছেন।

৫। কিরমাণি 'সুলতান-উত্-তওয়ারিখ', ফঃ ৮১, কিন্তু দরগার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম এতে নেই ; পীরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য "ই, আই, নিউজ" (নিউ) দ্রষ্টব্য।

৬। কোন কোন বিবরণী মতে মহম্মদ আলীও বিজাপুর সরকারের চাকুরীতে ছিলেন।

৭। কিরমাণি, পৃঃ ৬-৭।

৮। ঐঃ, পৃঃ ৭-১০, কিরমাণি বলেন নবাবের মৃত্যুর পর বাদবিতণ্ডা সুরু হওয়ায় ফতে মহম্মদ আরকট ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু নবাবের মৃত্যু ১৭৩২ সাল অবধি হয়নি। ফতে মহম্মদের জীবনের এই সময়টা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে।

৯। ঐঃ, পৃঃ ১০, 'তারিখ-ই-টিপু', ফঃ ৬১ বি এবং 'হায়দর নামা, পৃঃ ৮১, ভুলে আরকটের নবাবের নাম দিল দেলিয়ার খাঁ বলা হয়েছে। 'সিরা' মহীশূরের তামকুর জেলার একটি শহর।

১০। ইহা 'আর্কাবটি' নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী বেঙ্গালোরের ২৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

১১। কিরমাণি, পৃঃ ১১।

১২। কিরমাণি, পৃঃ ১১-১৩, উইল্‌কস (1), পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

১৩। কিরমাণি, পৃঃ ২৬৮। কিরমাণি ভুল করে বলেছেন আব্বাস কুলী খাঁ, দরগা কুলী খাঁর পুত্র।

১৪। 'হায়দর নামা', পৃঃ ৮১ ও 'তারিখ-ই-টিপু, ফঃ ৬২এ ভুল করে বলেছেন যে পরিবারটি সিরার নবাব দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছিল। ৩২ বছর পরে হায়দর যখন দোধবল্লাপুর অধিকার করেন, তখন আব্বাস কুলী খাঁ মাদ্রাজ পালিয়ে যান এবং হায়দর যখন ১৭৬৭ সালে কর্ণাটক আক্রমণ করেন তখন আব্বাস এতই আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে তিনি একটা নড়বড়ে জলযানে উঠে পড়েন এবং নামতে চাইছিলেন না যতক্ষণ না স্থির জানতে পারেন যে হায়দর কর্ণাটক ছেড়ে চলে গেছেন (উইল্‌কস (1) পৃঃ ৪৯৩, পাদটিকা)।

১৫। কিরমাণি, পৃঃ ১৩, 'সুলতান-উত্-তওয়ারিখ', ফঃ ৮৩।

১৬। ঐঃ, 'হায়দর নামা', পৃঃ ৮১ ; তারিখ-ই টিপু' ফঃ ৬২এ। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে বিবৃত ঘটনাবলী প্রায় এক-ই। 'হায়দর নামা' ও 'তারিখ-ই-টিপু' উভয়েই বলে যে 'দলাভাই' ঋণ শোধ করে দেন। প্রতিদানে হায়দর ও শাহ্‌বাজ রাজ্য সরকারে চাকুরি নেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দু'টি ছেলেই তখন কোন চাকুরী নেবার পক্ষে খুব ছোট।

১৭। 'সুলতান-উত -তওয়ারিখ' ফঃ ৮৩ ; কিরমাণি পৃঃ ১৬।

১৮। ঐঃ।
১৯। ঐঃ পৃঃ ১৬-১৭।
২০। 'হায়দর নামা'', পৃঃ ৮১ ; কিরমাণি, পৃঃ ১৭।
২১। বেঙ্গালোরের ২৩ মাইল উত্তরে একটি শহর।
২২। 'হায়দর নামা'' পৃঃ ৮১ 'তারিখ-ই-টিপু' ফঃ ৬৩ বি—৬৪ বি।
২৩। কিরমাণি, পৃঃ ২০-২১ ; উইল্‌কস (I) পৃঃ ৩০০।
২৪। ঐঃ পৃঃ ৩১১।
২৫। কিরমাণি পৃঃ ২৩ ; উইল্‌কস (I), পৃঃ ৩১০।
২৬। কিরমাণি পৃঃ ২৩-২৪, উইল্‌কস (I) পৃঃ ৩১৯, শ্রীরঙ্গম ত্রিচীনপলির ২ মাইল উত্তরে একটা দ্বীপ ও শহর।
২৭। কিরমাণি, পৃঃ ২৪-২৫।
২৮। সিন্‌হা ' হায়দর আলী'', পৃঃ ১৪-১৭।
২৯। দেবরাজ ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। (উইল্‌কস (I), পৃ, ৩৯৭)।
৩০। ঐঃ, পৃঃ ৪০৫।
৩১। ঐঃ, পৃঃ ৪০৬-৪০৭।
৩২। কিরমাণি, পৃঃ ৩০।
৩৩। ঐঃ পৃঃ ৩১-৩৩, উইল্‌কস (I) পৃঃ ৪১২।
৩৪। ঐঃ, পৃঃ ৪১৫-৪০৬।
৩৫। ঐঃ, পৃ ৪৬৫।
৩৬। কিরমাণি পৃঃ ১৮।
৩৭। ঐঃ, পৃঃ ১৯ 'ফরনামা-ই-হায়দরী', পৃঃ ৮৬৪, মীর আলী রেজা খাঁ তার ভাই ছিলেন। ইনি হায়দরের রাজত্বকালে বৈশিষ্ট্যমূলক কাজ করেন। পর্টোনভোর যুদ্ধে (জুলাই, ১৭৮১) তিনি নিহত হন। মাইলস্ তার নিশান-ই-হায়দরী র অনুবাদ পুস্তকে বলেছেন (পৃঃ ২৬) যে হায়দর রেজা খাঁর শ্যালিকাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই অনুবাদ ভুল। (কিরমাণি রঃ এঃ সোঃ বেঃ পাণ্ডু নং ২০০, ফঃ ১০এ)।
৩৮। কবরটি নবাব সাদাতুল্লা খাঁ ১৭২৯ সালের কাছাকাছি সময় তৈরী করেন (দ্রষ্টব্যঃ বৌরিং এর "হায়দর আলী ও টিপু সুলতান", পৃঃ ১১৮ (পাদটিকা)। হায়দর ১৭৮০ সালে যখন আরকট দখল করেন তখন কবরটি দর্শনে যান ও প্রচুর প্রণামী দেন (হামিদ খাঁ ফঃ ৩০ বি ৩১ এ)।
৩৯। কিরমাণি, পৃঃ ১৯-২০ 'ফরনামা-ই-হায়দরী' পৃঃ ৮৬৪। আমি "টিপু' কথাটির অর্থ খুঁজে পাই নি, বোধ হয় অন্যান্য অনেক নামের মত এটাও অর্থশূন্য। চলতি অর্থে কন্নড ভাষায় টিপু' হ'ল ব্যাঘ্র। কিন্তু ঐ ভাষায় 'টাইগার' হ'ল 'হুলি', লায়ন' হল 'সিংহ'। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বৌরিং এর 'হায়দর আলী ও টিপু সুলতান', পৃঃ ২২৩-২২৪)।
৪০। কিরমাণি বলেন যে তার নামই টিপু সুলতান। প্যাবেসাতো হামিদ খাঁ ও 'তারিখ-ই-টিপু' যুবরাজ ও নবাব—উভয় সময়ই তাকে টিপু সুলতান বলে। উল্লেখ্য, টিপুর ছেলেদের নামের অংশও সুলতান।
৪১। 'পুঙ্গানুরি' পৃঃ ৮ ; উইল্‌কস (I) পৃঃ ৪৬৯।
৪২। 'পুঙ্গানুরি', পৃঃ ৩৩।
৪৩। ঐঃ, ষ্টুয়ার্ট "মেমোয়ারস অব হায়দর এণ্ড টিপু" পৃঃ ৪৩ ; উইল্‌কস (II) পৃঃ ৩০০।

৪৪। পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৩।
৪৫। কিরমাণি, পৃঃ ৯৬-৯৭।
৪৬। পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৩। মালভল্লী মহীশূর জেলায় মহীশূরে; কোনানুর হাসান জেলায় মহীশূরে, অন্যান্য তিনটি সালেম জেলায় তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) তে।
৪৭। ঐঃ, পৃঃ ১৬; কিরমাণি, পৃঃ ১২৮-১২৯।
৪৮। ঐঃ পৃঃ ১২৯।
৪৯। হামিদ খাঁ, ফঃ ২১ বি।
৫০। এটি দক্ষিণ আরকট জেলার (তামিলনাড়ু, মাদ্রাজ) একটি ছোট শহর।
৫১। কিরমাণি, পৃঃ ১৩২, উইল্কস (1) পৃঃ ৫৮৭।
৫২। সিনহা "হায়দর আলী" পৃঃ ৭৫, ভেনিয়াম বাড়ি সালেম জেলার (তামিলনাড়ু, মাদ্রাজ) একটি শহর।
৫৩। মিসো (1) পৃঃ ৫১।
৫৪। সালেম জেলার একটি গ্রাম।
৫৫। সালেম জেলার একটি শহর।
৫৬। কিরমাণি, পৃঃ ১৩৩-১৩৪। কিরমাণির মতে হায়দর স্মিথকে ভেনিয়াম বাড়িতে পরাস্ত করেন।
৫৭। সিন্হা 'হাযদর আলী', পৃঃ ৮২।
৫৮। কডেল 'হিষ্ট্রি অব দি বম্বে আর্মি', পৃঃ ৮৩।
৫৯। সিন্হা হায়দার আলী', পৃঃ ৮২-৮৩।
৬০। পেস্লোতো (v) পৃঃ ১৬৩। উইল্কস (1) পৃঃ ৬৮৫।
৬১। শ্রীরঙ্গপটম 'তালুকের' একটি পবিত্র শহর।
৬২। কিরমাণি, পৃঃ ১০২।
৬৩। উইল কস (1) পৃঃ ৬৯৫-৬৯৬। উইল্কসের এ-বিবরণী অন্য কোন সমসাময়িক প্রামাণ্য দ্বারা সমর্থিত নয়।
৬৪। 'হায়দর নামা', পৃঃ ৯২; উইলক্স (1) ৬৯৮। কিরমাণি, পৃঃ ১০৪ বলেন যে টিপু পিণ্ডারির বেশে পালিয়ে যান।
৬৫। কিরমাণি, পৃঃ ১০৯-১১০।
৬৬। কিরমাণি, পৃঃ ১১১।
৬৭। সিন্হা, 'হায়দর আলী', পৃঃ ১১২; কিরমাণি, পৃঃ ১১৩।
৬৮। উইলক্স (1), পৃঃ ৭০২, কিরমাণির মতে (পৃঃ ১১৮) ধৃত রণ-সম্ভার ও রসদ বোঝাই হয়েছিল ৩০টি হাতি, ১০০টি উট ও ৫০টি খচ্চর।
৬৯। ডাফ, (1), পৃঃ ৫৬৯।
৭০। মহীশূরের তামকুর জেলার একটি 'তালুক'।
৭১। মহীশূরে তামকুর জেলায়, একটি পাহাড়ে দুর্গ।
৭২। কিরমাণি, পৃঃ ১২৩, 'হায়দর নামা' পৃঃ ৯৪, হস্কোট্ বেঙ্গালোর জেলার একটি শহর।
৭৩। নেঃ আরকাইভ্স সিঃ, প্রঃ ডিসেম্বর ১৮, ১৭৭৫, নং ১৩-১৫, ১৭৭৮ এর শেষভাগে ধারওয়ারও দখলে আসে।
৭৪। ঐ, মার্চ ১৮, ১৭৭৯, 'হায়দর নামা', পৃঃ ৯৫।
৭৫। উইলক্স, (1), পৃঃ ৮১২।
৭৬। গ্লিগ, 'মনরো', পৃঃ ২৩, একটি ফরাসী বিবরণী মতে (দ্রষ্টব্যঃ পিয়্যারলেংকার, 'এনটি

গুয়েলহাস, (I) ফেসি, (II) নং ৬৭, পি ২৪২, টিপু হায়দর আলী বেগের এক ডিভিসন সেনা ও ৫,০০০ অশ্বারোহী সহ প্রেরিত হন।

৭৭। ফরটেসকিউ, (III), পৃঃ ৪৪২, পেরামবক্কম হ'ল তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)র চিঙ্গলেপুট জেলার একটা গ্রাম।

৭৮। পিস্যুরলেংকার, 'এণ্টিগুয়েলহেস' (I), ফেসি, (II), নং৬৭ পৃঃ ২৪৩।

৭৯। ঐঃ।

৮০। ঐঃ, কিন্তু ইংরেজ বিবরণী মতে বাইঙ্গক হতাহতে ১০০ জন হারান।

৮১। ফরটেস্কিউ, (III), পৃ৹ ৪৪৩।

৮২। কিরমাণি, পৃঃ ১২৬ ; ইনস্মানরো, পৃঃ ১৫০।

৮৩। ফরটেস্কিউ, (III), পৃঃ ৪৪৪।

৮৪। কাঞ্জিভরম থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে একটি গ্রাম।

৮৫। ফরটেস্কিউ (III) পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫, উইলক্‌স (II) পৃঃ ২০, বলেন যে সিপাহী মারা যায় সামান্য ক'জন। কিন্তু সর্বদাই তিনি ইংরেজদের ক্ষতি কম দেখানোর অভ্যস্ত ছিলেন।

৮৬। ফর্টেস্কিউ (III), পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭, পিস্যুরলেংকার, 'এণ্টিগুয়েলহাস (I), ফেসি, (II), পৃঃ ২৪৩-৪৪৪ : কিরমাণি পৃঃ ১২৮।

৮৭। ফরটেস্কিউ (III), পৃঃ ৪৪৭ উইলসন, (II), পৃঃ ৮।

৮৮। হামিদ খাঁ, ফঃ ৩০এ-৩০বি টিপুও বন্দীদের উপর সদয় ব্যবহার করেন। (দ্রঃ, লরেন্স, 'কেপটিভ্‌স অব টীপু সুলতান পৃঃ ১৩০)।

৮৯। উইলক্‌স (II) পৃ৹ ২২ ফরাসী বিবরণী ও হামিদ খাঁ কোন নিষ্ঠুর অত্যাচারের উল্লেখ করে না। এমন কি ইনেস মানরোও এদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না—যদিও তিনি উল্লেখ করেন যে ১৬ জন ইংরেজ অফিসার ও নিম্নপদস্থ সেনা ফরাসী হুসারদের সহৃদয়তায় অনাহত থাকে।

গ্লিগ, 'মান্‌রো', পৃঃ ২৫।

৯০। ফরটেস্কিউ (III), পৃঃ ৪৪৮।

৯১। নেঃ আরক' সিঃ প্রঃ নভেম্বর ১৮, ১৭৮০, পৃঃ ২১৩৭-৮।

৯২। ইনেস মন্‌রো, পৃঃ ১৭২।

৯৩। উইলক্‌স (II), পৃঃ ৩৪-৩৫।

৯৪। সাতঘর ও আমুর উত্তর আরকট জেলায়। টিয়াগার দক্ষিণ আরকট জেলায় একটি গ্রাম।

৯৫। কিরমাণি, পৃঃ ২০৫-২০৬।

৯৬। নেঃ আঃ সিঃ প্রঃ এপ্রিল ২৭, ১৭৮১ পৃঃ ১০৫০ ; উইল্‌সন (II) পৃঃ ১৩, কিরমাণি পৃঃ ২০৬। কিরমাণির মতে সেনাধ্যক্ষ ১৫ দিন রুখেছিলেন।

৯৭। কিরমাণি, পৃঃ ২১০-২১১, উইল্‌কস, (II) পৃঃ ৪৬।

৯৮। ইনেস মন্‌রো, পৃঃ ২০৯।

৯৯। উইলক্‌স (II), পৃঃ ৬৩ নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর ৭, ১৭৮১ পৃঃ ২০৫৩, মতে টিপুর ছিল ৩০,০০০ সৈন্য। এটা অতিশয়োক্তি।

১০০। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর ৭, ১৭৮১, পৃঃ ২০৫৩। উইল্‌কস (II), পৃঃ ৬৪, যে সময়টায় টিপু উত্তরে এবং দক্ষিণ আরকট জেলায় ও ওয়াণ্ডিওয়াস আক্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন হায়দর তাঞ্জোরে সামরিক অভিযানে রত ছিলেন। ১৭৮১ সালের ১৬ই জুন কুট কুড্ডা-লোরের পাশ থেকে মহীশূরীদের সেখান থেকে তাড়াবার জন্য ও 'ত্রিচীনপলি রক্ষা

করবার জন্য রওনা হয়েছিলেন। হায়দার ত্রিচীনপলি আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। হায়দর ইংরেজদের অগ্রগতিতে বাধা দিতে সঙ্কল্প করে যুদ্ধের জন্যও তৈরি হয়েছিলেন, "কথিত আছে তাকে এই অযৌক্তিক সঙ্কল্প থেকে বিরত করবার জন্য তার বড় ছেলে বুদ্ধিমানের মত পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি" (মিল IV পৃঃ ১৪৭), ফলে হ'ল এই যে হায়দর ১৭৮১ সালের ১ জুলাই কুটের হাতে পরাজিত হন। যুদ্ধ হয়েছিল পর্টো নভোতে। হায়দরের প্রভূত ক্ষতি হয়। (এই যুদ্ধের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ সিক্রেট প্রসিঃ সেপ্টেম্বর ৭ ১৭৮১, পৃ° ২০৩৭-৫২)।

১০১। মাদ্রাজের প্রায় ৮৫ মাইল দক্ষিণে চিঙ্গলকুট জেলায় ইহা একটি ঐতিহাসিক দুর্গসহ গ্রাম

১০২। নে পাবক সিক্রেট প্র, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৮১, পৃ° ২০৭১।

১০৩। মিল, IV পৃ° ৭২ ১৭৩।

১০৪। নেঃ আরঃ সি° প্রঃ, ১১ই মার্চ ১৭৮২ পৃঃ ৯৮৩ "কর্ণেল ব্রেইথওয়েট যুদ্ধারম্ভের কিছু পরে, শত্রুদের সন্ধিনিশান পাঠান। এরপর কোন ব্যক্তিকেই হত করা হয়নি, কিন্তু সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশকে বন্দী করা হয়" (নেঃ আরঃ সিঃ প্রঃ ১১ই মার্চ, ১৭৮২)।

১০৫। লরেন্স কেপ্‌টিভ অব টিপু সুলতান', পৃঃ ১২৬, মিল ও বলেন "ন্যায়তঃ বলতে গেলে টিপু তার বন্দীদের বিশেষতঃ অফিসার ও আহতদের, সত্যিকারের দরদ নিয়ে দেখতেন"। (মিল, পৃঃ, ১৭৩)।

১০৬। নেঃ আরঃ সিঃ প্রঃ, ৬ই জুন, ১৭৮২ পৃঃ ১৯২১-৩, ১৯৩০।

১০৭। নেঃ আরঃ সিঃ প্রঃ, ৪ঠা জুলাই ১৭৮২, পৃঃ ২০৫৪-৫৫।

১০৮। নে আ সি প্র° ৪ঠা জুলাই ১৭৮২ পৃ, ২১৪৭।

১০৯। উইল্‌কস (II), পৃ° ১৩৭।

১১০। নে আ° সি প্র, ৪ঠা জুলাই ১৭৮২, পৃ ২০৫৫।

১১১। ঐ পৃ ২০৬২।

১১২। 'হায়দর নামা', পৃ ৯৭ হায়দরকে জয়ী বলে মনে করে। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে আরণির যুদ্ধে হায়দরের সামান্যই ক্ষতি হয়। কুট্ বলেন "আমি মনে করি না যে (হায়দরের) ক্ষতি বেশি রকম। আমরা ৩০ বা ৪০টি নানা প্রকারের অশ্ব দখল করি"। অপর দিকে ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল ৭৪ জন সেনা ও ৭টা অশ্ব। (নে. আরঃ, সিঃ প্র ৪ঠা জুলাই, ১৭৮২ প ২১৪৯)।

১১৩। ঐ।

১১৪। কডেল, 'হিষ্ট্রি অফ দি বম্বে আর্মি', পৃ ১০০, উইল্‌কস (II) পৃঃ ১০৮।

১১৫। হায়দর নামা' পৃ ৯৭।

১১৬। কডেল হিষ্ট্রি অফ্ দি বম্বে আর্মি' পৃ ১০০।

১১৭। নে আ সি প্র ২৩শে মে ১৭৮২, প ১৬৮৪।

১১৮। একটি গ্রাম —কালিকট ও পালঘাটের মাঝামাঝি স্থানে।

১১৯। মিল, IV, পৃ ১৮৩।

১২০। মা° রে মি° ক, জানুয়ারি ১৭৮৩ মেক্‌লয়েড মাদ্রাজকে' ৩০শে নভেম্বর, ১৭৮২, ভল্ ৮৫, পৃ° ৯৪।

১২১। উইল্‌কস (II), পৃঃ ১৬৩-১৬৪। আরো দ্রষ্টব্যঃ আ° নেঃ, সি২ ২১৪১ লালে থেকে মিনিষ্টার ৩১শে আগষ্ট, ১৭৮৩, ফঃ ১৭বি, পন্নানি হ'ল কেরালার পালঘাট জেলার একটা বন্দর সহর।

১২২। 'মেমোয়িরার অফ জন কেম্বেল', পৃঃ ৩৪, মাঃ রেঃ মিঃ কঃ জানুয়ারি ১৭৮৩, ভল্ ৮৫ এ, পৃঃ ১৪৪।

১২৩। আঃ নেঃ সি২ ১৪১, লালে মিনষ্টারকে, অগাষ্ট, ৩১, ১৭৮৩ ফঃ ১৭ বি।

১২৪। দ্রষ্টব্যঃ আঃ নেঃ সি২ ১৫৫ মরলা মিঃ কে ফেব্রুয়ারি ৬, ১৭৮৩, ফঃ ২০৩ (এ)-২০৭ (এ) হায়দরের রোগ ও মৃত্যুর ভাল বিবরণীর জন্য।

১২৫। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ, ২৩শে জানুয়ারি, ১৭৮৩, খণ্ড ৮৫ এ, পৃঃ ৪২৭-৪২৮, মাঃ রেঃ মিঃ ডে' কোর্টকে খণ্ড (xvii), পৃঃ ৬৬-৬৭।

১২৬। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩।

১২৭। মিশো (i), পৃঃ ৮২।

১২৮। কিরমাণি, পৃঃ ২৪৮।

১২৯। 'হায়দর নামা', পৃঃ ১০০। 'হায়দর নামা' বদরুজ্জমান খাঁ, মহামীর্জা, গাজী খাঁ ও মহম্মদ আলীর নাম উল্লেখ করেনি। কিন্তু হায়দর তাদের অবশ্যই ডেকেছিলেন, কারণ, তারাও তার বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

১৩০। আঃ নেঃ সি২ ১৫৫ জ্ঞ' মর্‌ল্য মিনিষ্টারকে, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, ফঃ ২০৮ বি, ২০৯ এ।

১৩১। কিরমাণি, পৃঃ ২৪৯-২৫০ ; 'হায়দরনামা' পৃ° ১০০।

১৩২। কিরমাণি, পৃঃ ২৬২।

১৩৩। ফরাসী অফিসারটি ছিলেন বুতুনেত্র বুদেলো বলেছেন উইল্‌কস।

১৩৪। উইল্‌কস (ii), পৃঃ ১৬৯-১৭০, দ্রষ্টব্যঃ আঃ নেঃ সি২ ১১৫ জ্ঞ মর্‌লা মিনিষ্টারকে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩, ফঃ ২০৯ এ-১০ এ।

১৩৫। পঃ আঃ পাণ্ড্‌ নং ৪০০ ব্যুসি দ্য কাস্ত্রি কাত্রিজকে মার্চ ৩১, ১৭৮৩।

১৩৬। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, ম্যাকলয়েড ষ্টুয়ার্টকে ৩১শে জানুয়ারি খণ্ড ৮৫ বি, পৃঃ ৫১২।

১৩৭। নেঃ আঃ সিঃ প্রঃ, ১৩ই জানুয়ারি, ১৭৮৩ এসিষ্টেণ্ট সেক্রেঃ জি' টেলর থেকে জেঃ ষ্টুয়ার্ট ১১ ডিসেম্বর, ১৭৮২।

১৩৮। আঃ নে' সি২ ১৫৫ দ্য মর্‌লাট মিনিষ্টারকে, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ ফঃ ২১৫ বি।

১৩৯। 'তারিখ-ই-টিপু', ফঃ ৯৫এ।

১৪০। আঃ নেঃ সি২ ১৫৫, ফ° ২১৬এ।

১৪১। উইল্‌কস (ii), পৃঃ ১৭১-১৭২।

১৪২। সি২ ১৫৫, ফঃ ২১৬এ-২১৬ বি।

১৪৩। উইল্‌কস (ii), পৃঃ ১৭২।

১৪৪। ঐ, পুঙ্গানুরির মতে, পৃ, ৩৪-৩৫, এ সময় হায়দরে সৈন্যদলে ছিল ১২,০০০ পেশাদার অশ্বারোহী, ২,০০০ অস্থায়ী অশ্বারোহী, ৩০,০০০ পদাতিক ১২,০০০ কার্ণাটিক সৈন্য ৫,০০০ পদাতিক ও কিছু গোলন্দাজ সেনা।

১৪৫। মাঃ রে' মি' ক, ১৮ই জানুয়ারি, ১৭৮৩, জেনারেল ষ্টুয়ার্টের বিবরণী, খণ্ড ৮৫ এ পৃ° ২৮৭।

২

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ

ষ্টুয়ার্টের পরাজয়

মাদ্রাজের ইংরেজরা হায়দরের মৃত্যু খবরে অতিশয় আনন্দিত হয়। গভর্ণর ঘোষণা করেন যে "আমরা এ অবস্থায় যতটা সুবিধা করে নিতে পারি তা অবশ্যই নেব"।[১] কুট প্রসঙ্গত লেখেন, "হায়দর আলীর মৃত্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে ভারতে আমাদের সাধারণ স্বার্থের কতটা সুরাহাই না হতে পারে। প্রাচ্যদেশে আমাদের মাতৃভূমির স্থায়ী ও নিরুপদ্রব মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল"।[২] এমন কি নবাব মহম্মদ আলীও উৎসাহ মুখর হয়ে মাদ্রাজ গভর্ণরকে মিনতি জানান "আল্লার দোহাই, এই মহাক্ষণে চরম চেষ্টা করুণ"।[৩]

ইংরেজরা কিন্তু হায়দরের মৃত্যুর সুবিধা নিতে পারেনি। কারণ এই মহীশূরের উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যাবদলে বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা আশা করেছিল টিপু ও করিমে উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে লড়াই হবে, মুখ্য কর্ম কর্তাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটবে। কিন্তু কিছুই হয়নি।[৪] এ সত্বেও ষ্টুয়ার্ট যদি হায়দরের মৃত্যু খবর পাওয়া মাত্র মহীশূরীদের আক্রমণ করতেন তবে টিপু মহা মুস্কিলে পড়তেন। টিপু তখন মালাবার উপকূলে। কুটের স্থলে সে সময় ষ্টুয়ার্ট সাময়িকভাবে প্রধান সেনাপতির পদে ছিলেন। বস্তুত মাদ্রাজ গভর্ণর তখন ষ্টুয়ার্টকে প্রকৃষ্ট সময় বুঝে আক্রমণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট চুপচাপ রইলেন প্রথমতঃ তিনি হায়দরের মৃত্যু খবর বিশ্বাসই করেন নি। বিশ্বাস যখন করলেন তখন তার অভিমত হ'ল যে তার সৈন্যদলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, যুদ্ধোদ্যম করা সম্ভব নয়। গুদামে চাল নেই, প্রত্যহ শতশত অনুচর মারা যাচ্ছে, প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্যই রোগগ্রস্ত। চলাচলের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। মানুষের ও পশুর খাদ্যের অভাবে, না ছিল শকট চালক, না বৃষ। তারপর, বর্ষায় ভূমিভাগ জলমগ্ন। সৈন্যদের কোন তাঁবু নেই যাতে করে আবহাওয়ার ধকল থেকে রক্ষা পেতে পারে।[৫]

সেনাদল শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে ষ্টুয়ার্টের এই অভিমত নিঃসন্দেহে সত্য ছিল কিন্তু এর জন্য দায়ী ছিলেন তিনিই। মাত্র এক মাস পূর্বে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সাত্যকারের কোন সঙ্কট দেখা দিলে তার মোকাবিলা করবার

জন্য সৈন্যরা তৈরী রয়েছে।[৬] কিন্তু কাজ দেখাবার সময় যখন এল তখন দেখা গেল তিনি অন্য অবস্থায়। এর কারণ এই যে সৈন্যদল সুসংগঠিত করে যুদ্ধের জন্য তৈরী না হয়ে তিনি গভর্ণর জেনারেল থেকে শুরু করে এডমিরেল হিউ পর্যন্ত সকল সামরিক, অসামরিক ও নৌ-বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ও বিরূপ সমালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন[৭] ফলে, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ এর আগে পর্যন্ত তিনি তিরুপাচুর।[৮] থেকে ওয়ান্ডিওয়াসের দিকে টিপুকে আক্রমণ করার জন্য যেতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে মহীশূরের রাজ সিংহাসনে সুলতান পাকাপোক্ত হয়ে বসেছেন। তিনি যেইমাত্র জানতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা সৈন্য চালনা করছে, তখনি কসিঞ্জির নেতৃত্বে ফরাসীসেনা সহ বেরিয়ে পড়ে ওয়ান্ডিওয়াসের নিকট তাঁবু ফেলেছিলেন। ১৩ তারিখে মহীশূরী এবং ইংরেজী সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধের তোড়জোড় সুরু হয়। দুই দলের মাঝখানে মাত্র পালার নদীর একটা উপনদী ছিল। সারাদিন এলোমেলো ভাবে অবিরাম গোলাগুলি চলে। কিন্তু পরদিন সকালে ইংরেজরা ওয়ান্ডিওয়াসের দিকে সরে যায় মহাশূরীরা তাদের তাড়া করতে থাকে এবং তাদের ২০০জনকে হতাহত করে।[৯] সুলতানের সৈন্য বিন্যাস ও শৃঙ্খলা এবং জমকালো ফরাসী বাহিনী দেখে।[১০] ষ্টুয়ার্ট এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বস্তুতঃ টিপু তাকে এতই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ওয়ান্ডিওয়াস ও করুঙ্গুলি থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে সেখানকার সামরিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ও উড়িয়ে দেন ভেবেছিলেন এসবই মহাশূরীদের[১১] হাতে পড়ে যাবে। টিপু কিন্তু ষ্টুয়ার্টের ভয় ভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে তার জয় যাত্রায় এগিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ, তাকে কর্ণাটক ছেড়ে মালাবার সম্পত্তি রক্ষায় ধাবিত হতে হয়। ঐ স্থান জেনারেল মেথুর নেতৃত্বে ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

মেথুরের বেদনুর অধিকার

বম্বে গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন যে কর্ণাটক থেকে অধিকাংশ বা সমস্ত হায়দর বাহিনী সরিয়ে আনবার জন্য তার মালাবার সম্পত্তি আক্রমণ করা উচিত। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টেরও সেই মত ছিল। যুদ্ধের অন্য কোন পন্থা নিরর্থক ও সময়ের অপব্যয় বলে মনে করা হ'ত।[১২] এরূপ গতি-পরিবর্তনের জন্য হাম্বারষ্টোনকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হয়ে পন্নানি ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং তথায় টিপু তাকে অবরোধ করেন। এ খবর শুনে বম্বে গভর্ণমেণ্ট তখনি তাদের প্রাদেশিক প্রধান সেনাপতি জেনারেল মেথুকে হাম্বারষ্টোনের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পন্নানি পৌছবার পূর্বেই মেথুর খবর পান টিপু পশ্চিম উপকূল ছেড়ে চলে গেছেন। সুতরাং মেথুর আর পন্নানি

যান নি কারণ, তথায় ইংরেজসৈন্য বিপদ কাটিয়ে উঠেছিল। তিনি গোয়ার ৮০ মাইল দক্ষিণে রাজামান দুর্গে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ চালান এবং উহা দখল করেন। প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে অনৌরেরও অন্যান্য অধীনস্থ ঘাঁটিসহ পতন হয়।[১৩] কিন্তু ঠিক যখন মেক্লয়েড পন্নানি থেকে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য নিয়ে এসে বেদনুর আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মিরজানের[১৪] উপর হাম্লা চালান সেই সময়েই বম্বে গভর্ণমেণ্ট থেকে আদেশ পান যে যদি (হায়দারের মৃত্যুর) খবর সত্যি হয়, তবে তাকে সমুদ্র উপকূলের সমস্ত যুদ্ধোদ্যম ছেড়ে দিয়ে বেদনুর অধিকারের জন্য তৎক্ষণাৎ ত্বরিত গতিতে যেতে হবে।[১৫] বম্বে গভর্ণমেণ্টের এই পন্থা নেবার কারণ এই যে বেদনুর ছিল একটা সমৃদ্ধ ও উর্বর ভূমি, কোম্পানীর সৈন্যদের রসদ যোগাতে পারত। উপকূল থেকে বেদনুর বেশি দূরে না থাকায় এখান থেকে ইংরেজ সৈন্যরা যুদ্ধে সাহায্য পেত। ইহা ছাড়া, বেদনুর হায়দরের একটা বিশিষ্ট প্রদেশ ছিল বলে বম্বে গভর্ণমেণ্ট মনে করেছিলেন এটি আক্রান্ত হলে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবেন।[১৬]

কিন্তু মেথুর এই পরিকল্পনা মেনে নিতে রাজী হন নি। বেদনুর আক্রমণের পূর্বে তিনি তার সৈন্যদলের পশ্চাদভাগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। যাক্, উপরওয়ালাদের হুকুম মত তিনি তার পুরানো পরিকল্পনা ছেড়ে দেন, সেনা-বিন্যাস সমস্তটাই বাতিল করেন এবং কুণ্ডাপুরে[১৭] গিয়ে হাজির হন। এই কুণ্ডাপুর ছিল সমুদ্রোপকূলে বেদনুর থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান। বেদনুর দখল করতে তাকে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছিল। দুর্গের সাধারণ সেনাদল থেকে ততটা বাধা আসেনি, যতটা এসেছিল হায়দরের প্রেরিত সেনা ভাগের ৫০০ অশ্বারোহী ও ২,৫০০ পদাতিক থেকে। হায়দর তার মালাবার-সম্পত্তির রক্ষার্থে এই সেনাদল পাঠিয়েছিলেন।[১৮]

কুণ্ডাপুর থেকে ইংরেজরা হোসেঙ্গাডির দিকে অগ্রসর হন। ঘাট পর্বত-শ্রেণীর নিম্নভাগে হোসেঙ্গাডি থেকে বেদনুর পর্যন্ত গিরিপথ আগলে থেকে এই ছোট দুর্গটি অবস্থিত ছিল। অগ্রসর সময়ে তাদের হয়রাণি করা হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু যখন তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন দেখে দুর্গটি পরিত্যক্ত—যদিও এটি গঠনে সুদৃঢ় ছিল এবং ১৫টি উৎকৃষ্ট কামানে সুসজ্জিত ছিল। ২৫শে জানুয়ারি সেনাদল গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করে। উপরে উঠবার প্রায় ৭ মাইল রাস্তা ছিল আঁকা বাঁকা, বহু অংশে সুষ্ঠুভাবে কামানসহ দুর্গ প্রাচীর। কিন্তু একটি একটি করে দুর্গ প্রাচীরের সুরক্ষিত অংশগুলি দখল করে ইংরেজ সেনা হায়দরগড় পৌঁছতে পেরেছিল। হায়দরগড় ছিল ঘাট পর্বত শ্রেণীর উপরিভাগে ১,৭০০ সৈন্য ও ২৫টি কামানে সুরক্ষিত একটি অতি শক্তিশালী দুর্গ। কিন্তু অন্যগুলির মত এটিও অনায়াসে করায়ত্ত হয়।[১৯] হায়দরগড় থেকে মেথুর আরো চৌদ্দ মাইল দূরে স্থিত

বেদনুর শহর ও দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। তার সৈন্য-প্রতি ৬ বার গুলি নিক্ষেপের মত গোলাবারুদ ছিল। তাকে একটু গুরুতর ভাবে বাধা দিলে তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হ'ত। কিন্তু এই সামান্য গোলা বারুদও কাজে লাগানো হয়নি। কারণ, বেদনুর প্রদেশের গভর্ণর আয়াজ° ডোনাল্ড কেম্পবেল নামক একজন ইংরেজ বন্দীকে এই প্রস্তাব সহ পাঠান যে যদি তাকে বেদনুরের গভর্ণরের গদি আগের মতই রাখতে দেওয়া হয় তবে শুধু বেদনুর শহর ও দুর্গই নয়, সমগ্র বেদনুর প্রদেশই বশ্যতা স্বীকার করবে। মেথুর রাজী হওয়ায় ২৮শে জানুয়ারি আয়াজ বেদনুর সমর্পণ করেন। রাজধানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের অন্যান্য অনেক স্থানই আত্মসমর্পণ করে। বেদনুর দুর্গে অনেক পরিমাণ ধনরত্ন রসদ ও মূল্যবান জিনিষপত্র পাওয়া গিয়েছিল। এসবের সবটাই অফিসাররা আত্মসাৎ করে কোম্পানীর ভাগে কিছুই রাখা হয়নি।[২১]

বেদনুর আক্রমণের খবর পেয়ে টিপু লুত্‌ফ আলী বেগকে ইহা রক্ষা করতে অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন। কিন্তু লুত্‌ফ আলী শিমোগা পৌঁছে দেখলেন যে ইংরেজরা এর মধ্যেই প্রদেশটির অনেকটা হস্তগত করেছে এবং আয়াজের সঙ্গে শর্ত অনুযায়ী অনন্তপুর[২২] দখল করতে অগ্রসর হচ্ছে। লুত্‌ফ আলী বেগ তৎক্ষণাৎ ৩০০ জন চিতলগড় পিওনসহ একজন বিশ্বাসী অফিসারকে অনন্তপুরের সেনাধ্যক্ষর কাছে পাঠিয়ে তাকে বিস্মিত করেন। পূর্বেই সেনাধ্যক্ষটি আয়াজের আজ্ঞায় ঐ স্থানটি ইংরেজদের ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। অফিসারটি তার দৌত্য কার্যে সফল হওয়ায় ইংরেজ সৈন্য অনন্তপুর দখল করতে এসে দেখে সেনাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণে নারাজ। সেনাধ্যক্ষ তাদের চলে যেতে বারবার সংকেত জানালেন। কিন্তু ইংরেজরা যখন অগ্রসর হতে বারণ মানেনি তখন সন্ধির পতাকার উপর গুলি চালানো হয়।[২৩] এরপর ইংরেজরা দুর্গ অবরোধ করে এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, দুর্গ দখলে সমর্থ হয়। লুত্‌ফ আলী উহা পুনরায় ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং নতুন সৈন্য যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তখন টিপুর আদেশ হয় মেঙ্গালোরের সাহায্যে চলে যেতে। ঐ স্থানটি ইংরেজরা অবরোধ করেছিল। কিন্তু লুত্‌ফ আলী ওখানে পৌঁছবার আগেই খবর পান ৯ই মার্চ মেঙ্গালোর আত্মসমর্পণ করেছে।[২৪] আরো জানলেন যে ৩টি রণতরী ও ৫০কি ৬০টি বন্দুক এবং গুদামের নানা আকারের আরো কিছু বন্দুকও ধ্বংস হয়েছে।[২৫]

এই যুদ্ধকালে, বিশেষকরে অনন্তপুর এবং অনৌর আক্রমণের সময় ইংরেজ সেনারা যথেচ্ছ নৃশংস অত্যাচার করেছিল। মিল এগুলির গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা করে বলেছেন, শরণাগত হলে কাউকেই বঞ্চিত করা হয়নি। কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে "হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে যারা অস্ত্র সংবরণ করেনি তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে এবং কড়াকড়িভাবে ঐ আদেশ পালন করা হয়নি বলে কোন কোন অফিসারকে র্ভৎসনা করা হয়"।[২৬] অনন্তপুরে হত্যাকাণ্ড এমনি

নির্বিচারে চলেছিল যে সমস্ত বাসিন্দাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় এবং তাদের দেহ দুর্গ-মধ্যস্থ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হয়।[২৭] স্ত্রীলোকরা পর্যন্ত বাদ যায় নি। "বন্দুকের সঙ্গীনে আহত ও রক্তাক্ত ৪০০ সুন্দরী স্ত্রীলোক—কেউ মৃত, কেউবা একে অন্যের সহিত জড়াজড়ি করে মৃত্যু মুখে পতিত। আর সাধারণ সৈন্যরা তাদের অফিসারদের সমস্ত নিষেধ অমান্য করে স্ত্রীলোকদের গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়েছিল এবং তাদের উপর যথেচ্ছ ভাবে অত্যাচার করেছিল। আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে বরং একটা বড় পুষ্করিনীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রীলোকেরা সলিল-সমাধি লাভ করেছিল"।[২৮] অনন্তপুরের দুর্গবাসীদের উপর নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল শুধুমাত্র এই অপরাধে যে তাদের পূর্বেকার সেনাধ্যক্ষ দুর্গ সমর্পণ করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তারা কিনা প্রতিরোধ করতে লেগে গেল।[২৯] তারা সন্ধির পতাকায় গুলি করেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা বারবার ইংরেজ সেনাদের ফিরে যাবার অনুরোধ-সঙ্কেত জানিয়েছিল। আমরা যদি উইল্কসের কথা মেনে নেই যে এরূপ কোন সঙ্কেত দেওয়া হয়নি, অথবা স্কারীর কথা স্বীকার করি যে দু'টি পতাকা দুর্গে পাঠানো হয়েছিল দু'টিই সেখানে বাজেয়াপ্ত হয়। তবে শেষ কথা এই যে অপরাধের তুলনায় দুর্গ-সেনাদের শাস্তি লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়েছে।

টিপুর বেদনুর পুনরাধিকার ও মেঙ্গালোর অবরোধ

বেদনুর অভিযানে মেথুর সাফল্য ছিল হঠাৎ আলোর ঝল্‌মল্‌ানির মত। বেশিদিন ইহা ভোগ করতে পারেন নি, কারণ, টিপু শীঘ্রই আঘাত হেনেছিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে কিছু ফরাসী সেনা সহ টিপু একটা বড় সৈন্যদল নিয়ে বেদনুরের প্রান্তে এসে পৌছান। ১২,০০০ সেনার সহায়তায় তিনি সহজেই হায়দর গড় ও কাভালে দুর্গ অধিকার করে ইংরেজ সেনাদের সমুদ্রোপকূলের সঙ্গে যোগাযোগের পথ বন্ধ করতে ঘাট-পর্বতমালার গিরিপথ দখলে আনবার জন্য সৈন্যদল পাঠান।[৩০] অনন্তপুর আক্রমণের ভান করে একদল সেনা যায়, আর টিপু নিজে তার বাকী সৈন্যদের নিয়ে বেদনুর অবরোধে অগ্রসর হন। সাধারণ আক্রমণে ও আরোহণে তিনি প্রথমে শহর অধিকার করেন, তারপর দুর্গ অবরোধ করা হয়। মেথুর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুর্গে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩১] ১৩টি গোলাবর্ষণের ঢিবি তৈরি করার আদেশ দিয়ে টিপু নিয়মিত গোলার আঘাতে দুর্গমধ্যের ইমারতের প্রচুর ক্ষতিসাধন করালেন। দুর্গ-সৈন্যের অনেকেই প্রত্যহ হতাহত হতে থাকে। প্রতিরোধীরা অবশ্য কয়েকবার নিষ্ক্রমণ করেছিল, কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে দমিত হয়। এদিকে মহীশূরী সেনাদল ঘাট-পর্বতমালার গিরিপথ দখল করে মেঙ্গালোর থেকে বেদনুর সম্পূর্ণ যোগাযোগ হীন করে দেয়। এই অবরোধে শীঘ্রই দুর্গ-সেনার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে।[৩২] তাদের না রইল যথেষ্ট রসদ, না গোলাবারুদ না

জল।[৩৩] তার উপর দুর্গে দেখা দেয় এক "দূষিত জ্বর।" টিপুর গোলাবর্ষণে সমস্ত আশ্রয়স্থল ধ্বংস হওয়ায় ৫৫০ জন রুগ্ন ও আহত লোক রৌদ্রে পড়ে থাকে।[৩৪] এ অবস্থায় মেথুর আত্মসমর্পণ করা স্থির করেন। প্রায় ১৮ দিন তিনি রুখে ছিলেন।[৩৫]

মেথুর শান্তি পতাকা পাঠান এবং সুলতানকে জানান তিনি আত্মসমর্পণে রাজী আছেন এই শর্তে যে ইংরেজ সৈন্যরা সসম্মানে দুর্গের বাইরে চলে যাবে, তাদের অস্ত্র শস্ত্র দুর্গের ঢালু রাস্তায় জমা করবে এবং দুর্গে নবাবের যা কিছু ছিল তা রেখে যাবে। কাভেলে দুর্গ ও অনন্তপুরের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হবার পর সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিষপত্র সহ নির্বিবাদে তাদের সদাশিবগড যেতে দেওয়া হবে, সেখান থেকে বম্বে। তারা একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আর সুলতানের সঙ্গে লডাই করবে না। চলার পথে নিরাপত্তার জন্য টিপু তাদের রক্ষী দল দেবেন। এই দল মেথুরের অধীনে থাকবে। ইহা ছাড়া বেদনুর দুর্গ-সেনাদের ১০০জন সিপাহীর সাজ সরঞ্জাম ও ৩৬ দফাগুলি করবার মত বারুদ সহ সদাশিবগড চলবার পথে মেথুর দেহরক্ষী হয়ে থাকবে। তারপর টিপু ইংরেজ সৈন্যদের যথোচিত রসদ ও রুগ্নদের বাহন যোগাবেন। সর্বশেষে, আত্মসমর্পণের শর্ত পালনের জামিন স্বরূপ টিপু ২ জনকে পাঠান—দুর্গ থেকে সেনাবাহিনী যাত্রা করার পূর্বে।[৩৬]

সুলতান সব শর্তগুলি গ্রহণে রাজী ছিলেন, ব্যতিক্রম শুধু এটুকু যে বম্বে যাত্রা সুরু করার পূর্বে ইংরেজ সেনা বাইরে এসে প্রথমতঃ তাদের অস্ত্রশস্ত্র মহীশূরী সৈন্যের সামনে রাখবে—মেথুর প্রস্তাবিত দুর্গের ঢালু স্থানে নয়। ইংরেজরা এই শর্ত অপমান জনক মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করে। পরদিন সকালে তাদের দু'টি সৈন্যদল সুলতানের সুসজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণ করে কিছু ফরাসীও প্রায় ১০০ জন অস্থায়ী সেনা নিহত করে। কিন্তু মূল সৈন্য সুলতানের সৈন্যদল কর্তৃক ঘেরাও হয়ে গিয়ে তারা ঝটিতি দুর্গে পলায়ন করে।[৩৭] সমর পরিষদের বৈঠক বসে এবং স্থির হয় টিপুর পরিবর্তিত শর্ত গ্রহণ করা হবে।[৩৮]

কিন্তু দুর্গ ছাডবার আগে মেথুর আদেশ করেছিলেন যে অফিসাররা যেন মুখ্য-বক্‌শীর নিকট থেকে যতটা প্রয়োজন অর্থ নিয়ে নেয়। সুতরাং 'অফিসাররা ও অন্যরা সম্ভাব্য প্রয়োজন অনুমান করে যতটা পরিমাণ অর্থ নিতে পারে নিয়ে নেয় — কোন অফিসার দু'হাজার, কোন জন এক হাজার পেগোডা।" এর ফলে সন্ধির একটি বিশেষ শর্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছিল, কারণ শীন যেমন বলেছেন 'সমস্ত অর্থ নেওয়া হয় সরকারের সম্পত্তি থেকে,—সন্ধির শর্ত অনুযায়ী যা বিজয়ীর প্রাপ্য। কিন্তু একজন জেনারেলের হাতে এতটা অর্থ থাকায় বিপদের-সম্ভাবনা দেখেছিলেন, তাই সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবার হুকুম দেন।"[৩৯]

২৮শে এপ্রিল ১৭৮৩ সাল বিকেলে মেথুর চলে যাবার পর টিপু যখন দুর্গে প্রবেশ করেন তখন সেখানে 'একটি পয়সা কড়িও" দেখতে পাননি। কারণ ইংরেজরা সমস্ত ধন ভাণ্ডার আত্মসাৎ করে নিয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই এতে

সুলতানের ক্রোধ জন্মে এবং কড়াকড়ি শুরু করেন। তিনি ইংরেজদের কড়া পাহারায় রাখবার হুকুম দেন ও তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। ১ মে সকাল বেলা তাদের খানাতল্লাসি করা হয়। তল্লাসিতে দেখা যায় প্রতিটি ব্যাগই সোনায় মোড়া। তল্লাশির সময় ইংরেজরা কুকুরের গলার ভিতর পেগোডা ভরে রাখে, মুরগীদের পেটেও মূল্যবান মুদ্রা ভরে দেওয়া হয়।[৪০] টিপুর কর্মচারীরা অবশ্য এই ধনসামগ্রীর বেশীর ভাগই উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। অফিসারদের নিকট থেকেই পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ৬০ ০০০ পেগোডা।[৪১]

যে শুধু ধনসামগ্রী আত্মসাৎ করেই শুধু ইংরেজরা সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করেনি। তারা সরকারী গুদাম ঘরও লুঠপাঠ করেছিল, সরকারী কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সমস্ত শহরের যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দিতে পারেনি।[৪২] সুতরাং টিপু তাদের বন্দী করে চিতলদুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

উইল্কসের মতে সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করবার কোন অজুহাত টিপু মনে মনে ভেবে ছিলেন কিন্তু 'শস্য বনভাণ্ডার ও তল্লাসকালে বন্দীদের থেকে টাকা পয়সা উদ্ধার— এই দুই এ মিলে তাকে আর মিথ্যা অজুহাত নেবার আশ্রয় নিতে হয়নি।'[৪৩] এই মতের স্বপক্ষে কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। এটা নিশ্চিত যে টিপু মেথুকে শাস্তি দেবার এই সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। অনৌর ও অনন্তপুরের সৈন্যদের উপর নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাস ঘাতক আয়াজের সঙ্গে তার কাজ কারবার, তখনো টিপুর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু প্রমাণ এমন কিছু নেই যে পূর্ব থেকেই টিপুরও কোন পরিকল্পনা ছিল বা মেথুর সন্ধির শর্তমত কাজ করলেও তিনি তাকে পুরানো দুষ্কৃতির জন্য বন্দী করবেন।

বেদনুর দখল করবার পর টিপু দক্ষিণ কানাড়ার প্রধান সামুদ্রিক বন্দর মেঙ্গালোরের দিকে ধাবিত হন। এই বন্দরের মাধ্যমেই হায়দর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এপ্রিলের শেষে মেঙ্গালোর আক্রমণের জন্য হুসেন আলী খাঁর নেতৃত্বে টিপু ৪,০০০ সৈন্য পাঠান। কিন্তু ৭ই মে ভোরবেলা মেঙ্গালোর থেকে ১২ মাইল দূরে তারা কেম্পবেলের হাতে হঠাৎ পরাজিত হয়ে ২০০ জন সেনা হারান এবং বেসামাল হয়ে পিছু হটেন। কিন্তু টিপু এসে পড়ায় কেম্পবেল হেরে গিয়ে দুর্গে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[৪৪] হুসেন আলী খাঁ এই সময় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন এবং সুনাম পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ভীষণ ভাবে আহত হয়েছিলেন।[৪৫]

২০শে মে, ১৭৮৩ টিপু মেঙ্গালোরের নিকট পৌছান। শহরের মাইল খানেকের বেশি দূরে ইংরেজদের হাতে তখনো একটা গুরুত্বপূর্ণ উঁচু স্থান ছিল। এই ঘাঁটিটি শহরে প্রবেশের প্রধান রাস্তাটি রক্ষা করে থাকতো। কিন্তু শহর অবরুদ্ধ হবার পর ঐ ঘাঁটিটির সিপাহীদের পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ২৩শে তারা

আক্রান্ত হয়ে ভয়েবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং অতি বিশৃঙ্খলভাবে পাহাড়ের নীচের দিকে পালাতে থাকে। যে সেনাদলকে তাদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়েছিল তারাও ভয় পেয়ে পালায়। ইংরেজরা এ ঘটনায় হারান ৪ জন অফিসার, ১০ জন ইয়োরোপীয় ও ২০০ জন ভারতীয় সৈন্য—এদের ভিতর ছিল ৩ জন অফিসার এবং দু' দল সিপাহী—যাদের পালাবার রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ইংরেজরা বাকি রক্ষা—কলুগুলিও ত্যাগ করে দুর্গের মধ্যে নিজেদের বন্ধ করে রাখে। টিপু তখন দুর্গ-অবরোধের আয়োজন করেন।[৪৬]

২০শে মের ভিতর তিনি ১১টি কামান স্থাপনের গর্ত তৈরি করেন এবং উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে স্থাপিত কামান থেকে অবিরাম ভীষণ গোলাবৃষ্টি করতে থাকেন। বড় বড় পাথর, কোন কোনটা ১৫০ পাউণ্ড ওজনের, দুর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ফলে বহুলোক নিহত হয় ও ইমারতের বহু ক্ষতি হয়। উত্তর দিকের রক্ষা ব্যবস্থা ৭ই জুন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৭ই জুন প্রাচীরে একটা বড় রকম ভাঙ্গন ধরে। দুর্গ নিকট থেকে নিকটতর হয়। ৪ঠা জুলাই এবং পরে আবার ৬ই জুলাই দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করা হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি। ইতিমধ্যে ভীষণ বৃষ্টি সুরু হওয়ায় অবরোধ প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয় যদিও মহীশূরবাসীরা প্রত্যহ দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে।[৪৭] জুলাই এর শেষ নাগাদ দুর্গ আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। দুর্গের তিন দিকের রক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং আক্রমণ দুর্গ পরিখার মুখ অবধি প্রসার লাভ করে। নারকেল গাছ এবং দুর্গ-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ভরাট করা হয় পরিখা এবং অল্প কদিনেই দুর্গ দখল করবার মত অবস্থা তৈরি হয়ে যায়।[৪৮] কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে খবর আসে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিবাদ মিটে গেছে এবং ২২শে জুলাই কসিত্রেও এক পত্রে সে সংবাদ পান।[৪৯] ফলে টিপুর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, আর ইংরেজদের ক্ষীণ মনোবল উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। রোগে জীর্ণ, দলত্যাগে ক্ষীণ, খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হয়ে গড় সৈন্যরা আর বেশি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন না। কিন্তু ফরাসী সেনার প্রস্থানে তাদের আশাভরসা উদ্দীপ্ত হয়। তারা আবার নতুন করে কামান দাগে। যাই হোক, যুদ্ধবিরতির একটা কথাবার্তা শীঘ্রই শুরু হয়। সন্ধির একটি শর্ত হিসাবে টিপু চেয়েছিলেন যে গড় সৈন্যদের নগর ত্যাগ করে সসম্মানে কম্পানীর ম্যাঙ্গালোর থেকে তল্লিচেরী চলে যান। কিন্তু কেম্পবেল এ প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্যোগে ২রা আগষ্ট, ১৭৮৩ একটা যুদ্ধ বিরতির দস্তখত হয়। এই অবরোধ কালে ইংরেজদের ক্ষতি হয় - সৈন্য আহত, নিহত ও নিরুদ্দিষ্ট মিলিয়ে ১,৫০০ জন, অফিসার হত ও আহত ৭০ জন।[৫০]

যুদ্ধ বিরতি সন্ধিতে স্বাক্ষর

যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুযায়ী কেম্পবেল মেঙ্গালোর দুর্গে থেকে যাবেন, আর

টিপুর দখলে থাকবে যেসব পরিখা ও গোলাবর্ষণ কেন্দ্র দুর্গের সামনে তৈরি হয়েছিল সেগুলি, কোন দলই দখলীকৃত সীমা বাড়াতে পারবে না, যুদ্ধ বিরতির দিন যা ছিল তাই থাকবে। টিপু কোন নতুন গোলাবর্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবেন না ; ইংরেজরা দুর্গের ভগ্নস্থান মেরামত করবে না। বাইরে থেকে কোন সাহায্যও নেবে না। টিপু প্রথাগত রক্ষীদল সহ ৩,০০০জন সৈন্য রাখতে পারবেন এবং যুদ্ধ বিরতির শর্তের খেলাপ করে কিছু করা হচ্ছে কিনা এটা দেখবার জন্য ১০০ জন অস্ত্রধারী সিপাহী দুর্গমধ্যে নানা স্থানে মোতায়েন থাকবে। সেরূপ, কেম্পবেলও ১,০০০জন সৈন্য গোলাবর্ষণ কেন্দ্রে ও পরিখায় রাখতে পারবেন কোন নতুন প্রস্তুতি হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য। বার্তা বহনের রাস্তা উভয় দিকেই হবে সমুদ্রোপকূল দিয়ে, কিন্তু টিপুর রাজ্যের ভিতর দিয়ে বা সমুদ্র দিয়ে নয়। সমুদ্র পথের নিষেধ অবশ্য পরে উঠিয়ে নেওয়া হয়। টিপুকে দুর্গের নিকট একটি বাজার বসাতে বলা হয়। যেখানে গড-সৈন্যরা মহাশূরীদের মত একই দামে রসদপত্র কিনতে পারবে। কিন্তু কেম্পবেল একসময়ে একত্র ১০ থেকে ১২ দিনের বেশী রসদ পত্র দুর্গ মধ্যে নিতে পারবেন না। যে-সব জিনিষ বাজারে পাওয়া যাবে না,—যেমন নুন মাখানো গোমাংস, নুন বা মদ – তা তিনি অন্যস্থান থেকে আনতে পারবেন, কিন্তু সে-গুলি ১ মাসের বেশি বরাদ্দর হবে না। মেজর কেম্পবেল টিপুকে জমিন স্বরূপ ২ জন ইংরেজ অফিসার দেবেন সেরূপ টিপুও কেম্পবেলকে দেবেন। এই শর্তগুলি অনৌব ও কারওয়ার দুর্গ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হবে, ব্যতিক্রম হবে পরিখা ও দুর্গমধ্যে যাবার সৈন্যসংখ্যা নিয়ে। টিপু তার সৈন্যদলে ৯০০ লোক রাখতে পারবেন, আর ৩০ জন যেতে পারবে দুর্গ মধ্যে। সেরূপ ইংরেজরাও টিপুর লাইনে ৩০ জন সেনা রাখতে পারবে, টিপু কোন নতুন প্রস্তুতি করেছেন কিনা নজর রাখতে।[৫১]

টিপু যখন মালাবার উপকূলে ব্যস্ত, তখন মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট উত্তর পূর্ব থেকে তার রাজ্য আক্রমণের জন্য কেপ্টেন এডমণ্ডস-এর নেতৃত্বে মে মাসের মাঝামাঝি টিপুর গতি –পরিবর্তনের জন্য এক সেনাদল পাঠায়।[৫২] সৈয়দ মহম্মদ বা 'নবাব কুরপা" নামে ঘোষিত জনৈক মস্তানকে এজন্যে ক্রীড়নক রূপে খাড়া করা হয়। তিনি ইংরেজদের সহায়তায় স্বর্গত মীর সাহেবের পুত্র, মীর কমরুদ্দিন খাঁর 'জায়গীর' কুডপ্পা অধিকার করেন। খবর শুনে টিপু কমর উদ্-দিন খাঁকে কুডাপ্পা পাঠান। কমর-উদ্-দিন প্রথম সৈয়দ মহম্মদকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে পরে, ২৮শে জুলাই, ইংরেজ সেনাকে বিধ্বস্ত করেন। মনটগোমারির নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাকে মিথ্যা—দাবিদার সৈয়দের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়েছিল।[৫৩] এরূপে, বেদনুর প্রদেশে অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনার অনুকূলে উত্তর পূর্ব ভাগে একটা রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট একটি কেলেঙ্কারি ঘটায়।

দক্ষিণ থেকে মহীশূর আক্রমণ

টিপুর রাজ্য দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণেও কোন সুফল হয়নি। হায়দরের মৃত্যুর সামান্য পূর্বে তাঞ্জোরে অবস্থিত কোম্পানীর রেসিডেন্ট জন সুলিভান একটা পরিকল্পনা করেছিলেন যে কর্ণেল লেঙ্গের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভাগের সৈন্যদল একদিক থেকে টিপুর রাজ্যে প্রবেশ কববে, আর কর্ণেল হাম্বারষ্টোনের নেতৃত্বে পল্লামিস্থ সৈন্যদল অন্যদিক থেকে প্রবেশ করবে। এই উভয় সৈন্যদল কোয়েম্বাটোরে মিলিত হয়ে পরে অন্য আক্রমণ চালাবে। কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যকরি হয়নি। কারণ, যদিও মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট ইহা সমর্থন করেছিল স্যার আয়ারকুট ও বম্বে গভর্ণমেন্টএর বিরোধিতা করেও তাদের যুক্তি ছিল যে মহীশূরীদের প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠবার শক্তি কোম্পানির সৈন্যদের নেই।

যাই হোক সুলিভান মহীশূর আক্রমণের আর একটি পরিকল্পনা করেন। তিনি মহীশূরেব মহারাণী লক্ষ্মী আম্মান্নি'[৫৪]র প্রতিনিধি বলে পরিচিত তিরুমল রাও নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসাপ আলোচনায় রত হন। একটা চুক্তি স্বরূপ বন্দী বাজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসান হবে। চেষ্টা সফল হলে তিরুমল রাওকে পুরস্কার দেওয়া হবে পুনর্প্রাপ্ত জেলাগুলির রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ এবং বংশানুক্রমে রাজ্যেব "প্রধান" বা মুখ্যমন্ত্রীর পদ। ২৮শে অক্টোবর, ১৭৮২ সালে চুক্তি নামা স্বাক্ষরিত হয়—সপবিষদ গভর্নর জেনাবেলের মঞ্জুরি সাপক্ষে।[৫৫] সেই মতে, তিরুমল রাওএব সঙ্গে কর্ণেল লেঙ্গ'কে দক্ষিণ দিক থেকে মহীশূব আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়। ২রা এপ্রিল, ১৭৮৩ করুর দুর্গ দখল হ'ল, ১৬ই আরাভাকুরিচির উপর আক্রমণ চললো, ৪ঠা মে দিণ্ডিগুল বশ্যতা স্বীকার করে। অল্প কিছুদিন পব লেঙ্গ পদত্যাগ করায় ফুল্লারটন তাঁর স্থানে আসেন। তিনি ২৫শে মে দিণ্ডিগুল ত্যাগ করে ২রা জুন ধরাপুবম দখল করেন। এখানে গোলাবারুদ, শস্য, ও গবাদি পশুর মূল্যবান ভাণ্ডার হস্তগত হয়।[৫৬] এসবে কৃতকার্য হলেও ফুল্লারটন কোন বড় রকমের কীর্তি দেখাতে পারেন নি। তিনি বলেছেন "শ্রীরঙ্গ পটমের দিকে অগ্রসর হবার মত যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য তাদের আছে বলে দক্ষিণী সৈন্যদল মনে করেনি। আমরা টিপু সুলতানেব সামগ্রিক শক্তি কেন্দ্রকে বাধা দিতেও পারতাম না"।[৫৭] বস্তুতঃ সৈন্যদল এত দুর্বল ছিল যে ফুল্লাবটনের ধরাপুরম দুর্গকে সুরক্ষিত রাখবার সৈন্যবলও ছিল না। দুর্গটির প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে হয়েছিল।[৫৮] এই পরিস্থিতিতে তার কাজ ছিল মাত্র বেদনুর প্রদেশে ইংরেজদের উপরে চাপ লঘু করে রাখা। কিন্তু হীনবল সৈন্যনিয়ে এটুকুতে সফল হওয়াও তার ঘটছিল না। কারণ, কোয়েম্বাটোর অঞ্চলে মহীশূরী সেনা ইংরেজ আক্রমণ প্রতিরোধে যথেষ্ট শক্তিমান ছিল।

ইতিমধ্যে ৩১শে মে ফুল্লারটন জেনারেল ষ্টুয়ার্টের আদেশ পান ঝটিতি কুড্ডালপুর

চলে যেতে। সুতরাং তিনি এই কর্মসূচী বাতিল করে ষ্টুয়ার্টের সাহায্যে যান। আর তবার দ্রুতগতি সৈন্য চালালেই ষ্টুয়ার্টের তাঁবুতে পৌঁছতে পারবেন এমন স্থানে এসে খবর পান ইংরেজে ও ফরাসীতে যুদ্ধ বিরতি ঘটেছে। ষ্টুয়ার্টের যখন আর ভীতির কারণ রইল না তখন ফুল্লারটন আবার দক্ষিণ দিকে গেলেন। ধুড্ডালপুর থেকে মুক্ত সেনা সহ তার সৈন্যদল তখন প্রায় দ্বিগুণ। তিনি মহীশূরে নতুন করে আক্রমণ চালনার ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় টিপু আর কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ বিরতির খবর আসে। ফলে, তিনি ঐ ব্যবস্থা স্থগিত রেখে টিনেভেলী ও মাদুরাইর অবাধ্য 'পলিগার'দের দমন করতে লেগে যান।[৫৯] কিন্তু ফুল্লারটন টিপুর বিরুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুরের ও কেলিকাটের রাজা ও মালাবরের সর্দার লোকদের সঙ্গে সলাপরামর্শে লিপ্ত থাকতে ও যুদ্ধোদ্যোগ করতে বিরত থাকেন নি। শ্রীরঙ্গপটমের উপর আক্রমণে অগ্রসর হওয়া তার কল্পনায় রং ধরিয়েছিল। সুতরাং "পলিগার"দের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে তিনি ধরাপুরম অভিমুখী হন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ১৮ই অগাষ্টের নিদেশ মত তার সীমা প্রান্তে থাকবার কথা ছিল, টিপু যুদ্ধ বিরতি চুক্তির খেলাপ করলে তার বিরোধিতা করবার জন্য।[৬০]

ইংরেজ কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি শর্তলঙ্ঘন

ইতিমধ্যে ফুল্লারটন বড় মুস্কিলে পড়েন। তার সৈন্য বেড়ে গিয়ে এখন ১৩,৫০০ জনে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু রসদের যোগান ছিল কম, সৈন্যদের ১১ মাসের বেতন বাকি। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে অবস্থা এত "সঙ্গীন" হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি যত্র তত্র রসদ সংগ্রহে শত্রুরাজ্যেও অনুমতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট থেকে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় কোম্পানীর দক্ষিণ রাজ্য খণ্ডগুলি ইংরেজ সৈন্যের রসদ যোগাতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল।[৬১] কিন্তু ১৬ই অক্টোবর যখন সৈন্যদের খাদ্য সামগ্রী প্রায় নিঃশেষিত, তখন তিনি তেল্লিচেরী থেকে খবর পান যে টিপু মেঙ্গালোরের উপর আক্রমণাত্মক কাজ সুরু করেছেন।[৬২] ফুল্লারটন তার আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পুনরায় যুদ্ধারম্ভের অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাই খবরটা যাচাই করবার চেষ্টা মাত্র না করে, বা মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকেই, আক্রমণ সুরু করা ঠিক করেন। ২২শে অক্টোবর পালানি[৬৩] ছেড়ে তিনি পালঘাট অভিমুখে ধাবিত হন। পালঘাট ছিল মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্রছিল এবং ইহা একটি অতি উর্বর ভূমিখণ্ড ছিল।[৬৪] পালঘাট নির্বাচনের আর একটি কারণ ছিল যে "তৎকালীন শান্তি-চুক্তি আলোচনার উপর এর পরাজয়ের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী"।[৬৫]

মহীশূর রাজ্য আক্রমণে মেঙ্গালোর যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্পষ্টতই লঙ্ঘিত হয়েছিল। সুতরাং সে অঞ্চলে টিপুর সেনাধ্যক্ষ রোশন খাঁ জোর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ফুল্লারটন ঐ প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি

মধ্যবর্তী ছোটখাটো কয়েকটি ঘাঁটি দখলে আনেন এবং ঘন সেগুন গাছের বনের ভিতর দিয়ে ক্লেশ ও ক্লান্তিকর পথ চলার পর ৫ই নভেম্বর তার সৈন্যদল পালঘাটে পৌছায় এবং তৎক্ষণাৎ অবরোধ আরম্ভ করে।৬৬ ১৫ই নভেম্বর রোশন খাঁ ফুল্লারটনের কাছে মাদ্রাজ গভর্ণরের এক পত্র পাঠান যাতে আদেশ ছিল আক্রমণাত্মক সমস্ত কাজ বন্ধ করে ১৬ই জুলাই ১৭৮৩র সীমারেখায় যেন তিনি ফিরে যান। কিন্তু ফুল্লারটন জবাব না দিয়ে বার্তা বাহককে দু'জন সিপাহীর পাহারায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। ঐ দিনই তিনি পালঘাট ভীষণ ভাবে আক্রমণ করেন।৬৭ এবং তা দখল করে পেয়েছিলেন ৫০০০০ পেগোডা ইহা ছাড়া কিছু বন্দুক, অনেক রসদ পত্র ও সামরিক দ্রব্য সম্ভার।৬৮ যদিও ভারতের একটা বিশেষ শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে পালঘাটের নাম ছিল, একে দখল করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কারণ যুদ্ধ বিরতির জন্য দুর্গাধ্যক্ষ নিরাপত্তার ছলনায় ভুলেছিলেন, প্রতিরক্ষার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করেন নি।৬৯ পালঘাট থেকে ফুল্লারটন ২৬শে নভেম্বর কোয়েম্বাটোরে যান। দুর্গগাত্রে কোন ফাটল না ধরবার আগেই কোয়েম্বাটোর ২৮শে নভেম্বর ধরা দেয়। ঐ দিনই রোশন খাঁ কমিশনারদের কাছ থেকে ফুল্লারটনকে চিঠি পাঠান আক্রমণ বন্ধ রাখতে। কিন্তু চিঠিখানা না খুলেই ফেরৎ দেওয়া হয় পত্র বাহককে শাসানো হয়েছিল যে ফের যদি সে ও মুখো হয় তবে তাকে দেখে নেওয়া হবে।৭০

ফুল্লারটন যদিও বারবার কমিশনারদের ও মাদ্রাজ গভর্ণরের আদেশ অমান্য করেছিলেন, তাকে এজন্য একটু তিরস্কার অবধি করা হয়নি ৭১ এতে মনে হয়, তিনি তার বড়কর্তাদের অনুমতি নিয়েই মহীশূর আক্রমণ করেছিলেন। বস্তুত মেকার্টনি তাকে দু'প্রস্থ পরস্পর বিরোধী আদেশ পাঠিয়ে ছিলেন। টিপুর লোক মারফত যে-চিঠি যায় সে চিঠিতে আদেশ ছিল আক্রমণ না করবার। যে চিঠি সরাসরি যায় সে চিঠিতে আক্রমণ শুধু নীরবে সমর্থিতই হয়নি উৎসাহিতও হয়েছিল। যেমন, ১৩ই ডিসেম্বর ফুল্লারটনকে মেকার্টনি লিখেছেন 'আমাদের মনে হয়, জায়গাগুলি আপনি ছেড়ে দেবেন না, যতক্ষণ না আপনাকে আমরা ফের জানাই পালঘাট চাবী হাতে রাখা মেঙ্গালোর গড় সৈন্যের জামিনের মত হবে। সে (টিপু) মেঙ্গালোরে কোন আঘাত হানলে বা বিশ্বাস ঘাতকতা করলে ঐগুলি দিয়ে আমরা প্রতিশোধ নিতে পারবো" ৭২ তা ছাড়া, নতুন স্থান জয় করে কোম্পানী টিপুর সঙ্গে শান্তির কথা আলাপ আলোচনায় আরো শক্ত হাতে দরকষাকষি করতে পারবে। মেকার্টনি এটা চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষটায় তিনি বুঝতে পারেন যে, ফুল্লারটনের কাজকর্ম শান্তির কথা আলোচনায় একটা প্রকাণ্ড বাধা ছিল এতে টিপুর সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষও ঘটতে পারে। তাই তিনি ইংরেজ সৈন্যদের আদেশ দেন ২৬শে জুলাই, ১৭৮৩র অধিকৃত সীমানায় চলে আসতে। সুতরাং ২৮শে ডিসেম্বর ঘাঁটি ত্যাগ সুরু হয় তখনও অবিশ্যি সুলতানের সম্পত্তির কিছু কম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোয়েম্বাটোর ছেড়ে তারা চারদিকের জেলাগুলি লুঠপাট করে এবং দুর্গ

থেকে কিছু সংখ্যক বন্দুক, প্রচুর রসদ ও গোলাবারুদ নিয়ে যায়। তারা পালঘাট শহর ধ্বংস করে ১০০,০০০ পেগোডা (৬০,০০০ পালঘাট থেকে ও ৪০,০০০ পালি কোটা থেকে), তা ছাড়া প্রচুর শস্য, সামরিক জিনিষপত্র ও অনেক আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। আর দুর্গটি মহীশূরী অফিসারদের ফিরিয়ে না দিয়ে রাজাকে দিয়ে যায়।[৭৩]

কিছুকাল পরেই যুদ্ধ-বিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হলে ১৩ই অগাষ্ট কেম্পবেল সুলতানের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে দুর্গমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অভাবের কথা জানান। টিপু তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে "খিলাত" দিলেন, অশ্বোপহার দিলেন এবং দুর্গের কাছে গড়-সৈন্যদের জন্য একটি বাজার বসাতে আদেশ করেন।[৭৪] এ সত্বেও মালাবার ও কানাড়া উপকূলে কোম্পানীর সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মেক্‌লয়েড ২০শে অগাষ্ট একদল হেনাভেরিয়ান সেনাসহ দুর্গ আরো শক্তিশালী করার জন্য মেঙ্গালোরের কাছে আসেন। এটা ছিল যুদ্ধবিরতি শর্তের পঞ্চম ধারার স্পষ্ট খেলাপ। সে ধারামতে মেজর কেম্পবেল স্থল বা জল পথে কোন সাহায্য নিতে পাবেন না। কিন্তু টিপু তবু মেক্‌লয়েডকে মেঙ্গালোর অবতরণ করতে অনুমতি তো দেনই, পরন্তু তার শহরে থাকবার ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন এবং দুর্গ দর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং জেনারেল যখন টিপুর সঙ্গে দেখা করেন, তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল, একটা পালকী, একটা ঘোড়া ও "খিলাত" উপহার দেওয়া হয়। জেনারেল ২৩শে অগাষ্ট উপকূল ত্যাগ করেন গড়-সৈন্যদের উপর নবাবের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েই।[৭৫] পরবর্তী মাসগুলিতেও দুর্গের কাছের বাজারটি গড়-সৈন্যদের যুদ্ধবিরতি শর্তের তৃতীয় ধারার জিনিষ পত্র সরবরাহ করেছিল।

ইংরেজরা কিন্তু এসব ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়নি, তারা দুর্গে পর্যাপ্ত সৈন্য ও রসদ রাখতে চেয়েছিল যাতে করে শান্তির আলোচনা ভেস্তে গেলে ও যুদ্ধ সুরু হলে তারা বহুকাল ব্যাপী দুর্গাবরোধ কাটিয়ে উঠতে পারবে। সুতরাং মেক্‌লয়েড অক্টোবরের প্রথম দিকে মেঙ্গালোরে আসেন আবার ঐ মাসের শেষে আসেন। এবার তিনি দুর্গটিতে আরো খাদ্য মজুত করার জন্য টিপুর অনুমতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু টিপু রাজী হননি কারণ, যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুযায়ী বরাদ্দ রসদ ইতিপূর্বেই দুর্গে চলে গিয়েছিল।[৭৬] "অতি আকঙ্খিত সম্পত্তি" বলে বম্বে গভর্ণমেণ্ট মেঙ্গালোর রেখে দিতে উদ্‌গ্রীব ছিল।[৭৭] তারা তখন জোর করে গড়-সৈন্যদের রসদ পাঠাবার জন্য মেক্‌লয়েডকে আদেশ করে।[৭৮] অতএব ২২শে নভেম্বর জেনারেল মেঙ্গালোরে কিছু নৌ ও বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হন এবং দুর্গের ভিতর ৪,০০০ বস্তা চাল পাঠাবার জেদ্ করতে থাকেন। শান্তি চুক্তির বরাদ্দ থেকে পরিমান অনেক বেশি বলে টিপু এতে রাজী হননি। তার বিরূপতা বাড়ার কারণ মেক্‌লয়েডের ব্যবহার দুর্বিনীত ও ভীতি প্রদর্শন মূলক ছিল। তিনি শান্তির শর্ত লঙ্ঘন করে সৈন্য ও রণতরী নিয়ে মেঙ্গালোর এসেছিলেন, ফুল্লারটনও কোয়াম্বাটোর

প্রদেশে আগবাড়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। সুতরাং টিপু আর ইংরেজে আবার যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। কিন্তু রফা মেনে পিভরোঁ-ত্য মরলা দ্বারা, তিনি শান্তি বজায় রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনি একটা রফার প্রস্তাব করেন, দু'পক্ষই তা মেনে নেয়। ৪,০০০ বস্তা চাল পাঠাবার জন্য মেক্‌লয়েডের দাবি অত্যধিক মনে হওয়ায় মরলাব প্রস্তাব হয়েছিল তখনি ১,০০০ বস্তা পাঠাবার, এবং এটা নিঃশেষ হলে আরো ১,০০০ বস্তা। ইহা ছাড়া এক মাসের প্রয়োজন মত লবণ, মাংস ও মদ পাঠানো হবে। অনোর পাবে ২০০ বস্তা চাল, আর একমাসের রসদ[৭৯] এই চুক্তিনামা গড-সৈন্যদের পক্ষে অতিমাত্রায় লাভদায়ক হয়েছিল, কারণ শান্তি শর্তের তৃতীয় দফা অনুযায়ী ১০ বা ১২ দিনের বেশি রসদ দুর্গে পাঠানো যেত না।[৮০]

কিন্তু এই চুক্তি নিষ্পন্ন হলেও মেক্‌লয়েড ষড়যন্ত্র ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত হননি। তিনি কেম্পবেলকে পরামর্শ দেন "গড়-সৈন্যদের চাল ও রুটির বরাদ্দের অর্ধেক দেওয়া হোক বাকী অর্ধেক দেওয়া হোক টাকা", এবং সরবরাহকারী 'খাদ্য সম্ভার যতটা সম্ভব পরিমাণ ক্রয় করুক' গড-সৈন্য যাতে আরো দু'মাস চালিয়ে যেতে পারে। মেক্‌লয়েড কেম্পবেলকে আবো বলেন যে, "যদি এ্যাডমিরাল উপকূল ভাগে আসেন তবে আমার আশা আছে নদীর বিশিষ্ট স্থান গুলি হাতে আনবার সন্ধান তিনি আমাদের জানাবেন—যদি আপনার সঙ্কেতে ও খবরাখবরে মনে করি এটা দরকার"।[৮১]

২রা ডিসেম্বর মেক্‌লয়েড চলে যান। এবং ২৭তারিখে আবার আসেন পুনরায় তাকে অনুমতি দেওয়া হয় গড় সৈন্যদের রসদ স্থলে নামাতে।[৮২] মেক্‌লয়েডের দ্বিতীয় নৌ-অধ্যক্ষ কর্ণেল গর্ডণের নেতৃত্বে দুটি জাহাজে বোঝাই হয়ে ১৭৮৪ সালের জানুয়ারীর শেষ ভাগে আরো এক মাসের রসদ মেঙ্গালোর পৌছায়[৮৩] কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কারণ ২৬শে জানুয়ারি কেম্পবেল আত্মসমর্পণ করা ঠিক করেন ২৯ তারিখ টিপুকে দুর্গ সমর্পন করা হয়। তার নিজের কথায় এটা ঘটে, "গড়-সৈন্যের জন্য সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ শর্তে, নবাব ও যা ঠিক ঠিক ভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছিলেন'।[৮৪] শর্তগুলি এই যে "শান্তির-শর্তে নির্দিষ্ট করা কর্ণাটকে অবস্থিত টিপুর যে কোন দুর্গের বদলে মেঙ্গালোর দুর্গ ছেড়ে দেওয়া হবে"। গড-সেনা সগৌরবে দুর্গ-ত্যাগ করবে। তারা টিপুর প্রেরিত নৌ-যানে যাত্রা করবে, টিপুই তাদের যাত্রাকালের খাদ্য সামগ্রী যোগাবেন। যথেষ্ট নৌ-যান না পেলে তারা স্থল পথে যাবে, খাদ্য ও যানবাহন টিপুই যোগাবেন, যতদিন তারা তার রাজ্য-সীমায় থাকবে। কোম্পানীর জিনিস পত্র গড়-সৈন্য নিয়ে যেতে পারবে, সুলতানের জিনিস পত্র রেখে যাওয়া হবে।[৮৫]

কেম্পবেল খুব সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ৮ মাসের বেশি দুর্গ আঁকড়িয়ে ছিলেন। তিনি আর পারলেন না তিনিও সৈন্যদল উভয়েই সহ্য সীমা অতিক্রম

করেছিলেন। ইয়োরোপিয়ানদের মধ্যে সৈন্য—বিদ্রোহের ভাব এসে গিয়েছিল, প্রত্যহ কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্য শত্রুপক্ষে যোগ দিচ্ছিল। ১২ থেকে ১৪ জন লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছিল। স্কার্ভিরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, গড়-সৈন্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হাসপাতালে, বাকি যারা ছিল তাদের অস্ত্র হাতে ধরবার শক্তিও প্রায় ছিল না।[৮৬] কেম্পবেল নিজেও ক্ষয় রোগের শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন।[৮৭]

গড-সৈন্যদের দুর্দশার জন্য টিপুকে দায়ি করা ভুল হবে। যদিও 'ডাল' ও 'ঘি' পাওয়া যেতনা, কিন্তু চালের অভাব ছিল না। এবং আত্ম-সমর্পনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজরা দুর্গের কাছের বাজারে কেনাকাটি করতো। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৩, তারিখে মেকলয়েড লেখেন "টিপু মেঙ্গালোর ও অনোরে অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করছেন না।"[৮৮] টিপু আপত্তি করছিলেন মাত্র শর্ত মাফিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্য সম্ভার দুর্গে নিতে পারবেন না, বস্তুত গড-সৈন্যের অভাবটা বেশি হয়েছিল বাইরে থেকে আনা খাদ্য সামগ্রীর স্বল্পতা ও নিম্নমানের জন্য। আর এজন্য প্রধানত দায়ি ছিলেন বম্বের গভর্নর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অনোরের সেনাধ্যক্ষ স্বীকার করেছিলেন। "এ সময় আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের অভাব যে চরমে উঠেছিল তা নয়। অভাব ছিল পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের। খাদ্য দ্রব্যের অভাব ন্যূনতম"।[৮৯] মেঙ্গালোর দুর্গের জন্য ২২শে নভেম্বর ১৭৮৩ মেকলয়েড যে খাদ্য সম্ভার এনেছিলেন, "তা কোন নৌ-বিভাগীয় সরবরাহকারীর গলিত গুদাম থেকে আনা। গরু ও শুকরের মাংসের ২০ টুকরোর ভিতর এক টুকরোও একটা কুকুরের খাদ্যও নয়"।[৯০] ৩১শে ডিসেম্বর যে রসদ দুর্গে আনতে দেওয়া হয়েছিল, তাও অতি বাজে রকমের "নুনমাখানো মাংসের এটা সামান্য অংশ মাত্র খাবার উপযুক্ত ছিল বিস্কুটগুলি কীটেপূর্ণ।" এবং যদিও চালের পরিমান পূর্বের মতই ছিল গোমাংস ও দেশীমদ কম ছিল, অফিসারদের খাবার জন্য কোন কিছুই আসেনি।[৯১] মনে হয়, মেঙ্গালোর সৈন্যর অবহেলা করা হচ্ছিল কারণ মেকলয়েড মালাবার উপকূলে "একটা দুর্গ অধিকারে সমর্থ হয়েছেন, যার গুরুত্ব আরো বেশি, সুতরাং মেঙ্গালোর থেকেও অধিকতর রক্ষার যোগ্য।[৯২]

মেঙ্গালোরের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়ায় মেকলয়েড ক্ষুদ্র মোপলা রাজ্য কেনান্নুরের দিকে নজর দেন। ১৭৮৩ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আক্রমণ হয়। তার আক্রমণের অজুহাত এই হ'ল যে নভেম্বরের প্রথমে তার ৩০০ জন সৈন্য কাড়োয়ার থেকে তার সঙ্গে তেল্লিচেরী যোগ দিতে আসবার সময় কেনান্নুরের বিবি ও টিপু দ্বারা বন্দী হয়। 'সুপারব' নামে যে নৌ-যানে তারা আসছিল তা ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, দু'জন অফিসার ও ২০০ জন সেনা মেঙ্গালোরের কাছে ভেসে আসে এবং টিপুর হাতে পড়ে। প্রায় ১০০ জন কেনান্নুরে ভগ্নপোত ত্যাগী হয়ে

বিবির দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। টিপু এবং বিবি উভয়েই তাদের মুক্তি দিতে নারাজ হওয়ায় মেক্‌লয়েড কেনান্নুর আক্রমণ করেন।[৯৩]

বস্তুত, মেক্‌লয়েডের এই আক্রমণের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মাদ্রাজ গভর্ণরকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছিলেন "আমার সৈন্যদলের অবসর আছে মনে করে আমি এই সুযোগে মোপ্‌লা বসতিটি দমিত করতে মনস্থ করলাম। মোপ্‌লারা তেলিচেরীর একটি মজ্জাগত শত্রু ছিল…। ইহা ভারতের একটি অতি সুসন্নিবদ্ধ দুর্গরাজ্য এবং ইহা অধিকার বম্বের পক্ষে অতি মূল্যবান"।[৯৪] অন্য আর এক চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন "আমাদের নিজেদের রাজধানী ছাড়া আমি ভারতে এমন সুদৃঢ় দুর্গ দেখিনি। মেঙ্গালোরের চেয়ে এটি অনেক বেশি মূল্যবান, কারণ দুর্গ আর সমুদ্রের ভিতর পা ফেলে কোন শত্রুর সাধ্য নেই"। তা ছাড়া এখানে গোল মরিচের উৎপাদন বেশি "তেলিচেরী নিস্তেজ, তার ভবিষ্যতের আশাও নেই।"[৯৫] ইহা ছাড়া, জেনারেল মেক্‌লয়েডের সৈন্যদল "(বারবার অনুরোধ করে এবং রসদ যোগানের জন্য প্রচুর অর্থ দিতে চেয়েও বিফল হয়েছিল) নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা এতটা জরুরী মনে করেছিল যে বেপরোয়া হয়ে কেনান্নুর আক্রমণ করা একান্ত দরকার মনে করেছিল।"[৯৬]

কেনান্নুর আক্রমণ স্বল্পকালের ছিল—মাত্র ছ' দিনের (৮—১৪ ডিসেম্বর)। মোপ্‌লারা খুব সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছিল কিন্তু শেষকালে হেরে যায়। ইংরেজ পক্ষে হতাহত ২৭৯ জন সৈন্য ও অফিসার, বিবির ক্ষতি আরো অনেক বেশি। কেনান্নুর ও ইহার অধীন ৪২টি দুর্গ দখল করা হয়। ইংরেজদের হাতে আসে ৪ লাখ পেগোডা ও প্রচুর রসদ। বিবি সপরিবার বন্দি হন, এবং তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় মেক্‌লয়েডের শর্ত অনুযায়ী সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে তিনি রাজী হলে পর।[৯৭] এই সন্ধির শর্ত মতে বিবির সম্পত্তি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এই চুক্তিতে যে তিনি কোম্পানীকে বছরে ৩ লাখ পেগোডা খাজনা দেবেন। তার দুর্গ কোম্পানীর মালিকানায় থাকবে। শহর ও দুর্গগুলির যাবতীয় পণ্য দ্রব্য ও অন্যান্য সম্পত্তি সৈন্যদলের আইন সম্মত পুরস্কার বলে গণ্য হবে। কোম্পানীকে রাজ্য খণ্ডের সমস্ত গোলমরিচ ক্রয় করবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়।[৯৮]

মেক্‌লয়েডের এই উদ্ধত ব্যবহার মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মেনে নেয়।[৯৯] কিন্তু বম্বে গভর্ণমেণ্ট ঐ সন্ধি স্বীকার না করে তা বাতিল করে দিয়েছিল, কারণ কোম্পানীকে না জানিয়ে কোন সন্ধি করার অধিকার মেক্‌লয়েডের ছিল না। তাছাড়া বিবি টিপুর মিত্র হওয়ায় তারা "শান্তি স্থাপনের বৃহৎ কাজ ব্যাহত করতে চায়নি।" তারা সুতরাং, বিবিকে কেনান্নুর ফিরিয়ে দিতে আদেশ করে।[১০০] যাই হোক মাঙ্গালোর-সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর এপ্রিল ১৭৮৪র পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজরা কেনান্নুর দুর্গ ছাড়ে নি।

টীকা :

১। নে: এ, সেক. প্র., ৬ই জানুয়ারি, ১৭৮৩, মেকারটনি বাংলাকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৮২।
২। ঐ, ১৩ ই জানুয়ারি, ১৭৮৩।
৩। মা. রেঃ মিঃ কনস্ঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৭৮২ নবাব মেকারটনিকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৮২ খণ্ড ৮৩এ পৃঃ ৩৯০৫।
৪। ঐ পৃঃ ৩৯০১-২।
৫। ঐ, ১৮ ই জানুয়ারি, ১৭৮৩, খণ্ড ৮৫এ, পৃ ২৭২-২৭৩।
৬। ঐ, পৃ. ২৭২।
৭। ফরটেসকিউ, (III), পৃ° ৪৭৯-৪৮০।
৮। তামিলনাড়ু, মাদ্রাজের চিঙ্গলাপুট জেলায় কোরটালায়ার নদীর ৫ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম।
৯। হনেস মুনরো, পৃ° ৩০৮।
১০। কিরমাণি, পৃ ২৬০-২৬১।
১১। 'হুকুম নামা', আর, এ, এস্, বি পাণ্ড নং ১৬৭৬, ফ ৮এ, ঐ, নং ১৬৭৭, ফ ২৬বি।
১২। নে° এ, সেক° প্র ২০শে জানুয়ারি, ১৭৮৩ বম্বে হইতে বেঙ্গল অগাষ্ট ২৭, ১৭৮২।
১৩। উইলক্স, (II), পৃ ২০০।
১৪। মিরজান উত্তর কানাড়া জেলায় একটি গ্রাম মহীশূরে।
১৫ মা বে মি কমস্ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ খণ্ড ৮৬ এ, পৃ ৭১৯।
১৬। ঐ, পৃ ৭১৬।
১৭। মহীশূরে দক্ষিণ কানাড়া জেলার একটি গ্রাম।
১৮। উইলক্স (II) পৃ ২০২।
১৯। ইনেস মুনরো পৃ. ৩১১।
২০। আযাজ চিরাককলের একজন নায়ার ছিলেন। ১৭৬৬ সালে মালাবার যুদ্ধকালে হায়দরের বন্দী হন। তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং নিজের গুণে ও ব্যক্তিত্বে তিনি হায়দরের বিশ্বাসভাজন হন এবং তার 'আসাদ-ই-ইল্লাহি' সেনাদলে স্থান পান। ১৭৭৯ তে চিতল দুর্গের গভর্ণর ও ১৭৮২র গোড়ায় আরো গুরুত্বপূর্ণ স্থান বেদনুরের নায়ক হন (কে° পা ক° (VI) নং ৯৫৩, উইলক স (I, পৃ° ৭৪১-৭৪২)। এসময়েই ইংরেজরা তাকে প্রোলোভন দেয়। প্রথমদিকে আয়াজ এসব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু হায়দরের মৃত্যুর পর তিনি মেথুরের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে রাজী হন এবং তাকে সমগ্র বেদনুর প্রদেশ সমর্পণ করেন (দ্রষ্টব্য° প্র° ২২ মে, ১৭৮৩)।

মাইল্‌স তার 'নিশান ই-হায়দারি'র অনুবাদে পৃ ৮, আয়াজকে উল্লেখ করেন 'মৃত নবাবের দত্তকপুত্র আযাজ খাঁ।' বলে, কিন্তু 'নিশান-ই-হায়দারির' বম্বে সংস্করণে এবং আর এ, এস বি পাণ্ডু নং ২০০তে এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিবরণীতে তাকে শুধু নবাবের ক্রীতদাস আয়াজ, বা আয়াজ খাঁ বলে উল্লেখ করা হয়। উইলক্সের বিবৃতি, (II), পৃ. ২০৫, যে টিপু আয়াজকে হিংসে করতেন, তাকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতেন কারণ তিনি হায়দরের প্রিয়পাত্র এবং হায়দর সচরাচর তার ক্রীতদাসের গুণাগুণের সঙ্গে তার ছেলের গুণাগুণ প্রকাশ্যভাবে তুলনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন—এসবের স্বপক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য নেই।
২১। নে এ, সেক. প্র., ১২ই মে, ১৭৮৩, কেম্পবেল হেষ্টিংসকে, ঐ, ২৬শে মে, ১৭৮৩।
২২। অনন্তপুর মহীশূরের শিমোগা জেলার একটি গ্রাম।

২৩। উইলক্‌স (II) পৃঃ ২০৭।

২৪। ঐ, পৃঃ ২০৮।

২৫। "মেমোয়ার অফ জন কেম্পবেল", পৃঃ ৪৯।

২৬। মিল, (iv), পৃঃ ১৮৮।

২৭। "দি কেপটিভিটি অফ্‌ জেম্‌স স্কারী", পৃঃ ৯৩।

২৮। "অথেনটিক মেমোয়ার্স অফ্‌ টিপু সুলতান", পৃঃ ৩৪।

২৯। "দি কেপটিভিটি অফ জেম্‌স স্কারী" পৃঃ ৯৮।

৩০। নেঃ এ, সেক. প্রঃ ২৩শে জুন, ১৭৮৩, বেলক্লিফ মেকারটনিকে ২০শে মে, ১৭৮৩।

৩১। উইলক্‌স, (II), পৃঃ ২১২।

৩২। নেঃ. এ. সেক, প্রঃ ২৩শে জুন, ১৭৮৩, বেলক্লিফ মেকারটনিকে ২০শে মে, ১৭৮৩।

৩৩। কিরমাণি পৃঃ ২৬৫।

৩৪। কেপ্টেন ওক্‌সের বিবরণীতে শীনের পত্র, পৃঃ ৮৩-৮৪।

৩৫। কিরমাণি, পৃঃ ২৬৬, অবরোধের স্থিতিকাল নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। "তারিখ-ই-খুদাদাদি' পৃঃ ৮ ও 'সুলতান-উত্‌ তওয়ারিখে'র, ফঃ ১৮,মতে ইহার স্থিতি ছিল ১০ দিন। ওক্‌স বলেন ১৭দি ন, শীন বলেন কামান চলেছিল ২০ দিন। কিরমাণির মতে দুর্গ-দখলে সুলতানের ১৮ দিন লেগেছিল। মেথুর সৈন্য-সংখ্যা নিয়েও বিভিন্ন অনুমান। উইলক সের মতে মেথুরের ছিল ১,২০০ সিপাহী ও ৪০০ ইয়োরোপিয়ান। শীন বলেন মেথুর যখন বেদনুর দখল করেন তখন তার ১,২০০ সেনা ছিল। কিন্তু মেকারটনিকে লেখা বেলক্লিফের এক পত্র থেকে জানা যায় যে গড়ের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২,৫০০(নেঃ, এ. সেক. প্রঃ ২৩শে জুন, ১৭৮৩)।

৩৬। "শীনস লেটার ইন নেরেটিভ অফ কেপ্টেন ওক্‌স", পৃঃ ৮৩-৮৪; "নেরেটিভ অফ কেপ্টেন ওক্‌স", পৃঃ ১-২, কিন্তু ওক্‌স দ্বিতীয় শর্তটির উল্লেখ করেন নি।

৩৭। "নেরেটিভ্‌স অফ কেপ্টেন ওক্‌স"। ওক্‌স এ ঘটনার উল্লেখ করেন নি। তবু এর সত্যতায় ভুল নেই, কারণ এই ক্ষণ-যুদ্ধের সময়ই তিনি সামান্য আঘাত পান। খুব সম্ভব এই ঘটনার কথাই কর্ণেল প্রাইস "মেমোয়ারস অফ এ ফিল্ড অফিসারে" উল্লেখ করেছেন। কর্ণেল প্রাইস সমুদ্রোপকুলের কাছে মেথুর এক খণ্ড-সেনাদলে কাজ করছিলেন, পৃঃ ১০১।

৩৮। "শীন্‌স লেটার" পৃঃ ৮৩-৮৪।

৩৯। ঐ, পৃঃ ৮৪-৮৫, ৮৭।

৪০। "দি কেপটিভিটি,...অফ জেম্‌স স্কারী", পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

৪১। "শীনস লেটার", পৃঃ ৮৮। "তারিখ-ই-খুদাদাদির", পৃঃ ১২, মতে মণিমুক্তা টাকাকড়ি গড়ের সৈন্যরা ছাগলের গালে, পাউরুটির মধ্যে এবং এমন কি তাদের শরীরের গোপন স্থানেও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এজন্যই সম্ভ্রমতা সম্পূর্ণ পরিহার করে সবত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তল্লাসি করার দরকার ছিল।"

৪২। মাঃ রেঃ মিঃ "সাণ্ডী বুক", ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৮৮৫-৮৯৪।

৪৩। উইলক্‌স, (II), পৃঃ ২১৩।

৪৪। "মেমোয়ার অফ্‌ জন কেম্পবেল", পৃঃ ৪৪, কিরমাণি, পৃঃ ২৬৬।

৪৫। কিরমাণি, পৃঃ ২৬৭।

৪৬। "মেমোয়ার অফ জন কেম্পবেল", পৃঃ ৪৯ ফরেষ্ট, "সিলেকসনস" (II) হোম সিরিজ, পৃঃ ২৮৮; উইলক্‌স (II), পৃঃ ২১৪-২১৫।

৪৭। অবরোধের বিস্তৃত বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্যঃ ফরেষ্ট "সিলেকসনস", হোম সিরিজ (II) পৃ ২৮৭-২৯২।

৪৮। নেং, এ, সেক, প্র ১০ই নভেম্বর ১৭৮৩; মা, রে, মে, ক ১৪ই অক্টোবর, ১৭৮৩, মেকাবটনি হেষ্টিংসকে, খণ্ড ৯৩এ পৃ ৪৪৭৮।

৪৯ নে, এ, সেক, প্র, ১৮ই অগাষ্ট, ১৭৮৩।

৫০। নে এ. সেক, প্র, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩; এ. নে সিং, ১৫৫, ড মরলাট কেম্পাবেলকে ২১শে জুলাই ১৭৮৩ যং ৩১৩এ

৫১। নে. এ. সেক প্র ১০ই নভেম্বর ১৭৮৩, মা রি. মিঃ "সাণ্ডি বুক", ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃ ৮৮৫ ৮৯৪; আরো দ্রষ্টব্য এ নেঃ সিং ১৫৫, নং ১-২৫, যুদ্ধবিরতির কথাবার্তা ও ড মরলার ভূমিকার জন্য।

৫২। সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন গুলবর্গাস্থ গিসুদরাজ দরগার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ধার্মিক লোকের পুত্র। তিনি কুডাপ্পার আগেকার নবাবের মেয়েকে বিবাহ করেন এবং এই যোগসূত্রে কুডাপ্পা ও তার অধীন স্থানগুলির দাবি করেন (উইলকস (II) পৃ ২১৬)।

৫৩। উইলসন, (I) পৃ ৯৫-৯৬ উইলসন বলেন যে সন্ধির সপক্ষে যুদ্ধবিরতির কথাবার্তা চালানোর সময় কমর-উদ্-দিন খাঁন এই আক্রমণ করেন। কিন্তু ইহা স্মরণীয় যে টিপুর আদেশ ব্যতীত কমর-উদ্-দিন ইংরেজদের সহিত কোন কথাবার্তা বলতে পারতেন না।

৫৪। দ্রষ্টব্য 'মাই গেজে' (II) পৃ ২৫৫৮-৬০ এবং উইলকস (II) পৃ ২৪০—মহারাণী লক্ষ্মী আম্মান্নি ও তিরুমল রাও বিষয়ে আরো খবরের জন্য।

৫৫। এইচিসন, 'ট্রিটিজ,, (IX) পৃ ২০০-২০৩।

৫৬। মা রে মি 'সাণ্ডি বুক" ১৭৮৫ খণ্ড ৬৬, পৃ ৩৫-৩৭।

৫৭। ঐ পৃ ৩৭।

৫৮। ঐ, পৃ ৩৯।

৫৯। মা রে মি সাণ্ডি বুক', ১৭৮৫ খণ্ড ৬৬ পৃ ৩৯।

৬০। ঐ, পৃ ৮৫।

৬১। মা রে মি সাণ্ডি বুক', ১৭৮৫, খণ্ড ৬৬, পৃ ৮৭।

৬২। ঐ, পৃ ৯৩।

৬৩। পালানি একটি শহর তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজ) মাদুরাই জেলায়।

৬৪। মাঃ রে মি 'সাণ্ডি বুক', ১৭৮৫ খণ্ড ৬৬, পৃ ৯৭।

৬৫ মা রে মিঃ সাণ্ডি বুক', ১৭৮৫, খণ্ড ৬৬ পৃ ৯৭।

৬৬। ঐ পৃ ১০৩

৬৭। ঐ, ১৭৮৩, খণ্ড ৬০(এ) পৃ ১০৭-১০৮।

৬৮। ঐ ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃ ৭১২।

৬৯। মা রে. মি "সা. বু" ১৭৮৩, খণ্ড ৬০(এ), পৃ. ১০৭-১০৮।

৭০। ঐ, পৃ ২৪৫-২৪৬, ২৮শে নভেম্বর ১৭৮৩, রোশন খাঁ মীর মৈনুদ্দিনকে দ্রষ্টব্য পৃ. ২৩২-২৩৫।

৭১। আবার ৩১ ডিসেম্বর রোশন খাঁ ফুল্লারটনকে কমিশনারেরপত্র পাঠান, কিন্তু আগের মতই অগ্রাহ্য হয় (ঐ খণ্ড ৬০ বি, পৃ. ৪১৮-৪১৯)।

৭২। মা রি. মি সা. বুঃ খণ্ড ৬০ বি, পৃ. ৩৮৩, মেকারর্টনি ফুল্লারটনকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩। মেকারটনি ফের ২৪শে জানুয়ারি, ১৭৮৪ ফুল্লারটনকে লিখেন "পালঘাটচেরী হাতে রাখতে—আকস্মিক কোন ঘটনা ঘটবার পরিপ্রেক্ষিতে।" (ঐ. ১৭৮৫, খণ্ড ৬৬, পৃঃ ১২৯)।

৭৩। মাঃ রি. মিঃ "সাঃ বুঃ" ১৭৮৪, টিপু আপ্পা সাহেব ও শ্রীনিবাস রাওকে, ২৬শে জানুয়ারী ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৭১২।

৭৪। "জন কেম্পবেল মেমোয়ার্স", পৃঃ ৫১ ; নেঃ, এ., সেকঃ, প্রঃ, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, টিপু মেকারটনিকে, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩।

৭৫। নেঃ এ., সেক., প্রঃ ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, টিপু মেকারটনিকে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩।

৭৬। মাঃ, রেঃ, মিঃ কঃ ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩, টিপু মেকলয়েডকে ২৪শে অক্টোবর, খণ্ড ৯৪বি, পৃঃ ৫২৯৩। মেঙ্গালোর থেকে প্রাপ্ত খবর ঃ টিপুর স্থাপিত বাজারে দুর্গ থেকে লোক এসে আটা ও খাদ্যদ্রব্য কেনে গড়-সৈন্যদের জন্য (ঐ, ৩১শে অক্টোবর, ১৭৮৩, খণ্ড ৯৩ বি পৃ° ৪৭৭৫)।

৭৭। ঐ, ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩, খণ্ড ৯৪ বি, পৃঃ ৫৩০৮।

৭৮। ঐ, মাদ্রাজকে ফুল্লারটন ১৫ই নভেম্বর, ১৭৮৩ পৃঃ ৫২৯২, ঐ ৩রা ডিসেম্বর, ১৭৮৩, খণ্ড ৯৪ এ, পৃঃ ৫১৯৫।

৭৯। মাঃ, রেঃ, মিঃ, 'সান্ডিঃ বুক' ১৭৮৪, দ্য মবলা মেকলয়েডকে, ২৭শে নভেম্বর, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৯১০-৯১।

৮০। মাঃ রেঃ, মিঃ "সাঃ বুঃ" ১৭৮৪ দ্য মবলা মেকলয়েডকে, ২৭শে নভেম্বর, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৯১০ দ্রঃ আঃ নেঃ, সি^২, ১৫৫ ফঃ ৩৩৫এ—৫৭বি, নং ১-১৬, ৪৩, ৪৪, দ্য মবলা, আলাপ আলোচনা এ বিষয়ে।

৮১। মাঃ, রিঃ, মিঃ, কঃ ৬ই জানুয়ারি, ১৭৮৪, মেকলয়েড কেম্পবেলকে, খণ্ড ৯৬এ, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৮২। উইলকস (II), পৃঃ ২২৮।

৮৩। ঐ, পৃঃ ২২৯।

৮৪। মাঃ রিঃ মিঃ কঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, কেম্পবেল মাদ্রাজকে, ৬ই ফেব্রুয়ারি, খণ্ড ৯৭এ, পৃঃ ৫৩১।

৮৫। মাঃ, রিঃ, মিঃ 'সাঃ বুঃ, ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৮২০-৮২৫।

৮৬। মাঃ, রেঃ, মিঃ, ঐঃ, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, কেম্পবেল মাদ্রাজকে, ৬ই ফেব্রুয়ারি খণ্ড ৯৭এ, পৃঃ ৫৩৩।

৮৭। 'মেমোয়ার অফ জন কেম্পবেল', পৃঃ ৫৭।

৮৮। নেঃ এ, সেক., প্রঃ, ১৩ই মে, ১৭৮৪, মেকলয়েড হেষ্টিংসকে, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৩।

৮৯। ফরেষ্টঃ সিলেকসনস', হোম সিরিজ' (II) পৃঃ ৩০৯ টরিক্রস মেকলয়েডকে, ২৭শে মার্চ ১৭৮৪।

৯০। মিল (IV) পৃঃ ২০১, মেমোয়ার অফ জন কেম্পবেল', পৃঃ ৫১।

৯১। উইলকস (II) পৃঃ ২২২।

৯২। মাঃ, রিঃ, মিঃ, সাঃ বুঃ' ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃঃ ১১৪৫।

৯৩। নেঃ, এ, সেক, প্রঃ ১৩ই মে ১৭৮৪, মেকলয়েড মেকারটনিকে, ১ জানুয়ারি, নেঃ, এ, সেক, সিঃ, প্রঃ ৯ই মার্চ ১৭৮৪, মেকলয়েড বেঙ্গলকে ৮ই জানুয়ারি।

৯৪। মাঃ রিঃ, মিঃ, "সাঃ বুঃ" মেকলয়েড মেকারটনিকে, ১৭ই জানুয়ারি, ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৭৬৬ ৭৬৭।

৯৫। মাঃ, রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ', মেকলয়েড মেটারটনিকে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, পৃঃ ৭৯২-৭৯৩, নেঃ, এ, সেক, প্রঃ ১৩ই মে, ১৭৮৪, মেকলয়েড মেটারনিকে ১ জানুয়ারি।

৯৬। ইনস্ মুনরো, পৃঃ ৩৪৯।

৯৭। নেঃ, এ, সেক., প্রঃ, ১৩ই এপ্রিল ১৭৮৪, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে, ১১ই ফেব্রুয়ারি।

৯৮। নেঃ এ., সেক., প্রঃ ৯ই মার্চ, ১৭৮৪, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে।

৯৯। মাঃ, রেঃ মিঃ, 'সাঃ বু' মাদ্রাজ মেকলয়েডকে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, খণ্ড ৬১, ৭৯৮। মেকারটনি স্বীকার করেছিলেন যে ফুল্লারটন ও মেকলয়েড উভয়েই শান্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন (মেকারটনি কাগজ বডলিয়ান পাণ্ডুলিপি, 'ইংলিস হিস্টকে ৭৯ ক, ২৭এ।

১০০। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ ১৩ই মে, ১৭৮৪।

৩

দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ফরাসীরা*

হায়দরের মৃত্যুর পর কর্ণাটকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল বিশেষ করে ফরাসীরা। এ বিষয় বর্ণনা করবার পূর্বে দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে ফরাসীদের ভূমিকা এ-যাবৎ কী ছিল তার উল্লেখ করা উপযোগী হবে। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে ভারতের ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হায়দরকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু জুলাই, ১৭৮০ সালে হায়দর যখন কর্ণাটক আক্রমণ করেছিলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তারা সামরিক মালপত্র সরবরাহ করা ছাড়া তাকে আর কোন সাহায্যই করে নি। কারণ এই যে যদিও ১৭৭৮ থেকে তারা নিজেরাই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তারা ফ্রান্স থেকে কোন অতিরিক্ত সৈন্যই এযাবৎ পায়নি।[১] ইংরেজে-ফরাসীতে শান্তি ব্যাহত হবার ঠিক ৪ বৎসর পর এবং ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ আরম্ভ হবার দেড় বৎসর পর দ্যুশম্যঁা এর নেতৃত্বে প্রায় ২,৫০০ জন লোকের একটি ক্ষুদ্র স্থল-বাহিনী ভারত ভূমিতে হাজির হয়। বাইঞ্জি দ্য স্যুফ্রঁ এদের নিয়ে এসেছিলেন এবং ১৮৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্তোনভোতে এসে পৌঁছায়।[২] এদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ফরাসী উপনিবেশগুলির পুনরুদ্ধার করা এবং ভারত থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ সাধনে সম্মিলিত ভারতীয় রাজাদের মুখ্য-নেতা হিসাবে হায়দরকে সাহায্য দান। দ্যুশম্যঁাব নেতৃত্ব মাত্র সাময়িকভাবে ছিল। তার স্থলে আসছিলেন মারকুইস দ্য ব্যুসি। ব্যুসি বহু বৎসর দক্ষিণ ভারতের ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ নিয়েছিলেন। শীঘ্রই তিনি আরো খুব বড় সৈন্যদল নিয়ে ভারতে আসছেন—এই কথা ছিল।

এই সৈন্যদলের আগমন বার্তায় হায়দর আনন্দে আত্মহারা হন।[৩] কারণ, তিনি আশা করেছিলেন এদের সাহায্যে ইংরেজদের বিধ্বস্ত করতে পারবেন। কিন্তু শীঘ্রই তার মোহমুক্তি ঘটে। দ্যুশম্যঁা তার পরামর্শ মত কাজ করতে অস্বীকার করেন। তার কর্মোদ্যম ও তৎপরতাও অত্যন্ত কম ছিল। স্যুফ্রঁর সমর্থন যোগে হায়দর তার কাছে প্রস্তাব পাঠান তৎক্ষণাৎ নাগাপটম আক্রমণ করতে।

---

* এই বিবরণী আমার প্রবন্ধ "দি ফ্রেঞ্চ ইন দি সেকেণ্ড এংলো-মাইশূর ওয়ার" এর উপর ভিত্তি করে লেখা ঐ প্রবন্ধটি "বেঙ্গল : পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট", খণ্ড LXV, জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৪৫তে প্রকাশিত হয়।

নাগাপটম সুরক্ষিত ছিল না, সহজেই দখল করা যেত। স্থানটি সুসমৃদ্ধ তাঞ্জোর প্রদেশের চাবিকাঠি ছিল। তাঞ্জোর থেকে ফরাসীরা সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ করতে পারতেন।[৪] কিন্তু দ্যুশমঁ্যা নাগাপটম আক্রমণতো করেন নি, উপরন্তু হায়দর ফরাসীদেব সঙ্গে চুক্তিপত্র না করলে তাঁরেও নামতে চাননি। এ উদ্দেশ্যে তিনি হায়দরের নিকট পিভ্‌রেঁা দ্য মরলাকে এবং এম্ এম্ দ্য মোআসাক এবং দ্য কানাপ্‌ল্ নামক দু'জন অফিসারকে পাঠান। কিন্তু হায়দর সন্ধি প্রস্তাব এড়িযে যান। তিনি অবশ্য ফরাসী প্রতিনিধিদের নিশ্চিত জানান যে ফরাসী সেনাদেব সব প্রয়োজন মেটানো হবে, এবং তখনি তার কোষাধ্যক্ষকে পর্তোনভোতে ১ লক্ষ টাকা পাঠাতেও আদেশ করেছিলেন।[৫]

এই জবাবে কিছুটা তুষ্ট হযে দ্যুশমঁ্যা তার সৈন্যদলকে জাহাজ থেকে নামার আদেশ দেন[৬] এবং মার্চের শেষ নাগাদ টিপুর নেতৃত্বাধীন এক মহীশূরী সৈন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পর্তোনভো ত্যাগ করেন। হায়দরের অফিসাররা তার নির্দেশ মত দ্যুশমঁ্যার সেনাকে ভালরকম রসদ পত্র ও যানবাহন যোগান। বস্তুত, কেবলমাত্র রুটি ছাড়া আর সব খাদ্য দেওয়া হয়েছিল[৭], তৎসত্ত্বেও, হায়দরের ইচ্ছামত নাগাপটম না গিয়ে দ্যুশমঁ্যা কুড্ডালপুর আক্রমণ করেন। ৩রা এপ্রিল সকালবেলা উহা অধিকার করার পর আবার প্রায় ১ মাস নিষ্ক্রিয় রইলেন। এবং কারণ দেখালেন, তার অর্থের কমতি, সৈন্যের কমতি রোগে পীড়ায় তার সেনার সংখ্যা নিত্য কমতির মুখে।[৮] ব্যুসি পৌছবার পূবে তিনি কোন প্রকার যুদ্ধোদ্যমে রাজী ছিলেন না—পাছে ফরাসীর সম্মান ক্ষুন্ন হয়।[৯]

বহুকাল টালবাহানা ও গড়িমসি করার পর অবশেষে ১৭৮২ সালের ১ মে দ্যুশমঁ্যা টিপুর সঙ্গে কুড্ডালপুর ত্যাগ করে হায়দরের সাথে যোগ দিতে যান। হায়দর তখন পেরুমুকুল অবরোধে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফরাসী ও হায়দরের যুক্তবাহিনী ১১ই মে পেরুমুকুল পৌছেব এবং ১৬ই মে ঐস্থান অধিকার করে ওয়ান্ডিওয়াসের দিকে অগ্রসর হয়।[১০] কুট ঐ স্থানটি রক্ষায় ব্যগ্র হযে সাহায্যার্থে ঐ দিকে রওনা হন। হায়দর দ্যুশমঁ্যাকে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে বলেছিলেন, কিন্তু দ্যুশমঁ্যা এই প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করেন। তার কারণ এই যে তিনি ব্যুসি ও পূর্বাঞ্চলের ফরাসী উপনিবেশের গভর্ণর জেনারেল ভিকোমেত দ্য সুইলাক্ কর্তৃক হুকুম পেয়েছিলেন বড রকমের কোন যুদ্ধ করিবার ঝুঁকি না নিতে যতক্ষণ ফ্রান্স থেকে যথেষ্ঠ সংখ্যক সৈন্য না পৌছায়। কারণ যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে ফরাসী জাতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।[১১] যুদ্ধে অস্বীকৃত হয়ে দ্যুশমঁ্যা একটা বড় ভুল করেছিলেন। কারণ, ফরাসী ও হায়দরের মিলিত সৈন্য সংখ্যা এবং সাজ সরঞ্জাম উভয়ই ইংরেজ সৈন্যের চেয়ে বহু উৎকৃষ্ট ছিল, কুটকে সহজেই হারানো যেত।[১২] সুতরাং হায়দর ফরাসী সেনাধ্যক্ষের উপর বিষম বিরক্ত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আলাদা সন্ধি করার ভয় দেখান। এমন কি তিনি তাকে অর্থ ও রসদ যোগাতেও অস্বীকার

করেন।[১৩] ফরাসী সেনাদের তিনি ঘৃণা করতেন—তাদের নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। তাহাদের অফিসাররা পরস্পরে কোন্দল করে, হিংসাদ্বেষ করে এবং প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য লজ্জাজনক কাড়াকাড়ি করে সময় কাটাতেন।[১৪] তার মতে ফরাসী জাতি "অত্যন্ত চপল মতি", কোন চারিত্রিক গুণ তাদের নেই, তাদের কর্মসূচি বা প্রতিজ্ঞা তারা রাখে না।[১৫]

দ্যুশমঁ্যাকে ভারতে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক করা বস্তুত ফরাসী গভর্ণমেণ্টের একটা বড় ভুল হয়েছিল। মালেসঁ বলেন "দ্যুশমঁ্যা ছিলেন একজন নাবিক, সৈন্য নন। কিন্তু তিনি জলে বা স্থলে কোন বিভাগেই সুদক্ষ ছিলেন না। তিনি দেহে ও মনে উভয়তেই দুর্বল ছিলেন। একটা ভীষণ দায়িত্ব-ভীতি তার একান্ত শ্রম কাতর দেহ-মনের উপর চেপে বসেছিল।[১৬]

দ্যুশমঁ্যা ১২ই অগাষ্ট, ১৭৮২ সালে মারা যান। সাময়িকভাবে তার স্থানে আসেন কোঁত দ্য ফিজ। ইনি তার বিচার বিবেচনা ও সুবুদ্ধির জন্য সম্মান পেতেন। কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে হায়দরের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। কারণ, নতুন সেনাধ্যক্ষ তার পূর্বগামীর সৃষ্ট অবস্থাচক্রে আবদ্ধ হয়ে নতুন কোন কর্মপন্থা গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন।"[১৭] দ্য লোনে বলেন "দ্যুশমঁ্যার মৃত্যু হয়েছে, রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয়নি। দ্য ফিজ তার পদে এলেন, তাতে রাষ্ট্রের কোন লাভ হয়নি। লোক হিসাবে তিনি খুব ভাল, কিন্তু তার নির্দিষ্ট কাজের পক্ষে তিনি অত্যন্ত অযোগ্য।"[১৮] একারণে হায়দর এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি ফরাসীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক রহিত করতে প্রস্তুত ছিলেন—যদি না দ্য লোনে ও স্যুফ্রঁ তাকে খুসী ও আশ্বস্ত রাখতেন এই বলে যে ব্যুসির নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে একটা বড় সৈন্যদল শীঘ্রই আসছে।[১৯] দাক্ষিণাত্যে ব্যুসির বীরোচিত কাজকর্ম হায়দরের তখনো স্পষ্ট মনে ছিল। তিনি তাই ফরাসী-দের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলছিলেন এই আশা করে যে ব্যুসির আগমণের পর তিনি ইংরেজদের পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৮২ সালে তার মৃত্যু হয় আর ব্যুসি ভারতে পৌছান আরো ৩ মাস পর।

দ্য ফিজ্ এতদিন নীরব থাকার পর হায়দরের মৃত্যু খবর শুনে নড়ে চড়ে বসলেন। পিভ্রোঁ দ্য মরলার প্রস্তাবে তিনি মহীশূরী সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা করেন। কিন্তু মহীশূরীরা টিপুর প্রতি তার আনুগত্যে নিশ্চিত না থাকায় তার কুড্ডালপুর ত্যাগের বিরোধিতা করে। দ্য ফিজ অনুগত এবং তার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধ মনোভাবের লোকরা দমিত থাকবে—দ্য মরলার এই আশ্বাস সত্ত্বেও টিপুর মন্ত্রণাদাতারা টলেনি। যাইহোক, নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে। টিপু না আসা পর্যন্ত জিঞ্জিতে অবস্থানে তারা রাজী হন।[২০]

টিপুর কর্ণাটকে উপস্থিতির খবর শুনে দ্য ফিজ্ জিঞ্জি থেকে বেরিয়ে ১০ই জানুয়ারি, ১৭৮৩, চাকমেলুরে তার সঙ্গে যোগ দেন। মিলিতভাবে তারা ষ্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে যান এবং ওয়াণ্ডিওয়াসের নিকট তাঁবু ফেলেন কিন্তু যখন ষ্টুয়ার্টের পলায়নের

পর[২১] টিপু তাকে তার সঙ্গে বেদনুর প্রদেশে যাত্রার কথা বলেন তখন ফরাসী সেনাপতি এই কারণে অস্বীকৃত হন যে ব্যুসির আগমন প্রত্যাশিত এবং কর্ণাটক ত্যাগ করতে তিনি পারেন না। বস্তুত, তিনি ও লোনে টিপুকে পশ্চিম উপকূলে যেতে বারণ করতে চেয়েছিলেন ব্যুসির আগমনের সাপেক্ষে। কিন্তু টিপু এই প্রস্তাবে রাজী হননি। কারণ দেখিয়েছিলেন যে তার মালাবর রাজ্য সুসমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পুনরাধিকার করতেই হবে। তিনি এই কাজে স্যুফ্রঁ-র সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু স্যুফ্রঁ উল্লেখ করলেন যে তখন শীতকাল যুদ্ধোদ্যমের সময় নয়, আর তাকে যেতে হবে ত্রিণকমলি ব্যুসির সঙ্গে দেখা করতে। টিপু এতে খুব রাগ করেছিলেন,—তিনি যে ফরাসী সেনাদের 'মাসে মাসে ৪০,০০০ পেগোডা যোগাচ্ছিলেন' দ্য ফিজ্, তাই সুলতানকে কাসক্রির নেতৃত্বে ৬০০ ফরাসী সৈন্য দিলেন কিন্তু তিনি নিজে কর্ণাটকে ব্যুসির প্রতীক্ষায় থেকে যান।[২২]

ব্যুসি ৪ঠা জানুয়ারি, ১৭৮২, কেডিজ ছেড়ে ৩০শে মে আইল অফ ফ্রান্সে পৌছান। এখানে বহুদিন ব্যাপী অসুখে আটকে পড়ে থাকেন। তার সেনাদের অনেকেই স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়। যাই হোক, স্যুফ্রঁ তাকে পুনঃ পুনঃ ভারতে আসার জন্য বলছিলেন সুতরাং ১৮ই ডিসেম্বর প্রায় ২২০০ সৈন্যসহ তিনি রওনা হন—যদিও তিনি তার সৈনারা তখনো রোগ মুক্তির পথে মাত্র।[২৩] ব্যুসি কারিকেল ও নাগাপটমের মাঝামাঝি নামতে চেয়েছিলেন নাগাপটম অবরোধ করবার জন্য। কুড্ডালোরের চাইতে নাগাপটম সামরিক ঘাঁটি হিসেবে শ্রেষ্ঠতর ছিল। কিন্তু ইংরেজরা আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝে একে আরো জোরালো করেছিল।[২৪] ব্যুসি তাই পর্তোনভোর দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে ১৬ই মার্চ, ১৭৮৩ পৌছে ১৬/১৭ই রাত্রিতে তীরে নামেন।

দ্যুশম্যাকে যখন ভারতে পাঠানো হয় তখন কথা ছিল এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা এবং ব্যুসি শীঘ্রই এ পদে নিযুক্ত হবেন। অতীতে দাক্ষিণাত্যে বীরত্ব পূ কাজ ও ভারত সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার জন্য ইংরেজ শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাজন্য বর্গের একটা মিত্রসঙ্ঘ গঠনে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করা হয়।[২৫] প্রকৃত পক্ষে কিন্তু দ্যুশম্যার মত ব্যুসির নিয়োগও ভুল হয়েছিল। কুড়ি বছর আগেকার সে ব্যুসি আর ছিলেন না। তিনি এখন ৬২ বছরের বৃদ্ধ দেহমনে দুর্বল, আত্মবিশ্বাস, কর্মোদ্যমও উচ্চাভিলাষ তার আর নেই।[২৬] ব্যুসির কর্ম কৌশলতা ছিলনা, জাতির স্বার্থে তার মনোভাব প্রগতিশীলও ছিল না। এজন্য ভারতে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই টিপুর সঙ্গে তার মন কষাকষি সুরু হল। তার সৈন্যদের যথেষ্ট রসদ দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অযথা টিপুকে দোষ দেন, তার ভারত আগমনের পূর্বেই সুলতানের কর্ণাটক ছেড়ে যাওয়ার অভিযোগও অন্যায় ভাবে তোলেন।[২৭] কর্ণাটকে টিপুর অফিসার মীর মৈনুদ্দিন খাঁর—যার পরিচিত নাম ছিল সৈয়দ সায়েব পর্তোনভোতে ব্যুসির অবতরণ কালে অনুপস্থিতিটাও অভিযোগের কারণ ছিল।

কিছুই তার মনোমত হয়নি ভেবে তার মনোবৈকল্য ঘটে এবং টিপুর বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনায় ব্যাপৃত হন। এমন কি হায়দরও রেহাই পাননি. কারণ তিনি দ্যু শম্যাঁর তাবেদার হয়ে থাকতে চাননি। ব্যুসি পিতা পুত্র দু'জনকেই আখ্যাদিলেন "পরস্বাপহারী পরপীড়ক" বলে, কথায় যাদের বিশ্বাস নেই। হায়দর বা টিপু, কারো সঙ্গেই ভাবরাখা ফরাসীদের উচিত হয়নি, ব্যুসি বলেছিলেন তার বদলে মারাঠিদের, বিশেষতঃ নিজামের সঙ্গে মিত্রতা করা ভাল ছিল।[২৮] কিন্তু এদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তির আলোচনার চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে সফল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই, এই ভেবে ব্যুসি টিপুর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলছিলেন। ভেবেছিলেন, যদি সুলতান তাকে ত্যাগ করে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন তবে ফরাসীদের অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন যে দ্য সুফ্রাঁজের নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে নতুন সৈন্যদল এসে পড়লে তিনি আরো সক্রিয় হয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবেন এবং "বিধান কর্তা হয়ে দাঁড়াবেন"।[২৯]

হায়দর ও টিপুর বিরুদ্ধে ব্যুসির এই কটূক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল। বস্তুত, ফরাসীরাই তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেনি। বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁরা মহীশূরীদের কোন সক্রিয় সাহায্য দিতে পারেনি। ব্যুসি এলেন দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধ সুরু হবার প্রায় ৩ বছর পরে, তাও প্রথমে ঘোষিত সংখ্যার অনেক কম সৈন্য নিয়ে। হায়দর বৃথাই তার ভরসায় বসেছিলেন, টিপুও তার মালাবার উপকূলে যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। সুতরাং সুলতান আর কর্ণাটকে দেরি করতে পারছিলেন না, তার মালাবার রাজ্যে ইংরেজের আক্রমণ আসন্ন হয়ে এসেছিল। তবু, পশ্চিম উপকূলে যাত্রার পূর্বে তিনি সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে একটি বড় সৈন্যদল রেখে গিয়েছিলেন। সৈয়দ সাহেবের উপর নির্দেশ ছিল ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং ব্যুসি ভারতে এসে গেলে তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দিতে।[৩০] সে মতে, ব্যুসি যখন পর্তোনভোতে অবতরণ করেন তখন সৈয়দ সাহেব যথাসাধ্য রসদ ও যানবাহন দিয়ে তাঁহাকে সাহায্য করেছিলেন।[৩১] ফরাসী সেনার অবতরণকালে সৈয়দ সাহেব সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কারণ তাকে করুর যেতে হয়েছিল, সেখানকার সেনাধ্যক্ষ তিন তিন বার তার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। স্থানটিকে কর্ণেল লেঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন এবং রক্ষামূলক সব কিছু ধ্বংস করে দুর্গ ভাঙ্গবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।[৩২]

পর্তোনভো থেকে ব্যুসি তৎক্ষণাৎ কুড্ডালোরের পথে যান। দ্য ফিজর সেনা সহ ব্যুসির নেতৃত্বে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,৫০০ জন ইয়োরোপিয়ান, ৩০০ থেকে ৪০০ জন কাফ্রী এবং ৪,০০০জন সিপাহী।[৩৩] এ ছাড়া টিপুর কর্ণাটকে রেখে আসা মহীশূরী সৈন্য। এ সত্ত্বেও ব্যুসি নিষ্ক্রিয় হয়েই ছিলেন। কোন যুদ্ধোদ্যম না করে তিনি তার গুণমুগ্ধদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত আরামে সময় কাটাচ্ছিলেন।[৩৪] মালাবার উপকূলে টিপুর জয়ের কথা শুনেও তিনি নড়েন চড়েন নি। তার অভিজ্ঞ অফিসাররা তাকে

আক্রমণাত্মক হয়ে পেরুমুক্কল দখল করতে পরামর্শ দেন। পেরুমুক্কলের সামরিক গুরুত্বতার জন্য জেনারেল ষ্টুয়ার্ট তা অধিকার করতে যাচ্ছিলেন।[৩৫] কিন্তু ব্যুসি কুড্ডালোর ছেড়ে যেতে রাজী হননি, কারণ তার অশ্বারোহী সৈন্য ছিলনা। দ্য ফিজ উদলো কে রেখে গিয়েছিলেন ইংরেজ সেনার গতিবিধির উপর নজর রাখতে। ব্যুসি তাকেও নিষেধ করেছিলেন ইংরেজের অগ্রগতি ব্যাহত না করতে।[৩৬] ফলে, গড়িমসি করেও ষ্টুয়ার্ট ৯ই মে, ১৭৮৩ পেরুমুক্কল অধিকার করেন। ইহার সুরক্ষার বন্দোবস্তের পর তিনি কুড্ডালপুর আক্রমণে যান।

কুড্ডালপুর বিপন্ন বুঝে ব্যুসি সৈয়দ সাহেবকে তার সাহায্যে শীঘ্র আসার জন্য লেখেন। এই অনুরোধ পেয়ে সৈয়দ সাহেব তখনি এসে তার ১০,০০০ সৈন্য ব্যুসির অধীনে রেখেদেন।[৩৭] কিন্তু ব্যুসি আক্রমণ না করে শুধু কুড্ডালোর রক্ষণ ব্যবস্থা দৃঢ় করার কাজেই ব্যাপৃত রইলেন। মহীশূরী অশ্বারোহী সেনা পেয়ে উদলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে ব্যগ্র হয়ে ছিলেন, তাকে এবারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। উদলোকে শুধু ইংরেজ সেনার গতিবিধির উপর নজর রাখতে বলা হয়।[৩৮] ব্যুসির প্রতিরক্ষা মূলক রণনীতির জন্য ষ্টুয়ার্ট পেরুমুক্কল থেকে বিনা-বাধায় অগ্রসর হয়ে ৫ই জুন পেন্নার নদী প্রান্তে পৌছান।[৩৯] কিন্তু ফরাসী সৈন্যরা নদীর অপর তীরে কুড্ডালোরের কাছে শক্ত ঘাঁটিতে বসেছিল বলে ষ্টুয়ার্ট নদী পার হওয়া কঠিন মনে করে নদীর তীর ধরে ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। ব্যুসিও সেই রকম ভাবেই যান কিন্তু পরে যাত্রা স্থগিত করেন, কারণ কুড্ডালোরের বেশী দূরে যেতে তিনি চাননি। অন্যদিকে ষ্টুয়ার্ট আরো পশ্চিমে এগিয়ে পরদিন সকালে বিনা বাধায় নদী পার হন।[৪০] তারপর তিনি কুড্ডালোরের দক্ষিণে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ৭ই জুন সমুদ্র প্রান্তে পৌছান। তিনি দুর্গের ২ মাইল দক্ষিণে তাঁবু ফেলেন এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত স্যার এডওয়ার্ড হিউর নৌ-সেনার সহায়তায় কুড্ডালোর অবরোধের প্রস্তুতিতে লিপ্ত রইলেন।[৪১]

১৩তারিখে আক্রমণ সুরু হয়। ভোর সকালে কর্নেল কেলী মহীশূরীদের কর্তৃত্বে রক্ষিত উচ্চটিলার একটি ঘাঁটি আক্রমণ করেন। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে মহী-শূরীরা কোন বাধা না দিয়ে পলায়ন করে এবং ঘাঁটিটি দখলে আসে। এর ডানদিকে দ্বিতীয় ঘাঁটিটি পরে আক্রান্ত হয় এবং সেনাপতি কর্ণেল স্টুনথ প্রবল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও এরও পতন ঘটে। তারপর সকাল ৮ ঘটিকায় ফরাসীদের মূল গড়ের উপর ব্যাপক আক্রমণ সুরু হয়। কিন্তু দ্য ফিজের সাহস ও কৌশলে বহু ক্ষয় ক্ষতির সঙ্গে তাহা প্রতিহত করা গিয়েছিল। আরো দু'টি আক্রমণ চলে, কিন্তু ফল একই হয়।[৪২] সাফল্যে সাহস এসে গেল, ফরাসীরা পরিখা ছেড়ে ইংরেজদের বেশ কিছুদূর ধাওয়া করে তাদের প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু যাঁহাতক তাদের একটা ঘাঁটি ইংরেজরা সুকৌশলে দখল করলো তখনি আতঙ্কে তারা পিছু সরে আসে।[৪৩] যাই হোক, কুড্ডালোর রক্ষা পেল। সৈয়দ সাহেবের পাঠানো বলদ ও সামরিক রসদ

পত্র কুড্ডালোর প্রতিরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করেছিল।[৪৪] এদিকে, লঘুভার অস্ত্রে সজ্জিত মহীশূরী সৈন্যরা শহরের বাইরে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।[৪৫] ফরাসীরাও যথেষ্ট শৌর্যের সঙ্গে লড়েছিল। ব্যুসি বিজয়োল্লাসে দ্য ফিজ ও বোআসিওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে বলতে লাগলেন "বন্ধুগণ, তোমাদের জন্যই, এবং তোমাদের মত বীর সৈন্য দলের জন্যই আজ আমার এই জয় জয়কার।"[৪৬] এইদিন ইংরেজদেব মোট ক্ষতি—১,১১৬ জন হতাহত, ফরাসীদের ৪৫০জন।[৪৭] ফরাসীদের দিকে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,০০০ জন ইয়োরোপিয়নস ২,০০০ জন সিপাহী, তাছাড়া ১০,০০০ মহীশূরী।[৪৮] ইংরেজদের ছিল প্রায় ১১,০০০ ; ১,৬৬০ জন ইয়োরোপিয়ানস ৮,৩৪০ জন সিপাহী এবং ১,০০০ জন অশ্বারোহী।[৪৯]

ফরাসী অফিসাররা ব্যুসিকে পরামর্শ দেয় জয়যাত্রা বজায় রাখতে এবং রাত্রি-ভাগে ইংরেজদেব আক্রমণ করতে। তখন ইংরেজরা শ্রান্ত, মনোবল শূন্য ও গোলাবারুদ হীন। কিন্তু মিল যেমন বলছেন, "জরায় বার্ধক্যে ব্যুসির তেজবীর্য নিষ্প্রভ", তিনি "তার অফিসারদের উৎসাহে রাসটেনে ধরেন যখন তারা নিশ্চিন্তে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে ইংরেজদের ধ্বংস করতে হবেই হবে।[৫০] তিনি এমন কি সেই রাত্রেই কুড্ডালোরের বাইরের ঘাঁটিগুলি থেকে সৈন্য গুটিয়ে আনবার সিদ্ধান্ত নেন নিজেও শহরেই আবদ্ধ রইলেন। এতে সৈন্যদলে ঘোর আতঙ্ক দেখা দেয়। "অফিসাররা রেগে আগুন হয়, সৈন্যরা মুখ খারাপ করতে থাকে"। তারা বলেছিল—"জেনারেল থাকা সত্ত্বেও সৈন্যরা জিতেছিল, আর আজ সৈন্যরা থাকা সত্ত্বেও তিনি ই হারলেন।[৫১] ব্যুসির ভুলের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছিল। তারা আবার কুড্ডালোর আক্রমণেব তোড়-জোড় করতে থাকে। ব্যুসি তাতে তখনি স্যুফ্রঁর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। স্যুফ্রঁ অবিলম্বে কুড্ডালোর অভিমুখে যান এবং ১৫ই জুন সেখানে পৌছান। ঠিক তখনি হিউ আক্রমণের মুখে। ইংরেজ এডমিরেলকে কৌশলী সৈন্য অভিযানে হার মানিয়ে স্যুফ্রঁ কুড্ডালোর সুরক্ষা করেন এবং হিউর অধিকৃত স্থানগুলি দখলে আনেন। ৬০০ জন ইয়োরোপিয়ান এবং ব্যুসির দেওয়া ৬০০জন সিপাহীকে জাহাজে উঠিয়ে স্যুফ্রঁ তার উদ্যোগ আয়োজন শেষ করবার পর ২০ তারিখ ইংরেজ সৈন্য দলকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ সারাদিন ধরে চলে। ইংরেজ এডমিরেল চেয়েছিলেন নিকটে ঘনিয়ে আসতে আর ফরাসী এডমিরেল দূর থেকে গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাতে তিন ঘণ্টায় ইংরেজরা হারায় ৫৩২ জন সেনা। ইংরেজ রণতরী ভীষণ ক্ষতি গ্রস্ত হওয়ায় সে-গুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে হিউ পরদিন সকালে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন। ষ্টুয়ার্ট পড়ে থাকলেন ফরাসীদের কবলে।[৫২] স্যুফ্রঁ তৎক্ষণাৎ এই অবস্থার সুযোগ নেন। নৌবাহিনীর ১,১০০ সৈন্যর সঙ্গে তাকে প্রদত্ত ১,২০০ সৈন্য নামিয়ে ইংরেজদের আক্রমণেব জন্য ব্যুসির সঙ্গে পরামর্শ করেন।[৫৩] কিন্তু ব্যুসি আক্রমণ করেন নি। সুযোগটি হাতছাড়া হয়।

যখন ষ্টুয়োর্ট হিউএর পরাজয় ও প্রস্থান জনিত বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন, ব্যুসি শুধুমাত্র তখনই আক্রমণের সাহস করেছিলেন।

২৫শে জুন ভোর তিনটায় ব্যুসি শ্যাভালিয়ে দ্যু দ্যুমা নামক একজন অযোগ্য অফিসারকে ৮০০জন ইয়োরোপিয়ান ও ৫০০জন সিপাহীসহ খণ্ডযুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনা সুষ্ঠু হয়নি, দ্যুমা বহু ক্ষতি নিয়ে পরাজিত ও বন্দী হন।[৫৪] কিন্তু ফরাসীদের এই পরাজয়ের সুযোগ ষ্টুয়ার্ট নিতে পারেন নি, কারণ তার সৈন্যদলের অবস্থা শোচনীয় ছিল। রোগে, হতাহত হয়ে, রসদপত্রের দারুণ অভাবে তাদের অবক্ষয় হচ্ছিল। নৌবহর বা মাদ্রাজ কোথা থেকেও সাহায্যের কোন আশাই ছিল না। বস্তুত এসময় ফরাসীরা যদি দৃঢ়ভাবে প্রতি-আক্রমণ করতো, তবে ইংরেজ সৈন্যের ধ্বংস অবধারিত ছিল। কিন্তু, যথারীতি ব্যুসি সাহস ও কর্মোদ্যমের প্রভূত অভাব দেখান। খণ্ডযুদ্ধটি নিষ্ফল হওয়ায় ব্যুসি ভেবেছিলেন সামনা-সামনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার পক্ষে ইংরেজ তখনো খুব বেশি শক্তিশালী। সুতরাং শক্তি-নিঃশেষ হলে ইংরেজরা যখন পলায়ন করতে থাকবে তখন অবধি অপেক্ষা করতে তিনি মনস্থ করেন।[৫৫] কিন্তু এই সুযোগ আর আসেনি, কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে যুদ্ধোদ্যম নিবারণ করতে হয়। ২৩শে জুন, ১৭৮৩ সালে মাদ্রাজে খবর পৌঁছয় যে ইংরেজ-ফরাসীর মধ্যে ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩ ভার্সাইতে শান্তির প্রাথমিক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সংবাদ অবিলম্বে ব্যুসির নিকট প্রেরিত হয়। ফরাসী জেনারেলের উক্তি মত "অনুরূপ অবস্থায় মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাদের প্রাপ্ত সংবাদ আমাদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখতে দ্বিধা করত না।"[৫৬] এখন কুড্ডালপুরের সম্মুখবর্তী ইংরেজ সৈন্যকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার জন্য তৎক্ষণাৎ দু'জন কমিশনার—স্টনটন এবং সেডলিয়রকে পাঠান ব্যুসিও স্যুফ্রঁকে চিঠি দিয়ে। চিঠিতে জানানো হয় ইয়োরোপে যখন ইংরেজ ফরাসীতে শান্তি স্থাপিত হয়েছে ভারতে তখন এই দু'জাতির ভিতর রেষারেষি স্থগিত হোক। কমিশনাররা সন্ধির পতাকা উড়িয়ে দু'টি ছোট রণতরীতে ৩০শে জুন কুড্ডালোর পৌঁছান। তিন দিন ধরে যুদ্ধ-বিরতি শর্তাবলীর যথোচিত রদবদল করার পর ২রা জুলাই যুদ্ধ শেষ হয়।[৫৭]

ভারতীয় প্রতিপত্তিশালী রাজাদের কাছে সন্ধি চুক্তির খবর বিশেষ বিস্ময় সঞ্চার করে। তাদের অনেকদিন যাবৎই আশায় প্রতিজ্ঞায় বুঝিয়ে আসা হচ্ছিল যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ব্যুসির নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যদল এসে যাচ্ছে। সবেমাত্র ব্যুসির আগমন বার্তা জানবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এখন খবর এল যুদ্ধ বিরতির। ব্যুসির নিজের উক্তিতেই "লাভ আমাদের এ সন্ধিতে কমই। জাতির সুনাম ও গৌরব রক্ষা করা কষ্টকর হবে।"[৫৮]

ব্যুসি যুদ্ধবিরতি সন্ধির পরই অগোচরে মহীশূরীদের সহায়তায় মেঙ্গালোর অবরোধে লিপ্ত ফরাসী সেনাদলকে আদেশ পাঠান যুদ্ধ বন্ধ করতে।[৫৯] এই আদেশ

পেয়ে কসিঞ্জি যুদ্ধ চালাতে অস্বীকার করেন। এমন কি লালে ও বুদলো, যাঁরা টিপুর সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন, তারাও থেমে যান। এতে সুলতানের বিরক্তি জন্মায়। তিনি ফরাসীদের এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকের আঘাত বলে মনে করেছিলেন। কারণ, ঠিক যখন মেঙ্গালোর পতনোন্মুখ তখনি তারা প্রতিনিবৃত্ত হয় আর ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন তার সঙ্গে পরামর্শ না করেই, এবং তার স্বার্থের কোন তোয়াক্কা না রেখে।[৬০] টিপু তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা স্বীকার করেনি। তার দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় দেখে তারা আত্মরক্ষায় ব্রতী হয়। সুতরাং টিপু তাদের প্রত্যেককে ৫০ পেগোডা দিয়ে দলে আনবার চেষ্টা করেন। ফলে, ৬৪ জন তার দলভুক্ত হয়।[৬১] কসিঞ্জি কয়েকদিন পর ছাউনি ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল মাউণ্ট মেরিয়নের জেসুইট শিক্ষালয়ে (সেমিনারি) যাপন করেন।[৬২] সেখান থেকে, ব্যুসির আদেশের অপেক্ষাও না করে, মালাবার উপকূলে ইংরেজ উপনিবেশ তেল্লিচেরী চলে যান। সেখান থেকে যান পণ্ডিচেরী। তার সেনাদলের অবশিষ্টাংশ চলে যায় মাহেতে সেখান থেকে আইল অব ফান্স' এ। লালে ও বুদলো মেঙ্গালোর রয়ে গেলেন, কিন্তু তারা সামরিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতেন।[৬৩]

ব্যুসি মেঙ্গালোরের ফরাসী সেনাদের যেদিন যুদ্ধ বন্ধের আদেশ পাঠান সেদিন টিপুকেও ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে লেখেন। এ সম্পর্কে তার সাধ্যমত সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন। দুই বা তিন দিন পর ফরাসী-নীতির উদ্দেশ্য সুলতানকে বুঝিয়ে বলার জন্য কিষেণরাও নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে তার কাছে পাঠান।[৬৪] ব্যুসি টিপুর নিকটস্থ ফরাসী প্রতিনিধি পিভরোঁ দ্য মরলা ও মেঙ্গালোরের অন্যান্য ফরাসী অফিসারদেরও নির্দেশ দেন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার জন্য টিপুকে রাজী করাতে।

টিপু-ইংরেজে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যুসি ব্যগ্র হয়েছিলেন কারণ, প্রথমত, ভার্সাই সন্ধির ১৬ নং ধারা অনুযায়ী ফরাসী ইংরেজ উভয়েই তাদের মিত্রপক্ষদের অনুরোধ করবেন সর্বত্র শান্তি-স্থাপনে যোগ দিতে। দ্বিতীয়ত, মহীশূরীদের কর্ণাটক ত্যাগ করাও সন্ধির একটি শর্ত ছিল। সেইমত, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ব্যুসিকে লিখেছিলেন "যে-হেতু টিপু কর্ণাটক থেকে সৈন্য সরাচ্ছেন না, সে-হেতু তারা ফরাসী উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে পারছে না"।[৬৫] এছাড়াও ব্যুসি বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তবে টিপুকে ইংরেজ-মারাঠা—নিজাম মিত্র-জোটের কাছে হার মানতেই হবে। আর এই মিত্র-জোট, আজই হোক, কি কালই হোক, বাংলা-গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে সফল হবেন-ই। ব্যুসি চাননি যে টিপু পরাজিত হোক, কারণ তাহলে ভারতে ইংরেজ-শক্তি সুদৃঢ় হতে থাকবে।

টিপু প্রথমটায় ব্যুসির পরামর্শ নিতে চাননি। শেষে অবশ্য সুমতি হয়। ফরাসী মিত্রদের হারিয়ে, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে, ইংরেজ-মারাঠায় মৈত্রীর আশঙ্কা

করে তিনি যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়েছিলেন[৬৬] ২রা অগাষ্ট, ১৭৮৩ সালে মেঙ্গালোরে যুদ্ধ বিরোতি পত্র স্বাক্ষর হল।

যুদ্ধ বিরতি সম্পন্ন হবার পর ব্যুসি একটা সন্ধিচুক্তির সালিসীতে চেষ্টিত হন।[৬৭] কিন্তু টিপু বা ইংরেজরা কেউ তাকে আমল দেয়নি। টিপুর সঙ্গে অস্ত্র সম্বরণ ব্যাপারে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তার সহায়তা চেয়েছিল, কিন্তু এখন যখন যুদ্ধবিরতি হয়ে গেল তখন তারা আর তার হস্তক্ষেপ চায়নি।[৬৮] এরূপ হস্তক্ষেপে ভারতে ফরাসীদের মর্যাদা বেড়ে যেত। প্রথমদিকে টিপু ব্যুসিকে অনুরোধ করেছিলেন সন্ধি-চুক্তির আলোচনায় সাহায্যের জন্য একজন ফরাসী প্রতিনিধি পাঠাতে। কিন্তু এখন তিনি ফরাসী দৌত্য চাইছিলেন না। এর একটা কারণ, তিনি তখনও ফরাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আর কিছুটা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তারা তার স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করবে। দ্য কাস্ত্রি ব্যুসিকে এক পত্রে লিখেছিলেন যে ১৭৭৬ সালের পূর্বে হায়দর যে-সব স্থান অধিকার করেছিলেন তা সমস্ত ইংরেজ ও তার মিত্রদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। টিপু যখন তা জানতে পারলেন তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং ব্যুসির নিকটস্থ তার প্রতিনিধি মহম্মদ ওসমানকে প্রত্যাহার করে নিলেন।[৬৯] এবং এজন্যই সৈয়দসাহেব ব্যুসিকে না জানিয়ে আপ্পাজিরাম ও শ্রীনিবাস রাও নামক দু'জন মহীশূরী উকিলকে মাদ্রাজ পাঠান, যদিও ব্যুসি চেয়েছিলেন ফরাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা যান।[৭০] এতে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে টিপু সন্ধির আলোচনায় ফরাসী হস্তক্ষেপ চান না। তাহলেও ব্যুসি অটল থেকে পল মার্টিনের সঙ্গে কিষেণ রাওকে আলোচনায় যোগ দিতেও ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করতে পাঠান। কিন্তু টিপুর উকিলরা মার্টিন ও কিষেণ রাও উভয়কেই অগ্রাহ্য করেন. এমনকি তাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন নি।[৭১] কিষেণ রাওকে কিছুকাল পরেই ফিরে আসতে হয়েছিল। মার্টিন নভেম্বর অবধি থেকে গেলেন। কিন্তু তার উপস্থিতি কার্যকরী হয়নি—তিনি না টিপুর উকিল, না মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টর, কাহারো বিশ্বাসভাজন হতে পারেননি।[৭২] দ্য মরলা অবশ্য মেঙ্গালোর সন্ধি চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত থেকে যান এবং যদিও টিপু ইংরেজ কমিশনারদের সঙ্গে ফরাসী মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি আলোচনা চালিয়েছিলেন। দ্য মরলা তার কাজে লাগলেন যেমন লেগেছিলেন যুদ্ধবিরতির সময়। সন্ধি নিষ্পন্ন হলে তার করনীয় কাজ শেষ হয় এবং তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান।[৭৩]

টীকা :

১। ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮এ লুইস XVI ইংলেণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পর ভারতে ইংরেজ-ফরাসীতেও শত্রুতা বাধে। যদিও বহু বৎসর ধরে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াবার জোরালো পরিকল্পনা হচ্ছিল, যখন যুদ্ধ সুরু হ'ল তখন দেখা গেল ফরাসীরা তৈরি নেই। বৎসর শেষ হবার পূর্বেই তারা ইংরেজদের কাছে তাদের তাবৎ ভারতীয়-উপনিবেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (জরনেল দ্য ব্যুসি, পৃঃ ১৬২ পরবর্তী)।

২। "জরনেল দ্য ব্যুসি", ভূমিকা, পৃঃ নং (vii) দ্য অরভ্‌ প্রথমত কমাণ্ডার ছিলেন, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮২ তার মৃত্যুর পর বাইঞ দ্য স্যুফ্রঁ ভারত সাগরে ফরাসী নৌসেনার প্রধান হন।

৩। ঐঃ পৃঃ ১১৪।

৩। শার্ল ড্যুনা "ইস্তেমার ত্ত বেইঈ ত্ত স্যুফ্র "।

৫। "জরনেল ত্ত ব্যুসি", পৃঃ ১১৪-১১৫।

৬। ঐঃ পৃঃ ১১৬।

৭। ঐঃ পৃঃ ১০৭। দ্রষ্টব্য 'মেমোয়াআর দ্যু শ্যাভালিয়ে ত্ত মুতর", পৃঃ ২০৩-২০৪। রুটির অভাবের কারণ ছিল এই যে কর্ণাটকে গম বড একটা উৎপন্ন হয় না ওখানকার লোকের প্রধান খাদ্যও তা নয়।

৮। "জরনেল ত্ত ব্যুসি" পৃঃ ১২০।

৯। ঐঃ পৃঃ ২৮৮। ইতিমধ্যে দ্যু শর্ম্যা হায়দরের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির চেষ্টা ছাডেন নি (এসব আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'জরনেল ত্ত ব্যুসি পৃঃ ১১৬০২০)।

১০। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২০-পূর্বে।

১১। "জরনেল ত্ত ব্যুসি", পৃঃ ২৮৮ পাদটিকা।

২। মালেস ফাইনেল ফ্রেন্স ষ্ট্রাগ্‌ল ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৩১।

১৩। "জরনেল ত্ত ব্যুসি", পৃঃ ২০০, আরো দ্রষ্টব্যঃ "মেমোআর দ্যু শ্যাভালিএ ত্ত মুতর, পৃঃ ২১৮। হায়দর ফরাসীদের প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা দেবেন স্বীকার করেছিলেন পাঁচ মাস নিয়মিত টাকা দেনও তিনি দ্য শর্ম্যাকে অর্থ দিয়েছিলেন ফরাসী সৈন্যদলের জন্য দুই বেটালিয়ন সিপাহী তৈরি ও অস্ত্র সজ্জিত করতে। কিন্তু দ্যুশর্ম্যার উপর বিরক্ত হয়ে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেন।

১৪। "জরনেল ত্ত ব্যুসি" পৃঃ ১৪৩, ২৮৭।

১৫। আঃ, নেঃ সি২ ১৫৫ লোনে ব্যুসিকে, ২রা অগাষ্ট ১৭৮৫ ফঃ ২৬৫ এ।

১৬। মালেস ফাইনেল ফ্রেঞ্চ ষ্ট্রাগলস্‌ ইন ইণ্ডিয়া পৃঃ ১৯।

১৭। "জরনেল দ্য ব্যুসি" ভূমিকা, পৃঃ (xiii)।

১৮। আঃ, নেঃ, সি২ ১৫৫ ফঃ ২৮৬এ।

১৯। আঃ, নেঃ, সি২ ১৫৫ পৃঃ ৯৭।

২০। ঐঃ, মবুলা মেরাইন মিনিষ্ট্রকে ৬২ ফেব্রুয়ারি ১৭৮১ ফ ২১৩ বি। মাদ্রাজে প্রেরিত দ্যফিজের পত্র ফরাসী সেনাদলে মহীশূরী প্রতিনিধি ভেন্নাজী পণ্ডিত দ্বারা রুদ্ধ হ'ত যদিও মবুলা বললেন যে চিঠিগুলি নেহাৎ ব্যক্তিগত এবং দ্য ফিজের মাদ্রাজস্থ আত্মীয়ের লেখা, মন্ত্রীদের সন্দেহ গেল না, বিশেষ করে বুত্‌নোর ধূর্তামির অভিজ্ঞতার পর। দ্রষ্টব্যঃ ঐঃ ফ ২১৩ এ ২১৪এ।

২১। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৮ পূর্ব।

২২। পু, রে কঃ (ii) নং ৬৫। কাগজটিতে লিখিত কথা যে ব্যুসি কসিফ্রিকে টিপুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেম তা ভুল। দ্য ফিজ পাঠিয়েছিলেন। ব্যুসি তখনো ভারতে পৌঁছেছিলেন না।

২৩। "জরনেল ত্ত ব্যুসি" পৃঃ ২৯৯-৩০০।

২৪। ঐঃ পৃঃ ৩২০, আরো দ্রষ্টব্যঃ, পঃ আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৩৯৮।

২৫। "জরনেল ত্ত ব্যুসি", ভূমিকা পৃঃ (vii-viii)।

২৬। আঃ নেঃ সি২১৫৫ দ্য মবুলা দ্য সুই আক কে, এপ্রিল, ১৭৮৩-১ মে ১৭৮৩, ফঃ ২৫১এ।

২৭। ঐঃ পৃঃ ৩৩১।

২৮। আঃ, নেঃ, সি২ ১৫৫, পৃঃ ৩৩৯।
২৯। ঐঃ, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।
৩০। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪৯৫। টিপু ব্যুসিকে জানান যে তিনি সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে কর্ণাটকে ৩৫,০০০ সেনা রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু ব্যুসি বলেন, সৈয়দের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১২ থেকে ১৪ হাজার ছিল।
৩১। পঃ, আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৫৮৬ ৬০৩; ব্যুসির নালিশা ছিল যে তিনি বলদ ও রসদ পাচ্ছিলেন না। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্যঃ "জরনেল দ্য "ব্যুসি" পৃঃ ৩৫০ এবং আঃ, নেঃ, সি২২৩৩, ব্যুসি দ্য কাস্ত্রিকে, ২১শে মার্চ, ১৭৮৩, নং ১৩, ৩১শে মার্চ ১৭৮৩, নং ১৪ এবং ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩ নং ১৬। ইহা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে সৈয়দ সাহেব ব্যুসিকে যত খুসি সরবরাহ করতে অপারগ ছিলেন, কারণ যুদ্ধে কর্ণাটক প্রদেশ বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তখন তা দুর্ভিক্ষের কবলে। সৈয়দ সাহেবের নিজের সৈন্যের জন্যই যথেষ্ট সরবরাহ ছিল না।
৩২। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪৯৭।
৩৩। "জরনেল দ্য ব্যুসি" পৃঃ ৩৫৬।
৩৪। "মেমোয়রস দ্য শ্যাভালি" দ্য মুতর পৃঃ ২৭৪; শার্ল কুনা "ইসতয়ার দ্য বেইক্রি দ্য স্যুফ্র" পৃঃ ২৮১।
৩৫। শার্ল কুনা ইসতয়ার "বেইক্রি দ্য সুফ্র" পৃঃ ২৮১। হায়দর ও ফরাসীর মিলিত শক্তি ১৬ই মে, ১৭৮২ সালে পেরুমুকুল দখল করে। টিপু পশ্চিম উপকূলে যাত্রাকালে দ্য ফিজেকে উহাতে বসতি করতে প্রস্তাবনা দেন। কিন্তু দ্য ফিজে অস্বীকৃত হন, কারণ তার সৈন্য ইতিমধ্যেই সংখ্যায় কম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আরো কম হবে যদি পেরুমুকুলে বসতি করে থাকতে হয়। সুতরাং টিপুকে এর রক্ষণ-ব্যবস্থা ধ্বংস করাতে হয়। কিন্তু সে-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছিল না এবং ব্যুসি এখান বসতি নিলে ফরাসীর পক্ষে এটা একটা দরকারী ঘাঁটি হ'ত।
৩৬। পঃ, আঃ,পাণ্ডুলিপি নং ৪০২।
৩৭। মার্তিনো, "ব্যুসি এটল্যাদে ফ্রাঁসেজ" পৃঃ ৩৫৪।
৩৮। মার্তিনো' "ব্যুসি এটল্যাদে ফ্রাঁসেজ" পৃঃ ৩৫৪।
৩৯। ইন মানরো পৃঃ ৩২১।
৪০। মুতরের মতে দ্যফিজে তার সেনাদল ও কয়েকটি কামান নিয়ে নদীর অপর তীরে গিয়ে ইংরেজদের নদী পার হতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ব্যুসি তাকে অনুমতি দেননি (মেমোয়ারস দ্য শ্যাভালিয়ে দ্য মুতর, পৃঃ ২৮১-২৮২)।
৪১। উইলকস (ii), পৃঃ ১৮৫-১৮৬।
৪২। ঐঃ, পৃঃ ১৮৬-১৮৭; পঃ আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৪০২।
৪৩। মিল iv, পৃঃ ১৯২।
৪৪। মার্তিনো "ব্যুসি এটল্যাদে ফ্রাঁসেজ" পৃঃ ২৯৬।
৪৫। উইলকস, (ii), পৃঃ ১৯৫।
৪৬। "মেমোয়ারস্ দ্য শ্যাভালিয়ে দ্য মুতর" পৃঃ ২৯৬।
৪৭। উইলকস (ii), পৃঃ ১৮৯। টাউনসেণ্ড পেপারস মতে ইংরেজ পক্ষে ১২০০ হতাহত হয়েছিল। বি, এম, ৩৮৫০৭, ফঃ ২৮৭ বি।
৪৮। পণ্ডীচেরী আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৫৯৯।
৪৯। ইন ম্যানরো পৃঃ ৩২৯।
৫০। মিল (iv), পৃঃ ১৯২।

৫১। "মেমোয়াব্স দ্যু শ্যাভালিয়ে দ্য মুতর", পৃঃ ২৯৮।

৫২। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪০২ মা' রেঃ মিঃ, কঃ ২৪শে জুন ১৭৮৩ খণ্ড ৯০এ, পৃঃ ২৭২৪-৫।

৫৩। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪০২।

৫৪। ঐঃ, উইলসন (II), পৃঃ ৮১।

৫৫। পঃ আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪০২।

৫৬। ঐঃ।

৫৭। পঃ, আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৪০২। উইলকস (II) পৃঃ ১২৬-১২৭।

৫৮। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৪০৩।

৫৯। নেঃ এ, সেক, প্রঃ ১৮ই অগাষ্ট, ১৭৮৩।

৬০। নেঃ এ, সেক, প্রঃ ১৮ই অগাষ্ট ১৭৮৩।

৬১। আঃ, নেঃ, সি৪ ৬৬ কসিগ্নি দ্য কাস্ত্রিকে ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৪।

৬২। পিয়্যারলংকার অতি গুয়েগাকে (I) যেস (II) নং ৭৯।

৬৩। ঐঃ, মার্তিনো, "ব্যুসি এটলাদে ফ্রাঁসেজ", পৃঃ ৩৮৫-৩৮৬। কসিগ্নি রসদপত্রের অভাব এবং দুর্ব্যবহারের জন্য নালিশ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ খণ্ডন করে টিপু উল্লেখ করেন যে কসিগ্নি কর্ণাটক থেকে তার সঙ্গে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিল ৬৫০ জন সৈন্য। এদের জন্য টিপু তাকে মাসিক ২৬,০০০ টাকা দিচ্ছিলেন, তৎসহ প্রত্যহ ৯০০ সের চাল ১০৫ সের ঘি ২০টা মেষ ও ১৪টা বৃষ। কিন্তু কসিগ্নি তার সৈন্যদের প্রত্যেককে মাত্র ৫ টাকা ২ ফানামস মাসিক, এবং ১⅓ সের চাল প্রত্যহ দিতেন এবং চাল, মেষ ও বৃষের অধিকাংশই বাজারে বিক্রী করতেন। সুতরাং তার সৈন্যরা অসন্তুষ্ট, ৮০জন দলত্যাগী। টিপু তাই দ্য মব্লাকে এ বিষয়ে তদন্ত করতে বললেন। তিনি বেতন ও রসদ বণ্টনের সময় থাকবার জন্য একজন ইনস্পেকটার নিয়োগের প্রস্তাবও করেন কিন্তু কসিগ্নি প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। (দ্রঃ, আ, নেঃ, সি২ ১৫৪ টিপু সেয়দ সাহেবকে প্রাপ্তি ৮রা অক্টোবর, ১৭৮৩, ফঃ ৩৭২ এ-বি, ঐঃ টিপু আপ্পাজি রাম ও শ্রীনিবাস রাওকে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৩, ফঃ ৩৭৩এ, এবং মার্তিনো, কসিগ্নি ব্যুসিকে ৫ই অগাষ্ট, ১৭৮৩, ফঃ ৩৭৪ এ।

৬৪। পঃ, আঃ, পাণ্ডুলিপি নং ৫৩৫।

৬৫। ঐঃ, নং ৭০৪।

৬৬। নেঃ, এ., সেক, প্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩।

৬৭। নেঃ, আ' সিঃ, প্রঃ ১৮ই অগাষ্ট, ১৭৮৩

৬৮। ঐঃ ২৮শে অগাষ্ট ১৭৮৩।

৬৯। আঃ, নেঃ, সি২ ২৩৩ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ নং ১৯।

৭০। পঃ, আঃ পাণ্ডুলিপি নং ৫৪১।

৭১। ঐঃ, নং ৬৭৪ ৭০৩। কিষেণ রাও মাদ্রাজে টিপুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তারা জানান এজন্য মেকারটনির অনুমতির দরকার। বস্তুত টিপু বা ইংরেজকেউ ফরাসী মধ্যস্থতা চাননি (দ্রঃ সি২ ২৩৩, ব্যুসি দ্য কসিগ্নিকে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৩, নং ১৯ ও ঐঃ মারটিন ব্যুসিকে ৬ ও ৯ অক্টোবর ১৭৮৩ নং ৩।

৭২। মার্তিনো, ব্যুসি এ ল'াদ ফ্রাঁসেজ পৃঃ ৩৮৩।

৭৩। আঃ, নেঃ, সি২ ২৩৪ দ্য মবলা কাস্ত্রিকে ২৫শে জুন ১৭৮৪।

৪

মেঙ্গালোর সন্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া

হায়দর ও কুটের মধ্যে সন্ধির আলোচনা

হায়দর ও ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা সুরু হয়েছিল প্রথম ১৭৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। আন্নাজী পণ্ডিত কয়েক বৎসর যাবৎ মাদ্রাজে হায়দরের উকিল ছিলেন। তিনি স্যার আয়ার কুটের জনৈক কর্মচারীকে লিখলেন যে তার (আন্নাজীর) মনিব ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাট করতে চান, কিন্তু ইচ্ছা করেন যে ইংরেজরা একটা "প্রাথমিক প্রস্তাবনা করে।[১] কুট জবাবে জানান যে প্রথমত বন্দীদের আদান প্রদানের বা ব্যাপক মুক্তির ব্যবস্থা হোক এবং তারপর তিনি বাংলার গভর্ণমেণ্টকে হায়দরের সঙ্গে একটা মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হতে রাজী করাবেন। সালবাই সন্ধি[২] বর্তমান থাকায় বাংলার গভর্ণমেণ্ট প্রথমত হায়দরের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তায় দ্বিধা করছিল। সে যাই হোক, তারা মনে করেছিল আলোচনা যখন সুরু হয়েছে তখন তারা এর সুযোগ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সন্ধির শর্ত হিসাবে হায়দরকে "ফরাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে হবে এবং তার সাহায্যার্থে তারা যে সৈন্যদল পাঠিয়েছে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।" বিনিময়ে, হায়দরের হাতে ইংরেজরা যে-ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ চাইবে না।[৩] ইংরেজদের প্রস্তাব হায়দরের কাছে সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় কথাবার্তা বন্ধ থাকে। কিন্তু সেগুলি আবার উত্থাপিত হয় যখন ১৯শে জুন হায়দরের একজন বার্তাবহ ইংরেজ শিবিরে এসে কুটকে জানান যে তার মনিব ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে আগ্রহশীল। বার্তাবহ জানতে চেয়েছিলেন কী শর্তে ইংরেজরা সন্ধি করতে রাজী। কুট উত্তরে জানান যে সালবাই সন্ধিকে "মূল ভিত্তি করে সমস্ত কথাবার্তা চালাতে হবে" এবং দুইটি ব্যাপারে হায়দরকে রাজী হতে হবে:—প্রথমত, তিনি অগৌণে কর্ণাটক ত্যাগ করবেন, দ্বিতীয়ত, তিনি ফরাসীদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেদ করবেন। ওসমান প্রকাশ করেন যে নবাব এ-সমস্ত দাবিই মানতে রাজী যদি ত্রিচীনপল্লির উপর তার দাবি স্বীকৃত হয়। কুট হায়দরের দাবি গ্রহণে রাজী থেকে বাংলা গভর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করেন ত্রিচীনপলি সমর্পন করতে।[৪] কিন্তু সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল এই সুবিধা অর্পণে রাজী হননি, কারণ, 'ত্রিচীনপলি সমর্পণে এবং সেজন্য কর্ণাটকের দক্ষিণ অঞ্চলে হায়দর যে-প্রভাব লাভ করবেন তাতে পুনরায় যুদ্ধ

চালনায় তার উৎসাহ আসবে, তা তার স্বার্থমূলকও হবে।"[৫] বাংলা গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবের জন্য শান্তির কথাবার্তা আবার ব্যর্থ হয়।

যাই হোক, হায়দর-কুটে শীঘ্রই আবার যোগাযোগ হয় এবং মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে আবার অনুমতি চেয়ে লেখে সালবাই সন্ধি অনুযায়ী হায়দরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে।

বস্তুত, কলকাতা থেকে কোন উত্তর পাবার পূর্বেই তাঞ্জোরে টিপু কর্তৃক বন্দী কর্ণেল ব্রেইথওয়েটের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। কিন্তু পুনা থেকে সামরিক সাহায্য পেতে দৃঢবিশ্বাসী থাকায় বাংলা গভর্ণমেণ্ট হায়দরের দাবি মেনে নিতে রাজী হয়নি। এমনকি সালবাই সন্ধির ভিত্তিতে সন্ধির কথাবার্তা চালাতেও আর ইচ্ছুক ছিলনা। বাংলা গভর্ণমেণ্টের যুক্তি এই ছিল যে "যতক্ষণ না হায়দর অবস্থা বৈগুণ্যে বাধ্য হয়ে শান্তি বা আপোষের প্রার্থনা করেন, ততক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা অগ্রসর হতে দিলে তাকে যুদ্ধে উৎসাহই দেওয়া হবে।"[৬]

মেকারটনি কর্তৃক শান্তির আলোচনা

হায়দরের মৃত্যু হয় ডিসেম্বর, ১৭৮২ তে। ইংরেজরা প্রথমত ভেবেছিল যে তার উত্তরাধিকারী টিপুর শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার এই শুভ সুযোগ। তাই তারা সন্ধির কল্পনা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। সুতরাং মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আবার যুদ্ধ সমাপ্তির দিকে মনোযোগ দেয়। ১৭৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমে যখন মাদ্রাজস্থ তাঞ্জোরের রাজার প্রতিনিধি শম্ভাজী কাঞ্জিভরমে তীর্থযাত্রায় আসেন মাদ্রাজের গভর্ণর মেকারটনি তাকে অনুরোধ করেন সন্ধি বিষয়ে টিপুর মতিগতি জেনে নেবার জন্য, আর চেয়েছিলেন ইংরেজ যুদ্ধ-বন্দীদের দুর্দশার নিরসন ও ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর বিচ্ছেদ।[৭] কাঞ্জিভরমে শম্ভাজী টিপুর দুইজন বিশিষ্ট বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারা তাকে জানালেন তাদের মনিব কি চান। মাদ্রাজে ফিরে আসার সময় শম্ভাজী মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার জন্য টিপু কর্তৃক নিযুক্ত শ্রীনিবাস রাওকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। মেকারটনি প্রথম শম্ভাজী ও পরে শ্রীনিবাস রাওর সঙ্গে দেখা করে জেনে নেন সুলতান পুডুক্কোট্টাই ও পলিপেডি জেলা এবং তার রাজ্য সীমানায় অবস্থিত কর্ণাটকের অন্য কয়েকটি ছোট ঘাঁটি পেলে কর্ণাটক ত্যাগ করে যেতে ও শান্তি স্থাপনে রাজী আছেন। তিনি ইংরেজ বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের তদন্ত করতে এবং ভবিষ্যতে যে-সব ফরাসীরা ভারতে আসতে পারেন তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখতেও স্বীকৃত আছেন। কিন্তু এ-ও জানা গেল যে যারা ইতিপূর্বেই তার পক্ষ নিয়েছে "তাদের সমর্পণ করে বা তাদের বিযুক্ত করে ইংরেজদের শিকারের পাত্র বানিয়ে সম্মান খোয়াতে পারবেন না।" কারণ, পিতার মত তিনিও তাদের রক্ষায় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছেন।[৮] মেকারটনি জবাবে জানান যে

ফরাসীদের ইংরেজদের হাতে না তুলে দিয়ে তাদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিলেও টিপু তার কথা রাখতে পারেন। শ্রীনিবাস রাও তখন প্রস্তাব করেন টিপুর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপারগুলি পরিষ্কার করার জন্য কোম্পানী একজন সরকারী আস্থা ভাজন লোক পাঠাতে পারে।[৯]

লর্ড মেকারটনি সিলেকট কমিটির কাছে টিপুর প্রস্তাব গুলি পাঠালে সেগুলি অনুমোদিত হয় এবং তিনি সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে টিপুর সঙ্গে সালবাই সন্ধির ভিত্তিতে সন্ধি করবার অনুমতি চেয়ে লিখেছিলেন। তিনি আরো লিখেছিলেন যে সুলতানকে অনুমতি দেওয়া হোক "তিনি যাতে পুডুক্কট্টাই ও পলিপেডি জেলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাঁটি এবং তার রাজ্যের সীমানার উপর ও সুবিধা জনক স্থানে অন্য কয়েকটি ছোট ছোট নগন্য ঘাঁটি রাখতে পারেন।[১০]

মেকারটনি এ সব সুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন কারণ তার মনে হয় যুদ্ধের ধকল কোম্পানী আর সহ্য করতে পারছেনা। মাদ্রাজ সৈন্যদলের বেতন কয়েকমাস বাকী পড়েছে, রসদপত্র সরবরাহ নিতান্ত কম। এর কারণ কিছুটা এই যে কর্ণাটক বিধ্বস্ত, আর কিছুটা এই যে করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজ নৌবহর অনুপস্থিত থাকায় বাংলা থেকে সমস্ত টাকা পয়সা ও রসদ সরবরাহ ফরাসী নৌসেনা দ্বারা আটক হচ্ছিল।[১১] এছাড়া, মাদ্রাজে সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের ভিতর মতবিরোধের জন্য সফল ভাবে যুদ্ধ চালানো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কোর্ট অব ডিরেক্টরসও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে নির্দেশ দিয়েছিল যে "ভারতীয় সমগ্র রাজন্য শক্তির সঙ্গে নিরাপদ ও দ্রুত শান্তি স্থাপন আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য, এটা কখনো যেন ভোলা না যায়। এই ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনের সুস্পষ্ট অনুকূলে ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হবে না।[১২]

কিন্তু গভর্ণর জেনারেল মনে করেছিলেন মেকারটনির মনোভাব অপমান জনকও মর্যাদাহানি কর। তিনি তার উপর এমনই ক্রুদ্ধ হন যে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। তার যুক্তি ছিল যে শান্তি স্থাপনের এতটা ত্বরা ছিলনা, কারণ তিনি মাদ্রাজকে তিন মিলিয়ন ষ্টারলিং পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে পৃথকভাবে টিপুর সঙ্গে সন্ধি করতে অনুমতি দেননি। কারণ তাতে সালবাই সন্ধি ভঙ্গ হবে। গভর্ণর জেনারেলের মতে কোম্পানীর "নীতি হল পূর্ণতেজে সংগ্রাম চালাবে, বিজয়ে মাত্রারক্ষা করে চলবে, প্রতিকূল অবস্থায় অটল থাকবে কিন্তু উপযাচক হয়ে নতি স্বীকার ও শান্তির প্রস্তাব করতে যাবেনা,—কারণ এতে শত্রু পক্ষের ঔদ্ধত্য, দৃঢ় সঙ্কল্প ও যুদ্ধোদ্যম বৃদ্ধি পায় এবং পদে পদে তার ইচ্ছার প্রাধান্য দেবার সুযোগ হয়।"[১৩] "ছোট ছোট ঘাঁটি ও জেলা" প্রদানের প্রস্তাবে হেষ্টিংস বলেন যে এতে ভবিষ্যতে কর্ণাটক আক্রমণের সুবিধা হবে। অপিচ, টিপুর রাজ্য সীমায় অবস্থিতিই যদি সেগুলি প্রদান করার

একটা কারণ হয় তবে আবার পরবর্তী ছোট জেলাটি প্রদান করারও একটা শক্তিশালী যুক্তি দাঁড়াবে এবং এমনি ভাবে যুক্তির পর যুক্তি চলতে থাকবে।[১৪]

এরূপে, বাংলার গভর্ণমেণ্টের আপোষ-বিরোধী মনোভাবে শ্রীনিবাস রাও এবং মেকারটনির আলোচনা ভেস্তে যায় এবং শ্রীনিবাস রাও মাদ্রাজ ছেড়ে যান। কিন্তু বিষয়টা আবার উত্থাপিত হয় ২রা আগষ্ট, ১৭৮৩ টিপুর সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ বিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হবার পর। "সরকারের মর্যাদা রক্ষা-জনক শর্তে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য" টিপুর প্রতিনিধি আপ্পাজী রাম ও শ্রীনিবাস রাও সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ আসেন। কোন সমস্যায় পড়লে কর্ণাটকে মহীশূরের সেনাপতি মীর মৈনুদ্দিনের কাছে তা পেশ করা হবে।[১৫] তাদের প্রস্তাবিত শর্ত হ'ল—বিজিত স্থানগুলি পরস্পরকে ফিরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু টিয়াগার, ভেলোর এবং কর্ণাটকের অন্যান্য স্থান টিপুকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হবে। বন্দীদের আদান প্রদান ও শর্তে থাকবে এবং আয়াজ প্রভৃতি দলত্যাগীরা—যারা তেল্লিচেরীতে ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজার কাছে বাস করছিল তাদের টিপুর হাতে তুলে দিতে হবে। আর, ভবিষ্যতে কোম্পানী তার বিদ্রোহী প্রজাদের কোন আশ্রয় দেবে না। সর্বশেষে, টিপু ও ইংরেজদের সঙ্গে একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক সংঘ স্থাপন করা হবে।[১৬]

এই প্রস্তাবগুলিতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের জবাব হ'ল এই যে যুদ্ধ বিরতির ৪ মাসের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও তাঞ্জোরের রাজাদের সম্পত্তি সহ টিপুকে কর্ণাটক প্রদেশ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। কোম্পানী তাকে কোন জায়গীর দেবে না। কোম্পানী সমস্ত মহীশূরী যুদ্ধ-বন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু আয়াজের ব্যাপার আলাদা। তাকে বন্দী করা হয়নি, তিনি কোম্পানীর হেপাজতে নেই, তার ঠিকঠিকানাও অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া, তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তার সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি আছে। সুতরাং তাকে সমর্পণ করা যায় না। সেইরূপ, যারা তেল্লিচেরী আশ্রয় নিয়েছে তাদের ফিরে পাঠানো উচিত নয়। কোম্পানীও তাদের দলত্যাগী ও কাজে পুনরায় যোগদানে অনিচ্ছুকদের প্রত্যাবর্তন চায় না। আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক জোট বাঁধাবার প্রস্তাব সম্পর্কে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট জানায় যে টিপুর সঙ্গে এমন কোন বোঝাপড়া করতে তারা প্রস্তুত নয়, কারণ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হলে যুদ্ধ বাঁধবে, যেমন হয়েছিল হায়দরের সঙ্গে। সে যাই হোক, গভর্ণমেণ্ট এই বোঝা-পড়া করতে রাজী যে "কোম্পানী যদি ভারতীয় বা ভারতবর্ষীয় কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অথবা কোম্পানীর প্রত্যক্ষ-আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর ও তাঞ্জোরের রাজা ও আরকটের নবাব ছাড়া অন্য কোন শক্তির সঙ্গে টিপু যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে ইংরেজ বা টিপু কেহই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে পরস্পরের শত্রুদের কোন প্রকার সাহায্য করবে না।"[১৭]

শ্রীনিবাস রাও ও আপ্পাজীরামের আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক মৈত্রী

প্রস্তাবের বিকল্প হিসাবে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই নিরপেক্ষ চুক্তিটির প্রস্তাব করেছিল, পাছে টিপু মনে করেন, রাজ্য ও বন্দীদের ফিরে পাবার পর এবং কর্ণাটক ত্যাগ হয়ে গেলে ইংরেজরা তার রাজ্য লুণ্ঠনে মারাঠা ও নিজামকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করবে।[১৮] কিন্তু বাংলার গভর্ণমেণ্ট এই উপশর্তটির বিরোধিতা করে কারণ, "এতে মারাঠা ও অন্যান্য রাজ্য অসন্তুষ্ট হবে। তারা মনে করবে এটা তাদের বিরোধিতা করেই হ'ল।" বাংলার গভর্ণমেণ্ট এর পরিবর্তে প্রস্তাব করে "যতদিন পর্যন্ত টিপু আমাদের এবং আমাদের মিত্রদের, যথা—নিজাম-উল্-মুলক, আরকটের নবাব ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজার বিরুদ্ধে শত্রুতা থেকে বিরত থাকবেন আমরাও ততদিন কোন যুদ্ধবিগ্রহ করব না।[১৯] বস্তুত, এই ধারাটি মারাঠাদের আরো বেশি অসন্তোষের কারণ হ'ত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব থেকে। কারণ, এতে কোম্পানীর মিত্র হিসাবে নিজামের নাম বিশেষভাবে করা হয়েছিল।

টিপুর উকিলরা কোম্পানীর বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় তারা মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আপস-বিরোধী মনোভাবই বিশেষ করে আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হবার কারণ। তিনি একটা পৃথক সন্ধি করবার অনুমতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে দেননি, যে-হেতু "ইহার প্রতিটি উদ্দেশ্য ইতিপূর্বেই সম্পাদিত মারাঠা-সন্ধির বিষয়ীভূত হয়েছে।"[২০] ইহা ছাড়া, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মারাঠারা সালবাই-সন্ধি মেনে নিতে সুলতানকে বাধ্য করবে।[২১]

সে যাই হোক, টিপুর সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্থাপনে তিনি রাজী হবার তিনটি কারণ ছিল। প্রথমত, শীঘ্র শান্তি স্থাপনের জন্য কোর্ট অব ডিরেকটরস থেকে তার উপর চাপ। দ্বিতীয়ত, বাংলার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যাতে বাংলার গভর্ণমেণ্টকে সে-প্রদেশ থেকে খাদ্য শস্য রপ্তানী বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। এসবের জন্য সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল নতুন করে যুদ্ধ বিগ্রহ সুরু করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সর্বশেষ, সিন্ধিয়া সকাশে কোম্পানীর প্রতিনিধি এণ্ডারসনের কাছ থেকে হেষ্টিংস যে-পরামর্শ পেয়েছিলেন তাতে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে টিপুর সঙ্গে পৃথক চুক্তির বিরোধিতা করা কার্যকরী হবে না। মহীশূরীদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের অনেক দাবি ছিল, সেজন্য টিপুও কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধির পূর্বে সেগুলির মিটমাট করতে তারা চেয়েছিল। তাই তাদের মধ্যবর্তিতা সহায়ক তো হবেই না, বস্তুত তাতে আলোচনায় জটিলতা আসবে এবং শান্তির বিলম্ব ঘটবে। মহাদজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফড়নবীশের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এণ্ডারসন মারাঠা সাহায্যের আশায়ও নিশ্চিত ছিলেন না। কারণ, সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে অতি ব্যস্ত, দক্ষিণ ভারতে আসবার ফুরসত তার নেই। পেশোয়ার সৈন্যদল হরিপান্থ, হোলকার ও সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধবাদী দলের হাতে এবং তারা কখনো নানার ইচ্ছামত চলবে কিনা তা বলা শক্ত। তাছাড়া সালবাই সন্ধি অনুযায়ী শান্তি চুক্তিতে টিপুর ভীষণ অমত। কারণ, যেমন এণ্ডারসন বলছেন, "আমরা শান্তি বজায় রাখব কিনা

সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন, কারণ ঐ সন্ধির ঠিক শর্তমত যখনি তার সঙ্গে পেশোয়ার শান্তি ভঙ্গ হবে তখনি আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করবার কথা।"[২২] তিনি সরাসরি সন্ধি চেয়েছিলেন, কারণ যতদিন তার উপর মারাঠাদের দাবির বোঝাপড়া না হবে, ততদিন সর্বদাই তাদের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা।

ইংরেজ প্রতিনিধিদের মেঙ্গালোর গমন

উপরে উল্লিখিত কারণে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে টিপুর সঙ্গে পৃথক সন্ধির অনুমতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস-এ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই সপরিষদ মেকারটনি আপ্পাজীরামের প্রস্তাব মত ৩১শে অক্টোবর, ১৭৮৩ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিল ও কমিটির দ্বিতীয় অধিনায়ক এন্থনি সেডলিয়ার ও লর্ড মেকারটনির একান্ত সচিব জর্জ লিওনার্ড ষ্টনটনকে মেঙ্গালোর পাঠাতে ঠিক করে-ছিলেন। তারা ইংরেজ যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করাবেন আর "ইয়োরোপে সম্পাদিত সন্ধিপত্রের প্রারম্ভিক ধারা ও তদনুগামী কোর্ট অব ডিরেকটরদের নির্দেশ অনুযায়ী" টিপুর সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করবেন। যুদ্ধ-বিরতি কাল ২রা ডিসেম্বর, ১৭৮৩ অবসান হবার কথা ছিল ; তাও তাদের সুবিবেচনা মত বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তারা পেলেন।[২৩] সর্বোচ্চ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রথমে না নিয়েই টিপুর সঙ্গে সন্ধি করার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিদের মেঙ্গালোর পাঠাবার স্বপক্ষ যুক্তি গভর্ণর ও তার সিলেক্ট কমিটি এরূপ দিয়েছিলেন—"আমাদের কোষাগার শূন্য, জমার অঙ্ক নিঃশেষিত, বাংলা থেকে টাকার আমদানি বন্ধ। উপরন্তু, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। ওখান থেকেই আমাদের চাল ও রসদ বেশির ভাগ সরবরাহ হয়। খাদ্য শস্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ হয়েছে এদিকে আমাদের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত।[২৪]

প্রতিনিধিদল টিপুর উকিলদের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে ৯ই নভেম্বর রওনা হয়ে ১১ই নভেম্বর কাঞ্চিভরম পৌছান। সেখান থেকে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তারা আরণি রওনা হলেন। টিপু সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য ক্ষমতা দিয়েছিলেন। খারাপ আবহাওয়া, প্রবল বৃষ্টি ও স্ফীত নদীর জন্য প্রতিনিধিদের গতি-বেগ এতটা ধীর হয়েছিল যে আরণি পৌছতে তাদের ৯ দিন লেগে গেল।[২৫] ওখানে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে তাদের বহুবার সভা বসে। তারা প্রস্তাব করেন যে মহীশূরীরা সম্পূর্ণভাবে কর্ণাটক ত্যাগ করে যাবে এবং সেটা সমাপ্ত হলে যুদ্ধের গোড়া থেকে টিপুর রাজ্যের যে-সব অংশ দখল করা হয়েছে তা ত্যাগ করবার জন্য ইংরেজ অফিসারদের আদেশ দেওয়া হবে। কিন্তু মেঙ্গালোর ও সুলতানের অন্যান্য মালাবার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হবে মাত্র সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলেই।[২৬]

সৈয়দ সাহেব এই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করেন। তিনি পারস্পরিক বোঝা পড়ায় সম্মত ছিলেন এবং প্রতিনিধিদের মাদ্রাজ—সভায় বিজিত রাজ্যের আদান

প্রদানের স্বীকৃতি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ণাটক ত্যাগে তিনি রাজী ছিলেন যদি প্রতিনিধিরা "টিপুর যে সব স্থান কোম্পানী অধিকার করেছিল তা তার অফিসারদের কাছে প্রত্যর্পন করার নির্দেশ দিয়ে দক্ষিণ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও মেঙ্গালোরের সেনাধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র তার হাতে দেন।" ইংরেজরা মেঙ্গালোর ত্যাগ করার পর কোম্পানীর সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।[২৭]

প্রতিনিধিরা এই পালটা প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, আপ্পাজীরাম আপোস প্রস্তাব হিসাবে বলেন যে মহীশূরীরা প্রথম কর্ণাটক ত্যাগ করবে এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিদের কাছে তা তুলে দেবে। কিন্তু বন্দীরা তখনি শুধু মুক্তি পাবে যখন ইংরেজরা মালাবার উপকূল সহ টিপুর সমস্ত স্থান ছেড়ে দেবে। সেডলিয়ার[২৮] আপোস প্রস্তাব মেনে নেন কিন্তু মানলেন না ষ্টনটন। ষ্টনটনের মতে "টিপুকে মালাবার উপকূলের দুর্গ ছেড়ে দেওয়া হবে না যতক্ষণ না ঐ সব বন্দী ও লোকদের পুরোপুরি মুক্তি দেওয়া হয়।"[২৯] সুলতান সন্ধির সমস্ত শর্ত পালন করবেন এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে এই মর্মে টিপুর উকিলরা অঙ্গীকার বদ্ধ হতে প্রস্তুত হন। তারা এমন কি এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে যদি অবিলম্বে মেঙ্গালোর ত্যাগ করা হয় তবে ইংরেজরা পশ্চিম ঘাটের পূর্ব দিকে যে সব স্থান অধিকার করেছে তা বন্দীদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিতে পারে। সেডলিয়ার এই "অঙ্গীকার" কে যথেষ্ট জামীন বলে মেনে নিয়ে মেঙ্গালোর ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ষ্টনটন উকিলদের অঙ্গীকার সত্ত্বেও রাজী হন নি। মেঙ্গালোর সমর্পনের পূর্বে বন্দীরা মুক্ত হোক—এই তিনি চেয়েছিলেন।[৩০] উকিলরা এটা মেনে নিতে পারেন নি। অনেক বিষয়ে তারা মেনে নিয়েছিলেন। ইংরেজরা টিপুর রাজ্য ছাড়বার পূর্বে তারা কর্ণাটক ছাড়তে রাজী ছিলেন এবং বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে তারা যতকিছু সম্ভব প্রতিশ্রুতিতে স্বীকৃত ছিলেন। মেঙ্গালোর সম্বন্ধে কিন্তু তারা কোন রফা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি সব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তবে পরে ইংরেজরা টিপুর মালাবার রাজ্য বিশেষ করে মেঙ্গালোর ছেড়ে না-ও দিতে পারে। বম্বে গভর্ণমেন্ট মেঙ্গালোর রেখে নিতে অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। সুতরাং তারা "মেঙ্গালোর-ত্যাগ পর্যন্ত নিজেদের হাতে কিছু একটা রেখে দিতে" চেয়েছিলেন।[৩১]

একটা বিষয়ে কিন্তু মতৈক্য ঘটে। কুমবুম ও সেত্তুপট্টু তাদের আগেকার রাজাদের হাতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। সেই মতে প্রতিনিধিরা মেজর লাইসটকে চিঠি লেখেন কমরুদ্দিন খাঁকে কুমবুম ছেড়ে দিতে। সেরূপ টিপুর উকিলরাও কমরুদ্দিনকে নির্দেশ দেন সেত্তুপট্টু ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করতে।[৩২] কিন্তু প্রধান বিচার্য জিনিষটা অমীমাংসিত থাকায় টিপুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলবার জন্য প্রতিনিধিগণ মেঙ্গালোর রওনা হয়েছিলেন।

তারা ২৫শে নভেম্বর আরণি ছেড়ে ২৪শে ডিসেম্বর মেলভল্লি পৌঁছান। এখান থেকে তারা শ্রীরঙ্গপটমে রক্ষিত ইংরেজ যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে যেতে চান। কিন্তু উকিলরা ঐ রাস্তায় তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হননি। তারা পরামর্শ দিলেন সুলতানের ইচ্ছামত তারা মদ্দুর হয়ে সোজা মেঙ্গালোর যান। কারণ শ্রীরঙ্গপটম গেলে তারা দুর্গ প্রবেশের ও বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পাবেন না।[৩৩]

প্রতিনিধিগণ 'উকিলদের' এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলেন, কারণ মাদ্রাজ চুক্তিমত তাদের বেঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপটমে যাবার অধিকার আছে, সুতরাং এ মনোভাব চুক্তি-বিরুদ্ধ।[৩৪] অন্যপক্ষে, উকিলদের বক্তব্য হ'ল যে তারা চুক্তি মতই কাজ করছেন। চুক্তিটি হ'ল এই যে সৈয়দ সাহেব ও প্রতিনিধিদলের মধ্যে যদি কথাবার্তা সফল হয় তবে প্রতিনিধিগণ তৎক্ষণাৎ শ্রীরঙ্গপটম যেতে পারবেন এবং সেখানে টিপুর সঙ্গে সন্ধির চূড়ান্ত শর্ত ধার্য হবে, ইংরেজ বন্দীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে তারা পারবেন। কিন্তু আরণির আলাপ আলোচনা যখন ব্যর্থ হ'ল তখন প্রতিনিধিগণ আর শ্রীরঙ্গপটম যেতে পারেন না, আর ঐ কারণেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য টিপু সেখানে উপস্থিত থাকবেন না।[৩৫] কিন্তু এই যুক্তিতর্ক প্রতিনিধিদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি, তারা তাদের খেয়ালমত কাজ করতে দৃঢ়—প্রতিজ্ঞ হন। তাদের পরিকল্পনা ছিল তাদের যাত্রা পথের উপযোগী ২৫,০০০ মন চাল সংগ্রহ করা মাত্র রওনা হওয়া।[৩৬] কিন্তু মতলবটি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং উকিল'রা ইংরেজদের স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল দিতে তো অস্বীকার করেছিলেনই, উপরন্তু ব্যবসায়ীদের নিষেধ করেদেন তাদের কাছে চাল বিক্রী করতে। প্রতিনিধিরা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন এবং ভয় দেখান যে যদি তাদের চাহিদা মত ২৫,০০০ মন চাল দেওয়া না হয় তবে তারা মাদ্রাজে ফিরে যাবেন।[৩৭] কিন্তু শেষকালে তারা বুঝেছিলেন যে উকিল'রা হার মানবেন না এবং শ্রীরঙ্গপটম যাত্রা তাদের ফলপ্রসূ হবে না। তখন তারা মত পরিবর্তন করে সোজা মেঙ্গালোর যেতে রাজী হয়েছিলেন।

প্রতিনিধিদের শ্রীরঙ্গপটম না যেতে দেবার টিপুর কারণ ছিল সামরিক। যদিও যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তবু, আরনি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজ মহীশূরীদের ভিতর যে-সন্দেহ ও অবিশ্বাসের হাওয়া বইছিল তাতে সন্ধি চুক্তির আশা উজ্জল ছিল না। এ অবস্থায় টিপু প্রতিনিধিদের ইংরেজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে পারেন না। কারণ, এতে তারা শ্রীরঙ্গপটমের সুরক্ষা-ব্যবস্থার সরাসরি খবর ও অন্যান্য সামরিক গোপন-তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এরূপ, সামরিক কারণেই প্রতিনিধিদের বেঙ্গালোর দেখতে দেওয়া হয়নি। সে যাই হোক, তারা বেঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপটমের বন্দীদের যা—কিছু

জিনিষ পত্র পাঠাতে চেয়েছিলেন তাঁর অনুমতি পেয়েছিলেন পার্শেল গুলিও বন্দীদের নিকট নিরাপদে পৌঁছায়।[৩৮]

প্রতিনিধিরা ১ জানুয়ারী, ১৭৮৪ মেলভল্লি ছেড়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মেঙ্গালোর পৌঁছান। এরূপে, মাদ্রাজ থেকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে তাহাদের প্রায় তিনমাস সময় লাগে। উইলক্স মনে করেন, তাহাদের এতটা সময় লেগেছিল, কারণ উদ্দেশ্য-প্রনোদিত হয়ে তাহাদের ধীরগতিতে চলতে দেওয়া হয়েছিল।[৩৯] কিন্তু বস্তুত এই দোষারোপ সামান্য মাত্র ও সত্য নয়। প্রতিনিধিরা যখন ৯ই নভেম্বর মাদ্রাজ থেকে রওনা হন তাদের অগ্রগতি খারাপ আবহাওয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে, স্ফীত নদীতে ব্যাহত হয়েছিল। তাই তারা ৯ দিন পরে আরনি পৌঁছান।[৪০] এখানে, এবং পরে মেলভল্লিতে প্রায় একপক্ষ কাল সময় নষ্ট হয়। টিপুর 'উকিল' ও নিজেদের মধ্যে নিষ্ফল আলোচনায়।[৪১] কখনো নিজেরা কোন সিদ্ধান্তে না আসতে পেরে মাদ্রাজের নির্দেশের জন্য কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করতে হ'ত।[৪২] এ ছাড়া, তারা গড়িমসি করে চলছিলেন, মনে হ'ত না মেঙ্গালোর পৌঁছবার তাহাদের কোন তাড়া আছে। এটা সত্য যে তাহাদের ঘোরালো এবং কঠিন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা ঘটেছিল সামরিক কারণে, মেঙ্গালোর পৌঁছতে দেরী করাবার জন্য নয়।

মেঙ্গালোরে শান্তির আলোচনা

১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধিগণ টিপুর কাছে এক স্মারকলিপি দাখিল করেন। তাতে তারা তার কাছে দাবি জানান—কর্ণাটক ত্যাগ করেন আর ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সালবাই সন্ধি পত্রের নবম ধারা তিনি কার্যকরী করুন। ইংরেজরাও তাদের দখলীকৃত টিপুর রাজ্য প্রত্যাবর্তন করতে রাজী কিন্তু "এই প্রতিদানকে টিপুর কর্ণাটক ত্যাগ বা বন্দী মুক্তির বিনিময়ে বলে গণ্য হবেনা, কারণ এগুলি পূর্বেই মারাঠা-সন্ধি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে গেছে।" তাহলেও যেই মাত্র ১০০ জন ইংরেজবন্দী (অর্ধেকটা অফিসার বা ভদ্রলোক শ্রেণীর) প্রত্যার্পণ করা হবে, সে সময়ই প্রতিনিধিগণ, অনৌর কারোয়ারও অন্যান্য স্থান ত্যাগ করবার আদেশ জারি করবেন। দিন্দিগুল, করুর ও ধারাপুরম ছেড়ে দেওয়া হবে, যেই মাত্র সব বন্দী—দেশী ও ইয়োরোপিয়ান—মুক্তি পাবে। টিপু যদি ১ মাসের মধ্যে এসব দাবি মানতে রাজী না থাকেন, তবে তার পরিণতি যুদ্ধ। ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠারা যোগ দেবে এবং ১৭৮৩ সালের ২৯শে অক্টোবর পেশোয়া ও কোম্পানীর স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী তারা উভয়েই মিলিত হয়ে সালবাই সন্ধির নবম ধারামত কাজ করতে তাকে বাধা করবে।[৪৩]

স্মারক লিপির উত্তরে টিপু জানান শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র তিনি কর্ণাটক ত্যাগ করবেন এবং শুধু প্রথম কিস্তি হিসাবে "·০০জন" বন্দীদেরই মুক্তি দেবেন না,

দেবেন সকলকেই একসঙ্গে এবং কোন ইংরেজ দুর্গে বা নিরপেক্ষ রাজ্যে তাদের না পাঠিয়ে প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সালবাই সন্ধি সম্বন্ধে টিপুর বক্তব্য হ'ল "ইংরেজ ও মারাঠা রাষ্ট্রের ভিতর ঐ সন্ধি স্থাপন কালে ইংরেজ—সকাশে আমার কোন পত্র ব্যবহার হয়নি বা উকিলের উপস্থিতি ছিলনা, সুতরাং আমার নিকট তার উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা কী ভেবে দেখুন।" ১৪ই ফেব্রুয়ারি উকিলদের সঙ্গে প্রতিনিধিদের সভা হ'লে উকিল'রাও তাদের জানান যে সুলতান একজন স্বাধীন রাষ্ট্রপতি, সালবাই সন্ধি এখানে উল্লেখযোগ্য নয়, এবং "অন্যান্য রাষ্ট্রকে বিযুক্ত রেখে বর্তমান আলোচনা চালনা করা হোক।[৪৪] ইংরেজদের যুদ্ধের হুমকি সম্বন্ধে উকিলরা বলেছিলেন, যদি মহীশূর আক্রমণে মারাঠা ইংরেজদের পক্ষ নেয়, তবে টিপু বন্ধুহীন থাকবেন না, ফরাসীরা তৎক্ষণাৎ তার সাহায্য আসবে।[৪৫]

যে সব শর্তে টিপু শান্তি স্থাপনে রাজী ছিলেন তার প্রায় সমস্তটাই মাদ্রাজে প্রস্তাবিত তার উকিলদের শর্তের অনুরূপ। তার দাবি হ'ল, কর্ণাটকের কয়েকটি জেলা প্রত্যর্পণ, আয়াজের আত্মসমর্পণ এবং আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক মৈত্রী। তিনি আরো চেয়েছিলেন যে, "বর্তমান যুদ্ধের গোড়া থেকে তার সরকারের যে-সব রাজ্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে দেবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণাটক ত্যাগ করা হবে এবং বিভিন্ন আটক স্থানের কাছে প্রত্যেক শ্রেণীর বন্দীদের দায়িত্ব নেবার জন্য প্রতিনিধিদের নিযুক্ত লোকদের হাতে তাদের তৎক্ষণাৎ সমর্পণ করা হবে।[৪৬] যাই হোক ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪ সালে প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে টিপু প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে এবং প্রতিনিধিদের ইচ্ছামত কর্ণাটকের দু'টি, চারটি, কি পাঁচটি স্থান প্রত্যর্পন করতে সম্মত আছেন। কিন্তু, এর বদলে ইংরেজরা প্রত্যর্পণ করবে কেনান্নুর, অনৌর এবং সদাশিবগড়া এ ছাড়া, ইংরেজরা আরো ফিরিয়ে দেবে দিন্দিগুল ও অন্যান্য জায়গা, এবং পালঘাট দুর্গ থেকে ফুলাতর কেড়ে আনা ৫৫,০০০ পেগোডা। একমাত্র তখনই তিনি কর্ণাটক পুরাপুরি ভাবে ত্যাগের আদেশ দেবেন।[৪৭]

প্রতিনিধিরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ, ইংরেজবন্দীদের মুক্তি ও কর্ণাটক ত্যাগের প্রশ্নে কোন আপোস নিষ্পত্তি না করায়, তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ৫৫,০০০ পেগোডা প্রতিদানেও তারা অসম্মত হন, কারণ, কর্ণাটকে মহীশূরী সৈন্য বিপুল ক্ষতি সাধন করায় কোম্পানী-ই সুলতানের কাছ থেকে খেসারত পাবার অধিকারী। যাই হোক, প্রতিনিধিরা খেসারতের প্রশ্ন ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যদি টিপু তার রাজ্যে কোম্পানীকে বাণিজ্যিক সুবিধা দানে রাজী থাকেন।[৪৮]

২২শে ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধিগণ টিপুর অমাত্যদের কাছে ২৯ ধারার একটি সন্ধির খসড়া স্থাপন করেন। খসড়াটিতে এ যাবৎ প্রস্তাবিত ইংরেজদের দাবির সর্বাধিক

পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত বিবরণ ছিল।[৪৯] প্রতিনিধিরা যদিও সালবাই সন্ধিকে তাদের আলাপ আলোচনার ভিত্তি করতে চাননি তবে ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি ও কর্ণাটক ত্যাগের ব্যাপারে তারা তাদের মনোভাব বদল করতে অরাজী রইলেন। তারা আরোও দাবি করেন যে—কর্ণাটকের নবাবের উপর টিপুর কোন দাবি থাকবে না, সন্ধির ১ মাসের মধ্যে ভেলোর থেকে ফেরবার পথে ভেঙ্কটগিরি রাজ্যের যে-সব লোক বন্দী করা হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, সাধারণ বাৎসরিক খাজনায় রাজাকে কানিগিরি[৫০] জেলা দিয়ে দিতে হবে, মোররি রাওকে মুক্তি দিয়ে তাকে একটা জায়গীর দিতে হবে, টিপু তার দরবারে দু'টি সিপাহী সেনাদল সহ কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিকে থাকতে দেবেন, শ্রীরঙ্গপটম হয়ে চেঙ্গামা গিরিপথ থেকে তেল্লিচেরী অবধি "ডাকচলাচল (তপনল) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যুদ্ধের প্রথমভাগে সর্দার খাঁ মাউন্ট দেল্লি নামক যে দুর্গ ও জেলা অধিকার করেছিলেন তা তেল্লিচেরী ফেক্টারিকে প্রত্যর্পন করা হবে, ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য কুর্গ, চিরাক্কল, কোট্টায়াম ও কাডাট্টানাডের রাজাদের নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাহাদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হবে—মহীশূরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য তাহাদের নির্যাতিত করা হবে না; আর সর্বশেষ, টিপু তার রাজ্যে কোম্পানীকে বাণিজ্যিক সুবিধা দান করবেন।

টিপু সন্ধির খসড়ার শর্তগুলি নামঞ্জুর করে ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধিদের জানান যে আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, পরদিন সকালেই তিনি শ্রীরঙ্গপটম রওনা হবেন।[৫১] বন্দীদের মুক্তি ও রাজ্যের পারস্পরিক আদান প্রদানের ধারাগুলি তিনি সমর্থন করলেন না। মোরারি রাও এর মুক্তি এবং মালাবার রাজাদের পূর্বপদে পুনরায় বহাল করার দাবিকে তার ভিতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করা বলে মনে করেন। তার রাজ্যের ভিতর দিয়ে 'তাপল' বা কোম্পানীর প্রতিনিধির শ্রীরঙ্গপটমে অবস্থান ও তিনি অনুমোদন করেন নি, বাণিজ্যিক সুবিধার ধারাটিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এতে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উপর ইংরেজদের সম্পূর্ন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ত।[৫২]

টিপুর সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখান ও পরদিন সকালে শ্রীরঙ্গপটম রওনা হবার ঘোষণা প্রতিনিধিদের খুব বিচলিত করে তোলে কারণ এর অর্থ ছিল আবার শত্রুতা সুরু। সুতরাং তারা আপোস বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করে টিপুর 'উকিল'দের সঙ্গে বহুবার সভায় বসেছিলেন এবং শ্রীরঙ্গপটমে কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি রাখার দাবী, মহীশূর রাজ্য দিয়ে ডাকচলাচলের (তাপল তৈরির) প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। মোরারি রাও এর মুক্তি ও দুর্গ, চিরাক্কল, কোট্টায়াম এবং কাদত্তানাদের রাজাদের পুনরায় বহালের দাবিও ছেড়ে দেওয়া হয়। মহীশূরের কোম্পানীর বাণিজ্যিক সুবিধা দাবীর ধারাটিও অনেক কাটছাঁট করা হয়।[৫৩] টিপু তার দিক থেকে কর্ণাটকের দাবি ছেড়ে দেন। আয়াজের আত্মসমর্পন, পালঘাট দুর্গ থেকে

ক্যুলারস্তর লুণ্ঠিত ৫৫,০০০ পেগোডা প্রত্যর্পন—এসবও বাদ যায়। টিপু ইংরেজ বন্দীদের নিকটতম ইংরেজ দুর্গে পাঠিয়ে দিতে, এবং কোম্পানীর খরচায় তাদের যাত্রাপথের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে রাজী হয়েছিলেন।[৫৪]

এরূপে অনেক বিষয়েই অবশেষে মতৈক্য হয়, কিন্তু দু'টি বিষয় তখনো অমীমাংসিত থাকে। এ দু'টিতে টিপু কোন রফায় রাজী হন নি। প্রথমটি হ'ল কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী-জোট করা। টিপু যদিও আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা-মূলক মৈত্রীর দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি জেদ করেছিলেন যে একটা শর্ত রাখতেই হবে যাতে করে ইংরেজ বা তার সরকার গোপনে বা প্রকাশ্যে একে অন্যের শত্রুকে সাহায্য দেবে না। টিপু মারাঠা—ভীতি থেকেই এই শর্তটি সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ ভাবে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনি প্রতিনিধিদের জানালেন যে এ শর্ত না মানলে তিনি শ্রীরঙ্গপটম চলে যাচ্ছেন। এই ঘোষণাতে প্রতিনিধিরা অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। তারা অসম্মত হলে নিশ্চিত যুদ্ধ, সম্মত হলে তা গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবে। জেনারেল প্রস্তাবটি টিপুর সম্ভাব্য শত্রু মারাঠাদের স্বার্থ বিরোধী বলে কড়ার করতে চেয়েছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত টিপু নিজাম, কর্ণাটকের নবাব ও তাঞ্জোর এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা না করবে, ততদিন পর্যন্ত কোম্পানী টিপুর সহিত শত্রুতা করবেন না।[৫৫]

পরিশেষে অবশ্য প্রতিনিধিরা একটু রদবদল করে, গভর্ণর জেনারেলের আদেশের বিরুদ্ধে টিপুর প্রস্তাব মেনে নিলেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত তারা বুঝতে পারলেন যে যদি টিপুর দাবী মেনে নেওয়া হয় তবে মারাঠারা ততটা ক্ষুণ্ণ হবে না যতটা হবে গভর্ণর জেনারেলের শর্ত মেনে নিলে। গভর্ণর জেনারেলের শর্তে নিজামকে কোম্পানীর মিত্র বলে নেওয়া হয়েছে মারাঠাদের তা করা হয়নি।[৫৬] দ্বিতীয়ত, যে-হেতু টিপু তাহাদের মুখ্য দাবির প্রায় সবই মেনে নিয়েছেন, এই বিষয়টির জন্য আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে যুদ্ধ ডেকে আনা ভুল হবে[৫৭]

দ্বিতীয় যে-প্রশ্নে টিপু রফা করতে চান নি তা হ'ল ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত টিপুর রাজ্যে সমর্পণ। গোড়া থেকেই এই প্রশ্নটি আলোচনার সাফল্যের প্রতি বন্ধক হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে, মাদ্রাজ ও আরণি উভয় স্থানেই প্রতিনিধিরা টিপুকর্তৃক সমস্ত বন্দী মুক্ত এবং সমগ্র কর্ণাটক ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার রাজ্যের কোন অংশই প্রত্যর্পণ করতে রাজী ছিলেন না। সে যাইহোক, সুলতান যখন দৃঢ় ভাবে জানালেন যে কর্ণাটক ছেড়ে দেওয়া হবে তার রাজ্য প্রত্যার্পণের সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিনিধিরা তখন মেঙ্গালোরে ১২ই ফেব্রুয়ারি উকিলদের কাছে প্রদত্ত স্মারক লিপিতে রফা হিসাবে প্রস্তাব করলেন যে কোম্পানী অনোর এবং কারোয়ার ছেড়ে দেবে যদি ৫০ জন অফিসার বা উচ্চপদের লোক সহ ১০০ জন ইয়োরোপিয়ানদের আগে মুক্ত করা হয়; ধারাপুরম ও আরাভাকুরিছি ছেড়ে দেওয়া হবে সমগ্র কর্ণাটক ও সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদের মুক্ত হবার পর। কিন্তু টিপু যথা পূর্বং অনড়

রইলেন। অতঃপর প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেন যে কর্ণাটক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানী টিপুর সমস্ত রাজ্য ছেড়ে দেবে, শুধু হাতে রাখবে দিন্দিগুল ও কেনান্নুর—বন্দীদের মুক্তির জমানত হিসাবে। টিপু এ প্রস্তাবও নামঞ্জুর করেন কারণ ইংরেজরা যেমন তাকে বিশ্বাস করছিলনা, তিনিও তাদের মতি-গতিতে সন্দেহ করছিলেন। বন্দীদের মুক্তির পর তারা দিন্দিগুল ও কেনান্নুর থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি তখন পাঁচ সূত্রী[৫৮] প্রস্তাব করেন, প্রতিনিধিরা যে-কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। (এক দিন্দিগুল ও কেনান্নুর প্রত্যর্পন পর্যন্ত প্রতিনিধিরা টিপুর সঙ্গে থাকবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন তখন যখন সন্ধিপত্র মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যথারিতি স্বাক্ষরিত হয়ে তার হাতে দেওয়া হবে ; (দুই) দিন্দিগুলের বদলে টিপু টিয়াগার ও নেল্লোরে অথবা আম্বর ও সাতঘরে গড়-সৈন্য রাখতে পারবেন ; (তিন) তিনজন প্রতিনিধির ভিতর থেকে দু'জন, বা অন্য ২'জনের প্রদত্ত ক্ষমতা নিয়ে অন্তত একজন, থেকে যাবেন কর্ণাটক ত্যাগের পর ও বন্দীদের মুক্তি সম্পন্ন হলে টিপুর রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য ; (চার) দিন্দিগুলি অথবা কেনান্নুর প্রত্যার্পণের জন্য প্রতিনিধিরা আদেশ দিবেন ; (পাঁচ) কোনান্নুর প্রত্যর্পন করা হবে টিপুর অফিসারদের সাক্ষাতে এবং অনৌর ও অন্যান্য স্থান প্রত্যর্পণের সময়।

প্রথমে প্রতিনিধিরা সবগুলি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করে ৪ঠা মার্চ সুলতানকে তাদের সিদ্ধান্ত জানান। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন যে টিপু ধাপ্পা দিচ্ছেন না এবং তার পাঁচটি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হলে তিনি আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে শ্রীরঙ্গপটম রওনা হবেন, তখন তারা নতি স্বীকার করে দুই নম্বর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন—এটুকু পরিবর্তন করে যে টিপুর সৈন্যরা কর্ণাটকে সাতঘর ও আম্বুর দখল করে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দিন্দিগুল ও কেনান্নুর ইংরেজদের হাতে থাকবে। এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেবার পর তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব পক্ষের হাতে তাদের প্রত্যর্পণের জন্য উভয় দিকেই আদেশ দেওয়া হবে।[৫৯] সমস্ত প্রশ্নে মতৈক্য হবার পর ১১ই মার্চ, ১৭৮৪ সালে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

শান্তি চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিনিধিদের প্রতি টিপুর ব্যবহার

মেঙ্গালোরের সন্ধি[৬০] টিপুর এক কূটনৈতিক জয়, কারণ, মোটের উপর তিনি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লাভজনক শর্ত আদায় করতে পেরেছিলেন। সালবাই সন্ধির শর্তে তিনি যতদূর সংশ্লিষ্ট ছিলেন হতমান করে সেটুকু নির্মূল করান। আর, প্রতিনিধিদের এই শর্ত গ্রহন করতে বাধ্য করান যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের শত্রুকে পরোক্ষ কি অপরোক্ষ ভাবে সাহায্য করবেনা, একে অন্যের মিত্র বা সহযোগীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবেনা। টিপু তার রাজ্যে বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য প্রতিনিধিদের দাবীর মাত্রা ছাঁটিয়ে এনেছিলেন এবং শেষ অবধি একে অন্যের

অধিকৃত রাজ্য যুগপৎ প্রত্যর্পণের নীতি গ্রহণ করতেও তাহাদের বাধ্য করেছিলেন। ইহা সত্য যে তিনি কর্ণাটকের কোন জেলা পেতে পারেন নি; কিন্তু যুদ্ধকালে ইংরেজরা তার যে সব রাজ্য দখল করেছিল তা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন।

যুদ্ধের সময় ইংরেজদের যে-কটি চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল এবং সন্ধির আলোচনা চলার সময় তারা যে-সব আর্থিক ও সামরিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, তা মনে করলে সন্ধির শর্তগুলি তাদের পক্ষেও অযৌক্তিক হয় নি। কর্ণাটকের যে-সব স্থান মহীশূরীরা দখল করে রেখেছিল তা তারা ফিরে পেল এবং তাদের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির জামীন হিসাবে তারা দিন্দিগুল ও কেনান্নুর হাতে রাখতে পেরেছিলেন। ১৭৭০ সালের সন্ধিতে হায়দর কোম্পানীকে যে-সকল বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছিলেন সে-গুলির পুনরুজ্জীবন ও পুনঃ সমর্থন হয়। তারা টিপুর কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতিও পায় যে মাউন্টদেল্লি ও কেলিকটে কোম্পানীর বিশেষ সুবিধাগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরূপে তারা তাদের সমস্ত যুক্তিসম্মত দাবিই পূর্ণ করাতে পেরেছিলেন। শুধু সে-সব দাবি সম্পর্কেই তাদের একটা রফায় আসতে হয়েছিল যে-গুলি হয় গুরুত্বহীন, নয় তো টিপুর স্বীকারের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত। ডডওয়েল যেমন বলেছেন "সংক্ষেপে বলতে গেলে, টিপুর কাছ থেকে ততটাই আদায় করা গিয়েছিল যতটা হেস্টিংস আদায় করেছিলেন মারাঠাদের কাছ থেকে"।[৩১] তবু, ওয়ারেণ হেস্টিংসের মতে এটা ছিল "অপমানকর তোষণ নীতি"।[৩২] বোর্ডও এ-সন্ধিতে এতটা অমত দেখিয়েছিল যে তারা তা বাতিল করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তা তারা করেনি এই কারণে যে তারা মনে করেছিল "এতে কোম্পানীর কাজকর্মে বিভ্রান্তি দেখা দেবে" এবং "রাজ্য প্রত্যর্পণ ও বন্দী বিনিময়ের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল"।[৩৩]

আসলে, দ্রুত সন্ধি করার জন্য মেকারটনির ইচ্ছার সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস কখনো একমত হন নি, কারন যুদ্ধ বিলম্বিত করে তিনি সন্ধিতে আরো লাভজনক শর্ত আদায়ের আশা করেছিলেন। মারাঠাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের আশা করে তিনি আবার যুদ্ধারম্ভ করতেও চেয়েছিলেন,—যদিও যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়েছিল এবং প্রতিনিধিদের ও টিপুর ভিতর আলোচনা শেষ পর্যায়ে পৌছেছিল। অপর দিকে মেকারটনি মারাঠাদের সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত বা পুনরায় যুদ্ধ চালু করার ফল সম্বন্ধে ও আশাবাদী ছিলেন না। তিনি জানতেন যে তাদের ঘরোয়া অশান্তিতে মারাঠারা কিছুকালের জন্য ইংরেজদের কোন সাহায্যই দিতে পারবেনা।[৩৪] কোম্পানীর কাজকর্ম এমনি অবস্থায় ছিল যে টিপুর সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধে নামা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কোম্পানীর দেনা হয়েছিল প্রচুর এবং বাণিজ্যিক খ্যাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। সৈন্য দলের ৯ মাসের বেতন বাকি ছিল এবং গড়-সৈন্যেদের ১১ মাসের ও ওপর। কুকের মৃত্যুর পর থেকে বাংলা গভর্ণমেণ্ট কোন আর্থিক সাহায্য দেন নি। ফলে, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের একমাত্র

সম্বল ছিল দীর্ণ, বিধ্বস্ত কর্নাটকের নির্দিষ্ট কর; এছাড়া টিপুর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে কোন অর্থ দানের সম্ভাবনা বাংলার ছিল না, কারণ সেখানকার সৈন্যদেরই ৬ মাসের বেতন বাকি, তারা প্রায় বিদ্রোহের মুখে, প্রদেশে দর্ভিক্ষের করাল ছায়া। কলকাতা ও মাদ্রাজ উভয়েরই সাহায্য শেষ পর্যন্ত শোষিত হয়েছিল।[৬২] তাই মেকারটনি লিখেছিলেন "শান্তি আমাদের দরকার ছিল, কারণ, যুদ্ধ যদি আরো কয়েকমাস চলতো তবে পুঞ্জীভূত ঋণের ভারে আমরা অনিবার্যভাবে নিমজ্জিত হতাম।"[৬৩]

সত্য বটে, ফুল্লারটন অনেকটা সফল হয়েছিলেন, কিন্তু এ কথার একটু বাড়াবাড় হয়েছিল। তার জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল, কারণ কোন প্রতিরোধই তিনি পাননি। যুদ্ধ বিরতির জন্য পালঘাট ও কোয়েম্বাটোরে টিপুর সেনা-নায়করা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করেছিলেন। ফুল্লারটনও এ যাবৎ টিপু বা তার কোন বিশিষ্ট সেনাপতির মুখোমুখি হননি। শ্রীরঙ্গপটমের দিকে তার সেনার আরো অগ্রসর হতে পারা সন্দেহজনক মনে হয়েছিল কারণ তখন তাকে সুদক্ষতর সেনাপতি চালিত অধিক সংখ্যক ও অধিক শক্তিশালী সৈন্যদলের মোকাবিলা করতে হ'ত। শ্রীরঙ্গপটম তখনো ১০০ মাইল দূরে, আর ফুল্লারটন তদঞ্চলের ভৌগলিক জ্ঞান ছিল না তার সৈন্যদের ১২ মাসের বেতন বাকি পড়েছিল, তারা অসন্তুষ্ট ছিল। পরাজয় হলে সর্বনাশ হত, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টও তার মুখ্য সৈন্যদল হারাতো।[৬৭] অন্যদিকে, যুদ্ধ চালানোর পক্ষে টিপুর অবস্থা অনেকটা বেশি অনকূল ছিল। তার সৈন্যদল অক্ষত, কোষাগার পূর্ণ। যুদ্ধের তাণ্ডবতা থেকে তার রাজ্য খুবই কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজয়ী হয়ে তার মহামহিমাময় অবস্থা। তিনি যদিও তার ফরাসী সহযোগীদের হারিয়েছিলেন, যতদিন না ইংরেজরা ভারতীয় অন্য কোন রাজশক্তির সাহায্য ছাড়া একাই লড়বে ততদিন তাদের থেকে তিনি নির্ভয়। এসব সত্ত্বেও টিপু সন্ধি করেছিলেন, তিনি তার শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন সে সব অবাধ্য দলপতিদের শায়েস্তা করতে যারা যুদ্ধকালীন সুযোগ নিয়ে তারা আধিপত্য অস্বীকার করেছিল।

ইংরেজদের সামরিক ও আর্থিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে টিপুর যে সুবিধাজনক অবস্থা ছিল সে কথাটা সন্ধির সমালোচকদের কাছে সমপূর্ণ উপেক্ষিত থাকে। তারা সন্ধিকে তুচ্ছ করেই চলছিল। কারণ "পরাজয়ে মানুষের মন উত্তেজিত হয়েছিল এবং সন্ধিটিকে ঘিরে নানা অলীক কাহিনী গড়ে উঠেছিল। বলা হয়েছিল প্রতিনিধিদের সঙ্গে টিপুর অপমানকর ব্যবহারের তুলনা নেই তাদের বাসস্থানের সামনে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল এবং তাদের এমনি ভয়ার্ত করে রাখা হত যে তারা শহরের প্রান্তে রাখা ইংরেজ জাহাজে পালিয়ে যেতে মনস্থ করতেন।"[৬৮] কিন্তু এসব কাহিনীর গোড়ায় কোন ভিত্তি নেই। ডডওয়েল বলেন "এদের উৎপত্তি হল মেকলিয়ডের সক্রিয় কল্পনায়। টিপু কর্তৃক বন্দীদের

উপর অসদাচরণের অতিরঞ্জিত বিবরণের সঙ্গে বহে হয়ে এসব কলকাতায় পৌঁছে।[৬৯] জন কেম্পবেলের "মেমোয়ার্স" মতে প্রায় ৭০ বা ৮০ জন ষড়যন্ত্রকারীদের টিপুর আদেশে ৩টি ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়। যখন প্রতিনিধিরা মেঙ্গালোর পৌঁছান। তখনো ঐসব ফাঁসি কাষ্ঠ টাঙ্গানো ছিল। এর দরুণ আর একটি কাহিনীর প্রচার হয় যে সন্ধির সুবিধাজনক শর্ত আদায় করার জন্য তাদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে ঐগুলি তৈরি করা হয়েছে।[৭০] লর্ড মেকারটনিও লিখেছেন "তাদের তাঁবুর দরজার সম্মুখে বা শিবির মধ্যে কোন ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয় নি। তারা শিবিরে বসতি নেবার পর তাদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যেও তা তৈরি হয়নি। মেঙ্গালোরের আশেপাশে কয়েকটা ফাঁসির মঞ্চ ছিল যেখানে কিছু পূর্বে টিপুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কয়েক ব্যাক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই মঞ্চগুলি একটা উঁচু স্থানে ছিল এবং মেঙ্গালোরের কয়েক মাইল দূর থেকে ও দেখা যেত। এমন কি টিপুর শিবির ও দুর্গ থেকে এবং আমাদের প্রতিনিধিদের স্বনির্বাচিত স্থানের শিবির থেকেও সেগুলি দেখা যেত। কোন ফাসির মঞ্চ সেখানে বা তার প্রবেশ পথেও তৈরি হয়নি"[৭১] প্রতিনিধিদের উপর তথাকথিত অপমান বর্ষিত হওয়া বিষয়ে মেকারটনি লিখেছেন "আমাদের প্রতিনিধিরা তাদের প্রতি এমন কোন অমনোযোগের অভিযোগ করেন নি যাতে কোম্পানী বা সন্ধির আলোচনার উপর কোন প্রভাব পড়ে। তারা মেঙ্গালোরের পথে কোম্পানীর জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার বাধা নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ করতেন। এই বাধার দরুণ প্রতিনিধিদের অবস্থা নিয়ে অর্থহীন কল্পনা ও হীন গুজব সাময়িকভাবে সৃষ্টি হত। এই সঙ্গিদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত পত্র আপনারা পেতেন। কিন্তু সন্ধির পর প্রতিনিধিরা যখন মুক্ত হন তখন তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণও নির্ভেজাল খবর পাবার সুযোগ থাকায় সমস্ত অসংযত ও অসম্ভব কাহিনীর সৃষ্টি ও প্রচারের রাস্তা বন্ধ হবার কথা।[৭২]

সেরূপ মেঙ্গালোর যাবার পথে প্রতিনিধিদের উপর হীন আচরণ হয়েছিল, ইচ্ছা করে তাদের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটানো হয়েছিল—এ অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেইমাত্র টিপু জানতে পারেন যে প্রতিনিধিরা মেঙ্গালোর যেতে মনস্থ করেছেন, তখনি তিনি তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বাগত করতে এবং তাদের সুখসুবিধা দেখতে তার অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৩] সুতরাং তারা মহীশূরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যথেষ্ট সম্মান ও আতিথ্য দেখানো হয়েছিল। ১৪ই নভেম্বর ১৭৮৩ সালে ফেলাওয়ে থেকে প্রতিনিধিরা লেখেন যে ওখানে টিপুর 'আমলাদার তাদের যত্ন নিয়েছেন।[৭৪] সেরূপ আরনি থেকে তারা লেখেন "আনন্দের এবং প্রাচ্য সৌজন্যতার সর্বপ্রকার মার্জিত প্রকাশে আমাদের স্বাগত করা হল। ১৩টি তোপধ্বনি সহকারে আমাদের পতাকাকে অভিবাদন করা হয়, মীর মৈনুদ্দিনের শিবিরের প্রধান কর্মচারীরা সাক্ষাৎ করেন, খাদ্য সামগ্রী তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হয়,

অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ৮,০০০ পরিমাপের চাল আসে"।[৭৫] যদিও আরণির বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং প্রতিনিধিরা সুলতানের শর্ত গ্রহণে অসম্মত হন, তারা এবং তাদের সেক্রেটারী জেকসন সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে পোষাক, শাল; মণিমুক্তা ও আংটি এছাড়া নগদ ৪,০০০ টাকা উপহার পান।[৭৬] এতে সন্দেহ নেই যে মেলভল্লী থেকে তাহাদের দুর্গম ও ঘোরানো পথে মেঙ্গালোর যেতে হয়েছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, এটা হয়েছিল সামরিক কারণে[৭৭] টিপু তাহাদের প্রধান রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতে অনুমতি দিতে পারতেন না, কারণ তখনও যুদ্ধবিগ্রহ পুনরায় আরম্ভ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যাত্রাপথে প্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার আরামের বন্দোবস্ত হয়েছিল চলবার স্বাধীনতাও তারা পেয়েছিলেন। তারা মন্থর গতিতে চলেছিলেন এবং প্রায় প্রত্যহ ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতেন।[৭৮] তারা মেঙ্গালোর পৌঁছলে তোপধ্বনিতে অভিবাদন জানানো হয়, সকল রকম যত্নআত্তি দেখানো হয়। মেঙ্গালোর সন্ধি দস্তখত হবার পর প্রতিনিধিরা শহর ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন তারা এবং তাদের সেক্রেটারী টিপুর কাছ থেকে শাল, মণিরত্ন, ঘোড়া এবং নগদ টাকা উপহার পেয়েছিলেন।[৭৯]

কিন্তু সুলতান ও তার অফিসারগণ প্রতিনিধিদের প্রতি যে-উদার ব্যবহার করেছিলেন তৎকালে তার কোন উল্লেখই করা হয়নি। পরিবর্তে, প্রতিনিধিদেরও ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের উপর দুর্ব্যবহারের যে-মিথ্যাকাহিনী মেকলিয়ড ও অন্যান্যরা উদ্ভাবন করেছিলেন ভারতে ও ইংলণ্ডে উভয় স্থানেই ইংরেজরা তাই সত্য বলে মানতো। এতে তিক্ততার সঙ্গে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, সন্ধিতে কোম্পানীর রাষ্ট্রিয় এলাকার পরিসর বাড়েনি, অনেক অফিসাররা বা তাদের স্বদেশবাসীরা টিপুর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার কোন প্রতিশোধও তারা তুলতে পারেননি। এ সব কারণে এটা সুনিশ্চিত বলে গণ্য হয় যে মেঙ্গালোরের সন্ধি "মাত্র একটা সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি, বেশীদিন স্থায়ী হবার নয়"।[৮০] আশা করা যাচ্ছে, কোম্পানী টিপুর সঙ্গে সম্প্রতি যে সন্ধি করেছে তা সাময়িক বলেই অভিপ্রেত" --ইনেস মানরোর এই উক্তি কোম্পানীর অফিসারদেরই মনের কথা।[৮১]

টীকা :

১। নে., এ., সেক., প্রঃ ৪ঠা মার্চ, ১৭৮২, পৃঃ ৭০১-৭০২ বুট বাংলাকে।

২। এই সন্ধিমতে ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিদানে ও ইংরেজ এবং তার মিত্রদের যে-সব রাজ্য খণ্ড জয় করে নেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে হায়দরকে বাধ্য করতে পেশোয়া স্বীকৃত হয়েছিলেন (আরো দ্রষ্টব্য এচিসন, 'ট্রিটিজ' (VI), পৃঃ ৪০)।

৩। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ ১৮ই মার্চ ১৭৮২ পৃঃ ১১৫০, বাংলা থেকে কুটকে।

৪। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ ৮ই জুলাই, ১৭৮২, বুট বাংলাকে ২১শে জুন পৃঃ ২২১৫-১৭।

৫। ঐঃ বাংলা কুটকে, পৃঃ ২২৬৫-৬৮।

৬। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ ৫ই মার্চ, ১৭৮৩, বাংলা মাদ্রাজকে খণ্ড ৮৬ বি, পৃঃ ১০২২-২৪।

৭। মাঃ রিঃ, মিঃ, কঃ, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, প্রেসিডেন্টের মন্তব্য খণ্ড৮৬এ, পৃঃ ৬০৯-৬১১। আরো দ্রষ্টব্য শম্ভাজীকে সিলেক্ট কমিটির নির্দেশ, পৃঃ ৬৩৫-৬৩৬।

৮। ঐঃ ৯ই মার্চ, ১৭৮৩, প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, খণ্ড ৮৭এ, পৃঃ ১০৩৪-৬৫; ঐঃ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, খণ্ড ৮৬ বি, পৃঃ ৯০৪ ৯০৫।

৯। মাঃ, রিঃ, মিঃ, কঃ ৯ই মার্চ, ১৭৮৩, প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, খণ্ড ৪৭এ, পৃঃ ১০৩৪-৩৫।

১০। ঐঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, মাদ্রাজ বাংলাকে খণ্ড ৮৬ বি, পৃঃ ৭৯২-৭৯৪।

১১। মাঃ রিঃ মিঃ, কঃ ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, খণ্ড ৮৬এ, পৃঃ ৬০৯-৬১১।

১২। ঐঃ, মাদ্রাজে প্রেরিত বার্তা, নং ১০, পৃঃ ১৪৬, দাশগুপ্তর পুস্তক "ষ্টাডিজ ইন দি হিস্ট্রি অব দি ব্রিটিশ ইন ইনডিয়া"তে উল্লিখিত পৃঃ ১৩৮।

১৩। নেঃ, এ, সেক, প্রঃ ১ এপ্রিল, ১৭৮৩, হেষ্টিংস সিলেক্ট কমিটিকে, ২৪শে মার্চ।

১৪। মেকারটনি—কাগজপত্র, বডলিয়ান পাণ্ডুলিপি ইংরেজ হতিহাস সি ৭৭, ফ ৭৭, ২৮বি পরে।

১৫। মাঃ, রিঃ, মিঃ, কঃ ৩১শে অক্টোবর, ১৭৮৩, টিপু তার মাদ্রাজের প্রতিনিধিদের প্রতি ১২ই অক্টোবর, খণ্ড ৯৩বি, পৃঃ ৪৭৭৩-৭৪।

১৬। ঐঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩, খণ্ড ৯৪ বি, পৃঃ ৫৩২৮-৮০, আরো দ্রষ্টব্য আঃ নেঃ সিং ১৫৫ টিপু বুসিকে ১৪ই অগাষ্ট ১৭৮৩, ফঃ ৩৬৭ বি ৩৬৮এ।

১৭। মাঃ রেঃ মিঃ, কঃ ৬ই অক্টোবর, ১৭৮৩, প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, খণ্ড ৯৩এ, পৃঃ ৪৩২৯-৩২।

১৮। ঐঃ, ১৪ই অক্টোবর, ১৭৮৩ খণ্ড ৯৩এ, পৃঃ ৪৪৪৮।

১৯। ঐঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩, হেষ্টিংস মাদ্রাজকে, ১৪ই নভেম্বর, খণ্ড ৯৪বি, পৃঃ ৫৩৫২।

২০। মাঃ রিঃ, মিঃ, কঃ ৩রা জুন, ১৭৮৪, মাদ্রাজ বাংলাকে, খণ্ড ১০০এ, পৃঃ ২২১৮।

২১। নেঃ এ, সেক, প্রঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে, ১৩ই সেপ্টেম্বর।

২২। নেঃ, এ, সেক, প্রঃ, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে, ২২শে অক্টোবর।

২৩। মাঃ রিঃ, মিঃ, "সাঃ বুঃ" খণ্ড ৬০এ পৃঃ ৩।

২৪। দাসগুপ্তের "স্টাডিজ ইন্ দি হিস্ট্রি অব দি ব্রিটিশ ইন ইণ্ডিয়া"তে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৬-১৪৭ ও পাদটিকা ৩০।

২৫। মাঃ, রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ' খণ্ড ৬০এ, পৃঃ ৩২, ৩৭। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিল ১৪৫৬ জন অনুগামী তদতিরিক্ত সরকারী লোক (ঐঃ খণ্ড ৬০বি, পৃঃ ৫০৫)।

২৬। ঐঃ, প্রতিনিধিরা মাদ্রাজকে, ২৬শে নভেম্বর, ১৭৮২, পৃঃ ১৪০ পরে।

২৭। মাঃ, রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ', ২১শে নভেম্বর ১৭৮৩, পৃঃ ৮৮-৮৯।

২৮। ঐঃ, পৃঃ ১০৪-১০৬।

২৯। ঐঃ পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

৩০। মাঃ, রিঃ, 'সাঃ, বুঃ' ২১শে নভেম্বর, ১৭৮৩, পৃঃ ১৩০, পরে বিষয়টা মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের কাছে গেলে তারা ষ্টনটনের মত সমর্থন করে, এবং সেডালিয়ার-ষ্টনটনে অবিরত অনৈক্য থাকায় হাডলষ্টোন নামে তৃতীয় একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়, যাতে সংখ্যাগুরুত্বে বিচার নিষ্পন্ন হতে পারে। তিনি ২৭শে ডিসেম্বর ১৭৮৩ অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার উদয়-গিরিতে তার সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হন।

৩১। কুমবুম অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলায় এবং সেত্তুপট্ট তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)র দক্ষিণ আর-কট জেলায় একটি ছোট গ্রাম।

৩২। মাঃ, রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ' খণ্ড ৬০এ, কমিশনারস মাদ্রাজকে ২৫শে নভেম্বর, ১৭৮৩, পৃঃ ১২০-১২৩।

৩৩। ঐঃ, খণ্ড, ৬০বি পৃঃ ৪৩৫, ৪৭২-৪৭৮।

৩৪। মাঃ রেঃ মিঃ, "সাঃ, বুঃ", খণ্ড ৬০বি, পৃঃ ৪৩৫, ৪৭২-৪৭৮।

৩৫। ঐঃ উকিলরা কমিশনারদের ২৭শে ডিসেম্বর, ১৭৮৩, পৃঃ ৫০৬-৫১২।

৩৬। ঐঃ ২৯ শ ডিসেম্বর, ১৭৮৩ পৃঃ ৪৭২-৪৭৮।

৩৭। মাঃ, রেঃ, মঃ 'সাঃ, বুঃ", উকিলরা প্রতিনিধিদের বললেন তাদের গুদামে চাল নেই, কিন্তু কৌতুক করলেন বদলে প্রচুর ঘোড়ার দানা সররবাহ করতে পারেন (ঐঃ, পৃঃ ৫০৪)।

৩৮। মাঃ রেঃ, মিঃ বার্তা ইংলেণ্ডকে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, খণ্ড ১৯, পৃঃ ১৩৬।

৩৯। উইলক্স (ii), পৃঃ ২৬২, উইলকস বলেন "তারা দ্রুত যেতে পেরেছিলেন, কিন্তু মেঙ্গালোর দুর্ভিক্ষের দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা রেখে নয়।"

৪০। মাঃ রেঃ মিঃ "সাঃ বুঃ" ৬০এ, প্রতিনিধিরা মেকারটনিকে পৃঃ ৩২, ৩৭।

৪১। ঐঃ খণ্ড ৬১, সেডলিয়ারের বক্তব্য ১৬ই জানুয়ারি ১৭৮৪, পৃঃ ৬২৫-৬২৬। প্রতিনিধিদের মতভেদ তীব্র ছিল। সেডলিয়ার ষ্টনটনের 'খেয়ালী ও অত্যাচারী" আচরণের নালিশ করেন, আর ষ্টনটন সেডলিয়ারকে "টিপুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দেবার" অভিযোগ করেন (পৃঃ ৬৩৩)। এমন কি হাড্‌লষ্টোন যোগ দেবার পরও এই মত ভেদ থেকে যায়। সেডলিয়ার ও তার ভৃত্যকে দোষী করা হয় তারা টিপুর উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে (আরো দ্রষ্টব্য মাঃ রিঃ, মিঃ 'সাঃ বুঃ', খণ্ড ৬১, পৃঃ ১১০২-১৪, ১১৪৯-৯১, আরো খবর)।

৪২। মাদ্রাজ থেকে প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি আসতে বহু সময় লাগতো, কারণ সঙ্গে পেগোডা থাকত এবং এগুলি মাত্র বিশ্বাসী লোকদের সঙ্গেই পাঠানো যেত, সাধারণ বার্তাবহের সঙ্গে নয় (মেকারটনির কাগজ বডলিয়ান পাণ্ডুলিপি, ইংরেজ ইতিহাস সি ৯২, আপ্পাজী-রাম ও শ্রীনিবাস রাও মেকারটনিকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪)।

৪৩। মাঃ রিঃ, মিঃ "সাঃ বুঃ", খণ্ড ৬১, পৃঃ ৯৭৪ ৯৮৫।

৪৪। ঐঃ, পৃঃ ৯৮৫-৯৯১।

৪৫। ঐঃ পৃঃ ৯৯২-৯৯৪।

৪৬। মাঃ, রিঃ মিঃ, "সাঃ বুঃ", খণ্ড ৬১, পৃঃ ৯৯৪-৯৯৬।

৪৭। ঐঃ, পৃঃ ১০১৩-১০১৪।

৪৮। মাঃ, রিঃ, মিঃ, "সাঃ বুঃ" খণ্ড ৬১, পৃঃ ১০৬১-১০৬২।

৪৯। ঐঃ পৃঃ ১০৬৪-১০৭৭।

৫০। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার একটি শহর।

৫১। মহীশূরে বাণিজ্যিক সুবিধার ধারাগুলি বম্বে গভর্নমেন্টের পরামর্শে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে ঐ গভর্ণমেণ্ট মেঙ্গালোর যাবার জন্য কলেণ্ডারও রাজেন্-সক্রফটকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন (ঐঃ, ৮৬৭ পরে)।

৫২। মাঃ রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ' খণ্ড ৬১, পৃঃ ১২০০-১২০১।

৫৩। ঐঃ, পৃঃ ১২০৫-১২০৯।

৫৪। মাঃ, রেঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ' খণ্ড ৬১, পৃঃ ১২৫২।

৫৫। মাঃ, রিঃ, মিঃ, 'সাঃ, বুঃ' খণ্ড ৬১, পৃঃ ১২৫২, ২১৫৬-২১৬১।

৫৬। ঐঃ, পৃঃ ১১৬২।

৫৭। ঐঃ পৃঃ ১০৬৪।

৫৮। মাঃ, রিঃ, মিঃ, "সাঃ, বুঃ", খণ্ড ৬১, পৃঃ ১৩৩৩-১৩৩৪।

৫৯। মাঃ, রিঃ, মিঃ, "সাঃ, বুঃ', খণ্ড ৬১, পৃঃ ১৩৬৭।

৬০। ঐ:, পৃ: ১০৭৭-১০৮৫, আরো দ্রষ্টব্য এচিসন "ট্রিটিজ". (IV) পৃ: ২০৭-২১১।
৬১। "কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" পৃ: ২৮৮।
৬২। ঐ:, পৃ: ৩৩৩।
৬৩। নে: এ. সেক. প্র:, ২০শে এপ্রিল, ১৭৮৪, বোর্ডের বক্তব্য (হেষ্টিংস অনুপস্থিত,—লখনউতে।
৬৪। মা:, রি:, মি:, ক:, ১৮ই জানুয়ারি, ১৭৮৪, মাদ্রাজ (বম্বেকে ১লা জানুয়ারি, খণ্ড ৯৩এ পৃঃ ২০৮-২০৯।
৬৫। মা:, রি:, ম:, ক:, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৭৮৩, সিলেকসন কমিটির রিপোর্ট, খণ্ড ৯৫এ, পৃ: ৫৬০০-৫৬০৩।
৬৬। নে: আ: সি: প্র:, ২৩শে নভেম্বর, ১৭৮৫, মাদ্রাজ বাংলাকে ২৯শে অক্টোবর।
৬৭। ঐ:, মা:, রে:, মি: ক: ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৮৩ ৯৪বি পৃ: ৫৩০৮-৫৩১১, বম্বে গভর্ণমেন্ট ও শান্তি চাইছিলেন। তার ঋণ ছিল ২২০ লাখ টাকা। জমার ৩ গুণ বেশি ছিল খরচ। দক্ষিণী সৈন্যর সামরিক রসদ বা গবাদি পশু ছিল না, তা বম্বে গভর্ণমেন্ট সরবরাহে অসমর্থ ছিল। (ঐ:, ১৫ই জুলাই, ১৭৮৪ খণ্ড ১০০ সি, পৃ: ২৬৬৯)।
৬৮। "কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" (৫) পৃ: ২৮৮।
৬৯। "কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া", পৃ: ২৮৯ ডডওয়েল আরো বলেন 'জয় সম্ভাবনার মুখে সন্ধির প্রস্তাব বিরক্ত সামরিক অফিসাররা এই সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে নানা গল্প রটান সটার কে:, হি:, অব ইণ্ডিয়া, পৃ: ৫-২)।
৭০। "মেমোয়ার্স অব জন কেম্পবেল' পৃ: ৫৭-৫৮।
৭১। মা:, রে:, মি: ক: ৩রা জুন, ১৭৮৪, মাদ্রাজ বাংলাকে, খণ্ড, ১০০এ, পৃ: ২২২১।
৭২। মা:, রে:, মি: ক: ৩রা জুন, ১৭৮৪, মাদ্রাজ বাংলাকে খণ্ড ১০০এ পৃ: ২২২১।
৭৩। মা:, রে:, মি: সা: বু:', টিপু সৈয়দকে, ২৯শে নভেম্বর ১৭৮৩, খণ্ড ৬০এ পৃ: ১৮৩১৮৪।
৭৪। মেকারটনি কাগজ ব্রি: মি: ২২৪৫২, প্রতিনিধিরা মেকারটনিকে, ১৮ই নভেম্বর ১৭৮৩, ফ: ৪৩ বি।
৭৫। মা:, রে:, মি: 'সা:, বু:' মেকারটনিকে প্রতিনিধিরা, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, খণ্ড ৬০এ, পৃ: ৪৬ এবং মেকারটনি কাগজ ব্রি: মি: ২২৪৫২।
৭৬। ঐ: খণ্ড ৬, পৃ: ৪৬২-১৪৬৪।
৭৭। দ্রষ্টব, পৃ. ৭১-৭২ পূর্বে।
৭৮। মা:, রে:, মি: "সা:, বু:" উকিলরা প্রতিনিধিদের ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৩, খণ্ড ৬০বি, পৃ: ৫০৬-৫১২, আরো মা:, রি:, মি: কা: ক: উকিলরা মেকারটনিকে, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪, খণ্ড ৩৩এ, নং ২৫।
৭৯। মা:, রি: মি: "সা:, বু:" খণ্ড ৬১, পৃ: ১৪৫২-১৪৫৫।
৮০। কে: অব পা: ক: (VI) ভূমিকা, পৃ: ২।
৮১। হন মুনরো, পৃ: ৫৭০।

৫

ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ

টিপু মোটামুটি নিষ্কণ্টকভাবে পিতার উত্তরাধিকারী পদ পেয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল করিমকে মসনদে বসাবার একটা ক্ষীণ অব্যবস্থার চেষ্টা ছাড়া তাঁর প্রভুত্বে কোন গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। কিন্তু তিনি যখন মালাবার উপকূলে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন শ্রীরঙ্গপটম দখল করে সেখানে পুরাতন হিন্দু-রাজা প্রতিষ্ঠার একটা সুবিন্যস্ত ভীষণ ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য নায়ক ছিলেন পুলিস ও ডাকবিভাগের (পোষ্ট) কোয়েম্বাটোর প্রদেশের কর্তা সিন্নিয়া, শ্রীরঙ্গপটমে ঐ বিভাগের কর্তা রঙ্গ আয়েঙ্গার, সৈন্যদের তালিকারক্ষক বকশী ও রাজধানীর নগরপাল নরসিংহ রাও আর দেবরাজের একজন বংশধর শুভরাজ আরস। এঁরা রঙ্গ আয়েঙ্গারের ভ্রাতা শ্যামা আয়েঙ্গারের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন। শ্যামা আয়েঙ্গারকে শ্যামাইয়া বলে সাধারণত ডাকা হ'ত। তিনি ছিলেন মহীশূরের ডাক ও পুলিসের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মেঙ্গালোরে টিপুর সঙ্গে। তারা ত্রিকমল রাও, মারাঠা ও ইংরেজদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।[১] ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ত কোয়েম্বাটোরে সিন্নিয়ার মাধ্যমে। ২৮শে জুলাই ১৭৮৩ ছিল সেনাদের বেতন বিলির দিন; সেদিনটিই ঠিক হয় অতর্কিতে সিংহাসন দখলের জন্য। কারণ, ভেবে দেখা হয় সৈন্যরা বিনা অস্ত্রে কাছারীতে ছড়িয়ে থাকবে, তাই তাদের সহজেই আক্রমণ করে বশীভূত করা যাবে।

এই ষড়যন্ত্র নির্বাহ করার ভার দেওয়া হয় নরসিংহ রাওকে। অভিসন্ধি ছিল শ্রীরঙ্গপটমের গভর্নর সৈয়দ মহম্মদ মাস্তভি, দুর্গাধ্যক্ষ আসাদ খাঁ ও রাজানুগত সেনাদের কেটে ফেলা এবং শেষে দুর্গ ও কারাগার দখল করা। শ্রীরঙ্গপটমের ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের পূর্বেই গোপনে বলা হয়েছিল। তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা হবে ও জেনারেল মেথুরের কর্তৃত্বে তারা থাকবে। ফুলরটন শ্রীরঙ্গপটম অভিমুখে যাবেন এবং পুরাতন রাজবংশকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। ২৩শে জুলাই রাত্রিতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে সৈয়দ মহম্মদকে জনৈক সুবেদার গোপনে ষড়যন্ত্রের কথা জানায়। সৈয়দ মহম্মদ তখন ত্বরিত সক্রিয় হয়ে ইংরেজদের শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তাব সহ একটি বার্তা প্রেরণের মুখে আটক করেন। মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সিন্নিয়া কোয়েম্বাটোর

থেকে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন, তাকে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বধ করা হয়। টিপুর কাছ থেকে আদেশ পেয়ে নরসিংহ রাওকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কথা প্রমাণিত হবার পর শ্যামাইয়া আয়েঙ্গারকে লোহার শেকলে বেঁধে শ্রীরঙ্গপটম পাঠানো হয়। সেখানে তিনি এবং তার ভ্রাতা রঙ্গ আয়েঙ্গারকে পৃথক পৃথক বন্দী-কোঠায় রাখা হয়েছিল। টিপুর সিংহাসন প্রাপ্তির সময় মহম্মদ সিতাব শ্রীরঙ্গপটমের গভর্ণর ছিলেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে সৈয়দ মহম্মদকে ঐ পদ দেওয়া হয়। সিতাবকেও জেলে রাখা হয়। পরে, তার নির্দোষিতা প্রমাণিত হলে তিনি মুক্তি পান।[৩]

এই ঘটনার প্রায় ৪ মাস পর ১৭৮৩ সালের নভেম্বরে আরও একটা ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। মহীশূর পদাতিক সৈন্যদলের একজন বিশিষ্ট অফিসার মহম্মদ আলী ছিলেন এর নেতা, তার সাহসিকতা, স্পষ্ট ভাষণ এবং গরীবদের প্রতি অসীম উদারতার জন্য তিনি হায়দর আলীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি সামান্য ২০০০ হুনের জন্য স্যার আয়ার কুটের সঙ্গে তার মনিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু তার চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় এবং তার নায়কত্বের পদও হারাতে হয়। সে যাই হোক, পল্লিলুরের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি পাবার পর তিনি তার পদ ফিরে পেয়েছিলেন[৪] হায়দরের মৃত্যুর পর তিনি টিপুর বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশে বিরত হন নি। মহীশূরীরা যখন মেঙ্গালোরের সামনে তাঁবুতে ছিল, তখন মহম্মদ আলী ছিলেন উপকূল ভাগের নায়ক। তার কাজ ছিল টিপুর অনুমতি ছাড়া কেউ যেন সমুদ্র থেকে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে, তা দেখা। কিন্তু তিনি মেকলিয়ডকে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের সাহায্য ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে কেম্পবেলের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিয়েছিলেন। তিনি মেকলিয়ডের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেছিলেন যাতে করে মেঙ্গালোর গড়-সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধি ও টিপুর সৈন্যকে আক্রমণের কাজে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য মহম্মদ আলীকে নগদ ২০ হাজার টাকা ও ১৫ হাজার টাকার একটা জায়গীর পুরস্কার দেওয়া স্থির হয়। মেঙ্গালোরে টিপুর প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ এবং মহম্মদ আলীর আশ্রিত কাসিম আলী ওরফে রুস্তম আলী বেগ, পাবেন মেঙ্গালোরের জায়গীরদারী।[৫] মহম্মদ আলী এমন কি টিপুকে কেম্পবেলের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাবও করেন—যদি কেম্পবেল দুর্গ থেকে ২০০ বা ৩০০ লোক পাঠাতে থাকেন।[৬] কিন্তু কেম্পবেল মহম্মদ আলীর আন্তরিকতায় সন্দেহ করেছিলেন, আর বুঝতে পেরেছিলেন যে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এই সৈন্য-ক্ষতি গড় প্রতিরোধকারীদের মৃত্যু সমান হবে। সুতরাং প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। কেম্পবেল পরে অবশ্য "অতিশয় দুঃখ করেছিলেন যে তিনি আরো পূর্বে তার (মহম্মদ আলীর) অভিপ্রায়ের পূর্ণস্বরূপ এবং ঐ দুঃসাহসী লোকটির প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পারেন নি।"[৭]

পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য মেকলিয়ড তেল্লিচেরী থেকে সৈন্য নিয়ে আসতে চলে যান। কিন্তু উপকূল ভাগে ফিরে আসতেই তিনি দেখেন যে অতর্কিত আক্রমণের তারিখের কয়েকদিন পূর্বেই মহম্মদ আলী ও কাসিম আলী উভয়েই গ্রেপ্তার হয়েছেন, ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ হয়ে গেছে।[৮] যে অবস্থার দরুণ ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা এই যে ইংরেজদের বিনা-বাধায় মেঙ্গালোর দুর্গ ছেড়ে দেবার জন্য কাসিম আলী বেগের আচরণের তদন্ত করতে টিপু সুলতান এক আদেশ দিয়েছিলেন। তদন্ত কমিশন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করায় সুলতান তাকে মহীশূরী সৈন্যদলের সম্মুখে ফাঁসি দেবার আদেশ করেন, যাতে তার মৃত্যু অন্যান্য দুষ্কর্মকারীদের সাবধান করে দেয়। কিন্তু দণ্ডাদেশ কার্যকরী করার পূর্বেই মহম্মদ আলী ফাঁসির স্থানে উপস্থিত হয়ে কাসিম আলীর হাতের বন্ধন মোচন করে দেন এবং তাকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দুর্গের দিকে প্রস্থান করেন। সৈন্যদলের মুখ্য অফিসাররা তাকে এ-কাজ থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন, কিন্তু তিনি তাদের কথা শোনেনি তরবারি আস্ফালন করতে করতে সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে তার অনুগমন করবার আহ্বান জানান। সে-আহ্বানে তার সৈন্যদলের বহুলোক সাড়া দিয়েছিল। টিপু এই পরিস্থিতির কথা জেনে কিছু সৈন্যসহ তৎক্ষণাৎ সৈয়দ আহাম্মদ ও গাজী খাঁকে পাঠিয়ে দেন বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে তাদের ফিরিয়ে আনতে। পরে তিনি নিজেও তাদের তাড়া করতে নামেন। সুলতানের উপস্থিতি দেখে মহম্মদ আলীর অধিকাংশ অনুচর পালিয়ে যায়, বাকী অংশ পরিবেষ্টিত হয়ে ধরা পড়লো। কাসিম আলী ও তার অনেক সহচরকে ফাঁসি দেওয়া হয়, আর মহম্মদ আলীকে বন্দী হিসাবে পাঠানো হয় শ্রীরঙ্গপটম।[৯] কিন্তু রাস্তায় তিনি হীরক-চূর্ণ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তার জিনিষ-পত্রের ভিতর কতগুলি চিঠি-ভরা ছোট বাক্স পাওয়া গিয়েছিল। তার থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে যাবৎই তিনি হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিয়ে আসছিলেন।[১০]

বালামে বিদ্রোহ

ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে টিপু মালাবারের খৃষ্টানদের দিকে নজর দেন। এরা দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল এবং পর্তুগীজদের প্রভাবে পড়ে অনেক হিন্দু ও মুসলমানকে জোর করে খৃষ্টান করে।[১১] তাদের শায়েস্তা করে তিনি বালামের এক বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন।[১২]

হায়দর ১৭৬২ সালে বালাম অধিকার করেন। কিন্তু ইহা এর পলিগারের হাতে রেখে দেওয়া হয় বাৎসরিক ৫,০০০ পেগোডা খাজনা দেবার শর্তে। কিন্তু দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে বালামের রাজা কৃষ্ণাপ্পা নায়েক মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন। টিপু মেঙ্গালোর অবস্থান

কালে কৃষ্ণাপ্পা নায়েককে বকেয়া খাজনা প্রদান করতে এবং অবাধ্য মনোভাব ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তারপর যখন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধবিবাদ থেকে টিপু নিষ্কৃতি পান, তখন রাজাকে সংযত করতে মনস্থ করেন। সৈয়দ হামিদকে আদেশ দেওয়া হ'ল রাজার রাজধানী পেছন থেকে আক্রমণ করতে, আর টিপু নিজে সামনে থেকে আক্রমণ চালান। কিন্তু যখন সৈন্যদল দু'টি ঐস্থানে পৌছায় তখন দেখা যায় রাজা পালিয়েছেন।[১৩] টিপু তবু রাজাকে ডেকে আনেন এবং তাকে অনুগত থাকতে ও দেয় খাজনা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেন। তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে কৃষ্ণাপ্পা আবার বিদ্রোহ করে ১৭৯২ সালে পরশুরাম ভাউর সৈন্য শ্রীরঙ্গপটমের দিকে অগ্রসর হলে সেইসঙ্গে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষ হলে আনুগত্যভঙ্গের জন্য টিপু প্রদত্ত শাস্তি পাবার ভয়ে তিনি কুর্গ পালিয়ে যান। কিন্তু আবার তাকে ডেকে আনা হয় বালামের কিছু অংশ টিপু তাকে দিয়েছিলেন ও বাকিটা অধিকার করে নেওয়া হয়।[১৪]

কুর্গে বিদ্রোহ

বালাম থেকে টিপু কুর্গকে শায়েস্তা করতে গিয়েছিলেন। কুর্গ ও মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হালেরির লিঙ্গরাজার অনুরোধে কুর্গ -৫ ১৭৭৩ সালে হায়দর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। লিঙ্গরাজা হোরামালির রাজা দেবাপ্পার কুর্গ সিংহাসন নিয়ে লিঙ্গর ভ্রাতুষ্পুত্র আপ্পাজী রাজার সঙ্গে বিবাদে আপ্পাজীর পক্ষ অবলম্বন করেন। স্থানটি অধিকার করার পর হায়দর তা আপ্পাজী রাজাকে সমর্পণ করেন এই শর্তে যে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা খাজনা টিপুকে দিতে হবে।[১৬] ১ ৭৬ সালে আপ্পাজীর মৃত্যু হলে লিঙ্গরাজা তার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই ১৭৮০ সালে দুই পুত্র বীর রাজেন্দ্র ওয়াদেয়ার ও লিঙ্গরাজা রেখে তিনি গতায়ু হন। ছেলে দু'জনই বালক থাকায় হায়দর তাদের অভিভাবক হন এবং তারা সাবালক হ'লে পর যতদিনে না তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয় ততদিনের জন্য হায়দর সমগ্র কুর্গের ভার গ্রহণ করেন। সুব্বারাসয়া নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্বে কুর্গ-রাজার একজন সেক্রেটারী ছিলেন। তাকেই দেশ শাসনের ভার দেওয়া হয়।[১৭]

লিঙ্গরাজার কোন ছেলেকে রাজা না করে হায়দর একজন ব্রাহ্মণকে কুর্গের শাসনভার দিয়েছিলেন বলে কুর্গ-দেশের লোকরা ১৭৮২ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হায়দর এ বিষয়ে কিছুই করতে পারেননি, একমাত্র, সুব্বারাসয়াকে আদেশ দিয়েছিলেন রাজপুত্রদের বাসস্থান মেরকারা থেকে, হাসান জেলার আরকাল গুরু তালুকের গরুরুতে তাদের অপসারণ করা হোক। কারণ, এতে বিদ্রোহীরা একটা জটলা করার কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হবে।[১৮] টিপু যখন মহীশূরের সুলতান হন তখন তিনিও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়

কুর্গবাসীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি কিন্তু তিনি রাজপুত্রদের পেরিয়াপটম নামক এক স্থানে অপসারণের আদেশ দেন এবং কুর্গবাসীদের দমন করতে হায়দর আলী বেগকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। পেরিয়াপটম গরুরু থেকে বেশী সুরক্ষিত এবং আরো দূরে।[১৯] হায়দর আলী বেগ এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে রাজা কান কেরিকে তার সাহায্যে পাঠানো হয়। যুক্তভাবে তারা প্রথমত কিছুটা সফল হন কিন্তু কুর্গীরা সর্বদিক থেকে আক্রমণ করে তাদের বিহ্বল করে দেয় পরিশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হায়দর আলী বেগ পালিয়ে যান আর রাজা কিছুকাল প্রতিরোধ চালিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মারা যান।[২০]

ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে এবং বালামে নিরুপদ্রবতা এনে টিপু ১৭৮৫ সালের প্রথম দিকে কুর্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বিদ্রোহীরা গুরুতর বাধা দিয়েও কিন্তু পরাজিত হয় টিপু মেরকারা দখল করে এর নতুন নাম দেন জাফরাবাদ। জয়নুল আবেদিন মাদাভি কুর্গের ফৌজদার নিযুক্ত হন। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসলে টিপু শ্রীরঙ্গপটম ফিরে যান এবং সেখানে তিনি রাজ্যের শাসন ও প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন[২১]

কিন্তু টিপু ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কুর্গীরা আবার বিদ্রোহ করে। এবার তাদের বিদ্রোহের নেতা হন মুনসেট নায়ার এবং বঙ্গ নায়ার। এঁরা কুর্গের প্রায় সমস্তটা দখল করে রাজধানী মেরকারা অবরোধের চেষ্টা করেন।[২২] অবস্থা আয়ত্তের বাইরে দেখে ফৌজদার টিপুকে সাহায্যের জন্য লেখেন। সুলতান তখন জয়নুল আবেদিন শুশতারীকে কিছু সৈন্য সহ তার সাহায্যার্থে পাঠান।[২৩] শুশতারী উলাগুল্লি স্থানে কুর্গ প্রবেশ করেন। যদিও ৪ বা ৫ হাজার কুর্গী গুরুতর প্রতিরোধের সঙ্গে তার বিরোধিতা করে তিনি মেরকারা পৌছতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন আর পেরে উঠছেন না তখন মহীশূরের পশ্চিম সীমার একটি সুরক্ষিত স্থান বেত্তাদাপুরে পলায়ন করেন বিদ্রোহীরা তার অনুসরণ করে উলাগুল্লিতে তার মালপত্র দখল করে নেয়। এবং তার কিছু লোককে মেরে ফেলে। খবর শুনে টিপু নিজেই কুর্গ-যাওয়া ঠিক করেন।[২৪] তিনি ১৭৮৫ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে শ্রীরঙ্গপটম ত্যাগ করে উলাগুল্লিতে কুর্গ-দেশে প্রবেশ করেন। মেরকারার নিকটবর্তী হতে তাকে বিশেষ কোন বেগ পেতে হয়নি। সেখানে মহরম পর্ব পালন করতে তিনি শিবির স্থাপন করলেন কিন্তু মেরকারার গড—সৈন্যদের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য ও রসদ পাঠান। মহরম পর্ব শেষ হবার পর টিপু মেরকারার দিকে অগ্রসর হন এবং লালে হুসেন আলী খাঁ, মীর মহম্মদ ও ইমাম খাঁর নেতৃত্বে কুর্গীদের ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দিকে সেনাদল পাঠান।[২৫] কুর্গীরা পরম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তবুও পরাজিত হয় তাদের অনেককেই বন্দী করা হয়। ভবিষ্যৎ-বিদ্রোহ বারণ করার উদ্দেশ্যে টিপু বিদ্রোহীদের

মহীশূর পাঠিয়ে দেন।[২৬] তাদের স্থানে বসতি করার জন্য বেলারি জেলার আদোয়ানী থেকে নতুন লোক আমদানির আদেশ হয়। কৃষি—জমির পাশে তাদের স্থান দেওয়া হয় অগ্রিম ঋণ দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। এদের কেহ কেহ কুর্গের আবহাওয়া তাদের উপযোগী নয় দেখে মহীশূরে ফিরে আসে অন্যরা থেকে যায়। সুব্বারামায়ার এক ভ্রাতুষ্পুত্র নাগাপ্পায়াকে কুর্গের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।[২৭] কিন্তু এ সব কার্যকলাপ কুর্গীদের ধ্বংস করতে পারেনি। অল্পকাল পরেই তারা আবার মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করে।

টীকা :

১। লরেন্স : 'কেপটিভস অব টিপু সুলতান, পৃঃ ১৪০-১৪৬ ; এবং উইলকস (ii), পৃঃ ২৪৮।

২। উইলকস, (ii) পৃঃ ২৪৮-২৪৯ ; পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৫।

৩। উইলকস (ii) পৃঃ ২৪৯-২৫০, পুঙ্গানুরি পৃঃ ৩৫। কিরমানির প্রবন্ধ, পৃঃ ২৪৬, ষড়যন্ত্রের বিবরণ ভুল। তিনি ভুল করে মহম্মদ আলীকে ষড়যন্ত্র-দমনের কৃতিত্ব দিয়েছেন। কিরমানি এটাও ভুল করে বলেছেন যে সেনাপতি শ্যামাইয়ার সঙ্গে যোগসাজশ করেছিলেন এবং ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে যাবার পর সৈয়দ মহম্মদ সেনাপতি নিযুক্ত হন। বস্তুত ষড়যন্ত্রের সময় সৈয়দই ছিলেন রাজধানীর কর্তা, আসাদ খাঁর এই ষড়যন্ত্রে কোন যোগই ছিল না। সেরূপ কিরমানি বলেন এ সময় শ্যামাইয়া শ্রীরঙ্গপটমে ছিলেন,—আসলে তিনি ছিলেন মেঙ্গালোরে।

৪। উইলকস (ii), পৃঃ ২৩১-২৩২ ; "তারিখ-ই খুদাদাদি ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ, পৃঃ ২৯।

৫। "তারিখ-ই-খুদাদাদি" ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ পৃঃ ৩০-৩১।

৬। "মেমোয়র্স অবজন কেম্পবেল", পৃঃ ৫৮, আরো দ্রষ্টব্য, মহম্মদ আলী ও কেম্পবেল, পত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরনীর জন্য—ব্রাসব্রুক, উইলিয়মস "গ্রেটমেন অব ইণ্ডিয়া" "টিপু সুলতান" নামে পরিচ্ছেদ, লেখক এইচ. এইচ. ডডওয়েল, পৃঃ ২১৪।

৭। "মেমোয়ার অব জন কেম্পবেল" পৃঃ ৫৭।

৮। "তারিখ-ই-খুদাদাদি", পৃঃ ৩১, ৩৩।

৯। 'তারিখ-ই-খুদাদাদ", পৃঃ ৩৩-৩৬ ; কিরমানি পৃঃ ২৬৯-২৭০ ; এবং পিস্যুরলাকার "এঁতিগাতা" ফেক্স (ii) নং ৭২। কিরমাণির মতে টিপু নিজেই মহম্মদ আলীর সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতে চেয়েছিলেন। তিনি কাসিম আলীর ফাঁসিও স্থগিত রেখেছিলেন একদিনের জন্য। কিন্তু মহম্মদ আলী অনড় হয়েছিলেন।

১০। কিরমানি, পৃঃ ২৭১ ; আরো দ্রষ্টব্য, 'সুলতান-উত-তওয়ারিখ" ফঃ ৩৩-৬—ষড়যন্ত্রের বিবরণীর জন্য। উইলকসএর বিবৃতি (ii পৃঃ ২৩৩) যে টিপু মহম্মদ আলীকে গলা টিপে মেরেছিলেন তার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই।

১১। মালাবার খৃষ্টানদের প্রতি টিপুরনীতি 'ধর্মনীতি" পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

১২। মহীশূরের হাসান জেলার বেলুর নামক তালুকের আশেপাশের একটি অঞ্চলের নাম বালাম। এখন এর নাম মঞ্জরাবাদ। ১৭৯২ সালের পরবাসামের একটি উঁচু স্থানে দুর্গ নির্মাণ করতে টিপু আদেশ দেন। দুর্গ তৈরি শেষ হলে টিপু তা দর্শনে যান এবং স্থানটি কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখে এর নাম দেন মঞ্জরাবাদ "কুয়াশার দেশ" (মঞ্জু)

মহীশূর গেজেট v পৃঃ ৯৪৮-৯৫০। আরো দ্রষ্টব্য, রাইস "মহিশূর এণ্ড কুর্গ" (II) পৃঃ ২৯৯, ৩২৬, কিন্তু পার্শীয়ান বিবরণী মতে বিদ্রোহ দমিত হলে 'বুল' বলে কথিত বালামের নতুন নাম হয় মনজরাবাদ-এর বিজয়ের তারিখ অনুযায়ী কিরমানি, পৃঃ ২৯৯, "তারিখ ই-খুদাদাদি" ই° অঃ পাণ্ডুঃ পৃঃ ৪৮।

১৩। "তারিখ-ই-খুদাদি" ই. অঃ পাণ্ডু পৃঃ ৪৫-৪৮।

১৪। রাইস মাইশূর এণ্ড কুর্গ' (II) পৃ. ২৯৯।

১৫। কুর্গ পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার উপরে ও নিচে ঢালু স্থানে অবস্থিত এবং এখন মহীশূর প্রদেশে। এর উত্তরে ও পূর্বে হাসান ও মহীশূর জেলা মহীশূর প্রদেশের। দক্ষিণে ও পূর্বে কেরালার কেনান্নুর জেলা।

১৬। তারিখ-ই-কুর্গ, ফঃ ২০বি-২২বি।

১৭। "তারিখ ই-কুর্গ' ফঃ ২৩বি-২৪বি। রাইস বলেন সুববারাসয়া কুর্গের রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৮। রাইসের (III) পৃ. ১১০ উক্তি যে রাজপুত্ররা পিতৃ বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলা হয়, তা ঠিক নয়। বস্তুত তাঁদের কুর্গের রাজধানী মেরকারাতে থাকতে দেওয়া হয় মাত্র এবং বিদ্রোহের পর তাদের অপসারণ করা হয়।

১৯। ' তারিখ ই কুর্গ ' ফঃ ২৫এ-বি।

২০। 'তারিখ ই-খুদাদাদি" ও 'সুলতান-উত্-তওয়ারিখ এ বিদ্রোহের নেতার নাম দেওয়া হয়েছে কুটি। কিন্তু তারিখ-ই কুর্গে" এমন কোন লোকের নাম নেই।

২১। 'তারিখ ই খুদাদাদি" ইঃ অঃ পাণ্ডু পৃঃ ৫১ ৫৪।

২২। কিরমানি পৃঃ ২৯১।

২৩। কিরমানির মতে পৃ. ২৯২, শুশতারীকে প্রধান সেনামণ্ডলীর রক্ষীদল হিসাবে ২,০০০ অস্থায়ী সেনাকে টিপু পূর্বগামী করে পাঠান কিন্তু তারিখ-ই কুর্গের মতে শুশতারীকে ১৫,০০০ সৈন্যসহ পাঠানো হয়।

২৪। "তারিখ ই কুর্গ'' ফঃ ২৬।

২৫। কিরমানি পৃ. ২৯৭।

২৬। টিপু কতজন লোক পাঠালেন তা নিয়ে করা শক্ত। উইলকস (II) পৃঃ ২৮৩, বলেন ৭০ ০০০ রাইস ( ) পৃঃ ১১১, ৮৫,০০০ কিন্তু এ অসম্ভব কারণ। তখন কুর্গের সমগ্র জনসংখ্যাও ঐ পরিমান ছিল না। ১৮৩৬ সালে কুর্গের জনসংখ্যা দেখান হয়েছে ৬৫,৪৩৭ (ইম্পে গেজেট, ১৮৮৫ IV, পৃ. ৩৩)। মোয়েগ্লিং এর মতে (কুর্গ মেমোয়ার্স' পৃঃ ২৮) কুর্গীরা আগের দিনে ৪,০০০ বা ৫,০০০ হাজারের বেশী লোক জমায়েত করতে পারত না। মুখ্যত যোদ্ধা শ্রেণীর লোকদেরই মহীশূর পাঠানো হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়, কারণ যথেষ্ট লোক থেকে গিয়েছিল যাতে করে অল্পকাল পরেই আর একটা বিদ্রোহ ঘটে। কুর্গীদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার কথা 'ধর্ম নীতি" পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

২৭। "তারিখ ই-কুর্গ", ফ. ২৭ এ।

৬

মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে যুদ্ধ

পেশোয়া বালাজী রাও এর সময় থেকে মহীশূর মারাঠা আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ স্থল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মারাঠা—সম্প্রসারণ শুধু উত্তর দিকেই নয় দক্ষিণ দিকেও হওয়া উচিত সুতরাং তিনি ১৭৫ ও ১৭৫৪ সালে মহীশূর আক্রমণ করেন এবং পুনরায় ১৭৫৭ সালে আক্রমণ চালিয়ে শ্রীরঙ্গপটমের সম্মুখে পৌঁছান রাজধানী রক্ষার্থে নানজারাজ তাঁকে ৩২ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হন। এই ৬ লক্ষ নগদ দেওয়া হয় এবং বাকি টাকার বন্ধক হিসাবে ১৩টি তালুক হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু দিণ্ডিগুলের ফৌজদার হায়দর আলীর ফিরে আসবার পর তার পরামর্শে ঐ চুক্তি বদ করা হয় এবং বন্ধকী স্থান থেকে মারাঠা প্রতিনিধিরা তাড়িত হন।[১] মারাঠারা এতে চটে যায় এবং ১৭৫৮ সালের শেষে রাজার কাছ থেকে বকেয়া কর দাবি করে ৩৬ ঘণ্টার ভিতর তা পূর্ণ না হলে তার রাজ্য আক্রমণের হুমকি দেখায়। হায়দর আলী ঐ সতর্ক পত্র অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিয়ে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হন পরে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করলে তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করার পর যুদ্ধের অবসান করেন [২]

এই যুদ্ধে হায়দর আলীর সাফল্যে মারাঠাদের হিংসা ও আক্রমণ-ভাব বৃদ্ধি পায়। তারা দেখেন ইনিই তাদের রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের অন্তরায়। এজন্যই পাণ্ডেরাও ১৭৬০ সালে হায়দরকে উৎখাত করতে চাইলে তারা তাকে সমর্থন করেন। কিন্তু উত্তর ভারতে আগে থেকেই কাজে জড়িত থাকায় তাদের সাহায্য কার্যকরী ছিল না। হায়দর থেকে ৫ লাখ টাকা ও বরামহল প্রদেশ পেয়ে তারা মহীশূর থেকে চলে আসেন।

পানিপথে ১৭৬১ সালের জানুয়ারিতে আহম্মদ শাহ্ আবদালীর হাতে মারাঠাদের পরাজয় তাদের শক্তিকে বিশেষ ভাবে ব্যাহত করে। বালাজী রাওএর উত্তরাধিকারী পুত্র মাধব রাও ১৭৬১ সালের সেপ্টেম্বরে পেশোয়া হন। তিনি কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার সৈন্যদল পুনঃসংগঠনে ও নিজামের অবৈধ প্রবেশে বাধা দিতে ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং ১৭৬৪ সালের এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত তিনি হায়দর আলীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন কিছু করতে পারেন নি। হায়দর ইতিমধ্যে

মহীশূরে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও নতুন নতুন দেশ তার শাসনে এনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে একটা ক্ষমতাবান রাজ্য থাকবে তা মাধব রাও সহ্য করতে পারছিলেন না। কারণ, এটা তার রাজ্য রক্ষার পক্ষেই শুধু আশঙ্কের ছিল না তার সম্প্রসারণ নীতিরও প্রতিরোধী ছিল। সুতরাং তিনি হায়দরের ক্ষমতা উৎখাত করবার জন্য তিনবার (এপ্রিল ১৭৬৪ থেকে জুলাই ১৭৭২) অভিযান করে তকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন। হায়দরের জীবনে এটা বড় সঙ্কট জনক কাল। কিন্তু তার কূটনৈতিক দক্ষতা, উপায় উদ্ভাবনী ক্ষমতা দৃঢ় সঙ্কল্প এবং ১৭৭২ সালের ১৮ই নভেম্বর যোগ্য সময়ে মাধব রাও-এর মৃত্যু তাকে এই সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ করে।

মাধব রাওর মৃত্যু পুনাতে মতবিরোধের সূচনা করেছিল। মারাঠারা এতেই অনেক বৎসর লিপ্ত থাকে। মাধব রাওর পর পেশোয়া হন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। ৯ মাস পর তাকে হত্যা করা হয়। তারপর তার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশোয়া হন তিনিও অতি শীঘ্রই নানাফড়ণবীশ কর্তৃক চালিত একটা বিরোধীদল দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। ফড়ণবীশ নারায়ণ রাও এর মরণোত্তর জাত সন্তান মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়ার আসনে বসান। তাতে রঘুনাথ রাও বম্বে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। বম্বে গভর্ণমেণ্টও সলসেট্টে দ্বীপের অধিকার পেতে ব্যগ্র ছিলেন, তাই সহজেই তার পক্ষ নিতে রাজী হন। ফলে, পেশোয়া-উত্তরাধিকারিত্বের যুদ্ধ প্রথম ইংরেজ মারাঠা যুদ্ধে পরিণত হয়।

হায়দর আলী পুণার ঘটনা প্রবাহ তীক্ষ্ণভাবে দেখে আসছিলেন। মারাঠাদের এই সঙ্কটের সুযোগ নিতে তিনি বিলম্ব করেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ রঘুনাথ রাও এর সঙ্গে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হন (১৭৭৪ সালের কল্যাণ দুর্গ-সন্ধি)। এতে মাধব রাও তিনটি অভিযানে যে-ভূমি খণ্ড দখল করেছিলেন তা হায়দর আলীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং পরিবর্তে হায়দর তাকে পেশোয়া বলে স্বীকৃতি দেন এবং তাকে বাৎসরিক ৬ লাখ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হন।[৩] ১৭৭৫ সালে রঘুনাথ রাও হায়দরকে কৃষ্ণার ডান তীর অবধি সমগ্র মারাঠা রাজ্য খণ্ড দখল করতে অনুমতি দেন।[৪] এই মঞ্জুরি বলে ১৭৭৪ এবং ১৭৭৮এর মধ্যে হায়দর আলী শুধু যে মাধব রাওএর সঙ্গে তিনি যুদ্ধে অধিকারচ্যুত স্থানগুলির পুনঃ দখল পেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি কৃষ্ণার ডান তীর অবধি মারাঠা রাজ্য খণ্ড অধিকার করেন। নানা ফড়ণবীশ প্রথমত এ অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদের ধ্বংস করতে ব্যগ্র থাকায় তিনি হায়দরের প্রতি বিরোধিতা শিথিল করেনেন। এর পরিণতি হ'ল ১৭৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে হায়দর—পেশোয়ার মৈত্রী। পেশোয়া কৃষ্ণার দক্ষিণ তীর অবধি মারাঠা দেশে হায়দরের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন, পরিবর্তে হায়দর তাকে বাৎসরিক ১২ লাখ টাকা কর দিতে ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সাহায্য

করতে প্রতিশ্রুত হন। তাহারা এই প্রতিজ্ঞাও করেন যে একে অন্যের সম্মতি ছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করবেন না।[৫]

ইংরেজ মারাঠা যুদ্ধ যতদিন চলেছিল ততদিন নানা-হায়দরের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু ১৭৮২ সালের ২৭শে মে সালবাই চুক্তি সম্পন্ন হবার পর তার আচরণে পরিবর্তন হয় এবং ১৭৮০ সালের চুক্তি অমান্য করে তিনি কৃষ্ণার দক্ষিণ দিকের রাজ্যখণ্ড প্রত্যর্পণের দাবি জানান। এমন কি তিনি হায়দরকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে তার দাবি যদি পূর্ণ করা না হয়। তাহলে তিনি ইংরেজ ও নিজামের সঙ্গে আক্রমণাত্মক চুক্তি করে সালবাই সন্ধি কাজে লাগাবেন।[৬] কিন্তু যদি দাবি পূর্ণ হয়, তবে সালবাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে ইংরেজদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ সুরু করবেন।[৭] সালবাই সন্ধি তখনো অনুমোদিত হয়নি। হায়দর তখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত কাজেই তিনি এমনভাবে উত্তর দিলেন যাতে করে আলোচনা বিলম্বিত হয়ে পড়ে।[৮]

হায়দরের মৃত্যুর পর তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী টিপু সুলতানের উপর নানা মারাঠাদের দাবি নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছিলেন এবং সালবাই সন্ধি মেনে নেবার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯] টিপু মারাঠা আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এটা ১৭৮০ সালের মারাঠা-মহীশূরী মৈত্রীর স্পষ্ট ব্যত্যয় বলে তিনি মনে করেছিলেন।[১০] টিপু তার 'উকিল' নূর মহম্মদ খাঁর সমতুল্য নানাকে বলে পাঠান যে তিনি মারাঠাদের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে অনেক জন ও অর্থ হারিয়েছেন এবং তার সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করা তার উচিত হয়নি। যা' হোক সন্ধিটি পাকা করা নানার উচিত হবে না এবং ইংরেজের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করাই সঙ্গত। মেঙ্গালোর দখল করার পর তারও ইচ্ছা রয়েছে কর্ণাটক আক্রমণ করা এবং বুসির সঙ্গে মিলিত হওয়া ব্যুসির শীঘ্রই ফ্রান্স থেকে আসবার কথা।[১১] কিন্তু নানা টিপুর জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না এবং সাহায্যের জন্য অবিরত ইংরেজদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে স্থির করেন অস্ত্রবল প্রয়োগে তার দাবি মেটাবেন। তিনি সিন্ধিয়াকে জানান যে বর্ষাকালের পর তিনি হোলকারের সৈন্যসহ টিপুকে পরাজিত করতে ইংরেজদের সাহায্যে নামবেন।[১২] ইতিমধ্যে কিছুকাল যাবৎ মারাঠা-ইংরেজে আক্রমণাত্মক মৈত্রীর যে-আলোচনা চলেছিল তা সফল হয়। ২৮শে অক্টোবর, ১৭৮৩ সালে পেশোয়ার পক্ষ থেকে মহাদজী সিন্ধিয়া ও ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষ থেকে ডেভিড এণ্ডারসনের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পেশোয়া টিপুকে নির্দেশ দেবেন ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের মুক্ত করতে আর কর্ণাটক ফিরিয়ে দিতে; অন্যথায় "তিনি ইংরেজদের সাহায্যে নেমে যুদ্ধ করবেন এবং সেক্ষেত্রে সন্ধির যে-কোন পক্ষ অন্যপক্ষের সম্মতি ছাড়া তার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে না", আর টিপুর যে-সব রাজ্য-খণ্ড জয় করা হবে তা চুক্তিকারীদের ভিতর সমভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে।[১৩]

কিন্তু এই সন্ধিতে কোন ফল হয়নি। কারণ, ডাফের মতে "সিন্ধিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণে নানার হিংসা ও তার নিজের প্রস্তাবিত নিজাম আলীর সঙ্গে মিত্রতা এই সন্ধির নীতির বিরুদ্ধে ছিল সন্ধিতে সিন্ধিয়া ও ইংরেজরা বড় অংশ নেবে"।[১৪] তা ছাড়া, নানা ইংরেজদের সাহায্য করতে অপারগ ছিলেন কারণ পেশোয়ার সৈন্যরা হোলকারের নেতৃত্বে ছিল, আর হোলকার ছিলেন সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধবাদী। সিন্ধিয়া নিজেই টিপুর রাজ্য আক্রমণ করতে রাজী থাকতেন, কিন্তু তিনি উত্তর ভারতে আত্মস্বার্থ-বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন।[১৫]

ইতিমধ্যে টিপু ইংরেজদের সঙ্গে মেঙ্গালোর-চুক্তি সম্পন্ন করেন। এতে নানা ক্রুদ্ধ ও হতাশ হন, কারণ হরিপাণ্ডের নেতৃত্বে পুনা থেকে একদল সৈন্য ইতিমধ্যেই মহীশূর আক্রমণ করতে রওনা হয়েছিল।[১৬] তিনি টিপুর শক্তি ক্ষয় করে ইংরেজদের সাহায্যে কৃষ্ণার দক্ষিণ তীরের দেশসমূহ পুনরুদ্ধার করতে আশা করেছিলেন। সে সুযোগ এখন নষ্ট হল। তিনি মারাঠাদের টিপুর 'পৃষ্ঠপোষক' বলেও মনে করতেন[১৭] এবং তার ও ইংরেজদের ভিতর সন্ধির মধ্যস্থতা করে পুনায় এবং বাইরে তার মর্যাদা বাড়াতে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু টিপু মারাঠাদের আশ্রিত বলে গণ্য হতে রাজী হনান। তিনি খোলাখুলি ভাবে সালবাই সন্ধি অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং মারাঠাদের মধ্যস্থতা ছাড়াই ইংরেজদের সঙ্গে তার সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল। তা ছাড়া, ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ শেষ হবার পর তার শক্তির কোন অবক্ষয় হয়নি। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ-শেষে তার মানমর্যাদা বৃদ্ধি হয়, প্রকাণ্ড রাজ্য কবলে আসে, পূর্ণ কোষাগার ও সুশৃঙ্খল সৈন্য মণ্ডলীর তিনি মালিক হন। সুতরাং নানা তার ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা আরম্ভ করে নিজামের মিত্রতা যাচ্‌না করেছিলেন।

হায়দরের সঙ্গে নিজামের সম্বন্ধ কোনকালেই সত্যিকারের আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল না। তিনি তার মনে সর্বদা ভয় ও হিংসা জাগাতেন। এজন্যই হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজ ও মারাঠারা নিজামকে স্বপক্ষে নিতে পেরেছিল। সত্য বটে, ১৭৬৭ সালের আগষ্টে নিজাম ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হায়দরের পক্ষ নিয়েছিলেন কিন্তু ঐ মিত্রতা ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৭৬৮ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি তার মিত্রকে ত্যাগ করে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি ১৭৮০ সালে তিনি আবার মারাঠাদের সহ ইংরেজের বিরুদ্ধে হায়দরের সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু এই মিত্র-সঙ্ঘের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখানো ছাড়া তিনি মিত্রদের কোন সহায়তা করেন নি। পরে, তাদের থেকে তিনি নিজকে পৃথক করে নিয়েছিলেন।

হায়দরের সঙ্গে নিজামের শত্রুতার প্রধান কারণ ছিল তিনি মহীশূরকে তার করদ রাজ্য বলে দাবি করতেন। কিন্তু হায়দরের জেদ ছিল তিনি স্বাধীন, নিজামকে তার উর্ধ্বতন মালিক বলে তিনি স্বীকার করতেন না। এতেও সন্তুষ্ট না থেকে হায়দর কুরনুল, কুডাপ্পা ও অন্যান্য হায়দরাবাদের অধীনস্থ স্থান তার কর্তৃত্বাধীন করেন এবং তার উচ্চাশা নিজাম রাজ্যের অন্যান্য অংশেও বিস্তারিত হ'ল। তার

মৃত্যুর পর পুত্র টিপু নিজামের মনে আরো আতঙ্ক ও হিংসার ভাব জাগালো। সুতরাং নিজাম মহীশূর আক্রমণে নানার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। কারণ, এতে টিপু দমিত হবে, তিনি তার হৃত রাজ্য ফিরে পাবেন এবং তার রাজ্য একটা স্থায়ী বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্তি পাবে।

টিপুর বিরুদ্ধে নানার প্রথম কাজ হ'ল ৪ বৎসরের বকেয়া করের দাবি করা। টিপু দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করলেন, কিন্তু "সৌজন্যের" সহিত এখানি কর জমা দেবার অসামর্থ্য জানালেন। কারণ, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং টিপুর উকিল নুরমহম্মদ খাঁর বরাবর জানালেন শান্তি স্থাপনের পর তিনি তার দেনা শোধ করবেন।[১৮] টিপুর নিকট দাবি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা তার উকিল কৃষ্ণরাও বল্লালকে নিজামের নিকট পাঠান। বাহ্যত এটা ছিল 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী'র বকেয়া আদায়ের জন্য কিন্তু আসলে টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক চুক্তির প্রস্তাব করে। নিজাম এ প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তিনি নানার সঙ্গে এক বৈঠক মিলে নিজেদের পারস্পরিক মত ভেদ মেটাতে এবং মহীশূর আক্রমণের মিলিত পরিকল্পনা করতে রাজী হন। সে মতে তারা খুব জাঁক জমকের সঙ্গে নিজেদের রাজধানী থেকে রওনা হন। সঙ্গে ছিল প্রকাণ্ড সৈন্যদল। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে ভিমা ও কৃষ্ণা নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট ইয়াদগিরে তারা মিলিত হন।[১৯]

সন্ধি চুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে নিজাম বিজাপুর ও আহ্‌মেদ নগর প্রত্যর্পণের দাবি করেন। এ নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা হয় কিন্তু স্থানগুলি নিজামকে ছেড়ে দেওয়ায় নানার আপত্তি থাকায় দু'পক্ষে শুধু একটা সাধারণ রকমের চুক্তি হয়। স্থির হয় মারাঠা ও নিজাম পরের বৎসর একত্র ভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবেন এবং হায়দর আলি অবৈধ ভাবে তাদের যে সব জেলা দখল করেছিলেন তা পুনরায় উদ্ধার করবেন। তারপর টিপুর রাজ্যের বাকী অংশ অধিকার করে তারা তা সমভাবে ভাগ করে নেবেন।[২০] বৈঠকটি ৭ই জুন থেকে ২৫শে জুন অবধি চলে এই চুক্তি দিয়ে সমাপ্ত হয়। ১৭৮৭ সালের জুলাই এর প্রথম ভাগে তারপর দুই পক্ষের লোকজন নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যান।[২১]

ইতিমধ্যে নিজাম টিপুর নিকট কর্ণাটকের বালঘাটের "দেওয়ানির" "সেলামী" দাবি করেছিলেন। টিপু ইয়াদগির বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানতেন, তাই পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন বিজাপুরের সুবেদারির দাবি উত্থাপন করে।[২২] এতে নিজামের ধারণা হয় টিপু তার রাজ্য আক্রমণ করার মতলব করছেন। সুতরাং নানাকে তিনি সাহায্যের জন্য লেখেন আর সঙ্গে সঙ্গে টিপুর নিকট কুটনীতিক দূত পাঠান তাকে শান্ত করার জন্য।[২৩] নিজামের সৌভাগ্য বশত তাকে আক্রমণ করার কোন ইচ্ছা টিপুর ছিল না। এরূপ গুজব দুষ্ট লিপ্সু এবং আতঙ্কবাই গ্রস্ত লোকরাই রটিয়েছিল সে সময় নানার অবস্থা তাকে সাহায্য করার মত ছিল না। কারণ তিনি যুদ্ধার্থ

প্রস্তুত ছিলেন না। মুখ্য কারণ ছিল একটা ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন যাতে মাধব রাও নারায়ণ গদিচ্যুত হয়ে রঘুনাথ রাওএর পুত্র বাজীরাও পেশোয়া-গিরি প্রাপ্ত হন।[২৪] কিন্তু নারগুন্ড ব্যাপার নিয়ে নানাকে টিপুর সঙ্গে ঝটিতি ঝগড়া বিরোধের ভিতর পড়তে হয়।

মহীশুরীদের নারগুণ্ড আক্রমণ*

১৭৭৮ সালে হায়দর আলী যখন পেশোয়ার আশ্রিত ক্ষুদ্র রাজ্য নারগুন্ড[২৫] অধিকার করেন তখন তিনি সেটা তার নায়ক একজন ব্রাহ্মণ দেশাই ভেঙ্কট রাও ভাবের হাতে রেখে যান এই শর্তে যে ভেঙ্কট রাও তার আনুগত্য মেনে চলবেন এবং তাকে একটা বার্ষিক কর দেবেন।[২৬] ১৭৮০ সালে ফেব্রুয়ারীতে নানা যখন হায়দরের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীর অবধি সমগ্র মারাঠা ভূমিতে হায়দরের কর্তৃত্ব মেনে নেন তখন নানা ঐ ব্যবস্থারও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[২৭]

এ সত্ত্বেও, ভেঙ্কট রাও এবং তার যোগ্য মন্ত্রী ও নারগুন্ডের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কেলোপান্ট পেথে পেশোয়াকেই তাদের যথার্থ অধিস্বামী বলে মেনে চলতেন এবং পুনার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করতেন। ১৭৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারি কেলোপন্ট বড় সাহেবকে লিখেছিলেন যে মারাঠারা হায়দরের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে মহীশুরীরা তাদের কাছ থেকে যে সব ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছে তা উদ্ধার করা উচিত হবে।[২৮] কিন্তু তারা অন্তর্বিরোধে এমনই মগ্ন ছিল যে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। পুনা গভর্ণমেণ্টের কাছে নিরাশ হয়ে নারগুণ্ডের দেশাই ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতার চেষ্টা করেন। ইয়ুন নামে তার এক কর্মচারীর মারফত তিনি বম্বে গভর্ণমেণ্টের কাছে সৈন্য চেয়ে অনুরোধ জানান। তিনি নিজেকে একজন স্বাধীন নৃপতি বলে দাবি করেন এবং মহীশূর আক্রমণে কোম্পানীকে সাহায্য দানে প্রস্তুত আছেন বলে জানান।[২৯] কিন্তু এসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছিল, কারণ টিপু সুলতানের সঙ্গে শান্তির আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

মারাঠা ও ইংরেজদের সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করা ছাড়াও ভেঙ্কট রাও খোলাখুলি-ভাবে সুলতানের কর্তৃত্ব অমান্য করতে থাকেন। মদনা পল্লীর পালগার' ও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সুহুম দুর্গ আক্রমণ করেন, চারপাশের দেশে লুট পাট চালান এবং টিপুর অনেক শান্তিপ্রিয় প্রজাদের হত্যা করেন।[৩০] তিনি পেশোয়াকে টিপুর সম্বন্ধে সব খবর জানাতেন এবং শক্তিশালী পতর্ধন ব্রাহ্মণ

* এই অনুচ্ছেদ প্রধানত 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' খণ্ড (LXIV) জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৪৪তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'টিপুস এটাক অন নারগুনড'' এর ভিত্তিতে লিখিত।

বংশের সঙ্গে যুক্ত বলে মারাঠা সাহায্য সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখতেন এবং করদান বিষয়ে টিপুর দাবি অগ্রাহ্য করেন।[৩১]

টিপু যতদিন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত ছিলেন ততদিন দেশাইর ধূর্তামিতে নজর দিতেন না। কিন্তু মেঙ্গালোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পর যখন তার হাত খালি হ'ল, তখন তিনি দলপতিকে শাস্তি দেওয়া স্থির করেন। প্রথমত তিনি ভেঙ্কট রাও এর কাছে গত দুই বৎসরের বকেয়া খাজনা দাবি করে সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ ঘিয়াস খাঁ ও নূরমহম্মদ খাঁ নামে তার দুই 'উকিল'কে পুনা পাঠান নানাকে দেশাইর পক্ষে যোগ না দিতে রাজী করাবার জন্য।[৩২] কিন্তু নানা নির্বিকার থাকতে পারেননি, কারণ ভেঙ্কট রাও পতবর্ধন বংশের সঙ্গে যুক্ত বলে পেশোয়ার লক্ষনীয় সুতরাং তিনি এই যুক্তিতে হস্তক্ষেপ করেন যে দাবি করা খাজনার পরিমাণ মারাঠা ও হায়দর যতটা নিতেন তার চেয়ে বেশী। তিনি ঘোষণা করেন যে সাধারণ খাজনার অতিরিক্ত দাবি করায় টিপুর কোন অধিকার নেই আরো জানান যে "জেলা হস্তান্তরিত হলে জায়গীরদাররা অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য নয়, সুওয়াস্থানীরা তাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাদের অধিকার সর্বদা স্বীকার করা হয়েছে।[৩৩] টিপুর উত্তর ছিল তিনি তার প্রজাদের উপর তার ইচ্ছা মত কর ধার্য করতে পারেন এবং তার নিজস্ব ব্যাপারে পুনা গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। এছাড়া টিপু যুক্তি দেখান যে নারগুনডের নায়ক বস্তুতই রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী, সুতরাং "সুওয়াস্থানীদের অধিকার" মেনে নিতে তিনি বাধ্য নন। তার 'উকিল' মহম্মদ ঘিয়াসুদ্দিনকে লেখা পত্রে টিপু বলেছিলেন 'যদি একজন ক্ষুদ্র জমিদার এবং আমাদের গভর্ণমেন্টের এরূপ একজন প্রজাকে শাস্তি না দেওয়া হয় তাহ'লে আমাদের কর্তৃত্ব রাখা যাবে কী করে।" এসব সত্ত্বেও টিপু ভেঙ্কট রাওকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন যদি তিনি মহীশূরে কৃত ক্ষতির পূরণ করেন এবং বকেয়া খাজনা শোধ করতে রাজী হন। কিন্তু নানা এসব শর্ত মানেন'নি।[৩৪]

যখন 'উকিল'দের ও নানার ভিতর এসব আলোচনা চলছিল, টিপু তখন সৈয়দ গফ্ফরকে নারগুনড পাঠান সেখানকার নায়কের আচরণের তদন্ত করতে। সৈয়দ গফ্ফর রিপোর্ট দেন যে দেশাই সুলতানের বিরোধী এবং তার অবাধ্যতা-মূলক কাজের প্ররোচক ছিলেন তার বন্ধু ও আত্মীয় পরশুরাম ভউ। ইহা শুনে টিপু তার শ্যালক বারহান-উদ্-দিনকে ৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৩ 'কুশুন' পদাতিক সৈন্য সহ নারগুনড পাঠান।[৩৫] বারহান চিতলদুর্গ ও সেভানুর হয়ে অগ্রসর হন এবং ধারওয়ারের কাছে সৈয়দ গফ্ফরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নারগুনডের দিকে এগিয়ে ১৭৮৫ সালের জানুয়ারিতে সেখানেও গিয়ে পৌছান। তিনি ভেঙ্কট রাওকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে যদি তিনি আত্মসমর্পণ করে বিরোধী মনোভাব

ত্যাগ করেন তবে তার জীবন রক্ষা করা হবে এবং তার জায়গীরও তিনি ফিরে পাবেন।[৩৬] কিন্তু মারাঠা সাহায্য আশা করে কেলোপাণ্ট এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং ২,০০০ জন অশ্বারোহী ও ২,০০০ জন পদাতিক ও কিছু বন্দুক নিয়ে নারগুনডের প্রাচীরের বাইরে বারহানের মুখোমুখি হতে যান কিন্তু পরাজিত হয়ে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। বারহান তখন শহরের দিকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেন। কেলোপাণ্ট কয়েকবার হঠাৎ বাইরেএসে লড়তেন এবংএকবার মহীশূরীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের দুটি গোলাবর্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করেন, কিছু সৈন্য হতও হয়।[৩৭] তবু দীর্ঘকাল তিনি অটল থাকতে পারেননি। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে বারহান শহর আক্রমণ করে সেখানে একটা দৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কয়েকদিন পর আবার আক্রমণ চালিয়ে তিনি সমগ্র শহর দখল করে নেন কেলোপাণ্ট বীরের মত যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষে দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বারহান উদ-দিন অতঃপর দুর্গ অবরোধ করেন।[৩৮]

কেলোপাণ্ট সর্বদাই পুনা থেকে সাহায্য পাবার আশা রেখে আসছিলেন। বস্তুত, তিনি মারাঠা সাহায্যের বিষয় নিশ্চিত ছিলেন বলেই টিপুকে খোলাখুলি অমান্য করেছিলেন পরশুরাম ভাউ যখন নারগুনডের উপর বারহানের আক্রমণের কথা জানতে পারলেন, তখনি তিনি নানাকে সাহায্যের জন্য লিখেছিলেন।[৩৯] নানা ভেঙ্কটরাওকে সাহায্য দেবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু পুনা গভর্ণমেণ্টের অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না বলে তিনি টিপুর সঙ্গে লড়বার মত শক্তিমান নন, এই তার ধারণা ছিল। সুতরাং তিনি টিপুর উকিলদের সঙ্গে নারগুনড ব্যাপার নিয়ে একটা মীমাংসায় আসবার জন্য চেষ্টিত হন। উকিলরা তখনো পুনাতে ছিলেন এবং অবিরত নানাকে বলে আসছিলেন যে তাদের মনিবের নারগুনড দখল করবার কোন মতলব নেই, অবরোধ শীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে।[৪০] কিন্তু নানা যখন জানতে পারলেন যে বারহান নারগুনড শহর অবরোধ করেছেন, তখন তিনি আর তার দীর্ঘসূত্রী কার্যধারা বজায় রাখতে পারেননি তাকে কাজে নামতে হয়েছিল। তিনি পরশুরাম ভাউকে ভেঙ্কটরাও-এর সাহায্যে ত্বরান্বিত হবার জন্য আদেশ করেন এবং ৫,০০০ জন সৈন্যসহ গণেশপাণ্ট বেহেরেকে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন।[৪১] পরশুরাম ভাউ নানার তোষণ নীতিতে বিরক্ত ছিলেন, তাই এ-আদেশ পেয়ে তিনি খুসী হন—যদিও এ আদেশের এই পর্যন্ত সীমারেখা ছিল যে বারহান-উদ-দিন দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে নিলে হানাহানি বারণ রাখা হবে। পরশুরাম তৎক্ষণাৎ অভিযানের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের তিনটি সেনাদলে ভাগ করেন:—জেনোবা সুবেদারের অধীনে ৫,০০০ জন অশ্বারোহী মেনোলির মধ্য দিয়ে যোগাযোগ সুরক্ষা করবে; রঘুনাথরাও কুরুন্দওয়ারকার ১০,০০০জন পদাতিক নিয়ে রামদুর্গ হয়ে নারগুনড অভিমুখে রওনা হবেন; দরকার হলে অবরুদ্ধদের

সাহায্য করবার জন্য।[৪২] পরশুরাম ভাউ নিজে ৭,০০০ জন সৈন্যসহ মুধল থেকে যাবার সঙ্কল্প করেন।

মারাঠাদের সমর-সজ্জার কথা অবগত হয়ে, বারহান সাহায্যকারী সৈন্য পৌঁছবার পূর্বেই দুর্গটি কবলিত করতে চেষ্টিত হন। নারগুনড দুর্গটিতে ২,০০০ জন গড় সৈন্যএর ৬ মাস চলবার মত পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও রসদ ছিল। দুরারোহ পাহাড়ের উপর ছিল বলে এর প্রতিরোধ শক্তি ছিল প্রচুর।[৪৩] বারহান দুর্গ আক্রমণ করতে দু'বার চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাড়িত হন। গড়-সৈন্য সাফল্যের সঙ্গে তাদের গোলাবর্ষণ করেছিল এবং বড় বড় পাথর নিচে গড়িয়ে দিয়ে বহু আক্রমণকারীদের নিধন করেছিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এবং শীঘ্রই সাহায্য প্রাপ্তির আশা জেনে তারা বাইরে এসে আক্রমণ চালায়, গোলাবর্ষণ কেন্দ্রে আঘাত করে কিছু মহীশূরীদের হত্যা করে।[৪৪] বারহান অবরোধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার ইচ্ছায় তিনি তাদের আগমনে নারগুনড থেকে প্রস্থান করেন। তিনি তার শিবিরের অসামরিক লোকদের ও বড় বড় কামানগুলি ধারওয়ার পাঠিয়ে দেন এবং শুধু তার লঘু-অস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে বেন্নিহল্লা[৪৫] নামে ছোট নদীর কাছে শিবির ফেলে থেকে যান। গ্রেণ্ট ডাফের মতে "জলের অভাবে টিপুর অফিসারগণ অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।"[৪৬] কোন সন্দেহ নেই যে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মহীশূরীরা জলের অভাব বোধ করেছিল, এজন্যই নারগুনড ত্যাগের পর তারা একটি ছোট নদীর কাছে শিবির ফেলেছিল। কিন্তু জলাভাব এত তীব্র ছিল না যে তাতে বারহান অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ উটের পিঠে ও গরুর গাড়ীতে সৈন্যদলের শিবিরের নিকটস্থ নদী থেকে জল আনা হ'ত।[৪৭] বস্তুত অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয় টিপুর আদেশে, তিনি মারাঠাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যগ্র ছিলেন। এটাই 'উকিল'রা নানাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। অপরদিকে নানার বক্তব্য ছিল, বারহান নারগুনড থেকে সরে যাবার কারণ দুর্গ-অবরোধ চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদদিকে আগত মারাঠা সৈন্যদলকে যুদ্ধ দেবার মত শক্তি বারহান রাখতেন না।[৪৮] যাই হোক, অবরোধ যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং টিপুর সঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ভাউকে তিনি লিখলেন বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত মহীশূরীদের সঙ্গে হানাহানি না করতে এবং দুর্গ থেকে সপরিবারে ভেঙ্কটরাও ও কেলোপাণ্টকে সরিয়ে এনে নিজে রামদুর্গ-ই থেকে যেতে। দুর্গটি থাকবে গড়-সৈন্যসহ একজন অভিজ্ঞ অফিসারের কর্তৃত্বে।[৪৯] কিন্তু কেলোপাণ্ট সরে যেতে অস্বীকার করেন। তার বক্তব্য ছিল যে তিনি চলে গেলে গড় সৈন্যদের মনোবল হ্রাস পাবে। সুতরাং তিনি বর্ষা শেষ পর্যন্ত অটল হয়ে থেকে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তাছাড়া টিপুর সঙ্গে যদি আপোষ-ই হয় তাহলেও তার দুর্গ ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই।[৫০] পরশুরাম ভাউ কেলোপাণ্টের সঙ্গে একমত হন, কিন্তু নানার সঙ্গে নয়। টিপুর মতি-

গতিতে[৫১] সন্দেহ করে তিনি এবং গনেশপান্ট বেরে উভয়েই দেশাইকে সাহায্য করবার অত্যুৎসাহে এবং "তাদের নামযশ ও পুনায় প্রতিপত্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে" নানার আদেশ অগ্রাহ্য করেন ও মহীশূরীদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু ২০ জন সৈন্য ও একটা হাতি হারিয়ে তারা সরে যান। নানা এ খবর শুনে তার আদেশ অমান্যের জন্য ভাউকে ভর্ৎসনা করেন এবং পরাজয়ের গ্লানি দূর করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহৎ সৈন্যদল সহ টুকজী হোলকারকে ভাউ-এর সাহায্যার্থে পাঠান ও যুদ্ধের আয়োজনও সুরু করেন।[৫২]

ইতিমধ্যে নানা ও টিপুর 'উকিল'দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছিল। প্রস্তাব ও পালটা-প্রস্তাব উত্থাপিত হচ্ছিল অবশেষে উকিলরা প্রস্তাব করেন যে টিপু সুলতান অবিলম্বে পেশোয়ার প্রাপ্য ২ বৎসরের খাজনা দিয়ে দেবেন—শর্ত ছিল "বিনা বাধায় টিপু দুর্গ নিয়ে যা তার ইচ্ছা করবেন।" সাময়িক সুবিধাজনক বুঝে নানা ইহা স্বীকার করে নেন এবং টাকা প্রদান সম্বন্ধে টিপুর প্রয়োজনীয় উত্তর জানবার জন্য ২৭ দিন সময় দেন।[৫৩] এ সত্ত্বেও আলোচনা নিষ্ফল হয়, এবং কোন বোঝাপড়াও হয়নি। কারণ নানার আসল মতলব টিপু বুঝতে পেরেছিলেন এবং এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইছিলেন না যা মারাঠা কোষাগার পূর্ণ করবে কিন্তু টিকে থাকবে মাত্র অল্প কয়েক মাস। নানার কার্যধারা ছিল টিপুর থেকে টাকা সংগ্রহ, পরে বর্ষা-শেষ পর্যন্ত গড়িমসি করা। তখন একটা অভিযান করতে তার সুবিধা হবে যাতে করে হায়দর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীর অবধি যে মারাঠাভূমি দখল করেছিলেন তা ফিরে পাওয়া যাবে।[৫৪] সুতরাং নানা "উকিলদের" তোয়াজ করে চলছিলেন তাদের প্রতি উদারতা ও অমায়িকতা দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু শান্তির ভান করে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিও করছিলেন। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে মারাঠা-নিজাম-ইংরেজে মিলে একটা জোট বাঁধার চেষ্টা চলে।[৫৫]

অন্যদিকে টিপু মারাঠাদের সঙ্গে প্রীতি পূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার পিতার বিজিত ভূখণ্ডে তার দাবি ছাড়তে স্বীকৃত ছিলেন না এবং ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার জন্য নারগুণডের দেশাইকে শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এজন্যই নানা ভেঙ্কটরাও এর পক্ষ সমর্থন করায় টিপু বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ এটাতে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি যে পুনা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করেন নি, এবং তার 'উকিল'রা নানার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার কারণ হ'ল নানার মত তিনিও গড়িমসি করে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানার উদ্দেশ্য ছিল বর্ষা-শেষ পর্যন্ত নারগুনডার পতন বারণ রাখতে, আর টিপু চেয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে মারাঠার সফল ভাবে কাজ করবার অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে তা দখল করতে। লোকশিক্ষা হিসাবে ইহার নায়ককে অবনত করা ও শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনেই শুধু টিপু নারগুনড অধিকার করতে চান নি, দুর্গটি শক্তিশালী ও তার রাজ্যের

উত্তর-সীমার কাছে অবস্থিত থাকায় মারাঠা—সঙ্ঘর্ষের আসন্নতা হেতু তার সামরিক গুরুত্বও ছিল।

মহীশূরী সৈন্যের উপর পরশুরাম ভাউর অকারণ আক্রমণে সুলতান নারগুনডের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের একটা ওজর পেলেন। মারাঠা সৈন্যদের আগমনে ইহা বন্ধ ছিল। ১২ই এপ্রিল বারহানের সঙ্গে কমর-উদ্-দিন খাঁ মিলিত হন। ইনি সুলতানের আদেশে কুডাপ্পা থেকে বারহানের সাহায্যে এসেছিলেন।[৫৬] এমনিভাবে নববলে বলীয়ান হয়ে বারহান সৈন্যের একাংশ পাঠান নারগুণডের দিকে এবং নারগুনডকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অন্য অংশ মেনোলির দিকে। মারাঠারা ক্ষীণ বাধা মাত্র দিয়েছিল এবং পিছু হটে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত চলে এল। ফলে, মহীশূরীরা এই যে রামদুর্গ অধিকার করে, এবং পরেই মেনোলি।[৫৭] এরূপে, বাইরের সাহায্যের সম্ভাবনা থেকে নারগুনডকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বারহান মে মাসের প্রথমে তাকে অবরোধ করতে যান। প্রথম দিকে তার আর কমর উদ-দিনের ভিতর অবিরত মন কষাকষি থাকায় অবরোধ কাজ খুব ব্যাহত হয়। টিপু সুতরাং তাদের অন্তরঙ্গ সহযোগী হতে উপদেশ দেন এবং ৩ জন অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের একটি উপদেষ্টা পরিষদ তাদের জন্য নিযুক্ত করেন, যাদের পরামর্শ তাদের নিতে হবে।[৫৮] জুনমাসে বাহাদুর[৫৯] সেনানায়ক হায়দরের মাধ্যমে কেলোপান্টকে একটি বার্তা পাঠান যে যদি তিনি শর্তাধানে আত্ম সমর্পন করেন তবে গড়-সৈন্যের জীবন ও জিনিষ পত্র রক্ষার কথা দেওয়া হবে। তারা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতেও পারবে। কিন্তু কেলোপান্ট ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জবাব দেন যে তিনি পুনায় লিখেছেন এবং সেখানকার আদেশমত কাজ করবেন।[৬০] তার উদ্দেশ্য ছিল বর্ষা শেষ অবধি অটল থাকা, যতখন না পেশোয়ার সৈন্য এসে তাকে সাহায্য দেবে। অতএব তিনি বিশেষ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু অবিরাম গোলাবর্ষনে এবং দুর্গের সফল অবরোধে জুলাইর শেষ অবধি গড়-সৈন্যের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। গোলাবারুদ ও রসদের অভাব ঘটে, ভীষণ জলাভাব দেখা যায় এবং গড়-সৈন্যের অনেকেই অসুখে পড়ে যায়। সুতরাং আর প্রতিরোধ করা অসম্ভব দেখে কেলোপান্ট অবশেষে আত্ম-সমর্পনে রাজী হন।[৬১] প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি এবং নিষ্ক্রমণের অনুমতি পেয়ে প্রায় ১,৬৫০ জন গড়-সৈন্য ২৯শে জুলাই দুর্গের বাহিরে আসে।[৬২] সুলতানের আদেশের অপেক্ষায় বারহান উদ-দিন প্রথমত তাদের বিলম্ব করাণ, কিন্তু তার নির্দেশ পেয়ে বারহান-উদ-দিনক্রমে ক্রমে ভাগে ভাগে তাদের মুক্তি দেন। এরূপে, সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি কেলোপান্ট ও ভেঙ্কটরাও ছাড়া সকলেই মুক্ত হয়। দু'জনকে শেকল পরিয়ে সপরিবার[৬৩] কেব্বল দুর্গে[৬৪] পাঠানো হয়। আত্ম-সমর্পনের শর্ত এ দুজনের বেলায় কেন পালন করা হয়নি তার কারণ তারা সুলতানকে বহু ঝাঁঝাটে ফেলেছিলেন, তাই সুলতান তাদের বিনা-শাস্তিতে মুক্তি দিতে চান নি। কিন্তু "দেশাইর মেয়েকে সুলতানের

হারেমের জন্য রাখা হয়েছিল"[৬৫] একথা ভুল। কারণ মারাঠা দলিল-পত্রের কোথাও এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। সেরূপ, কোন সংবাদ-বাহী পত্রে প্রকাশিত খবর যে বারহান উদ-দিন কেলোপাণ্টের সুন্দরী কন্যাকে টিপুর হারেমের জন্য বেছে নিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন[৬৬] তাহাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক কারণ, কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এর স্বপক্ষে নেই। সংবাদ-বাহী পত্রের কাহিনী প্রামান্য নয়, কারণ, এসবে প্রকাশিত খবর সাধারণত জনরব ও বাজার-গুজবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নারগুনড অধিকার করার পর বারহান-উদ-দিন কিট্টুরে[৬৭] আক্রমণে যান। এর অধিপতি মল্লাসেজাও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যখন তিনি স্থানের কাছে পৌছান, দেশাই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাধা দেওয়া নিরর্থক, এবং আত্মসমর্পন করেন। এ সত্বেও ভেঙ্কট রঙ্গাইয়া তাকে সপরিবার ও মন্ত্রী গুরুপাণ্ট সহ কারারুদ্ধ করেন। ভেঙ্কট রঙ্গাইয়াকে টিপু কিট্টুর থেকে সাড়ে পাঁচলাখ টাকা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। রঙ্গাইয়া রাজ্যের লোকজনকেও হয়রাণ করছিলেন এবং জোর করে বহু টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। বারহান-উদ্ দিন এ ব্যাপার জানবার পর তাতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি দেশাই ও গুরুপাণ্টকে মুক্ত করে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং নিপীড়ন নীতির জন্য ভেঙ্কট রঙ্গাইয়াকে ভর্ৎসনা করেন।[৬৮] রঙ্গাইয়া বারহানের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি, রেগে গিয়ে ধারওয়ার চলে গেলেন। টিপু কিট্টুর অধিকার করেন, কিন্তু দেশাইর ভরণ পোষণের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করে রেখেছিলেন।[৬৯]

কিট্টুর থেকে বারহান-উদ্-দিন মহীশূরের শাসনাধীন অন্যান্য মারাঠা রাজ্যে অগ্রসর হন, এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বর-এ দু'মাসের ভিতর তিনি দোদভাদ, খানাপুর, সদা, হস্‌কোট, পাদশাপুর ও জামবতী[৭০] অধিকার করতে সমর্থ হন। এসব দেশের নায়করা নারগুনড ও কিট্টুরের নায়কদের মত রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী ছিলেন। সুতরাং তাদের রাজ্যও সেরূপ মহীশূরের অর্জন করা হয়।

টিপুর বিরুদ্ধে নানার মিত্র-জোট

বারহান-উদ্-দিনের সাফল্যের খবরে নানা দারুণ আঘাত পান, কারণ এটা তার অনুসৃত নীতিরই ব্যর্থতা জ্ঞাপন করেছিল। নারগুনড পতনের সংবাদ শোনামাত্রই টিপুর বিরুদ্ধে তার অভিযানের কথা ছিল, কিন্তু পুনার অবস্থা বিশৃঙ্খল থাকায় তখন তিনি সেটা করতে পারেন নি।[৭১] এ ছাড়া, পরশুরাম ভাউ নানার কর্ম-পন্থাকে দীর্ঘসূত্রী ও তোষণ-নীতিমূলক মনে করে বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি তার সেনাদলকে ভেঙ্গে দিয়ে তার 'জাগীর' তাসগাঁ চলে গিয়েছিলেন। ইহা সত্য যে গনেশপাণ্ট বেরে তখনো কৃষ্ণা নদীর পাশে শিবির খাটিয়ে ছিলেন, কিন্তু বর্ষাকাল ও সৈন্যদলের অপ্রস্তুত অবস্থার জন্য তার কর্মোদ্যমের অবস্থা ছিল না।[৭২] বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাই অপেক্ষা করা ছাড়া নানার আর অন্য উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে

তিনি কূটনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজকে টিপুর বিরুদ্ধে মৈত্রী-জোটে আনতে, মারাঠা নেতাদের পেশোয়ার নেতৃত্বে জড়ো করতে। আর, পুনরায় কৃষ্ণরাও বল্লালকে নিজামের কাছে পাঠালেন মহীশূর আক্রমণের পরিকল্পনা আলোচনার জন্য তার সঙ্গে দেখা করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে। যদিও টিপু কোন আক্রমণাত্মক কাজ করেন নি—তিনি মাত্র তার অবাধ্যসামন্ত রাজাদের শাস্তি দিয়েছিলেন—তবু নানা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন এই অজুহাতে সুল-তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার জন্য। কারণ তার মর্যাদা ফিরে পাওয়া চাই এবং ১৭৭৪ ও ১৭৭৮ সালের মধ্যে হায়দর আলী মারাঠাদের নিকট থেকে যে-সব রাজ্য জয় করেছিলেন তা ফিরিয়ে আনা চাই।

মারাঠা নেতাদের জবাব অতি সন্তোষজনক ছিল। মুধোজী ভোঁসলে নানার সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য পুনা এসেছিলেন।[৭৩] তিনি টিপুর বিরুদ্ধে পেশোয়াকে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অসুস্থ হওয়ায় সেপ্টেম্বরে তাকে নাগপুর চলে যেতে হয়েছিল। যাই হোক, তিনি ২,০০০ জন সৈন্যসহ তার ছেলে মেনিয়াবাকে রেখে যান। নানাকে আশ্বাস দেন, নাগপুর পৌঁছেই তিনি আরো সৈন্য পাঠাবেন এবং একটু ভাল হওয়া মাত্র নিজেই ১০,০০০ জন সৈন্য নিয়ে আসবেন।[৭৪] ২০,০০০ জন সৈন্য, ১০,০০০ জন পিণ্ডারী ও কিছু গোলন্দাজ সহ হোলকারও টিপুকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত রইলেন,[৭৫] নারগুনড ব্যাপারে নানার নীতির সঙ্গে একমত ছিলেন না বলে যদিও ভাউ পুনা আসতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আক্রমণ আরম্ভ হলে তিনি তাতে যোগ দেবার ইচ্ছা জানান।[৭৬]

কৃষ্ণরাও বল্লালকে নিজাম বলেন যে তিনি মৈত্রী-জোটে যোগ দিতে রাজী যদি যুদ্ধের খরচ বাবদ ২৫ লাখ টাকা পান এবং বিজাপুর প্রদেশ ও আহমেদনগর দুর্গ তাকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কৃষ্ণরাও মনে করেছিলেন যে ব্যাপারটা যদি তিনি পুনার সম্মতির জন্য পাঠান তবে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটবে নানা নিজামের শর্ত না-ও মানতে পারেন; তাই তার নিজের দায়িত্বে কৃষ্ণরাও নিজামকে জানান যে শর্তগুলি তার অনুকূলে বিবেচিত হবে। নিজামকে তিনি ইয়াদগির অভিমুখে যাবার অনুরোধ করেন। নিজাম জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৮৫ সালের নভেম্বরের শেষভাগে রওনা হন।[৭৭] নিজামের সৈন্যের সঙ্গে মিলন ঘটাবার জন্য নানা ১লা ডিসেম্বর হরি-পান্টকে ইয়াদগির অভিমুখে পাঠান। তিনি নিজেও ১২ই ডিসেম্বর পুনা থেকে যাত্রা করে পানধারপুরে[৭৮] হরিপান্টকে ধরে ফেলেন। এখানে তার সঙ্গে পরশুরাম ভাউ এবং রঘুনাথ রাও কুরুন্দওয়ারকার মিলিত হন। সকলে মিলে তারা ইয়াদগিরের পথে এগোন সেখানে নিজাম তাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন।[৭৯]

নানা ও নিজামের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় দেড় মাস চলেছিল। নিজাম দরবারের সংবাদ-দাতার মতে দু'পক্ষে মতানৈক্য খুব প্রবল ছিল। তিনি জানান যে "তাদের কার্যধারার সমস্তটাই একটা অতি গোলমেলে অবস্থায়, এবং একদিন তারা যা

স্বীকার করছিলেন পরদিনই তা আপত্তিজনক হয়ে পড়ে।[৮০] কিন্তু শেষটায় একটা নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু সেটা ওখানেই জুন, ১৭৮৪তে যে-নিষ্পত্তি হয়েছিল তার থেকে বেশি ভিন্ন নয়। একটা আক্রমণাত্মক মৈত্রী সম্পন্ন হয় এবং ঠিক হয় মহীশূর আক্রমণ তৎক্ষণাৎ সুরু হবে। টিপুর কাছ থেকে নিজেদের রাজ্যখণ্ডগুলি পুনরুদ্ধার করে বাকি বিজিত স্থানসমূহ নিজাম ও মারাঠারা সমানভাবে ভাগ করে নেবে।[৮১]

এটাও স্থির হয় যে মিত্র-সংঘ প্রথমে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী মারাঠা জেলাগুলি অধিকারের চেষ্টা করা হবে। নিজামকে বিজাপুর ও আহ্‌মেদনগর ছেড়ে দেবার বিষয়ে নানার উত্তর অসন্তোষজনক ছিল।[৮২]

আলোচনা শেষ হলে নানা এপ্রিলের মাঝামাঝি পুনা ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ, তিনি সামান্য শারীরিক অসুস্থতা বোধ করছিলেন।[৮৩] কিন্তু মুখ্যত, তিনি অল্প বয়সী পেশোয়াকে বহুকাল একাকী রাখতে চাননি। অভিপ্রায় ছিল নিজাম ও হরিপাণ্ট যুদ্ধাভিযানের ভার গ্রহণ করেন। নানার এই মনোভাবে মিত্র-সংঘীদের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠে। তারা ভেবেছিল, নানার পুনা ফিরে যাবার সঙ্কল্প যুদ্ধ-বিষয়ে তার উৎসাহের অভাবই সূচনা করে। নিজাম বলেছিলেন যে মারাঠাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হেতু তিনি এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও টিপুর সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল। সুতরাং নানা যদি না থাকেন, তিনিও চলে যাবেন।[৮৪] সেরূপ, মুধজী ভোঁসলে, যিনি ১৬ই জানুয়ারি, ১৭৮৬ সালে পৌঁছেছিলেন, এবং ভাউ-ও চলে যেতে প্রস্তুত হন। মিত্র-সংঘ ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কিত সম্ভাবনায়ও এই পরিস্থিতির উদ্ভবে নানা আতঙ্কে তার যাত্রা স্থগিত রাখেন।[৮৫] নিজাম কিন্তু নানা ও হরিপাণ্ট তাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও ২৫শে এপ্রিল, ১৭৮৬ হায়দরাবাদ অভিমুখে রওনা হয়ে যান, পেছনে রেখে যান তাহাওয়ার জঙ্গের নেতৃত্বে ২৫,০০০ জন সৈন্য।[৮৬] ডাফ বলেন যে বর্ষাকালে যুদ্ধোদ্যম পছন্দ করেন নি বলে নিজাম চলে যান।[৮৭] কিন্তু বস্তুত, মারাঠা 'উকিল' কৃষ্ণরাও বল্লালের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নানা তাকে বিজাপুর প্রত্যর্পণ[৮৮] না করায় হতাশ হয়ে নিজাম প্রস্থান করেন।[৮৯] অপরপক্ষে, 'উকিল'কে কৃষ্ণরাও বল্লালকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন বলে নানা অস্বীকার করেন। সুতরাং যে-সময় তার উপস্থিত একান্ত প্রয়োজন, সে-সময়ই নিজাম হায়দরাবাদ চলে যাওয়ায় নানা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।[৯০]

মহীশূর আক্রমণ

নিজাম হায়দরাবাদ চলে যাবার পর মিত্র-সৈন্যদল বাদামির দিকে অগ্রসর হয়ে ১লা মে, ১৭৮৬তে তা আক্রমণ সুরু করে। শহরটি সুরক্ষিত এবং টিপুর উত্তর রাজ্য—সীমার কাছে সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল। ইহার গড়-সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৩,০০০ জন।[৯১] শহরটির একটি ছোট দুর্গ ছিল। ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

আরো সুদৃঢ় হয়েছিল দু'পাশে দু'টি পাহাড়-দুর্গ দ্বারা।[২২] প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে মিত্র-সৈন্য দেয়ালে ভাঙন ধরাবার জন্য, বহু চেষ্টা ক'রে কিন্তু সফল হতে পারেননি। সুতরাং তারা সরাসরি আক্রমণ করে দুর্গ দখলের সঙ্কল্প করে। ২০শে মে সকালবেলা ২০,০০০ জন পদাতিক সৈন্যসহ তারা আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা অগ্রসর হবার সঙ্গে দুর্গ-পরিখায় ও তার গুপ্তপথে মহীশূরীরা বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ যে সব মাইন রেখেছিল তা বিদীর্ণ হতে থাকে, ফলে বহু সৈন্যর জীবন হানি হয়। কিন্তু এতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি, অসম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মই বেয়ে দেয়ালে উঠে পড়েছিল। গড়-সৈন্য প্রতিরোধ করে কিন্তু পরাজিত হয়ে দুর্গের ভিতর পালিয়ে যায়। মিত্র-সৈন্য পেছনে তাড়া করে পলাতকদের সঙ্গে দুর্গ-প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু আক্রমণকারীরা সফল হতে পারে নি।[২৩] দুর্গ থেকে যেসব বৃহৎ পাথর নিচে গড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং গড় সৈন্যরা যে রূপ প্রবলভাবে গাদা বন্দুক তাদের উপর চালনা করেছিল, তা ভীষণ ধ্বংসাত্মক হয় ইহাতে ৮০০ জন মারাঠা ও অনুরূপ নিজাম-সৈন্য মারা যায়। মহীশূরীদের ক্ষতি হয় মাত্র ৪০০ জন সৈন্য।[২৪]

যদিও তখনকার মত দুর্গ রক্ষা হয়েছিল কিন্তু এর নায়ক হায়দর বখ্‌স্‌ বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশিদিন তিনি অটল থাকতে পারবেন না। কারণ শহর ছিল শত্রুর হাতে, প্রধানত সেখানকার একটি প্রকাণ্ড জলাশয় থেকে দুর্গে জল-সরবরাহ হ'ত। সে সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি শর্তাধীন আত্মসমর্পণের কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু এই দুর্গ-অবরোধে নানাকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল তাতে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিলেন বলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জেদ করেন। দুর্গ-রক্ষক প্রথমে রাজী হননি, কিন্তু দারুণ জলাভাব ও তজ্জনিত মৃত্যু দেখে এবং অবরোধকারীদের দৃঢ় সঙ্কল্প বুঝে নিয়ে তিনি ২১শে মে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাকে কথা দেওয়া হয়েছিল যে গড়-সৈন্যদের জীবন রক্ষা করা হবে।[২৫] পরশুরাম ভাউ প্রস্তাব করেছিলেন হায়দর বখ্‌স্‌ ও অন্যান্য যারা নারগুনড ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে কাজ করেছিল তাদের কারারুদ্ধ করা হোক, কিন্তু নানা ও হরিপাণ্ট এ পরামর্শ নেননি, কারণ তাতে গড়-সৈন্যকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অন্যথা করা হবে।[২৬]

বাদামি অধিকারের পর হরিপাণ্টকে সৈন্যদের কর্তৃত্ব দিয়ে নানা ২৬শে মে পুনা যাত্রা করেন। মুধজী ভোঁসলে নাগপুর ফিরে গিয়েছিলেন, তার সৈন্যের বেশির ভাগ তার দ্বিতীয় পুত্র খান্দুজীর সঙ্গে হরিপাণ্টের নেতৃত্বে থাকে। তিনি আরো সৈন্য সহ দশেরা পর্বের পরে ফিরে আসবেন—কথা দিলেন। সেরূপ, পরশুরাম ভাউ তাসগাঁ চলে যান। নানা তার প্রস্থানের বিপক্ষে ছিলেন, ভাউ তাকে কথা দেন যে তার পুত্রের উপবীত শেষ হলে তিনি চলে আসবেন।[২৭]

যুদ্ধের দায়িত্ব এখন হরিপাণ্টের উপর পড়ল তিনি ১৭৮৬ সালের জুনে

গজেন্দ্রগড়ের[৯৮] উপর আক্রমণ চালান। এর সেনাধ্যক্ষ রজ্জব খাঁ প্রথম দিকে আত্মসমর্পণে রাজী ছিলেন না; কিন্তু তার সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্য রুদ্ধ হয় কোন সাহায্য তার কাছে পৌছয়নি, তাই তিনি ১৯শে জুন উৎকোচ গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করেন তাকে এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে গড-সৈন্যরা অবাধে তাদের গৃহে ফিরে যেতে পারবে।[৯৯]

ইতিমধ্যে মারাঠা সৈন্যরা অন্যান্য যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে সক্রিয় ছিলেন। বারহান-উদ্-দিনের বিজয় নানাকে বিশেষ শঙ্কিত করেছিল। তিনি ফেব্রুয়ারির শেষে টুকজী হোলকারকে গনেশপান্ট বেরের সাহায্যার্থে পাঠান। গনেশপান্ট কিট্টুর অঞ্চলে মহীশূরীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালানো কঠিন দেখছিলেন। হোলকারের অগ্রসর হবার খবর শুনে বারহান-উদ্-দিন বুঝেছিলেন যে তিনি এসে পড়লে তার সৈন্য সংখ্যা মারাঠাদের তুলনায় অনেক কম হয়ে যাবে। তাই তিনি ঠিক করেন আক্রমণাত্মক কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রতিরক্ষায় থেকে যাবেন। তিনি তার গুরুভার কামানগুলি ও অসামরিক লোকদের ধারওয়ার এবং মিশ্রীকোট[১০০] পাঠিয়ে দেন। তারপর কিট্টুর ৩,০০০ জন পদাতিক ও কিছু বন্দুক দিয়ে রক্ষিত করে নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থানে কিছু হাল্কা অস্ত্রসহ সৈন্য নিয়ে মারাঠাদের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু বারহান-উদ্-দিনকে আক্রমণ করা হোলকার লাভদায়ক মনে করেন নি। পরিবর্তে তিনি কিট্টুর জেলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। কিট্টুর জেলার সমস্ত অংশ তিনি দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন কেবল ঐ নামের দুর্গটি ব্যতীত। দুর্গটিও অবরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু দখল করা যায় নি। হোলকার তারপর গনেশপান্ট বেরের সঙ্গে সেভানুরের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার নবাব মহীশূরীদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য চেয়েছিলেন।[১০১]

১৭৭৬ সালে হায়দর সেভানুর দখল করে ইহার পাঠান শাসক আব্দুল হাকিম খাঁকে তা ফিরিয়ে দেন ৪ লাখ টাকা বাৎসরিক করের বদলে। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যে তার নতুন বিজিত স্থানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ১৭৭৯ সালে হায়দর নবাবের সঙ্গে একটা বৈবাহিক-মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। এতে নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল করিম খাঁ এর সঙ্গে হায়দরের কন্যার বিবাহ হয়, আর নবাবের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় হায়দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র করীম সাহেবের। ঐ উপলক্ষে হায়দর আবদুল হাকিমকে মারাঠাদের অধিকৃত তার রাজ্যের বাকি অর্ধেকটা ফিরিয়ে দেন আর বাৎসরিক করও অর্ধেক করে দেন। কিন্তু পরিবর্তে আবদুল হাকিমকে তার দুই পুত্রের অধীনে হায়দরের প্রয়োজনার্থে ২,০০০টি বাছাই করা পাঠান অশ্বারোহী সৈন্য রাখবার কথা হয়।[১০২] প্রথম দিকে নবাব ঐরূপ সৈন্য রেখেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে যে-সব অশ্বারোহী মারা যায় তাদের স্থান পূর্ণ করা হয়নি বলে মেঙ্গালোর সন্ধির পর দেখা যায় সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫০০তে।

টিপু সুলতান তখন আবশ্যক সংখ্যক অশ্বারোহী না রাখবার কৈফিয়ৎ দেবার জন্য শ্রীরঙ্গপটমে তার প্রতিনিধি পাঠাতে নবাবকে আদেশ করেন। কয়েক বৎসরের বকেয়া করও তিনি দাবি করেন। নবাবের মন্ত্রীরা যখন শ্রীরঙ্গপটম আসেন তখন তাদের সম্মুখে নবাবের পরিশোধের জন্য ২১ লক্ষ টাকার একটি 'বিল রাখা হয়'। এতে ছিল বকেয়া কর, আর আবশ্যক সংখ্যক অশ্বারোহী না রেখে নবাব যে-টাকা বাঁচিয়ে ছিলেন তা।[১০৩]

নবাব প্রায় অর্ধেক টাকা দিয়ে বাদ বাকি টাকা দেবার অসামর্থ্যতা জানান।[১০৪] বস্তুত, টিপুর দাবি এড়িয়ে যাবার তার প্রধান কারণ মারাঠারা তাকে টাকা দিতে নিবৃত্ত করেছিল, তাকে সাবধান করেছিল যে স্বীকৃত হলে তারা সম্পর্ক ছেদ করবে আর অস্বীকৃত হতে থাকলে এবং টিপু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তার সাহায্যে আসতে প্রতিশ্রুত থাকবে।[১০৫]

নবাব মারাঠাদের পরামর্শ গ্রহণ করে বকেয়া খাজনা পরিশোধ করেন নি। টিপু সুতরাং রাঘবেন্দ্র নায়েক নামে তার একজন বড় মহাজনকে কিছু সৈন্যসহ ঐ টাকা আদায়ের জন্য পাঠান। একথা শুনে হোলকার ও বেরে সেভানুরে ছুটে আসেন রাঘবেন্দ্র নায়েককে আটক করবার জন্য। কিন্তু নায়েক তুঙ্গভদ্রা পার হয়ে পালিয়ে যান।[১০৬] মাত্র ২ বা ৩ জন ছোটখাট মহাজন হোলকারের হাতে ধরা পড়ে। তাদের কাছ থেকে তিনি ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। বারহান-উদ্-দিন হোলকারের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিলেন ও তার অনুসরণ করছিলেন। তিনি হোলকার কে সেভানুরের কাছে আক্রমণ করেন। কিন্তু মারাঠা ও নবাবের যুক্ত-শক্তি দ্বারা ব্যাহত হয়ে সেভানুরের ৩০ মাইল উপরে ভর্দার পাশে জেরিয়ান ভট্টিতে পালালেন।[১০৭]

এই সাফল্যের পর তুর্কী হোলকার ১৫,০০০ জন সৈন্য সহ কিট্টুর অভিমুখে রওনা হন। পেছনে রেখে যান বেংকাপুরে ১৫,০০০জন সৈন্য গণেশপান্টের অধীনে; তারা সেভানুরের নবাবকে রক্ষা করবে এবং লক্ষ্মেশ্বর অঞ্চলে টিপুর রাজ্য দখলে আনবে। এই স্থান পূর্বে পটবর্ধন বংশের হাতে ছিল। হোলকার বেয়া-হাট্টি[১০৮] তে বাপু হোলকারের অধীনে ১৫,০০০ জন সৈন্যও রেখে যান ধারওয়ার অঞ্চলে মারাঠা শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। গনেশপান্ট লক্ষ্মেশ্বর অঞ্চলের প্রায় সমস্ত ঘাঁটি দখল করেনেন, সেরূপ বাপু হোলকারও ধারওয়ার জেলায় সউনসি, নভালগুনড, গেডাগ, শিরহাট্টি এবং নিউহুবলি অধিকারে সমর্থ হন।[১০৯] বাপু হোলকার অতঃপর ওল্ড হুবলি দখলে নিতে রওনা হন, এর শাসক কাঞ্চন-গৌড় ইহা সমর্পণ করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু ধারওয়ারে টিপুর সেনাধ্যক্ষ কাঞ্চন গৌড়কে জানান যে যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তবে প্রতিভূ হিসাবে রক্ষিত তার ছেলেকে হত্যা করা হবে। এজন্য তিনি দখল দিতে রাজী হননি। বাপু তখন ওল্ডহুবলি অবরোধ করেন, কিন্তু বারহান-উদ-দিনের আগমনে অবরোধ

ত্যাগ করে বেয়াহাট্টি চলে যান এবং সেখানে তুকজী হোলকারের সঙ্গে মিলিত হন। হোলকার কিট্টুর অধিকারে সফল না হয়ে সেখান থেকে এসেছিলেন। মারাঠা সেনাধ্যক্ষরা একত্রিত হয়ে ওল্ডহুবলি আক্রমণে রওনা হন এবং জুনের শেষভাগে তা অধিকার করেন। বারহান-উদ-দিন আর সাহায্যে আসতে পারেন নি কারণ তাকে মিশ্রী কোট অভিমুখে যেতে হয়েছিল।[১১০]

তুকজী হোলকার ও গনেশপান্ট বেরের নেতৃত্বে পরিচালিত মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে বারহান-উদ্-দিনের ব্যর্থতার কারণ হ'ল তার সৈন্যের অপর্যাপ্ততা। তার শ্বশুর বদরুদ্দজমানের নেতৃত্বে বেদনুর থেকে আগত সৈন্য দ্বারা বলবৃদ্ধির পরও মারাঠারা সংখ্যা—গুরু ছিল এবং তিনি আক্রমণাত্মক কোন প্রচেষ্টা করবার মত শক্তিশালী হন নি।[১১১] সুতরাং তিনি প্রতিরক্ষা নীতি অবলম্বন করে লঘু অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সেনাদল নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে ফিরে মারাঠা কর্তৃক নিপীড়িত গড়—সৈন্যদের সাহায্যার্থে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশাইরা বিশ্বাসঘাতকা করে হোলকার ও বেরের সঙ্গে যোগ-সাজশে থাকায় মারাঠা কর্তৃক কিট্টুর, ধারওয়ার ও লক্ষ্মেশ্বর জেলার প্রায় সমস্ত স্থান একে একে অধিকারে তিনি বাধা দিতে পারেন নি। প্রধান দুর্গগুলির মধ্যে মাত্র কিট্টুর ও ধারওয়ার মহীশূরীদের অধিকারে থেকে গিয়েছিল। সেগুলি জয়ের জন্য মারাঠাদের সমস্ত চেষ্টা তারা ব্যাহত করেছিল।

টিপু সুলতানের পুনাস্থিত 'উকিল' নুর মহম্মদ খাঁ যখন তাকে জানান যে মারাঠারা আর নিজাম মহীশূর আক্রমণের পরিকল্পনা করছে তখন তিনি কুর্গে। তিনি তৎক্ষণাৎ, জানুয়ারি ১৭৮৬ সালে, শ্রীরঙ্গপটম ফিরে এসে ঐ মৈত্রী-জোট ভেঙ্গে দবার কাজে, ব্রতী হন। হায়দরাবাদে গেল একজন 'উকিল' নিজামকে মৈত্রী-জোটে যোগদানে বিরত করাতে। তুকজী হোলকারের কাছে তার জন্য ৫ লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে যায় একজন গুপ্তচর, তার বন্ধুত্ব ও যুদ্ধে নিরপেক্ষতা পাবার জন্য।[১১২] এবং নানার জন্য ১২টি হাতি ও ৩ লাখ টাকা মূল্যের মণিরত্ন উপহার সঙ্গে দিয়ে মহম্মদ খিয়াসকে পাঠানো হ'ল পুনাতে নানাকে যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ না করায় রাজী করাবার জন্য। লক্ষ্মণরাও রাস্তের সাহায্যে মহম্মদ ঘিয়াস ও পুনায় মহীশূরের প্রতিনিধি নুর মহম্মদ খাঁ নানার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করেন। মহম্মদ ঘিয়াস নানার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন টিপুর প্রতি তিনি বিরূপ কেন? যুবক পেশোয়ার যখন ইংরেজ ও রঘুনাথরাও এর দ্বারা বহিষ্কৃত হবার আশঙ্কা, সেই সঙ্কটকালে হায়দর আলী তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টিপুও মারাঠাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রেখে পিতার নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। কিন্তু তবু তার সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে, দ্বিতীয়-ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে তাকে সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হন এবং তার রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করেন তারা ১৭৮০ সালে পেশোয়া ও তার পিতার সঙ্গে যে

সন্ধি হয়েছিল তা অমান্য করতে চান।[১১৩] নানা জবাবে বলেছিলেন যে সুলতান কয়েক বৎসর যাবৎ কর দিচ্ছেন না, দিলেই যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হবে। কিন্তু মহম্মদ ঘিয়াস দৃঢ়তা সহকারে জানান যে নানা প্রথম হানাহানি বন্ধ করুন, টাকা তারপরে দেওয়া যাবে। কিন্তু নানা এতে রাজী হননি।[১১৪] টিপুর 'উকিল'রা কিন্তু শান্তির চেষ্টা ছাড়েননি, নানাকে অনুসরণ করে ইয়াদগিরে যান। মিত্র-সৈন্য যখন বাদামির মাত্র প্রায় ৮ মাইল দূরে তখন 'উকিল'রা প্রস্থান করেন। নানা সামরিক কারণে ও তাদের কাছ থেকে টাকা পাবার কোন সম্ভাবনা না দেখে তাদের উপস্থিতি আর বাঞ্ছনীয় মনে করেননি; তাদের বিদায় দিয়েছিলেন।[১১৫]

যুদ্ধ নিবারণের জন্য পুনা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে ১৭৮৪ সালের মার্চের শেষে[১১৬] টিপু তার রাজ্যের প্রতিরক্ষায় বেঙ্গালোর রওনা হন। সেখানে পৌঁছে পুনা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তার মতভেদ নিয়ে একটা শান্তিমূলক মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য আবার চেষ্টা হয় তার প্রতিনিধিদের মুখজী ভোঁসলে ও হরিপাণ্টের নিকট পাঠান। কিন্তু পূর্বের মতই কোন ফল পাননি।[১১৭] সুতরাং প্রায় ২০ দিন[১১৮] থেকে তিনি বেঙ্গালোর ত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিল প্রায় ১,২০০ জন স্থায়ী পদাতিক, ৩০,০০০জন অশ্বারোহী, ১০,০০০জন স্থায়ী পাইক ও ২২টি কামান। ইহা ছাড়া, পলিগার ও তার করদ-রাজাদের প্রেরিত সেনাদলও ছিল।[১১৯] প্রথম দিকে তার গতি ধীর ছিল, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার সৈন্যরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়, এবং বর্ষায় তুঙ্গভদ্রা স্ফীত হয়ে নদীর দক্ষিণে কোন সাহায্য পাঠাতে মারাঠাদের বাধা দেয়।[১২০]

টিপুর আদনি আক্রমণ

মিত্র শক্তি ভেবেছিল টিপু বাঙ্গালোর থেকে বারহান-উদ-দিনের সাহায্যে যাবেন। পরিবর্তে, তিনি মারাঠা কর্তৃক অবরুদ্ধ গুটির সাহায্যে গিয়েছিলেন। মারাঠারা তা জানার পর বাদামিতে চলে আসে। টিপু তখন তাদের বিস্মিত করে হঠাৎ আদানিতে গিয়ে পৌঁছান। আদনি বসালত জাঙ্গের ছেলে ও নিজামের ভ্রাতুষ্পুত্র মহবত জাঙ্গ-এর কর্তৃত্বে ছিল।[১২১] আদনির বিরুদ্ধে টিপুর যুদ্ধোদ্যমের কারণ ছিল মারাঠা নিপীড়িত বারহান-উদ্-দিনের সুবিধার জন্য শত্রুর গতি পরিবর্তন করা, এবং তার রাজ্যের ভিতর আর অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া। তিনি জানতেন যে আদনির উপর আক্রমণ উপেক্ষা করা যাবে না, কারণ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ইহা নিজামের একটি শক্তিশালী সীমান্ত ঘাঁটি এবং সেখানে ছিল তার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবার।

টিপুর আগমনে আতঙ্কিত ও বিস্মিত হয়ে মহবত জাঙ্গ তৎক্ষণাৎ সাহায্য চেয়ে নিজাম ও মারাঠাদের লিখেছিলেন। তাদের অনুরোধ করেন তার পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাতে, নতুবা তারা শত্রু হাতে পড়বে।[১২২] সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অমাত্য

আসাদ আলী খাঁকে টিপুর কাছে পাঠিয়ে দেন তাকে আদনি আক্রমণ থেকে বিরত করার জন্য, টিপুকে কিছু টাকা দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান এসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, যে-হেতু মহবত জাঙ্গ তার সঙ্গে দেখা করতে ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে মিলতে রাজী ছিলেন না।[১২৩]

হরিপাণ্ট সবে গজেন্দ্রগড় দখল করেছেন যখন তিনি আদনির উপর টিপুর আক্রমণের কথা জানতে পারলেন। খবরটা তাকে বিস্মিত করে, কারণ. মারাঠা গুপ্তচরদের সংবাদ অনুযায়ী তিনি আশা করেছিলেন সুলতান বারহান-উদ্-দিনের সাহায্যেই যাবেন। তবু, তিনি তৎক্ষণাৎ তার অধীনস্থ নিজাম সৈন্যদের এবং আপ্পা বলবন্ত ও রঘুনাথ রাও এর নেতৃত্বাধীন ২০,০০০ জন মারাঠা সৈন্যদের আদেশ দেন আদনির সাহায্যার্থে শীঘ্র অগ্রসর হতে।[১২৪] নিজামও মহবত জঙ্গের পত্র পাওয়া মাত্র তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঘল আলী খাঁকে ২৫,০০০ জন সৈন্যসহ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যার্থে পাঠান এবং হরিপাণ্ট ও তাহাওয়ার জাঙ্গকে লিখে দেন তৎক্ষণাৎ আদনি যাত্রা করতে।[১২৫] এ সমস্ত সৈন্যই বুন্নুরে মিলিত হয় এবং কিছু বাধাবিঘ্নের পর তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে আদনি অভিমুখে প্রায় ৬০,০০০ জন যোদ্ধা রওনা হয়।[১২৬]

সাহায্যকারী সৈন্য পৌঁছবার পূর্বেই টিপু আদনি দখল করতে চেয়েছিলেন। তিনি শহর দখলে সমর্থ হন এবং ২৪শে জুন দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু এর দেয়াল এত মজবুত গড়নের ছিল যে তার কামান কোন ফাটল ধরাতে পারেনি। সুতরাং তিনি দু'বার সরাসরি আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু গড়-সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং দেয়ালের সমান উঁচু মই এর অভাবে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে তিনি বিতাড়িত হন। একটা সুরঙ্গ[১২৭] খনন করে দুর্গ-প্রবেশের চেষ্টাও তার বিফল হয়। মিত্র সৈন্য দল সমাপবর্তী হলে তিনি অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং কয়েক মাইল দক্ষিণে একটা জুতসই জায়গায় তাঁবু ফেলেন।[১২৮] ২২শে জুন সুলতানের অগ্রবর্তী দলের প্রায় ৭০০ জন অশ্বারোহী সহ, তার নায়ক গাজী খাঁর অনুমতি ছাড়াই, হায়দর হুসেন বখশী মারাঠা অশ্বারোহীদের একটা বড় দলকে আক্রমণ করেন। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তিনি পরাজিত হন। শুনে, টিপু তৎক্ষণাৎ তার সাহায্যার্থে গিয়েছিলেন। ফলে, কয়েক ঘণ্টাব্যাপী একটা ভীষণ সংঘর্ষ হয়। কিন্তু জয়পরাজয় অনিশ্চিত থাকে যদিও প্রতি পক্ষই জয়ের দাবি করেছিল। ৫০,০০০জন মুঘল সেনার বেশির ভাগই ছিল নির্বাক দ্রষ্টা।[১২৯]

ঋতুর শেষে আদনি আক্রমণ করতে সুলতান মিত্র-পক্ষদের বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলেন। যদিও তারা স্থানটি মুক্ত করতে পেরেছিল। তাদের সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ সরবরাহের বিঘ্নে তারা বুঝেছিল বেশিদিন ওখানে তিষ্ঠানো যাবে না। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে তারা কোন ভাণ্ডার স্থাপন করেনি, অথচ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী অঞ্চলের কোন সংস্থানের উপর নির্ভর করারও

উপায় ছিল না, কারণ তার বেশির ভাগই তখনো টিপুর হাতে ছিল। তাছাড়া যোগাযোগের বিঘ্নও ছিল, কারণ তুঙ্গভদ্রা ইতিমধ্যেই স্ফীত হচ্ছিল শীঘ্রই প্লাবিত হতে পারে। মিত্র-সৈন্য বিচ্ছিন্ন হবার আতঙ্কে হরিপান্ট আপ্পা বলবন্তকে লিখেছিলেন মহবত জাঙ্গকে সপরিবার অপসরণ করতে নদী পার হওয়া অসম্ভব হবার পূর্বেই[১৩০] মুঘল আলী খাঁও এই প্রস্তাবে রাজী হন। সেইমতে ২রা জুলাই ভোরবেলা মিত্র-সৈন্য আদনি পরিত্যাগ করে[১৩১] টিপু একথা জানা মাত্র তাদের অনুসরণ করেন কিন্তু তারা তুঙ্গভদ্রা পুনরায় অতিক্রম করতে সফল হয়। টিপু শুধু কিছু দলভ্রষ্ট লোক ও মালপত্র দখল করতে পেরেছিলেন।[১৩২] নদীর অন্য তীরে তিনি তাদের অনুসরণ করতে পারেন নি কারণ। ইতিমধ্যেই তা প্লাবিত হয়েছিল।

আদনি পরিত্যাগ পরশুরাম ভাউ অনুমোদন করেন নি।[১৩৩] টিপুর হাতে এত শক্তিশালি ও গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান ছেড়ে দিয়ে আসাকে মিত্র-সেনাধ্যক্ষের একটা অত্যন্ত ভীরুতাপূর্ণ কাজ বলে পুনার ইংরেজ প্রতিনিধি মেলেট মনে করেছিলেন।[১৩৪] কিন্তু সরবরাহের বিঘ্ন এবং নিজাম সৈন্যের যুদ্ধোদ্যমে উদাসীনতার ভাব হেতু আদনি পরিত্যাগ করাই মিত্র-সেনাধ্যক্ষদের একমাত্র নির্ভুল রণচাতুর্য প্রদর্শন বলতে হবে। কারণ, যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায় যেরূপ দেখা গিয়েছে, টিপুর সৈন্যদলের মত সেনানীর সম্মুখে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে অবস্থান করা তাদের সর্বনাশের কারণ হত।

টিপুর তুঙ্গভদ্রা অতিক্রমণ

সাফল্যের সঙ্গে পলায়ন করে মহাবত জাঙ্গ রায়চুর অভিমুখে গিয়েছিলেন এবং মুঘল আলী খাঁ ফিরলেন হায়দরাবাদে। আর মারাঠারাও তাহাওয়ার জাঙ্গের অধীনস্থ বাকি মুঘল সৈন্য গজেন্দ্রগড়ে হরিপান্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যায়। কিন্তু টিপু সুলতান আদনি ফিরে গিয়ে দুর্গ দখল করেন। মিত্র-সৈন্যরা তাড়াতাড়িতে যে-সব কামান ও গোলা-বারুদ ধ্বংস করে রেখে যেতে পারেনি তা-ও নিয়ে নিয়েছিলেন।[১৩৫] তিনি দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়ে কামান ও রসদপত্র গুটি ও বেলারিতে স্থানান্তরিত করেন।[১৩৬] আদনিকে কুতুবুদ্দিন খাঁয়ের দায়িত্বে রাখা হয়।[১৩৭] তারপর তিনি তার কয়েকজন অবাধ্য 'পলিগারে'র বিরুদ্ধে সক্রিয় হন।[১৩৮] তাদের পরাভূত করবার পর তুঙ্গভদ্রার নিকটবর্তী হয়ে তার সেনাধ্যক্ষদের পরামর্শের বিরুদ্ধে তা অতিক্রম করতে সঙ্কল্প করেন।[১৩৯] অগাষ্টের মাঝামাঝি সময়ে তার একদল অগ্রগামী সৈন্য গোরনাথ[৪০] নামক স্থানের অগভীর জলভাগ বা ত্রতে অতিক্রম করে। আসা যাওয়ার পথের উপর একটা ছোট গ্রাম্য দুর্গ অবরোধ করে। ২০শে অগাষ্টের মধ্যে হরিপান্ট প্রেরিত মারাঠা সৈন্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জিনিষ পত্র সহ সমগ্র মহীশূর বাহিনী

অধিকাংশই বেদনুর থেকে আনীত ছোট ছোট ডিঙ্গি ও ভেলায় ঐ অগভীর জল ভাগ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। টিপু তুঙ্গভদ্রা ও ভর্দার সঙ্গম স্থলে ইটগাতে শিবির স্থাপন করেন। ইহা একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল—তুঙ্গভদ্রা পশ্চাতে, ছোটনদী ভর্দা সম্মুখে, দু'পাশের স্থান আয়ত্তের মধ্যে।[১৪১]

হরিপাণ্ট খুবই নিশ্চিত ছিলেন যে প্লাবিত অবস্থায় তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করার মত দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক কাজ টিপু হাতে নেবেন না। যদিও হরিপাণ্টকে সেভানুরের নবাব সাবধান করেছিলেন যে টিপু নদীটির দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ করছেন এবং নদী অতিক্রম করার জল্পনা হচ্ছে, তিনি এসব সাবধানবানী অগ্রাহ্য করে ধারওয়ার জেলার সমস্ত মহীশূরী রাজ্যখণ্ড অধিকারে মন দিয়েছিলেন।[১৪২] গজেন্দ্রগড় দখলের পর তিনি শক্তিশালী দুর্গ বাহাদুরবন্দা অভিযানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এটা দখল করার পূর্বেই দুঃসংবাদ পান যে টিপু সুলতানের কিছু সৈন্য তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করেছে। তিনি সুতরাং ১৫ই অগাষ্ট একটা বড় সৈন্যদল মহীশূরীদের উত্যক্ত করতে পাঠান।

বাহাদুর বেণ্ডা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে সমর্পণ করা হয়েছিল, সেটি ১৭ই অগাষ্ট দখল করে পরদিন তিনি নিজেই তার সমস্ত সেনাসহ অগ্রসর হন। ইতি-পূর্বেই দলের অগ্রভাগের ২০,০০০ জন সেনা বাজীপাণ্ট আন্নার নেতৃত্বে বিমুক্ত হয়ে চলে গিয়েছিল। বাহাদুর বেণ্ডা থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত শক্তিশালী কোপ্পাল দুর্গ অবরোধের জন্য রঘুনাথ রাও পট্টবর্ধনকে ১০,০০০ জন সৈন্যসহ রেখে গেলেন।[১৪৩] কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি, হরিপাণ্টের প্রেরিত সৈন্য টিপুকে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করা থেকে বারণ করতে পারেনি। হরিপাণ্ট ওখানে পৌছবার পূর্বেই সুলতান সম্পূর্ণভাবে পার হয়ে এসে নদীর উত্তর তীরে একটি জুতসই স্থানে তাঁবু ফেলেছিলেন।

টিপুর শিবির থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে কালকেরিতে হরিপাণ্ট শিবির ফেলেন।[১৪৪] কয়েকদিন ধরে শুধু ছোটখাট দাঙ্গা দুই সৈন্যদলে চলছিল। কারণ, যদিও হরিপাণ্ট যুদ্ধের জন্য টিপুকে শিবির থেকে বাইরে আসতে প্ররোচিত করার চেষ্টায় ছিলেন, টিপু বাইরে আসতে চাননি, তার অবস্থান মজবুত করতে ব্যাপৃত থাকেন।[১৪৫] অবশেষে ২৮শে অগাষ্ট রাত্রিতে তিনি মারাঠাদের উপর একটা অতর্কিত আক্রমণ চালাবার জন্য কিছু সৈন্যসহ বের হয়ে এসে দেখেন যে মারাঠারা তার অভিসন্ধি জেনে ফেলে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তাই তিনি শিবিরে ফিরে যান। চার দিন পরে টিপু আবার শত্রুকে চমকে দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু সফল কাম হননি।[১৪৬]

যখন হুবলি থেকে তুকজী হোলকার, কোপ্পাল থেকে রঘুনাথ রাও পট্টবর্ধন আসেন, ইতিমধ্যে তখন হরিপাণ্টের সৈন্যদল বেড়ে গিয়ে ১০,০০০এ দাঁড়িয়েছিল। হরিপাণ্ট ইটগারের নিকট থাকা কষ্টকর মনে করেন কারণ সরবরাহের ঘাটতি ও

শিবিরে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তিনি তাই সেভানুরের দিকে চলে যান।[১৩৮] টিপু তুঙ্গভদ্রার তীর দিয়ে তাকে অনুসরণ করেন এবং সেভানুরের কাছে গিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে দু'বার রাত্রিতে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু কোনটাই চূড়ান্তভাবে সফল হয়নি। ১৫ তারিখ সেভানুরের প্রায় ৫ মাইল দূরে টিপু সুদৃঢ়ভাবে শিবির স্থাপন করেন। এখানে তার সঙ্গে শীঘ্রই মিলিত হয়েছিলেন কালঘাটগি[১৩৮] থেকে বারহান-উদ্-দিন, বেদনুর থেকে প্রচুর রসদপত্রের রক্ষণাধীন বাহন সহ বদর-উজ-জমান খাঁ।[১৩৯] কয়েকদিন ধরে প্রত্যহ অপরাহ্নে টিপু একটা বড়রকম সংঘর্ষের তোড়জোর করে চৌকির সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে তার তাবুতে ফিরে আসতেন।[১৪০] অক্টোবরে আবার তিনি অনুরূপ আক্রমণ-প্রদর্শনী করেন। আশা করেছিলেন যে, তিনি কোন গুরুতর আক্রমণ করবেন না—এই বিশ্বাসে মারাঠাদের ভোলাতে পেরেছেন। সে মতে রাত্রিবেলা আকস্মিক আঘাত করা ঠিক করেন। তিনি তার সৈন্যদলকে ৪টি ব্যূহতে ভাগ করে নিয়েছিলেন, কেন্দ্রের বামভাগের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি নিজে, কেন্দ্রের দক্ষিণ ভাগের নেতৃত্বে মীরজা খাঁ, বামপাশে বারহান্-উদ-দিন, ডানপাশে মীর মৈন-উদ-দিন। ইহা স্থির হয় যে পূর্ব-নির্দিষ্ট আক্রমণ স্থলে পৌঁছে টিপু একটা সাঙ্কেতিক বন্দুক ছুঁড়বেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ব্যূহের নায়কদের কাছ থেকে তার প্রত্যুত্তর আসবে। এতে একে অন্যের অবস্থান কেন্দ্র জানতে পারবে ও তৎক্ষণাং আক্রমণ আরম্ভ করবে, সৈনারা সন্ধ্যাকালীন আহারের পরই অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এবং প্রবল বৃষ্টিপাতে টিপুর নিজের ব্যূহ ছাড়া অন্যান্য ব্যূহের অগ্রবর্তীরা পথ হারিয়ে ফেলেছিল ফলে, টিপু শত্রুশিবিরের কাছে পৌঁছে সাংকেতিক তোপ যখন দাগলেন তখন তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া আসেনি বহু দেরি করে যখন দ্বিতীয়বার তোপ দাগা হয়, কিন্তু সাড়া আসে মাত্র একজন সেনাধ্যক্ষের কাছ থেকে। ভোর হবার একটু পূর্বে তিনি মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করে দেখেন তার সঙ্গে মাত্র ৩০০ জন সৈন্য। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তিনি সৈন্যদের মিলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু দেখা গেল শিবির খালি। মারাঠারা আসন্ন আক্রমণের জন্য গুপ্তচরদের দ্বারা সাবধান হয়ে তাদের স্থিতিস্থান পরিত্যাগ করেছিল। এবং নিকটবর্তী একটি উচ্চভূমিতে সুবিধাজনক স্থান নিয়ে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেছিল। টিপু তার সৈন্যদের পাল্টা গোলাবর্ষণ করতে নিষেধ করেন, যাতে মারাঠারা প্রতারিত হয়ে মনে করে যে তার কাছে দূরবর্তী কামান নেই, এবং এই ভেবে তার দিকে এগিয়ে আসতে প্রলুব্ধ হবে। কৌশলটি কাজ দেয়—শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসে। তারা আসলে, সাত ঘণ্টা ধরে তিনি প্রবল গোলাবর্ষণ সুরু করেন। ফলে মারাঠা মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ সেভানুর শহরের বাম দিকে একটা স্থানে পিছিয়ে যায়।[১৪১] পরদিন ইদ্-উ-জ-জুহা থাকায় টিপু সামরিক কাজ স্থগিত রাখেন। কিন্তু তৃতীয় দিন তিনি পুনরায় আক্রমণ করে মারাঠাদের স্থানচ্যুতি

ঘটাতে সমর্থ হন।[১৫২] মহীশূরীদের হাতে বারবার হেরে গিয়ে এবং রসদপত্রও পশুর খাদ্য সংগ্রহের দুঃসাধ্যতায় হরিপান্ট সেভানুর ছেড়ে পূর্ব দিকে চলে যান। নবাবও বুঝেছিলেন যে তিনি একা সুলতানকে বাধা দিতে পারবেন না এবং ২রা অক্টোবর তার রাজধানী ত্যাগ করে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সপরিবারে যোগ দেন।[১৫৩] এর প্রতিরক্ষায় যে—সৈন্য রাখা হয়েছিল তারা তাতে অসমর্থ হওয়ায় টিপু শহরবাসীদের সহায়তায় সেভানুর প্রবেশ করেন [১৫৪]

টিপু সেভানুরে ১ মহরম, ১২০১ হিজরী (২৪শে অক্টোবর, ১৭৮৬) পর্যন্ত ছিলেন। পরে তিনি ঐ পর্ব সমাধা করবার জন্য বাংকাপুরের নিকট গমন করেন।[১৫৫] হরিপান্ট তাকে সমতলভূমিতে নেমে আসতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তার ঐ সুবিধাজনক স্থানটি ছেড়ে দিতে রাজী হননি। হরিপান্ট যখন সেভানুরের উত্তর-পূর্বে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত সুরক্ষিত শিরহাট্টি শহর[১৫৬] অবরোধ করে পরে তা ১৪ই নভেম্বর আক্রমণ করেছিলেন, তখনো তিনি নড়েন নি। বাংকাপুরে তার গুরুভার বোঝাপত্র জমা রেখে[১৫৭] টিপু জায়গাটি ৩ শে নভেম্বর ছাড়েন এবং ভদ্রা নদীর পাশ দিয়ে গিয়ে ইটগার প্রায় ৪ মাইল উত্তরে একটা ছোট নদীর তীরে মারাঠা শিবিরের অদূরে তাঁবু ফেলেছিলেন। শত্রু খুব নিকটে দেখে হরিপান্ট কেলকেরি ফিরে যাওয়া ঠিক করেন।[১৫৮] ২রা ডিসেম্বর, সম্ভবত হোলকারের পরোক্ষ সম্মতিতে[১৫৯], টিপু মিত্র-সৈন্যের কেলকেরি যাবার পথে তাদের উপর এক গুরুতর নৈশ আক্রমণ চালান। তারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মেলেট লিখেছেন "মারাঠাদের উপর-এ আঘাত বড় কঠিন, এবং আশঙ্কা হয় এর ফলও অনুরূপ হবে"। হরিপান্টের ক্ষতি কিন্তু সামান্যই ছিল। অপরদিকে তাহাওয়ার জাঙ্গ ও ভোঁসলের ক্ষতি ছিল গুরুতর, কারণ, হতাহতের বৃহৎ সংখ্যা ছাড়াও তাদের ক্ষতির মধ্যে ছিল সমস্ত বোঝাপত্র ও সামরিক রসদ। ইহার কারণ, একটা নৈশ-আক্রমণ সন্দেহ করে তিনি তার সমস্ত অসামরিক লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু হরিপান্টের পরামর্শ সত্ত্বেও তাহাওয়ার জাঙ্গ ও ভোঁসলে গুরুভার বোঝাপত্র নিয়ে চলছিলেন বলে টিপুর ফাঁদে পড়ে যান।[১৬০] টিপু বহু স্ত্রীলোক, ২,০০০ উট ও ২,০০০ ঘোড়া ও বন্দী করেন। তিনি প্রত্যেককে ২ টাকা ও এক খণ্ড কাপড়[১৬১] দিয়ে সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষ বন্দীদের মিত্র-পক্ষের নিকট প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য রেখে দেন।

এই জয়ের পর টিপু ভর্দা ও তুঙ্গভদ্রার পাশ দিয়ে অসমতল পথে অগ্রসর হয়ে কেপ্পা ও বাহাদুর বেন্দার মাঝপথে শিবির স্থাপন করেন।[১৬২] ৩রা জানুয়ারি বাহাদুর বেন্দার অবরোধ সুরু হয় এবং ৮ই পর্যন্ত উহা অধিকার করতে, তিনি তিনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। কয়েকদিনের জন্য তখন সংঘর্ষের বিরতি ঘটে শান্তির আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু আলোচনা ভেঙে

যাওয়ায় আবার গোলাবর্ষণ সুরু হয়। ১৩ তারিখে মই বেয়ে দেয়ালে উঠবার চেষ্টা হয়।[১৬৩] গড়-সৈন্য প্রবল বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সাহায্যের কোন আশা না দেখে এবং তাদের সেনাধ্যক্ষ টিপু কর্তৃক গুলিবদ্ধ হওয়ায় ভগ্নোদ্যম হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল এই শর্তে যে তাদের জীবন রক্ষা পাবে এবং মারাঠা সৈন্যদলে ফিরে যাবার স্বাধীনতা থাকবে।[১৬৪] বাহাদুর বেন্দা দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, শত্রুর অনভিগম্য। তবু, টিপু তা অধিকার করতে পেরেছিলেন। মেলেট সংবাদ দাতা ইয়ুন লিখেন "ইহা বিস্ময়কর যে এমন একটা সুদৃঢ় দুর্গ ৭।৮ দিনেই অধিকৃত হ'ল, আর তাও মারাঠা সৈন্য ৪ থেকে ৫ লীগের ভিতর অবস্থান কালে।[১৬৫]

বাহাদুর বেন্দা অধিকার করার পর টিপু আকস্মিক আক্রমণে পুনরায় চেষ্টিত হয়ে মিত্র সৈন্যের গুরুতর ক্ষতি করেছিলেন। নিজাম সৈন্যই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল অব্যবস্থ, কম সতর্ক, আর মোটা বোঝাপত্রে ভারগ্রস্ত।[১৬৬] ১০ই ফেব্রুয়ারি অবধি এরূপ আক্রমণ চলতে থাকার পর যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

শান্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল

মারাঠা—মহীশূরী যুদ্ধ প্ররোচিত হয়েছিল মারাঠা ও নিজাম দ্বারা। তারা চেয়েছিল টিপুর শক্তি খর্ব করতে এবং তার পিতা তাদের যে সব রাজ্যখণ্ড দখল করেছিলেন সে সব ফিরে পেতে। অপর দিকে, টিপু তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন,—যদি তারা তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে এবং তার পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়-সম্পত্তি তাকে ভোগ করতে দেয়। এ জন্যই তার করদ রাজা নারগুনড-অধিপতিকে সাহায্য না করতে এবং তার রাজ্যভুক্ত বাদামি আক্রমণ না করতে নানাকে সম্মত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের অনমনীয়তা ও আক্রমণ—প্রিয়তার জন্য তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার রাজ্য রক্ষার্থে অস্ত্র ধরা ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিলনা। যাইহোক, পুনাতে মেলেটের ষড়যন্ত্র এবং লর্ড কর্ণোয়ালিসের সামরিক সাজ-সজ্জায় আতঙ্কিত হয়ে সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ সালে টিপু তার 'উকিল' নুর মহম্মদের মাধ্যমে হরি পন্টকে এক পত্র পাঠান। তাতে তাকে জানান যে নারগুনড ব্যাপারে পেশোয়ার হস্তক্ষেপের জন্য যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু সেটা একটা সামান্য বিষয় ছিল, তা নিয়ে যুদ্ধ করা তাদের উচিত নয়। সুতরাং মারাঠা নায়ক শান্তির শর্ত স্থির করার জন্য দু'জন 'উকিল' পাঠিয়ে দিন;—তারা মিলেমিশে থাকলে মহীশূর ও মারাঠা গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই লাভ।[১৬৭] এমনি এক চিঠি পুনাতে পাঠানো হয়। আবার নভেম্বরেও টিপু কথাটা উত্থাপন করলেন। এবারে তা করা হয় গঙ্গাধর রাস্তে ও তুকাজী হোলকারের মাধ্যমে।[১৬৮] নানা এ যাবৎ টিপুর এ ধরণের সব প্রাথমিক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এসে ছিলেন, কারণ ইংরেজদের সামরিক সাহায্য

সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।[১৬৯] যতদিন না তিনি হায়দর কর্তৃক অধিকৃত মারাঠা রাজ্যখণ্ডগুলি ফিরে পান, ততদিন টিপুর সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় আসতেও তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন কর্ণওয়ালিস পেশোয়াকে সাহায্য করতে অসামর্থ্য জানান তখনি শুধু নানা হরিপান্টকে টিপুর শান্তি প্রস্তাব বিবেচনা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। টিপু সেইমত বদর-উজ্-জমান খাঁ এবং আলী রেজা খাঁকে মারাঠা শিবিরে পাঠান। হরিপান্ট তুকজী হোলকার এবং গঙ্গাধর রাও রাস্তকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য নিযুক্ত করেন।

টিপুর প্রস্তাবিত শর্ত ছিল তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে টিপুর সার্বভৌম ক্ষমতা মারাঠারা স্বীকার করে নেবে এবং যুদ্ধে যে-সব স্থান জয় করা হয়েছে তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিদানে বকেয়া খাজনা বাবদ ৪৮ লাখ টাকা তিনি দেবেন—৩২ লাখ তখন ও ১৬ লাখ ছ'মাস পর। ভবিষ্যতে ১৭৮০ সালের সন্ধি অনুযায়ী তিনি বাৎসরিক ১২ লাখ টাকা নিয়মিত রূপে দেবেন।[১৭০] কিন্তু হরিপান্ট এসব প্রস্তাব নামঞ্জুর করে জবাব দিয়েছিলেন, শান্তি তখনই সম্ভব হতে পারে যদি টিপু মহবত জাঙ্গকে আদনি ফিরিয়ে দেন, আর পেশোয়া মাধবরাও এর সময় মারাঠাদের অধিকারে যে-সব ভূখণ্ড ছিল তা প্রত্যর্পণ করেন।[১৭১] টিপু এ-সব শর্ত মানতে রাজী ছিলেন না। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন, পেশোয়া কর্তৃক ইতিমধ্যেই স্বীকৃত তাঁর পিতার বিজিত রাজ্য সমর্পন করার দাবি নেহাৎই অন্যায়। হরিপান্ট তখন প্রস্তাব করেন যে টিপু কেলোপান্টকে মুক্ত করে দেবেন, আর আদনি, কিট্টুর, নারগুনড এবং সেভানুর স্ব-স্ব শাসকের কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং বাদামি ও গজেন্দ্র গড়ের স্বত্ব পেশোয়াকে ছেড়ে দেবেন। পেশোয়াকে দেয় বকেয়া কর তিনি পরিশোধ করবেন। এবং ভবিষ্যতে বাৎসরিক ১২লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিছু পরিবর্তন সহ এই খসড়া টিপুর পছন্দমত হ'ল।[১৭২] তিনি কেলোপান্টকে ছেড়ে দিতে এবং আদনি, নারগুনড ও কিটটুর স্ব-স্ব শাসকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে রাজী হন। কিন্তু সেভানুর তার করদ-রাজা আবদুল হাকিম খাঁকে প্রত্যর্পণে আপত্তি করেন। তার কাছে আবদুল হাকিমের অনেক টাকা ঋণ। প্রত্যর্পণের দাবি তখনই করা যাবে যখন নবাব তার সমস্ত হিসাব পরিশোধ করবেন। যাই হোক, টিপু পেশোয়াকে বাদামি ছেড়ে দেবেন সমস্ত বকেয়া কর শোধ করবেন এবং ভবিষ্যতে বাৎসরিক ১২ লাখ টাকা দিতে থাকবেন। প্রতিদানে, যুদ্ধ অধিকৃত সমস্ত স্থান, গজেন্দ্রগড় ও ধারওয়ার সহ, মারাঠারা তাকে ফিরিয়ে দেবে, আর, তার সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে, টিপুকে মারাঠারা পাদশা পদবী ধরে সম্বোধন করবে।[১৭৩]

এ যাবৎ মারাঠারা যুদ্ধে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছিল, এতে শক্তির অবক্ষয় হচ্ছিল। ইংরেজরা যখন তাঁদের সাহায্যে আসতে স্বীকৃত হল না তখন যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে ফেরাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং শুধু একটি ছাড়া

হরিপান্ট সমস্ত প্রস্তাবই গ্রহণ করেনেন। সেটি হ'ল টিপুকে ভবিষ্যতে মাত্র টিপু বা ফতে আলী খাঁ না বলে পাদশা বলে সম্বোধন করার দাবি। যাইহোক, তুকজী হোলকার ইহা একটি নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলেন। তার হস্তক্ষেপে একটা রফা হয়। হরিপান্ট মেনে নেন যে ভবিষ্যতে টিপুকে সম্বোধন করা হবে "নবাব টিপু সুলতান, ফতে আলী খাঁ" বলে।[১৭৪] সমস্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় এপ্রিল, ১৭৮৭ সালে টিপু এবং পেশোয়ার ভিতর শান্তি-চুক্তি দস্তখত হয়।[১৭৫] কিন্তু যদিও চুক্তি-পত্রে মহবত জাঙ্গ-এর নাম উল্লেখ করা ছিল, নিজামকে এই চুক্তির পক্ষ-ভুক্ত করা হয়নি। এর কারণ ছিল যুদ্ধে নিজামের অকিঞ্চিৎকর সাহায্য দানে মারাঠাদের অসন্তোষ। নিজাম তাকে বাদ দেওয়ায় মারাঠা গভর্ণমেন্টের কাছে অভিযোগ করেন এবং তাকেও চুক্তির পক্ষভুক্ত করা হয়। যুদ্ধে মহীশূরীরা তার যে সব সীমান্ত ঘাঁটি দখল করে তা টিপু ফিরিয়ে দিতে রাজী হন।[১৭৬]

শান্তি-চুক্তির সমালোচনা

টিপু যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধিপত্রে পরাজিত হন। সন্ধিটা তার কূটনৈতিক পরাজয়, কিন্তু মারাঠাদের জয়। মারাঠারা যুদ্ধে হেরেও লাভজনক শান্তির শর্ত আদায় করে নিতে পেরেছিল। অপরদিকে, টিপু নতুন ভূমি-খণ্ড, বা ক্ষতিপূরণ কিছুই পাননি। পক্ষান্তরে, নিজামকে তার দিতে হয়েছিল রায়চুর আর আদোনি, মারাঠাদের মোটা বকেয়া কর দিতে হয়, ও কিট্টুর, নারগুনড ও বাদামি—যাদের প্রতিরক্ষায়ই তিনি যুদ্ধে নেমেছিলেন। ইহা সত্য যে, রাজস্বের দিকে তার কোন হানি হয়নি, কারণ, কনকাগিরি, আনাগনডি ও সেভানুর তিনি পেয়েছিলেন এদের শাসকদের তাড়িয়ে।[১৭৭] কিন্তু মারাঠাদের যে-সব রাজ্য খণ্ড তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল তাতে তার রাজ্যের আয়তন হ্রাস হয়। তাছাড়া, রাজ্য সীমান্তে অবস্থিত বলে কিট্টুর, নারগুনড ও বাদামি যথেষ্ট সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল; মারাঠাদের হাতে পড়ে সেসব মহীশূর আক্রমণের মূল-ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াবে। টিপু মারাঠাদের এরূপ উদার শান্তির-শর্ত কেন দিয়েছিলেন তার কারণ তার বিরুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সামরিক ও কূটনৈতিক প্রস্তুতির জন্য তিনি তাদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। প্রথমে মনে হয় যে তিনি যে-সব বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন তার ক্ষতি-পূরণ হয়েছিল মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে তার আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক সন্ধির শর্তে। কিন্তু কাজে দেখা যায় ঐ সব সুবিধাদানে কোন ফল হয়নি। কারণ বেশি দিন না যেতেই পেশোয়া শান্তি-চুক্তি অমান্য করে টিপুর শক্তি উৎখাত করবার জন্য ইংরেজের জোটে যোগ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধে টিপুর সাফল্যের কারণ

টিপু যুদ্ধে যথেষ্ট সামরিক কৌশল দেখাতেন। তিনি প্লাবিত অবস্থায় তুঙ্গভদ্রা পার হয়ে ক্রমান্বয়ে নৈশ আক্রমণে মিত্র-সৈন্যদের ভীষণভাবে পরাজিত করেন। এতে তাদের অবক্ষয় হয় বলে তারা শান্তির প্রাথমিক প্রস্তাবে কান দেয়।

সমরবিদ হিসাবেও টিপু যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তিনি খাড়া ও শিলাময় নদী-তীরের কাছাকাছি থাকতেন, মারাঠা অশ্বারোহীর পক্ষে এখানে চলা কষ্টকর ছিল কিন্তু তার পদাতিক সৈন্যের কাছে তা ছিল সুবিধাজনক। যুদ্ধের ফল এতেই নির্ণীত হয়। হরিপান্ট টিপুকে বাইরে আসতে প্রলুব্ধ করতেন, কিন্তু টিপু স্থান ছেড়ে নড়েন নি। তিনি সর্বদাই তার স্ব-নির্বাচিত পথে থাকতেন এবং যুদ্ধে আগাগোড়া কর্মনীতির সূচনা তার হাতেই ছিল।

এছাড়া, নদীর তীর ধরে অগ্রসর হওয়ায় টিপু তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে তার রাজ্য থেকে সহজে সরবরাহের সুবিধা পেতেন। অপর দিকে মারাঠাদের অনেক দূর থেকে সরবরাহ আনতে হ'ত। জলপ্রবাহ ও নদী সমূহ প্লাবিত থাকায় এবং টিপুর সুদক্ষ গোয়েন্দা বিভাগের জন্য এটা অত্যন্ত কষ্টকর কাজ ছিল। গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় টিপুর অসামরিক অশ্বারোহীরা মারাঠাদের রক্ষণাধীন যানবাহন প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'ত। এই যুদ্ধে মারাঠাদের বিপর্যয়ের জন্য সরবরাহের অভাব কম দায়ি ছিলনা।

তারপর, মিত্র-সৈন্য সু-সংগঠিত ছিল না, তাদের নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল। বেতন বাকী ছিল বলে তারা অসন্তুষ্টও থাকত। নিজাম-সৈন্য আগ্রহশূন্য ভাবে যুদ্ধোদ্যমে যোগ দিত, কারণ, এর থেকে তেমন কোন লাভের আশা তাদের ছিল না। হোলকারকে টিপুর বেতনভোগী লোক বলে মনে করা হ'ত এবং কয়েকবার তার পিণ্ডারিরা মারাঠা সৈন্যদলের মোটঘাট লুট করেছিল।[১৭৮] সেরূপ, মিত্র-শক্তির অন্যান্য পক্ষরা নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ না চালিয়ে নিজেদের স্বার্থান্বেষণে এবং পরস্পরের দোষ দর্শনে বেশি নিযুক্ত থাকতো। অন্যদিকে টিপুর অখণ্ড আধিপত্যর মস্ত সুবিধা ছিল। যুদ্ধোদ্যম তার নিজস্ব নির্দেশনে চালিত হ'ত বলে সেনানায়কদের পারস্পরিক হিংসা প্রকাশের স্থান ছিল না। তার সৈন্যদের ভিতর সুষ্ঠ নিয়মানুবর্তিতা ছিল, মনোবলও ছিল প্রচুর। যদিও সংখ্যায় মিত্র-সৈন্যদের চেয়ে তারা কম ছিল, তাদের পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর উৎকর্ষতা বৃহত্তর ভাবে শক্তি-সাম্য বজায় রেখেছিল।[১৭৯] টিপুর অশ্বারোহী সৈন্যও সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু গাজী খাঁ, ওয়ালি মহম্মদ ও ইব্রাহিম খাঁর অধীনে তার অস্থায়ী অশ্বারোহীরা শত্রুদের হয়রাণ করতে, তাদের সরবরাহ প্রতিরোধ করতে বিশেষ কৃতকার্য হয়েছিল।

রেয়াক্রুগ ও হরপনহাল্লি অধিকার

মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পর মারাঠা মহীশূরী যুদ্ধে রেয়াক্রুগের পলিগার ভেঙ্কটাপতি ও হরপনহাল্লির পলিগার' বাসপ্পানায়েকের[১৮০] বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তাদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে টিপু অগ্রসর হন। আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে মারাঠা নিজামের সঙ্গে যোগ সাজশের জন্য হায়দর আলী একবার তাদের ক্ষমা করেছিলেন।[১৮১] কিন্তু যখন মারাঠা—মহীশূরী যুদ্ধ সুরু হয় তখন তারা টিপুর শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের সময় টিপুর পার্শ্বচর থাকায় তার গতিবিধি সম্বন্ধে 'পলিগাররা' মারাঠাদের কাছে গোপন বার্তা পাঠাতেন। তিনি যখন সেভানুর ছিলেন তখন তারা দু'জন মুসলমানকে ঘুষ দিয়েছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়েছিল। তখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় টিপু ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি তাদের শাস্তি দেওয়া স্থির করেছিলেন।[১৮২]

রেয়াক্রুগ ও হরপনহাল্লির কাছে এসে টিপু আকস্মিক ভাবে দুর্গে প্রায় ২,০০০ জন সৈন্য পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুসলমান সহযোগী দু'জন, সহ 'পলিগার দের কারারুদ্ধ করেন। 'পলিগার রা তার সঙ্গেই ছিলেন। পরদিন ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মুসলমান দু জনকে তৎক্ষণাৎ নিহত করা হয়। কিন্তু "পলিগার"দের উপর মৃত্যু দণ্ড কারাবাসে পরিবর্তিত হয়। তাদের কয়েদী হিসাবে বেঙ্গালোরে[১৮৩] পাঠানো হয়। রেয়াক্রুগ ও হরপনহাল্লি অধিকৃত হয়।

টিপুর পাদশা পদবী গ্রহণ

টিপু হরপনহাল্লি ও রেয়াক্রুগ থেকে বেঙ্গালোর ফিরে গিয়ে সেখানে প্রায় ১৫ দিন থেকে শ্রীরঙ্গপটম প্রত্যাগমন করেন।[১৮৪] সেখানে পৌছবার কয়েক দিন পর তিনি পাদশা পদবী গ্রহণ করেন। এক শুক্রবার এ উৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে দরিদ্রদের ভিতর কয়েকলাখ টাকা বিতরণ করা হয়। নিবল মুঘল সম্রাটের বদলে টিপু সুলতান পাদশার নামে 'খুৎবা' পড়া হয়েছিল।[১৮৫] এর কাছাকাছি সময়েই টিপু নতুন টাকার চল করে তার নাম দেন "ইমামি"।[১৮৬] মুহাম্মদী অব্দের প্রচলন হয়। যার আরম্ভ ধরা হয় 'হিজরার প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব থেকে।[১৮৭] ব্যাঘ্রাকৃতি ও মনি-মানিক্য খচিত এক স্বর্ণ-সিংহাসন তৈরির আদেশ দেওয়া হয়।[১৮৮]

টীকা :

১। সিন্‌হা, 'হায়দর আলী', পৃঃ ৫, ২০, ২২।
২। ঐঃ, পৃঃ ২৩-২৫, উইলক্‌স (i), পৃঃ ৪১০-৪১৩।
৩। উইলক্‌স, (i), পৃঃ ৭১৪-৭১৫।
৪। ঐঃ, পৃঃ ৭২৬।
৫। "তারিখ-ই-খুদাদাদি", ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ পৃঃ ২৪ ; সরদেশাই, "মারাঠী রিয়াসৎ, উত্তরভাগ", (i) পৃঃ ২১৭ "জাঃ, ইঃ, হিঃ"তে উল্লিখিত—(xi), পৃঃ ৩১৯। আরো দ্রষ্টব্যঃ সরদেশাই "নিউ হিষ্ট্রি অব দি মারাথাজ", (iii), পৃঃ ১৭৩।
৬। ইংরেজদের কাছে অন্যদিকে নানা এইভাব দেখালেন যে তিনি হায়দরের সঙ্গে বেশ মিত্রভাবাপন্ন এবং তার সঙ্গে নতুন করে এক সন্ধি করেছেন যাতে ফরাসীরাও সংশ্লিষ্ট পক্ষ। এই কৌশল করে নানা হয় কোম্পানীর থেকে সালসেটে অথবা হায়দরের থেকে মারাঠা রাজ্য ফিরে পাবার ফিকিরে ছিলেন (খারে (vii), ভূমিকা, পৃঃ ৩৬৫৬, ডাফ (ii), পৃঃ ১৫৩)।
৭। খারে (vii), ভূমিকা, পৃঃ ৩৬৫৭।
৮। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ১১২।
৯। নেঃ, আঃ সিঃ প্রঃ, ১৩ই এপ্রিল, ১৭৮৪, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি।
১০। খারে (vii/ নং ২৬৭৭।
১১। খারে (vii). নং ২৬৮১, ২৬৯৫।
১২। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ ৭ই জুলাই, ১৭৮৩।
১৩। নেঃ, আঃ, সিঃ, প্রঃ, ২১শে জুলাই, ১৭৮৪।
১৪। ডাফ্‌ (i) পৃঃ ১৫৪-১৫৫।
১৫। নেঃ আঃ সিঃ, প্রঃ, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে ২২শে অক্টোবর।
১৬। সরদেশাই "নিউ হিষ্ট্রি অব দি মারাঠাজ (iii) পৃঃ ১৭৬।
১৭। নেঃ, আঃ, সিঃ প্রঃ, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৩, এণ্ডারসন হেষ্টিংসকে, ২২শে অক্টোবর।
১৮। "হাডিকত্‌" পৃঃ ৩৫৪ ৩৫৫, খারে (viii), পৃঃ ৩৮৪০-৩৮৪১।
১৯। "হাডিকত", পৃঃ ৩৫৫ ৩৫৬, খারে(viii), পৃঃ ৩৮৪১ ; ডাফ্‌ (ii) পৃঃ ১৫৬। "হাডিকতে'র মতে নিজাম হায়দরাবাদ থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪ রওনা হন এবং ৬ই জুন নানার সঙ্গে মিলিত হন। তিনি ২৫শে জুনের কাছাকাছি ইয়াদগির ত্যাগ করেন।
২০। "হাডিকত", পৃঃ ৩৫৭, খারে (viii), পৃঃ ৩৮৪১।
২১। "হাডিকত", পৃঃ ৩৫৮, ডাফ্‌ (ii) পৃঃ ১৫৭।
২২। নেঃ, আঃ, সিঃ, প্রঃ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৪, হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হেষ্টিংসকে ৩রা অগাষ্ট।
২৩। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ২৮৪।
২৪। ডাফ্‌ (ii), পৃ. ১৫৮।
২৫। নারগুন্ড মহীশূরের ধারওয়ার জেলায়।
২৬। সিন্‌হা, "হায়দর আলী", পৃ. ১৩৪।
২৭। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৮১, পূর্বের।
২৮। খারে (vii), নং ২৬৬৮। পত্তবর্ধণদের মুখ্য নেতা হিসাবে চিন্তামন রাওকে বড়সাহেব বলা হত (পরাশনীশ : "দি সাঙ্গলী ষ্টেট", পৃঃ ১৫-১৬)।
২৯। ডাফ্‌ (ii), পৃঃ ১০৭।

৩০। কিরমাণি, পৃঃ ২৮৩।

৩১। খারে (viii), পৃঃ ৩৮৯৩।

৩২। খারে (viii), পৃঃ ৩৮৯৩-৪, উকিলদের প্রেরণের আর একটা কারণ পেশোয়াকে অপ্রদত্ত মহীশূর গভর্ণমেণ্টের ৩ বৎসরের খাজনার আলোচনা কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল নানাকে তোয়াজ করা যাতে তিনি দেশাইকে সাহায্য দান না করেন।

৩৩। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৬৭। "সুওয়াম্বানী"রা হল বংশানুক্রমিক পুরাতন জায়গীর প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ।

৩৪। কির্কপেট্রিক "লেটারস অব টিপু সুলতান", নং ৩, ২৭।

৩৫। কিরমাণি, পৃঃ ২৮৩। একটা 'কুশনে' ৬০০ থেকে ১৫০০ লোক থাকে, আর ১ থেকে ৫টি বন্দুক (মাঃ, রেঃ, মিঃ, সাঃ, বুঃ, নং ১০১ (১৭৯২-৯৫), পৃঃ ১০১-১০৩। যদি গড়ে ১ কুশনে' ১০০০ লোক ও ২ থেকে ৩টা বন্দুক থাকে, তাহলে বারহানের সঙ্গে ছিল প্রায় ৩,০০০ জন পদাতিক ও ৬ থেকে ৯টা বন্দুক, এছাড়া ৫০০০ জন অশ্বারোহী ও সৈয়দ গফ ফরের সেনা খারে (viii) পৃঃ ৩৮৯৪-এ বলেন যে বারহানের সঙ্গে ১০০০০ জন অশ্বারোহী ১৫,০০০ জন পদাতিক ও ১৭টা বন্দুক:

৩৬। কিরমাণি, পৃঃ ২৮৬-২৮৭।

৩৭। খারে (viii), নং ২৮১১।

৩৮। ঐঃ, নং ২৮১২। কোন কোন চিঠিতে "বাজার" কথাটা প্রায়ই বলা হয়েছে। ইহা হয়তো এ কারণে যে নারগুনডের বাজার বা মার্কেট সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ও বিস্তৃত।

৩৯। খারে (viii), পৃঃ ৩৮৯৫।

৪০। ঐঃ, পৃঃ ২৮১৩।

৪১। ঐঃ।

৪২। খারে, নং ২৮১৫, ২৮২৪ এবং পৃঃ ৩৮৯৭। মেনোলি বেলগাঁও জেলার একটি শহর। রামদুর্গ ও মুধলও বেলগাঁও জেলায়।

৪৩। ঐঃ, পৃঃ ৩৮৯৫-৩৮৯৬।

৪৪। খারে, নং ২৮১৬-২৮১৭।

৪৫। ঐঃ নং ২৮২৫।

৪৬। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৬৭। বেন্নিহল্লা বা মাখন-নদী মহীশূরের ধারওয়ার জেলা দিয়ে প্রবাহিত।

৪৭। কিরমাণি পৃঃ ২৮৭।

৪৮। খারে (viii), নং ২৮৩০, নানা ভাউকে, ৭ই এপ্রিল ১৭৮৫।

৪৯। ঐঃ, নং ২৮২০, ২৮২৮, নানা ভাউকে ১৩ই মার্চ, ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৫।

৫০। ঐঃ, নং ২৮৩৮, আরো দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৯০১।

৫১। ঐঃ।

৫২। ফরেষ্ট, "সিলেকসনস্", মারাঠা সিরিজ, (i), পৃঃ ৫১৮।

৫৩। ঐঃ।

৫৪। ফরেষ্ট "সিলেকসন্‌স", মারাঠা সিরিজ (i) পৃঃ ৫১৮।

৫৫। ঐঃ, খারে (viii), নং ২৮১৮।

৫৬। কিরমাণি, পৃঃ ২৮৮; উইলকস্ (ii), পৃঃ ২৮৫।

৫৭। কিরমাণি, (viii), পৃঃ ৩৯০২; উইল্‌কস (ii), পৃঃ ২৮৬।

৫৮। উইল্‌কস (ii), পৃঃ ২৮৬।
৫৯। বাদামি মহীশূরের বিজাপুর জেলার একটি গ্রাম।
৬০। খারে (viii), নং ২৮৫৩।
৬১। ঐঃ, নং ২৮৬৯ ; পঃ, আঃ, পাণ্ডঃ নং ৫৩১৬ মঁতিগ্রি সুই আককে, ৩০শে নভেম্বর, ১৭৮৫।
৬২। খারে (viii), নং ২৮৬১।
৬৩। খারে, নং ২৮৬৯ ২৮৭০, ভেঙ্কটরাও ও কেলোপান্টকে প্রথম শ্রীরঙ্গপটম পাঠানো হয় সেখান থেকে কেব্বল দুর্গে। মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৭৮৭ সালে তারা মুক্ত হন।
৬৪। এটি মেলভল্লি তালুকে একটি মোচাকার সুরক্ষিত পাহাড় মহীশূর জেলায়। হায়দর ও টিপু এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের রাখতেন।
৬৫। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৬৮। কিন্তু খারের মতে এটা একটি অলীক কাহিনী। (খারে (viii), পৃঃ ৩৯০৫)।
৬৬। খারে (viii), পৃঃ ২৮৬৭।
৬৭। ইহা মহীশূরের বেলগাঁও জেলার একটা গ্রাম।
৬৮। খারে (vii), নং ২৮৯৭।
৬৯। ষ্টোক্‌স্‌, বেলগাঁও, বেলগাঁও গেজেটিয়ার বম্বেতে" উল্লিখিত, পৃঃ ৩৮৬।
৭০। খারে (viii), নং ২৮৭৯, ২৮৮৪। এ স্থানগুলি সবই মহীশূরের বেলগাঁও জেলায়।
৭১। পুঃ, রেঃ, কঃ (ii), নং ১৭।
৭২। খারে (viii), পৃঃ ৩৯০২।
৭৩। প্রথম ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য নানা মুধোজীর উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন (ডাফ (ii), পৃঃ ১৪১-১৪২)।
৭৪। খারে (viii), নং ২৯১৯।
৭৫। ঐঃ, নং ২৯৫৯।
৭৬। ঐঃ নং ২৯২৩।
৭৭। "হাডিকত্" পৃঃ ৩৬২-৩৬৩।
৭৮। বম্বের শোলাপুর জেলার একটা পবিত্র শহর।
৭৯। খারে (viii), পৃঃ ৩৯৯৬-৩৯৯৭ ; ডাফ (ii), পৃঃ ১৭২।
৮০। নেঃ, আঃ, সিঃ, প্রঃ ৪ঠা এপ্রিল ১৭৮৬।
৮১। খারে (viii), নং ২৯৬৬, "হাডিকত", পৃঃ ৩৬৫, ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭২। নিজাম মিত্র-সংঘের বিজিত ভূমির ⅓ পাবেন ডাফের এ উক্তি ভুল। তিনি কখনো এটা মানতে পারেন না বিশেষত নানা যখন বিজাপুর প্রত্যর্পণ করতে চাননি। তাছাড়া এক বৎসর পূর্বেই তার আর নানার ভিতর বিজিত স্থান সমান ভাগাভাগির কথা স্থির হয়েছিল।
৮২। "হাডিকত", পৃঃ ৩৬৫ ; পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii) নং ৯ ; ডাফ্ (ii) পৃঃ ১৭২।
৮৩। "হাডিকত্" পৃঃ ৩৬৫ ; পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৫।
৮৪। খারে (viii), নং ২৯৬৬।
৮৫। ঐঃ, পৃঃ ৩৯৯৮, পুঃ রেঃ, কঃ (ii), নং ৫।
৮৬। খারে (viii), নং ২৯৭৫। কিন্তু মালেটের মতে (পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৫) নিজাম রেখে যান ১৫০০০ জন অশ্বারোহী ও ২০,০০০ জন পদাতিক।
৮৭। ডাফ (ii), পৃঃ ১৭৩।
৮৮। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii) নং ৯ ; 'হাডিকত্', পৃঃ ৩৬৫।

৮৯। হাড়িকত,', পৃঃ ৩৬২।
৯০। পুঃ, রেঃ, কঃ (ii), নং ৯।
৯১। পুঃ রেঃ কঃ মীর আলম (হাড়িকত্' পৃঃ ৩৬৭) বলেন সৈন্যসংখ্যা ছিল ২,০০০ জন।
৯২। পুঃ রেঃ কঃ, (ii) নং ৯, ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৩।
৯৩। খারে (vii), নং ২৯৭৯-২৯৮১। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৪।
৯৪। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৯।
৯৫। পুঃ রেঃ কঃ, (ii), নং ৯।
৯৬। খারে (viii) ২৯৮১। "হাড়িকতে"র মতে, পৃঃ ৩৬৭, গড সৈন্য কয়েকদিন কারাকদ্ধ থেকে পরে মুক্তি পায়।
৯৭। খারে (viii), পৃঃ ৪০০৭।
৯৮। ইহা মহীশূরের ধারওযার জেলার একটি শহর।
৯৯। খারে (vi) নং ২৯৮৬, কিরমাণি, পৃঃ ৩০১।
১০০। ইহা মহীশূরের ধারওযার জেলার একটি বড় গ্রাম।
১০১। খারে (viii) পৃঃ ৪০০৯, ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৪।
১০২। উইল্কস (i), পৃঃ ৭৫৯।
১০৩। উইল্কস (ii), পৃঃ ৩০২। আরো দ্রঃ "বম্বে গেজেট, ধারওয়ার (xxii) পৃঃ ৭৯৮-৮০০ নবাবের সঙ্গে হায়দর-টিপুর সম্বন্ধের জন্য।
১০৪। উইল্কস (ii) পৃঃ ৩০৩।
১০৫। খারে (viii), পৃঃ ৪০১০।
১০৬। ঐ।
১০৭। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৬।
১০৮। ইহা মহীশূরের ধারওযার একটি বড় গ্রাম।
১০৯। খারে (viii), পৃঃ ৪০১০।
১১০। খারে (viii), নং ২৯৯০, ২৯৯৩।
১১১। উইল্কস (i), পৃঃ ২৯৫।
১১২। "হাড়িকত" পৃঃ ৩৬১।
১১৩। "হাড়িকত", পৃঃ ৩৬১-৩৬২ 'তারিখ-ই-খুদাদাদি, ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ, পৃঃ ২৪, ২৫, ৬৪। 'সুলতান-উত-তওয়ারিখ' ফঃ ৩১, ৫২।
১১৪। "হাড়িকত্", পৃঃ ৩৬২।
১১৫। "হাড়িকত্", পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭।
১১৬। পুঃ রেঃ কঃ, (ii) নং ১১।
১১৭। "তারিখ-ই-খুদাদাদি", ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ, পৃঃ ৬৫-৬৬, "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ", ফঃ ৫৩।
১১৮। পুঃ, রেঃ, কঃ, (i), নং ১১।
১১৯। কিরমাণি, পৃঃ ৩০১। কসিক্রির মতে টিপু যুদ্ধে যোগ দিলেন ৫০,০০০ জন পদাতিক ১২২টি কামান ও ১২টি হাল্কা কামান সহ (আঃ, নেঃ, সি[২] ১৭২। কসিক্রি স্থ কাম্রিকে ৪ঠা মে, ১৭৮৬, নং ৩৩)।
১২০। পুঃ, রেঃ কঃ (ii) নং ১১।
১২১। আঃ, নেঃ, সি[২] ১৭২, লালে কসিক্রিকে, ২৩শে জুন, ১৭৮৬, ফঃ ৬৫ এ।
১২২। খারে) (viii), পৃঃ ৪০১৩।
১২৩। কিরমাণি, পৃঃ ৩০২; উইল্কস (ii), পৃঃ ২৯৬।

১২৪। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৫ বলেন হরিপন্ত কৃষ্ণরাও বলবন্ত"কে পাঠান, কিন্তু চিঠি নং ২৯৯১ (খারে (viii) থেকে মনে হয় যে আপ্পা বলবন্তকে পাঠানো হয়)।

১২৫। খারে viii), নং ২৯৮৭ ; কেঃ, পাঃ, কঃ, (vii), নং ৬০৪।

১২৬। ডাফ, (ii), পৃঃ ১৭৫।

১২৭। মেক., পাণ্ডুঃ মাদ্রাজ, ১৫-৪-১৩ (আদনি); আঃ, নেঃ, সি২ ১৭২ লালে কসিক্রিকে, ২৩শে জুন, ১৭৮৬ ফঃ, ৬১এ।

১২৮। 'কিরমাণি', পৃঃ ৩০২ ; খারে (viii), নং ২৯৮৭।

১২৯। 'কিরমাণি', পৃঃ ৩০৬ ; খারে (viii) নং ২৯৯১। মীর আলম এ কাজের উল্লেখ করেন নি। মেলেট মারাঠা সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে এ খবর নিয়েছেন।

১৩০ ঐঃ, পৃঃ ৪০১৫।

১৩১ ঐঃ, ২৯৯৬।

১৩২ কিরমাণি, পৃঃ ৩০৬।

১৩৩ খারে (viii) নং ৩০০০।

১৩৪ পুঃ, রেঃ কঃ, (ii), নং ১৪।

১৩৫ ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৬ ; খারে (viii), পৃঃ ৪০১৬।

১৩৬ উইল্ক (ii), পৃঃ ২৯৮।

১৩৭ কিরমাণি, পৃঃ ৩০৭।

১৩৮ ঐঃ, পৃঃ ৩০৭-৩০৮।

১৩৯ কিরক্‌পেট্রিক "সিলেকট লেটারস অব টিপু সুলতান", পৃঃ ৩৮৭। "তারিখ-ই-খুদা-দাদি", ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ, পৃঃ ৭০।

১৪০। তুঙ্গভদ্রার অপরপারে এরূপ অগভীর জলাশয় অনেক, কাজেই শনাক্ত করা মুস্কিল। ডাফ, (ii), পৃঃ ১৭৬, পাদটিকা, "ফোর্ড"টিকে বলেন গুরুবৌট, কিন্তু এর স্থিতি স্থান জানেন না। উইল্কস (ii), পৃঃ ২৯৯ একে বলেন কুররুক নৌট। খারের মতে (viii), পৃঃ ৪০১৭ ফোর্ডটির নাম ঘগনাথ, বারওয়ার জেলার হাভেরি মহকুমায়। কিন্তু এসব বিবরণ সত্য বলে মনে হয় না। 'বস্তুত, ফোর্ড'টি নিশ্চয়ই বেল্লা হিটজের কাছে বেলারি জেলার হসপেটের প্রায় ১০ মাইল দূরে। একেই কিরমাণি বলেন গোরকনাথ ("নিসান-ই-হায়দারি", ফঃ ১২৩ ; আরো দ্রঃ উইল্ককস (ii), পৃঃ ২৯৯, পাদটিকা। এছাড়া, তুঙ্গভদ্রা পার হয়ে টিপু যেখানে তাবু ফেলেছিলেন সেই ইটগাও বেলারি জেলায়, সেভানুরের প্রায় ২৭ মাইল দক্ষিণে (খারে (viii), নং ৩০১৩)।

১৪১। খারে (viii), নং ৩০১৩, পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ২৩, আঃ, নেঃ, সি২ ১৭২, লালে কসিক্রিকে, ৯ই অক্টোবর, ১৭৮৬ ফঃ ৭১এ-বি।

১৪২। খারে (viii), পৃঃ ৪০১৬-৪০১৭।

১৪৩। পুঃ রেঃ, কঃ (ii), নং ২০, ২৩ ; খারে (viii), নং ৩০১৩।

১৪৪। খারে (viii), নং ৩০১৩ ; পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii) নং ২৩।

১৪৫। খারে (viii), নং ৩০১৫।

১৪৬। খাবে (viii), পৃঃ ৪০২২।

১৪৭। ঐঃ পৃঃ ৪০২৩ ; ডাফ (ii), পৃঃ ১৭৭। গম ছিল টাকায় ৬ সের, ছোলা ৮ সের এবং ঘি ১৪ সের। (দ্রষ্টব্যঃ পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ২১)।

১৪৮। উইলকস (ii), পৃঃ ৩০০ ; খারে (viii), পৃঃ ৪০২৪। কালঘাটগি মহীশূরের ধারওয়ার জেলার একটি তালুক।

১৪৯। কিরমাণি, পৃঃ ৩১৪।

১৫০। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ৩০০।

১৫১। "তারিখ-ই-খুদাদাদি", ইঃ, অঃ পাণ্ডুঃ, পৃঃ ৭৪-৭৭, "সুলতান উত্-তওয়ারিখ" ফঃ ৫৭-৫৯ ; খারে (viii), নং ৩০২০। কিন্তু খারে মারাঠাদের পরাজযের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে মারাঠারা পরাজিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্যঃ পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ২৬)।

১৫২। "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ", ফঃ ৫৯।

১৫৩। ঐঃ ফঃ ৬০, "তারিখ-ই-খুদাদাদি" ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ, পৃঃ ৭৮ ; খারে (viii), নং ৩০৩৪, ৩০৪০।

১৫৪। ঐঃ, নং ৩০৪৩ ; সেভানুর অধিকারের ভাল বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য আঃ, নেঃ, সি২ ১৭২, লালে কসিক্রিকে, ৯ই অক্টোবর, ১৭৮৬ ফঃ ৭১ এ-বি। লালে বলেন যে নবাব ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র পালিযে যান, কিন্তু তার সমগ্র পরিবার ধৃত হয় এবং ৮ই অক্টোবর শ্রীরঙ্গপটম প্রেরিত হয।

১৫৫। "সুলতান-উত-তওয়ারিখ", ফঃ ৬০ ; "তওয়ারিখ-ই-খুদাদাদি",ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ, পৃঃ ৭৯, ডাফ (ii), পৃঃ ১৭৭। বাংকাপুর মহীশূরের ধারওয়ার জেলার একটি শহর।

১৫৬। খারে (viii), নং ৩০৫২।

১৫৭। ঐঃ নং ৩০৬৫ ; ডাফ (ii), পৃঃ ১৭৭।

১৫৮। খারে (viii), নং ৩০৬২।

১৫৯। মেলেট বলেন যে পুনাতে জনরব উঠেছিল আক্রমণটি হোলকারের জ্ঞাতসারে ও পরোক্ষ সম্মতিতে ঘটেছিল। তাই, এই আক্রমণে হোলকারের সৈন্য মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তিনি নানার বিপক্ষে ছিলেন তাই টিপুর পরাজয় চাননি, কারণ তাতে নানার মর্যাদা বেড়ে যেত (দ্রষ্টব্যঃ, পুঃ, রেঃ, কঃ (ii), নং ৪১)।

১৬০। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৪০। খারে (viii), নং ৩০৬৫।

১৬১। কিরমাণি, পৃঃ ৩২২।

১৬২। ডাফ্ (ii), পৃঃ ১৭৭।

১৬৩। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৪৯ ; খারে (viii), নং৩ ০৭৬।

১৬৪। "তারিখ-ই-খুদাদাদি", ইঃ, অঃ, পাণ্ডুঃ পৃঃ. ৮৫ ; "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ", কঃ ৬৪।

১৬৫। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৪৯।

১৬৬। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ৩০৬।

১৬৭। খারে, (viii), নং ৩০২৭।

১৬৮। পুঃ, রেঃ. কঃ, (ii), নং ৩৫।

১৬৯। পরে দ্রষ্টব্য পৃঃ কসিক্রির মতে মহম্মদ আলী নিজামকে ৩০,০০০ জন সৈন্য দিতে স্বীকৃত ছিলেন—যদি তাকে বিজিত রাজ্যের ভাগ দেওয়া হয। (আঃ, নেঃ, সি২ ১৭৯, কঃ ৩০১) পরে।

১৭০। খারে (viii), নং ৩০৭১।

১৭১। ঐঃ নং ৩০৭৩।

১৭২। খারে (viii), নং ৩০৭৪ ; "হাডিকত্", পৃঃ ৩৭১-৩৭২।

১৭৩। "হাডিকত্" পৃঃ ৩৭২।

১৭৪। "হাডিকত্" পৃঃ ৩৭২-৩৭৩। মীর আলম বলেন, টিপু-সুলতান বলে সম্বোধিত হতে চেয়েছিলেন। হোলকারের মধ্যস্থতায় এ দাবি মানা হয়। কিন্তু ইহা ভুল। সুলতান ছিল টিপুর নামের অংশবিশেষ (দ্রঃ পৃঃ ৯, পূর্বে)।

১৭৫। হরিপান্ট, রাস্তে ও হোলকার প্রত্যেকে টিপুর নিকট থেকে একটি হাতি ও 'খিলাত্' পনি'। (খারে (viii), নং ৩০৮৩। কিন্তু হোলকার ৪ লাখ টাকা নগদ, ২ লাখ টাকা মূল্যের মণিরত্ন ও যুদ্ধারম্ভে টিপুর প্রতিশ্রুত ১০ লাখ টাকাও পান ("হাডিকত্", পৃঃ ৩৭৩)।

১৭৬। ইঃ অঃ, লাঃ মেক্ পাণ্ডুঃ নং ৪৬, পৃঃ ৫১।

১৭৭। পুঃ, রেঃ.কঃ, (II), নং ৬৮।

১৭৮। খারে, (viii), নং ৩০৬৫, ৩০৬৮। মীর আলমও বলেন টিপু হোলকারকে ঘুষ দিয়েছিলেন। একবার তিনি সুলতানকে পরামর্শ দেন হরিপান্টের সৈন্যের উপর নৈশ-অভিযান চালাতে। তারপর তিনি টিপুকে পরামর্শ দেন সন্ধি করতে ("হাডিকত" পৃঃ ২৭১)।

১৭৯। খারে, (viii), নং ৩০৩০।

১৮০। "মাদ্রাজ ডিষ্ট্রিকট গেজেট, বেলারি", পৃঃ ২৫১, ২৯৯।

১৮১। "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ", ফঃ ৬৯।

১৮২। "সুলতান উত্-তওয়ারিখ", ফঃ ৭০। কিরমাণি, পৃঃ ৩২৪, বলেন যে, মারাঠাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছাড়াও "পলিগার"রা আদেশ পেয়েও সুলতানের নিকট না আসার দোষে দোষী ছিলেন। কিন্তু "সুলতান-ই-তারিখ" থেকে মনে হয় "পলিগাররা" সুলতান সেনার সঙ্গে ছিলেন। মাইলস তার "নিসান-ই-হায়দরি"র অনুবাদে টিপুর শত্রুর সঙ্গে 'পলিগার'দের ষড়যন্ত্রের কথার অংশটি বাদ দিয়েছেন।

১৮৩। "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ" ফঃ ৭০-৭১; কিরমাণি, পৃঃ ৩২৪।

১৮৪। "সুলতান উত্ তওয়ারিখ", ফঃ ৭১।

১৮৫। "তারিখ-ই-টিপু" ফঃ ৫। উইলকস (ii), পৃঃ ২৯৪, ভুল করে বলেছেন যে এ ঘটনা হয় জানুয়ারি, ১৭৮৬এ, টিপুর কুর্গ থেকে ফেরবার পর।

১৮৬। কিরমাণি পৃঃ ৩২৭। একপাশে খোদিত ছিল "আহম্মদের ধর্ম জগতে দীপ্যমান হ'ল হায়দরের জয় সমূহে।" অন্যপাশে ছিল "তিনিই একমাত্র ন্যায়পরায়ণ রাজা।"

১৮৭। ঐঃ টিপুর নতুন অব্দের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য "ইসলামিক কালচার" (xiv), এপ্রিল ১৯৪০, পৃঃ ১৬১ পরে।

১৮৮। কিরমাণি, পৃঃ ৩২৮।

৭

টিপু ও ফরাসিরা ১৭৮৪-৮৯

দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধকালে ফরাসীদের আচরণে টিপু অত্যন্ত হতাশ ও তিক্তবিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছিলেন কারণ তারা আশানুরূপ ও প্রতিশ্রুতি মত তাকে সাহায্য করেনি আর তারা ইংরেজদের সঙ্গে একটা পৃথক সন্ধি তার অজ্ঞাতে করে বসে শেষকালে তাকে প্রবঞ্চিত করেছল।[১] তিনি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করেন নি এই কারণে যে তিনি আশা পোষণ করতেন ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজ বা দেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হয়ত তারা সাহায্যকারী মিত্রও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ অতীতের দোষ ত্রুটি স্বীকার করে টিপুকে সৌহার্দ দেখিয়ে সবকিছু শোধরে নেবার চেষ্টা করতো। ফরাসীদের প্রাচ্য সংস্থার গভর্ণর জেনারেল ভিকঁত দ্য সুইয়াক টিপুকে লেখেন গত যুদ্ধ ভুলে গিয়ে আগামী যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে—যে যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স থেকে প্রভূত জল ও স্থল সৈন্য পাঠানো হবে যাতে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা যায়।[২] দ্য সুইয়াক তার প্রতিনিধি রামারাওকে ও টিপুকে ইহা বলবার নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে তাকে টিকে থাকার জন্য আর ইংরেজ শক্তি উৎখাত করতে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী প্রয়োজন। আরো জানাতে বলেন যে পুনা হায়দরাবাদে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ফরাসীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। রামারাও যেন টিপুর কাছে এ প্রস্তাবও করেন যে সুলতানের কাছে রক্ষিত ফরাসী সৈন্যদল বর্ধিত করা হোক, এবং মেওর মর্‍াঁপেঁয়ের স্থানে মসিও দ্য কুফ্রভিল্ নিযুক্ত হোন, কারণ তিনি আরো সুদক্ষ এবং ওখানে ফরাসী প্রতিনিধি হয়েও থাকতে পারবেন। রামারাও এ প্রস্তাবও করবেন যে মালাবার উপকূলের সংস্থা বর্ধিত করা দরকার। সেখান থেকে আরো সহজভাবে সুলতানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া যাবে—ছোট বন্দর মাহের থেকে। কিন্তু এ সব প্রস্তাবে টিপুর জবাব ছিল অস্পষ্ট ও উদাসীন। দ্য মবুলা লিখেছিলেন যে তিনি সুইয়াক কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে মৈত্রীর কথা আলোচনার জন্য। টিপু তাকেও সেরূপ উদাসীনতা দেখান।[৩] ফরাসী প্রস্তাবে টিপুর অনুৎসাহের কারণ এটা ছিলনা যে গত যুদ্ধে ইংরেজদের উপর জয়লাভ করে তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ ছিল, দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ফরাসীদের আচরণে নৈরাশ্য। এ কথার উপর জোর দিয়ে বারবার তাদের

লিখতে তিনি বিরত থাকতেন না। ভারতস্থ ফরাসী কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব মেনে নিলে তার কিছুই লাভ হবে না, এটা বুঝে সেই সঙ্গে তিনি সরাসরি লুই(XVI)ও তার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় কার্যোদ্ধার করবেন এই আশা করছিলেন।[৪]

টিপুর বন্ধুত্ব লাভের জন্য দ্য সুই আকের চেষ্টার উদ্দেশ্য নিজাম বা মারাঠাদের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং তিনি সমস্ত ভারতীয় রাজ-শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি টিপুর সঙ্গে দেখা করতে চান নি, কারণ, তাতে নিজাম ও মারাঠাদের সন্দেহ জাগতো।[৫] সে সময় ফরাসীরা সত্যি সত্যিই চেয়েছিল যে ভারতীয় রাজারা পরস্পর হানাহানি বন্ধ করে এবং ফরাসীদের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা মৈত্রী-জোটে মিলিত হয়।[৬] কঁত দ্য ভারন্যানকে লিখিত ব্যুসির এক পত্র থেকে একথা স্পষ্ট হয়। তিনি লেখেন "টিপু সুলতানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মারাঠারা ও নিজাম একটা জোট বেধেছে। এই অভিসন্ধি চমৎকারভাবে ইংরেজদের অনুকূলে। আমি চেষ্টা করেছি, এবং করছিও, যাতে এটা ভাঙ্গে এবং তৎসঙ্গে আমাদের সততা অক্ষুন্ন রেখে চেষ্টা করে যাব যাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐ তিন ভারতীয় রাজশক্তি মিলিত হয়"।[৭] এই নীতি অনুসরণ করেই দ্য সুই আক নানা, নিজাম ও টিপুকে উপদেশ দিয়েছিলেন নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে বন্ধু হতে[৮] এবং পণ্ডিচেরীর গভর্ণর কসেঞি নানাকে সাবধান করেন যে যদি পেশোয়া, নিজাম ও টিপু মিলিত না হয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নিয়েই মত্ত থাকেন তবে ইংরেজরাই লাভবান হবে এবং তাদের দশা হবে আউধ ও কর্ণাটকের নবাবদের মত।[৯]

কিন্তু ফরাসীদের যুদ্ধ-নিবারণ চেষ্টা সফল হয়নি। টিপু ও নিজামের সঙ্গে মৈত্রী-বদ্ধ মারাঠাদের যুদ্ধ বেধে যায়। তাদের ভিতর শান্তি স্থাপনের জন্য ফরাসীরা তখন সক্রিয় হয়। কসিঞি নিজামের কাছে আবেদন জানান একজন মুসলীম হিসাবে, একজন ভারতীয় হিসাবে, তিনি যেন টিপুর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন; টিপুই ছিলেন দেশের একমাত্র মুসলমান রাজা যিনি ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ। কসিঞি নিজামকে আশ্বাস দেন যে মুসলমানদের হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।[১০] ব্রিটিশের সার্বভৌম শাসন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হতে তিনি নানাকেও অনুরোধ জানান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন কী কী শর্তে তিনি সন্ধি স্থাপনে রাজী আছেন, যাতে করে টিপুকে যুদ্ধাদি বন্ধ করতে স্বীকৃত করানো যায়।[১১] পুনাতে ফরাসী প্রতিনিধি মঁতিঞি এমন কি এই আশ্বাসও দেন যে অনুরোধে না হলে জোর করে টিপুকে মিটমাট করতে বাধ্য করা হবে।[১২] কিন্তু নানার জবাব অস্পষ্ট ছিল। ফরাসীদের আর তেমন শক্তিশালী বলে মনে করা হতনা যে হায়দরাবাদ বা পুনা গভর্ণমেণ্টের কাছে তাদের পরামর্শের কোন গুরুত্ব থাকবে।[১৩]

এই যুদ্ধে ফরাসীদের নীতি ভার্সাই সন্ধির (১৭৮৩) ষোড়শ ধারা দ্বারাও

নিয়ন্ত্রিত ছিল। এইধারা মতে ইংরেজ ও ফরাসীদের ভারতীয় রাজাদের যুদ্ধে পক্ষ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এজন্যই টিপু যখন মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তাকে ফরাসীরা সামরিক সাহায্য দেয় নি। কসিঞি অবশ্য টিপুকে জানান যে যদি ইংরেজরা মারাঠাদের সঙ্গে মিলে তাকে আক্রমণ করে, তবে ফরাসীরা তার সাহায্যে আসবে।[১৪] বস্তুত, ইংরেজরা মারাঠাদের সাহায্য করুক বা না করুক, কসিঞি টিপুর সঙ্গে জোট বানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। টিপুর প্রার্থিত ৮০০০ বন্দুক তাকে দিতেও তিনি চেয়েছিলেন। কসিঞির মতে, একমাত্র টিপুর সাহায্য দ্বারাই ভারতে ইংরেজের আধিপত্য উৎপাত করা যায়।[১৫] প্রবল শক্তিশালী টিপু নিশ্চিতরূপে মারাঠা-নিজাম মৈত্রী-জোট পরাহত করতে পারেন।[১৬] কিন্তু যদি তার পরাজয় ঘটে, তবে তা হবে পরম দুর্ভাগ্যজনক।[১৭]

দ্য সুই আক্ কিন্তু কসিঞির সঙ্গে একমত হন নি এবং তাকে টিপুর সঙ্গে কোন সন্ধিতে আসতে বারণ করেন, কারণ, এতে মারাঠারা বিরূপ হবে।[১৮] তিনি মনে করতেন টিপু ছিলেন অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী, দাম্ভিক, নির্ভরযোগ্য নন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন, হৃতমান হন, তবে ভালই হবে, ফরাসীদের কোলে তখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন।[১৯] বস্তুত, দ্য সুই আক্ মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রীই বেশী পছন্দ করতেন, কারণ, তিনি ভাবতেন টিপুর শক্তি ক্ষণস্থায়ী, একদিন না একদিন ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের মিলিত শক্তিতে পরাভূত হবারই কথা। ১লা নভেম্বর, ১৭৮৩ মাসেই এমন কি এম্ দ্য কাস্ত্রি, মেরাইন মিনিষ্টার বুসিকে লিখেছিলেন যে, কোম্পানীর পক্ষে টিপুর চেয়ে মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রী-জোট বেশি কাজ দেবে; "টিপুর শক্তি নতুন, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পায়নি"। তার মতে, অন্যদিকে "ভারতে একটা বিপ্লব ঘটাতে মারাঠাদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর ও যোগ্যতর"।[২০] কিন্তু ফ্রান্সের প্রস্তাবে মারাঠারা সম্মতি জানায়নি। তারা ভাবতো, ফরাসীরা টিপুর বন্ধু, একটা গুপ্ত-সন্ধি তাদের সঙ্গে তার আছে। ফরাসী প্রতিনিধি মঁতিঞি নানাকে নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যে টিপুর সঙ্গে তাদের কোন আঁতাত নেই এবং মারাঠাদের সঙ্গে তার যুদ্ধে ফরাসীরা তাকে কোন সাহায্য দেবে না।[২১] শুধু ইংরেজরা যদি ভার্সাই সন্ধির ষোড়শ ধারা অমান্য করে মারাঠাদের সাহায্যে যায়, তবেই শুধু তাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তারা টিপু সুলতানের পক্ষ নেবে।[২২] কিন্তু এ-সব আশ্বাসবাণী সত্ত্বও নানা ফরাসীদের উপেক্ষা করেছিলেন। ইংরেজদের অধিকতর শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করে নানা তাদের বন্ধুত্বই অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। ১৭৮৬ সালের অগাষ্টের প্রারম্ভে পণ্ডিচেরী থেকে গুডার নামে একজন বিশেষ প্রতিনিধি পেশোয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আসেন, কিন্তু তার চেষ্টাও ফলবতী হয়নি। গুডার ও মঁতিঞি উভয়ের চক্রান্তই ব্যর্থ করতে মেলেট কৃতকার্য হন।[২৩] ফরাসীরা নিজামের বেলাও পরাজিত হয়। গুমঁকে পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য আলোচনা করতে, কিন্তু

কোন কাজ হয়নি। কাসিঞ্জির পত্রসমূহেও নিজামের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। নিজাম বলেছিলেন, "টিপুর জোর দখলে যতটা দুঃখিত হয়েছি, ইংরেজের ভারত-অভিযানে ততটা হইনি।"[২৪]

ফরাসীরা নিজাম ও মারাঠাদের দলভুক্ত করতে না পারায় পরিশেষে দ্য সুই আকের নীতির পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া, মারাঠানিজাম জোটের বিরুদ্ধে টিপুর জয়লাভ তাকে অতিশয় প্রভাবান্বিত করলো। তিনি পণ্ডিচেরীর গভর্ণর কসিঞ্জির সঙ্গে মেনে নিতে চেয়েছিলেন যে, টিপুর সঙ্গে একজোট হওয়াই ফরাসী স্বার্থের অনুকূল। কেবলমাত্র টিপুর সাহায্যেই ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা যাবে। আর ইংরেজের বিরুদ্ধে মারাঠারা কার্যকর হবে না, তার কিছুটা কারণ, তাদের একতার অভাব, প্রলুব্ধ করে তাদের দলে টানা যায়, অন্য কারণ, তাদের ফৌজের সবটাই অশ্বারোহী সৈন্য।[২৫]

দ্য সুই আক ফরাসী বন্ধুত্বের জন্য টিপুর আন্তরিক ইচ্ছাতেও স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন, কারণ, দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ-কালে তার পিতা যে—১৭ লাখ টাকা ফরাসীদের অগ্রিম দিয়েছিলেন, তা তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফরাসীরা তা এখন ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন। এসব কারণে, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মৈত্রী-জোটের কথা সরাসরি আলোচনা করে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য লুই XVI-এর সভায় টিপুর প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাবকে দ্য সুই আক স্বাগত জানান[২৬] কিন্তু টিপু প্রথমটায় কোন পৃথক প্রতিনিধিদল পাঠান নি। ১৭৮৫ সালের শেষে অটোমান সুলতানের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে আদেশ দেওয়া হয় কনস্তান্টিনোপলে তাদের কাজ সমাধা করে তারা যেন প্যারিস চলে যান; প্যারিস থেকে তাদের যেতে হবে লণ্ডন।[২৭]

প্রতিনিধিরা লুই XVI কে জানাবেন ইংরেজরা কেমন করে ভারতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল, এবং তারা মুসলীম, হিন্দু ও ফরাসীদের উপর কিরূপ নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ বিবৃত করবে, যাতে ফরাসীরা এমন একটা কলঙ্ক জনক ভূমিকা নিয়েছিল। টিপু ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ী হয়ে তাদের বিতাড়িত করতে পারতেন, যদি ফরাসীরা যুদ্ধ থেকে সরে না যেত এবং তাদের সঙ্গে টিপুর পরামর্শ না নিয়েই পৃথক সন্ধি না করতো। তিনি ও তার পিতা ফরাসীদের জন্য প্রভূত স্বার্থত্যাগ করেছেন, কিন্তু সঙ্কট-মুহূর্তে তারা তাকে প্রতারিত করেছিল।[২৮]

এই বিবৃতি দেবার পর প্রতিনিধিরা লুই XVIএর সমীপে তার এবং তাদের মনিব টিপুর সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী মৈত্রী-সন্ধির প্রস্তাব করবেন। ফরাসী-রাজ সুদক্ষ সেনা-নায়কদের অধীনে ১০,০০০ জন সৈন্য পাঠাবেন, তারা টিপুর প্রত্যক্ষ আজ্ঞাধীন থাকবে এবং তারা বা তাদের সৈন্যরা যদি কোন অপরাধ করে তবে মহীশূরী আইনে তাদের বিচার হবে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ফরাসীরা

বা টিপু ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন সন্ধি তাদের সঙ্গে করতে পারবে না। ইতিমধ্যে যদি ইংরেজরা সন্ধি চায়, তা বিবেচিত হবে না, যদি তাদের সমস্ত রাজ্যখণ্ড না নিয়ে নেওয়া হয়। এই রাজ্যখণ্ড তারপর টিপু ও ফরাসীরা ভাগাভাগি করে নেবে। প্রতিনিধিরা লুই XVI কে আরো অনুরোধ করবেন মহীশূরে শিল্পী ও কারিগর পাঠাতে যারা বন্দুক, ঘড়ি, চীনামাটির ও কাচের বাসন পত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করতে জানে।[২৯]

কিন্তু প্রতিনিধিগণ কনস্তান্টিনোপ্‌লের[৩০] পরে আর যেতে পারেন নি। টিপু তাদের ডেকে পাঠান। ইতিমধ্যে পুনায় ইংরেজদের চক্রান্তে আতঙ্কিত হয়ে টিপু ফ্রান্সে একটি পৃথক প্রতিনিধিদল পাঠাতে সঙ্কল্প করেন। দ্য সুই আক ও বিশেষ করে কসিঞি এই প্রতিনিধি দলের সাফল্য সম্বন্ধে তাকে উৎসাহ দিয়ে তার মনে প্রভূত আশার সঞ্চার করেছিলেন। ফরাসী শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ইহা স্থির হয়, যে মহীশূর হইতে প্যারিস যাতায়াতের জন্য প্রতিনিধিদের সমস্ত খরচ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বহন করবে। ইহা ছাড়া, দ্য সুই আক "রোয়াল্যব্‌র্" নামে একটি জলযান ক্রয় করেন প্রতিনিধিদের ফ্রান্সে নিয়ে যাবার জন্য, এবং টিপুকে সেটি উপহার দেন। ভারত ও ইয়োরোপ উভয় স্থানেই একটা চমক লাগাবার জন্য তিনি চেয়েছিলেন যে জলযানটিতে টিপু সুলতানের পতাকা থাকবে, ভারতীয় নাবিকদল থাকবে, আর থাকবেন একজন মুসলীম কাপ্তেন ;—যদিও আসল কাপ্তেন থাকবেন পিয়ার মনর্‌ যিনি জাতে ফরাসী কিন্তু পর্তুগালের রাজার প্রজা।[৩১] ১৭৮৬ সালের মাঝামাঝি তিনি সুলতানের সঙ্গে দেখা করে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে টিপুর সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক সন্ধি করতে চান। তিনি প্রতিনিধিদের ফ্রান্সে নিয়ে যাবার ও ভারতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২]

দ্য সুই আক এর ব্যবস্থা মতো ল্যরর্‌ সোজা মেঙ্গালোর চলে গিয়ে সেখানে ১৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৭ নাগাদ পৌঁছবে এবং সেই মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে প্রতিনিধিরা সেখান থেকে রওনা হবে। কিন্তু জানুয়ারির প্রথম দিকে ছাড়া মনর্‌ 'আইল অব্‌ ফ্রান্স' ছেড়ে মেঙ্গালোর রওনা হতে পারেন নি। ১৯শে মার্চ কোচীন পৌঁছে কর্সিঞির কাছ থেকে খবর পান যে প্রতিনিধিরা জানুয়ারির শেষে পণ্ডিচেরী পৌঁছেছেন। মনে হয়, টিপুর অনুরোধে কসিঞি দ্য সুই আক এর ব্যবস্থা বদল করে মেঙ্গালোরের স্থানে পণ্ডিচেরীতে জলযানটি ভিড়াবার ব্যবস্থা করেন। যাই হোক, টিপুর অনুরোধ মত ক্রাত কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম হস্তার্পন করার জন্য ও জলযানটি মসলা-পত্রে ভরে নিতে মনর্‌ মেঙ্গালোরের দিকেই রওনা হন। তিনি মেঙ্গালোর পৌঁছলেন ২৮শে মার্চ, এবং সেখান থেকে ৭ই এপ্রিল, রওনা হয়ে পণ্ডিচেরী পৌঁছান ৫ই মে।[৩৩]

প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ দরবেশ খাঁ, আকবর আলী খাঁ ও ওসমান খাঁ। আকবর আলীর সঙ্গে ছিলেন তার পুত্র, আর ওসমান খাঁর সঙ্গে তার

ভ্রাতুষ্পুত্র।[৩৪] এ ছাড়া তাদের সহায়ক ছিল তাদের চাপরাসী, খানসামা, পাচক ও দেহরক্ষী। সব সহ ৮০ জন জাহাজে চড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মনর সংখ্যাটা খুব বেশী মনে করে কমিয়ে ৪৫ জন করেন।[৩৫] দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া রমজান ও ঈদ্ পর্ব বলে ২২শে জুলাইর পূর্বে তিনি পণ্ডিচেরী থেকে রওনা হতে পারেননি।[৩৬]

দ্য সুই আকের মূল নির্দেশ ছিল ল্যবর্ সরাসরি উত্তমাশা অন্তরীপ যাবে, 'আইল অব ফ্রান্স' বা 'আইল অব বুর্বো'তে না থেমে। কিন্তু মনর 'আইল অব বুর্বো'তে থামেন রসদ সংগ্রহের জন্য। কিন্তু জাহাজে একটা ছিদ্র হয়েছিল, যা সেখানে মেরামত করা যায় নি বলে আইল অব্ ফ্রান্সের দিকে জাহাজ নিয়ে যেতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে জাহাজের হালটিও জখম হয়েছিল। জাহাজ মেরামত, মহরম পর্ব উদ্‌যাপন, এবং দ্বীপটির সুন্দর আবহাওয়া,—সব কিছু মিলে ওখানের স্থিতিকাল ৪ঠা ডিসেম্বর অবধি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জাহাজটি ৩রা জানুয়ারি, ১৭৮৮ অন্তরীপে পৌঁছায়। এখানেও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য দেরি হয়ে যায় এবং ১১ই ফেব্রুয়ারির পূর্বে ল্যবর্ রওনা হতেও পারেনি। তারপর তাকে 'আইল অব অ্যাসেন' থামতে হয়েছিল কারণ নতুন জল নেওয়া দরকার ছিল—অন্তরীপ ছাড়বার সময় যে ১০০ ব্যারাল জল ছিল তা প্রতিনিধি ও তাদের লোকজন বেহিসাবী ও বেপরোয়া খরচ করে ফেলেছিল। জাহাজ আবার থামে 'আইল অব্ গোরে'তে রসদ পত্রের জন্য। ১৮ই এপ্রিল জাহাজটি ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু দরবেশ খাঁ অসুস্থ পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আরোগ্য লাভের পর মাত্র ২৮ তারিখ রাত্রে জাহাজ ছাড়তে পেরেছিল। ইতিমধ্যে প্রতিনিধিদের অধিকাংশই স্কার্ভিরোগ আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের ৩ জন মারা গিয়েছিলেন তখন সাব্যস্ত হয়, মালাগা বন্দরে যথেষ্ট তাজা সবজী ও রসদ নেবার জন্য থামা হবে। মালাগা থেকে ফ্রান্স অবধি যাত্রায় উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।[৩৭]

ভিকঁত দ্য সুই আক মনরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফরাসী নৌ-বহরের বিশালতায় প্রতিনিধিদের চমক লাগিয়ে দেবার জন্য ব্রেস্তে অবতরণ করতে, এবং সেইমত তাদের স্বাগত করবার জন্য সেখানে বড় রকমের প্রস্তুতি হয়েছিল।[৩৮] কিন্তু গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত লোকদের পক্ষে ব্রেস্ত যথেষ্ট উষ্ণ ছিল না বলে ল্যবর্ তুলোঁ অভিমুখে গিয়েছিল এবং পণ্ডিচেরী থেকে যাত্রার ১০মাস ১৭দিন পর ৯ই জুন, ১৭৮৮ সালে বিকেল বেলা সেখানে গিয়ে পৌঁছায়। ফরাসী উপকূলের নিকটবর্তী হবার সময় পূর্বে উত্তলিত টিপুর পতাকাই এতে ছিল।[৩৯]

ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নির্দেশমত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়, তাদের সম্মানে আতশবাজি পোড়ে, থিয়েটার ও সৈন্য বাহিনী পরিদর্শনে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। ২১শে জুন তুলোঁ ছেড়ে তারা ১৬ই জুলাই বিকেলে প্যারিসে পৌঁছান। মার্সেইয়, গ্রেনবল দিজঁ, লিয়ঁ, লা পালিস্, মুলঁ্যা, ন্যাভর, মতাঁরগী, ফঁত্যানব্ল্যু দিয়ে তারা অগ্রসর হন। সেইসব স্থানে তাদের সোৎসাহে স্বাগত করা হয়। প্যারিসে

তারা পরম সম্মানে অভ্যর্থিত হন। ছয় অশ্ববাহী শকটে অশ্বারোহী সেনার পরিচালনায় তারা পথ চলেন। বহুদূরের অচিন দেশের অতিথিদের দেখবার জন্য ভিড় জমে যায়।[৪০] তাদের বাসগৃহ হয় রু্য ব্যারজ্যারে, পূর্বে যে-বাড়িতে নেক্কার থাকতেন। বাড়িটি নতুন করে সাজানো বাগিচা সুসংস্কৃত ছিল। প্রতিনিধিদের আরাম দেবার কোন চেষ্টা ফরাসী কর্তৃপক্ষের বাকি ছিল না। তারা ভাত খাবার ভক্ত বলে তুলোঁ থেকে বিভিন্ন প্রকার চাল আসে। জ্যান্ত ভেড়া, ছাগ, কুক্কুটাদি পাখি তাদের সরবরাহ করা হয়, কারণ তারা স্ব-প্রথামত জবাই করা পশুমাংশ ছাড়া খেতেন না। প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য পৃথক ভাবে ছয় অশ্বের গাড়ি বরাদ্দ ছিল।[৪১] প্রতিনিধিদের পোষাক তৈরির বন্দোবস্ত ফরাসী গভর্ণমেণ্ট করেছিলেন, যাতে লুই XVI এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তারা সুসজ্জিত থাকেন। ইয়োরোপিয়ান মাপকাঠিতে তাদের অনুচররা পরিপাটী রূপে সজ্জিত ছিলেন না, শীতকালে পাতলা মসলিনের পরিচ্ছদে তাদের মৃত্যু হতে পারে, এ জন্য তাদেরও পোষাক তৈরি হয়।[৪২]

তাদের প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না—এই ভেবে প্রতিনিধিরা প্রথমত খুব খুশি ছিলেন না। বাসস্থান অপরিসর বলে তাদের অসন্তোষ ছিল। তারা চেয়েছিলেন প্রত্যেকে এক একটি পৃথক বাড়ি। তাদের প্রস্তাব ছিল লুই XVI এতগুলি রাজ প্রাসাদের মালিক একটি তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। তাদের আরো স্থান দেবার জন্য সাব্যস্ত হয়। তাদের সমস্ত মোটা বাক্স ও পোঁটলা পুঁটলি অন্য একটা বাড়িতে সরানো হোক, এবং ঐ স্থানে থাকুক তাক্‌যুক্ত আলমারি, জামা কাপড়ের আলমারি—যেখানে তাদের জিনষ পত্র রাখা যাবে। কিন্তু তারা তাদের মালপত্র সরাতে রাজী হননি। সেইরূপই তারাও চাননি যে তাদের ভৃত্যরা পাশের অন্য বাড়ি, এমন কি তাদের বাড়ির দোতালায় থাকুক। কারণ, তারা চাইছিলেন ভৃত্যরা নিকটে থাকবে, যেন প্রয়োজন হলে চিৎকার করে তাদের ডাকা যায়। তাদের বাসস্থান সম্বন্ধে তাদের অসন্তোষ জেনে ফরাসী কর্তৃপক্ষ অতি প্রশস্ত রাজ-প্রাসাদ ল' ইকোল মিলিতয়ার তাদের দেখান। কিন্তু ততদিনে তারা স্থির হয়ে বসেছেন, তারা আর সরতে রাজী হন নি।[৪৩]

তাদের অসন্তোষের আর একটা কারণ ছিল তাদের সঙ্গে দেখা শোনা করতে কেউ বড় একটা আসত না।[৪৪] এ ছাড়া, তারা ফরাসী মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার এবং লুই XVI এর সকাশে উপস্থিত হওযার বিলম্বে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক্, বৈদেশিক মন্ত্রী মঃ মঁত্‌মর‍্যার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নৌ-সংক্রান্ত মন্ত্রী কঁত দ্য লা লুজ্যার্ন তাদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ১০ই আগষ্ট দিন ধার্য হয় ফরাসী রাজের সঙ্গে দেখা করবার।[৪৫] রাজার ইচ্ছা ছিল যে ভার্সাইতে এসে প্রতিনিধিরা বহুজন—সমাবেশ দেখেন, তাই "জুর্নাল দ্য প্যারি"তে ঐ বিষয়ে একটা ঘোষণা-বানী প্রচার করেন।[৪৬] "গ্রেণ্ড মাষ্টার অব সিরিমনিজ" মঃ দ্য ব্রেজকে

পারিস থেকে ডাকা হয় অভ্যর্থনার বিধি পদ্ধতি আলোচনার জন্য।[৪৭] প্রতিনিধিরা চাই ছিলেন তারা রাজাকে অভিবাদন করবেন আসনস্থ থেকেই; তাদের বলা হয় রাজার সামনে দাঁড়াতে হবে।[৪৮] এ ছাড়াও তাদের ইচ্ছে ছিল তারা যে-সব উপহার এনেছেন তা প্রকাশ্যে বহন করে নেওয়া হবে। কিন্তু সাব্যস্ত হয় যে অল্প মূল্যের এই উপহার গুলি প্রকাশ্যে নেওয়া হলে ফরাসী, বিশেষ করে ইংরেজী, কাগজে তা উপহাসিত হবে, তাই গোপনে নেওয়া হবে।[৪৮] যে হেতু রাজ-দর্শন লোকসভায় ঘটবে, ইংরেজদের অসন্তোষ নিবারণের জন্য সরকারী দোভাষী রুফ্যাঁ প্রতিনিধিদের প্রদত্ত ভাষণে কিছু বদল করেন।[৪৯]

১০ই অগাষ্ট লুই XVI অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন। ভার্সাই প্রাসাদের প্রধান কক্ষগুলি দর্শকে পূর্ণ ছিল। অভ্যর্থনার স্থান, সেলপাঁদ্য হারকিউলিশ গণমান্য স্ত্রী পুরুষে ভর্তি ছিল। ডফিন অসুস্থ থাকায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু রাণী মারী আঁতো আন্যাৎ সিংহাসনের পাশে নিজস্ব ঘেরা আসনে বসে ছিলেন। প্রতিনিধিদের তার দিকে দৃষ্টি দেবার বা তাকে অভিবাদন করবার কথা ছিল না। ডিউক অব নরমাণ্ডি তার স্ত্রী কন্যা সহ, কাউন্টস দা রতো আ ও রাজার ভগিনী মাদাম এলিজাবেথ অন্যদিকের ঘেরা-আসনে ছিলেন। প্রতিনিধি তিনজন পরম গাম্ভীর্যের সহিত রাজার নিকটবর্তী হন। তাদের নেতা দরবেশ খাঁ তাকে কয়েক খণ্ড স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা ও কিছু মসলিন উপহার দেন। দ্য লা লুজ্যার্ণ তা গ্রহণ করে সিংহাসনের পাশে একটি টেবিলে রাখেন। দরবেশ খাঁ তখন নিম্ন স্বরে তার ভাষণ দেন এবং তা রুফ্যাঁ কর্তৃক ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়।[৫০] তিনি ইংরেজদের আক্রমণ, ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার এবং সে-হেতু ভারতীয় ও ফরাসীদের দুঃখকষ্ট ভোগের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি তারপর ভারতস্থ ফরাসী কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে দুশর্ম্যাঁ ও ব্যুসির, ভুল ভ্রান্তির বিবরণ দিয়ে কসিক্কির সৈন্যদল থেকে নিষ্ক্রমণ, এবং তার অনুমতি না নিয়েই ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে তাকে একা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা—এ সবের অভিযোগ করেন। পরিশেষে তিনি কিছু ফুলের বীজ এবং বিভিন্ন জাতের চারা-গাছ এবং কয়েকজন যন্ত্রবিদ, কর্মী ও ডাক্তার তাদের সঙ্গে মহীশূর নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি এও—বলেন যে অন্যান্য কথা পরে জানানো হবে, কারণ প্রকাশ্যে তা উল্লেখ করা সমীচীন হবে না।[৫১]

রাজ-দর্শনান্তে প্রতিনিধিরা দ্য লা লুজ্যার্ণ এর সঙ্গে আহার করেন। পরদিন নৈশ-আহার মুখ্য-মন্ত্রীদের সঙ্গে হয় এবং ১২ তারিখে মঁমর‍্যাঁর সঙ্গে। ২রা সেপ্টেম্বর দ্য লা লুজ্যার্ণের সঙ্গে তাদের শেষ সাক্ষাৎকার হয়, তখন তারা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধ মূলক এক সন্ধির খসড়া পেশ করেন। শর্তগুলি এই—দশ বৎসর পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকবে। টিপুকে ২০ হাজার ফরাসী সেনার সাহায্য দেওয়া হবে, তারা টিপুর আজ্ঞাধীন থাকবে এবং টিপু তাদের খরচ

চালাবেন। কর্ণাটক অধিকারের পর চার পাশের অঞ্চল সহ পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজ সংলগ্ন স্থান ফরাসীদের দেওয়া হবে। সেরূপ, বাংলা, বিহার ও অন্যান্য ইংরেজদের এলাকা জয় করে সে সব ফরাসীদের দিয়ে দেওয়া হবে।[৫২]

প্রতিনিধিরা ভারত থেকে রওনা হবার সময় মারেশাস দ্য কাস্ত্রি নৌ-মন্ত্রী ছিলেন। তাকে লেখা টিপুর চিঠিও তারা এনেছিলেন। কিন্তু ফরাসী দেশে তারা যখন পৌছান তখন তার স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন কঁত দ্য লা লুজ্যার্ণ। কাস্ত্রি ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে চক্রান্ত চালিয়ে যাবার পক্ষে ছিলেন, ও বিশ্বাস করতেন যে ভারতে ফরাসী-শক্তির পুনরুজ্জীবন তখনও সম্ভব। কিন্তু দ্য লা লুজ্যার্ণের মতে ইংরেজদের সহায় সঙ্গতি বেশি ছিল বলে এবং ওদেশে তাদের সামরিক শক্তির প্রাধান্য থাকায় ফরাসী—প্রভাব আর মাথা তুলতে পারবে না; ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইংরেজের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। সুতরাং ঠিক করা হয়েছিল, ভারত থেকে ফরাসী সৈন্য তুলে নিয়ে আইল অব ফ্রান্সে কেন্দ্রীভূত করা। এরূপেই শুধু প্রাচ্যে ফ্রান্স তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে।[৫৩]

ফরাসী নীতির এই নতুন রূপায়ণে এবং ইরেজের স্বার্থের বিরুদ্ধে টিপুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলোচনা হবে না বলে ইংরেজদের কাছে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আশ্বাস প্রদান হেতু প্রতিনিধিদের বিফলতা অবশ্যম্ভাবী ছিল।[৫৪] এ ছাড়া, এ সময় ফ্রান্স একটা সামাজিক ও অর্থনীতিক সঙ্কটের কবলে ছিল—যার থেকে শীঘ্রই বিপ্লবের উদ্ভব হয় - তাই, তার পক্ষে নতুন কোন দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রতিনিধিদের সুতরাং বলা হয়, ভার্সাই সন্ধি (১৭৮৩) মত লুই XVI টিপুর সঙ্গে কোন মৈত্রীজোটে আসতে পারেন না। অবশ্য যদি ফরাসী-ইংরেজে যুদ্ধ বেধে যায় এবং টিপুও তাতে যোগদান করেন, তবে তার সাহায্যার্থে ফ্রান্স সৈন্য পাঠাবে। তারা টিপুর অধীনে থাকবে, তার সম্মতি বিনা কোন সন্ধি হবে না। ভারতে বিজিত কোন স্থান ফরাসী-রাজ দাবি করবেন না, কারণ, তিনি চান শুধু কলকারখানা আর ব্যবসা বাণিজ্য।[৫৬]

দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ফরাসীনীতি সম্বন্ধে ব্যুসির ভূমিকায় রাজা দুঃখ-প্রকাশ করে বলেন যে ব্যুসির পক্ষে মিত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো ভুল হয়েছিল। তার রাজ্যে অস্ত্র তৈরি উন্নত করা ও নতুন শ্রমশিল্প প্রবর্তনের ইচ্ছায় কারিগর ও যন্ত্রবিদের জন্য টিপুর অনুরোধের জবাবে প্রতিনিধিদের বলা হয় যে এর বন্দোবস্ত হতে পারে। কেহ কেহ তাদের সঙ্গেই যেতে পারেন, অন্যরা পরে যাবেন মেঙ্গালোর না হয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে—যাতে ইংরেজদের নালিশের কোন কারণ না ঘটে। ফরাসী-বীজ ও চারা-গাছও পাওয়া যাবে, কিন্তু মসলা ও কর্পূর গাছ ফ্রান্সে জন্মায় না, মালাক্কাস দ্বীপ থেকে নেওয়া যেতে পারে।[৫৭]

কাজ সমাপ্ত হ'লেও প্রতিনিধিরা প্রস্থানের কোন উদ্যোগ দেখান নি। খরচের

জন্য টিপুর প্রদত্ত ১০০,০০০ টাকা, ২৫০,০০০ লিভ্‌র।[৫৮] শুধু তারা খরচ করেন নি, টাকার ঘাটতি দেখা দিলে কেনাকাটার জন্য ৪৯,৪১৪ লিভ্‌র ধারও করেছিলেন।[৫৯] তাছাড়া, ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই শ্বেত-হস্তী পোষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দ্য লা লুজ্যার্ণ তখন লুই XVI এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের লিখে তাদের বিদায় নিতে অনুরোধ জানান—কারণ শীতকাল আসন্ন প্রায়। তিনি তাদের আরো জানান যে তাদের যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করতে টিপু লুই XVI কে লিখেছেন।[৬০] সুতরাং, শেষ পর্যন্ত কেপ্টেন মেকনামারার সঙ্গে প্রতিনিধিদল ৯ই অক্টোবর ব্রেস্তের পথে প্যারিস ছাড়লো। মেকনামারার নির্দিষ্ট কাজ হয়েছিল তাদের নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেওয়া এবং টিপু সুলতানের কাছে লুই XVI এর প্রতিনিধিত্ব করা। তাদের এবং তাদের সুলতানের জন্য বহুমূল্য উপহার দেওয়া হয়। ব্রেস্তের পথে তারা অর্লিয়েঁ তুর, নাঁতে এবং ল্যরিয়েঁতে হয়ে যান এবং নানা কলকারখানা পরিদর্শন করেন। ব্রেস্তে তারা কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌ-যুদ্ধ কৌশল দর্শন করেন।[৬১]

প্রতিনিধিরা "থাইট্‌" জাহাজে ১৭ই নভেম্বর, ১৭৮৮, ব্রেষত্ ত্যাগ করেন। কেপ্টেন মেকনামারা মাহেতে অবতরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোগের আবহাওয়ায় জাহাজের দিক ভ্রষ্ট হয়েছিল, তখন পণ্ডিচেরী অভিমুখে গিয়ে ১১ মে, ১৭৮৯ সেখানে পৌঁছায়।[৬২] একজন রাজদূতের প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে মেকনা, মারাকে স্বাগত করার জন্য টিপু বড় রকমের আয়োজন করেছিলেন এবং তার অভ্যর্থনার জন্য জয়নাল আবেদিনকে ঘোড়া ও হাতী সহ সীমান্তে পাঠান।[৬৩] কিন্তু ফরাসীদের নীতিতে নতুন পরিবর্তন হেতু পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসীদের আপসারণ করার আদেশ প্রতিপালনের জন্য মেকনামারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন।[৬৪] এবং টিপুকে জানান যে তিনি পরের নভেম্বর লুই XVI এর উপহার সামগ্রী সহ মেঙ্গালোর যাবেন। ওজনে ভারী বলে স্থলপথে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেগুলি পাঠানো যায় নি।[৬৫] যাই হোক, প্রতিনিধিরা আরকটের নবাবের অনুমতি নিয়ে ১৫ দিন পর স্থলপথে কোয়েম্বাটোর রওনা হন। সেখানে তখন সুলতানের শিবির ছিল।[৬৬] টিপু খুসি হয়েছিলেন যে তারা "শিল্পী ও কারিগর" সঙ্গে এনেছেন[৬৭] যাঁরা মহীশূরে এমন সব শ্রম-শিল্পের পত্তন করতে সাহায্য করবেন, যা প্রাচ্যে নেই। কিন্তু একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষাকর সন্ধি ফ্রান্সের সঙ্গে না করতে পারায় তিনি নিরাশ হন।[৬৮]

টিপুর সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্যিক চুক্তি প্রস্তাব

ইতিমধ্যে নানা কারণে ভারতস্থ ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর সম্পর্ক বিচ্ছেদমূলক ছিল। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ও টিপুর অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজশ করছেন বলে ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কুরাজ্দ নায়ারের রাজ্য দখল করেন। কিন্তু ফরাসীরা

মনে করত রাজ্যটি তাদের আশ্রিত। এছাড়া, মাহি নদীর তীরে তীরে অবস্থিত বলে তাদের মাহে বন্দরের বাণিজ্যের জন্য এর গুরুত্ব ছিল। তাই তারা সুলতানকে অনুরোধ করেছিল রাজ্যটি কুরঙ্গদ নায়ারকে ফিরিয়ে দিতে।[৬৯] টিপু প্রথমটা ফরাসীদের দাবিতে রাজি হন নি, কিন্তু এই মামলায় টিপুর নিযুক্ত সালিস কোলস্ত্রির রাজা তাদের পক্ষে রায় দেন, টিপু তখন তার মালাবার উপকূলের অফিসারদের ঐ রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দিতে আদেশ দেন। কিন্তু লাভজনক মসলা-ব্যবসার কেন্দ্র বলে তা প্রত্যর্পণ করা হয়নি। কুরঙ্গদ নায়ারের রাজ্য দিয়ে মাহেতে যেসব দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হ'ত টিপুর অফিসাররা তার উপর শুল্ক আদায় করতে থাকে।[৭০] মনে হয়, টিপু গোপনে আদেশ দিয়েছিলেন ফরাসীদের ঐ রাজ্যটি ফিরিয়ে না দিতে। তা না হলে অফিসাররা বারবার তার আদেশ অমান্য করতে পারতো না।[৭১] এই ব্যাপারে তার আচরণের মূলে ছিল আংশিকভাবে রাজ্যটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব, কিছুটা বা সামরিক গুরুত্ব, কিন্তু বিশেষভাবে অনেক ক্ষেত্রে ফরাসীদের বিরোধী ব্যবহার।

ফরাসীরা উত্তর মালাবারের মসলা-ব্যবসা আয়ত্তে রাখবার জন্য বহুকাল যাবৎ চেষ্টা করছিল। ১৭৭৪ সালে মাহের ফরাসী সেনাধ্যক্ষ দ্যু প্রা কাডাট্টনাডের গোলমরিচ ব্যবসা একচেটিয়া করে নিয়েছিলেন। তিনি হায়দরের অফিসারদের জানিয়েছিলেন যে তারা যদি গোলমরিচ ক্রয় করতে চায় তবে তা হবে মাহের বরাবর, কাডাট্টনাডের থেকে সরাসরি নয়। ১৭৭৩ সালে তিনি কেলিকাট পুনরুদ্ধারে জমোরিনকে সাহায্য করে তা ফরাসীদের কর্তৃত্বে এনে ফেলেছিলেন। যদিও হায়দর ইহা অধিকার করেছিলেন, দ্যু প্রা ওখানে ফরাসীদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে চলছিলেন।[৭২] আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মালাবার কূলে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হয়, কিন্তু ভার্সাই সন্ধির (১৭৮৩) পর তারা আবার বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য মালাবার নায়কদের অস্ত্রশস্ত্রও মাহেতে নিরাপত্তা দিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কাজে লেগে গিয়েছিল। এরূপে, টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতায় তারা কাডাট্টনাদের রাজাকে সাহায্য করে তার কাছ থেকে তার রাজ্যে মসলা-ব্যবসার সম্পূর্ণ অধিকার আয়ত্ত করে নেয়।[৭৩] টিপু ফরাসী চক্রান্তে ও মালাবার ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ চেষ্টায় ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মালাবার নায়কদের তার করদ-রাজ বলে মনে করতেন এবং নিজেই পশ্চিম উপকূলে মসলা-ব্যবসায়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এর থেকেই তার অফিসারদের কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যা মেলে। তারা মাহের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ করে দেয়, নায়ারদের তাড়া করে শহরে প্রবেশ করতো, ঘরবাড়ি লুটপাট করে পরিবারবর্গ নিয়ে যেত। একবার ফরাসী-পতাকাও ছিন্ন করা হয়।[৭৪] কনওয়ে টিপুকে একথা জানালে টিপু আদেশ দেন যারা ফরাসী পতাকা ছিন্ন করেছে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক, মাহের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার যেন না হয়। টিপু তার

আমিলদারকেও সাবধান করে দেন।[৭৫] কিন্তু এসব সত্ত্বেও মাহের অবস্থার উন্নতি হয়নি।[৭৬]

টিপু সে-সময় তার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ, পুনা ও গোয়ালিয়র রাজ দরবারে ইংরেজদের চক্রান্তে চিন্তিত হয়েছিলেন। তবু, ফরাসীদের বন্ধু ভেবে ১লা নভেম্বর, ১৭৮৮ সালে, লালির মাধ্যমে তাদের অনুরোধ করেন তারা যেন ইংরেজদের থেকে জেনে নেয় নিজামের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধির উদ্দেশ্যটা কী। তিনি সন্দেহ করেছিলেন এটা বিশেষ করে তারই বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের সঙ্গে একটা মৈত্রী-জোটে আসবার প্রস্তাবও করেন। কিন্তু পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষ জানায় যে তার সঙ্গে কোন চুক্তি তারা করতে পারে না, নিজামের সঙ্গে চুক্তি কেন হ'ল একথা ইংরেজদের জিজ্ঞাসা করবার অধিকারও তাদের নেই, কারণ সন্ধিটির কোন শর্ত ফরাসীদের বিরুদ্ধে নয়।[৭৭]

ফরাসীরা কিছুকাল যাবৎ নালিশ জানাচ্ছিল যে টিপু তার রাজ্য থেকে চন্দন কাঠ, গোলমরিচ, এলাচ ও চাল রপ্তানি করতে ফরাসীদের নানান বাধা দিচ্ছিলেন।[৭৮] সুলতান মেঙ্গালোর থেকে মাহে চাল রপ্তানি বন্ধ কেন করেছিলেন, তার কারণ ছিল তিনি ভাবতেন মাহে থেকেই ইংরেজ-উপনিবেশ তেল্লিচেরীতে চাল যায়।[৭৯] মসলা ব্যবসার ব্যাপার হ'ল টিপুর নিজের স্বার্থই এতে জড়িত ছিল বলে এ ব্যবস্থা তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। তবু, তিনি ফরাসীদের সুবিধা দিতে রাজী ছিলেন, যদি তাকে তারা তার শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দেয়।

১৭৮৬ সালের মাঝামাঝি পণ্ডিচেরী গভর্ণমেণ্ট মনরঁকে মহীশূর পাঠায়। সঙ্গে তিনটি বাক্স ভর্তি পরসেলিন ও ৫০০ রাইফেল—যা ছিল লুই XVI এর উপহার। মনরঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত, দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ফরাসীদের টিপুর প্রদত্ত ১৯ লাখ টাকা প্রতিদান করবার প্রণালী ঠিক করা, দ্বিতীয়ত, মহীশূরে ক্রীত ৩/৪লাখ টাকার পণ্যসামগ্রী রপ্তানীর অনুমতির ব্যবস্থা করা, তৃতীয়ত, গোলমরিচ, চন্দন কাঠ ও এলাচ কেনবার একচেটিয়া অধিকার পাবার বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করা।[৮০] প্রথমটির জবাবে টিপু বলেন যে তিনি ঐ টাকা ফেরৎ চান না; ফরাসী বন্ধুত্বই তার কাছে বহু মূল্যবান। মনরঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে টিপু বলেন যে তিনি মহীশূর থেকে কর্ণাটক হয়ে রপ্তানী নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ এ ব্যবসা থেকে ইংরেজরা লাভবান হ'ত।[৮১] সে যাই হোক, এখন তিনি তার "আমিলদার' কে নির্দেশ দেবেন যে যে-সব ব্যবসায়ী কমিঞ্জির চিঠি নিয়ে আসবে তাদের কাছে ক্ষৌম বস্ত্র বিক্রী করা যাবে। সুলতান তার রাজ্য থেকে মসলা খরিদ করবার অনুমতিরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন চুক্তিপত্র না হওয়ায় ফরাসীরা সুলতানের মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর সন্দেহ রাখত। কারণ, তার প্রকাশ্য নীতি ছিল মালাবার রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য তার একচেটিয়া রাখা।[৮২]

১৭৮৮ সালে প্রথম দিকে বাণিজ্যিক চুক্তির জন্য ফরাসীরা সুলতানের কাছে

নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠায় - তারা তার শত্রুদের কোন সাহায্য দেবে না, অথবা, তার বিনা অনুমতিতে মালাবার উপকূলের শাসকদের সঙ্গে কোন যোগসূত্র রাখবে না। ফরাসী কোম্পানীর ও টিপুর জলযানগুলি দেশীয় রাজশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে পরস্পরের সাহায্য করবে। রাজ্যে উৎপন্ন গোলমরিচের বার্ষিক ফসল ক্রয় করবার সুবিধা কোম্পানীকে দিতে হবে, তার সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণ চন্দন কাঠ, এলাচ, তুলার সুতা, পশম, সুতির কাপড়, গঁদ এবং গজদন্ত প্রভৃতিরও। ক্রয়মূল্য ও শর্ত পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত করে ঠিক হবে। এই রপ্তানি মালের দাম দেওয়া হবে কামান, গাদাবন্দুক, গোলাবারুদ. রণতরী, রেশম, পশমী কাপড় ও টিপুর যাচঞামত ইয়োরোপের অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা। যদি বাড়তি কিছু দেয় থাকে তা শোধ করা হবে সোনা রূপোর বাটে বা রূপোয়।[৮৩]

যদি টিপু সুলতান এ সব প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত না থাকেন তবে ফরাসীরা চাইলেন তার পরিবর্তে দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মহীশূর-জাত পণ্যদ্রব্য বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রয় করবার সুবিধা ফরাসীদের দেওয়া হোক। টিপু, কোম্পানীর প্রতিনিধিরা এবং রাজ্যের ৪ জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জিনিষগুলির মূল্য বর্ষে বর্ষে স্থির করে দেবেন। ফরাসীরা আরো প্রস্তাব করেন যে উপকূল ভাগে বা ব্যবসার সুবিধামত অন্যত্র, কলকারখানা ও পণ্যাগার তৈরি করবার অনুমতি ফরাসী-কোম্পানীকে দেওয়া হোক্। টিপু এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও যথাযোগ্য দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেবার অনুমতি দেবেন। জল বা স্থল পথে রাজ্য সীমার ভিতর পণ্য দ্রব্য বিনা শুল্কে বহন করবার অনুমতিও তারা পাবে। বিক্রীত ইয়োরোপিয়ান পণ্যদ্রব্য ও রপ্তানী করবার ভারতীয় মালের উপর শুল্ক বৎসরে মাত্র একবার দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কোন ইয়োরোপিয়ান পণ্যদ্রব্য বিক্রী না হয় এবং তা রপ্তানি করতে কোম্পানী চায়, তবে তার উপর দ্বিতীয় বার শুল্ক দিতে হবে না। কোম্পানীকে বিনাশুল্কে মেঙ্গালোর ও মহীশূরের অন্যান্য বন্দর থেকে বাৎসরিক নির্ধারিত পরিমান চাল রপ্তানি করবার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবহারের সোনা বা রূপোর বা অন্যান্য জিনিষের উপর শুল্ককর থাকবেনা। কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারী, ইয়োরোপিয়ান বা ভারতীয়, তার দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার অধীন থাকবে।[৮৫]

প্রস্তাবগুলি সুলতান অগ্রাহ্য করেন। সঙ্গত কারণ এই ছিল যে এতে তার রাজ্যে ফরাসীদের ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হবে। সুলতান এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। তা ছাড়া, বাণিজ্যিক চুক্তির চেয়ে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক চুক্তিই তার বেশী কাম্য ছিল। যাইহোক, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় টিপু ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভ করবার জন্য তাদের চন্দন কাঠ, মসলা ও চাল মেঙ্গালোর থেকে রপ্তানির অধিকার দেন। কিন্তু এতে তারা খুসি হয়নি, কারণ তাদের প্রস্তাবিত সুবিধার চেয়ে তারা খুব কম পেয়েছিল। জিনিষগুলির দাম

বাজার-দরের বেশি চাওয়া হয়।[৮৬] টিপু কিন্তু তাদের এর চেয়ে বেশি সুবিধা দিতে রাজী হননি, যদি তারা তার শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য না দেয় তা হলে।

টীকা:

১। দ্রষ্টব্য: পৃঃ ৫২, পূর্বে।

২। আঃ, নেঃ, সি[২] ১৬৯, দ্য সুই আক টিপুকে, ১৯শে অগাষ্ট, ১৭৮৫, ফ, ১৭৯এ, ঐ' দ্য মব্‌লা টিপুকে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫, ফঃ ১৪৯ বি।

৩। আঃ, নেঃ, সি[২], দ্য সুই আক রামা রাওকে, ৯ই জুন, ১৭৮৫, ফঃ ১৫৬এ, পরে; টিপু দ্য মব্‌লাকে, তারিখ নেই, ফঃ ১৫৪ বি-৫৫এ' এবং টিপু দ্য সুই আককে, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫ দ্য সুই আক অনৌর ও তার চারপাশের স্থান চেয়েছিলেন কারণ গত যুদ্ধে মাহের রক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজরা ধ্বংস করে ফেলেছিল। নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। দ্য সুই আক বেশি পছন্দ করতেন মেঙ্গালোর কিন্তু জানতেন টিপু কখনো তা দেবেন না (সি[২] ১৬৯. ফঃ ২২ বি)।

৪। আঃ, নে., সি[২] টিপু দ্য সুই আককে, ৩রা আগষ্ট, ১৭৮৫ ফ. ৬৩ বি. এবং ঐ: টিপু লুই (VI) ও জিলহিজ্জাকে ১১৯৯ এ এইছ ৭ই অক্টোবর, ১৭৮৫ ফ. ১৬৩এ—৬৪বি।

৫। ঐঃ, দ্য সুইআক থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫, নং ১৫।

৬। পঃ, আ., পাণ্ডুঃ নং ৪৪২, ব্যুসি দ্য কাস্ত্রিকে ২০শে অক্টোবর, ১৭৮৪।

৭। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ নং ৪৩৭, ব্যুসি ভ্যারজ্যানকে, ৪ঠা অগাষ্ট, ১৭৮৪।

৮। ঐঃ, নং ৮৯৪, কসিঞি ম'ঁতিঞকে, ৮ই মার্চ, ১৭৮৬।

৯। ঐ., এবং আ., নেঃ, সি[২] ১৭২, কাসিঞি নানাকে তারিখ উল্লিখিত নেই, ফ. ১৮১ এ-বি।

১০। আঃ, নে. সি[২] ২৩৭, কসিঞি নিজামকে, ৩রা অগাষ্ট ১৭৮৭, নং ১৩২।

১১। পঃ. আঃ, পাণ্ডুঃ নং ৯৪৪, কসিঞি ম'ঁতিঞকে, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৭৮৬।

১২। পুঃ, রেঃ, কঃ, (II), নং ১৭।

১৩। ঐঃ।

১৪। আঃ, নে., সি[২] ১৭২ কসিঞি টিপুকে, তারিখ উল্লিখিত নেই, ফঃ ৩০বি।

১৫। ঐঃ, কসিঞি দ্য কাস্ত্রিকে, ২০শে জানুয়ারি, ১৭৮৬. ফঃ ২২।

১৬। ঐঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬, ২৮ এ-বি।

১৭। ঐঃ, ২০শে জানুয়ারি, ১৭৮৬, ফঃ ২৩এ।

১৮। ঐঃ, ফঃ, ২২বি।

১৯। আঃ, নেঃ, সি[২] ১৬৯, দ্য সুই আক থেকে, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৫, ফঃ ২২ এ; এবং সি[২] ৬৭ দ্য সুইআক, দ্য কাস্ত্রিকে, ২৫শে নভেম্বর, ১৭৮৫, নং ৫১।

২০। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ নং ৫৫০।

২১। ঐঃ, নং ৮৯৪।

২২। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ নং ৯৫২, কসিঞি নানাকে. ৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৭। ফরাসীদের মনোভাব এইরকম ছিল যদি ইংরেজরা টিপু নিজাম, বা মারাঠা এদের কাউকেই সাহায্য করে, তবে তারা অন্য দলের সাহায্যে আসবে।

২৩। পুঃ, রেঃ, কঃ, (II) নং ১৭।

২৪। আঃ, নেঃ, সি[২] ১৮০, কনওয়ে দ্য কাস্ত্রিসকে ১২ই অক্টোবর, ১৭৮৭, ফঃ ১২৭, পরে।

২৫। আঃ, নেঃ সি২ ২৩১, কসিঞ্জি স্থ কাস্ত্রিকে ১৯শে জুলাই, ১৭৮৭, নং ১৩২।

২৬। টিপু ভারতস্থ ফরাসী কর্তৃপক্ষকে বলে আসছিলেন যে তিনি লুই XVI-এর সভায় প্রতিনিধি পাঠাতে চান (দ্রষ্টব্য: আঃ নেঃ, সি২ ১৬৯, টিপু স্থ সুই আককে ৩রা অগাষ্ট ১৭৮৫, ফঃ ৬৫-বি), এবং পু রেঃ, কঃ (II), নং ১৭।

২৭। হুকুম্ নামা", নং ১৬৭৭ (রঃ এঃ, সোঃ বেঃ) ফঃ ৫বি। ভারতীয় রাজাদের ইয়োরোপে প্রতিনিধি প্রেরণ টিপুর প্রবর্তিত প্রথা নয়। পেশোয়া রঘুনাথরাও ইংরেজের বন্ধুত্ব প্রাপ্তির জন্য মেনিয়ার পার্শিকে ইংলণ্ডে পাঠান। নানার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল টিপুর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য পেতে তার প্রতিনিধি ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার, (পু রেঃ, কঃ, (II) নং ৪২, ৫৪ ৭০ ৭৭, ৮৮)।

২৮। 'হুকুম নামা" নং ১৬৭৭ (রঃ এঃ সোঃ, বেঃ) ফঃ ২২এ-২৬এ। "হুকুম্ নামা" নং ১৬৭৬, ফঃ ৪এ-১৩এ।

২৯। হুকুম্ নামা" ফঃ ১৩বি 'হুকুম্ নামা' নং ১৬৭৭ ফঃ ৭বি-৮বি।

৩০। পরের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩১। আঃ, নেঃ সি২ ১৭৯, দ্য সুই আক কসিঞ্জিকে ২২শে নভেম্বর ১৭৮৬, ফঃ ৯এ বি। যদিও ভ্রোয়াল্যরর টিপুকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং সমস্ত পথ তার পতাকা ওড়ানোর সম্মতি মিলেছিল তবু জলযানটি ফরাসী উপকূলের নিকটবর্তী হ'লে ফরাসী পতাকা ওড়াবার বন্দোবস্ত হয় (সি২ ১৭৯ কসিঞ্জির নির্দেশ মনর'কে, ২১শে জুলাই, ১৭৮৭ ফঃ ৪৩এ পরে)।

৩২। পঃ, আঃ পাণ্ডু নং ১০৩৬ পুঃ, রেঃ কঃ, (II) নং ৪২, তাতে "ল্ এম্বেসেড দ্য টিপু', পৃঃ ১, পরে)।

৩৩। আঃ, নেঃ, সি৪ ৭৩, দ্য সুই আক কসিঞ্জিকে ২২শে নভেম্বর ১৭৮৬ নং ৪১, সি২ ১৭৪ মনর দ্য লা লুজ্যাণকে, ২৮শে এপ্রিল, ফঃ ১-১এ পরে, সি২ ১৭৯ দ্য সুই আক কসিঞ্জিকে, ২৫শে মার্চ, ১৭৮৭ ফ ২৯ এ পরে, কনওয়েরর মতে মনর হ টিপুকে পরামর্শ দেন প্রতিনিধিদের পণ্ডিচেরী পাঠাতে, কিন্তু সেটা দ্য সুই আক্কে না জানিয়ে। তিনি জাহাজ মসলায় ভরে নিতে মেঙ্গালোর যান এবং দ্য সুই আক যদিও তাকে সোজা উত্তমাশা অন্তরীপ যেতে নির্দেশ দেন, তিনি আইল অব ফ্রান্স ও আইল অব বুর্বো দু জায়গায়ই থেমে সওদা বিলি করেন। মনে হয় মনর তার বাণিজ্যিক লাভেই বেশী তৎপর ছিলেন দৌত্য কাজের চেয়ে। (সি২ ১৮০, কর্ণওয়ে দ্য লা লুজ্যাণকে নং ১৬)।

৩৪। উইলক্স (II) পৃ ৩৬১ বলেন যে ওসমান খাঁ এককালে টিপুর ভৃত্য ছিলেন। কিন্তু ইহা ভুল। তিনি হায়দরের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন এবং টিপু কর্তৃক নানা বিশেষ কাজে নিযুক্ত হন। তিনি রাজপুরীর শল্য চিকিৎসক ডাক্তার ও ঔষধপত্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তার বয়স ছিল ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে,—যখন টিপু তাকে প্যারিস পাঠালেন (দ্রষ্টব্যঃ পুঃ, রেঃ কঃ (II) নং ৪৫ দ্রষ্টব্যঃ প্রোঃ ৮ই জুলাই, ১৭৮২। দরবেশ খাঁ প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট—প্রায় ৪১ বৎসর বয়সের (সি২ ১৮৭ ফঃ ৪৫ এ)।

৩৫। তাতে "ল্ এম্বেসড দ্য টিপু পৃঃ ১৩৮।

৩৬। আঃ নেঃ, সি২ ১৭৪ মনর দ্য লা লুর্জ্যানকে ২৮শে এপ্রিল ১৭৮৮ ফঃ ১১১ এ পরে। উইলক্সের দেওয়া যাত্রা তারিখ ভুল।

৩৭। আঃ, নেঃ সি২ ১৭৪, মনর দ্য লা লুর্জ্যানকে ২৮শে এপ্রিল ১৭৮৮ ফঃ ১১১এ পরে।

৩৮। আঃ, নেঃ, সি২ ১৭৪ দ্য মবৃলা দ্য লা লুজ্যাণকে, ২৬শে মার্চ ১৭৮৮, ফঃ ১০০ এ ও পরে। পিওর' দ্য মবৃলা ব্রেস্তে তাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন।

৩৯। "তাঁতে ল্যাম্বেসাড দ্য টিপু", পৃঃ ৯, পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ নং ৯৯৬, মিশো (i) পৃঃ ১৩৮। মনে হয়, মনর্‌র প্রস্তাব মত স্থির হয় ল্যারের তুঁলোতে যাবে ব্রেস্তে নয়। কারণ ব্রেস্তে ঠাণ্ডা বেশী হয়—প্রতিনিধি ও তাদের সহচরদের পক্ষে। (দ্রষ্টব্যঃ আঃ, নেঃ, সি২ ১৭৪, মনর্‌ দ্য লা লুজ্যার্ণকে, ২৮শে এপ্রিল, ১৭৮৮)।

৪০। তাঁতে, পৃঃ ৯-১০ ; এবং ফঃ, অঃ, ২৭/২৮, ভরসেট কারমেটিয়াক্যো, ১৯শে ও ২৬শে জুন, ১৭৮৮। নং ৪৩-৪৪ ; আঃ, নেঃ, সি২ ১৭৪, "রেজিস্টার অব দি কনট্রোল ভিলা মেরাইন, তুলোঁ, জুন, ১৭ই ও ১৮ই জুন, ১৭৮৮ ফঃ ১৪১এ পরে। মার্স্যাই, ২৬শে জুন, ১৭৮৮, ফঃ ১৭৯এ, পরে।

৪১। ঐঃ, লোনে দ্য লা লুজ্যাণকে, ১৮ই জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৬৯ এ : ঐ ২৩শে জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৭৪বি ; জুর্ণাল দ্য প্যারী' ৩০শে জুন, ১৭৮৮, পৃঃ ৭৯৪-৭৯৫।

৪২। আঃ, নেঃ, সি২ ১৭৪, লোনে দ্য লা লুজ্যার্ণকে, ২৩শে জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৭৪এ, ঐঃ দ্য লা লুজ্যার্ণ থেকে, ২৬শে জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৩৮এ।

৪৩। আঃ নেঃ সি২ ১৭৪ দ্য লুজ্যার্ণ থেকে ১৮ই জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৬৮ এ-বি ; ২৩শে জুলাই, ১৭৮৮ ফঃ ২৭৫ এ-বি, ২৬শে জুলাই, ১৭৮৮, ফঃ ২৮০ এ।

৪৪। ফরাসী কর্তৃপক্ষের নীতি ছিল জনগণকে, বিশেষ করে বিদেশীদের তাদের সঙ্গে মিলতে উৎসাহ না দেওয়া,—যাতে তারা চক্রান্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হন (সি২, ১৮৭ ফঃ ৪৫বি)।

৪৫। ফঃ, অ,, ২৭/২৮, ডরসেট কারমেথিকে, ২৪শে ও ৩১শে জুলাই, ১৭৮৮, নং ৫২, ৫৪। প্রতিনিধিরা শুধু বাদাম ও সবজী খেয়েছিলেন, কারণ মাংস বিধিমত জবাই করা পশু ছিল না।

৪৬। আঃ, নেঃ, সি২ ১৮৯ ভার্সাইর লেঃ, জেঃ, পুলিশকে, ৪ঠা অগাষ্ট, ১৭৮৮ ফঃ ৮এ।

৪৭। ঐঃ ব্রেজেকে, ফঃ ৯এ।

৪৮। ঐঃ, প্রতিনিধিদলকে ১০ই অগাস্ট, ১৭৮৮, ফঃ ৪৩এ।

৪৯। আঃ, নেঃ, সি২ ১৮৯ "মেমোয়ারস", ফঃ, ৫২এ। মালে খবর পেয়েছিলেন যে প্রতিনিধিরা ৩০০,০০০ পাউণ্ড ষ্টারলিং দামের মূল্যবান উপহার নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ছিল ১৯ লাখ টাকার বণ্ড যা ফরাসীদের টিপুকে দেবার ছিল ও নাকচ করা হয়েছিল (দ্রষ্টব্য, পু., রেঃ, কঃ, (iii) নং ৯)।

৫০। আঃ, নেঃ, কঃ, সি২ ১৮৯, মঃ র ক্লাফ্যাকে, ভার্সাই, ৭ই অগাষ্ট, ১৭৮৮, ফঃ ২৯ এ।

৫১। আঃ, নেঃ, সি২ ১৮৯, ফঃ ৩৫এ-বি ; সি২ ১৭৪, ফঃ, ২৪৬এ-২৪৭বি ফঃ, অঃ ২৭ ২৯, ডরসেট করমেথিয়াঁকে ১১ই অগাস্ট, ১৭৮৯, নং ৫৭।

৫২। ঐঃ, ১৭৪ প্রতিনিধিদের ভাষণ, ফঃ ২৫০এ (পার্শীতে, ফরাসী অনুবাদ সহ)।

৫৩। আঃ নেঃ সি২, ১৮৯, ফঃ ১৪৯এ (২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮, দ্য লা লুজ্যাণকে। প্রতিনিধিদের প্রদত্ত পার্শী ভাষার চিঠির অনুলিপি)।

৫৪। হোল্ডেন ফারবার "জন কম্পেনী এটওয়ার্ক" ৭৩-৭৪।

৫৫। ইঃ, অঃ, দ্রষ্টব্যঃ, বঙ্গদেশে প্রেরিত সরকারী সংবাদ (১৭৮৮-১৮০৩) ; দ্রষ্টব্যঃ-সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে পত্র, ১৫ই জুলাই, ১৭৮৮, পৃঃ ২ ; এবং ফঃ, অঃ, ২০-২৯, ডরসেট কারমেথিয়াঁকে ৭ ও ১৪ই অগাষ্ট, ১৭৮৮, নং ৫৫, ৫৮।

৫৬। আঃ, নেঃ, সি২, ১৮৭, লুই (XVI) টিপুকে, ১৬ই অগাষ্ট, ১৭৮৮, ফঃ, ৫৬ এ।

৫৭। ঐঃ, ১৮৯ কৌঁসিল দ্য এতা, ৭ই অগাষ্ট, ১৭৮৯ ফঃ ৩৭এ, ৩৮এ।

৫৮। ঐঃ, ১৮৭ ফঃ ৫৭ এ। যদি প্রতিনিধিদের টাকার প্রয়োজন হয় সেই জন্য টিপু প্যারিসে মন্ত্রীদের ঋণ দেবার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

৫৯। আঃ নেঃ সি২ "মেমোয়ারস", ২রা নভেম্বর ১৭৮৮, ফঃ ৫ এ-বি। টাকাটা অবশেষে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বণিকদের দিয়েছেন।

৬০। আং, নেঃ, সি২ ১৮৯ লোনে লুজ্যার্ণকে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৮ ফঃ ১৯৭ এ; ঐঃ, লুজ্যাণ কফ্‌ঁযাকে, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮, ফঃ ১৯৯ এঃ। প্যারিসে প্রতিনিধিদের অবস্থানে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ২,৬৩, ১২২ লিভর্ খরচ হয়। প্রতিনিধিদের পণ্ডিচেরীতে আসবার পর থেকে—১৭৮৭ সালের জানুয়ারির শেষে—তাদের ১৭০৯ সালের মে মাসে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাগমনের সময় পযন্ত মোট খরচ ৮,১৯, ২৮৪ লিভ্‌র (সি২ ১৮৭ ফঃ. ৩১৯ এ পরে)। ইহা ছাড়া ২৪ ০০০ লিভ্‌র দামের নানা পর্সিলিনের জিনিষ টিপুকে উপহার দেওয়া হয় (তাকে উপহার দেওয়া অন্যান্য জিনিষের দাম এতে ধরা হয় নি)। তার প্রতিনিধিদের পর্সিলিনের জিনিষ যা উপহার দেওয়া হয় তার দাম ৬ ০০০ লিভ্‌র। (ঐঃ, ফ, ৩৩৭ এ)। এক লিভর এক ব্রিটিশ পাউণ্ডের সমান।

৬১। আ নে সি২ ১৮৭ দ্য মরনা দা লা লুজ্যাণকে, ৩রা নভেম্বর, ১৭ ৮ ফ., ১০ এ-বি, প্রতিনিধিরা লুজ্যাণকে, ১৭ই নভেম্বর ১৭৮৮, ফঃ, ২৪ এ-বি।

৬২। তাঁতে "ল এমবসেড দ্য টিপো", পৃ ২৮ ২৯ আঃ নে, সি২ ৮৭ মেকনামারা দ্য লা লুজ্যাণকে, ১২ই জুন ১৭৮৯ ফ ৮৩এ।

৬৩। ঐঃ, ফঃ ৭৬ এ, পরে।

৬৪। তাঁতে "ল আম্বেসাড দ্য টিপো' পৃঃ ২৮ ২৯। কিন্তু টিপুকে লেখা এক পত্রে মেকনামারা জানান যে একটা রণতরীর অধ্যক্ষ হিসাবে তাকে পণ্ডিচেরা থেকে যেতে হল কারণ একটি ইংরেজ সেনাদল সাদাজে উপস্থিত হয়েছিল (আ নেং, সি২ ১৮৭ মেকনামারা টিপুকে ২৩শে জুন, ১৭৮৯, ফঃ ৭৯ বি)।

৬৫। ঐ।

৬৬। ঐঃ, মেকনামারা লুজ্যাণকে ১২ই জুন ১৭৮৯ ফং ৮৩ এ বি তাতে ল আম্বেসডে দ্য টিপো" পৃঃ ২৮-২৯।

৬৭। রে "সাম ইণ্ডিয়া অফিস লেটারস্ অব্ টিপু", নং (v)। টিপুর দাবি ছিল প্রত্যেক শ্রেণীর ১০ জন হিসাবে কামান উৎপাদন শিল্পী, বন্দুক-নির্মাতা, আগুন বোমা তৈরির মুখ্য কর্মী, পর্সেলিন শিল্পকার কাচ নির্মাতা, উল—চিকনিদার ঘড়ি নির্মাতা বস্ত্র-শিল্পী, প্রাচ্য দেশীয় ভাষার মুদ্রাকর বয়ন শিল্পী। আর ১জন ডাক্তার, ১জন শল্য-চিকিৎসক ১জন ইনজিনিয়র, ১জন বন্দুকের টোটা নির্মাতা লবঙ্গ ও কর্পূরের চারা গাছ, ইয়োরোপীয় ফলের গাছ বিভিন্ন ফুলের বীজ, মসিনার বীজ ও তা উৎপাদনের জন্য ১০ জন কর্মী (সি২ ১৭৪ লুই (xvi) কে প্রতিনিধিদের পার্শী ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ ফঃ, ২৫০ এ বি ২৫৭ এ-২৫৮ বি, ফরাসী অনুবাদ ফঃ, ২৫১ এ, পরে শওয়াল ২৮, ১২০২, হিজরী (১লা অগাষ্ট ১৭৮৮)। কিন্তু টিপুর কাজে যোগ দিতে রাজী হয়েছিলেন, ১০ জন কামান শিল্পী, ১০ জন বন্দুক নির্মাতা, ১০জন টোটা নির্মাতা ১০ জন, পর্সেলিন শিল্পকার ১০ জন কাচ নির্মাতা ১০ জন বয়ন-শিল্পী ১০ জন পর্দা ইত্যাদি নির্মাতা ১০ জন ঘড়ি প্রস্তুতকারক ১০ জন শন উৎপাদক ও কারিগর ২জন প্রাচ্য ভাষার মুদ্রাকর ১ জন ডাক্তার, ১ জন শল্য চিকিৎসক, ২ জন ইনজিনিয়ার্স, ২জন উদ্যান পালক। এদের সঙ্গে চুক্তিনামা প্রতিনিধিগণ দস্তখত করেন। একজন ঘড়ি নির্মাতা মাসে পাবেন ১০০ টাকা আর ১,২০০ টাকা অগ্রিম। একজন ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসক পাবেন প্রত্যেকে মাসে ২০০ টাকা, আর ৬০০ টাকা অগ্রিম; উদ্যান রক্ষক মাসে ৬৭ টাকা, আর অগ্রিম ৬০০ টাকা; ইনজিনিয়ার বৎসরে ২০০০ টাকা। নিম্নতম বেতন হল

বয়ন শিল্পী ও তার স্ত্রীর—বয়ন শিল্পী বৎসরে ৭২০ টাকা ও তার স্ত্রী বৎসরে ৩৮০ টাকা (আঃ নেঃ. সি২ ১৮৭, ফঃ ১৩ এ-১৬ এ ; সি২ ১৮৯. ফঃ, ২৫৬ এ-৬২ এ)।

৬৮। উইল্কস (II), পৃ., ৩৬১ এবং মিশো. (I) পৃঃ. ১৪০, বলেন যে প্রতিনিধিরা কিছুকাল হতমান হয়েছিলেন।

৬৯। পঃ, আঃ পাণ্ডু, নং ১০৮৯, ৪৫৬৫, ১১৯৯, মাহে মাহি নদীর মোহানার দক্ষিণে অবস্থিত বলে ঐ নদীর তীরভূমির উপরস্থ কুরঙ্গদনায়রের রাজ্যের খুব কাছে ছিল।

৭০। ঐঃ, নং ৪৫৭১—৭৪।

৭১। আঃ, নেঃ সি২ ১৯১, কেনেপ্লেন কনওয়েকে, ২৯শে মার্চ, ১৭৮৯, নং ১৬।

৭২। লা দ্য লুরিতাঁ "এ তাত পলিটিক্ দ্য ল্যাষ্টে" ১৭৭৭ ভূমিকা, পৃঃ ২২-৪৪।

৭৩। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ, নং ৪৫৯২ ৪৬২৪।

৭৪। আঃ, নেঃ, সি২ ১৯১, নোপলন কনওয়েকে ২৯শে মার্চ, ১৭৮৯ নং ১৬।

৭৫। ঐঃ টিপু কনওয়েকে, ১৫ই জুন, ১৭৮৯ নং ১৬।

৭৬। কিন্তু টিপুর অফিসারদেব অত্যাচার সম্বন্ধে ফরাসী বিবরণী নির্ভুল মনে করা ঠিক হবে না। দ্য ফ্র্যান নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব বিবরণীতে অত্যুক্তি করেছেন যাতে টিপু প্রভাবিত হয়ে তার অফিসারদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। (আঃ, নেঃ, সি২, ২৯১ দ্য ফ্র্যান দ্য লা লুজ্যার্ণকে, ৭ই অগাষ্ট ১৭৯০, নং ১৩।

৭৭। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ নং ১০০৬।

৭৮। ঐঃ, নং ৮৯৪।

৭৯। ঐঃ, নং ৪৬৩১-৩২। গোয়া ও মেঙ্গালোর থেকে চাল পেত এবং তেল্লিচেরী পাঠাতো। বস্তুত চাল নিয়ে বেশ চোরা-কারবার চলতো, আর টিপুর অফিসাররা তাতে যুক্ত থাকতো। এসব বারণ করবার জন্য সুলতান সাব্যস্ত করেছিলেন উপকূলের সব চাল কিনে নিয়ে আবার তা নিজের কাছেই বিক্রী করবেন (আঃ, নেঃ সি২, ১৯১, কেনেপ্লেন্ কনওয়েকে, ১২ই মে, ১৭৮৯ ,নং ১৬)।

৮০। আঃ, নেঃ, সি২, ১৬২, মনরঁকে কসিঞ্জির নির্দেশ—মনর টিপু সুলতান সকাশে দূত—২রা ফেব্রুয়ারী ১৭৮৬, ফঃ, ১২৭ এ, ১২৮ বি।

৮১। ঐঃ, মনর কসিঞ্জিকে, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ, ২০১ এ, পরে।

৮২। আঃ, নেঃ সি২ ১৭২, কসিঞ্জির মনরঁকে নির্দেশ। কিন্তু কসিঞ্জি বলেন যে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়ায় পণ্ডিচেরীর ব্যবসার উন্নতি হয় এবং প্রত্যহ মহীশূর থেকে শহরে মাল আসতে থাকে। (ঐঃ, কসিঞ্জি দ্য কাস্ত্রিকে ৬ই জুলাই, ১৭৮৬, ফঃ, ৫এ পরে)।

৮৩। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ, নং ১০৮৯।

৮৪। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ, নং ১০৮৯।

৮৫। পঃ, আঃ, পাণ্ডুঃ, নং ১০৮৯।

৮৬। ঐঃ, নং ৪৬০৯।

৮

কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে প্রতিনিধি প্রেরণ

অট্টোমান্ গভর্ণমেণ্টের সভায় প্রতিনিধি পাঠালে কোন সুফল হবে কিনা জানবার জন্য ১৭৮৪ সালে টিপু ওসমান খাঁকে কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে পাঠান। খবর সন্তোষজনক হওয়ায় তিনি গোলাম আলী খাঁ, নুরুল্লা খাঁ, লুৎফ্‌ত আলী খাঁ ও জাফর খাঁকে কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে যাবার জন্য নিযুক্ত করেন। সৈয়দ জাফর ও খোজা আবদুল কাদির তাদের সেক্রেটারী হয়ে গিয়েছিলেন।[১] সেখান থেকে তাদের যাবার কথা ছিল প্রথমে প্যারিসে ও পরে লণ্ডনে। সেখানে তারা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজাদের মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য দিতে বারণ করবার চেষ্টা করবেন।[২] কিন্তু তাদের কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসায় তারা তাদের কাজের এই অংশটুকু সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে টিপু ভার্সাই রাজদরবারে একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠান।[৩]

মহীশূরের সিংহাসনে তার মালিকানার স্বীকৃতি অট্টোমান্ খলিফার নিকট থেকে পাবার জন্য টিপু কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে প্রতিনিধি দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন।[৪] খলিফার কাছ থেকে অভিষেকের স্বীকৃতি নেওয়া টিপুর পক্ষে কোন নতুন প্রথার প্রবর্তন ছিলনা। মোগল সম্রাটরা তাদের স্ব-দেশে স্ব-অধিকারে নিজেদেরই খলিফা বলে মনে করতেন। তারা ছাড়া, ভারতের অনেক মুসলমান শাসক সিংহাসনের মালিকানা সম্পর্কে তখনকার খলিফার অনুমোদন নিয়েছিলেন। যেমন, ইলতুমাস এবং গজনার মহম্মদ, বাগদাদের আব্বাসিদ খলিফাদের কাছ থেকে রাজপদের স্বীকৃতি নেন, আর মহম্মদ বিন্-তোঘলক, ফিরোজ শা তোঘলক এবং মালওয়ার মহম্মদ নেন মিশরের আব্বাসিদ খলিফাদের কাছ থেকে। এখন যখন খলিফার ক্ষমতা অট্টোমান্ রাজবংশে বর্তিয়েছিল, টিপু চাইছিলেন অট্টোমান অধিপতির কাছ থেকে স্বীকৃতি নিতে, যাতে করে তার দৃশ্যতঃ অপূর্ণাঙ্গ রাজপদ প্রাপ্তি পূর্ণতা লাভ করে। নিজাম, কর্ণাটকের নবাব ও মারাঠারা তাদের রাজ্যের আইনগত মালিকানা পেয়েছিলেন। এমন কি তার পিতা হায়দর আলীরও আইন সম্মত অধিকার ছিল, তিনি মহীশূর রাজ্যের "দেলাভাই" ছিলেন এবং বসালত জঙ্গের সাহায্যে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে সুবা সিরার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।[৫] অন্যদিকে, টিপুকে মনে করা হত জবর দখলকারী কারণ তিনি

মোগলের করদ-রাজা মহীশূর পতিকে সিংহাসন চ্যুত করেছিলেন। এই ব্যাপারে টিপু বিব্রত বোধ করেছিলেন, তাই তিনি ঠিক করেন খলিফার কাছে তার পদাধিকারের স্বীকৃতি চেয়ে প্রতিনিধি পাঠাবেন।[৬]

মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে স্বীকৃতি নেওয়াই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন, এতে সফল হবেন না। ১৭৮৩ সালে তার দিল্লীস্থিত 'উকিল' মুকুন্দ রাওর মাধ্যমে তিনি আর্কটের 'সনদ ও ৭,০০০ হাজারি মনসবদারি পেতে চেয়েছিলেন। তিনি সম্রাটকে 'পেশকুশ' ও বহু টাকা দিতে রাজী ছিলেন। দিল্লীতে ফরাসী প্রতিনিধি ম'তিগ্রিও তার পক্ষে প্রচারকার্য করে নবাব-আমীর-উল-উমরা (মহম্মদ শফি খাঁ) ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তার দলে টেনেছিলেন।[৭] প্রথমদিকে, সম্রাট শাহ্ আলাম ফরাসীদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারত থেকে ইংরেজদের উৎখাত করার জন্য তাদের সঙ্গে একটা মৈত্রী-জোট বানাতে রাজী হয়েছিলেন।[৮] কিন্তু দিল্লীতে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি মেজর ব্রভিন, এবং শাহ্ আলামের প্রিয় মন্ত্রী ও ইংরেজদের বিশেষ সমর্থক মজদুদ-উদ-দৌলা ফ্রান্স ও টিপুর "উকিল'দের পরিকল্পনা বানচাল করে দেন।[৯] ফলে, টিপু আরকটের কর্তৃত্ব তো পানই নি, অধিকন্তু কোন "খিলাত"ও পাননি।[১০] এরূপে দিল্লী থেকে তার নায়কত্বের কোন স্বীকৃতি না পেয়ে টিপু সাব্যস্ত করেন কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল থেকে তা আনবেন। তিনি বুঝেছিলেন, অটোমান্ খলিফার স্বীকৃতির মূল্য হতবল মোঘল সম্রাটের স্বীকৃতির অনেক বেশি।[১১]

তার পদাধিকার বৈধ করা ছাড়াও টিপু তার দুর্ধর্ষ শত্রু ও ধ্বংসকামী ইংরেজদের বিরুদ্ধে খলিফার সামরিক সাহায্য চেয়েছিলেন। ১৭৭৫ সালে তার পিতা হায়দর আলী পারস্যের সিরাজের কাছ থেকে ১,০০০ জন সৈন্য পেয়েছিলেন;[১২] সুতরাং সেরূপ তিনিও কেন তুরস্কের কাছ থেকে কিছু সৈন্য পাবেন না? তার প্রতিনিধিদের সাফল্য ইচ্ছা করে ও তার দাবির গুরুত্ব জোরালো করার জন্য তিনি খলিফার ধর্ম-চেতনা উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেন। টিপু খলিফাকে জানান যে, ইংরেজরা বঙ্গদেশ, কর্ণাটক ও পূর্বে মোঘলশাসিত ভারতের অন্যান্য অংশ দখল করে বসেছে এবং তারা, মুসলমানদের নির্যাতন করছে, তাদের জোর করে খৃষ্টান বানিয়ে নিচ্ছে ও মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করছে।[১৩]

ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে টিপু তার রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টায় তৎপর ছিলেন।[১৪] কারণ তার মতে মুসলমানদের রাজনীতিক অবনতির মূলে ছিল তাদের শিল্প বাণিজ্যে উদাসীনতা। এসবে ইয়োরোপিয়ানদের ঐকান্তিকতা আছে বলে আজ তারা মুসলমান রাজ্যগুলি তাদের কবলে নিয়ে আসছে।[১৪] প্রতিনিধিদের তাই কাজ ছিল অটোমান সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করা ও মহীশূরে বিভিন্ন শিল্প চালু করার জন্য কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল থেকে যন্ত্রবিদ নিয়ে আসা।[১৫] বাসরা থেকে ইংরেজ প্রতিনিধি জানান "আমাদের

বিশ্বাস কববার কারণ রয়েছে যে পোর্তে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে তুরস্ক-সাম্রাজ্যে কলকাবখানা স্থাপনের অনুমতিপত্র (ফারমান) আদায় করবার জন্য।"[১৬] প্রতিনিধি-দের আরো নির্দেশ দেওয়া হয়, ওমেনের সঙ্গে বর্তমানে অবস্থিত বাণিজ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো জোরদার করা এবং পারস্য উপসাগরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পারস্যের শাহের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা নেবার জন্য বুসায়ার হয়ে যাওয়া। তাদের আরো বলা হয় তারা যেন পারস্য উপসাগরে সামুদ্রিক-নিরীক্ষণ করেন, যাত্রা পথে যে-সব বিশিষ্ট স্থান দেখবেন তাদের ভৌগোলিক সংস্থান ও সামাজিক রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার একটা লিখিত বিবরণী রাখেন।[১৭]

প্রতিনিধিদলের নেতা গোলাম আলী খাঁকে বলা হয় নিম্নলিখিত ভিত্তিতে অট্টোমান্ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করার জন্য:—প্রথমত, মহীশূর ও অট্টোমান গভর্ণমেণ্ট সর্বদা পরস্পর বন্ধুভাব বজায় রাখবে। দ্বিতীয়ত, অট্টোমান গভর্ণমেণ্ট টিপুকে একদল সৈন্য পাঠাবে টিপুর খরচায়, এবং যখনি খলিফার দরকার হবে তখনি তাদেব টিপুর খরচায় কনস্তান্টিনোপ্‌ল ফেরৎ পাঠানো হবে। তৃতীয়ত, খলিফা টিপুকে যন্ত্রবিদ্ পাঠাবেন যাবা গাদা বন্দুক, বন্দুক, কাচ, চীনামাটির দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ তৈয়ার করতে জানে তাদের জন্য। প্রতিদানে, খলিফার প্রয়োজন মত টিপু তার বাজ্যে প্রাপ্তিসাধ্য কারিগর পাঠাবেন। সর্বশেষে, টিপুকে অট্টোমান সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দিতে হবে। প্রতিদানে, টিপু মহীশূর রাজ্যে অট্টোমান গভর্ণমেণ্টকেও অনুরূপ সুবিধা দেবেন। ইহা ছাড়া, টিপু প্রস্তাব করেন বাস্‌রা বন্দর টিপুকে দেওযা হোক, খলিফাকে দেওয়া হবে মেঙ্গালোর বন্দর।[১৮]

প্রতিনিধিরা ১৭ই নভেম্বর, ১৭৮৫ শ্রীরঙ্গপটম ত্যাগ করেন। বুধবার, ৯ই মার্চ, ১৭৮৬ রাত্রিতে মালাবার উপকূলের একটি ছোট বন্দর তাদ্রি থেকে তাবা সমুদ্র-যাত্রা করেন ৪টি জাহাজে—"গোরাব-ই-সুরাত', "ফকর-উল মারাকিব", "ফাত্-ই-শাহী মুয়াজ্জি" এবং "নবি বকৃস"। সেক্রেটারী, দোভাষী, ভৃত্য, ঝাড়ুদার, পাচক ও সৈন্য নিয়ে তাদের সঙ্গী ছিল ৯০০ জন। তারা প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র, চন্দনকাঠের জিনিষ, মসলা, মহীশূরের সোনা ও রুপোর মুদ্রা, জমকালো পোষাক, মণিরত্ন এবং ৪টি হাতি সঙ্গে নিয়েছিলেন।[১৯] এ সবের কোন কোনটি টিপুর রাজ্যে উৎপন্ন জিনিষের বিজ্ঞাপনের কাজ করবে এবং যাত্রাপথের বন্দরে বন্দরে বিক্রী হবে। অন্যান্য জিনিষ রাখা হয় ওমান, পারস্য ও তুরস্কের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উচ্চ রাজকর্মচারী ও নৃপতিদের জন্য। হাতিগুলির মধ্যে ১টি উপহার দেওয়া হবে অট্টোমান সুলতানকে, অন্য একটি বিক্রী করা হবে যাতায়াতের খরচ নির্বাহ করতে আর অন্য দু'টি উপহার দেওয়া হবে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজাদের। কনস্তান্টি-নোপ্‌লের কাজ শেষ করে প্রতিনিধিদের ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যাবার নির্দেশ ছিল।[২০]

তাব্রি ছেড়ে জাহাজগুলি সোজা আরবসাগর উপকূলের দিকে যায় এবং ৮ই এপ্রিল মাস্কটে পৌছায়। প্রতিনিধিরা মাস্কটের গভর্ণর খালফান বি-মহম্মদ ও তার দু'ই ছেলে কর্তৃক সংবর্ধিত হন। পরে মুল্লা খালফানের সঙ্গে দেখা করে তাকে দু'খানা চিঠি দেন—একখানা তাকে লেখা অন্যখানা ওমানের ইমামকে। ইমাম তখন রাজধানী রুস্তাকে থাকায় চিঠিখানা তাকে পাঠানো হয়। ২৬ তারিখ ইমাম নিজেই মাস্কটে আসেন। তিনি মুল্লার নিকট থেকে ভারতে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠাব কথা জানতে চেয়েছিলেন এবং খালফানকে নির্দেশ দিলেন টিপুব ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিতে।[২১]

ইতিমধ্যে প্রতিনিধিরা কোন কোন দ্রব্য বিক্রী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকারেব বস্ত্র ও শাল ও মাওজী শেট মাস্কটের জনৈক ভারতীয় দালালের কাছে বিক্রী করা হয়। তার মাধ্যমে, প্রতি কাণ্ডি ৫৭ হুন হায়দরী হিসাবে, চন্দন কাঠও বিক্রী হয়। ৪½ কাণ্ডি এলাচ বিক্রী হয় প্রতি রতি ১৫ হুন দরে।[২২]

২৫শে জুন প্রতিনিধিরা মাস্কাট ছেড়ে কতগুলি বন্দব ও দ্বীপ পরিদর্শন করে ২৩শে জুলাই বুসাযার পৌছান। বুসায়াবের গভর্ণর ও সেখ নাসিব তার ছেলেকে স্বাগত বাণীসহ পাঠান। তিনি নিজে আসতে পারেন নি, কাবণ, তাকে একটা যুদ্ধোদ্যমে যেতে হয়েছিল। প্রতিনিধিদেব জানানো হয়েছিল যে সেখ্ নাসিব মেঙ্গালোরে একটি কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা করেন, প্রতিদানে টিপুকেও বুসায়ারে একটি কারখানা স্থাপন করতে দিতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপাবে টিপুর অনুমতি পাবার উদ্দেশ্যে তিনি মহীশূরে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে চান। প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হয় তারা যেন সুলতানকে এসব প্রস্তাবের পক্ষে সুপারিশ করেন। সেমতে, প্রতিনিধিরা সেখ নাসিরের প্রতিনিধিদের কাছে তাদের মনিবেব নামে প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দেন।[২৩] বাসরায় পৌছে তারা পারস্য রাজ জাফর খাঁকে এক পত্রে জানান যে টিপু পারস্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র এবং তার ইচ্ছা যে পারস্যের বণিকরা তার রাজ্যের বন্দরে যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।[২৪]

২৮শে জুলাই প্রতিনিধিগণ বুসায়ার ত্যাগ করে ৩০ তারিখ রাত্রিতে খরগ দ্বীপে পৌছান। ৭ই অগাষ্ট রাত্রিতে আরবীয় জাহাজ "ফাত্-ই শাহীও" ১৭টি অন্যান্য জাহাজসহ একসঙ্গে খরগ দ্বীপ থেকে তারা রওনা হন, কারণ বসরার রাস্তায় কাআআব জলদস্যুদের ভয় ছিল। খারগু দ্বীপের নিকট নজর করা হয়েছিল, ১১ই তা ছেড়ে পরদিন ডিলাম, বাঙ্গ ও বারাগন ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। পবে তারা খোর মুসা পৌছান।[২৫]

শাভি-উল্-আরবে খারাপ আবহাওয়া ও "শামালে"র জন্য জাহাজগুলির অতি মন্দ-গতি ছিল। ১৭ই সকালে তারা খোর বসরা প্রবেশ করে। প্রতিনিধিরা

ইতিমধ্যেই তাদের আগমন বার্তা জানিয়ে বসরার "মুটে সেলিমে"র কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তারা শাতি-উল্ আরবের উভয়তীরে অবস্থিত মুহাম্মার, ডারবেও ও অন্যান্য গ্রাম অতিক্রম করলেই তারা হাজী মহম্মদ একেনডি দফতরদার ও কাপ্তান পাশা হাজী জওয়াদ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। এঁরা কাআআব জলদস্যুর ভয় হেতু ৮টি জলযান নিয়ে এসেছিলেন প্রতিনিধিদের বসরা নিয়ে যেতে। "ডাও সৈফে"র রক্ষার্থে তাদের দু'জন অফিসারকে রেখে তারা অন্যান্যদের সহ পশ্চাদ্বর্তী জাহাজগুলির রক্ষার জন্য চলে গিয়েছিলেন।[২৬] ইতিমধ্যে খবর এল ১৮ই অগাষ্ট রাত্রে আগুন লেগে "নবি বকস" জলমগ্ন হয়েছে। স্ত্রীলোক ও শিশুসহ ৫০ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। জাফর খাঁ নামক প্রতিনিধির সময়োচিত সাহায্যে ও চেষ্টায় অবশিষ্ট লোক রক্ষা পেয়েছে।[২৭]

"ফাত্-ই-শাহী" ও "গোরাব-ই-সুরতি" পেঁছিলে পর "ডাও সৈফ" নঙ্গর তুলে নেয় এবং সকলে মিলে ২২শে অগাষ্ট বসরা পৌছায়।[২৮] কয়েকদিন পর প্রতিনিধিরা সুলেমান পাশাকে লেখেন যে তারা বসরা পৌছেছেন এবং তার জবাব পাওয়া মাত্র রওনা হবেন। ৩রা অক্টোবর সুলেমান পাশার[২৯] "কাহিয়া"[৩০] আহম্মদ আগার কাছ থেকে চিঠি আসে যে তিনি তাদের আগমন সংবাদে খুসি এবং গভর্ণর "মুটেসেলিম"কে আদেশ দিয়েছেন তাদের রক্ষক-সঙ্গীসহ সামায়োয়া পাঠাতে, ওখানে সৈন্যদল থাকবে তাদের বাগদাদ নিয়ে যেতে। "মুটেসেলিম"কে একথা বলা হলে তিনি প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন যে তারা ২৫শে অক্টোবর নাগাদ রওনা হতে পারবেন। কিন্তু নানা কারণে তাদের রওনা হওয়া বারবার স্থগিত থাকে। প্রথমত, বসরা কর্তৃপক্ষ তাদের জলযানের বন্দোবস্ত করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, দেখা যায়, খাজাইল উপজাতির অবাধ্য আচরণের জন্য ইউফ্রেটিসের রাস্তা বিপদ-সঙ্কুল।[৩১] প্রতিনিধিরা নিরাশ হন, বিরক্ত হন। তাদের যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য তারা বসরা গভর্ণমেণ্ট'কে দোষী করে অন্য রাস্তায় কনস্তান্টিনোপ্‌ল যাবার ভয় দেখান। যাইহোক সৌভাগ্যক্রমে, সুলেমান পাশার থেকে খবর আসে যে ইউফ্রেটিসের রাস্তা নিরাপদ হয়েছে এবং প্রতিনিধিরা অগ্রসর হতে পারেন।[৩২] সেইমতে, ৮ই ডিসেম্বর ৩০০ জন অনুচর সহ ৪টি জলযানে তারা যাত্রা করেন।[৩৩] কিন্তু ১৫ই কুরাণা পৌছে বসরা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কার্যত দখলকার মু'তাফিক উপজাতির নেতা সেখ সুওয়াইনি দ্বারা নির্দেশিত হন তৎক্ষণাৎ বসরা ফিরে যেতে।[৩৪] মনে হয়, সেখ চেয়েছিলেন সঙ্গের জিনিষপত্রের জন্য প্রতিনিধিরা তাকে শুল্ক দেন এবং সেটা না হলে তিনি তাদের অগ্রসর হতে দেবেন না।[৩৫] এছাড়া, সে-সময় বাগদাদের গভর্ণর কে ছিলেন তা-ও নিশ্চিত জানা ছিল না। জনরব ছিল যে, সুলেমান পাশা সিংহাসন-চ্যুত হয়েছেন এবং তার স্থানে বাগদাদের পাশা নিযুক্ত হয়েছেন মুবেদ-দের নেতা ও শওয়াই-পরিবারের কর্তা সুলেমান-অল্-শওয়াই।[৩৬] এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় 'মুটেসেলিম' প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন বসরা ফিরে

যেতে। তারা তাই ফিরে যান এবং ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিতে বসরা পৌছান। মুটেসেলিম নিশ্চিত হন যে সুলেমান পাশার সিংহাসন-চ্যুতির জনরব ভিত্তিহীন ছিল। তিনি পাশার নিকট থেকে চিঠিতে আদেশ পেয়েছিলেন প্রতিনিধিদের তৎক্ষণাৎ কুরনা পাঠিয়ে দিতে, সেখানে ৫০০ জন অশ্বারোহী অপেক্ষা করছে তাদের বাগদাদ নিয়ে যেতে। তখন তিনি প্রতিনিধিদের আবার যাত্রা করতে পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে অটোমান সুলতানও সুলেমান পাশাকে লেখেন যে বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনার জন্য টিপুর যে প্রতিনিধিদল এসেছেন শীঘ্র তার নিকট তাদের পাঠানো হোক।[৩৭]

বসরাতে অবস্থান কালে প্রতিনিধিরা আবদুল্লা ইয়াহুদীর মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিষ বিক্রী করেন। সেবা ও প্রেম নামে মাওজী শেটের দুজন দালালও তাদের কাজে সাহায্য করেন। অবশ্য দাম কষাকষি খুব হয়েছিল এবং এমনও ঘটেছিল যে ক্রেতাদের মনে হয়েছিল তারা প্রতারিত হচ্ছে। যেমন, একবার আবদুল্লা কয়েক থান কাপড় কেনেন, বাড়ি এনে দেখেন যে সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই আবদুল্লা সেগুলি ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নুরুল্লা রাজী হননি।[৩৮]

মাস্কাট ও খরগেও দর সুবিধা জনক ছিল, কিন্তু সেখানে মাল বিক্রী করা হয়নি, কারণ বসরাতে দর আরো বেশি হবে আশা ছিল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে দাম কম, তাই নুরুল্লাকে বিক্রীযোগ্য দাম ঠিক করতে হয়। কাল মরিচের দাম হবে প্রতি কাণ্ডি ৩০ হুন, কাল কাপড় প্রতি অঞ্জা ১ টাকা বার আনা। কিন্তু এ দরেও খরিদ্দার পাওয়া মুস্কিল হওয়ায় দর আরো কমানো হয়। যেমন কাল মরিচ বিক্রী করা হয় ২৯ হুন প্রতি কাণ্ডি।[৩৯]

বসরাতে ফিরে তারা ইব্রাহিম আগার কাছ থেকে এক বার্তা পান তাদের আরো কয়েকদিন জাহাজে থেকে যাবার তার মধ্যে সুওয়াইনি এসে পড়বেন এবং তখন তারা যেতে পারবেন।[৪০] নুরুল্লা স্বীকার করেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে তুর্কী অফিসারেরা সাহায্য করবার নয়। তিনি ইব্রাহিম আগাকে জানান যে যদি তারা অল্প কয় দিনের মধ্যে যাত্রা করতে না পারেন, তবে তিনি একটা ছোট জলযান ভাড়া করে জাফর খাঁয়ের সঙ্গে বাগদাদ চলে যাবেন এবং সেখান থেকে অন্যদের ফিরিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করবেন।[৪১] মুটেসেলিম তাকে একাজ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেন, বলেন যে সওয়াইনি শীঘ্রই বসরা আসবেন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা হবে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই বাগদাদ থেকে সুখবর এসে গেছে যে সুলেমান পাশার পদ পাকা হয়েছে এবং তাদের বাগদাদ নিয়ে আসবার জন্য তিনি ৫০০ জন অশ্বারোহী পাঠিয়েছেন। তুর্কী সুলতান এক "ফারমান" জারি করেছিলেন যে টিপুর "উকিল'রা সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসী লোক এবং মেঙ্গালোরের সঙ্গে বসরা বদল ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এসেছেন; তাদের তৎক্ষণাৎ কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে পাঠানো হোক্।[৪২] এসব সত্ত্বেও নুরুল্লা বসরা কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস

করতে পারেন নি। কিন্তু শেষে প্রতিনিধিরা শীঘ্রই রওনা হতে পারবেন 'মুটে-সেলিয়ের এই দৃঢ় আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পেয়ে নুরুল্লা বসরা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়াই যাবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। কিন্তু এখন মুস্কিল হল যানবাহনের। কারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে এখনো অনেক লোক। তারপর, গোলাম আলী খাঁ ও নুরুল্লা খাঁর ভিতর হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় মতভেদ হচ্ছিল। ফলে, গোলাম আলী নুরুল্লার সঙ্গে একত্র ভ্রমণে রাজী না হয়ে একাই যাবার বন্দোবস্ত করতে থাকেন। এসবের জন্য অনেক সময় নষ্ট হয়। পরিশেষে অনেক সাধা-সাধির পর গোলাম আলীর মত পরিবর্তন করে এক সঙ্গে অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে যেতে রাজী হন।[৪৩]

প্রতিনিধিরা ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৭[৪৪] টাইগ্রিসের রাস্তায় বসরা ত্যাগ করেন, সঙ্গে ছিল ইয়োরোপিয় প্রথায় শিক্ষিত ২০০ জন সিপাহী সহ ৪০০ জন অনুচর। তিনলাখ টাকা ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী তাদের সঙ্গে—এ নিয়ে ওদেশে একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য সামাওয়ায় প্রেরিত ৫০০ জন অশ্বারোহী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে তারা ২৫শে এপ্রিল বাগদাদ পৌছান সুলেমান পাশা প্রচুর সম্মান দেখিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেন। বাগদাদ থেকে তারা নজফ ও কারবালা দর্শনে যান ও ২০ দিনের মধ্যে ফিরে আসেন।[৪৫] ২৯শে মে তারা বাগদাদ থেকে রওনা হন, সঙ্গে রক্ষী ছিল কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল থেকে সুলতান প্রেরিত "কাপিজি বশি। তারা স্থল পথে মোসাল ও ডায়ের বেকার হয়ে সেপ্টেম্বর স্কুতারি পৌছান। ২৫ তারিখ তারা কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল পৌছান এবং নগরের একটি প্রাসাদে স্থান পান। ১লা অক্টোবর গ্রেণ্ড ওয়াজীর তাদের প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু তাতে অসাধারণ কোন অনুষ্ঠান ছিল না। প্রতিনিধিরা তাকে বহুমূল্য পোষাক, মনিরত্ন ও ৭০,০০০ ভেনেসীয়ান স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন প্রতিদানে তারা পেয়েছিলেন সম্মান জ্ঞাপক পোশাক।[৪৬] পরে গ্রেণ্ড ওয়াজীর তাদের সম্মানে একটি জাঁকজমক পূর্ণ উৎসবেব আয়োজন করেন। উৎসবটি কেলহানা গ্রামে হয় এবং সেখানে প্রথমে তুর্কী সেনারা কুচকাওয়াজ করেন এবং পরে "ভারতীয় সেনারা সুশৃঙ্খলভাবে ও তৎপরতার সঙ্গে ইয়োরোপিয় সেনার সামরিক অনুশীলন দেখায়।" ঐ উৎসবে সমস্ত মুখ্য অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন; এবং সুলতান, আবদুল হামিদ ও স্বয়ং গুপ্তভাবে এসেছিলেন।[৪৭]

৫ই নভেম্বর সুলতান প্রতিনিধিদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে তাদের কৃষ্ণপশুর পশমের পোষাক এবং সেক্রেটারী দু'জনকে আরমিন পশুর পশমের পোষাক উপহার দেন।[৪৮] ইতিমধ্যে কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রতিনিধি-দলের অনেকেই মারা যায়। মহীশূরীদের অনভ্যস্ত ভীষণ শীতেও বহু জীবন হানি হয়। তাতে, ১৭৮৮ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত তাদের ৪০০ জন অনুচরের ভিতর মাত্র ৭০ জন বেঁচে ছিল। গোলাম আলী খাঁ সাংঘাতিক

পীড়িত হয়ে পড়েন। তখন, হাওয়া বদলের জন্য প্রতিনিধিদল এশিয়া উপকূলে স্কুটারি চলে গিয়েছিল।[৪৯]

পূর্বে বলা হয়েছে যে প্রতিনিধিদের কনস্তান্‌টিনোপ্‌ল থেকে ফ্রান্স হয়ে ইংলেণ্ড যাবার কথা ছিল। সেইমত তারা অট্টোমান রাজধানীতে এসে তাদের ফ্রান্সে যাত্রার বন্দোবস্ত করতে ফরাসী রাজদূতকে তাগিদ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে টিপু ফ্রান্সে সরাসরি এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন।[৫০] ঐ দলটি সেখানে ৫ মাসের অধিক কাল ছিল এবং ফরাসী রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করিয়েছিল। সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আবার আর একটি দলকে বিশেষত সে দেশের ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক অবস্থায় স্বাগত করতে রাজী হয়নি। এ ছাড়া, ফরাসীরা ভারতে তাদের নীতির পরিবর্তন করেছিল, টিপুর প্রেরিত দ্বিতীয় একটি প্রতিনিধিদল কোন কাজের তো হবেই না, বরং ইংলেণ্ডের সঙ্গে একটা বিব্রত অবস্থায় ফ্রান্সকে ফেলে দেবে। কারণ ইংলেণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কোন উত্তেজনার হেতু ঘটাবেনা।[৫১] এজন্যই কঁত দ্য ম ঁমর্যাঁ কনস্তান্‌টিনোপ্‌লের ফরাসী দূতকে টিপুর প্রতিনিধি-দলকে প্যারিসে রওনা হতে বারণ করবার পরামর্শ দেন।

কিন্তু তারা যদি আসতে চান-ই, তবে তাদের জানাতে হবে যে তারা অন্য যে-কোন বিদেশী রাজ্যের প্রতিনিধির মতই ব্যবহার পাবেন এবং প্রথম প্রতিনিধি দলকে যেমন দেখানো হয়েছিল তেমন কোন বিশেষ সৌজন্য তাদের দেখানো হবে না।[৫২] এসব কারণে প্রতিনিধিরা ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে ভারতে ফিরবার সঙ্কল্প করেন। ইতিমধ্যে টিপুও তাদের ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪ঠা মার্চ সুলতানের সঙ্গে প্রতিনিধিদের বিদায়ী—সাক্ষাৎকার হয়।[৫৩] মাসের শেষে তারা আলেকজেণ্ড্রিয়া রওনা হন। সেখান থেকে তারা নীলনদ দিয়ে কাইরো এবং তারপর সুয়েজ চলে যান। সুয়েজ থেকে জেড্ডা যান ও সেখান থেকে টিপু সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা-মদিনা তীর্থ করেন।[৫৪] এরপর স্বদেশ যাত্রা সুরু হয়—মদিনা থেকে জেড্ডা হয়ে ২৯শে ডিসেম্বর ১৭৮৯ তারা কলিকাট পৌছান। ১৭৯০ সালের জানুয়ারির প্রথমে ত্রিবাঙ্কুর লাইনের কাছাকাছি টিপুর শিবিরে আসেন।

প্রতিনিধিদের প্রেরণ হেতু মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বহু অর্থ ব্যয় হয়, প্রতিনিধিরাও যাত্রাপথে নানা অভাব জনিত ক্লেশ ভোগ করেন। তারা যে-চারটি জাহাজে বসরা গিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অনেক প্রাণ ও সম্পত্তি খোয়া যায়। তাদের অনেক অনুচর রক্তামাশয়, জ্বর, সর্দি ও প্লেগে মারা যায়। প্রায় ৯০০জন লোক মালাবার উপকূল থেকে যাত্রা করে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অল্প কিছুলোক ঘরে ফিরে আসে।

এত ব্যয়, এত দুঃখ এত জীবন হানি সত্ত্বেও প্রতিনিধিগণ অট্টোমান সুলতানের

নিকট থেকে আদায় করতে পেরেছিলেন মাত্র একটি অনুমতি পত্র—তাতে টিপুকে স্বাধীন রাজার পদবী গ্রহণ, মুদ্রাপ্রচলন ও স্ব-নামে "খুবা" পঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। খলিফা ও ওয়াজীর আলম টিপুকে দেবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি, "খিলাত" ও মূল্যবান পাথর-খচিত ঢাল-তরবারি প্রতিনিধিদের হাতে দিয়েছিলেন।[৫৫] কিন্তু কোন বাণিজ্যিক সুবিধা বা সামরিক সাহায্য পেতে প্রতিনিধিরা অসমর্থ হন।

ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে ঐ সময়টায় রাশিয়ার রাণী কেথেরিন II ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট জোসেফ II দ্বারা ও তুরস্কের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এঁরা ১৭৮৭ সালে যুক্তি করেন অট্টোমান সাম্রাজ্যের ইয়োরোপিয়ান রাজ্য-গুলি ভাগ করে কনস্তান্‌টিনোপ্‌লের রাজপদে কেথেরিনের পৌত্র কনস্তান্‌টিনকে বসানো হবে। এই বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে ১৫ই আগষ্ট, ১৭৮৭ সালে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। পরের বৎসর ফেব্রুয়ারি থেকে তাকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গেও লড়তে হয়, কারণ রাশিয়ার মিত্র হিসাবে সে-ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ক তার সাবেকী বন্ধু ফ্রান্স থেকেও কোন সাহায্য আশা করতে পারতোনা, কারণ সে দেশ তখন তার আভ্যন্তরীণ ক্রম-বর্ধমান গোলমালে বিব্রত ছিল। কিন্তু তুরস্ক ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতা আশা করতে পারতো, কারণ সে দেশ প্রুশিয়া ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে এক যোগে ১৭৮৮ সালে প্রতিযোগিতার আসরে নেমেছিল যাতে তুরস্কের অনুকূলে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে শক্তি—সাম্য পুনঃ-স্থাপিত ও রক্ষিত হয়। বস্তুত, কনিষ্ঠ-পিট প্রকৃত পক্ষে তুরস্ক ও তার শত্রু অষ্ট্রিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থতার চেষ্টায় ছিলেন। এ অবস্থায় অট্টোমান সুলতান টিপুর সঙ্গে মৈত্রী জোট করে ব্রিটেনকে বিরূপ করতে পারতেন না। সে সময়কার কোন সূত্র থেকে প্রতিনিধিদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাবের বিশেষ কোন আভাস পাওয়া যায় না, কিন্তু টিপু সুলতানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচার করে দেখলে মনোভাব প্রতিকূল ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বসরায় ইংরেজ-প্রতিনিধি মেনেষ্টি ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ কোর্ট অব ডিরেকটরদের লিখে বলছেন "উকিল'রা তার (টিপুর) রাজ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রীর জন্য তুর্কী রাজ্যসমূহে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার্থে "ফারমেন" চান। আমরা মনে করি, এই অবস্থাটি মাননীয় কোর্ট অব ডাইরেকটরদের অব-গতিতে আসা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আশঙ্কা হয়, এতে টেল্লিচেরী থেকে আপনার কর্মচারীদের পক্ষে স্বদেশগামী জাহাজে গোলমরিচের যোগান দেওয়ার কোন আশা আর থাকবে না।[৫৬] এর থেকে সুস্পষ্ট হয়, যে প্রতিনিধিদের পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকলাপ ইংরেজরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে দেখছিল না। অপরপক্ষে, বাগদাদ ও কনস্তান্‌টিনোপ্‌লে তাদের যে প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তা দিয়ে তাদের ব্যর্থ মনোরথ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।

টীকা :

১। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ৩৬১।
২। নেঃ, আঃ, সিঃ. প্রঃ, ৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৭, সং ৩।
৩। দ্রষ্টব্যঃ, পৃঃ ১১৬ পূর্বে।
৪। এ বিষয়ে আরো আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ ডাঃ আই, এইচ, কুরেশীর প্রবন্ধ "দি পারপাস অব টিপু সুলতানস্ টু এম্বাসী কনস্তান্টিনোপ্‌ল" জাঃ. ইঃ. হিঃ (xxiv), ১৯৪৫ ; পৃঃ ৭৭-৮৪।
৫। ডাঃ কুরেশীর প্রবন্ধ. পৃঃ ৮১, ৮৩ ; এবং উইলক্‌স্ (i) ৪৯১-৪৯২।
৬। এ ব্যাপারে টিপুর ব্যগ্রতা এই থেকে স্পষ্ট হয় যে ১৭৮৭তে মারাঠাদের সঙ্গে শান্তির আলোচনায় তিনি জোর করেছিলেন যে ভবিষ্যতে পেশোয়া তাকে পাদশা বলে সম্বোধন করবেন, (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ (?) পূর্বে)।
৭। নেঃ, আঃ অঃ, রেঃ, ৯১, মেজর ব্রাউনের কাগজ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭৩।
৮। ঐঃ ৮৮ ব্যাসি শাহ্‌ আলামকে, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫।
৯। কেঃ পাঃ, কঃ, (vii) নং ৩১৫ ; অঃ, রেঃ, ৮৪।
১০। নেঃ, আঃ অঃ, রেঃ, ৯১, "উকিল"কে বলা হয়েছিল তার নিজের খরচে। "খিলাত" তৈরি করে সম্রাটের উপহার বলে দান করতে। আরকটের "সনদের" বিষয়ে তাকে বলা হল তা তৈরি হচ্ছে। পরে তাকে বিদায় করা হয়।
১১। নেঃ, আঃ, সিঃ প্রঃ, ১২ নভেম্বর, ১৭৮৭। নিজাম কসিক্রিকে, কঃ, নং ১০।
১২। রাইস "মহিশুর এণ্ড দুর্গ", (i) পৃঃ ২৬৮। আরো সৈন্যের জন্য হায়দর আর একদল প্রতিনিধি পাঠান, কিন্তু তারা কচ্ছ উপসাগরে ধ্বংস হন।
১৩। "হুকমনামা", পাণ্ডু নং ১৬৭৭, ফঃ, ১৪ এ-১৫ বি।
১৪। ঐঃ, ফঃ, ১৬ বি।
১৫। ঐঃ।
১৬। নেঃ, অঃ, সিঃ, প্রঃ, ৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৭, বাসরা থেকে, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ নং ৩, "ফারমডিনভ্‌স", "ফারমান (বহুবচনে "ফারমিন") শব্দের বিকৃত রূপ।
১৭। টিপুর নির্দেশ মত প্রতিনিধিরা ভ্রমণের দিনলিপি রাখেন্ তার নাম "ওয়াকিইমঞ্জিল-ই-রাম" সম্পাদনা—মহিবুল হাসান। ওমানের ইমামের ও করিম খাঁর সঙ্গে টিপুর সম্বন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য : পরে পৃঃ (?)।
১৮। "হুকমনামা", ফঃ, ১০ বি-১১ বি ; ১৫ বি-১৬ এ, এবং "ওয়াকি" পৃঃ ১৫০।
১৯। "ওয়াকি" পৃঃ ১-২।
২০। "হুকমনামা" ফঃ, ২ বি-৩ এ, ৪ এ। বসরা পেঁছিবার পূর্বেই হাতিগুলি মারা যায়।
২১। "ওয়াকি", পৃঃ ৩-৬।
২২। ঐঃ, পৃঃ ৬। মেনেষ্টির মতে, ২০০ কাণ্ডি গোলমরিচ, এবং কিছু বস্ত্রের থান মাস্কাটে বিক্রী হয় (ইঃ, অঃ, "বাণিজ্য কুঠি" মেনেষ্টি কোর্ট অফ্‌ ডিরেক্টরস্'কে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ, ৩৪৮ বি)।
২৩। "ওয়াকি", পৃঃ, ২৪-২৫।
২৪। ঐঃ, পৃঃ ৪৭।
২৫। ঐঃ, পৃঃ ১৫, পরে।
২৬। "ওয়াকি", পৃঃ ৩৬-৩৯।
২৭। ঐঃ, পৃঃ ৪০-৪১। মেনেষ্টি বলে প্রায় ৪০-৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইহা ছাড়া, ৪০০ কাণ্ডি গোলমরিচ, সামান্য কিছু চন্দন কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্যও নষ্ট হয়। প্রতিনিধিদের

জন্য ছিল ৬০০ কাণ্ডি গোলমরিচ, ৫০ কাণ্ডি চন্দন কাঠ এবং ১৫ কাণ্ডি এলাচ। (ইঃ, অঃ, বাণিজ্য কুঠি কাগজ, মেনেষ্টি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ ফঃ, ২৪৮ বি।

২৮। "ওয়াকি", পৃঃ ৪২।

২৯। সুলেমান পাশা ছিলেন বাগদাদের ভাইসরয় হাসান পাশার জর্জিয়ান মুক্ত-ক্রীতদাস। তার কার্য দক্ষতার জন্য তিনি ১৭৬৫ সালে বসরার "মুটেসেলিম" নিযুক্ত হন। যখন সাদিক খাঁর নেতৃত্বে পারশীকরা বসরা আক্রমণ করে তিনি তখন তা সাহসিকতার সঙ্গে রক্ষা করেন। কিন্তু বসরা অধিকৃত হয় এবং বন্দী হয়ে তিনি শিরাজ প্রেরিত হন। ৪ বৎসর পর তিনি মুক্তি পান। জুলাই ১৭৮০তে তিনি বাগদাদের পাশা নিযুক্ত হন এবং ঐ পদে ৮২ বৎসর বয়সে ১৮০২ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। (লংগ্রিগ, "ফোর সেঞ্চুরিজ অব মডার্ন ইরাক," পৃঃ ১৮৭-২২০।

৩০। "কাহিয়া" হল পার্শী "কাট খুদা"র তুর্কী ভাষান্তর, আক্ষরিক অর্থে "গৃহ-স্বামী" বা "মেজর ডমো। এখানে অর্থ-পাশার অধীনে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মুখ্য-মন্ত্রী। (লংগ্রিগ্ "ফোর সেঞ্চুরিজ অব মডার্ণ ইরাক", পৃঃ ৩৫৪ ; জিব "ইসলামিক সোসাইটি এণ্ড্ দি ওয়েষ্ট", খণ্ড (i), প্যারা ২, পৃঃ ২০০)।

৩১। "খাজাইল"রা একটা বড় উপজাতিদল। তারা কুফা থেকে সামাওয়া পর্যন্ত অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী শামিয়া মরুভূমির কিছু অংশ জুড়ে থাকত। তারা ছিল শক্তিশালী যুদ্ধপ্রিয় এবং সকলেই শিয়া। ইউফ্রেটিস নদী দিয়ে বসরা ও বাগদাদের যোগপথে বাধা সৃষ্টি করত বলে তারা তুর্কী-গভর্ণমেণ্টের খড় ঝামেলার কারণ ছিল ("ডেস্-ক্রিপসান দুপাচালিক দ্য বাগদাদ" পৃঃ ৫৯ ; 'বম্বে সিলেক্সন্' (১৬০০-১৮০০), পৃঃ ৩১৪।

৩২। "ওয়াকি", পৃঃ ৯৭-৯৮।

৩৩। ঐঃ পৃঃ ১০৩, মেনেসিটর বলেন যে প্রতিনিধিরা ৩০০ লোক নিয়ে রওনা হন এবং যাত্রার তারিখ দেন ৭ই ডিসেম্বর (ইঃ, অঃ, বাণিজ্য কুঠি কাগজ, মেনেষ্টি কোর্ট অব ডিরেক্টরদের, ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ২৬৬ এ)।

৩৪। "ওয়াকি", পৃঃ ১১৬-১১৭, সুওয়াইনি-অল্-আবদুল্লা প্রথমত তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুগত ছিলেন, পরে বিদ্রোহ করেন এবং ১৭৮৫ সালে বসরা দখল করেন। ১৭৮৭ সালের জুলাইএর প্রথম দিকে তিনি একজন নিগ্রো ক্রীতদাস দ্বারা নিহত হন (লংগ্রিগ "ফোর্ সেঞ্চুরিজ অব্ মডার্ণ ইরাক" পৃঃ ১৯৫ ও পরে)।

৩৫। "ওয়াকি" পৃঃ ১১৪।

৩৬। ঐঃ, পৃঃ ১১৬ ও পরে। সুলেমান-অল-শওয়াই প্রথম দিকে সুলেমান পাশার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু পরে আহ্‌ম্মদ আগা নামে একজন জার্জিয়ানের পদোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিদ্রোহ করেন। আগাকে সুলেমান পাশা "কাহিয়া" নিযুক্ত করেন। সুলেমান অল-শওয়াই তুর্কী সৈন্যদের পরাজিত করে বাগদাদের চার পাশে ঘুরে বেড়াছিলেন তার উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েই। ইতিমধ্যে হঠাৎ গুজব রটে যে তিনি বাগদাদের পাশা নিযুক্ত হয়েছেন। কিছু কাল পর্যন্ত সুলেমান পাশা নিজেই তা বিশ্বাস করতেন (লংগ্রিগ ফোর সেঞ্চুরিজ অব্ মডার্ণ ইরাক পৃঃ ২০৩-২০৪।

৩৭। "ওয়াকি", পৃঃ ১১৭ ও পরে।

৩৮। ঐঃ, পৃঃ ৮২।

৩৯। "ওয়াকি", পৃঃ ৬৪-৬৫, ৬৯।

৪০। ঐঃ, পৃঃ ১২২।

৪১। ঐঃ, পৃঃ ১৩০।

৪২। "ওয়াকি", পৃঃ, ১২৫, ১৩৩, ১৫০।

৪৩। ঐঃ, ১৩৪ ও পরে।

৪৪। ইঃ অঃ, "বাণিজ্য কুঠির কাগজ" "পারস্য ও পারস্য উপসাগর", নং ১৮, মেনেষ্টি কোর্ট অব ডিরেক্টরদের, ১৫ই মার্চ, ১৭৮৭ ফঃ, ২৮৬।

৪৫। "এফেয়ারস্‌ এত রে'জ্যার" বি ১, ১০৭, (আঃ, নেঃ, প্যারিস) রুসো দ্য কাস্ত্রিকে, ২৫শে এপ্রিল, ১৭৮৭, নং, ৩৯ : এবং ফঃ, অঃ, ৭৮-৮-১৭৮৮, রবার্ট এন্‌সলি কারমেথিয়ানকে, ৯ই জুন, ১৭৮৭ ফঃ, ৯৬ বি।

৪৬। ঐঃ, ২০শে অক্টোবর, ১৭৮৭, ফঃ ২১৬ বি-১৭ এ।

৪৭। ফঃ, অঃ, ৭৮/৮ ১৭৮৭, ২৫শে অক্টোবর, ১৭৮৭, ফঃ ২৩৫এ।

৪৮। ঐঃ, ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৭, ফঃ ২৪১এ।

৪৯। ফঃ, ৭৮/৯-১৭৮৮, ফঃ, ২২এ-বি।

৫০। "এফেয়ারস এত রে'জ্যার" বি১, ৪৪৮, করসপনডেন্স কঁসুলার—কঁস্ত'াতিপোল ১৭৮৭-৯০ (আঃ, নেঃ, প্যারিস), চৈস্থ গ্যোফা দ্য লা লুজ্যার্নকে, ৩০শে অক্টোবর, ১৭৮৮।

৫১। ফঃ, অঃ, ২৭/২৯ ডরসেট কারমেথিয়ানকে, ৭ই অগাষ্ট, ১৭৮৮, নং ৫৫।

৫২। "এফেয়ারস এত্রে'জ্যার—তারকু" (আঃ, নেঃ, প্যারিস) "ম'মর'্যা চোসিউগুফা", ২২শে অগাষ্ট, ১৭৮৮, খণ্ড ১৭৮, ফঃ ৪৪-এ।

৫৩। ফঃ, অঃ, ৭৮/৯ ১৭৮৮, ৮ই মার্চ, ১৭৮৮, ফঃ, ৬৩ বি।

৫৪। ফঃ, ২৫শে মার্চ, ১১৮৮, ফঃ ৬৮এ, ৭৬বি।

৫৫। "ওয়াকি", পৃ০ ১৫৫ ; কিরমানি, পৃঃ ৩২৮ ; জাঃ. ইঃ, হিঃ, খণ্ড (xxiv), এপ্রিল ও অগাষ্ট, ১৯৪৫ পৃঃ ৮৪, নোট ৮৪, আলেকজেণ্ডার রীডের মহীশূর থেকে প্রেরিত সংবাদ মতে খলিফা টিপুর অনুরোধ মত তাঁকে ১০০ জন তুর্কী সৈন্য পাঠান (ইঃ, অঃ, মেক্‌পাওঃ নং ৪৬, পৃঃ ৯৯)।

৫৬। ইঃ, অঃ, বাণিজ্য-কুঠির কাগজ মেনেষ্টি কোর্ট অব ডিরেকটরস্‌কে, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, নং ১৮।

৯

কুর্গ ও মালাবারে বিদ্রোহ

১৭৮৯ সালের প্রথমে কুর্গ পুনরায় মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বীর রাজা গত চার বৎসর যাবৎ পেরিয়াপটম্ দুর্গে বন্দী ছিলেন। তিনি তার পরিবারবর্গ সহ ১৭৮৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক মধ্যরাত্রে পলায়ন করে কিগগতনাদের কুরচিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১] কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই তিনি কোট্টায়ম রাজার হাতে ধরা পড়ে যান। বীর রাজা তাকে কুর্গের তিনটি বিশিষ্ট জেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এরূপে স্বাধীনতা ক্রয় করে রাজা কুর্গে ফিরে আসলেন এবং তার অনুচরদের সাহায্যে কোট্টায়ম রাজার শিবির বেষ্টন করেন। কোট্টায়ম রাজা ঘাট পর্বতমালায় উঠেছিলেন তাকে প্রদত্ত জেলাগুলির দখল নেবার জন্য। বীর রাজা তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করা দলিল গুলি তো ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, উপরন্তু ওয়াইনাদ দেশের উপর সমস্ত দাবি-দাওয়া ত্যাগ করতে কোট্টায়ম রাজাকে বাধ্য করেছিলেন।[২]

এরপর, বীর রাজা কুর্গ দখলকারী মহীশূরীদের দিকে নজর দেন। টিপুর আদেশে যে সব লোক কুর্গে নতুন বসতি স্থাপন করেছিল শীঘ্রই তিনি তাদের উৎখাত করতে সমর্থ হন। তারপর তিনি সিদ্ধেশ্বরতে শিবির স্থাপন করে সেখান থেকে মহীশূরে হামলা করা সুরু করেন—বহু গবাদি পশু ও শস্য হরণ করে নেন। একথা শুনে বীর রাজাকে ধ্বংস করবার জন্য গোলাম আলী, গাজী খাঁ ও দিল দিলেয়ার খাঁর নেতৃত্বে টিপু বড় একটি সৈন্যদল পাঠান। তারা সিদ্ধেশ্বর হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কুর্গীরা বিনা যুদ্ধে এক তিলও কিন্তু ছাড়েনি, কিন্তু শেষাবধি পরাজিত হয়। গোলাম আলী বহু পরিমাণ শস্য দখল করেছিলেন, বহুলোক বন্দী হয়। কিন্তু তার কুর্গ-ধ্বংস কাজ সম্পূর্ণ না হতেই টিপুর আদেশ পান মালাবারে যেতে—সেখানে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছিল। কোডানতুরা গিরি-সংকটে কুর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হন, কিন্তু তাদের পরাজিত করে নিরাপদে পেন্নাভুর পৌছন। কুর্গ ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থা অনিশ্চিত থাকায় টিপু মহম্মদ রাজা, আজম আলী খাঁ, ফজল খাঁ এবং জিন কাম্প্রোজকে সেখানে গোলাম আলীর সাহায্যার্থে পাঠান। এই নতুন সৈন্য হেগগালাঘাট রাস্তা ধরে গিয়েছিল। বীর রাজা গিরিপথের প্রবেশ দ্বারে অবস্থান করে মহীশূরীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ

চালিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন;—তাদের অনেক মালপত্র আটক করে নিয়েছিলেন, অনেক হতাহত হয়।[৩]

এ খবরে আতঙ্কিত হয়ে টিপু তার শ্যালক বারহান্-উদ-দিনকে কুর্গ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বারহানের কাজ হ'ল কুশলনগর (ফ্রেজারপেট), মারকারা বেপ্পুনাড ও ভগমানভালা এই দুর্গ চারটি শক্তিশালী করে কুর্গদের দমিত করা। কিন্তু তিনি যখন মারকারার পথে তখন বীর রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হন। সুতরাং তিনি শ্রীরঙ্গপটম ফিরে গিয়ে টিপুকে কুর্গের অবস্থা জানান[৪] এবং তার সঙ্গে আর একটা যুদ্ধোদ্যম করবার পরামর্শ করলেন। বারহান বহু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন, টিপু নিজেও ১৭৮৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমে রাজধানী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বারহান বীর রাজাকে পরাজিত করতে পারেন নি,—বীররাজা মহীশূরী দুর্গ তিনটি অধিকার করেন। মারকারা তখনো মহীশূরীদের দখলে ছিল, কিন্তু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে-কোন সময় তার পতন সম্ভবপর ছিল।[৫] মালাবারে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলেছিল বলে টিপুকে সেখানে যেতে হয়, কুর্গে তার যাওয়া হয়নি। যেইমাত্র মালাবার বিদ্রোহ প্রশমিত করা হয়, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়। এরূপে কুর্গ অপরাজিত থাকে।

মালাবারে বিদ্রোহ

হায়দরের সঙ্গে মালাবারের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৭৫৭ সালে। তখন কেলিকাটের জমরিণের সঙ্গে যুদ্ধ-রত পালঘাটের রাজার সাহায্যার্থে তিনি তার শ্যালক মখদুম আলীকে কিছু সৈন্য-সহ সেখানে পাঠান। মখদুম আলী উপকূলভাগে অগ্রসর হয়ে জমরিণকে বাধ্য করে শুধু পালঘাটের রাজার রাজ্য তাকে প্রত্যর্পণ করেন তাই নয়, কিস্তিমত ১২ লাখ টাকা সামরিক ব্যয় নির্বাহার্থে দিতেও বলেন টাকা দেওয়া হয়নি কখনো; ১৭৬৬ সালের পূর্বে হায়দরও মালাবার ব্যাপারে নজর দিতে পারেন নি।

সে-সময় মালাবার কতগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাদের পরস্পর ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। উত্তর মালাবারে ছিল নায়ারদের খণ্ড-রাজ্য - চিরাক্কল, কাডাট্টানাদ, কোট্টায়াম, কুরঙ্গদ নায়ার এবং নামেমাত্র চিরাক্কলের অধীন মোপলা রাজ্য কেন্নানুর। দক্ষিণ মালাবার বিভক্ত ছিল কেলিকাটের জমরিণ ও কোচীনের রাজার ভিতর। কোচীন কিছুকাল যাবৎ জমরিণ ও ত্রিবাঙ্কুর এই উভয়ের দ্বারাই আক্রান্ত হচ্ছিল।

হায়দর মালাবার আক্রমণ করেন ১৭৬৬ সালের জানুয়ারিতে এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ তার নায়কদের পরাভূত করতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি কোয়েম্বাটোর ফিরে যান, কিন্তু সেখানে যাবার কিছুদিন পরেই মালাবারে বিদ্রোহের খবর পান। সুতরাং তিনি ফিরে যান, আর কঠোরভাবে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন।

নায়াররা কিন্তু দমেনি, শীঘ্রই আবার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল। দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে মালাবার মহীশূরী ও ইংরেজ সৈন্যের একটি রণাঙ্গনে পরিণত হয় এবং তার বড় একটা অংশ ইংরেজরা দখল করে। কিন্তু মেঙ্গালোর সন্ধির পর টিপু তা ফিরে পান। টিপু মালাবারে তার আধিপত্য শক্তিশালী রাখতে ব্যগ্র ছিলেন, কারণ ছিল তার মসলাবাজার। আর, দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে তিনি বুঝেছিলেন, মহীশূরের নিরাপত্তার জন্য-এর সামরিক গুরুত্ব কত বেশী। কিন্তু তার রাজস্ব আদায়কারীদের কঠোরতা, দেশবাসীদের স্বাধীনতা চেতনা ও তৎসহ টিপুর কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করবার জন্য রাজা দিগকে ইংরেজদের প্ররোচনা—সব কিছু মিলে রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। কুশাসনের জন্য এরনাদ ও ওয়ালাভনাদের মোপ্‌লারাও অসন্তুষ্ট ছিল। জমরিণ বংশভূত রবি বর্মা নায়ারদের নেতা ছিলেন, আর মোপলাদের ছিলেন মঞ্জেরীর গুরুকুল (মঞ্জেরী কেলিকাটের দক্ষিণে এরণাদের একটি মহকুমা)। রবি বর্মাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য টিপু ১৭৮৪ সালে তাকে একটা "জায়গীর" দান করেন এবং সুশাসনের জন্য সামরিক ও অসামরিক কর্তৃত্ব পৃথক করে দেন। হায়দরের মৃত্যুর পর থেকে আরসাদ বেগ মালাবারের কর্তৃত্বে ছিলেন, এখন তিনি শুধু সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে রইলেন। অসামরিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয় মীর ইব্রাহিম ও মীর গোলাম হোসেনকে। তারা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় "দেওয়ান" নিযুক্ত হন। নতুন অফিসারদের টিপু আইন ও শৃঙ্খলা রাখতে এবং রাজ্যের কল্যান-কর্মে রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬]

কিন্তু এই শাসন-সংস্কারে অবস্থার উন্নতি হয়নি। ১৭৮৩ সালে মঞ্জেরীর গুরুকুল মোপলারা বিদ্রোহ করেছিল।[৭] রাজ্যটির গোলমেলে অবস্থার জন্য টিপু পরিদর্শণে যাওয়া ঠিক করেন। তিনি সৈন্যদল বা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া তমরাশ্বেরী গিরিপথ দিয়ে ১৭৮৮ সালের এপ্রিলের প্রথমে কেলিকাট পৌছান।[৮] সাধারণত তার সঙ্গে যে-সৈন্য থাকে মাত্র তাই তার সহগামী হয়।[৯] তিনি আসাদ বেগ ও ইব্রাহিম—উভয়কেই বরখাস্ত করেন। আসাদ বেগকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও নায়ার ও মোপালাদের সঙ্গে চক্রান্তে নিযুক্ত বলে সন্দেহ করা হয়[১০] এবং ইব্রাহিমকে প্রবঞ্চক ও লোভী বলে। তাদের স্থানে হুসেন আলী খাঁ সেনা-নায়ক এবং সের খাঁ প্রথম "দেওয়ান" নিযুক্ত হন।[১১] টিপু ৯ই মে[১২] কেলিকাট ছেড়ে বেপুর নদীর দক্ষিণ তীরে এসে মালাবারের নতুন রাজধানীর পত্তন করেন এবং তার নাম দেন ফারোখাবাদ বা ফারুখিয়া। এখানে তিনি একটি দুর্গ-নির্মাণের আদেশ দেন, কারণ কেলিকাটের দুর্গ আর প্রতিরক্ষার যোগ্য ছিল না। রাজধানীটি নতুন রাস্তা সমূহের সংযোগ স্থল হয়। সমুদ্র উপকূলে অন্যান্য স্থানের মধ্যে ইহা বন্দর হওয়ার পক্ষে যোগ্যতম ছিল। কেলিকাটের অনেক লোককে সেখানে বসতি করার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধকালে ইংরেজরা

মালাবার দখল করলে তারা কেলিকাট ফিরে যায় এবং শীঘ্রই নতুন রাজধানীর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকেনি।[১৩]

বর্ষা এসে পড়ায় টিপু মে মাসের শেষভাগে কোয়েম্বাটোর ফিরে আসেন। কোয়েম্বাটোর থেকে তিনি দিন্দিগুলে তার আত্মীয় সৈয়দ সাহেবের "জায়গীরে উপস্থিত হন। সেখানে সৈয়দ সাহেব তাকে প্রচুর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। কোয়েম্বাটোর ও দিন্দিগুল—উভয় জেলায়ই অবাধ্য 'পলিগার'দের শাস্তি দেওয়া হয়। অগাষ্ট মাসে তিনি গজলহাট্টির রাস্তা দিয়ে শ্রীরঙ্গপটম ফিরে আসেন।[১৪]

রাজধানীতে বেশীদিন না থাকতেই টিপু মালাবারে প্রচণ্ড গোলমালের খবর পান। এই হাঙ্গামার নেতা ছিলেন রবিবর্মা যাকে জায়গীর দেওয়া হয়েছিল ঠাণ্ডা রাখার জন্য।[১৫] তার অনুগমন করেছিল নায়াররা ছাড়া, মোপ্‌লা ও কুর্গীরা-ও। ১৭৮৮ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত রবি বর্মা অরক্ষিত দেশাঞ্চলের হর্তাকর্তা হয়েছিলেন। পরে তিনি কেলিকট অবরোধ করেন।[১৬] খবর শুনে বিপদাশঙ্কা করে টিপু লাল এবং কমর-উদ্-দিন খাঁকে ৬,০০০জন মহীশূরী ও ১৭০ জন ইয়োরোপিয়ান সৈন্যসহ ১৭৮৮ সালের ডিসেম্বরে সেখানে পাঠান।[১৭] তেল্লিচেরীর কুঠি-ওয়ালারা অনেক রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। টিপু ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের অনুরোধ জানান রাজাদের যেন আর আশ্রয়ে না রাখতে হয়।[১৮] সেইসঙ্গে তিনি লাল, ওমরবেগ, সৈয়দসাহেব ও বাকাজী রাও এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিভিন্ন দিকে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কোচীনের রাজাও মহীশূরীদের সাহায্য করেছিলেন।[১৯] ফলে, বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। তাদের অনেকেই বন্দী হয়, অনেকে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। জানুয়ারি ১৭৮৯ সালে টিপু পুনরায় তমরাশ্বেরী গিরিপথ দিয়ে মালাবার প্রবেশ করেন। নায়ারদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার জন্য কেলিকাটে কিছু সৈন্য রেখে তিনি ফেব্রুয়ারির শেষে উত্তর দিকে পা বাড়ান।[২০] এ শুনে কোট্টায়াম ও কাডাট্টানাদের রাজারা তেল্লিচেরী পালিয়ে যান, সেখান থেকে ত্রিবাঙ্কুর। কিন্তু চিরাক্কলের রাজা সুলতানের সঙ্গে দেখা করেন। সুলতান সসম্মানে তাকে অভ্যর্থনা করে মূল্যবান উপহার সহ বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই জানা যায় রাজা তার বিরুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে চক্রান্তে আছেন। তখনি সৈন্যরা তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। কুট্টিপুরমে রাজার সুরক্ষিত প্রাসাদ ঘেরাও করা হয়, কিন্তু তার লোকরা বাধা দিতে থাকে, খণ্ডযুদ্ধে রাজা নিহত হন।[২১] অতঃপর সুলতান তার রাজ্য অধিকার করে নেন।

এরপর টিপু বিবির নিমন্ত্রণে কেনান্নূর গিয়েছিলেন। তিনি বিবিকে চিরাক্কল রাজ্যের একটা অংশ দান করে তার পুত্র আবদুল খালিকের সঙ্গে বিবির মেয়ের বিবাহের প্রাথমিক কাজগুলি বিধিমত সম্পন্ন করেন। এরূপে তিনি দক্ষিণ মালাবারের মোপ্‌লাদের ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছিলেন, সফলও হয়েছিলেন। টিপু

২২শে এপ্রিল, ১৭৮৯ সালে উত্তর মালাবার ত্যাগ করে কোয়েম্বাটোর রওনা হয়ে যান।[২২]

টিপু মোপ্‌লাদের শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বটে নায়াররা, কিন্তু আগের মতই দাঙ্গাবাজ থেকে গিয়েছিল। টিপু পেছন ফেরা মাত্র তারা জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসে রাজ্যস্থিত মহীশূরী সৈন্যদের উত্যক্ত করতে ও চারদিকে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে থাকে। ২২শে এপ্রিল, ১৭৮৯ তারা এমন কি কিছু সৈন্যসহ আর-ভারনাদস্থ টিপুর "আমিল"কেও নিহত করলো।[২৩]

নায়ারদের শায়েস্তা করতে টিপুর বিফলতার কারণ ছিল মালাবারের ঘন-বনাচ্ছাদিত বিস্তৃত পাহাড়ে ভূমিপিঠ। কোন রাস্তা ছিল না। জুন থেকে সেপ্টেম্বর, পরে আবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর অবধি বৃষ্টি চলতো। তা শুরু হয়েছিল বলে যুদ্ধোদ্যমের সময় বড় সঙ্কীর্ণ ছিল। এসবই মহীশূরী সেনাদের গতিবিধি ব্যাহত করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের এতে ছিল সুবিধা। তারা টিপু মালাবারে আসলেই জঙ্গলে ঢুকে পড়তো এবং তিনি চলে গেলেই প্রকাশ্য স্থানে বেরিয়ে আসতো। তাছাড়া, ইংরেজরা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যও দিতেন।

সুশাসনের বন্দোবস্ত করে, জনগণের শুভেচ্ছা নিয়ে, নায়ার—বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হবার জন্য নতুন রাস্তা তৈরি করে টিপু মালাবারে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় ইংরেজ—মহীশূরী যুদ্ধ বেধে যায়। টিপুকে তার সর্বশক্তি সেদিকেই প্রয়োগ করতে হয়েছিল। মালবার নায়করা কিছুকাল যাবৎ-ই ইংরেজদের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করছিলেন। তারা ইংরেজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন যে তারা কোম্পানীর করদ-রাজা হয়ে থাকতে রাজী যদি তারা যে-রাজ্যগুলি থেকে সুলতান কর্তৃক বিতারিত হয়েছিলেন সেগুলি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মালাবার উপকূলের যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হয়েছিলেন। সুতরাং সন্ধি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডে পুনঃস্থাপিত হন। শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিপত্রে (১৭৯২) তাদের নতুন রাজ-নৈতিক পদ-মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেই থেকে তারা ইংরেজ কোম্পানীর সামন্ত-রাজা হয়ে থাকতে লাগলেন।

টীকা:

১। "তারিখ-ই-কুর্গ" ফঃ, ২৭ বি।

২। ঐঃ, ফঃ, ৩২ বি।

৩। "তারিখ-ই-কুর্গ", ফঃ, ৩২ এ—৩৫এ।

৪। "তারিখ-ই-কুর্গ", ফঃ, ৩৫ বি-৩৬এ।

৫। রাইস "মাইশূর এণ্ড কুর্গ", (iii), পৃঃ ১১৩।

৬। "রিপোর্ট অব্ জয়েন্ট কমিশনারস্" পৃঃ ৩৫, লোগান "মালাবার" খণ্ড (i) অংশ (ii), পৃঃ ৪৪৮।

৭। "রিপোর্ট অব জয়েন্ট কমিশনারস্", পৃঃ ৩৬।

৮। লোগান "মালাবার", খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৪৯, পঃ আঃ পাণ্ডু নং ৪৫৭৭।

৯। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ ২৭শে মে ১৭৮৮, তেল্লিচেরী থেকে কেপ্টেন কিড্, ১৪ই এপ্রিল।

১০। কিরমানি, পৃঃ ৩৩১-৩৩২ ; পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৯। আরসাদ শ্রীরঙ্গপটম ফিরে এসে দুঃখে মারা যান। টিপুর আদেশে তাকে লালবাগে কবরস্থ করা হয়।

১১। "রিপোর্ট অব জয়েন্ট কমিশনারস্", পৃঃ ৩৭ ; কিরমানি পৃঃ ৩৩২, বলেন, মেহতার খাবজী আবসাদ বেগের স্থানে নিযুক্ত হন।

১২। পঃ. আঃ, পাণ্ডু নং ৪৫৮৩।

১৩। "রিপোর্ট অব্ জয়েন্ট কমিশনারস্", পৃঃ ৩৭। টিপুর রাজধানী এখন একটি ছোট গ্রাম, নাম—ফেরক, (ইমপে গেজেঃ (xii) পৃঃ ৮৮, পুঙ্গানুরি পৃঃ ৩৯ ও "সুলতান-উত্-তওয়ারিখ" ফঃ ৭৪, একে ফারুকি বলে, বিঃ, জঃ, কঃ একে বলেন ফারুখাবাদ—পৃঃ ৩৭।

১৪। উইল্কস (ii), পৃঃ ৩২১, পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৯-৪০।

১৫। লোগান, "মালাবার", খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৫২।

১৬। পঃ, আঃ, পাণ্ডু, নং ৪৫৯২, ৪৫৯৭, লোগান, "মালাবার" খণ্ড (i), অংশ (ii) পৃঃ ৪৫২।

১৭। ঐঃ, মেক পাণ্ডঃ ইঃ, অঃ, নং ৪৬ মতে, সৈন্য পাঠানো হয় জানুয়ারি ১৭৮৯ সালে।

১৮। লোগান, "মালাবার", খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৫৩।

১৯। ইঃ, অঃ, মেক্ পাণ্ডুঃ নং ৪৬, পৃঃ ৮৯, ৯৮।

২০। লোগান, "মালাবার", খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৫৩।

২১। ঐঃ, "রিপোর্ট অব্ জয়েন্ট কমিশনারস্", পৃঃ ৪৬। কিন্তু "তারিখ-ই-কুর্গ" মতে রাজা টিপুর শাস্তির ভয়ে আত্মহত্যা করেন।

২২। লোগান, "মালাবার" খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৫৩, ৪৫৬, উইল্কস (ii), পৃঃ ৩৩২।

২৩। পঃ, আঃ, পাণ্ডু নং ৪৬২৯।

১০

টিপু ও ইংরেজগণ (১৭৮৪-৮৮)

আমরা দেখেছি মেঙ্গালোরের সন্ধি বাংলা-গভর্ণমেণ্ট ও কোম্পানীর অনেক সামরিক অফিসার সমর্থন করেনি। ওয়ারেণ হেষ্টিংস একে "অসম্মানকর শান্তি" আখ্যা দিয়েছিলেন।[১] ইনেস মন্‌রো "আশা করেছিলেন যে কোম্পানী সম্প্রতি-টিপু সাহেবের সঙ্গে যে—শান্তি-চুক্তি করেছেন তা সাময়িক বলেই ধরা হয়েছিল।"[২] এরূপ মনোভাবের ফলে যদিও সরকারিভাবে টিপুতে-ইংরেজে শান্তি ছিল, তাদের সঙ্গে তার মনকষাকষির ভাব থাকতো এবং সন্ধিশর্ত ভঙ্গ বিরল ছিল না।

মেঙ্গালোর সন্ধির শর্তমত টিপুর নিযুক্ত একজন অফিসারের উপস্থিতিতে বিবিকে কেন্নানুর ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তৎপরিবর্তে টিপুর প্রতিনিধি আসবার অপেক্ষা না করেই ইংরেজরা ঐ স্থান ছেড়ে চলে যায়। আর, ছাড়বার আগে তারা নিকটবর্তী অঞ্চল উৎসাদিত করে, লোকজনের সম্পত্তি লুটে নেয়। দুর্গের বারুদখান উড়িয়ে দেয়, কামান-বন্দুক সাগরে নিক্ষেপ করে।[৩] এমনিধারা ধ্বংসাত্মক কাজ তারা চালিয়েছিল অনৌর, কারওয়ার ও সদাশিবগড় ত্যাগ করবার সময়।[৪] লর্ড মেকারটনি ইহা জানতে পেরে ইংরেজ অফিসারদের কাজের প্রভূত নিন্দা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন একাজ সন্ধির চতুর্থ ধারার লঙ্ঘন। তিনি "টিপুর প্রস্তাব মত যে-কোন প্রকারেই হোক ভুলগুলি শোধরাতে" রাজী ছিলেন।[৫]

শুধু এগুলিই ইংরেজদের দ্বারা সন্ধির শর্ত লঙ্ঘনের উদাহরণ নয়। তারা দিন্দিগুল লুট করেছিল, জেলা থেকে রাজস্ব আদায় করতে থাকে সন্ধি-শর্তমতে যা তারা করতে পারতনা।[৬] এ ছাড়া টিপুর রাজ্যে তারা বিদ্রোহের প্ররোচনা এবং তার অবাধ্য প্রজাদের আশ্রয় দিচ্ছিল। বহু সংখ্যক নাযার তেল্লিচেরী পালিয়ে গিয়ে সেখানে ইংরেজের আশ্রয় পায় এবং সেখান থেকে টিপুর রাজ্যে হানা দিতে থাকে।[৭] টিপু এ বিষয়ে তেল্লিচেরীর প্রধান শাসককে লিখেছিলেন, কিন্তু ঐ নালিশে কেহ কর্ণপাত করেনি। সুলতান এতে এত বিরক্ত হন যে তিনি শাসককে জানান তাকে আর কোন পত্রাদি না লিখতে।[৮] এবং যদিও তিনি ইংরেজদের কেলিকাটের কারখানা ফেরত দিয়েছিলেন, তিনি মাউণ্টদেল্‌লি ফেরৎ দেওয়া স্থগিত রাখেন। এ ছাড়া, তিনি গোলমরিচ, এলাচ ও চন্দন কাঠ

রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং চিরাক্কলরাজকে তেল্লিচেরীর মূল প্রবেশ দ্বার ধর্মপট্টনম দ্বীপ দখল করতে প্ররোচনা দিলেন। ১৭৮৮ সালের জুনে রাজা সেমতে দ্বীপটি অবরোধ করেন।[৯]

মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধ ও ইংরেজরা

টিপু ও পেশোয়ার সঙ্গে যখন যুদ্ধ আসন্ন, সিন্ধিয়া তার দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি এনডারসনকে আপ্পাজী পণ্ডিতের মাধ্যমে জানান যে টিপু মারাঠা-সীমায় সৈন্য জড়ো করছে, সুতরাং সালবাই সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানীর কর্তব্য হবে পুনা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা, এবং টিপুর বিরুদ্ধে পেশোয়া ও নিজামের সঙ্গে একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।[১০] সাহায্য প্রার্থনা ও মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব এনডারসন গভর্ণর জেনারেল মেক্‌ফারসনের নিকট পাঠিয়ে দেন উত্তরে গভর্ণর জেনারেল জানান সালবাই সন্ধিতে "কোম্পানীর শত্রু-মিত্র মারাঠার শত্রু-মিত্রের সঙ্গে এক" হবে বলে কোন কথা নেই। সন্ধির ত্রয়োদশ ধারা শুধু এই বলছে যে পেশোয়ার বিরুদ্ধে কোন পক্ষকে কোম্পানী সাহায্য দেবে না, তাই কোম্পানী টিপুর সহায়তায় যাবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মারাঠাদেরও সাহায্য দেবে না, কারণ, মেঙ্গালোর চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা টিপু সুলতানের শত্রুদের সাহায্য না করতে বাধ্য।[১১]

মারাঠাদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য করা মেকফারসনের মনঃপুত ছিল, কারণ, তার মতে তাদের অনুরোধ "পরিমিত ও যুক্তিযুক্ত"।[১২] কেন তিনি তা করেননি তার কারণ কিছুটা ছিল "পিট্‌স ইণ্ডিয়া একট্" যাতে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে এমন কোন মৈত্রী-চুক্তি করতে বারণ করা হচ্ছে যাতে দেশীয় রাজশক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। আর কিছুটা কারণ ছিল ভার্সাই সন্ধির ষোড়শ ধারা। কিন্তু মুখ্য কারণ ছিল কোম্পানীর আর্থিক ও সামরিক দুরবস্থা।[১৩] যাইহোক, মেক্‌ফারসন শীঘ্রই এই নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন করেন। তিনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমরা তাদের নিজস্ব ঝগড়া-বিবাদে পক্ষ নিতে চাই না, তবু আমরা ন্যায়সঙ্গত ও রাজনীতিসম্মত সহায় শক্তি দিয়ে যে-কোন পরিমাণে আমাদের চূড়ান্ত প্রভাব রক্ষা করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ·· কারণ শান্তি নীতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয় হলেও তারও একটা সীমারেখা আছে। স্থায়ী শান্তি প্রাপ্তির জন্য সেটা পেরিয়ে যাওয়া যায় না।"[১৪]

সুতরাং, টিপু-মারাঠাতে যখন যুদ্ধ বাধে এবং নানা সাহায্য চেয়ে ইংরেজদের তাগিদ দেন তখন মেক্‌ফারসন নিজামের সাহায্যার্থে ৫ বেটালিয়ন সৈন্য পাঠাতে রাজী হয়েছিলেন।[১৫] তিনি নানাকে এমন আশ্বাসও দেন যে বেটালিয়নগুলি মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে কর্ণাটক—বালাঘাট, লাহোর বা যেখানেই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে সেখানেই যেতে প্রস্তুত থাকবে।[১৬] কিন্তু এটা ছিল মেঙ্গালোর

সন্ধির খোলাখুলি বিরোধী, যে—সন্ধিমতে টিপু ও কোম্পানী "একে অন্যের শত্রুকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে সাহায্য করবে না।"

মেকৃফারসন টিপুর সঙ্গে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মারাঠাদের সাহায্য দিতে স্বীকৃত কেন হয়েছিলেন তার কারণ তিনি পুনাতে ফরাসীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পেশোয়া ফরাসী সৈন্যের সাহায্য চেয়ে নিয়ে ফরাসী—প্রভাবে না পড়ে যান। দ্বিতীয়ত, তিনি মারাঠাদের পরাজয় রোধ করে দেশে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে মারাঠাশক্তি স্তিমিত হলে ইংরেজের কাছে টিপু ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।[১৭] এ ছাড়া, মেকৃফারসন মারাঠাদের সাহায্যার্থে রাজী ছিলেন যাতে করে তারা টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পাবে, তার সঙ্গে শান্তি স্থাপন না করে। কারণ, কসিক্রির বর্ণনায়, ভারতীয় রাজারা পরস্পর সহিত যুদ্ধ করে হীনবল হলে তাতে ইংরেজদেরই লাভ।[১৮]

কিন্তু নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্যদানে মেকৃফারসনের প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করে। টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারাঠারা জয়ী হোক, কি পরাজিত হোক, তারা চেয়েছিল কোম্পানী থাকবে নিরপেক্ষ, হস্তক্ষেপ করে পক্ষ নেবে একমাত্র ফরাসীরা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করলেই বা কোম্পানীর সম্পত্তি কোন শক্তি দ্বারা বিপন্ন হলে।[১৯] তাই তারা গভর্ণর জেনারেলকে জানিয়েছিল তার উচিত ছিল মারাঠাদের জানানো, যে টিপু ফরাসীদের সাহায্য পেলে মাত্র কোম্পানী তাদের সাহায্যে আসবে। অন্যপক্ষে, মারাঠারা যদি ফরাসীদের সাহায্য পায়, তবে কোম্পানীকে সাহায্য দিতে হবে টিপুকে। কিন্তু ফরাসীরা টিপুকে সাহায্য দেবে এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই গভর্ণর জেনারেল পেশোয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন, এরূপ নীতির "ফলে, প্রথমত, টিপু ফরাসীদের কবলে পড়লেন, দ্বিতীয়ত, টিপু আমাদের শত্রু হয়ে দাড়ালেন।"[২০]

সুতরাং মেকৃফারসনের স্থলে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল হন বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল তাকে উপদেশ দেন, "আমরা আমাদের যা আছে তা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট,—এই সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিবাদী ও প্রতিরক্ষামূলক কর্ম-পন্থা অবলম্বন করতে।" সেই সঙ্গে তাকে এ উপদেশও দেওয়া হয়, যে ফরাসীরা যদি যুদ্ধে কোনপক্ষ অবলম্বন করে, তবে কোম্পানী স্বতঃই অন্য পক্ষ নেবে।[২১] কাজে যোগ দিয়ে কর্ণওয়ালিস দেখেন "মারাঠাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা একটা অর্থশূন্য বিশ্রী জটিলতার ভিতর পড়েছি, ভগবান জানেন কী করে এর থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু মুক্তি কোন রকমে পেতেই হবে; সৈন্য আমরা দেব না।"[২২] সুতরাং তিনি তার পূর্বাধিকারীর অঙ্গীকারের দায়িত্ব নেননি। নিজাম ও পেশোয়াকে সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে তাদের

আশ্বাস দেন যদি ফরাসীরা টিপুকে সাহায্য করে, তবে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের সাহায্যে আসবেন।"[২৩]

কিন্তু এটা ভাবা ঠিক হবে না যে কর্ণওয়ালিস শান্তি-বাদের উপাসক ছিলেন, অথবা তিনি মনে করতেন যে এমন কি টিপুও ন্যায় ব্যবহার পাবার উপযুক্ত।[২৪] বস্তুত, তিনি মারাঠাদের সাহায্য দিতে পছন্দ করতেন, কিন্তু সুবিধাজনক বুঝে নিরপেক্ষতা নীতিই অবলম্বন করেন। তার ভয় ছিল, মারাঠাদের সাহায্য দেওয়া হলে টিপু ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বদ্ধ ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনা হ'ত। কিন্তু সেরূপ যুদ্ধের জন্য ইংরেজ কোম্পানী সে সময় প্রস্তুত ছিল না। কারণ, তার সৈন্যদলের অবস্থা বলার যোগ্য ছিল না, আর বাংলা ছাড়া সর্বত্র তার আর্থিক অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল। তা ছাড়া, কর্ণওয়ালিস এমন কোন যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি যাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপুর সঙ্গে ফরাসীদের যোগদান অবশ্যম্ভাবী হবে। তাতে ইয়োরোপে কূটনীতিক জটিলতা তো দেখা দেবেই, টিপুকে পরাজয় করাও কঠিন হবে। ইহা ছাড়া, মারাঠাদের সাহায্য দেবার প্রস্তাব উঠেছিল যাতে তারা ফরাসীদের সাহায্য না নেয় এবং "এ-ই ধরে নিয়ে যে টিপুর শক্তি ঊর্ধ্বগামী, ফরাসী সৈন্যের যোগদানে তা আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা।" কিন্তু "এ সব অনুমানের কারণ আর নেই" বলে নিজাম বা মারাঠাদের সাহায্যার্থে কোন সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন নেই।[২৫]

কর্ণওয়ালিস তবু বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজরা যদি ভারতে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে আজই হোক, কি কালই হোক, টিপুর সঙ্গে তাদের লড়তেই হবে, কারণ দেশে ক্ষমতার মানদণ্ডে এখন মহীশূরের পাল্লা ভারী। ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলির ভিতর মহীশূর রাজ্য সবচেয়ে ক্ষমতাশালি, সুশাসিত ও সুসমৃদ্ধ। এর শাসক নিজাম ও মারাঠার মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ফ্রান্সের রাজা এবং তুর্কীর সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্বের যে-প্রচেষ্টা তিনি করছিলেন, তা ভারতে ইংরেজের স্বার্থের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক বলে কর্ণওয়ালিস মনে করতেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে টিপু একজন "অতি অসামান্য কর্মদক্ষ নৃপতি, তার উচ্চাভিলাষের অন্ত নেই। রাজ্যের প্রসারতায়, সম্পদ ও সৈন্যের প্রাচুর্যে, তিনি এমন শক্তিমান হয়েছেন যে কর্ণাটকে কোম্পানীর সম্পত্তি বিপন্ন হয়ে পড়েছে তার অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের বিপদও ঘনীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৬] কর্ণওয়ালিস তাই মনে করেছিলেন টিপুর ক্ষমতা খর্ব করা প্রয়োজন। তার আরো মনে হয় ভারতে ইংরেজ-অধিকার দ্বিতীয় দফা বিস্তার করার সময় এসেছে। এর জন্য তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে টিপুর রাজ্যে, বিশেষ করে তার মালাবার সম্পত্তির উপর। সেখানে আছে প্রচুর মসলা, চন্দন কাঠ, পাইন গাছ, আর আছে কেলিকাট ও কেন্নানুরের মত চমৎকার বন্দর। তিনি

ভেবেছিলেন, এ-সব করায়ত্ত করতে পারলে ১৩টি উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ হারাবার ক্ষতির কিছুটা পূরণ হবে।

বোর্ড অব্ কনট্রলের প্রেসিডেণ্ট হেনরী ডানডাসও কর্ণওয়ালিসকে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করার প্ররোচনা দেন। তিনি চেয়েছিলেন বম্বে আরো বিস্তৃত হোক, স্বাবলম্বী হোক। তার বিশ্বাস ছিল, "ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে শ্রেণীবদ্ধ সামরিক ঘাঁটি আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা আরো বাড়াবে।" আর, এসব ঘাঁটি আয়ত্ত করতে হবে "হয় আলোচনার মাধ্যমে, নয় অন্যরূপে।"[২৭] পরে ডানডাস আলোচনার চেয়ে বল প্রয়োগকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন এবং কর্ণওয়ালিসকে পরামর্শ দেন ঐ "চঞ্চল, বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী" টিপুকে শায়েস্তা করে তার স্থানে পুরানো রাজাকে বসাতে এবং মহীশূরকে ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর ও আউধের পর্যায়ে নিয়ে আসতে। তিনি মনে করেন নি যে টিপুর উৎখাত হলে শক্তি-সাম্য পরিবর্তিত হয়ে মারাঠাদের বলশালী করে তুলবে। ঐ ভয় ছিল না, কারণ মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না।"[২৮]

কর্ণওয়ালিসের আক্রমণ—অভিসন্ধি

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস চেষ্টিত হন প্রথমত কোম্পানীর সৈন্যদল ও আর্থিক অবস্থা সুসম্বদ্ধ করার কাজে। এতটা উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে তিনি এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন যে ১৭৮৭ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে তিনি মেলেটকে জানাতে পেরেছিলেন "সমস্ত প্রদেশ গুলিতেই কোম্পানীর সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে আছে।"[২৯] নিজের প্রস্তুতি বুঝে নিয়ে তিনি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে একটা মৈত্রীজোটে আসবার জন্য আলোচনা সুরু করেন। বাহ্যতঃ এই মৈত্রী হবে প্রতিরক্ষা মূলক, কিন্তু বস্তুত আক্রমণাত্মক। ২৩শে অক্টোবর, ১৭৮৭ সালে নাগপুরে কোম্পানীর প্রতিনিধি ফরসটারকে লিখতে গিয়ে কর্ণওয়ালিস বলেন, "আমরা ও মারাঠারা আমাদের উভয়ের শত্রু টিপুর বিরুদ্ধে একটা মৈত্রী-জোট বানাতে চাই।" তিনি ফরসটারকে নির্দেশ দেন মুধজী ভোঁসলাকে অনুরোধ করতে যেন তিনি "টিপুর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধোদ্যমে মারাঠাদের যৌথ চেষ্টায় নেতৃত্ব করতে পুনা সরকারকে প্ররোচিত করেন। এবং ঐ যুদ্ধে বাংলা থেকে প্রেরিত সৈন্যদলকে কটক হয়ে যাবার অনুমতি দিতে "মারাঠা-গভর্ণমেণ্টকে রাজী করান।"[৩০] সরাসরি মুধজীকে লেখা এক পত্রে কর্ণওয়ালিস স্মরণ করিয়ে দেন হায়দর ও টিপুর হাতে মারাঠারা কত লাঞ্ছনা পেয়েছে। এবার তার প্রতিশোধ নিতে হবে। মুধজীকে আশ্বাস দেওয়া হয়, টিপুর সঙ্গে কোন সন্ধি হবে না পরস্পরের স্বীকৃতি ছাড়া এবং যতক্ষণ না মারাঠারা কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূখণ্ড ফিরে পেয়েছে।[৩১] সেরূপ গোয়ালিয়রে পামারকেও লেখেন, "সিন্ধিয়াকে রাজী করাতে যাতে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধোদ্যমে

পুনা গভর্ণমেণ্টকে মারাঠাদের যৌথ-চেষ্টার নেতৃত্ব করতে প্রভাবিত তো করবেন্-ই পরন্তু তিনি নিজেও তাতে যোগ দেবেন। তার একাজ বন্ধুত্বের নিদর্শন বলে গণ্য করা হবে, যা আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট প্রতিদানের যোগ্য বলে মনে করবে।”[৩২] পুনা কর্তৃপক্ষের কাছেও চিঠি যায় এবং সেখানে কোম্পানীর প্রতিনিধি মেলেট পেশোয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এক মৈত্রী জোটের প্রস্তাব নানার নিকট পেশ করেন।

ইহা মনে করা হয়েছিল যে কর্ণওয়ালিস মারাঠাদের মৈত্রী প্রার্থী হয়েছিলেন এই ভেবে যে টিপু কর্ণাটক আক্রমণের সঙ্কল্প করেছিলেন। বস্তুত, টিপু এমন অবস্থায় ছিলেন না যে কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে নামেন। এর কারণ কিছুটা ছিল তার এ বিষয়ে অপ্রস্তুতি, আর কিছুটা ছিল ফ্রান্সের কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশা করা যেতনা, কারণ তারা ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ।[৩৩] ইহা সত্য যে ঐ সময় টিপুর কর্ণাটক আক্রমণের জনরব উঠেছিল। কিন্তু তার কোনই ভিত্তি ছিল না। টিপুর সঙ্গে কোম্পানীকে যুদ্ধে জড়িত করবার জন্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজাও কর্ণাটকের নবাব ব্যগ্র ছিলেন, তারাই জনরবটি রটান।[৩৪] বস্তুত, কর্ণওয়ালিস নিজেই একূপ গুজবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে লেখেন “তিনি (টিপু) আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজ সুরু করবেন না।”[৩৫] ইহা সত্ত্বেও কর্ণওয়ালিস মারাঠাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন,—এতে মনে হয় টিপুর উপর তার আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি ছিল।

যাই হোক্, ভার্সাই সন্ধি ও কোর্ট অব ডিরেকটরসের নির্দেশ অনুযায়ী এবং টিপু ইংরেজদের উত্তেজনার কোন কারণ ঘটান নি বলে কর্ণওয়ালিস কোন আক্রমণাত্মক চুক্তির প্রস্তাব করতে পারেন নি। তিনি তখন নানার নিকট প্রস্তাব করেন যদি টিপু কর্ণাটক বা কোম্পানীর কোন মিত্রকে ফরাসী সাহায্য ছাড়া বা না-ছাড়া আক্রমণ করেন তবে যুদ্ধের গতি পরিবর্তনার্থে মারাঠারা তৎক্ষণাৎ মহীশূরের উত্তর সীমা আক্রমণ করবে। আক্রমণে থাকবে এক বেটালিয়ান ইয়োরোপিয়ান সৈন্য, এক ব্রিগেড সিপাহী এবং কোম্পানীর দানে এবং মারাঠার খরচে প্রেরিত এক শ্রেণীদক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী। কিন্তু মারাঠাদের শুধু টিপুই যদি আক্রমণ করেন তবে কোম্পানী নিরপেক্ষ থাকবে। কোম্পানী তাদের সাহায্য করবে কেবল মাত্র যদি ফরাসী সেনার সাহায্যে টিপু তাদের আক্রমণ করেন।[৩৬]

নানার কাছে এ-প্রস্তাবগুলি গ্রাহ্য-যোগ্য হয়নি, তিনি মনে করেছিলেন এগুলি অতিমাত্রায় ইংরেজদের স্বার্থ-ঘেঁসা। তিনি দায়িত্ব দেওয়া-নেওয়ায় সাম্যতা রাখতে এবং আক্রমনাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক উভয় প্রকারেরই মৈত্রী ইচ্ছা করেছিলেন। ভার্সাই সন্ধি ১৭৮৩ ও ১৭৮৪ সালের পার্লেমেণ্টারি আইনের ভাবার্থ নানার নিকট মেলেট যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন যে-মতে শুধু টিপু আক্রমণ করলে কোম্পানী মারাঠাদের সঙ্গে সাহায্য করতে পারে না, অথবা মারাঠাদের সঙ্গে

কোন আক্রমণাত্মক চুক্তিবদ্ধও হতে পারে না।[৩৭] কিন্তু এসব ব্যাখ্যা ব্যর্থ হয়। কারণ ইয়োরোপিয়ান রাজনীতি বা ইংরেজের পার্লেমেণ্টারি আইনের সূক্ষ্মতা-ব্যাখায় নানার কোন স্পৃহা ছিল না। সুতরাং আলোচনাটি নিষ্ফল হয়। এতে ইংরেজরা বিস্মিত হয়নি। প্রথম থেকেই মেলেট আলোচনার সাফল্য বিষয়ে নিরাশাবাদী ছিলেন। তিনি পূর্বেই কর্ণওয়ালিসকে জানিয়ে ছিলেন যে মারাঠারা এ-সব প্রস্তাব শুনবেনা। কারণ, "টিপুর সঙ্গে গত যুদ্ধে আমাদের সাহায্য না পেয়ে তারা ইতি মধ্যেই বিরক্ত হয়ে রয়েছে। তারা উত্তর দেবে তোমরা তোমাদের সুবিধা মত আমাদের অঙ্গীকারগুলিকে অলঙ্ঘনীয় বলতে চাও, অথচ সেই সুবিধা মতই নিজেদের অঙ্গীকারগুলি ভঙ্গ করতে দ্বিধা করনা। তারা বলবে যে এখন তোমরা আমাদের সাহায্য চাও এই শর্তে যে তোমাদের যুদ্ধে তোমাদের সৈন্যদের খরচ আমরা চালাবো এবং অতীতের বিশ্বাস বিরোধী কাজ করবার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ আমরা পাব কিছু কাল্পনিক বিজয়—লভ্য স্থান। অসল লাভটা হবে তোমাদেরই, আমরা বয়ে মরব লড়াই-র ব্যয়ভার।"[৩৮]

কিন্তু আলোচনা বিফল হলেও ইংরেজ—মারাঠা সম্পর্কে কোন ছেদ পড়েনি। কর্ণওয়ালিস নানাকে তোয়াজ করে যেতে লাগলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে আজ বা কাল একদিন টিপুর সঙ্গে বিরোধের একটা হেতু তার মিলবেই এবং তার (কর্ণওয়ালিসের) ক্ষমতা প্রয়োগের বাধা দূর হবে এবং নানার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিস চাইছিলেন ইংরেজ মারাঠায় "অত্যন্ত প্রীতি-পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে" আর উভয় জাতির ভিতর মতামত ও স্বার্থ নিয়ে অসঙ্কোচে ভাববিনিময় করতে।[৩৯]

কর্ণওয়ালিস যেমন টিপুর বিরুদ্ধে মারাঠাদের প্ররোচনা দিচ্ছিলেন, সেই-সঙ্গে নিজামকেও উদ্দীপিত করছিলেন এই লোভ দেখিয়ে যে হায়দর আলী বলপূর্বক তার যেসব ভূ-খণ্ড দখল করেছিলেন তার পুনরুদ্ধার করা হবে। কিন্তু হায়দরাবাদে ইংরেজদের চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। বস্তুত, গুণ্টুর সমস্যার[৪০] জন্য নিজাম—ইংরেজ সম্পর্ক এক সময় এতটা ক্লেশকর হয়েছিল যে মনে হয়েছিল তিনি টিপুর সঙ্গে যোগ দেবেন।

কিন্তু ১৭৬৮ সালের সন্ধিমত সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানীকে গুণ্টুর সরকার সমর্পণ করতে রাজী হয়ে নিজাম ঐ সন্ধিরই অন্য একটি শর্ত পূরণ করবার দাবি করেছিলেন। ঐ শর্তমত কোম্পানী হায়দর থেকে নিজামের পুরুষানুক্রমিক দখলীভূত রাজ্যখণ্ড ফিরে পেতে সাহায্য করবার কথা ছিল। নিজাম তার মন্ত্রী, মীর আলম নামে সমধিক পরিচিত, মীর কাসিমকে ইংরেজের সঙ্গে নতুন করে চুক্তিতে আসতে কলকাতা পাঠান। কর্ণওয়ালিস নিজামকে জানান যে তিনি কোন সন্ধিতে যোগদিতে পারেন না, কারণ তা পার্লামেণ্টরি আইনের বিরুদ্ধে যাবে, আর মারাঠাদের হিংসা জাগাবে। মারাঠাদের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করতে তিনি

উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তিনি ৭ই জুলাই, ১৭৮৯ তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন যা ১৭৬৮ সালের সন্ধির ব্যাখ্যা মূলক, সুতরাং বিধিবদ্ধ সন্ধির মতই ইংরেজদের পক্ষে বাধ্য বাধকতা পূর্ণ। চিঠিতে বলা হয়েছিল যে ঐ সন্ধির ষষ্ঠ ধারা মতে নিজামকে ইংরেজ সৈন্য ভাড়া দেওয়া হবে "যখনই কোম্পানীর প্রয়োজন অনুযায়ী তা সম্ভবপর হবে" কিন্তু এখন এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে কোম্পানীর মিত্র-রাজ্য ছাড়া যে-কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজাম কোম্পানীতে সৈন্য ব্যবহার করতে পারেন। ঐ মিত্র-রাজ গুলি হ'ল পেশোয়া সিন্ধিয়া ও অন্যান্য মারাঠা নায়করা, কর্ণাটকের ও আউধের নবাব এবং তাঞ্জোর ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা।[৪১] টিপুর নাম ঐ তালিকায় নেই বলে তার ভাবার্থ ছিল নিজাম তার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্য নিয়োগ করতে পারেন, কারণ টিপুকে কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী-বদ্ধ কোন রাজ-শক্তিও মধ্যে ধরা হয় নি। চিঠিতে আরো বলা হয় যে ১৭৬৮ সালের সন্ধির যে-ধারা গুলিতে কোম্পানীকে বালাঘাটের দেওয়ানি দেওয়া হয়েছিল নানা ব্যাপারে সে-গুলি কার্যকরী করা যায় নি। কিন্তু "যদি ভবিষ্যতে মহামান্য নিজামের সাহায্যে ধারাগুলিতে উল্লিখিতে স্থানটির দখল কোম্পানী নিতে পারে, তবে তারা (কোম্পানী) মহামান্য নিজাম ও মারাঠাদের অনকূল শর্তগুলি যথাযথ পালন করবে।"[৪২]

১৭৬৮ সালের সন্ধির পর কোম্পানী হায়দরের সঙ্গে দু'টি সন্ধি করে। ১৭৮৪ সালে, টিপুর সঙ্গেও একটি সন্ধি সম্পাদন ক'রে তার অধিকৃত রাজ্যগুলিতে তার সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং গভর্ণর জেনারেলের চিঠিতে মেঙ্গালোর চুক্তির লঙ্ঘন হয়। ইহা "ইণ্ডিয়া অষ্টতর মূল-নীতিরও বিরুদ্ধে ছিল।"[৪৩] কারণ এর নীতি ছিল আক্রমণাত্মক। "প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি-ব্যবস্থা বলে ইহা ঘোষিত হয়েছিল," কিন্তু এর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার।[৪৪] কর্ণওয়ালিস টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি অপেক্ষা করছিলেন কোন একটা ঘটনার সৃষ্টি করে যুদ্ধের একটা সঙ্গত কারণ দাঁড়া করানোর। চিঠিটি তার আর একটি উদাহরণ।

টীকা :

১। "কেম্ব: হি: হ: (v) পৃ: ৩৩৩।
২। হুনেস্ ম্যুনরো, পৃ: ৩৭০।
৩। মা:, রে:, মি:, ক:, ২৩শে মে, ১৭৮৪, টিপু মেকারটনিকে খণ্ড ৯৯বি, পৃ: ২০৫০।
৪। ঐ:, ২৮শে মে, ১৭৮৪ টিপু মেকারটনিকে পৃ: ২১২৭-২১২৮।
৫। মা:, রে:, মি:, ক, ২৩শে মে, ১৭৮৪, সিলেকট কমিটির মন্তব্য পৃ: ২০৫০, মি:, ভে: ইংলেণ্ডে, ৮ই জুন, ১৭৮৪, খণ্ড ১৯ পৃ: ১৫৬।
৬। মা:, রে: মি:, ক:, ১৫ই জুলাই, ১৭৮৪, খণ্ড ১০০ সি পৃ: ২৩৮৩-৪।
৭। পু: রে: ক: (III), নং ৩৭এ।
৮। ঐ:।

৯। মাঃ, রেঃ, মিঃ কঃ, ২৫শে জানুয়ারি, ১৭৮৮ খণ্ড ১২০এ, পৃঃ ৫০x ; পুঃ, রেঃ কঃ (iii) নং ৩৭ ; লোগান মালাবার খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ৪৫৩।

১০। মাঃ, রেঃ, মিঃ, কঃ, ১লা জুলাই, ১৭৮৬, এণ্ডারসন মেক্‌ফারসনকে, ১০ই মে, খণ্ড ১০৮এ, পৃঃ ১৮১৫-১৬।

১১। মাঃ, রেঃ, মিঃ, কঃ, মেক্‌ফারসন এণ্ডারসনকে, ২৬শে মে, পৃঃ ১৮১৮।

১২। নেঃ, এ., সেক, প্রঃ, ২৮শে মার্চ, কোম্পানী টিপু সকাশে অবস্থিত প্রতিনিধি কারনাককে, ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৮৫ কনস নং ৮।

১৩। ঐঃ, ঐঃ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৮৫, কন্‌স নং ৭এ।

১৪। ঐঃ।

১৫। ঐঃ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬ কঃ নং ৪।

১৬। খারে (vii), নং ৩০০৪, সিন্ধিয়া নানাকে, ২৬শে জুলাই, ১৭৮৬ এই আশ্বাস মেক্‌ফারসন পারস্য ভাষায় লিখিত একপত্রে দেন। পরে মেলেট ইহাকে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করে। নানাকে বলেন যে বেটালিয়নগুলি পেশোয়া রাজ্য রক্ষার কাজে লাগতে পারে, টিপুর রাজ্য আক্রমণে নয়। কিন্তু নানা একে মেক্‌ফারসনের লিখিত পূর্ব পত্রগুলিতে দেওয়া আশ্বাসের ব্যত্যয়ই মনে করেছিলেন। এছাড়া, নানার মতে আক্রমণ করার কোন প্রশ্নই আসেনা, কারণ নারগুন্ড কিটুর ও অন্যান্য স্থান মারাঠা-রাজ্যের অংশ। বস্তুত, মেক্‌ফারসন শুধু মেঙ্গালোর সন্ধিই ভঙ্গ করেননি, তার বিরুদ্ধে নানার কপটতার অভিযোগেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৭। নেঃ, এ, সেক., প্রঃ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৬, কঃ নং ৩।

১৮। পঃ, আঃ, পাণ্ডু নং ৮৯৪।

১৯। নেঃ, এ., সেক., ভিঃ, ইংলেণ্ড থেকে, ২১শে জুলাই, ১৭৮৬, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২-৩৫।

২০। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৭৮৭, সিলেক্ট কমিটি, ইঃ ইঃ কম্পেনী বাংলাকে। ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ কঃ নং ৮।

২১। বোর্ডের গোপনপত্র (i), ৮ই মার্চ, ১৯শে জুলাই, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফিলিপস "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৬, পাদটিকা।

২২। পাঃ, রেঃ, অঃ, ৩০/১১/১৩৪, কর্ণওয়ালিস ডানডাসকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ৩এ।

২৩। পুঃ, রেঃ, কঃ, (ii), নং ৩৭।

২৪। টমসন্‌ ও গেরেট "রাইজ এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৭৪।

২৫। পুঃ রেঃ কঃ (i) নং ৩৭।

২৬। পাঃ, রেঃ, অঃ, ৩০/১১/১৫২, কর্ণওয়ালিস গ্রেণভিলকে ২৪শে এপ্রিল, ১৭৯১, ফঃ ২৪এ। আরো দ্রষ্টব্য: কেম্পবেলের মতে টিপু ছিলেন কর্মিষ্ঠ, উচ্চাকাঙ্খী এবং উদ্যমী রাজা। আমাদের পরিচিত যে-কোন এশিয়া-রাজ্যের সৈন্য থেকে তার সৈন্যরা উচ্চস্তরের।" (ঐঃ ৩০/১১/১২৮, কেম্পবেল কর্ণওয়ালিসকে, ১লা মে, ১৭৮৭ ফঃ ৮৮বি।

২৭। মেলভিল কাগজপত্র পাণ্ড নং ৩৩৮৭, ডানডাস কর্ণওয়ালিসকে, ৩রা এপ্রিল, ১৭৮৯ নং ৩, পৃঃ ৬৫, ৬৭।

২৮। ঐঃ ১৩ই নভেম্বর, ১৭৯০, নং ৫৪ পৃঃ ১৫। এবং পাঃ, রেঃ, অঃ, ৩০/১০/১১৬ ডানডাস, কর্ণওয়ালিসকে নং ৫৩, ৭৪, নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৭৯০।

২৯। নেঃ, এ., সেক., প্রঃ, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৮৭, কর্ণওয়ালিস মেলেকে। সেরূপ, কেম্পবেল ষ্টুয়ার্টকে জানান "আপনাকে আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে টিপুর মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। মনে হচ্ছে টিপুর মুখোমুখি হতে সৈন্যদলের ভিতর একটা উল্লাসের ভাব। এভাব ফলপ্রসূ কাজে খাটাবো।" (পাঃ, রেঃ, অঃ ৩০/১১/১৩৮,

কেম্পবেল ষ্টুয়ার্টকে, ৬ই অক্টোবর, ১৭৮৭, ফ. ১২এ) ।

৩০। নেঃ, এ সেক প্রঃ ৮ই নভেম্বর ১৭৮৭ কর্ণওয়ালিস ফরসটারকে, ২৩শে অক্টোবর ।

৩১। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস ড্যাসলেকে, ২৩শে অক্টোবর, ১৭৮৭।

৩২। নে., এ সেক, প্রঃ ৭ই এপ্রিল ১৭৯৪, কং নং ১, কর্ণওয়ালিস পামারকে ২০শে অক্টোবর, ১৭৮৭ (পামারের নিকট প্রাপ্ত মূল কাগজ থেকে গৃহীত)।

৩৩। নেঃ, এ, সেক প্রঃ, ৭ই মে ১৭৮৮ ১৪ই এপ্রিলের গভর্ণর-জেনারেলের মন্তব্য, মাঃ রেঃ মিঃ, কঃ ৯ই অক্টোবর, ১৭৮৭, কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজকে, খণ্ড ১১৯বি পৃঃ ৪৬৭।

৩৪। কর্ণওয়ালিসকে কেম্পবেলের পত্র থেকে মনে হয় জনরব ভিত্তিহীন ছিল টিপু যুক্তিযুক্ত কথা মানতে রাজী ছিলেন কারণ ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি মারাঠা বৈরিতা, তার প্রস্তাবে কনওয়ের অনুৎসাহ (পাঃ, বিঃ, অঃ ৩০/১১/১১৮, কেম্পবেল কর্ণওয়ালিসকে, ৯ই অক্টোবর, ১৭৮৭ ফঃ ১৭৮বি)

৩৫। মাঃ, রিঃ মিঃ কঃ ৯ই অক্টোবর ১৭৮৭ কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজকে খণ্ড, ১১৯বি, পৃ ৪৬৭ টিপুর দিক থেকে ভয় ছিল না বলে কর্ণওয়ালিস নিজামের কাছে গুনটুর দাবি জোরালো করেন। এবং পা. বিঃ অঃ, ৩০/১১/১৫০ কর্ণওয়ালিস ডাণ্ডাসকে, ৫/১২/১৭৮৯ ফঃ ১৬ ।

৩৬। মাঃ, রেঃ, মিঃ, কঃ, ৫ই অক্টোবর ১৭৮৭ খণ্ড ১১৯বি পৃঃ ৪২৮-৪৩০ নেঃ, এ., সেক., প্রঃ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৭৮৭ মেলে কর্ণওয়ালিসকে, ২৮শে অক্টোবর।

৩৭। ঐঃ কর্ণওয়ালিস মেলেটকে, ১৪ই ডিসেম্বর ১৭৮৭।

৩৮। ঐঃ, মেলেট কর্ণওয়ালিসকে, ২৮শে অক্টোবর ১৭৮৭।

৩৯। পুঃ রেঃ ক, (II) নং ২৪।

৪০। ১৭৬৬ সালে সম্পাদিত নিজামে-ইংরেজে মৈত্রী-চুক্তিমত গুনটুর সরকার সহ প্রাপ্ত ৫ সরকারের বিনিময়ে কোম্পানী নিজামকে প্রয়োজন মত ভাড়াটে-সৈন্য এবং সৈন্য-প্রয়োজন না হলে বাৎসরিক ৯ লাখ টাকা প্রদান করবে। নিজাম তার ভ্রাতা বসালত জাঙ্গকে গুনটুর সরকার জায়গীর দিয়েছিলেন। বসালতের মৃত্যু হওয়া অবধি তার দখল নেওয়া হবে না। (এচিসন "ট্রিটিজ" (IX) পৃঃ ২২-২৫) ১৭৮২ সালে বসালত জাঙ্গের মৃত্যু হয়, নিজাম গুনটুর সরকার রাখতে থাকেন। ১৭৮৮ সালে কোম্পানী গুনটুর সরকারে তাদের দাবি পুনরুত্থাপন করে। (ঐঃ, পৃঃ ৩)।

৪১। ঐঃ পৃঃ ৪৩-৪৫।

৪২। ঐঃ, পৃঃ ৪৪। ১৭৬৮ সালের সন্ধিমত হায়দারের অধিকৃত কর্ণাটক বালাঘাট জয় করে এস্থানের 'দেওয়ানি' কোম্পানীকে দেওয়া হবে, কথা ছিল। কোম্পানী নিজামকে বার্ষিক ৭ লাখ টাকা দেবে, আর মারাঠাদের দেবে তাদের 'চৌথ' (ঐঃ, পৃঃ ৩৩)।

৪৩। "সর্ট কেম্ব হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া" পৃঃ ৬০০।

৪৪। মেলকাম "পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া", (I), পৃঃ ৫৭।

১১

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিশদশকের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর ছিল একটি ছোট দুর্বল রাজ্য। কিন্তু মার্তণ্ডবর্মা তার উনত্রিশ বৎসর (১৭২৯-৫৮) রাজত্বকালে একে মালাবারের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৭৫৮ সালে রাম বর্মা রাজা হয়ে তার পিতৃব্যের উদ্যোগী-নীতির অনুসরণ করে চলেছিলেন।[১] ভারতে ওলন্দাজ শক্তির পতন এবং মালাবার রাজাদের আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তিনি "কিছুটা ছলে বলে কৌশলে,[২] ক্রেঙ্গানুর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ক্রমে ক্রমে নিজের অধিকারে এনেছিলেন। ফলে, অনেক ছোট ছোট রাজ্য অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং কোচীনের রাজা তার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ হারিয়ে রামবর্মার হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়ে থাকেন।[৩] কিন্তু এসব আয়ত্তে এনেও রাম বর্মা তৃপ্ত ছিলেন না, তার অন্তিম উদ্দেশ্য ছিল, একই রাজশক্তির অধীনে মালাবারকে একত্রিত করা।[৪] কিন্তু যখন জানুয়ারির ১৭৬৬ সালে হায়দার আলী মালাবার আক্রমণ করেন তখন তাকে বাধ্য হয়ে জয়যাত্রা থামাতে হয়েছিল। এর ফলে রামবর্মার দৃপ্তকর্ম প্রচেষ্টাই শুধু ব্যাহত হয়নি তার রাজ্যেও টলটলায় মান হয়ে পড়ে।

হায়দর যখন দিন্দিগুলের ফৌজদার ছিলেন, সে সময় তখনকার ত্রিবাঙ্কুর রাজ মার্তণ্ডবর্মা তার অবাধ্য সামন্তদের দ্বারা সাতিশয় উত্ত্যাক্ত হয়ে হায়দরের সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং সাহায্যের স্বীকৃতি অনায়াসেই পান কিন্তু ইতিমধ্যে সামন্তরা বশ্যতা স্বীকার করার ফলে রাজা হায়দরকে জানান যে আপাতত তার আর সাহায্যের দরকার নেই।[৫] হায়দর এর দরুণ ক্ষতি পূরণ দাবি করেন কিন্তু তা অগ্রাহ্য করা হয়। ১৭৫৮ সালে মার্তণ্ডবর্মার মৃত্যু হ'লে পর হায়দর তার উত্তরাধিকারী রামবর্মার কাছে পুনরায় তার দাবির কথা তোলেন এবং বলেন যে তাকে তার সামন্ত রাজা হয়ে থাকতে হবে। রামবর্মা টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু হায়দরের সামন্ত হতে রাজি হলেন না, কারণ, তিনি তো আগে থেকেই কর্ণাটকের মহম্মদ আলীর অনুগত রাজা ছিলেন।[৬] হায়দর এ উত্তরে প্রীত হবেন না এবং অচিরেই যে কোন দিন তিনি ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করতে পারেন জানা থাকায় রামবর্মা ত্রিবাঙ্কুর সীমান্ত শক্তিশালী করে ও ইংরেজদের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় ক'রে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হন।[৭] এ ছাড়া, মালাবারে হায়দরের প্রভাব কমানোর জন্য তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে বিদ্রোহীদের

ত্রিবাঙ্কুরে আশ্রয় দিতে আরম্ভ করেন।[৮] হায়দর রামবর্মার দুর্বিনীত ও শত্রুতা মূলক আচরণে কুপিত হন; এবং এও বোঝেন যে, যতদিন না রামবর্মা তার আয়ত্তাধীন হবেন ততদিন পর্যন্ত মালাবারে মহীশূরী কর্তৃত্ব নিরাপদ থাকবে না। এবার হায়দর ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণের সঙ্কল্প নেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে মারাঠা ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয় কাজে কাজেই তিনি কোনরূপ ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত সামরিক কর্মোদ্যোগে ব্রতী হতে পারেন নি। রামবর্মা এদিকে হায়দরের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র ও বৈরিতা অক্ষুন্ন রাখেন। তিনি হায়দরের রাজ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেন। ১৭৭৮ সালে হায়দরের রক্ষিত ফরাসী বন্দর মাহে ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সময় তার রাজ্যের ভিতর দিয়ে ইংরেজ সেনার অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ইংরেজরা তার সামরিক সহায়তাও পায়।

পিতার মত টিপুও বহু বৎসর পযন্ত অনেক রকম জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথমতঃ, তাকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় এবং মেঙ্গালোর সন্ধির পর কুর্গ ও মালাবার দমনে ব্যাপৃত থাকতে হয়। তারপর আসে তার মারাঠা শত্রু মোকাবিলার পালা। এই রকম ভাবে ১৭৮৭ সালের মাঝামাঝি পযন্ত তিনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজার বিষয়ে লক্ষ্য করার সময় পান নি এবং রাজাও বিগত কয়েক বৎসর ধরে তার সম্বন্ধে বৈরীনীতি অবলম্বন করে চলেছিলেন। দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে রাজা ইংরেজদের সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিলেন। মেঙ্গালোর সন্ধির পরেও তিনি মালাবারে বিদ্রোহীদের প্ররোচিত করতে ও ত্রিবাঙ্কুরে আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হননি। কোম্পানীর মিত্র হিসাবে ঐ সন্ধি মেনে চলতে তিনি বাধ্য ছিলেন বলে কথা ছিল। টিপু বারংবার রাজাকে সাবধান হতে বলেন ও বৈরিতা মূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু ইংরেজদের বিশ্বাস ভাজন হওয়ার জন্য তিনি এই সাবধান-বাণী উপেক্ষা করেন। টিপুর দ্বারা তার রাজ্য বিপন্ন—এই অজুহাতে ১৭৮৮ সালে কোম্পানীর নিকট থেকে দু'দল দেশী সেনা তার রাজ্য-সীমায় তারই খরচে মোতায়েন রাখতে পেরেছিলেন, আর এই প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন যে, দরকার হ'লে আরো সাহায্য হিসাবে "ইয়োরোপিয় ও দেশী সৈন্য" "শত্রুর পরিকল্পনা ব্যাহত করবার জন্য" কোম্পানীর খরচে মোতায়েন রাখতে পারবেন।[৯] এরূপে, ইংরেজ সাহায্যের আশ্বাস পাইয়া তিনি টিপুর সামন্ত রাজ কলুট নায়ারের রাজ্যখণ্ডে নিজের দাবি উপস্থিত করেন। কারণ দেখালেন,— নায়ার রাজার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর আত্মীয় এবং তাদের পূর্ব পুরুষ একই ব্যক্তি টিপুর নিকট থেকে তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মালাবার রাজাদের সাহায্য দিতে রাজা মাদ্রাজ-গভর্ণরকেও অনুরোধ জানান।[১০] এছাড়া, ত্রিবাঙ্কুর সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার যে-অংশটুকু মহীশূরের করদমিত্র কোচীন-রাজ্যের ভূমি ভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে টিপু মনে করেছিলেন, সে অংশটুকু ভেঙ্গে ফেলতেও রাজা অস্বীকার করেন।

তারপর, রাজা ওলন্দাজদের নিকট থেকে আয়িকট্টা ও ক্রেঙ্গানুর খরিদ করেন—যদিও তিনি খুব ভাল করে জানতেন যে টিপুও ঐগুলি খরিদ করতে আগ্রহী ছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ভারত-উপদ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। এর সুরু চিন্নমঙ্গলম নদীর দ্বীপ ভ্যাপিনের নিকট থেকে,—কোচীনের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং শেষ হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপের সামান্য পূর্বে। পূর্বদিকে এর সীমারেখা হ'ল পশ্চিম ঘাট পর্বত মালার সুউচ্চ ঢালু পার্শ্বদেশ—যা শেষ হয়েছে দক্ষিণ অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে। পশ্চিমে ও দক্ষিণে রাজ্যটি সাগর ধৌত। সুতরাং সবদিক দিয়েই স্থলপথে আক্রমণ থেকে এটি সুরক্ষিত—একমাত্র উত্তর দিক ছাড়া। সেদিকটা কোচীন অভিমুখে মুক্ত, যদিও কিছুটা ঘাট-পর্বত মালায় রক্ষিত। ওলন্দাজ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল অস্তচি আন্য লানয়ের[১১] পরামর্শ মত রামবর্মা ১৭৬৩ সালে 'ত্রিবাঙ্কুর লাইনস'' বলে একটা রক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করবার আদেশ দেন উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ভাগে প্রাকৃতিক প্রাচীরের অভাব দূর করা। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে লেখা রাজার দরবারস্থ কোম্পানীর প্রতিনিধি পাওনর এক পত্রে যে বিবরণী আছে, তা নিম্নে দেওয়া হল :—"ইহা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। সাগরের ভ্যাপিন দ্বীপ থেকে আরম্ভ হয়ে চীনা মঙ্গলম নামক এক প্রশস্ত নদী পর্যন্ত প্রসারিত এবং নদীর অপর পার থেকে আবার এলিফেণ্ট পর্বত মালা অবধি বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে একটা পর্বতের চূড়োতে। এখান থেকে উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে এক সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী এবং দক্ষিণ দিকে নিচু হয়ে ভারত-ভূখণ্ডের শেষ প্রান্ত বা কুমারিকা অন্তরীপ অবধি এই পাহাড়ের সারি দেখিতে পাওয়া যায়, এর ফলে রাজ্যটির পূর্ব-সীমা সুরক্ষিত রহিয়াছে। সাগর থেকে চীনা মঙ্গলম নদী অবধি রক্ষা-ব্যবস্থা ৪ বা ৫ মাইল; অপর পার থেকে পর্বত মালার প্রান্ত অবধি ২৪ বা ২৫ মাইল। রক্ষা ব্যবস্থাগুলি ১৬ ফিট প্রশস্ত ও পরিখার গভীরতা ২০ ফিট। ইহা বাঁশের ঘন ঝোপের বেষ্টনী দ্বারা আবৃত নিচু পাঁচিল, শক্ত বুরুজ, উঁচু স্তূপ ক্রমোচ্চ পথে আগাগোড়া প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ান, উত্তরদিক থেকে কোন সুসংবদ্ধ আক্রমণের দ্বারাই শুধু এদের উপর আঘাত করা সম্ভব।[১২]

মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির পর নির্ঝঞ্ঝাট টিপু রামবর্মাকে আদেশ করলেন রক্ষা-ব্যবস্থার যে-অংশটা কোচীন রাজ্যের রাজ্য খণ্ডে নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙ্গে ফেলতে। কারণ, কিছুটা হ'ল, রাজা তার করদ-মিত্র,[১৩] কিছুটা হ'ল, ঐ ব্যবস্থায় কোচীন রাজ্যের দক্ষিণের দুই-তৃতীয়াংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১৪] কিন্তু রামবর্মা এ দাবি অগ্রাহ্য করেন। তিনি যুক্তি দেখান, কেলিকাটের জেমোরিণের বিরুদ্ধে তিনি কোচীন-রাজকে যে-সাহায্য দিয়েছিলেন, তার বদলে আইনত এই ভূমির উপরই রক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। কোচীনরাজ মহীশূরের করদমিত্র হবার প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ঐ রক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, পরে আর তার কোন প্রসার হয়নি।[১৫]

কিন্তু রামবর্মার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ১৭৬৪ সালে দ্য লানয়ের তত্ত্বাবধানে রক্ষা-লাইনস তৈরি আরম্ভ হয় এবং ১৭৭৭ সালে শেষ হয়। কাজের শেষ পর্যায়ে লানয়েরা মৃত্যু হয়।[১৬] সে সময় সামরিক প্রয়োজন মাফিক রক্ষালাইনস বিস্তারিত হতেই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৭৬৬ সালে রামবর্মা ক্রেঙ্গানুর দুর্গের নিকট এবং ক্রেঙ্গানুর রাজের এলাকায় রক্ষালাইনস্ বিস্তার করতে থাকেন। এতে ওলন্দাজরা আপত্তি করে, কারণ তাদের মনে আশংকা হয়েছিল হয়তো এর দরুণ হায়দর আলী অখুশী হবেন।[১৭] ভ্যাপিন দ্বীপের উপর ১,৫০০ গজ চওড়া, লাইনসের অংশটি ১৭৭৫ সালে তৈরি হয়।[১৮] কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুরের ভূমিভাগ অনেক জায়গায় মিশেছে ও আড়াআড়ি ভাবে চলে গেছে; [১৯] সুতরাং আশ্চর্য নয়, রামবর্মা কোচীন-রাজের এলাকায় প্রবেশ করে রক্ষা লাইনস্ তৈরি করেছিলেন। মালাবারে তার সম্প্রসারণ-নীতি অনুযায়ী জবর দখল ক'রে ভূমি নেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ত্রিবাঙ্কুরে কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষ কেপটেন বেনারমেন্ও স্বীকার করেছেন যে, "ত্রিবাঙ্কুররাজ ভ্যাপিন দ্বীপের উপর দিয়ে তার রক্ষা-লাইনস্ বজায় রাখতে বেশ বিব্রতবোধ করছেন, কারণ এগুলি কোচীন অধিপতির রাজ্যখণ্ডে তৈরি হয়েছিল।"[২০] কোচীন-রাজের নিকট থেকে আইনত ভূমিখণ্ড পেয়েছেন বলে রাম বর্মার বক্তব্যের বিষয়ে একথা স্মরণীয় যে মালাবারের বিভিন্ন রাজারা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে, একে অন্যের এলাকায় প্রায়ই অন্যায্য দাবি করতেন।[২১]

রক্ষাব্যবস্থা ভাঙ্গতে অস্বীকার করা ছাড়াও রামবর্মা টিপুকে আরো উত্তেজিত করেন, ওলন্দাজদের নিকট থেকে আয়িকট্টা ও ক্রেঙ্গানুর দ্বীপ ও দুর্গ ক্রয় করে। সুলতান নিজেই সেগুলি পেতে আগ্রহী ছিলেন। এসব কাজ করে রাজা টিপু সুলতানকে একরকম 'যুদ্ধং দেহি' ভাবই দেখান।

আয়িকট্টা মালাবার উপকূলে ভ্যাপিন দ্বীপের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। আয়িকট্টার আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে হ'ল ক্রেঙ্গানুর। এদের কাছেই দ্বীপসমূহ। মারাঠা-দের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেই টিপু ঐসব দুর্গ ক্রয় করবার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। তিনি এগুলি তার অধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন প্রথমতঃ তার পিতার আদর্শে তিনি মালাবারে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। হায়দর ইতিমধ্যেই ছেট্‌ভাই ও পেপনেট্টি অধিকার করেছিলেন, স্বভাবতই টিপু তার রাজ্যের সীমারেখা আরো বিস্তারিত করতে চান। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে টিপুর এই অভিজ্ঞতা হয় যে, ইংরেজদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ ঘটলে পালঘাটই পুনরায় তাদের আক্রমণের একটা প্রথম লক্ষ্য হবে। কারণ অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও মালাবার এবং করমণ্ডল উপকূলের ভিতর যোগাযোগের একটা সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থা এর মাধ্যমেই হ'তে পারে।[২২] সুতরাং টিপু চেয়েছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই এই গিরিপথ বিশেষভাবে রক্ষিত হোক্। এই উদ্দেশ্যে তিনি ক্রেঙ্গানুর দখলে আনতে ইচ্ছা করেন। ইহা পন্নানি থেকে মাত্র

২০ মাইল দূরে। এই পন্নানি থেকেই দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে হাম্বারষ্টোন পালঘাটের দিকে আক্রমণ চালান। বস্তুতঃ টিপু চাননি যে, উপকূলের ঐদিকে কোন স্থান বিরুদ্ধ-শক্তির দখলে থাকে—যে শক্তি ঐ স্থানকে তার রাজ্য আক্রমণ করার ভিত্তিভূমি হিসাবে ইংরেজদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিতে পারে। আবার এ কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত হতে পারেনা যে টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণের জন্য আয়িকট্টা ও ক্রেঙ্গানুর চেয়েছিলেন। কারণ, এ ধরনের আক্রমণ সমর-কৌশল সম্মত ছিল না,—ক্রেঙ্গানুর থেকে রক্ষা-লাইনসে অগ্রসর হতে গেলে একটা নদী পার হতে হয়। প্রায় ২০ মাইল পূর্বদিকের কোন স্থান থেকে আক্রমণ সহজতর ছিল। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায়, টিপু প্রথম ঐ লাইনসই আক্রমণ করেছিলেন, ত্রিবাঙ্কুর নয়। বস্তুতঃ লাইনস্ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিনা বাধায় দুর্গগুলির পতন ঘটে।

১৭৭৬ সালে কেলিকাটে হায়দরের গভর্ণর সর্দার খাঁ অতর্কিত আক্রমণে ক্রেঙ্গানুর দুর্গ দখল করতে চান কিন্তু সফল হন নি।[২৩] টিপু মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করার পরই জনরব উঠেছিল যে, তিনি ক্রেঙ্গানুর দুর্গ ও তার নিকটবর্তী ওলন্দাজ দ্বীপগুলি দাবি করবেন। ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে মহীশূরী সৈন্য ক্রেঙ্গানুরের নিকট উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে যায়।[২৪] ইতিমধ্যে রাম বর্মা ও ওলন্দাজদের ভিতর ক্রেঙ্গানুর দ্বীপগুলি নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। এগুলি পূর্বে জেমোরিণের দখলে ছিল। ১৭৮৮ সালের অগাষ্টে ছেটুভাইতে টিপুর সেনাপতি আলোচনার কথা জানতে পেরে কোচীনের ওলন্দাজ সেনাপতি এঙ্গেল-বেকৃকে লেখেন যে ওলন্দাজরা যদি দ্বীপগুলি বিক্রী করতে চান তবে তিনি তা টিপুকে জানাতে বাধ্য হবেন। এঙ্গেলবেক ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজাকে দ্বীপগুলি দিয়ে ফেলেন।[২৫] ক্রেঙ্গানুরও এমনিভাবে রাজাকে দেওয়া হবে, এটা নিশ্চয় জেনে মহীশূরীরা ১৭৮৯ সালের মে মাসে দুর্গটির সামনে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণের দাবি করে। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। তাদের সঙ্গে ভারী কামান না থাকায় দুর্গ-অবরোধ হয়নি।[২৬] ১৭৮৯ সালের জুলাইতে কোচীনে খবর আসে যে টিপু ওলন্দাজদের আক্রমণ করার সঙ্কল্প করেছেন। আর্থিক অনটনের দরুণ এঙ্গেলবেকের কাছে মনে হয় যে অবস্থা সঙ্গীন, কারণ, অর্থের অভাব ছিল এবং তিনি সিংহলের ওলন্দাজ উপনিবেশ বা ইংরেজদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য পেতে পারেতেন না।[২৭] রামবর্মা যদিও সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইংরেজরাও যুদ্ধে যোগ না দিলে তা কার্যকারী হবার মত ছিল না। কিন্তু সে-সম্ভাবনা কম ছিল। ১৭৮৯ সালের ১৪ই মে রাজার দরবারে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রতিনিধি পনে মাদ্রাজ গভর্ণরকে জানান যে টিপু ক্রেঙ্গানুর আক্রমণের সঙ্কল্প করেছেন। তিনি নির্দেশ চেয়ে পাঠান যে এক্ষেত্রে তিনি কী পন্থা অবলম্বন করবেন এবং রামবর্মাকে কী উপদেশ দেবেন।[২৮] হলণ্ড, যিনি তখন কেম্পবেলের

স্থানে মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন, জবাব দেন যে, "কোম্পানীর সৈন্য শুধু রাজার নিজ রাজ্য রক্ষার্থেই নিযুক্ত করা যেতে পারে। আপনি রাজাকে অবশ্যই এই পরামর্শ দেবেন, যে এই জটিল পরিস্থিতিতে তিনি যেন তার আচরণে অত্যন্ত সাবধানী হন এবং কোনক্রমেই টিপুকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করার সুযোগ না দেন।"[২৯] আবার জুলাই, ১৭৮৯ সালে যখন ক্রেঙ্গানুর টিপু কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা হয় এবং রাজা ওলন্দাজদের সাহায্য দিতে উদ্‌গ্রীব হন, হলণ্ড তাকে এবিষয়ে সাবধান ক'রে নিরস্ত হতে বলেন।[৩০] মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবের দরুণ রাজা ওলন্দাজদের সাহায্য দিতে নিজের অক্ষমতা জানান ফলে ওলন্দাজরা দুর্গগুলি তার কাছে বিক্রী করে দেয়। তারা জানত যে এগুলি তারা এককভাবে রক্ষা করতে পারবে না, তবে যদি এগুলি রাজার হাতে থাকে ইংরেজরা তা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এইভাবে ওলন্দাজরা কোচীনের উপর টিপুর আক্রমণ প্রতিবোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কোচীনই ছিল ভারতে ওলন্দাজদের একমাত্র অবশিষ্ট উপনিবেশ। প্রকৃতপক্ষে তারা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর কাছে আবেদন জানায়। কারণ কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, টিপু সুলতান কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা রাম বর্মাকে সাহায্য করবে।[৩১]

ওলন্দাজদের সঙ্গে রাজার কার্যকলাপ কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের পরামর্শের প্রতিকূলে ছিল। রাজা প্রথমে কেপ্টেন বেনারমেনের মাধ্যমে এবিষয়ে মাদ্রাজ গভর্ণর আর্চিবণ্ড কেম্পবেলের পরামর্শ চেয়েছিলেন। কিন্তু গভর্ণর রাজাকে কোন কথাবার্তায় জড়িত হওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।[৩২] এসত্বেও রাজা ওলন্দাজদের সঙ্গে দুর্গগুলি ক্রয় করা সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কেম্পবেলের পরবর্তী গভর্ণর হলণ্ড তা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ রাজ প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন রাজাকে বিরত থাকতে "তিনি যেন ওলন্দাজদের নিকট থেকে ভূমি এবং দুর্গ ক্রয় না করেন, কারণ তারা এগুলি টিপুর করদ-রাজ কোচীনপতির আধিপত্যের সময় থেকে ভোগ করছিল। মুখ্য অধিপতির কাছে এ কারবার ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে হতে পারে।" পনেকে আরো জানানো হয় যে, "রাজা যদি তার নিজস্ব সম্পত্তির বাইরের কোন কিছু নিয়ে ঝগড়াবিবাদে পড়েন তবে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাকে সমর্থন করবে না।"[৩৩] এ পত্র পাঠানো হয়েছিল ১৭ই অগাষ্ট, ১৭৮৯, কিন্তু পনের কাছে এত দেরিতে পৌছল যে তা কার্যকরী হতে পারেনি। রাজা ইতিমধ্যেই, ৩১শে জুলাই, ওলন্দাজদের নিকট থেকে দুর্গগুলি ক্রয় করে ফেলেছিলেন। পনে বরাবরই জানতেন যে রাজা ওলন্দাজদের সঙ্গে আলোচনায় রত রয়েছেন, বস্তুত, তিনি ঐ সম্বন্ধে ওয়াকিবহালও ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে হলণ্ডের মনোভাব জানা থাকায় তা গোপন রেখেছিলেন। জানালেন ৪ঠা অগাষ্ট, ততদিনে চুক্তি সমাধা হয়ে গেছে, আর বারণ রাখবার সময় নেই।

ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টা খরিদের খবর পেয়ে হলণ্ড রাজার উপর ভারী অসন্তুষ্ট

হন,—এবং তার সম্মতি না নিয়ে রাজা এ ব্যাপারে হাত দেওয়ায়। তিনি রাজাকে লিখিতভাবে জানান যে তার এই কাজের দরুণ তিনি কোম্পানীর আশ্রয় হারালেন তিনি আরোও লেখেন যে, রাজা যেন তৎক্ষণাৎ দুর্গগুলি ওলন্দাজদের ফিরিয়ে দেন যাতে করে ব্যাপারটা পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।[৩৪] লর্ড কর্ণওয়ালিসও রাজা'র আচরণ সমর্থন করেননি এবং হলণ্ডকে জানান যে রাজা যেন দুর্গগুলি ওলন্দাজদের ফিরিয়ে দেন এবং টিপুর মনে আক্রোশ জাগে এমন কোন যোগাযোগ তাদের সঙ্গে না রাখেন। টিপু যদি উত্তেজনার কারণ না থাকা সত্ত্বেও রাজাকে আক্রমণ করেন, রাজা তবেই শুধু সাহায্য পাবেন, কিন্তু "টিপুর কোন করদ রাজের দুর্গ বা ভূমি ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে ক্রয় করে তিনি যদি টিপুকে উত্তেজিত করেন, তবে সঙ্গতভাবেই টিপুর ক্রোধ তার উপর পড়বে এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বন্ধুত্ব ও তার অনুকূলে হস্তক্ষেপের দাবিও তিনি হারাবেন।" কর্ণওয়ালিস এমন কি পনের আচরণেরও নিন্দা করেন, "স্থানগুলি ক্রয় করার ব্যাপারে রাজার মতে মত মেলাবার জন্য।"[৩৫]

এসব ভৎর্সনায় রাজা বিচলিত হন এবং কোম্পানীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে তার কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, দুর্গগুলি ক্রয় করার জন্য তিনি প্রাক্তন মাদ্রাজ গভর্ণর স্যার আর্চিবল্ড কেম্পবেলের সম্মতি নিয়েছিলেন, তার রাজ্যসামা সেগুলির বন্দুকের আওতার ভিতর থাকায় নিরাপত্তার জন্য তাদের গুরুত্ব ছিল; ওলন্দাজরা কখনো কোচীনরাজকে কর দিত না এবং সেগুলি হস্তান্তর করায় তাদের স্বাধীন অধিকার ছিল।[৩৬]

রাজার বক্তব্য কিন্তু যথার্থ সত্য ছিল না। আযিকট্টা এবং ক্রেঙ্গানুর ক্রয় করার পূর্বে আর্চিবল্ড কেম্পবেলের অনুমতি নিয়েছিলেন বলে রাজার উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কেম্পবেল কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ১৭৯০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরের পত্রে জানান যে "ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টা ক্রয়ের ব্যাপারে তার সমর্থন ছিল না, পরামর্শও নয়।" কোর্ট অব ডিরেক্টররাও উল্লেখ করেন যে "স্যার আর্চিবল্ড কেম্পবেলের পরামর্শ ক্রমে এসব স্থান ক্রয় করেছেন বলে রাজার উক্তির সমর্থনে কোন কিছু মাদ্রাজের কাগজপত্রে নেই"।[৩৭] হলণ্ডও বলেছেন, যে রাজা মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের সম্মতি ছাড়াই এসব দুর্গ-ক্রয় করেছিলেন।[৩৮] সেরূপ কর্ণওয়ালিস রাজার কথা বিশ্বাস করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই খরিদ সম্বন্ধে কেম্পবেল কখনো তার বা তার পরিষদের কাছে কোন বার্তা পাঠাননি।[৩৯] মাত্র অনেককাল পরে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে, যুদ্ধ ও তার মূলীভূত রাজার কার্য সমর্থনকল্পে তিনি ডানডাসকে জানান যে কেম্পবেল ও বেনারমেনের ভিতরকার চিঠিপত্র তিনি দেখেছেন; এবং তা প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র অনুমতি নিয়ে নয়, কিন্তু কেম্পবেলের পরামর্শ মতোই রাজা ওলন্দাজদের সঙ্গে কথাবার্তায় রত হয়েছিলেন। কেম্পবেলের ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।[৪০]

রাজার দ্বিতীয় উক্তিও তথ্যভিত্তিক নয়। ক্রেঙ্গানুর অনেক মাইল দূরে ছিল, ত্রিবাঙ্কুর রক্ষা-লাইন্সের বন্দুকের আওতায় নয়।[৪১] এটাও সত্য নয় যে, ত্রিবাঙ্কুরের মত শক্তিশালী দুর্গম রাজ্যের রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্গগুলির প্রয়োজন ছিল।[৪২] মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করতো যে "ওলন্দাজদের ক্রেঙ্গানুর ও জয়কট্টা কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল না।"[৪৩] লর্ড কর্ণওয়ালিসও এটা মনে করতেন যে "দুর্গগুলি, দুর্গই যদি তাদের বলা ঠিক হয়, মোটের উপর কোন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং আমাকে যদি জানানো হ'ত কী ঘটতে যাচ্ছে, তবে রাজাকে পরামর্শ দিতাম সে-গুলি যেন ক্রয় না করেন।[৪৪] পরেও বলেন "ক্রেঙ্গানুর ও জয়কট্টা নিরীক্ষণ করে দেখলে জানা যাবে সেগুলি নেহাৎ নগণ্য এবং বিশেষ প্রতিযোগিতা করে সংগ্রহ করবার মত নয়।"[৪৫] এমন কি, রাজাও স্বীকার করেছিলেন যে "জয়কট্টা ও ক্রেঙ্গানুর পেয়ে আমার বিন্দুমাত্র লাভ বা সুবিধাও হয়নি।"[৪৬] এ সত্ত্বেও তিনি এগুলি ক্রয় করেছিলেন এই কারণে যে, এগুলি দখল করা তার মূল মালাবার—সম্প্রসারণ নীতির অনুকূল। এ ছাড়া, তার ভয় ছিল যে, যদি তিনি ওলন্দাজদের বিক্রী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তবে "টিপু উড়ে এসে জুড়ে বসবেন।"[৪৭] এবং এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না যে, তার রক্ষা-লাইনের কাছে শত্রুর হাতে একটা দুর্গ থাকবে—যত নগণ্যই সে-দুর্গ হোক্ না কেন।

ওলন্দাজরা যাকে খুশী তার কাছে দুর্গগুলি বিক্রী করবার অধিকারী—রাজার এই শেষ যুক্তি সঙ্গত বলেই মনে হয়। ওলন্দাজরা অবশ্যি কোচীন রাজকে বাৎসরিক আমদানী রপ্তানী শুল্কের আয়ের অর্ধেকটা দিতেন। এই "রাজস্ব পর্তুগীজদের সময়ে তিনি পেতেন এবং সন্ধি-সূত্রে তা কায়েম থেকে যায়।"[৪৮] আর সেটাই ছিল "তার বিগত—গৌরবের একমাত্র অবশিষ্টাংশ।"[৪৯] রাজা যখন মহীশূরের করদরাজ হন, তার যত কিছু বিশেষ সুবিধা সব টিপুতে বর্তালো এবং তিনি তখন থেকে তার অংশের আয়কর পেতে থাকেন।[৫০] সেরূপ, ওলন্দাজ কোম্পানী টিপুর অংশীদারকে বাৎসরিক ১২ পেগোডা কর হিসাবে দিতেন।[৫১] কিন্তু টিপু বা তার অংশীদার যে-খাজনা বা আয়কর পেতেন তা তার ব্যাখ্যানুরূপ 'খাজনা' নয় এবং তার থেকে ওলন্দাজদের পর্তুগীজদের নিকট থেকে বিজিত দুর্গের উপর তার সাবভৌম ক্ষমতা দাবি করার অধিকার বর্তায়নি। (মনে হয় সুলতান 'খাজনা'র সঙ্গে 'রাজস্ব' কথার একীকরণ করেছিলেন এবং মাদ্রাজ গভর্ণরের কাছে চিঠিপত্রে শব্দ দু'টি বিনিময়যোগ্য হিসাবে ব্যবহারে এনেছিলেন)। যদি আমরা ধরেও নি যে ওলন্দাজরা তাকে রাজস্ব দিতেন তবে সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিক প্রথামত তাদের সম্পত্তি হস্তান্তরের স্বাধীনতা খর্ব করেনি।[৫২] বস্তুতঃ শেষের দিকে টিপু তার অধিকারের কথা তোলেননি, কিন্তু উল্লেখ করতেন যে, তার বদলে তার শত্রুর কাছে দুর্গগুলি বিক্রী করে ওলন্দাজরা নির্দয়তা দেখিয়েছে।[৫৩] মনে হয়, টিপুর আসল নালিশের কারণ এই ছিল যে, যদিও

ওলন্দাজদের নিকট থেকে খাজনা ও আয়কর তিনি পেতেন, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি; কার্যত, তাকে উপেক্ষা করে তার শত্রু এক নগণ্য রাজাকে আনুকূল্য দেখানো হয়। অধিকন্তু, তিনি রাজার পূর্বেই দুর্গগুলি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন;[৫৪] এবং যখন তিনি খরিদ করতে চেষ্টিত, তখন রাজা এগিয়ে এসে তা ক্রয় করে নেন। এসবে টিপুর আত্মাভিমানে ঘা লাগে, তিনি অপমানিত ও প্রতারিত বোধ করেন। ওলন্দাজদের কপটাচারী বলে দোষী করে পান্নিকর ভুল করেননি।[৫৫] তাদের দোষ ঢাকবার জন্য ভন্ লুইজ্ঞেনের চেষ্টা প্রত্যয় জাগায়না।[৫৬] কিন্তু তাদের সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর-রাজও সমদোষী। টিপু ও ইংরেজদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়ে তিনি রাজ্য সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন।[৫৭] তার রাজ্য রক্ষার্থে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টা ক্রয় করেন নি; করেছিলেন আত্মম্ভরিতার বশে, আর ওলন্দাজদের দুষ্কৃতিতে সাহায্য করার জন্য।

সে যাই হোক্, দুর্গগুলি রামবর্মার হাতে চলে যাবার পরও টিপু সে-গুলি পাবার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তিনি জায়গাগুলি ওলন্দাজদের ফিরিয়ে দেবার জন্য রাজাকে রাজি করাতে মাদ্রাজ গভর্ণর হলণ্ডকে অনুরোধ করেন।[৫৮] আর কোচীন-রাজের মাধ্যমে চেষ্টা করেন ওলন্দাজরা যাতে দুর্গগুলি ফিরে পাবার দাবি করে। তিনি ৬ লক্ষ টাকা দুর্গগুলির জন্য দিতে চান—এটা রাজার নিকট থেকে প্রাপ্ত টাকার দ্বিগুণ।[৫৯] রাজাকেও তিনি সরাসরি লেখেন ওলন্দাজদের সঙ্গে কাজটা বাতিল করতে।[৬০] কিন্তু তার চেষ্টা বিফল হয়। ওলন্দাজরাও ক্রেঙ্গানুর এবং আয়িকট্ট ফিরে পেতে চায়নি, রাজাও সেগুলি হাত ছাড়া করতে গররাজ হন।[৬১]

১৭৮৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে টিপু পালঘাটের কাছে শিবির ফেলেন। সেখান থেকে তিনি কোচীন রাজাকে আমন্ত্রণ জানান তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কোচীন রাজ ত্রিবাঙ্কুর রাজের পরামর্শে অসুস্থতার ভান করে একটা ঘরে আবদ্ধ রইলেন, টিপুর 'উকিল' আবদুল কাদিরের সঙ্গে দেখা করলেন না।[৬২] ১৪ই ডিসেম্বর রক্ষা—লাইনস থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে টিপু গেলেন। পরের দিন তিনি রামবর্মার কাছে চিঠি সহ এক 'উকিল' পাঠিয়ে দাবি জানান—প্রথমতঃ রাজা কেলিকাট, ছিরাক্কল, কডটনাদের রাজাদের ও মহীশূর গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য অবাধ্য প্রজাদের টিপুর হাতে তুলে দেবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ প্রজাদের আশ্রয় দেবেন না; দ্বিতীয়তঃ তিনি ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টা সমর্পণ করবেন; এবং সর্বশেষে, কোচিন রাজ্যের ভিতর দিয়ে রাজার রক্ষালাইনসের যে-অংশ চলে গেছে তা ভেঙ্গে ফেলবেন।[৬৩]

এ-সব দাবিতে রামবর্মার জবাব বিশেষ অসন্তোষ জনক ছিল। তিনি রক্ষা-লাইনস্ ভেঙ্গে দিতে এবং ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টা ডাচ্‌দের প্রত্যর্পণ করতে সোজা অস্বীকার করলেন। বিদ্রোহীদের ফিরিয়ে দেবার দাবির প্রসঙ্গে তিনি জানান যে

তিনি তাদের আশ্রয় দেন নি, তারা তার রাজ্যে এসেছে তার অজ্ঞাতে। কেলিকাট, ছিরাক্কল ও কডট্টনাদের রাজাদের অবশ্য আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা তার আত্মীয়। এর পূর্বে টিপু কখনো তাদের পুনঃ প্রেরণের দাবি জানান নি; এখন যখন জানালেন, তখন তাদের বলা হবে ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করতে।[৬৪]

বিদ্রোহীদের তার রাজ্যে বসতির যে যুক্তি রাজা দিয়েছিলেন তা নেহাৎ অপর্যাপ্ত। ছিরাক্কল, কেলিকাট এবং কডট্টনাদের রাজাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন তারা তার আত্মীয় বলে নয়। মালাবার রাজনীতির খেলায় তিনি তাদের দাবার ঘুঁটি বানাতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা তার অজ্ঞান্তে তার রাজ্যে প্রবেশ করেছিল বলে এ রাজার উক্তিও একান্ত মিথ্যা। কারণ, রাজা বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন মহীশূর গভর্নমেন্টের এই অভিযোগ হায়দরের সময় থেকে চলে আসছিল।[৬৫] হায়দরের মৃত্যুর পর টিপুরও এই নালিশ ছিল এবং শুধু রাজাকেই তা জানান নি, মাদ্রাজ গভর্নমেন্টকেও জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট তাতে রাজাকে সাবধান করেন, তিনি যেন "টিপুর সঙ্গে বিরোধ আছে মালাবার উপকূলের এমন কোন 'পলিগার' বা অন্যদের সহায়তা বা উৎসাহ না দেন।"[৬৬] কিন্তু এতে রাজার উপর কোন প্রভাব পড়েনি। তিনি মালাবারে বিদ্রোহের প্ররোচনা এবং রাজ্যে বিদ্রোহীদের আশ্রয় দানে বিরত হন নি।

তার দাবি পূর্ণ হ'লনা দেখে টিপু রক্ষা-লাইনসের দিকে অগ্রসর হন এই ভেবে যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সীমা-প্রান্তে তার উপস্থিতিতে রামবর্মা বৈরী মনোভাব ত্যাগ করতেও পারেন। ২৪শে ডিসেম্বর তিনি রক্ষা লাইনসের প্রায় ৪ মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করেন, এবং দাবি সহ আবার দূত পাঠান।[৬৭] কিন্তু আগের মতই রাজার উত্তর সন্তোষজনক ছিলনা।

ইতিমধ্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আশে পাশে জঙ্গলে ও পাহাড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত বিদ্রোহীদের বন্দী করবার জন্য টিপু সৈন্য পাঠান। তাদের ধরে যখন তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ত্রিবাঙ্কুরীরা রক্ষাদের উপর গুলি ছোঁড়ে। এতে মহীশূরীরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়।[৬৮] তারা রক্ষা-লাইনসের পূর্ব প্রান্তের সবচেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত হানে। ঐ দেশের কয়েকজন বাসিন্দা ২৮শে ডিসেম্বর, ১৭৮৯ সালের রাত্রিবেলা তাদের সেখানে নিয়ে যায়।[৬৯] ত্রিবাঙ্কুরীরা হত চকিত হয়ে পলায়ন করে। ফলে, প্রভাত হবার কিছু পরেই মহীশূরীরা দুর্গ প্রাচীরের বেশ কিছুটা দখল ক'রে প্রাচীরের মধ্যে বহু সৈন্য প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়। এর পর প্রাচীর ধরে ধরে তারা অগ্রসর হয় ফটক অধিকার করে অবশিষ্ট সৈন্য রক্ষা-লাইনসের ভিতর নিয়ে যাবার জন্য। প্রথম দিকে প্রতিরোধ কম ছিল, এবং ত্রিবাঙ্কুরীরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু মহীশূরীদের গতিপথে অস্ত্রাগার এবং সেনা নিবাস হিসাবে ব্যবহৃত এক চতুষ্কোণ ঘেরা জায়গায় প্রায় ৮০০ জন নায়ার একটা ছ' পাউণ্ডার কামানের সাহায্যে তাদের গতি ব্যাহত করতে

সমর্থ হয় এবং নতুন-সৈন্য সহযোগে তাদের প্রভূত ক্ষতি করে দেয়। খণ্ডযুদ্ধটি প্রায় ৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ডাইনে বাঁয়ে থেকে রাজার সৈন্যের আঘাতের সম্মুখীন হয়ে মহীশূরীরা সম্পূর্ণ ভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে আতঙ্কে পলায়ন করে।[৭০]

কোন কোন ঐতিহাসিক ধরে নিয়েছেন যে এই খণ্ডযুদ্ধে টিপু তার সেনাসহ উপস্থিত ছিলেন এবং যদিও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, একটা গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হন। তার পালকি, সীলমোহর, তরবারি, পিস্তল এবং হীরের আংটি ও মণিরত্ন পূর্ণ একটি রূপোর বাক্স জয়ের স্মারক হিসেবে শত্রুর হাতে পড়ে।[৭১] বস্তুতঃ, এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই যে তার সৈন্য দ্বারা রক্ষা-লাইনস আক্রান্ত হবার সময় টিপু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেই তা অস্বীকার করেন। তিনি এমন কি এ-ও বলেন যে, তার অজান্তেই সংঘর্ষটি ঘটেছিল এবং ইহা শোনামাত্র তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করেন আর ত্রিবাঙ্কুরী যুদ্ধ-বন্দীদের রাজার কাছে ফিরিয়ে দেন।[৭২]

মনে হয়, টিপুর কোনক্রমে পরিত্রাণ পাবার ও আহত হবার জনরব টিপুর শিবির থেকে আগত বলে কথিত কয়েকজন "হরকরা" দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিবৃতিতে গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তারা পনেকে এটাও জানিয়েছিল যে, আক্রমণের সময় কমর-উদ্-দিন খাঁ নিহত হয়েছেন এবং সেহেতু সুলতান-শিবিরে সর্বত্র শোকপ্রকাশও হয়।[৭৩] কিন্তু স্পষ্টতই ইহা মিথ্যা, কারণ, কমর-উদ-দিন্ খাঁ চতুর্থ-ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ পর্যন্তও বেঁচে ছিলেন। অনুরূপ মিথ্যা খবর জনৈক যুদ্ধবন্দী "মুৎসুদ্দি" দ্বারাও প্রচারিত হয়। লোকটি ১০,০০০জন মহীশূরী সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল বলে ঘোষণা করে। "রক্ষা লাইনসের উপর আক্রমণে"র বিবরণটি উইলকস প্রধানতঃ এই "মুৎসুদ্দি"র বর্ণনা ভিত্তি করেই লিখেছেন। এ লোকটির বিষয়ে এমন কি পনেও বলেন "আমি তার বিবৃতির উপর বেশি বিশ্বাস রাখিনা।"[৭৪] ত্রিবাঙ্কুরীরা সুলতানের পালকি, তরবারি ও অন্যান্য জিনিস হাত করেছে—একথাও জনরব-ভিত্তিক। স্মরণ রাখতে হবে যে, টিপু কখনো পালকি ব্যবহার করতেন না। উইলকস এর কথায় "তিনি সাধারণতঃ অশ্বারোহী থাকতেন, এবং অশ্বারোহণ বিদ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, নিজেও তাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। পালকিতে গমন তিনি উপহাস করতেন এবং বহুলাংশে তা নিষিদ্ধও ছিল—এমন কি, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের জন্যও।"[৭৫] অধিকন্তু, ত্রিবাঙ্কুর রাজের মাদ্রাজ গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত কোন পত্রেই একথার উল্লেখ নেই যে তার সৈন্যরা টিপুর পালকি ও তরবারি হস্তগত করেছে যদিও তিনিই প্রথমে একথার উল্লেখ করেন। তিনি কেবল উল্লেখ করেছেন যে ৪টি ঘোড়া, দুটি পতাকা-মঞ্চ এবং দু'টি ঢাক (বা পিপে ?) তার সৈন্যদের হস্তগত হয়েছে।[৭৬]

উপরের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে রক্ষা-লাইনসের উপর আক্রমণকালে সৈন্যদের মধ্যে টিপুর উপস্থিতির কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলা

হয়েছে, টিপুর বক্তব্য এই যে তিনি শুধু তথায় অনুপস্থিতই ছিলেন না, এ ব্যাপার তার অজ্ঞাতেই ঘটেছে। তার এই উক্তি মাদ্রাজ গভর্ণর সমর্থন করেছেন। গভর্ণর কেন্নাওয়েকে লিখেছেন যে আক্রমণ আকস্মিক ঘটেছিল, টিপুর কোন আদেশের দরুণ নয়।[৭৭] এমন কি টিপুর প্রতি অতি বৈরীভাবাপন্ন জেনারেল মেগেজ এটাকে একটা 'নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলেন, দস্তুর মত যুদ্ধ নয়।[৭৮] বস্তুতঃ রক্ষা লাইনসের উপর তথাকথিত "আক্রমণ" একটা সীমান্ত সংঘর্ষের বেশি কিছু নয়। কিন্তু রামবর্মা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেটাকে টিপুর পূর্ব থেকেই সুপরিকল্পিত একটা আক্রমণাত্মক কাজ বলে দাঁড় করিয়েছিলেন; যাতে করে কোম্পানীকে টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা যায়। সুলতান যে তখন ত্রিবাঙ্কুরের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তা এই থেকে সুস্পষ্ট হয় যে তিনি সেজন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। "গোলা ও বারুদ উভয়ই তার অপ্রতুল ছিল।"[৭৯] কোম্পানীর সিপাহীদের মত পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৮,০০০জন ফৌজসহ ১০০,০০০ জন যোদ্ধার মুখোমুখি হবার মত বিরাট যুদ্ধোদ্যমে লিপ্ত হবার উপযোগী পর্যাপ্ত সৈন্য তার সঙ্গে আসেনি।[৮০] অপিচ, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৯ তারিখের "সংঘর্ষে" তিনি শুধু অসম্মতিই জানাননি, তার পরবর্তী ২ মাসের আচরণ ঐ অসম্মতি অনুযায়ীই ছিল।[৮১] তিনি রাজার যুদ্ধ-বন্দীদের ফিরিয়ে দেন এবং মাদ্রাজ গভর্ণরকে জানান যে তিনি কোম্পানীর মধ্যস্থতা চান।[৮২] ৭ই ফেব্রুয়ারি পুনরায় লেখেন যে তিনি কমিশনারদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরি। ২২শে ফেব্রুয়ারি আবেদনের পুনরাবৃত্তি করে দুর্গগুলি সম্বন্ধে তার বক্তব্যের সমর্থনে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন।[৮৩]

১লা মার্চ প্রায় ১,০০০জন ত্রিবাঙ্কুরী সৈন্য তাদের রক্ষা লাইনস থেকে মহীশূর এলাকায় প্রবেশ করে এই অজুহাতে যে লাইনসের সামনে ঘনজঙ্গল হয়েছে সে-সব পরিষ্কার ও পরিদর্শন করতে হবে, কারণ ভয় হচ্ছে, শত্রু সেখানে একটি গোলন্দাজ-ঘাঁটি নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু তারা প্রায় ৪০০ গজ অগ্রসর হবার পরই মহীশূরীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যদিও দুর্গ-প্রাকার থেকে দুর্দম গোলাবর্ষণে তারা সাহায্য পায়। খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তারা পিছু হটে আসে। এরপর, টিপু অনেকগুলি গোলন্দাজ-ঘাঁটি তৈরি করেন। সেগুলি শীঘ্রই রক্ষা-লাইনসের প্রায় সমস্ত কামানকেই নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ৯ই এপ্রিল প্রতিটি ১,৫০০জন সৈন্যে গঠিত দু'টি ত্রিবাঙ্কুরী সৈন্যদল রক্ষালাইনস থেকে মহীশূরীদের আক্রমণ করার জন্য বের হয়ে আসে। কিন্তু ১লা মার্চ এর প্রচেষ্টার মত এটারও কলঙ্কের পরিণতি হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাজার সৈন্যরা বিতাড়িত হয়।[৮৪]

ইতিমধ্যে টিপু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজার সঙ্গে তার বিবাদের মীমাংসা করার যথেষ্ট প্রয়াস করেন। তিনি মধ্যস্থতা করবার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণরকে লেখেন।[৮৫] এবং পনেকে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তার শিবিরে বিশ্বাসী লোকেদের নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান।[৮৬] কিন্তু তার প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং

রাজার কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ প্ররোচনা পেয়ে ও তার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুঝে টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণে কৃত সঙ্কল্প হন।

১২ই এপ্রিল, ১৭৯০ সকাল থেকে মহীশূরীরা নিয়মিত কামান দাগতে সুরু করে। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় তিন চতুর্থ মাইলে দস্তুরমত ভাঙ্গন ধরানো হয়। ১৫ই এপ্রিল প্রভাতে তিনি মাত্র ৬০০০ জন সৈন্য নিয়ে লাইনস আক্রমণ করেন এবং যদিও ভাঙ্গন স্থান রক্ষার্থে ৩০,০০০জন পদাতিক ও ৮০০ জন অশ্বারোহী মোতায়েন ছিল, তিনি তার পতাকা রোপন করে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকেন।[৮৭] প্রতিরোধ তেমন ছিল না এবং অপ্রত্যাশিত সহজভাবে রক্ষা-লাইনস বিজিত হতে থাকে। রাজার সৈন্য আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করে।[৮৮] বস্তুতঃ, তারা অত্যন্তই ভীত হয়ে পড়েছিল, যে জন্য তাদের পুনরায় একত্রিত করার চেষ্টা বিফল হ'য়। পনে বলেছেন, "এরূপ লজ্জাকর পলায়ন আর ঘটেনি।"[৮৯] ইংরেজ সৈন্যদল দু'টি এবং কর্ণেল হার্টলির অধীনে বম্বে থেকে পাঠানো আরো তিনটি, নিজেদের স্থিতিস্থান ধরে থাকতে অক্ষম মনে করে আয়িকট্টা ফিরে যায়। ফলে, টিপু পাহাড় থেকে চীম্মামঙ্গলম নদী অবধি সমগুটা রক্ষা-লাইনস কামান গোলাবারুদসহ অধিকার করেন।[৯০]

এরপর টিপু ক্রেঙ্গান্নুর অভিমুখে ধাবিত হন এবং ১৮ই এপ্রিল ঐ স্থানের ১ মাইলের মধ্যে পৌছে যান। ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে তিনি গোলন্দাজ ঘাঁটি তৈরি সমাপ্ত করে ৭ই মের মধ্যে দুর্গের রক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিলেন, কামান বন্দুক ও নিষ্ক্রিয় করা হয়।[৯১] টিপু ক্রেঙ্গান্নুর গুলি-বিধ্বস্ত করবেন বলে মনস্থ করেন। সে সময়ই আর প্রতিরোধ করতে অপারগ বোধ করে কর্ণেল হার্টলি ৭ই মে রাত্রিতে তার সৈন্যদল দুর্গ থেকে তুলে নেন। পরদিন সকালে মহীশূরীরা ক্রেঙ্গান্নুর দখল করে।[৯২] অচিরেই আয়িকট্টা, পরূর ও অন্যান্য দুর্গগুলিও বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। টিপু রক্ষা-লাইনস ধ্বংস করে দেন। সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর এখন তার কাছে উন্মুক্ত। কিন্তু তিনি ভেরাপলি অবধি পৌছবার পর তার রাজ্য আক্রমণার্থে ইংরেজদের প্রস্তুতির খবর পান। সুতরাং ২৪শে মার্চ তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরেজের হুমকিতে ফিরতে বাধ্য না হলে তিনি অতি সহজেই সমগ্র দেশ দখল করতে পারতেন। কারণ, তাকে বাধা দেবার মত সুপরিচালিত কোন সৈন্যদল ছিল না।[৯৩]

আমরা দেখেছি যে, কর্ণওয়ালিস টিপুর শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি শুধু একটা ছল খুঁজছিলেন। ২৯শে ডিসেম্বরের ঘটনা একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং "রক্ষা-লাইনস আক্রান্ত,' হবার খবর পেয়েই তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; তদন্ত পর্যন্ত করলেন না যে এটা একটা সত্যিকারের আক্রমণ, না শুধুই সীমান্ত-সংঘর্ষ। তিনি আক্রমণ সম্বন্ধে পনের রিপোর্ট নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও মাত্র কয়েক মাস পূর্বে

তার বিরুদ্ধে সত্য গোপনের অভিযোগ তার ছিল এবং তিনি "জায়গাগুলি বিক্রয়ের ব্যাপারে রাজার মতের সঙ্গে একমত ছিলেন" বলে ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন।[২৪] যুদ্ধ বারণ রেখে শান্তিপূর্ণভাবে রাজার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে সুলতানের প্রস্তাবও তিনি অগ্রাহ্য করেন। তার মনোভাবের এই পরিবর্তনের কারণ এই যে এতদিনে তার সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছিল।

রাজার সঙ্গে টিপু বিরোধ বহুকালের, কোন কোনটা হায়দরের জীবিতাবস্থার সময়ের। কয়েকবার তিনি মাদ্রাজ গভর্ণরকে সে সব বিষয়ে লিখেছিলেন কিন্তু কোম্পানীর কর্তারা সশস্ত্র যুদ্ধের বদলে আলোচনার মাধ্যমে টিপু ও রাজার ভিতরকার বিবাদ নিষ্পত্তির শুভ আশা ও ইচ্ছা জানানো ছাড়া কোন কিছু করেনি। শেষকালে মাত্র ১লা জানুয়ারি, ১৭৯০, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নির্দেশমত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট টিপুকে জানালো যে রাজার সঙ্গে তার বিবাদ কমিশনরস্ নিযুক্ত করে মেটান হোক্।[২৫] টিপু প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন নি; তিনি শুধু জানালেন যে কমিশনরসদের তার কাছে পাঠালে ভাল হয়। মাদ্রাজ গভর্ণর তার ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০-র পত্রে এতে রাজি হয়ে লিখলেন।[২৬] কিন্তু মেডোজ, যিনি ২০শে ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ গভর্ণর হয়েছিলেন, তিনি মনে করেন যে যদি কমিশনরস্দের টিপুর শিবিরে পাঠানো হয় তবে ইহা "অত্যন্ত অসমীচীন" হবে এবং "দেশের রাজাদের কাছে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা লাঘব হবে।" লর্ড কর্ণওয়ালিসও মনে করেছিলেন যে কমিশনরদের পাঠানো একটা "অপমানকর কাজ" হবে।[২৭] প্রকৃতপক্ষে এ কাজ করায় কোম্পানীর পক্ষে সম্মানহানির কিছু ছিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখবার সেটাই ছিল একমাত্র পন্থা। হাউস অব কমনসে হিপ্পিসলি যেমন বলেছেন, "বিবাদের বিষয়গুলি পরীক্ষা করার পক্ষে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় স্থানেই টিপু অবস্থান করছিলেন।"[২৮] এ ছাড়া, বিবাদের নিষ্পত্তিতে বা মিত্রতা ও সন্ধি স্থাপনের আলোচনায় ভারতের রাজাদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের নীতি হিসাবে বরাবরই ছিল এবং আছে। সুতরাং কোম্পানী যেখানে একটা পক্ষ এবং তার সম্মান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেখানেই যদি আলোচনার জন্য ভারতীয় রাজাদের কাছে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তবে নিশ্চয়ই যেখানে কোম্পানীর কাজ হ'ল তার কোন মিত্র-শক্তির পক্ষ থেকে শুধু মধ্যস্থতা করা, সেখানে নিশ্চয়ই টিপুর নিকট প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। তবু কর্ণওয়ালিস টিপুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। শুধু তাই নয়। টিপুকে প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই যে প্রস্তাব করেছিলেন তা গ্রহণ করবার আর একটা সুযোগ টিপুকে দিতে তিনি সম্মত হননি। কারণ, ২২শে মে, ১৭৯০ টিপু যখন মেডোজকে লেখেন যে, তিনি তার "উকিল"দের, তার নিকট পাঠাতে চান,[২৯] তখন তাকে জানানো হয় যে, আলোচনা আর সম্ভবপর নয়, কিন্তু শান্তি চাইলে টিপুকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা এমনই অসঙ্গত শর্ত ছিল যে অগ্রাহ্য করা ছাড়া টিপুর আর কোন উপায় ছিল না।

বিতর্কের বিষয় সমাধানের জন্য টিপুর নিকট প্রতিনিধি পাঠাতে বা তার প্রতিনিধি গ্রহণ করতে কর্ণওয়ালিস রাজি না হওয়ায় এবং তদুপরি ক্ষতিপূরণের দাবি করায় প্রমাণ হয় যে তিনি শান্তি চাইতেন না। ইহা সত্য যে, ১৭৮৯ সালের নভেম্বরে রাজার সঙ্গে বিবাদের মীমাংসার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে টিপুকে বলবার জন্য কর্নওয়ালিস মাদ্রাজ গভর্নমেন্টকে নির্দেশ দেন।[১০০] কিন্তু প্রায় ২মাস বিলম্বের পর টিপু ঐ প্রস্তাব পেয়েছিলেন; তখন ২৯শে ডিসেম্বরের ঘটনাটা ঘটে গেছে। এই বিলম্বের জন্য টিপু দোষী ছিলেন না। সুতরাং তাকে মীমাংসার আর একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত হয়নি। মীমাংসা খুব সম্ভব হয়ে যেত। টিপুকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার প্রস্তাব প্রেরণ সম্বন্ধে বিলম্ব করায় হলণ্ডের মনোভাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে কর্ণওয়ালিস নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে ঐ প্রতিনিধি নিযুক্তির প্রস্তাব যদি ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৪৯ব পূর্বে টিপুর নিকট পৌছাতো তবে "ইহা একেবারে অসম্ভব নয় যে এর ভিতবের ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাবগুলি তাকে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করাব প্ররোচনা দিত।[১০১] কিন্তু টিপু যদি ২৯শে ডিসেম্বরের পূর্বে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন, তবে সেই তারিখের পর ঐগুলি অগ্রাহ্য করবার তার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ, মাদ্রাজ গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলকে লেখা তার পত্রগুলি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি রাজার সঙ্গে তার বিবাদ শান্তিপূর্ণ ভাবে নিষ্পত্তি করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস যুদ্ধ চেয়েছিলেন, শান্তি নয়। কারণ, সিক্রেট কমিটিকে যেমন তিনি জানিয়েছিলেন "আমাদের সৈন্য দলকে এখনকার চেয়ে অধিক নিয়মানুবর্তী কখনো দেখবার আশা করতে পারি না।"[১০২] সেরূপ মাদ্রাজ গভর্নর মেডোজ লিখেছিলেন "বর্তমানে আমরা স্থানীয় রাজশক্তিগুলি থেকে সাহায্য পাবার সম্পূর্ণ আশা রাখি, এবং তিনি (টিপু) ফ্রান্স থেকে কোন সাহায্য আশা করতে পারেন না।[১০৩] গভর্ণর জেনারেলের কাছে তার স্বদেশের "সম্মান" বৃদ্ধি ও স্বার্থ" সিদ্ধি করবার এটাই ছিল প্রকৃষ্ট সুযোগ।[১০৪]

টীকা

১। পান্নিকর, "মালাবার এণ্ড দি ডাচ", পৃঃ ৯৫।
২। "ডাচ রেকর্ডস্", নং ১৩, পৃঃ ১০৭।
৩। ঐঃ পৃঃ ১০৮।
৪। পান্নিকর, "মালাবার এণ্ড দি ডাচ", পৃঃ ৯৫।
৫। মেনন, "হিষ্ট্রি অব ট্রেভাঙ্কুর", পৃঃ ১৫৯।
৬। ফ্রেন্সিস্ ডে, 'দি লেণ্ড অব দি পেরুমৌলস", পৃঃ ১৪৪।
৭। ঐঃ।
৮। মাঃ রেঃ, তেল্লিচেরী কুঠির কাগজ, ২য়া এপ্রিল, ১৭৮০।
৯। মেনন, "হিষ্ট্রী অব ট্রেভাঙ্কুর" পৃঃ ২৩৯।

১০। মাঃ রেঃ, মিঃ, কাঃ, কঃ, রাজা মাদ্রাজ গভর্ণরকে, ১০ই জুন, ১৭৮৯, খণ্ড ৩৮, নং ৫৯।

১১। ভ লানয়কে ত্রিবাঙ্কুরীরা বন্দী করেছিল যখন তারা, ১০ই অগাষ্ট, ১৭৪১, কোলাচলে ওলন্দাজদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে। মার্তণ্ডবর্মা তাকে নিযুক্ত করেন তার দেহরক্ষী কয়েকটি সেনাদলকে শিক্ষা দেবার জন্য। লানয় এরাজ্যে অনেক নূতন দুর্গ তৈরি করেন, পুরাতনগুলির সংস্কার করেন; বিদ্রোহ দমনে এবং রাজ্যজয় পরিকল্পনায় তিনি রাজাকে সাহায্য করতেন। তার সামর্থ্য ও কাজের জন্য তাকে "জেনারেল" এবং ত্রিবাঙ্কুর সৈন্যের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। (মেনন, "হিষ্ট্রী অব ট্রেভাঙ্কুর", পৃঃ ১৩৬-১৩৭, ১৬৪)।

১২। মাঃ রেঃ, মিঃ, কঃ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০; পনে হলণ্ডকে, ১লা ফেব্রুয়ারি, খণ্ড ১৩৩সি, পৃঃ ৪১৫।

১৩। ঐঃ, ১লা জানুয়ারী, ১৭৯০; পনে হলণ্ডকে, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৭৮৯, খণ্ড ১৩৩এ, পৃঃ ৫।

১৪। ফ্রান্সিস ডে, "দি লেণ্ড অব দি পেরমোলস", পৃঃ ৫২, উইলক্স, (II), পৃঃ ৩৪০-৩৪১।

১৫। মাঃ রিঃ, মিঃ, কঃ, ১লা জানুয়ারি, ১৭৯০ ১৩৩এ পৃ ৫, ঐঃ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯০, খণ্ড ১৩৩ সি, পৃঃ ৪১৪, ৪১৬।

১৬। ওলন্দাজী কাগজপত্র, নং ১৩, পৃঃ ৭৫।

১৭। ফ্রান্সিস ডে, "দি লেণ্ড অব দি পেরমৌলস", পৃ ১৪৪।

১৮। উইল্কস ( ), পৃঃ ৩৪১।

১৯। মাঃ, রেঃ, মিঃ, কঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, পনে হলণ্ডকে ১লা ফেব্রুয়ারি, খণ্ড ১৩৩ সি, পৃঃ ৪১৬, মেনন, "হিষ্ট্রি অব ট্রেভাঙ্কুর" পৃঃ ১৫৫।

২০। হঃ, অঃ, হোম্ সিরিজ, বেনারমেন্ কোম্পানীকে ১৬ই মে, ১৭৮৮, খণ্ড ৮১, পৃঃ ৮-৯।

২১। ওলন্দাজী কাগজপত্র, নং ১৩, পৃ ৭০।

২২। মা রেঃ, মি, সান্ড্রি বুক ১৭৮৫, খণ্ড ৬৬ পৃঃ ২৭।

২৩। ভন লুইজেন "দি ডাচ, ঈ, আঃ, আঃ, কোঃ এণ্ড মাইশূর পৃঃ ৯৫-৯৬।

২৪। ঐ, পৃঃ ১৪৪।

২৫। ঐঃ, পৃঃ ১৪৭।

২৬। ঐঃ, পৃঃ ১৪৮।

২৭। ঐঃ, পৃঃ ১৪৯।

২৮। মাঃ রেঃ, মিঃ, কঃ, ২৬শে মে, ১৭৮৯ পনে হলণ্ডকে, ১৪ই মে খণ্ড ১২৭সি, পৃঃ ১৪৪৭।

২৯। ঐঃ, পৃঃ ১৪৪৭-১৪৪৮।

৩০। মাঃ রেঃ মিঃ কাঃ, কঃ, হলণ্ড রাজাকে, ১৭ই অগাষ্ট ১৭৮৯, খণ্ড ৩৮, নং ৭০, পৃঃ ১২১-১২২; এবং নেঃ, এঃ, সেক., প্রঃ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯, মাদ্রাজ বেঙ্গলকে, ১৬ই অগাষ্ট, কঃ নং ১।

৩১। গ্রন্থকারের "রাইজ এণ্ড প্রগ্রেস অব ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১০৪। ইহা সত্য যে, মাদ্রাজ ও কলকাতা এই উভয় স্থানের গভর্ণমেন্টই দুর্গগুলি খরিদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল, কিন্তু রাজা নিশ্চিত ছিলেন যে ভারত ও ইংলেণ্ড উভয় স্থানে টিপু-ভীতি থাকায় শেষে কোম্পানীর সাহায্য পাবেনই।

৩২। "মেমোয়ার্স অব টিপু সুলতান"—লেখক, জনৈক ইষ্ট ইণ্ডিযার কর্মচারী, পৃঃ ৪৪।

৩৩। মাঃ রেঃ, মিঃ, কঃ ২৮শে অগাষ্ট, ১৭৮৯, মাদ্রাজ বেঙ্গলকে, খণ্ড ১৩১এ, পৃঃ ২২৭৪-২২৭৫।

৩৪। ঐঃ ৩০শে অগাষ্ট, ১৭৮৯, মাদ্রাজ পনেকে, পৃঃ ২৩৮৬-২৩৮৭।

৩৫। ঐঃ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯, কর্ণওয়ালিসের পত্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, খণ্ড ১৩১বি ; পৃঃ ২৬৫৯-২৬৬১।
৩৬। ঐঃ, পনে হলণ্ডকে, ৯ই সেপ্টেম্বর, পৃঃ ২৬৬৩ ; মিঃ কাঃ কঃ, রাজা হলণ্ডকে, ২রা জুলাই, ১৭৮৯, খণ্ড, ৩৮, নং ৪৪, পৃঃ ৮৭-৮৯।
৩৭। "কব্বেটস্ পারলাম্ হিষ্ট্রি" xxviii, পৃঃ ১৩০২-১৩০৩ ; মাঃ রেঃ, মিঃ, কাঃ, কঃ, হলণ্ড রাজাকে, ১৬ই নভেম্বর ১৭৮৯, খণ্ড ৩৮, নং ১০৬। হলণ্ড বলেন যে, রাজা দুর্গ-ক্রয়ে কেম্পবেলের অনুমতি নেন নি। কারণ অনুমতি দিয়ে থাকলে "স্বাভাবিক রীতি" অনু-যায়ী তিনি তাকে তা জানাতেন। আগেই বলা হয়েছে কেম্পবেল রাজার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, পূর্বে পৃঃ ১৫৯ এবং পাদটিকা)।
৩৮। নেঃ এ. সেক., প্রঃ, ২৭শে জানুয়ারি, ১৭৯০, হলণ্ড কর্ণওয়ালিসকে, ৩রা জানুয়ারি, কঃ নং ১।
৩৯। পুঃ, রেঃ, অঃ, ৩০/১১/৫১, কর্ণওয়ালিস ডানডাসকে, ৫ই ডিসেম্বর, ১৭৮৯, ফঃ ১৬১এ-বি।
৪০। ঐঃ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৭৯১, ফঃ ৮৭এ। বড় বিস্ময়ের যে কেম্পবেল এরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ভুলে গিয়েছিলেন।
৪১। "কেব্বেটস্ পারল হিষ্ট্রি" xxviii, পৃঃ ১২৮৯।
৪২। গভর্ণর জেনারেলের পত্র, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৭৮৯, 'কেব্বেটস্ পারল হিষ্ট্রী" xxviii, পৃঃ ১২৮৯তে উদ্ধৃত।
৪৩। নেঃ এ., সেক., প্রঃ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ মাদ্রাজ বাঙ্গলাকে ১৬ই অগাষ্ট, কঃ নং ১।
৪৪। রস "কর্ণওয়ালিস (ii) পৃঃ ১২৬।
৪৫। "কেব্বেটস্ পারল হিষ্ট্রী" xxviii, পৃঃ ১২৯২।
৪৬। ঐঃ, পৃঃ ১২৮৯।
৪৭। ঐঃ।
৪৮। ওলন্দাজ কাগজপত্র, নং ১৩, পৃঃ ১২৫, ২২৮।
৪৯। ঐঃ।
৫০। দ্রষ্টব্য., মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ; ৫ই জানুয়ারি, ১৭৯০, টিপু রাজাকে, তারিখহীন, পৃঃ ৩৭ (টিপু 'ট্রিবিউট' বা "রাজস্ব" শব্দ ব্যবহার করেন) ; মাঃ রেঃ, মিঃ কাঃ, কঃ, টিপু হলণ্ডকে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯, খণ্ড ৩৮, নং ৯২, পৃঃ ১৬৯-১৭১ (এখানে "খাজনা" শব্দ ব্যবহৃত) ; ঐঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, খণ্ড ৩২, নং৫৯, পৃঃ ১২৫-১২৬। টিপু রাজা ও ওলন্দাজদের সঙ্গে তার বিবাদের সব কাগজ হলণ্ডকে পাঠান।
৫১। ভন লুইজেন, "দি ডাচ ই. আই. সি, এণ্ড মাইশুর", পৃঃ ১৫৫-১৫৬।
৫২। হায়দর, ও পরে টিপু পুনা সরকারকে কর দিতেন, কিন্তু এতে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যাহত হয়নি, এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ কখনো বরদাস্ত করেন নি।
৫৩। পুঃ, রেঃ, অঃ ৩০/১১/১৫১, কর্ণওয়ালিস্ ডানডাসকে, ২রা জানুয়ারি, ১৭৯০, ফঃ ৩এ।
৫৪। পূর্বের পৃঃ ১৫৭ দ্রষ্টব্য।
৫৫। পান্নিকার, "মালাবার এণ্ড দি ডাচ", পৃঃ ১১০।
৫৬। ভন্ লুইজেন "দি ডাচ ই. আই. সি ; এণ্ড মাইশুর", পৃঃ ১৫০ ও পরবর্তী।
৫৭। পঃ আ., পাণ্ডুঃ নং ১৩৩৭।
৫৮। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, টিপু হলণ্ডকে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯, খণ্ড ৩৮, নং ৯২, পৃঃ ১৬৯-১৭১।
৫৯। মাঃ রেঃ, মিঃ, কঃ, নভেম্বর, ১৭৮৯, পনে হলণ্ডকে, ২০শে অক্টোবর, খণ্ড ১৩১ সি, পৃঃ ২৯১১।
৬০। ঐঃ, ১লা জানুয়ারি, ১২৯০, খণ্ড ১৩৩এ। এর পূর্বে টিপু কয়েকবার রাজাকে লিখেন।

৬১। কাজটা সমাপ্ত হবার পরই রাজা ওলন্দাজদের দুর্গগুলি ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন, কারণ কর্ণওয়ালিস ও হলণ্ড এর পত্র থেকে মনে হয়েছিল কোম্পানী সেগুলি রক্ষার্থে সাহায্য দিবে না। ওলন্দাজরাও এই ভেবে ভয় পেয়েছিল যে, টিপু দুর্গ-আক্রমণ করলে রাজা তা বহুকাল রক্ষা করতে অপারগ হবেন এবং মহীশূরীরা তা দখল করে ত্রিবাঙ্কুরের মূল ভূভাগে না গিয়ে কোচীনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। ওলন্দাজরা তখন কোচীন রক্ষার ব্রতী হ'ল। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বরের খণ্ড যুদ্ধ সে-ভয় দূর করলো (ভন্ লুইজেন, "দি ডাচ ই ইঃ কঃ এণ্ড" মহিশূর", পৃঃ ১৫৭-১৫৯)।

৬২। মেনন "হিষ্ট্রি অ। ট্রেভঙ্কর" পৃ, ২১৯ ২২০।

৬৩। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ, ১লা জানুয়ারি, ১৭৯০ খণ্ড, ১৩৩এ।

৬৪। ঐঃ।

৬৫। সিন্‌হা "হায়দর আলী" পৃঃ ১৫৪।

৬৬। মাঃ রেঃ, মিঃ কা. কঃ, গভর্ণর রাজাকে, ১৭ই এপ্রিল, ১৭৮৮, খণ্ড ৩৭, নং ৩৬। পরে কর্ণওয়ালিসও রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন টিপু আর কোচীনরাজের বিবাদে মাথা না গলাতে। তিনি তাকে সাবধান করেছিলেন যে, এরূপ করলে টিপুর সঙ্গে যদি তার সংঘাত ঘটে, তবে ইংরেজরা তাকে সাহায্য দেবে না (হঃ অ, প এণ্ডসিক্রেঃ ডিপাঃ রেঃ কর্ণওয়ালিস সিক্রেট কমিটিকে, ৫ই নভেম্বর, ১৭৮৯)।

৬৭। পুঃ রেঃ কঃ, III নং ৫৩।

৬৮। নে. আঃ, পঃ প্রঃ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, টিপু হলণ্ডকে, ১লা জানুয়ারি, কঃ নং ৯।

৬৯। ঐঃ, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ পনে হলণ্ডকে, ৪ঠা জানুয়ারি, কঃ নং ৫।

৭০। ঐঃ মেকেঞ্জি, পৃঃ ১৬ উইল্‌কস, II, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮, এটা ভুল করে বলেছেন যে, মাত্র ২০ জন লোক এদের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিল। হতাহত মহীশূরীদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন উক্তি আছে। রাজা বলেন তারা ১০০০জন লোক হারিয়েছিল মেকেঞ্জির মতে হতাহত ছিল ১,৫০০ জন।

৭১। উইলকস্, I, পৃঃ ৩৫৮, নেঃ এ, সেক., প্র., ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ পনে কর্ণওয়ালিসকে ১০ই জানুয়ারি, ক. নং ১।

৭২। ঐ, টিপু হলণ্ডকে ১লা জানুয়ারি, ১৭৯০, কঃ নং ৯।

৭৩। ঐ, পনে কর্ণওয়ালিসকে, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ কঃ নং। মেলেট বলেছেন, টিপু আহত হন নি (পঃ রেঃ ক., (II) নং ৮১ ও ৮৮)।

৭৪। ঐঃ ৩রা ফেব্রুয়ারির ১৭৯০ পনে হলণ্ডকে, ৪ঠা জানুয়ারি, কঃ নং ৫।

৭৫। উইলক্‌স, (I) পৃ ৭৬১।

৭৬। রাজা মেডোজকে, ১লা মে, ১৭৯০; মেকেঞ্জি, পৃঃ ১৭, পাদটিকাতে উল্লিখিত, রাজা হলণ্ডকে, ১লা জানুয়ারি ১৭৯০, মেকেঞ্জি পৃঃ ১৮, পাদটিকাতে উল্লেখিত, ইঃ হিঃ রিঃ কাঃ XII, পৃঃ ১৪৫। রেকর্ড নং ১ অনুযায়ী, রাজার সৈন্যরা স্মারকচিহ্ন হিসাবে টিপুর সৈন্যদের থেকে একটা পতাকা ও তার দণ্ড নিয়েছিল।

৭৭। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২রা এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ১।

৭৮। মাঃ রেঃ মিঃ ডেচ: কোর্টকে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯০ খণ্ড ২০, পৃঃ ৬৯।

৭৯। পনে হলণ্ডকে ১৬ই জানুয়ারি, মেকেঞ্জিতে উল্লিখিত, পৃ. ২৮, পাদটিকা, তখন টিপুর সঙ্গে সৈন্য কত ছিল বলা শক্ত। ইংরেজদের হিসাবে অত্যুক্তি আছে। "তারিখ ই-টিপু" ফঃ ৯৮বি মতে টিপুর মাত্র দুই "কুশুন" বা প্রায় ২,০০০ জন সৈন্য ছিল।

৮০। মেকেঞ্জি (I) পৃঃ ২৯, পাদটিকা।

৮১। নে। আঃ, পঃ প্রঃ, ৩রা মার্চ, ১৭৯০, ক. নং ১।

৮২। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, টিপু হলণ্ডকে, ২১শে জানুয়ারি, ১৭৯০, প্রাপ্ত, কঃ নং ৯।

৮৩। মাঃ রেঃ, মিঃ কাঃ কঃ, টিপু হলওড়কে, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, খণ্ড ৩৯, নং ৫৯, পৃঃ ১২৫-২৯।
৮৪। মেকেঞ্জি (1), পৃঃ ২৯-৩১।
৮৫। নেঃ আঃ পঃ প্রঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯০, টিপু হলওড়কে, ১লা জানুয়ারি, কঃ নং ৫।
৮৬। ঐঃ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, টিপু পনেকে ২৬শে জানুয়ারি, প্রাপ্ত কঃ নং ৭।
৮৭। ঐঃ, ১৪ই মে, ১৭৯০, কঃ নং ১১।
৮৮। ঐঃ, কঃ নং ১৫।
৮৯। ঐঃ, কঃ নং ৮।
৯০। মেকেঞ্জি (1), পৃঃ ৩১।
৯১। ঐঃ, পৃঃ ৩৬।
৯২। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২রা জুন, ১৭৯০, পনে মাদ্রাজকে, ৭ই মে, কঃ নং ১০।
৯৩। ঐঃ, ১৪ই মে, ১৭৯০, পনে কর্ণওয়ালিসকে, ১৮ই এপ্রিল, কঃ নং ৮।
৯৪। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯।
৯৫। ঐঃ, ১লা জানুযারি ১৭৯০, প্রেসিডেন্টের বিবৃতি খণ্ড ১৩৩এ, পৃঃ ২১-২৩।
৯৬। মাঃ রেঃ, মিঃ কাঃ কঃ, টিপু মাদ্রাজ গভর্ণরকে, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯০, নং ৫৯, খণ্ড ৩৯ পৃঃ ২৫-২৬।
৯৭। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ১৭ই মার্চ, ১৭৯০, মেডোস কর্ণওয়ালিসকে এবং কর্ণওয়ালিসের জবাব কঃ নং ৫।
৯৮। কেরেরেটস, "পাবল হিষ্ট্রী" XXVIII, পৃঃ ১৩৩৮।
৯৯। পুঃ রেঃ কঃ (III), নং ১১১।
১০০। নেঃ এ., সেক, প্রঃ, ১৩ই নভেম্বর, ১৭৮৯, কঃ নং ১।
১০১। নেঃ এ. পঃ প্রঃ, ২রা এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ১ ;
১০২। ইঃ অঃ, রেঃ সিঃ সেঃ, খণ্ড ১ (প্রথম সিরিজ) কর্ণওযালিস সিক্রেট কমিটিকে, ১২ই এপ্রিল, ১৭৯০, নং ১৭।
১০৩। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ১০ই মার্চ, ১৭৯০ কঃ নং ৪।
১০৪। ঐঃ।

১২

টিপুর বিরুদ্ধে মৈত্রী-জোট

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৭ সালে মারাঠাদের সঙ্গে কোন আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধাত্মক মৈত্রীতে বদ্ধ হতে পারেন নি, কারণ টিপুর দিক থেকে আক্রমণাত্মক কোন কিছু না থাকায় ১৭৪৪ সালের "ইণ্ডিয়া এক্টের" লঙ্ঘন হ'ত। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর রক্ষা-লাইনসের উপর তথাকথিত আক্রমণে আইনের নিষেধ থেকে গভর্ণর জেনারেল মুক্ত হন তৎক্ষণাৎ তিনি টিপুর বিরুদ্ধে এক মৈত্রী-জোট সংগঠনে মনোযোগ দেন। তিনি ভারতীয় রাজাদের, বিশেষ করে মারাঠাদের, সাহায্য লাভে ব্যগ্র ছিলেন যাতে "কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফরাসীদের সাহায্য লাভ নিবারিত হবার জন্য যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়।"[১] আলাপ আলোচনা যাতে সফল হয়, তোষামোদ ও প্রলোভনের আশ্রয়ও তিনি নিয়েছিলেন। ভয়ও দেখাতেন আর হিন্দুরাজাদের ধর্মানুভূতিতে নাড়া দিতেন।

পুনরায় কোম্পানীর প্রতিনিধি মেলেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কোম্পানীর একজন মিত্র-রাজার উপর টিপুর আক্রমণের খবর পেশোয়াকে জানাবার জন্য। আর, টিপু ও তার পিতার হাতে মারাঠারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার প্রতিশোধ নেবার এই শুভ সুযোগ গ্রহণ করে সাগ্রহে ও সোৎসাহে আমাদের সঙ্গে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য তাকে প্ররোচনা দিতে" বলা হয়।[২] কর্ণওয়ালিস মেলেটকে নির্দেশ দেন, নানা যদি মৈত্রী-জোটে যোগদানে অসম্মত হন তবে তাকে সাবধান করতে যে "আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে যুদ্ধের সম্মানজনক পরিণতি ঘটাতে আমাদের নিজেদের শক্তি যথেষ্টই আছে ; কিন্তু কাজের ভারটা যদি সম্পূর্ণ রূপে আমাদের উপরই চাপানো হয়, তবে আমাদের যে সব বন্ধু শুধু দর্শক মাত্র হয়েই রইলেন, ভবিষ্যৎ আলোচনা-ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ-রক্ষার কর্তব্য আমাদের আছে বলে বোধ হয় মনে করব না।"[৩] কর্ণওয়ালিস রঘুজী ভোসলের[৪] নিকট এক পত্রে লেখেন, "ঈশ্বরের আশীর্বাদে (টিপুর) এই প্রতারণামূলক কাজে আমার একটা সুযোগ ঘটছে যাতে করে সন্ধি পত্রে আমার আস্থা এবং এক শত্রুর কবল থেকে আমার বন্ধুদের রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। এই শত্রুর উচ্চাভিলাষ জগতে বিদিত, মারাঠা রাজ্যের ক্ষতি এঁর দ্বারা প্রচুর হয়েছে। আমার সন্দেহ নেই, মারাঠা পতিরা নিজেদের কর্তব্য ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তার স্বর্গত পিতা কর্তৃক অন্যায় ভাবে গৃহীত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারেরও

ক্ষতিপূরণের এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। সন্দেহ নেই, তারা মিলিত হবেন এমন লোককে শাস্তি দিতে যে সমগ্র মানব জাতির শত্রু, যে হিন্দু এবং সকল সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[৫] পেশোয়া ও কোম্পানীর ভিতর মিত্রতা সাধনের জন্য পুনাকে প্রভাবান্বিত করতে অনুরোধ করে অনুরূপ পত্র মহাদজী সিন্ধিয়া এবং তুকজী হোলকারকে লেখা হয়।

কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবে হোলকারের উত্তর নৈরাশ্য জনক ছিল; কারণ, তিনি নিজেই শুধু ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিতে অসম্মত হননি, নিজাম ও পেশোয়াকেও সেরূপ করতে পরামর্শ দেন। তিনি টিপুর সঙ্গে মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং যখন তারা তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, তিনি প্রতিবাদ জানালেন ইংরেজের সঙ্গে তারা মৈত্রী স্থাপন করেছেন এই বলে।[৬]

অন্যদিকে, সিন্ধিয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার ব্যক্তিগত সহায়তাদানে ইচ্ছুক ছিলেন। পেশোয়া ও ইংরেজদের ভিতর মিলনে যাতে বিলম্ব না ঘটে এজন্য তিনি পুনা যাত্রা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তার শর্ত এই ছিল যে তার অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানে তার রাজ্য ইংরেজরা রক্ষা করবে; আর কর্ণওয়ালিস জয়পুর ও যোধপুরের রাজাদের মারাঠাদের অধীনে আসতে রাজি করাবেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এসব শর্ত অগ্রাহ্য করেন কারণ এতে রাজি হলে কোম্পানী নানা ঝামেলায় পড়ে যাবে।[৭]

এ ছাড়া, সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় কর্ণওয়ালিসের কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ, তার মৈত্রী প্রস্তাব পুনা গভর্ণমেণ্ট সাদরে গ্রহণ করেছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০, পুনা গভর্ণমেণ্ট সরকারী ভাবে মেলেটকে জ্ঞাপন করলো যে টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণে তারা কোম্পানীর সহযোগী হবে।[৮] তবু, কিছু বাধাবিপত্তির পর সন্ধির চূড়ান্ত শর্তগুলি গৃহীত হতে পেরেছিল। কারণ, মারাঠাদের সঙ্গে মিলনে ইংরেজদের স্পৃহার সুযোগ নিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে মৈত্রী-জোটে যোগদানের পূর্বে লাভজনক শর্ত আদায় করতে নানা চেয়েছিলেন।

মেলেটের সঙ্গে কয়েকবার মিলিত হবার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি নানা বেরো পাণ্টের মাধ্যমে পেশোয়া ও নিজামের নাম করে তাকে ১০ দফা শর্ত সহ প্রাথমিক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এগুলিই আলোচনার ভিত্তি হয় এবং পরে কিছু রদবদল সহ গৃহীত হয়। মুখ্য শর্তগুলি এই:—বর্তমানে টিপুর অধিকৃত পেশোয়ার পুরাতন রাজ্যখণ্ডগুলি পেশোয়াকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আর ক্ষুদ্র রাজ্য কুড্ডীপ নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হবে; বিভিন্ন জেলার পুরাতন 'জমিদার' ও 'পলিগার'-গণকে সে সব স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে; ঐ পুনর্বাসনের "নজরাণা" পক্ষত্রয়ের ভিতর—কোম্পানী, পেশোয়া ও নিজাম—সমভাবে বণ্টন করা হবে; পেশোয়ার পুরাতন "পেশকুশ" বা খাজনা তাকে দিতে হবে; টিপুর "খালসা" ভূমি (রাজার খাস জমি) চুক্তিবদ্ধ ত্রি-পক্ষের ভিতর সমভাবে ভাগ করা হবে; পেশোয়া অন্যান্য

পক্ষদের সম্মতিক্রমে সন্ধি করতে পারবেন; এবং সন্ধির পর টিপু যদি কোন এক পক্ষকে আক্রমণ করেন, তবে অনুরোধ করলে অন্য পক্ষরা আক্রান্ত পক্ষের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।[৯]

মেলেট যদিও খসড়াটিতে সন্তুষ্ট হন তবুও, তিনি একে অসম্পূর্ণ মনে করেন এবং "শর্তগুলি কোম্পানীর যতটা সম্ভব অনুকূলে রাখবার জন্য" খসড়ার কোন কোন শর্তের সমালোচনা করেছিলেন।[১০] টিপুর 'খালসা' সম্পত্তি চুক্তিবদ্ধ শরিকদের ভিতর সমভাগে বণ্টন করা হবে এ শর্তটির তিনি বিরোধী ছিলেন। এর পরিবর্তে তিনি প্রস্তাব রাখেন যে সন্ধির ভাগবাটোয়ারা সমভাবে ও পারস্পরিক রীতিতে হতে পারে একমাত্র তখনই যদি প্রত্যেক পক্ষ একই সময়ে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু ইংরেজরা যদি প্রথম যুদ্ধে নামে এবং টিপুর রাজ্যেব কোন অংশ দখল করে নেয়, সে অংশ ভাগবাটোয়ারার মধ্যে পড়বে না এবং তা একমাত্র ইংরেজ কোম্পানীরই অধিকারে থাকবে। কিন্তু যে সময় থেকে পেশোয়া ও নিজামের সৈন্যদল শত্রু রাজ্যে প্রবেশ করবে, তখন থেকে সমস্ত বিজিত সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হবে,—পেশোয়ার পুরাতন সম্পত্তিতে কোন নিজস্ব দাবি থাকবে না।[১১]

প্রথমটায় নানা এই সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন কিন্তু পরে গ্রহণ করেন, যখন এই অনুবিধি যুক্ত হয় যে, রাজ্য ভাগবাটোয়ারার সময় বিভিন্ন পক্ষের রাজ্য সীমার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অভিপ্রায় ও সুবিধাগুলি যথোপযুক্ত বিবেচনা করা হবে।[১২]

মেলেট খসড়ার অন্য আর একটি শর্ততেও আপত্তি ছিলেন, যাতে বলা হয় যে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদের সম পরিমাণ সামরিক-শক্তি যোগাতে হবে। তার বিকল্প প্রস্তাব হ'ল "প্রতিপক্ষ অবস্থানুসারে পর্যাপ্ত সৈন্য যোগাবে, তাদের সাধ্যমত এবং সততার সহিত। এক পক্ষের সম্ভব হবে না অন্য পক্ষের সৈন্য সংখ্যা গুনতি করার, সুতরাং পরস্পর বিশ্বাসই কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করবে"।[১৩] কিন্তু এ বিষয়েও পরিশেষে একটা রফা হয়। সেটা হ'ল, এই যে, মিত্র-পক্ষ পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবে, কিন্তু তারা প্রত্যেকে ২৫,০০০-এর কম সৈন্য নিয়ে আসবেনা।[১৪]

সমস্ত বিতর্কমূলক বিষয়ের নিষ্পত্তি হ'ল বলে ২৯শে মার্চ মেলেট পুনা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা প্রাথমিক চুক্তি নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু এর চূড়ান্ত রূপায়ণ ও মঞ্জুরির পূর্বে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা ও বাধাবিঘ্ন দূরীকরণের দরকার ছিল যেমন, নিজামের হয়ে কাজ করবার ক্ষমতা পেশোয়ার কী কী ছিল? পুরাতন "জামদার" ও "পলিগার" বলতে কী বোঝায়? আর, "জেলা" শব্দের সঠিক সংজ্ঞা কী? এ ছাড়া, টিপুর প্রতিনিধিদের পুনায় অবস্থিতির ব্যাপারটাও

ছিল ; তারা কোম্পানী ও পেশোয়ার মধ্যে মৈত্রী যাতে না ঘটে তার চরম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

টিপুর সাবেকী সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ ছাড়াও মহীশূর গভর্ণমেণ্টের আশ্রিত "জমিদার" ও "পলিগার"দের কাছ থেকে নানা খাজনার একটা অতিরিক্ত দাবি করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথম দিকে এ দাবিতে আপত্তি করেন এবং স্পষ্ট বলেন যে বিজিত অংশের একতৃতীয়াংশ ছাড়া অতিরিক্ত "জমিদার" ও "পলিগার"দের খাজনা মারাঠারা পেতে পারে না ; কিন্তু এই খাজনা তাদের প্রাপ্য একতৃতীয়াংশের ভিতর হিসাব করা যেতে পারে।[১৫] যাই হোক্, রাণা দাবি না ছাড়ায় লর্ড কর্ণওয়ালিসকে রাজি হতে হয়। গভর্ণর জেনারেল কেন রাজি হন তা তিনি কেন্নাওয়েকে লিখিত এক পত্রে প্রকাশ করেছেন। "যদিও মারাঠাদের সঙ্গে আমাদের সান্ধতে কাঁটায় কাঁটায় সাম্য-নীতি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, তবুও এ যুদ্ধে তাদের আন্তরিক ও অবিলম্বিত সহযোগিতা পাওয়া আমাদের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান এবং আমি বরং পরিকল্পিতভাবে তাদেব কিছু সুবিধা দেব, কিন্তু তাদের সৈন্যদলের কর্মারম্ভে দেরি করব না।[১৬]

আমরা দেখেছি, ২৯শে মার্চের খসড়া সন্ধিপত্রে নানা রাজি হয়েছিলেন যে যুদ্ধে তিনি কোম্পানীর একটা সেনাদলকে নিযুক্ত করবেন। পরে তিনি বললেন যে এখন যখন বহু পরিমাণ মারাঠা সৈন্য তাকে নিযুক্ত করতেই হবে, কোম্পানীর সৈন্যের প্রয়োজন আর নেই। তার মনোভাবের এই পরিবর্তন হয় কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ তার মনে হয় কোম্পানীর ফৌজের ব্যয় বহন করতে হবে পেশোয়াকে, যদিও এর সামরিক কাজে লাভবান হবে পেশোয়া ও কোম্পানী উভয়েই। দ্বিতীয়তঃ তিনি দেখলেন যে বর্ষা আগত প্রায়, এ সময় যুদ্ধোদ্যম বন্ধ রাখতে হবে। তখন সেনাদলটির কর্ম প্রচেষ্টা পেশোয়া গভর্ণমেণ্টের খরচের সমানুপাতিক হবে না। সবশেষে, তিনি নিরপেক্ষতার ভান দেখিয়ে টিপুর নিকট থেকে অর্থপ্রাপ্তির জন্য ইংরেজদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চাননি, কিন্তু মেলেটের যুক্তি হ'ল যে খরচ বেশি পড়বে না এবং কোম্পানীর সেনাদলকে সাহায্য করতে রাজি না হলে শুধু যে সামরিক উদ্যম ব্যাহত হবে তাই নয়, পেশোয়া সন্ধির মর্ম অনুযায়ী কাজ করেন নি বলে দায়ী বিবেচিত হবেন। এইসব আলোচনার ফলে পরিশেষে মেলেট তার কূটনৈতিক কৌশলে খসড়া সন্ধির শর্তমত কাজ করতে এবং কোম্পানী সৈন্য গ্রহণ করতে নানাকে রাজি করাতে পেরেছিলেন।[১৭]

মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ উভয় পক্ষের সন্তোষমত সমস্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের সমাধান হয়। নানা কিন্তু সন্ধিপত্র সম্পূর্ণ করতে বিলম্ব করলেন, কারণ টিপুর "উকিল"রা পুনাতে অবস্থান করে পেশোয়া কর্তৃক সন্ধি অনুমোদন রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন।[১৮] তারা ১৯শে মে পুনাতে লক্ষ্মণ রাও রাস্তের সঙ্গে এসেছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর অর্থ ও প্রভূত ভূ-সম্পত্তিদানের

প্রতিশ্রুতি, যাতে করে ইংরেজের বিরুদ্ধে পেশোয়ার সাহায্য পাওয়া যায়, সেটা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে নিরপেক্ষতা।[১৯] "উকিল"রা সাধারণ্যে গৃহীত হন এবং ৮ই জুন তাদের সঙ্গে নানাব সাক্ষাৎকার হয়। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগদান করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু "উকিল'দের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন এবং তাদের মনে এই ধারণা আনতে চেষ্টা করেন যে তিনি ইংরেজের সঙ্গে জোট বাঁধবেন না।[২০] অন্যদিকে, কর্ণওয়ালিস যদিও নিশ্চিত ছিলেন যে, "বর্তমানে অবস্থা সন্দেহজনক দেখালেও মারাঠারা শেষকালে তাদের নির্দিষ্ট কাজ করবেই।"[২১] তবুও পুনাতে "উকিল"দের উপস্থিতি বিপদের সম্ভাবনা পূর্ণ বলে মনে করতেন। এ ছাড়া, পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাবার জন্য কর্ণওয়ালিস সন্ধিপত্রে যুক্ত করায় আর বিলম্ব করতে চাননি। সুতরাং তার নির্দেশমত মেলেট টিপুর "উকিল"দের পুনায় উপস্থিতি ও তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শনে ঘোরতর আপত্তি নানাকে জানান। তিনি তাদের বিদায় দেবার জন্য এবং কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জরুরি তাগাদা দিতে থাকেন। ফলে, ১লা জুন, ১৭৯০, এক আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধাত্মক সন্ধি ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে মেলেট এবং পেশোয়া ও নিজামের পক্ষে নানার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। মেলেট বুদ্ধির কৌশলে 'উকিল'দের হারিয়ে পেশোয়ার দ্বারা সন্ধি অনুমোদন করান। তা সত্ত্বেও "উকিল"রা তখনো সন্ধি বানচাল করবার আশায় থেকে গেলেন। নানা তাদের উপস্থিতি সহ্য করে চলছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে শ্রীরঙ্গপটম থেকে আনীত টাকা যদি কোন রকমে তার হস্তগত হয়। কিন্তু দরবারী চার্জ' ও ১৫ লক্ষ টাকা তাদের কাছ থেকে হাত করার পর তিনি ৪ঠা অগাষ্ট তাদের বিদায়ী সংবর্ধনা জানান এবং ১৭ই অগাষ্ট নাগাদ তারা পুনা ত্যাগ করেন।[২২]

এই সন্ধি অনুযায়ী মারাঠারা ও নিজাম প্রত্যেকে অন্ততঃ ২৫,০০০জন সৈন্য নিয়ে টিপুর রাজ্যের উত্তর খণ্ড তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করবে এবং বর্ষাকালের পূর্বে ও ভিতরে তার রাজ্যের যতটা সম্ভব গ্রাস করবে। কিন্তু বর্ষার পর তারা টিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরো জোরালো করবে এবং গভর্ণর জেনারেল তাদের অশ্বারোহী সেনা চাইলে পর তার ১ মাসের মধ্যে তাকে ১০,০০০জন অশ্বারোহী সৈন্য দেবে। এই সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে কর্মতৎপর থাকবে এবং ইংরেজ কোম্পানীর খরচে পোষিত হবে। নিজাম ও মারাঠারা উভয়ে দু'বেটালিয়ন গোরা সৈন্য পাবে, আর কোম্পানীর খরচের হারে পেশোয়া ও নিজাম তাদের খরচ বহন করবে। সমস্ত বিজিত ভূখণ্ড সমভাবে ভাগ করা হবে, যদি না ইংরেজরা প্রথমে যুদ্ধে নেমে অন্যান্য মিত্র-শক্তি রণাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে শত্রু রাজ্যের কোন অংশ দখল করে। সে-ক্ষেত্রে ঐ অংশে মিত্রদের কোন দাবি থাকবে না। 'পলিগার' ও 'জমিদার'দের যারা পূর্বে পেশোয়া এবং নিজামের অধীনে ছিলেন বা যারা ভূ-সম্পত্তি থেকে

অন্যায়ভাবে হায়দর আলী বা টিপু স্থলতান দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিলেন তারা 'নজর' প্রদান করলে স্ব স্ব স্থানে পুনর্বসতি পাবেন। 'নজরে'র টাকা সমভাবে ত্রি-শক্তির ভিতর বণ্টন করা হবে, কিন্তু পরে তারা পেশোয়া বা নিজামের সামন্ত রাজা হয়ে থাকবে। ঐ সব 'পলিগার' ও 'জমিদার'দের নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এটাও চুক্তিভূত করা হয় যে যুদ্ধে বিরতি দেওয়া হবে পরস্পরের সম্মতি নিয়ে, এবং সন্ধির পর টিপু যদি চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষকে আক্রমণ করে, অন্যরা তার বিরুদ্ধে মিলিত হতে বাধ্য থাকবে।[২৩]

ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি কেন্নাওয়ে নিজামের সম্মতি লাভে চেষ্টিত ছিলেন। "সালবাই সন্ধিতে তিনি জড়িত ছিলেন বলে" নিজামের পক্ষ থেকে সন্ধি শর্ত ঠিক করার ক্ষমতা পুনা গভর্ণমেণ্ট দাবি করতো।[২৪] সে জন্য, মেলেট ও নানার সঙ্গে আলোচিত ২৯শে মার্চের সন্ধির খসড়া নিজামের স্বীকৃতির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু নিজাম তার পক্ষ হয়ে পুনা গভর্ণমেণ্টের কাষকলাপের দাবি অগ্রাহ্য করেন। 'মারাঠা আধিপত্য থেকে নিজকে মুক্ত করতে" উদগ্রীব হয়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে একটা পৃথক সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, যদিও তিনি খসড়াটি মূলতঃ স্বীকার করেন তথাপি, এর শর্তগুলিতে তার কিছু আপত্তি ছিল। খসড়ার দশম ধারায় উল্লিখিত ভাগবাটোয়ারার পদ্ধতিটি তিনি অনুমোদন করেননি। এই ধারা মতে, 'জমিদার' ও 'পলিগার'দের কাছ থেকে পেশোয়া প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা খাজনা পাবেন, যা মিত্র শক্তির বিজিত স্থানের একতৃতীয়াংশের অতিরিক্ত।[২৫] "পক্ষত্রয় সমভাবে যুদ্ধের খরচ ও কঠোরতার ভাগী হবে" তাই নিজাম এই ধারাটিকে তার ও ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে অত্যন্ত অবিচারমূলক মনে করেন। স্থতরাং তার প্রস্তাব ছিল যে 'সমগ্র বিজিত রাজ্য ও সম্পত্তি মিত্রশক্তিদের ভিতর সমভাবে ভাগ করা হোক।[২৬]

নিজাম আরো চাইলেন যে, টিপুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মূলক মৈত্রীকে আরো ব্যাপক করা হোক।[২৭] অর্থাৎ, শুধু টিপুর দ্বারা নয়, অন্যান্য যে-কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে ইংরেজ কোম্পানী এবং হায়দরাবাদ গভর্ণমেণ্ট পরস্পরকে সাহায্য করবে। নিজাম এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য দৃঢ়তা দেখান, কারণ তার ভয় ছিল যে তার সৈন্যরা টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় মারাঠারা তার রাজ্য দখল করে নিতে পারে। তিন বৎসর পূর্বে মারাঠা মহীশূরী যুদ্ধের সময় এই রকমই হয়েছিল। তখন তুকজী হোলকার টিপুর সঙ্গে যোগ সাজশে বিশ্বাস ঘাতকতা করে তার রাজ্য আক্রমণ করেন—হায়দরাবাদ সৈন্য তখন মহীশূরীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। নিজামের ভয় ছিল, হোলকার তখন যা করে ছিলেন, হরিপাণ্ট এখন তা-ই করতে পারেন। এজন্যই তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যাতে সন্ধি পত্রে এমন একটা ধারা থাকে যাতে তার রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষিত রাখবার নিশ্চয়তা থাকাবে।[২৮]

নিজামের কতগুলি আপত্তি কর্ণওয়ালিস মেনে নেন এবং ২৯শে মার্চের খসড়া সেই মতো পরিবর্তিত হয়। মিত্র-পক্ষের সম্ভাব্য বিজিত স্থানের এক তৃতীয়াংশ ছাড়াও পেশোয়ার মত নিজামকে কয়েকটি জেলার খাজনা নবাব অধিকার দেওয়া হয়।[২৯] তবু নিজাম সন্তুষ্ট না হয়ে মূল ভাগ বাটোয়ারায় ১২ লক্ষ টাকা আয়ের জেলা সমূহ পেশোয়াকে সমর্পণ করায় আপত্তি করেন। মেলেট কিন্তু ঐ পরিমাণ অর্থে পেশোয়ার দাবি অযৌক্তিক বলে মনে করেন নি। বিশেষতঃ যখন টিপুর শক্তি উৎখাত করে মহীশূর রাজ্য বিভক্ত করা হবে তখন পেশোয়া তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবেন।[৩০] ইহা ছাড়া, মেলেট যুক্তি দেখান যে পেশোয়াকে দেয় রাজস্বও বাদ দিয়ে হিসাব করলেও মূল ভাগবাটোয়ারা পৃথক পৃথক ভাগাভাগির চাইতে নিজামের পক্ষে বেশি লাভদায়ক। মারাঠারা তাই চেয়েছিল, কিন্তু তা গৃহীত হলে কুড্ডাপা ছাড়া নিজাম কিছুই পেতেন না, কারণ দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্রই মারাঠাদের দাবি ছিল।[৩১] কিন্তু সেক্ষেত্রে পেশোয়ার দাবি অযৌক্তিক হলেও কর্ণওয়ালিস "প্রায় যে-কোন ক্ষতি-স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন যদি বর্তমান যুদ্ধে পেশোয়া গভর্ণমেন্টের ত্বরিত ও বলিষ্ঠ সহায়তা পাওয়া যায়।[৩২] সুতরাং মেলেট কেন্নাওয়েকে অনুরোধ করেন নিজামকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার জন্য। কিন্তু নিজাম যদি অবিচল থাকেন, তবে তাকে বলা হবে যে "পেশোয়া বিশেষ সুবিধায় যা পাবেন তার এক তৃতীয়াংশ ৪ লাখ টাকা, কোম্পানী ভাগবাটোয়ারায় নিজের অংশ থেকে দেবে।[৩৩] তার রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখবার নিশ্চয়তা দিয়ে সন্ধি পত্রে একটি পৃথক ধারা সন্নিবেশিত করা সম্বন্ধে নিজামের দাবির প্রসঙ্গে কর্ণ-ওয়ালিসের যুক্তি হ'ল যে, মারাঠারা যখন সোৎসাহে ও সহৃদয়তার সঙ্গে মিত্রসঙ্ঘে যোগ দিয়েছে তখন ' পেশোয়ার মন্ত্রীদের অসন্তোষের হেতু হতে পারে এমন কোন লিখিত ঘোষণা করা অসঙ্গত হবে"।[৩৪] যদি মারাঠারা আপত্তি না করে, তবে তিনি অবশ্য একটা অতিরিক্ত ধারা যোগ করতে পারেন যাতে "মিত্র সঙ্ঘের দুই শরিকের ভিতর মত ভেদ দেখা দিলে তৃতীয় শরিক মধ্যস্থতা করে যথাসাধ্য ঐ মত ভেদের ন্যায়সঙ্গত আপস নিষ্পত্তি করতে বাধ্য থাকবে"।[৩৫] কিন্তু এই ধারাটির সংযোজনেও নিজাম নিঃশঙ্ক না হওয়ায় কর্ণওয়ালিসকে গোপনে এই নিশ্চয়তা দিতে হয় যে মারাঠারা আক্রমণ করলে কোম্পানীর সাহায্য তিনি পাবেন নিজামকে বলার জন্য কেন্নাওয়েকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে মারাঠারা তাদের একজন মিত্র পক্ষের দেশ আক্রমণ করার মত উদ্ধত আচরণ কখনো দেখাবে না। কিন্তু নিজাম "বর্তমান যুদ্ধে আমাদের সহযোগে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারাঠারা বা অন্য যে-কোন রাজশক্তি যদি, তার রাজ্যে ক্ষতি বা বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে কোম্পানী আপন আত্মসম্মান রক্ষার্থে সমগ্র শক্তি প্রয়োজন মত নিয়োজিত করে তার থেকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বাধ্য থাকবে"।[৩৬]

এই প্রতিশ্রুতিও প্রথম দিকে নিজামকে সন্তুষ্ট করেনি। ইংরেজদের সহযোগী

হয়ে নিজামের যুদ্ধে যোগদানে বিরোধী শামশুল উমারার নেতৃত্বে টিপু—সমর্থক দল অবিরত নিজামের মারাঠা আক্রমণ ভীতি সতেজ ও সজীব রেখেছিল। কিন্তু পরিশেষে কেন্নাওয়ে তার কূট নীতিক বুদ্ধি ও চতুরতায় নিজামের ভয় দূর করতে সফল হন, সন্ধিপত্রে নিরাপত্তার জামিন স্বরূপ কোন ধারার যোগ করার দাবি তিনি ছেড়ে দেন।

এইভাবে, নিজামের একটা পৃথক সন্ধি করার দাবির প্রশ্নেরও কেন্নাওয়ে নিষ্পত্তি করলেন। আগেই বলা হয়েছে নিজাম ইংরেজদের সঙ্গে একটা পৃথক সন্ধি কেন চাইতেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এর বিরোধী ছিলেন, কারণ এর দরুণ শান্তি-সন্ধির সময় জটিলতা দেখা দেবার কথা। এছাড়া, পৃথক সন্ধি শর্ত থাকা নিষ্প্রয়োজন ছিল, যখন পেশোয়ার প্রস্তাবিত শর্ত থেকে সেগুলি বিভিন্ন নয়। নিজাম নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি শুধু ২৯শে মার্চের সন্ধির খসড়ার শর্তগুলি সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন, মূল সন্ধি সম্বন্ধে একমত ছিলেন। এখন যখন তার আপত্তি গ্রাহ্য করে কর্ণওয়ালিস সেমতে সন্ধি শর্তে পরিবর্তন করলেন, তখন পৃথক সন্ধির আর কোন দরকার রইল না। গভর্ণর জেনারেলের মতে "সন্ধিশর্তগুলি মূলতঃ যখন হুবহু এক, তখন ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী চুক্তিটি একই দলিলে সম্পাদিত হওয়াই সম্পূর্ণ সমীচীন।"[৩৭] কিন্তু নিজাম এ-প্রস্তাবে রাজি হলেন না। কর্ণওয়ালিস তখন কেন্নাওয়েকে লেখেন যে "যদিও আমার মতে তিনপক্ষ একই সন্ধিপত্রে মৈত্রী সম্ভব স্থাপন করাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়, তবু, আপনি মহামান্য নিজামকে আশ্বাস দেবেন যে যদি আমার মতের বিরুদ্ধে তিনি সেই রকম কিছু চান তবে আমি শুধু পৃথক সন্ধিপত্রেই স্বাক্ষর দেবনা কিন্তু মেলেটের সম্পাদিত সন্ধিপত্রে সামান্য যা কিছু পরিবর্তন আপনার সম্মতি মত হয়েছে সেসবও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে তার অন্তর্ভুক্ত করবো।"[৩৮] দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার পর, ৪ই জুলাই, ১৭৯০ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এবং নিজাম অন্য একটা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন; তার শর্তসমূহ ১লা জুন পেশোয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধির প্রায় অনুরূপ।[৩৯]

ইংরেজ, মারাঠা আর নিজামে মৈত্রীসম্ভব স্থাপনের চেষ্টা কালে কর্ণওয়ালিস টিপুর সামন্তরাজ ও অবাধ্য প্রজাগণের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্যও কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। মালাবার দলপতিদের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার প্ররোচনা দেবার জন্য তিনি বম্বে গভর্ণমেন্টকে লিখেছিলেন, এবং তাদের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তাদের আশ্বাস দেওয়া হবে যে তাদের ভূমিখণ্ড তারা ফিরে পাবেন এই শর্তে যে তারা "যৎ সামান্য খাজনা" দিয়ে কোম্পানীর আশ্রিত হবেন এবং তাদের দেশের "মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে কোম্পানী বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে।"[৪০]

৮ই অগাষ্ট, ১৭৯০ তেল্লিচেরীর ইংরেজ অধিনায়ক রবার্ট টেলর ভবিষ্যতে স্থায়ী সন্ধির ভূমিকা স্বরূপ নিম্নোক্ত শর্তগুলিতে কেন্নানুরের বিবির স্বাক্ষর করাতে পারলেন,

প্রথমতঃ বর্তমান যুদ্ধে বিবি তার কেন্নানুর দুর্গ কোম্পানীর সৈন্যদের সংরক্ষণে থাকতে দেবেন এবং ইংরেজ সৈন্যদের যাত্রার একদিন পূর্বে দুর্গ-প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তার মেয়ের স্বামী ও একজন মন্ত্রীকে প্রতিভূ স্বরূপ পাঠিয়ে দেবেন। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য-অধিকার নীতি তিনি গ্রহণ করবেন এবং সুবিধাজনক মূল্যে তার দেশ-জাত গোলমরিচ ও অন্যান্য দ্রব্য প্রতি বৎসর সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুত থাকবেন।[৪১]

রবার্ট টেলর ২৬শে অক্টোবর, ১৭৯০ কুর্গের রাজার সঙ্গেও এক সন্ধি করেছিলেন। সন্ধি অনুযায়ী রাজা টিপু ও তার সহযোগীদের শত্রুপক্ষ বলে গণ্য করবেন, ইংরেজদের রসদের যোগান দেবেন, তার রাজ্যে তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা থাকবে, ইংরেজ সৈন্যদের কুর্গ দিয়ে যাবার রাস্তা দেবেন, এবং অন্য কোন ইয়োরোপিয় জাতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকবে না। কোম্পানী তাদের দিক থেকে কুর্গের স্বাধীন-সত্তা এবং টিপুর সঙ্গে বিরোধ-নিষ্পত্তি কালে রাজার স্বার্থরক্ষার জামিন হয়।[৪২]

এরূপ, পরে কোচীনরাজ রামবর্মার সঙ্গে এক সন্ধি করলেন ; এতে টিপুর কাছ থেকে তার রাজ্য পুনরুদ্ধারে কোম্পানী সাহায্য করতে রাজি হয়। তারপর তিনি কোম্পানীর করদরাজ হয়ে থাকবেন এবং নিম্নোক্ত হারে বার্ষিক কর দেবেন : প্রথম বৎসর, ৭০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর, ৮০,০০০ টাকা, তৃতীয় বৎসর, ৯০,০০০ টাকা এবং পরে ১০০,০০০ টাকা করে।[৪৩] অনুরূপ সন্ধি চিরাক্কল কডাট্টানাদ ও কোট্টায়ম রাজের মত অন্যান্য মালাবার অধিপতিদের সঙ্গে সমাধা হয়।[৪৪] মহীশূরের রানী লক্ষ্মী আম্মানির সঙ্গেও আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৭৯০ সালে জেনারেল মেডোজ তাকে জানালেন যে যুদ্ধে যদি মিত্র-শক্তি জয়লাভ করে তবে ইংরেজরা সানন্দে মহীশূর রাজ্য-এর ন্যায্য রাজাদের ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু রাজ্যের ভাগবাটোয়ারা পরে বিবেচিত হবে।[৪৫]

টিপু ও নিজাম

এদিকে টিপু সুলতান নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। আমরা দেখেছি যে পুনাতে গেলেটের ষড়যন্ত্র এবং তার বিরুদ্ধে মারাঠাদের ইংরেজের সঙ্গে যোগদান প্রতিরোধ করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সেরূপ, ইংরেজদের পরিবর্তে তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নিজামকে প্ররোচনা দিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু পুনাতে যেমন তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনিই হ'ল হায়দরাবাদে।

নিজাম মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধে ইংরেজদের মনোভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার সঙ্গে পরামর্শ না করে, তার স্বার্থ না দেখে, টিপুর সঙ্গে সন্ধি করায় "পুনা-ব্রাহ্মণদের" উপর তিনি বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিই প্রথম টিপুর নিকট অগাষ্ট, ১৭৮৭ সালে

মিলমিশের জন্য কথাবার্তা শুরু করেন। এটা হয় তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইমতিয়াজ-উদ্-দৌল্লা এবং সামস্ উল্-উমারা রাজপুরীর সেনাধ্যক্ষ, ও রাজ্যের প্রধান জাগির-দারের মাধ্যমে। প্রাথমিক কথাবার্তায় টিপুর প্রতিক্রিয়া উৎসাহজনক থাকায় অক্টোবর, ১৭৮৭ সালে সুলতানের জন্য চিঠি ও উপহার সহ নিজাম হাফিজ ফরিদ-উদ্-দিন ও বাহাদুর খাঁকে শ্রীরঙ্গপটম পাঠিয়ে দেন। প্রকাশ করা হ'ল, ইমতিয়াজ উদ-দৌল্লা যেন এই প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন।[৪৬] প্রতিনিধিরা নভেম্বরে শ্রীরঙ্গপটম পৌঁছয়। টিপু সন্ধির প্রস্তাব প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেন এবং নিজামকে লিখলেন যে তিনি নিজামের নিকট থেকে যে সব অন্যায় আচরণ পেয়েছিলেন "হুজুর স ল্লাকারের মুসলমানের ভিতর বাঞ্ছিত ঐক্যের খাতিরে এবং আমার প্রতি নবাবের অন্তিম উপদেশ মত" তা ভুলে যেতে রাজি আছেন। তিনি নিজামকে অনুরোধ করলেন, একটা স্থান ও কাল ঠিক করতে আলাপ আলোচনা করে একটা সন্ধি স্থাপনের জন্য।[৪৭] টিপু তাকে আরো জানালেন যে নিজাম-উল্-মুল্কের সময়কার দাক্ষি-ণাত্যের সমস্ত ভূভাগ তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছেন। এবং যাতে দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হয় এজন্য তিনি তার পুত্রের সঙ্গে নিজামের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন।[৪৮] প্রতিনিধিরা এসব প্রস্তাব নিয়ে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮ সালে হায়দরাবাদ ফিরে আসেন।[৪৯] কিন্তু নিজাম যদিও নিজেই আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন প্রস্তাব গুলিতে তার জবাব অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল ফলে, প্রতি-নিধিদের আসা যাওয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি কোন কাজেই এলোনা।

সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮ সালে গুণ্টুর সরকার ইংরেজদের সমর্পণ করার পর নিজাম আবার টিপুর নিকট মিলমিশের প্রস্তাব করেন। ১৭৮৮ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি ফরিদ-উদ্-দিন এবং রামচন্দ্রকে সুলতানের নিকট পাঠান। সুলতান তখন কোয়েম্বাটোরে।[৫০] তিনি তাঁকে লিখলেন যে, তারা দু'জনেই মুসলমান, সুতরাং বিভেদ ভুলে বন্ধু হওয়াই ভাল। এবং তার সরলতা প্রমান করার জন্য তাকে কোরাণের এক সুদৃশ্য কপি পাঠিয়েছিলেন।[৫১] টিপুর ধর্ম-বিশ্বাসের দোহাই দেওয়া ছাড়াও নিজাম তাকে ভীত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সাবধান করেছিলেন যে ইংরেজরা ১৭৬৮ সালের সন্ধি সক্রিয় করতে চাইছেন, যার দরুণ টিপুকে তার রাজ্যের মস্ত একটা অংশ হারাতে হবে।[৫২]

পূর্ব্বের মত নিজামের প্রাথামিক প্রস্তাব টিপু ভালভাবে গ্রহণ করেন। তিনি ফরিদ-উদ্ দিনকে জানান যে নিজাম-উল্-মুলকের সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে-সব রাজ্য ছিল সে সব তিনি নিজামকে প্রত্যর্পণ করতে রাজি আছেন। কিন্তু বিনিময়ে, ইংরেজ থেকে প্রাপ্ত করের হারে তাকে গুণ্টুর সরকার অর্পণ করতে হবে। টিপু তার পুত্রের সঙ্গে নিজামের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। এবং শর্ত করতে চাইলেন যে ইংরেজ ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তিনি টিপুকে সাহায্য করবেন। এই প্রস্তাবগুলি টিপুর "উকিল" কুতুব-উদ-দিন খাঁ ও আলীরেজা খাঁ এবং নিজামের

জন্য মূল্যবান উপহার নিয়ে ফরিদ-উদ-দিন ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯, হায়দরাবাদে ফিরলেন।[৫৩]

ফরিদ-উদ-দিনকে সুলতানের কাছে পাঠাবার সময়েই নিজাম মীর আলমকে কলকাতা পাঠান। বহু অনুচর ও কর্ণওয়ালিসের জন্য উপহার সহ মীর আলম ১০ই নভেম্বর, ১৭৮৮ হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে ১৭৬৮ সালের সন্ধির অন্যান্য শর্তগুলি পালনের দাবি করেন, কারণ, নিজাম ইতিমধ্যেই গুণ্টুর সরকার সম্পর্কিত সন্ধির ধারাটি কার্যকরী করেছিলেন। সামান্য বাধাবিঘ্নের পর মীর আলম কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে গুণ্টুর সরকারের জন্য একটা সুসঙ্গত হারে কর এবং দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী এবং ইওরোপিয়দের দ্বারা চালিত ছ'টি কামান প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এগুলি নিজাম যথোপযুক্ত সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে পারবেন। এই শর্তগুলি নিজামের কাছে সন্তোষ জনক মনে হয়, কারণ এতে শুধু তার আশু রাজস্ব-বৃদ্ধিই হলনা, ভবিষ্যতে রাজ্য বৃদ্ধির আশাও ছিল।[৫৪] এ ছাড়া শর্তগুলির জন্য তিনি তার রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তের দুর্ভাবনা গুলি থেকে মুক্তি পান। এর ফলে টিপুর প্রস্তাবে তার উত্তর অস্পষ্ট রাখা হয় এবং মহীশূরের প্রতিনিধিদের প্রতি তার অভ্যর্থনা তেমন প্রাণবন্ত ছিল না। তাদের প্রথমবার তিনি ২রা জানুয়ারি, ১৭৯০ গ্রহণ করলেন। বিবাহের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি কারণ দুটি পরিবারের মধ্যে কুলগত অসাম্যতা ছিল। গুণ্টুর প্রত্যর্পণের প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়, কারণ, নিজামের উক্তিমত, তিনি স্বেচ্ছায়ই তা ইংরেজদের সমর্পণ করেছিলেন। কর্ণাটক সম্বন্ধে নিজাম জানান যে তিনি নিজেই তা দখল করতে উৎসুক, কিন্তু সে ব্যাপারে টিপুর সাহায্য প্রয়োজন মনে করেন না।[৫৫] এ সত্ত্বেও, কর্ণওয়ালিসের নিকট থেকে আশ্বাস পাবার পরই তিনি টিপুর সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করেননি। কারণ, ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির কথা জানুয়ারি, ১৭৯০তে ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল সে সন্ধি পত্র সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি টিপুকে রুষ্ট করতে চাননি। তাই তিনি টিপুকে জানালেন যে হায়দর আলী ১৭৬৬ সালে বার্ষিক ৮ লাখ টাকা হারে রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই হারে বকেয়া রাজস্ব মিটিয়ে দিতে তিনি ইচ্ছুক হলে তার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তির কথা আরো আলোচনা করা যেতে পারে।[৫৬] ইতিমধ্যে তিনি টিপুর 'উকিলদের' কড়া পাহারায় প্রায় নজর বন্দী করে রাখলেন। কিন্তু ১৪ই এপ্রিল আলোচনার পরিসমাপ্তি করে তাদের বিদায় করে দেন। তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন যে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেবেন।[৫৭]

উইল্কসের মতে, নিজাম নিজেকে উচ্চতর বংশজ মনে করে তার কন্যাকে টিপুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকার করায় আলোচনা ব্যর্থ হয়।[৫৮] কিন্তু ইহা সঠিক ব্যাখ্যা নয় বলে মনে হয়। ইহা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় যে, এরূপ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে টিপু শুধু একটা ভাবালুতা বশতঃ নিজামের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত

হয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই নেহাৎ খেলো ধরণের মনে হয়। বস্তুত, আলোচনা বিফল হবার কারণ ছিল এই যে, হায়দরাবাদে প্রেরিত টিপুর প্রতিনিধিরা কেন্নাওয়ের চতুরতার কাছে হার মেনে ছিলেন। ইংরেজের চেয়ে টিপুর সঙ্গে যোগ দান তার স্বার্থের পক্ষে শ্রেয়- একথায় নিজামের বিশ্বাস জন্মাতে তারা অসমর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে কেন্নাওয়ে নিজামের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় মৈত্রী স্থাপনেই তার স্বার্থ সুরক্ষিত। রাজ্য বৃদ্ধির লোভ ঝুলিয়ে রেখে কেন্নাওয়ে তার লোলুপ কল্পনায় রং ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ইহা ছাড়া কেন্নাওয়ে প্রধান মন্ত্রী মুশির-উল্-মুল্‌ক ও মীর আলমের সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছিলেন। টিপুর সঙ্গে মৈত্রীর অভিলাষী ইমতিয়াজ উদ-দৌল্লা ও সামশুল উমরার চেয়ে এরা চতুরতর ষড়যন্ত্রী ছিলেন ১৭৯০, ১১ই জানুয়ারি[৫৯] সামশুল উমারার মৃত্যু টিপু ও নিজামের মৈত্রী সমর্থক দরদীদের মনে যা একটু আশা ছিল তাও ভূমিসাৎ করলো।

আলোচনা বিফল হবার আরো একটা কারণ ছিল। নিজাম সত্যি কখনো টিপুর সঙ্গে মৈত্রীর ইচ্ছা করেন নি। তার সঙ্গে প্রারম্ভিক আলাপ সালাপ করছিলেন শুধু ইংরেজদের ঈর্ষা জাগাবার জন্য ও তদ্দ্বারা অধিকতর লাভজনক শর্ত আদায় করতে। ইংরেজের বিরুদ্ধে মারাঠা, ফরাসী, টিপু ও তার নিজের একটি মৈত্রী-সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব পর্যন্ত তিনি এক সময় করে ছিলেন। এবং এ উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদস্থ পেশোয়ার 'উকিল' সূর্যজী পণ্ডিতকে পুনা পাঠিয়ে ছিলেন[৬০] কিন্তু এই বৈরিতা প্রদর্শন একটা ভান মাত্র, ততটা সত্য নয়। ইহা সত্য যে তিনি ইংরেজভক্ত ছিলেন না এবং তাদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু টিপুকে তিনি মনে করতেন আরো সাংঘাতিক। বস্তুতঃ নিজাম ও মারাঠা উভয়েরই টিপুর উপর ছিল একটা জুজুর ভয়। এজন্যই সুনিশ্চিত ভাবে কর্ণওয়ালিস বলতে পেরেছিলেন যে তিনি বিশ্বাসই করবেন না যে "টিপুর সঙ্গে যোগসাজশে আমাদের বিরুদ্ধে কি মারাঠা, কি নিজাম কোন সক্রিয়া ভূমিকা নিতে পারে।"[৬১] কর্ণওয়ালিশ নিশ্চিত ছিলেন যে তুচ্ছতম একটা প্রলোভন দেখিয়ে যে-কোন সময় তিনি তাদের দলে ভিড়াতে পারেন।

টিপু এবং ফরাসীরা

আমরা দেখেছি যে, ১৭৮৭ সালে টিপু ইংরেজের বা যে কোন ভারতীয় রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যের সহায়তালাভ করার জন্য প্যারিসে এক প্রতিনিধিদল পাঠান। কিন্তু লুই XVI প্রেরিত জবাব সহৃদয়তাপূর্ণ হলেও সন্তোষজনক ছিল না। ফ্রান্স তার নিজের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এমনই জড়িত ছিল যে কোন নতুন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না।

ইতিমধ্যে টিপু ভারতস্থ ফরাসীদের দ্বারেও গিয়েছিলেন। তিনি তাদের জানান

যে, ইংরেজ মারাঠা—নিজাম মৈত্রী শুধু তার বিরুদ্ধেই নয়, তাদের বিরুদ্ধেও। তিনি প্রস্তাব করেন যে, সংঘর্ষে যোগ দিয়ে তারা যেন একটা নতুন যুদ্ধ প্রাঙ্গণ বানিয়ে নেয়।[৬২] কিন্তু পণ্ডিচেরীর গভর্ণর কঁওয়ে কসিঞ্জির মত ছিলনা। তিনি লালু জ্যার্ণকে লেখেন তাকে যেন কোন সাহায্য না দেওয়া হয়।[৬৩] তিনি "গত-সন্ধির শর্তগুলি নিখুঁত ভাবে মেনে চলতে" দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং জানান "আমি টিপুকে সৌজন্যের সহিত চিঠি লিখব, কিন্তু আদেশ না পেলে একটি সৈন্যও দেবনা, এবং এমন আদেশ আমি পাবও না।'[৬৪]

আমরা দেখেছি যে, মহীশূরে লুই XVI এর প্রতিনিধিরূপে মেকনামারাকে টিপুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাঠানো হয়। কিছুটা খারাপ আবহাওয়ার জন্য, এবং কিছুটা পণ্ডিচেরী থেকে লোক অপসারণের হুকুম তামিল করার জন্য, তিনি পণ্ডিচেরী থেকে মেঙ্গালোর যেতে পারেন নি। ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০ সালে অবশেষে তিনি মেঙ্গালোর পৌঁছান এবং ফরাসী রাজা-রাণীর যে উপহারগুলি স্থল পথে পাঠানো যায়নি সেগুলি প্রদান করেন। ইংরেজদের সন্দেহ দূর করবার জন্য তিনি তাদের জানালেন যে ইংরেজ যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় তিনি টিপুর সাক্ষাতে যাচ্ছেন। টিপুর শিবির থেকে ৯ লীগ দূরে ছেটোনায় তিনি অবতরণ করেন। টিপু তাকে নিয়ে আসার জন্য পালকি, ঘোড়া এবং হাতি পাঠান তিনি উপস্থিত হলে সসম্মান অভ্যর্থনা ও করেছিলেন। মেকনামারা সুলতানের সঙ্গে সারল্যের সহিত ও বন্ধুত্ব পূর্ণ ভাবে কথাবার্তা বললেন, তার সেনাদল পরিদর্শন করে ভাল ধারণা পোষণ করেন। মেকনামারকে খুসি করার জন্য টিপু তার অফিসরদের নির্দেশ দিলেন ফ্রান্সকে যেন কুরঙ্গদ নামার রাজ্য খণ্ড সমর্পন করা হয়, এবং তারা যেন অবাধে মসলা, চন্দনকাঠ ও চাল খরিদ করতে পারে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্স তার সহযোগী হোক্—আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মেকনামারা ব্যক্তিগত ভাবে ফ্রান্সের প্রতি টিপুর সরল মনোভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং পছন্দ করতেন যে ফরাসীরা তার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি সুলতানকে বলেন যে-হেতু তার দেশ ইংরেজের সঙ্গে শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ সেজন্য ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করে কোন যুদ্ধে জড়িত হতে পারে না। ফরাসী রাজা রাণী ও ত্ত লা লুজ্যার্ণর জন্য চিঠি ও উপহার সহ-মেকনামারা বিদায় নেন[৬৫] এসব চিঠিতে তিনি পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসী সৈন্য উঠিয়ে নেওয়ায় তার নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এতে তাদের উভয়ের শত্রু ইংরেজদেরই অধিকতর শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। তিনি লুই (XVI) কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পণ্ডিচেরীর ফরাসী সেনাদলের অধ্যক্ষকে আদেশ করেন তাকে অবিলম্বে ২,০০০ জন ফরাসী সৈন্য পাঠিয়ে দিতে, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট তাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে এবং যুদ্ধ শেষে সসম্মানে তাদের

প্রত্যার্পণ করা হবে।[৬৬] কিন্তু মেকনামারা আইল অব ফ্রান্সে নিহত হন।[৬৭] এবং তার সঙ্গের চিঠিও যথাস্থানে পৌঁছায়নি।

মহীশূর শিবির থেকে মেকনামারা বিদায় নেবার পরই টিপু আরো দু'টি পত্র লুই XVI কে লেখেন। সেগুলি পণ্ডীচেরীর গভর্ণর ফ্র্যাঙ্কে পাঠানো হয় ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেবার জন্য। টিপু দ্য ফ্র্যাংকেও সামরিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। পরিবর্তে, ইংরেজরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করলে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারণে তার নৈরাশ্য জানিয়ে গভর্ণরকে জানান যে, ঐ অপসারণ যদি অর্থাভাবের দরুণ হয়ে থাকে তবে তিনি তাদের অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।[৬৮]

কিন্তু টিপু আর ইংরেজের মধ্যে যেই যুদ্ধ বেধে গেল, ভারতের সমস্ত ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষদের ফ্র্যা নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দেন।[৬৯] ইহা শুধু স্বদেশের গভর্ণমেণ্টের গৃহীত নীতি অনুযায়ী নয়, পণ্ডিচেরীর অবস্থার দরুণও বটে। প্রথমতঃ প্রেরণ করবার মত কোন সেনাদল পণ্ডিচেরীতে ছিলনা এবং দ্বিতীয়তঃ কয়েক বৎসর যাবৎ পণ্ডিচেরীর ফরাসীরা ইংরেজদের আর্থিক সাহায্যে নির্ভর করেছিল, কারণ, ফ্রান্স থেকে প্রেরিত অর্থ অপ্রচুর তো ছিলই, কখনো ঠিক সময়ে পৌঁছতও না। সুতরাং টিপু যখন কয়েকজন ব্যবসায়ীর বরাবর মালাবার উপকূলে অস্ত্র পাঠাবার অনুরোধ জানান, তখন ফ্র্যা তা অগ্রাহ্য করেন। যাইহোক, ফরাসীদের মিত্র মনে করে এমন কাউকে অসন্তুষ্ট না করতে ব্যগ্র থাকায় ফ্র্যা তাকে জানান যে চিঠিখানা তিনি বড় বিলম্বে পেয়েছেন, কোন জলযান পাওয়া যাচ্ছেনা এবং শীঘ্রই বর্ষার জন্য পশ্চিম উপকূলে কোন জলযান অগ্রসর হতে পারবে না।[৭০]

১৭৯০ সালের নভেম্বরে টিপু যখন কর্ণাটক আক্রমণ করেন। তখন আবার ফরাসীদের সাহায্য পেতে চেষ্টা করেন। ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৯০, টিয়াগার থেকে জয়-নুল আবেদিনকে পূর্বে লালের অধীনে স্থিত এবং বর্তমানে ভিগির সৈন্যদলের একজন অফিসারের সঙ্গে দ্য ফ্র্যার নিকট পাঠান। তিনি লুই (XVI) কে পাঠাবার জন্য একখানা পত্র গভর্ণরকে দেন। লুইকে তিনি একজন বন্ধু ও সহযোগী বলে জ্ঞাপন করেন। দ্য ফ্র্যা এই বিবৃতিতে আপত্তি জানান, কারণ, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এটা মাদ্রাজে প্রচারিত হবে এবং ইংরেজদের চটানো তার ইচ্ছা ছিলনা। তিনি জয়-নুল-আবেদিনকে বললেন যে সুলতানকে সাহায্য করার মত সৈন্য তার ছিলনা এবং তা ছাড়া, এতে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ ফরাসীদের অবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি করবে। ভিগির সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১০০ জন লোক দেবার অনুরোধও তিনি অগ্রাহ্য করেন।[৭১]

জয়-নুল-আবেদিনের ফেরাবার পথে সঙ্গে আসেন ফরাসী ভারতের অসামরিক শাসনকর্তা পারস্য ভাষা-অভিজ্ঞ মঃ লেস্যার। তিনি লুই XVI এর দরবারে টিপুর প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। তিনি মহীশূর রাজের কাছ থেকে ফরাসী

রাজের জন্য চিঠি ও উপহার নিয়ে প্যারিস রওনা হন। টিপু ·,০০০ জন সৈন্য চেয়ে ছিলেন এবং তাদের পরিবহন, জামা কাপড় ও ভরণপোষণ খরচ দিতে রাজী হন।[৭২] কিন্তু ফ্রান্সের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য কোন সাহায্য পেতে পারেন নি। এভাবে দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের মত না হয়ে এই যুদ্ধে টিপুকে এককী লড়তে হয় বিরুদ্ধে দাঁড়ালো ইংরেজ মারাঠা ও নিজামের মিলিত শক্তি।

টীকা

১। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ ; ৩রা মার্চ, ১৭৯০, ক, নং ১।
২। ঐঃ, ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৯০, কঃ নং ১।
৩। পুঃ রেঃ কঃ, (11), নং ৬০।
৪। রঘুজী মুধজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৮৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর নাগপুরের রাজা হন (ডাফ, (11), পৃঃ ২৩০-১)।
৫। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ; ১০ই মার্চ, ১৭৯০, কঃ নং ৫।
৬। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ২১শে মে, ১৭৯০; কঃ নং ৪০, নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ২২শে অক্টোবর, ১৭৯০ ; কঃ নং ২০।
৭। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ২৪শে মার্চ, ১৭৯০, কঃ নং ১, ২।
৮। পুঃ রেঃ কঃ, (111), নং ৬৫।
৯। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ২৪শে মার্চ, ১৭৯০ ; মেলেট কর্ণওয়ালিসকে, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, কঃ নং ৩।
১০। ঐঃ।
১১। ঐঃ. ৭ই এপ্রিল, ১৭৯০। মেলেট কর্ণওয়ালিসকে, ১২ই মার্চ, কঃ নং ১।
১২। ঐঃ, ২৩শে এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ২।
১৩। ঐঃ, ৭ই এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ১।
১৪। ঐঃ, ২৩শে এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ২।
১৫। ঐঃ, ৩০শে এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ৫, কর্ণওয়ালিস মেলেটকে ২৬শে এপ্রিল।
১৬। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস মেলেটকে, ২৬ শে এপ্রিল, কঃ নং ৪।
১৭। ঐঃ, ১২ই মে, ১৭৯০, মেলেট কর্ণওয়ালিসকে, ১৯শে এপ্রিল কঃ নং ১২।
১৮। পুঃ রেঃ কঃ, (111), নং ১০৮। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ রিড মাদ্রাজ গভর্ণরকে লেখেন যে, মারাঠা "ডাকল" শিবাজীরাও টিপুর শিবিরে আছেন এবং জানা যায়, ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপুকে সাহায্য করতে মারাঠারা প্রতিশ্রুত। ৪ঠা জানুয়ারি ১৭৯০ রিড আবার লেখেন আরকটের নবাব পুনাতে এক প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন মহীশূর আক্রমণে মারাঠাদের রাজি করাতে। কিন্তু পেশোয়া জবাব দিয়েছেন যে তা সম্ভব নয়, কারণ তিনি ৩ বৎসর ৩ মাসের জন্য টিপুর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ (মেক্ঃ পাণ্ডুঃ, হঃ অঃ, নং ৪৬, পৃঃ ১৯)। সম্ভব যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা টিপুকে সাহায্যের কথা দিয়েছিলেন। সে সময় তার নীতি ছিল টিপুর সঙ্গে বন্ধুত্বে থাকা, কারণ তাকে হোলকার ও সিন্ধিয়ার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হ'ত। পরে, টিপুর সঙ্গে সদ্ভাবে থাকার ভান করে তিনি ইংরেজের কাছ থেকে অধিকতর লাভজনক মৈত্রী-শর্ত আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারাঠারা টিপুর সঙ্গে কোন সন্ধি করেছিলেন বলে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই।
১৯। পুঃ রেঃ কঃ, (111), নং ১১০।
২০। ঐঃ, নং ১২৩।
২১। ঐঃ, নং ১১৩।

২২। ঐঃ, নং ১৪৫, ১৪৭।
২৩। এচিসন, "ট্রিটিজ", (vi), পৃঃ ৪৮-৫১।
২৪। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ৩১শে মার্চ, ১৭৯০, কঃ নং ৫।
২৫। ঐঃ, ৩০শে এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ১২ কেন্নাওয়ে মেলেটকে ৯ই এপ্রিল।
২৬। ঐঃ, ১৬ই এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ৪।
২৭। ঐঃ, ৩১শে মার্চ, ১৭৯০, কঃ নং ৫। কেন্নাওয়ে মেলেটকে, ১২ই মার্চ।
২৮। পুঃ রেঃ কঃ (iii), নং ১৯৪, ১৯৯।
২৯। এচিসন, "ট্রিটিজ", (vi), সপ্তম ধারা, পৃঃ ৪৮।
৩০। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ১২ই মে ১৭৯০, মেলেট কেন্নাওয়েকে, ১৬ই এপ্রিল, কঃ নং ৪।
৩১। ঐঃ।
৩২। ঐঃ কর্ণওয়ালিস মেলেট ও কেন্নাওয়েকে, ১০ই মে, কঃ নং ৫।
৩৩। ঐঃ, মেলেট কেন্নাওয়েকে, ১৬ই এপ্রিল, কং নং ৪।
৩৪। ঐঃ ১৬ই এপ্রিল ১৭৯০, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ১২ই এপ্রিল, কং নং ৯।
৩৫। ঐঃ।
৩৬। ঐঃ, ৩০শে এপ্রিল, ১৭৯০, কঃ নং ৪।
৩৭। ঐঃ ১৬ই এপ্রিল ১৭৯০, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ১২ই এপ্রিল, কঃ নং ৯।
৩৮। পুঃ রেঃ কঃ (ii) নং ১৩২।
৩৯। এচিসন, "ট্রিটিজ") পৃঃ ৪৬-৯।
৪০। নেঃ আঃ পঃ প্র , ২রা জুন, ১৭৯০, কঃ নং ৪।
৪১। ঐঃ, ২০শে অক্টোবর ১৭৯০, কঃ নং ৩৩।
৪২। এচিসন "ট্রিটিজ", (i), পৃ ২৭৯।
৪৩। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২২শে অক্টোবর ১৭৯০ কঃ নং ২।
৪৪। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১০৯।
৪৫। শ্যামা রাও "মডার্ণ মাইশূর (বিগিনিং টু ১৮৬৮) পৃঃ ২৭১।
৪৬। মেক্‌ পাণ্ডু , ইঃ অঃ, নং ৪৬ পৃঃ ৫৩, ৫৪, নিজাম কসিক্রিকেও লিখলেন তার ও টিপুর ভিতর মধ্যস্থতা করতে (নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ১২ই নভেম্বর, ১৭৮৭, কঃ নং ১০)।
৪৭। ঐঃ পৃঃ ৫৩।
৪৮। ঐঃ, পৃঃ ৫৫। রিড্‌ কোন কোন স্থানে বলেছেন যে, টিপু নিজেই নিজাম পরিবারে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা ভুল।
৪৯। ঐঃ, পৃঃ ৫৪। মীর আলম সঠিক তারিখ প্রায়ই দেন না। তার মতে, প্রতিনিধিরা ২৭শে জানুয়ারি, ১৭৮৯ ফেরেন ("হাডিকত" পৃঃ ৩৭৫)।
৫০। মেক্‌ঃ পাণ্ডুঃ, ইঃ অঃ নং ৪৬, পৃঃ ৮৬।
৫১। উইলকস্‌, (ii) পৃঃ ৩৩৫।
৫২। এচিসন, "ট্রিটিজ", (ix), পৃঃ ৩২-৩৩।
৫৩। মেক্‌, পাণ্ডুঃ, ইঃ অঃ, নং ৪৬, পৃঃ , "হাডিকত" পৃঃ ৩৭৭।
৫৪। পূর্বের ১৫১-২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৫৫। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৩রা মার্চ, ১৭৯০, কঃ নং ৪।
৫৬। ঐঃ।
৫৭। মেক্‌ঃ পাণ্ডঃ ইঃ অঃ, নং ৪৬, পৃঃ ১৪৪।
৫৮। উইলকস্‌, (ii), ৩৩৫।
৫৯। "হাডিকত", পৃঃ ৩৭৯।
৬০। মেক্‌ঃ পাণ্ডঃ, ইঃ অঃ, নং ৪৬, পৃঃ ৫৬।

৬১। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৭২।

৬২। আঃ নেঃ, সি² ১৯১, কনওয়ে দ্য লা লুজ্যার্ণকে, ৭ই জানুয়ারি, ১৭৮৯, নং ১৬।

৬৩। ঐঃ, সি² ২৩৯, ৭ই জুন ১৭৮৮, নং ৬।

৬৪। নেশানেল লাইব্রেরী, স্কটলেণ্ড, পাণ্ডুঃ নং ৩৮৩৭, কনওয়ে হিপ্লেসলিকে ৮ই অগাষ্ট ১৭৮৭, পৃ° ২১৯। টিপুর উপর তার বৈরী ভাব ছাড়াও তিনি ইচ্ছা করলেও তাকে সাহায্য দিতে পারতেন না। কারণ, ফরাসীরা ইংরেজের আর্থিক সাহায্য নির্ভর ছিল। ডানডাসের নিকট লিখিত পত্রে কর্ণওয়ালিস জানান, তিনি কঁওয়েকে একলক্ষ দশ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন (ঐঃ পাণ্ডু° নং ৩৩৮৫ কর্ণওয়ালিস ডানডাসকে ৯ই অগাষ্ট, ১৭৯০, পৃঃ ৩৮৮) পণ্ডীচেরী ইংরেজের আর্থিক সাহায্যে নির্ভরশীল জেনে কঁওয়ে মঁতিক্রিকে লিখলেন, কর্ণওয়ালিস সম্বন্ধে মনযোগী থেকে তার কোন নালিশের কারণ না ঘটাতে। ম তিক্রি চন্দননগরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন (ঐঃ ৮ই মার্চ, ১৭৮৯, পৃঃ ২০৪)।

৬৫। আঃ নে°, সি⁴ ১০২ মেকনামারা দ্য লা লুজ্যাণকে ১৮ ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৭৯০।

৬৬। রেঃ 'সাম হা ওয়া অফিস লেটারস অব 'দ রেইন অব টিপু সুলতান", নং ৪ ও ৫। টিপু মন্ত্রীকে "ওযাজির অব দি এম্পারার ফ্রান্স" বলে সম্বোধন করেন।

৬৭। পঃ আঃ, পাণ্ডু° ন ৩ ৩ ১৪৭৯

৬৮। ঐঃ, ১২৬৩, ৫৩০০। এ সময় টিপু লুই (১) কে কয়েকটি চিঠি লেখেন, একখানা মারি আঁতো আন্তোয়াৎকে। এ সব পত্রে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি শুধু ২,০০০ জন সাধারণ ফৌজ চেয়েছিলেন—অশ্বারোহী নয়, পদাতিক নয়, অস্ত্র ও গোলাবারুদ নয় (দ্রষ্টব্যঃ আঃ নেঃ সি² ২৯৫ টিপু লুই (xvi) কে, সফর ৮, রবি (১) ২, ; শওয়াল ১৩, ১২০৬। টিপু মারি আঁতো আন্তোয়াৎকে শওয়াল ১৩ ১২০৬ এ-এইচ)।

৬৯। আঃ নেঃ, সি⁴ ১০৩ কাঁতিক্রি লুজ্যাণকে ১লা নভেম্বর, ১৭৯০, নং ১১।

৭০। ঐঃ, সি² ২৪০, দ্য ফ্রেস্নে দ্য লা লুজ্যাণকে ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ নং ৫।

৭১। ঐ°, সি² ২৯৫, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯১, নং ৩১।

৭২। ঐঃ, সি² ২৯৯, লেস্তার বাট্রাণ্ড দ্য মলভিল—মেরাইন মিনিষ্টার কে, ১০ই অক্টোবর ১৭৯২ এবং, সি²২৯৯ "রেপোর্ট", ১৬ই নভেম্বর ১৭৯২।

১৩

যুদ্ধ ঃ প্রথম পর্ব

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি প্রসন্ন না থাকায় কর্ণওয়ালিস প্রথমে স্থির করেছিলেন মাদ্রাজ গিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যখন জানলেন যে, বম্বে গভর্ণব মেডোজ মাদ্রাজের গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন, তখন মত পরিবর্তন করেন। মেডোজকে তিনি "কর্মদক্ষ ও চরিত্রবাণ বলে সর্বত্র—স্বীকৃত" মনে করতেন, তাই যুদ্ধের নেতৃত্বের দায়িত্ব তাকেই দিয়েছিলেন।[১]

ইংরেজদের অভিযানের পরিকল্পনা এই হ'ল যে, প্রধান সৈন্যদলের সহিত জেনারেল মেডোজ প্রথম কোয়েম্বাটোর প্রদেশ ও ঘাট-পর্বত শ্রেণীর নিম্নস্থ সীমা প্রান্তের জেলাগুলি দখল করবেন। এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি রসদ সরবরাহের ঘাঁটি হিসাবে পেয়ে গজালহাট্টি গিরিপথ দিয়ে মহীশূরে উপনীত হবেন। অন্যদিকে বম্বে গভর্ণর জেনারেল এবারক্রম্বি মালাবার উপকূলে টিপুর রাজ্য সমূহ দখল করে অবস্থা বুঝে মেডোজের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবেন। এদিকে, কর্ণেল কোল করমণ্ডলের মধ্যে ভাগ থেকে বড় মহলে প্রবেশ করবেন টিপুর আক্রমণের বিরুদ্ধে কর্ণাটক প্রতিরক্ষার জন্য।

১৭৯০ সালের ২০শে মে মেডোজ ত্রিচীনপলির নিকট একত্রিত প্রধান সৈন্য-দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, ২৬ তারিখে প্রায় ১৫,০০০ লোক নিয়ে গঠিত সৈন্যদল সহ প্রথম অভিযান করেন। কিন্তু রসদ সরবরাহ বিভাগের ব্যবস্থা করতে এতটা সময় খরচ হয়েছিল যে ত্রিচীনপলির মাত্র ৫০ মাইল দুরবর্তী সীমান্ত-ঘাঁটি করুরে ১৫ই জুনের পূর্বে পৌঁছতে পারেননি। মহীশূরীরা করুর ত্যাগ করে গিয়েছিল, তা সেদিনই দখল করা গেল। মেডোজ তারপর ৩রা জুলাই এরাভাকুরিচি নামক একটা অশক্ত দুর্গ বিনা বাধায় অধিকার করে। তাহা তার পুরাতন রাজাকে প্রদান করে তিনি আরেকটা অশক্ত দুর্গ ধারাপুরমে উপস্থিত হন। এই দুর্গটিও বিনা বাধায় অধিকৃত হয় এবং সেখানে একটা মস্ত সৈন্যদল রেখে তিনি কোয়েম্বাটোর শহরের দিকে অগ্রসর হন। সেটি পরিত্যক্ত দেখে ২১শে জুলাই সেখানে প্রবেশ করেন। কয়েক দল অস্থায়ী অশ্বারোহী সৈন্য পেছন থেকে গবাদি পশু হরণ করে ও তাদের অনুগামীদের অনেককে আহত ক'রে

ইংরেজদের হয়রান করবার চেষ্টা করতো। এ ছাড়া তারা তখনও পর্যন্ত কোন বাধা পায় নি। কিন্তু কোয়েম্বাটোর দখল করার পরদিন মেডোজ জানান যে ওখান থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে দেনায়াক্কান-কোট্টাইতে "নিম্নস্তরের" প্রায় ৪,০০০ জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে সৈয়দ সাহেব এসে পৌঁছেছেন।[২] টিপু তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইংরেজ সেনার আশে পাশে থেকে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য। মহীশূরীদের পরাভূত করার জন্য মেডোজ তখন কর্ণেল ফ্লয়েডের নেতৃত্বে একটা বড় সৈন্যদল পাঠান। কতকগুলি কৌশলী চালে ফ্লয়েড সৈয়দ সাহেবকে কাবেরীর উপনদী ভবানীর অপর পারেই শুধু তাড়িয়ে দেননি বরং তাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে তিনি গজালহাট্টি গিরি পথের দিকে চম্পট দিতে বাধ্য হলেন। সৈয়দ সাহেবের পলায়ন অত্যন্ত অবিবেচনা পূর্ণ ছিল। কারণ, তা দক্ষিণ দিকের সমস্ত ভূভাগ ইংরেজ সেনার কাছে অবারিত করে দিল। যার ফলে তারা সহজেই দিন্দিগুল ও অন্যান্য স্থান অবরোধ করতে পারলো।[৩] এই ভুলের জন্য সুলতান সৈয়দসাহেবকে কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন।[৪]

৫ই অগাষ্ট প্রায় ১১২ মাইল দূরের দিন্দিগুল দখল করার জন্য কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে একটা শক্তিশালী সেনাদল সহ পাঠানো হয়। তিনি ১৬ই ওখানে পৌঁছান। দিন্দিগুল দুর্গ তৈরি হয়েছিল একটা মসৃণ গ্রেনাইট পাহাড়ের শীর্ষদেশে। ইহার তিন দিকই প্রায় খাড়া এবং মাত্র পূর্ব দিক থেকে একটা সোপান-শ্রেণী দিয়ে এখানে আসা যায়। গত ৬ বৎসরের ভিতর এর প্রভূত উন্নতি করা হয়েছিল, প্রচুর কামান, গোলাবারুদ ও রসদ এখানে মজুদ থাকতো। গড়-সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৮০০ জন ছিল। তাদের ডেকে বলা হয়েছিল যে আত্মসমর্পণ করলে তার নিজস্ব জিনিসপত্র সহ মহীশূরের যে-কোন স্থানে তারা চলে যেতে পারবে; কিন্তু বাধা দিলে তরবারিতে নিহত হবে। যে লোকটি ঐ বার্তা এনেছিল তাকে সেনাধ্যক্ষ হায়দর আব্বাস জবাবে বলেন, "তোমার সেনাধ্যক্ষকে বলো, দিন্দিগুলের মত দুর্গের আত্মসমর্পণের জবাবদিহি আমার সুলতানকে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং যদি অন্য কেউ এ-বার্তা নিয়ে আসে তবে আমি তার উপর কামান দাগবো।" এই জবাব পেয়ে ষ্টুয়ার্ট তার গোলন্দাজ বাহিনীকে উদ্দীপ্ত করেন। তারা দু'দিন গোলাবর্ষণের পর একটা অসমাপ্ত ভাঙ্গন ধরালো। কিন্তু গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষিত এবং এক সপ্তাহের পূর্বে নতুন সরবরাহের আশা নেই দেখে তিনি সম্মুখ আক্রমণের সঙ্কল্প করেন ও মেজর স্কেলিকে তার নেতৃত্বের ভার দিলেন। ইংরেজ সৈন্য অমিত শক্তি ও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত দুর্গ আক্রমণ করে এবং ২১শে অগাষ্ট বিকেলে দুর্গ প্রবেশের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা চালালো, কিন্তু দুর্গ পৃষ্ঠের সুদৃঢ়তা এবং ভাঙ্গন স্থলে শ্রেষ্ঠ সৈন্যমণ্ডলীর নেতৃত্বে থেকে দুর্গাধ্যক্ষের শক্তিমত্তায় তারা ক্ষয়ক্ষতি সহ তাড়িত হয়। সুতরাং, পরদিন ভোরবেলা ভাঙ্গন স্থলে একটি

সাদা পতাকা উড়তে দেখে ইংরেজরা বিস্মিত হয়। ঘটনা ছিল এই, গড় সৈন্যের কাছে তাদের শত্রুদের সত্যিকারের শক্তির পরিমাণ অজ্ঞাত ছিল, তারা আর একটা আক্রমণের মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছিল এবং রাত্রিতে তাদের সেনাধ্যক্ষকে পরিত্যাগ করেছিল। হায়দর আব্বাস সুতরাং আত্মসমর্পণ করা স্থির করলেন। তিনি সম্মানজনক শর্ত আদায় করে ২২শে অগাষ্ট দুর্গ সমর্পণ করেন। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট পরে পালঘাট যাত্রা করেন। পালঘাট ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে আত্মসমর্পণ করে।[৫]

ইতিমধ্যে কর্ণেল অড্‌হাম ৭ই অগাষ্ট ইরোড দখল করেন, এবং ২৬শে অগাষ্ট কর্ণেল ফ্লয়েড সত্যমঙ্গলম অবরোধ করেন। সত্যমঙ্গলম ভবানী নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল বলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটা গজালহাট্টি গিরিপথের নিকটবর্তী, আর এই গিরিপথ ধরেই ইংরেজসৈন্যদের টিপুর রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কথা।

যুদ্ধোদ্যমের প্রথম ভাগ এইভাবে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। সৈন্যদের রসদ যোগাবার জন্য কোয়েম্বাটোর প্রদেশ দখল করা হয় এবং করুর থেকে সরাসরি গজালহাট্টি গিরিপথ পর্যন্ত একটি ঘাঁটি তৈরী করা হয়। কিন্তু ঠিক যখন মহীশূর-আক্রমণের সবকিছু প্রস্তুত, তখন হঠাৎই টিপু ফ্লয়েডের সেনাদলের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হন। এই সেনাদল ভবানীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল, ও অগ্রিম সেনা ঘাঁটি সত্যমঙ্গলমের বিপরীত দিকে।

ইংরেজরা টিপুর রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে খবর পেয়ে টিপু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করে আসেন। তিনি ২৪শে মে কোয়েম্বাটোর পৌঁছান এবং জুন মাস ভর সেখানে থেকে মেডোজের গতিবিধি দেখছিলেন, আর তার বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্কল্প করছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল বলে তিনি আর সময় নষ্ট করতে চাননি। মেডোজ ততদিনে সীমান্ত দুর্গ করুর দখল করেছিলেন মাত্র। সুতরাং অল্প কিছু অশ্বারোহী সৈন্য সহ সৈয়দ সাহেবকে মেডোজের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য রেখে টিপু ১লা জুলাই শ্রীরঙ্গপটম রওনা হন। তিনি ১২ তারিখে সেখানে পৌঁছে প্রায় ২ মাস যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিলেন।[৬] অতঃপর, তিনি ৪০,০০০ জন সৈন্য এবং প্রকাণ্ড গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীরঙ্গপটম ত্যাগ করেন। তিনি গজালহাট্টি গিরিপথের মুখে ৯ তারিখ পৌঁছে তার ভারী ভারী বোঝা ও রসদ ঘাট-পর্বতমালার শিখরে পুরনাইয়ার হেপাজতে রেখে গিরিপথ ধরে নামতে লাগলেন। এই গিরিপথ পূর্বঘাট পর্বতমালার সবচেয়ে দুর্গম স্থান ছিল।[৭]

উইলক্সের মতে, টিপুর গতিবিধি সম্বন্ধে ফ্লয়েড প্রথমেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি সে সব খবর জেনারেল মেডোজকে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে এই প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজ সেনাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে তাকে যেন সেনা বিভাগের মূল

কার্যালয়ে প্রত্যাগমন করবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু খবরগুলি অবিশ্বাস করে ফ্লয়েডকে তার অগ্রঘাঁটি রক্ষা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৮] মেডোজ অবশ্য বললেন যে "আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুরা আমাদের খবরের চেয়েও দ্রুততর গতিতে আবির্ভূত হয়েছে।"[৯] মানরো এবং মেকেঞ্জির মতে গজালহাট্টি গিরিপথ দিয়ে সুলতানের কোয়েম্বাটোর প্রদেশে অবতরণ এত ঝটিতি, এতটা নিঃশব্দ এবং এতই চাতুর্যপূর্ণ ছিল যে এতে সকলের বিস্ময় জেগেছিল।[১০] উইলক্সের বিবৃতি সুতরাং সত্য নয়, মেডোজকে জানিয়ে তার কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ নেবার পক্ষে বহু বিলম্বে ফ্লয়েড টিপুর অগ্রসর হবার খবর পেয়েছিলেন। ফ্লয়েডের টহলদারী ফৌজরা মাত্র ১০ই সেপ্টেম্বর টিপুর অশ্বারোহীদের দেখতে পেয়েছিল এবং ১২ই ফ্লয়েড মেডোজকে বার্তা পাঠান যে সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন।[১১]

টিপু ১১ই সেপ্টেম্বর পুনগারের অগভীর জলভাগে ভবানীনদী পার হয়ে কয়েক মাইল দক্ষিণে বেশীরভাগ সৈন্য নিয়ে শিবির ফেলেন। বাকি সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন সত্যমঙ্গলম দখল করার জন্য উত্তর তীর ধরে অগ্রসর হয় এবং তারপর নদী অতিক্রম করে।[১২]

১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে একটি প্রকাণ্ড মহীশূরী অশ্বারোহী দল মেজর ডার্বির অধীনস্থ কিছু ইংরেজ অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ পায়। ডার্বিকে পুনগারের জল ভাগ পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ইংরেজরা চারদিক থেকে বেষ্টিত ও বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু একটা সুবিধাজনক ঘাঁটি তাদের করায়ত্তে থাকায় ফ্লয়েডের নেতৃত্বে নতুন সৈন্যদল আসা পর্যন্ত তারা সংঘর্ষটা চালিয়ে নিতে পেরেছিল। এতে তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়ে সুষ্ঠভাবে পশ্চাদপসরণই শুধু করতে পারল না, শত্রুদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করাতে বাধ্য করলো। মহীশূরীরা প্রভূত সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু তারা পরাজিত হয় ভূমিভাগটির প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য। তাকে খণ্ডিত করে ছিল কাঁটাযুক্ত ঝোপ ঝাড়ের অচ্ছেদ্য বেষ্টনী। এগুলি টিপুর অশ্বারোহী সেনাদের গতির প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষাকামী ইংরজদের পক্ষে অঞ্চলটি ছিল খুব সুবিধাজনক।[১৩]

এই সংঘর্ষের পর টিপু স্বয়ং পশ্চিম দিক থেকে কর্ণেল ফ্লয়েডকে আক্রমণ করতে রওনা হন। ফ্লয়েড ভবানীনদীর দক্ষিণ তীরে শিবির ফেলেছিলেন। এদিকে ইংরেজদের মনোযোগ ভিন্নমুখী করার জন্য নদীর উত্তর তীর থেকে তাদের উপর তিনটি কামান দাগতে আদেশ দেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ শক্ত ঘাঁটি হাত করে বসেছিলেন বলে টিপু অগ্রসর হতে পারেন নি। তিনি শুধু দূর থেকে সারাদিন গোলাবর্ষণে লিপ্ত ছিলেন। ইংরেজদের বহু সৈন্য হতাহত হয়, তিনটি কামান অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রির দিকে টিপু তার শিবিরে ফিরে যেতে পেরেছিলেন।[১৪]

গোলাবর্ষণে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং মহীশূরীদের প্রতিরোধে নিজেদের

অসমর্থ মনে করে ইংরেজরা রাত্রিবেলা সামরিক মন্ত্রণা সভা বসায় এবং সত্যমঙ্গলম পরিত্যাগ করে কোয়েম্বাটোর চলে যাওয়া স্থির করে। সেইমতো খুব ভোরে সৈন্যরা সত্যমঙ্গলম দুর্গে তিনটি কামান ও রসদাদি ফেলে রেখে যাত্রা করে। টিপু এই খবর শোনা মাত্র ইংরেজদের অনুসরণ করতে প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু পূর্ব রাত্রে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় সৈন্যদল সর্বত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর যখন অগ্রসর হবার আদেশ দেওয়া হয় তখন অহোরাত্র উপবাসী থাকার পর তারা খাবার তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাকে ইংরেজদের অনুসরণের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে বেগ পেতে হয়েছিল। শেষকালে মাত্র কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন, অন্যদের পরে আসবার হুকুম দেওয়া হয়।[১৫] সকাল প্রায় ১০টায় তার অশ্বারোহী ও লঘুভার গোলন্দাজ দল ফ্লয়েড বাহিনীর পশ্চাদভাগ ধরে ফেলে ও তাদের প্রায় সমস্ত বোঝাপত্রের দখল নেয়।[১৬] ইতিমধ্যে টিপুর মূল সেনাদলও অগ্রগতি বজায় রেখে চলছিল এবং ২টা নাগাদ পলায়নরত ইংরেজ সেনার পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগে গোলাবর্ষণে সমর্থ হয়। প্রায় ৫টা নাগাদ সত্যমঙ্গলমের ১৯ মাইল দক্ষিণে চেউব গ্রামে তারা ইংরেজ সেনাদের ধরে ফেলে। ফ্লয়েড থেমে গিয়ে মহীশূরীদের মুখোমুখি হতে বাধ্য হন।[১৭] টিপু খুব জোরালো আক্রমণ করেন এবং ঝোপ ঝাড়ের শক্ত বেড়ায় পথরোধ করলেও তার জয় সুনিশ্চিত ছিল। এমন সময় বারহান-উদ্-দিন নিহত হলেন। এতে মহীশূরীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তার উপর খবর এল যে, মেডোজ ফ্লয়েডকে সাহায্য করছেন। সুতরাং টিপু সন্ধ্যা রাত্রিতে সরে পড়লেন।[১৮] ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ফ্লয়েডের অত্যাধিক ক্ষতি হয়েছিল। ৫৫৬ জন নিহত ও আহত হয়। এ ছাড়া তিনি তার বেশীর ভাগ বোঝাপত্র, কামান বন্দুক ও ভারবাহী বলদ হারান।[১৯]

যুদ্ধ চলাকালীন ফ্লয়েড খবর পান যে মেডোজ ১৪ই মার্চ ভেল্লাদি অভিমুখে রওনা হবেন। মেডোজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই শুধু তার সেনা দলকে বাঁচানো যেতে পারে,—একথা বুঝতে পেরে তিনি সকাল ২টায় রওনা হয়ে রাত্রি ৮টায় ভেল্লাদি পেঁছান। কিন্তু জেনারেলকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তিনি নিরাশ হন। মেডোজ কোয়েম্বাটোর থেকে ফ্লয়েডের সাহায্যার্থে রওনা হন, এবং ফ্লয়েড তখনো সত্যমঙ্গলম ছেড়ে আসেন নি মনে করে তিনি ভেল্লাদি অতিক্রম করে ১০মাইল চলে আসেন। মেডোজের উত্তরাভিমুখে গমনে টিপুর মনে হয় যে জেনারেল তার আর শ্রীরঙ্গপটমের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। সুতরাং তিনি পিছু হটলেন এবং ভবানী নদী পুনরায় পার হয়ে অপর তীরে শক্ত হয়ে বসে মেডোজের অপেক্ষা করতে লাগলেন। টিপুর সম্মুখ ভাগ রক্ষা করছিল নদীটি, আর দু'পাশ দেনায়কানকোট্টাই ও সত্যমঙ্গলম দুর্গ দু'টি। সুলতান সত্যমঙ্গলম ও পুনগারের অগভীর জলভাগগুলির রক্ষায়ও বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, সম্ভাবনা ছিল যে এ গুলির উপর দিয়েই মেডোজ নদী পার হতে চেষ্টা করবেন।[২০] কিন্তু

ইংরেজ জেনারেল ফ্লয়েডের ঠিকানা জেনে এবং এটা বুঝে যে মহীশূর আক্রমণ বর্তমানে আর সম্ভবপর নয়, টিপুর সঙ্গে লড়াই এড়িয়ে গেলেন এবং ভেল্লাদিতে ফিরে এসে ফ্লয়েডেব সঙ্গে মিলিত হলেন। ভেল্লাদি থেকে দু'টি সৈন্যদল কোয়েম্বাটোর অভিমুখে যায় এবং সেখানে ২৫শে সেপ্টেম্বর পালঘাট থেকে আগত কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়।[২১]

এভাবে টিপু ফ্লয়েডের সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করতে বিফল হন। আংশিকভাবে ইহার কারণ ছিল ফ্লয়েডের সাহস ও অধ্যাবসায়, কিন্তু, প্রধানতঃ, ঐ ভূমিভাগের গঠন, যা মহীশূরী অশ্বারোহীদের গতি ব্যাহত করেছিল। তৎসত্ত্বেও, টিপু যদি "১৫ই ফ্লয়েডকে অনুসরণ করতেন এবং তাদ্বারা খাদ্য ও বিশ্রামবিহীন দিবস-দ্বয়ের পর তৃতীয় দিনেও তার সৈন্যদের যুদ্ধে আহ্বান জানাতেন, তবে নিশ্চিতভাবে ফ্লয়েড সেনাকে ধ্বংস করতেন"।[২২] টিপু যদিও ফ্লয়েডের সেনাদল নির্মূল করতে পারেননি, তবু তিনি তার অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য অন্তত সফল করেছিলেন: তিনি গজালহাট্টি গিরিপথ দিয়ে ইংরেজদের মহীশূর আক্রমণ রোধ করেন এবং প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হন।

টিপু এবার মনস্থ করেন ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত কোয়েম্বাটোর প্রদেশের ঘাঁটিগুলির পুনরুদ্ধার করবেন। মহরম পর্বে ১০ দিন অতিবাহিত করে তিনি ইরোদ অভিমুখে রওনা হন। স্থানটি অতি "লজ্জাকরভাবে" ২৫শে সেপ্টেম্বর তার প্রেরিত একদল অশ্বারোহীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে।[২৩] আত্মসমর্পণের শর্তগুলি মান্য করা হয় এবং কোম্পানীর সৈন্যদের করুর অভিমুখে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়।[২৪] ইরোদে অনেক মূল্যবান রসদ প্রাপ্তি ঘটে। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ দিকে যান ও প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্তী একটা স্থানে থামেন, সেখানে তিনি করুর থেকে সৈন্যদল আসলে তাদের আক্রমণ করতে পারবেন, নতুবা ধারাপুরম বা কোয়েম্বাটোর অভিমুখে যেতে পারবেন। মেডোজ যেইমাত্র করুর থেকে আগত সেনাদের রক্ষার্থে ২৯শে সেপ্টেম্বর কোয়েম্বাটোর ত্যাগ করেন, টিপু তৎক্ষনাৎ ইংরেজ জেনারেলের কর্ম ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে কোয়েম্বাটোর অবরোধের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে রওনা হন। কোয়েম্বাটোরে ইংরেজদের সামরিক হাসপাতাল, রসদপত্রের গুদাম, কামানদাগার শকটশ্রেণী অবস্থিত ছিল। তার গতি অতি দ্রুত ছিল এবং রাতভর প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি কোথাও থামেন নি। কিন্তু মালাবার উপকূল থেকে পালঘাট এসে কর্ণেল হার্টলি সৈন্য প্রেরণ করে কোয়েম্বাটোর শক্তিশালী করেছেন জেনে টিপু তাড়াতাড়ি ধারাপুরম চলে গিয়ে ৬ই অক্টোবর তা অবরোধ করলেন। ৮ তারিখ ধারাপুরম শর্তাধীন আত্মসমর্পণ করে। গড়-সেনাদের অবাধে চলে যেতে দেওয়া হয় এই শর্তে যে তারা এ যুদ্ধে আর যোগদান করবে না।[২৫] কিন্তু এ সব সাফল্য সত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত বড়মহলের প্রতিরক্ষার্থে তাকে কোয়েম্বাটোর প্রদেশের যুদ্ধোত্তম ছেড়ে উত্তর দিকে চলে যেতে হয়।

অভিযানের প্রারম্ভিক পরিকল্পনা মত বঙ্গদেশ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য পাবার পর কর্ণেল কেলীর বড়মহল আক্রমণের কথা ছিল। কলকাতা থেকে প্রেরিত সৈন্য ১লা অগাষ্ট, ১৭৯০ কঞ্জিভরম পৌছায় কিন্তু কেলী এই অভিযান আরম্ভ করার পূর্বেই ২৪শে সেপ্টেম্বর মারা যান। তার স্থানে আসেন কর্ণেল মেক্সোয়েল। তিনি মেডোজের নির্দেশ মত ৯,৫০০ জন সেনা নিয়ে বড়মহলে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া, জেলাটির কয়েকজন "পলিগারের" সৈন্যও তার সঙ্গে যোগ দেয়।[২৬] ভেনিয়াসবাদি দুর্গের কাছে শিবির ফেলে তিনি শীঘ্রই তা দখল করে ফেলেন, কারণ মহীশূরীরা তা পরিত্যাগ করেছিল।[২৭] ১লা নভেম্বর মেক্সোয়েল জেলার মুখ্যশহর ও সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ কৃষ্ণগিরির দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু সাধারণ প্রথার অবরোধে ইহা দখল করতে পারবেন না বুঝে কাবেরীপটনমের কেন্দ্রস্থলের নিকট তার সদর-সংস্থা স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য ছিল, ফিরে এসে অতর্কিত আক্রমণে কৃষ্ণগিরি দখল করবেন। কিন্তু টিপু তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তার গতি ব্যাহত করেন।[২৮] কমর-উদ-দিনের অধীনে সৈন্যদলের এক অংশ মেডোজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য কোয়েম্বাটোর রেখে টিপু অবশিষ্ট সৈন্যসহ বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা ও গোপণীয়তার সঙ্গে বড়মহলের দিকে চলে এসেছিলেন। তিনি ১লা ও ২রা নভেম্বর কাবেরী পার হয়ে ৯ তারিখে মেক্সোয়েলের সৈন্যের নিকটবর্তী স্থানে পৌছান।

১১ তারিখে একদল অশ্বারোহী ইংরেজ সেনা অপরিসর গিরিপথের মধ্য দিয়ে একদল অস্থায়ী অশ্বারোহী ফৌজের অনুসরণ করবার সময় হঠাৎ প্রায় ২,০০০ জন মহীশূরী অশ্বারোহীদ্বারা আক্রান্ত হয়ে পিছু হটে আসে, ৭০ জন সৈন্য এবং ৫০টি অশ্বারোহী হারাতে হয়।[২৯] পরদিন টিপু স্বয়ং তার সেনদল নিয়ে আসেন মেক্সোয়েলকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু মেক্সোয়েল পেন্নার নদী অতিক্রম করে একস্থানে শক্ত ঘাঁটি করে বসেছিলেন। তাকে আক্রমণ করা লাভজনক হবে বলে টিপু মনে করেননি। তাকে স্থান পরিবর্তন করাবার জন্য প্ররোচিত করতে টিপু যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, কিন্তু মেক্সোয়েল আত্মরক্ষা মূলক নীতি বজায় রেখে মেডোজের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন। সুতরাং টিপু সূর্যাস্তের পর ফিরে যান। ১৪ই নভেম্বর আবার তিনি ফিরে আসেন কিন্তু মেক্সোয়েল স্থান পরিবর্তন করলেন না বলে এবং মেডোজের আগমনের খবর পেয়ে টিপু চলে আসেন।[৩০]

জেনারেল মেডোজ করুর থেকে আগত সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোয়েম্বাটোর ফিরে যান এবং সেই স্থানটিকে শক্তিশালী করে টিপুর অনুসরণে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু সুলতানের গতি এতই দ্রুত ও গোপন ছিল যে ইংরেজরা বৃথাই তাকে অনুসরণ করেছিল। টিপুর কাবেরী পার হবার কিছুদিন পর মেডোজ তা জানতে পেরেছিলেন। মেক্সোয়েলের অশ্বারোহী সৈন্য টিপুর চেয়ে নিম্ন-মানের ছিল; তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে মেডোজ বড়মহলের দিকে

অগ্রসর হতে সঙ্কল্প করেন। তিনি কাবেরী অতিক্রম করে ১৪ই নভেম্বর থপুর গিরিপথের দক্ষিণ সীমাপ্রান্তে পৌছান।[৩১] দুই ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে ধরা পড়ার ইচ্ছা টিপুর ছিলনা। সুতরাং মেডোজের আগমনের খবর পেয়ে তার স্থিতি স্থান থেকে ১৪ই নভেম্বর রাত্রিতে তিনি রওনা হয়ে গেলেন। কাবেরী পটনমে কর্ণেল মেক্সোয়েলের ঘাঁটি থেকে প্রায় ২৯ মাইল দূরে পরদিন দুপ্রহরে টিপু মেডোজ সেনাদলের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু সংঘর্ষ এড়াবার জন্য ব্যগ্র থাকায় পশ্চিমে পালাকাড গিরিপথ দিয়ে গিয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করেন। রসদপত্র, কামান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসজ্জার অপ্রতুলতার ক্লেশ সত্বেও তিনি প্রায় ২৪ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পালাকাডে যেখানে তিনি শিবির ফেলেন, দরকার পড়লে একটা সহজ গম্য গিরিপথের মধ্য দিয়ে বড়মহল থেকে মহীশূর যাবার পক্ষে সেটি একটি সুনির্বাচিত স্থান ছিল। এ ছাড়া, ইংরেজ সেনার গতিবিধি লক্ষ্য করার পক্ষেও স্থানটি সুবিধা—জনক ছিল।[৩২]

ইতিমধ্যে কাবেরীপটনমের কাছে মেডোজ মেক্সোয়েলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। টিপু দেখলেন যে যুক্তসেনাদলকে আক্রমণ করে তার কোন লাভ হবে না। তখন তিনি তার কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন করে কর্ণাটক আক্রমণের সঙ্কল্প করেন যাতে ইংরেজরা মহীশূর ছেড়ে তাদের স্বরাজ্য রক্ষায় ব্রতী হয়।[৩৩] সুতরাং ১৮ই নভেম্বর তিনি থপুর গিরিপথের দিকে অগ্রসর হন। মেডোজ কিন্তু মহীশূর আক্রমণ করার সঙ্কল্প করেন। কারণ, তার হাতে ছিল এমন একদল সৈন্য যা "ব্রিটেন এরপূর্বে ভারতে যত সেনাবাহিনী পুঞ্জীভূত করেছিল তার চেয়ে প্রভূত উৎকৃষ্টতর"।[৩৪] টিপুর সঙ্গে একই দিনে তিনি দক্ষিণে থপুর গিরিপথের দিকে রওনা হন এবং উভয়েই প্রায় একই সময় গিরিপথ মুখে উপস্থিত হন। ইংরেজরা টিপুকে খুব জোরালো আক্রমণ করে, কিন্তু তাকে দমিত করতে পারেনি। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে চলে যেতে কৃতকার্য হন। তার অশ্বারোহী দল পদাতিকদের অগ্রগমন খুব সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছিল।[৩৫] তিনি স্বয়ং অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং তার অন্যান্য সৈন্যরা চলে যাবার পরেই শুধু ছোট একটি রক্ষীদলের সঙ্গে ফিরে আসেন।[৩৬]

গিরিপথ অতিক্রম করে টিপু দক্ষিণে ত্রিচীনপলির দিকে অগ্রসর হন। যতক্ষণ না শ্রীরঙ্গমদ্বীপের বিপরীত দিকে কলেরুন নদীর উত্তর তীরে ২৮শে নভেম্বর উপস্থিত হন, ততক্ষণ তিনি থামেন নি। কিন্তু নদীটির জলস্ফিতি অত্যাধিক থাকায় অতিক্রম করা দুসাধ্য ছিল। সেজন্য, এবং কর্ণাটকের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করার ব্যগ্রতা নিয়ে শ্রীরঙ্গমদ্বীপ লুণ্ঠন করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তারপর, মেডোজের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে, তিনি ৬ই ডিসেম্বর ত্রিচীনপলির ৮০ মাইল উত্তরে টিয়াগারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি ১১ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর অবধি টিয়াগারের সম্মুখে ছিলেন। কেপ্টেন ফ্লিন্ট ঐস্থান রক্ষা

করছিলেন। ফ্লিন্ট দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধকালে ওয়াণ্ডিওয়াস প্রতিরক্ষায় নাম করেছিলেন। টিপু দুর্গটি দখলের জন্য দু'বার আক্রমণ করেন, কিন্তু সফল হননি। একটা ক্লান্তিদায়ক অবরোধে সময় নষ্ট করা সমীচীন হবে না মনে করে তিনি বিরত হন এবং ৩৫ মাইল উত্তরে দূরবর্তী তিরুভেন্নামালাই অভিমুখে গিয়ে সহজেই উহা দখল করেন। পরে, ২৩শে জানুয়ারী, মাত্র ২ দিন অবরোধের পর পেরুমুকল অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ফরাসীদের কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করবার আশায় পণ্ডিচেরী রওনা হন।[৩৭] এর ফলে যথেষ্ট মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। কারণ মেডোজের সঙ্গে কর্ণওয়ালিসের মিলন হবার পূর্বে তার মাদ্রাজ আক্রমণ করা উচিত ছিল। তাতে কর্ণওয়ালিসের সামরিক প্রস্তুতিতে বাঁধা পড়তো। এছাড়া কর্ণাটরমে ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করাও তার উচিত ছিল।[৩৮]

টিপুর মত জেনারেল মেডোজও পালাকাড গিরিপথ থেকে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। তিনি ২৭শে নভেম্বর করুরের বিপরীত দিকে কাবেরীনদীর তীরে পৌছান। কিন্তু তিনি যখন মহীশূর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন তখন তাকে ত্রিচীনপলিকে সাহায্য করার আদেশ দেওয়া হয়। ফলে তাকে তাই ঐ পরিকল্পনা ছাড়তে হয়। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ত্রিচীনপলি পৌছে সুলতানের অনুসরণে লেগে গেলেন। সুলতানের সৈন্যরা সর্বদাই জেনারেলের কিছুটা অগ্রভাগে থাকতো। তিনি তিরুভেন্নামালাই পর্যন্ত সুলতানকে অনুসরণ করেন। এবং কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে প্রদেশ রাজধানীতে ফিরে যাবার আদেশ পান। কর্ণওয়ালিস ১২ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ পৌছেছিলেন। সুতরাং মেডোজকে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হতে হয়। তিনি ২৭শে জানুয়ারি ভেলোরে পৌছান। এখানে কর্ণওয়ালিস সেনাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। এইভাবে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপু দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু তার সেনাগণ পশ্চিমে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১৭৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তার সেনাপতি হোসেন আলী খাঁ কেলিকাটের কাছে তিরুনগদিতে কর্ণেল হার্টলি দ্বারা ভীষণভাবে পরাস্ত হন ; ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় ১,০০০ জন হতাহত, ৯০০ জন বন্দী। ইংরেজরা মাত্র ৫০ জন সৈন্য হারায়। পলায়ন পর সৈন্যদের অসমাপ্ত দুর্গ ফেরখ অবধি তাড়া করা হয়। ২দিন পর সেখানকার প্রায় ১,৫০০ জন সৈন্য অস্ত্রসমর্পণ করে। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ তামারেশ্বরী গিরিপথ দিয়ে সরকারী ধন দৌলত সহ পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৩৯]

ইতিমধ্যে বম্বের গভর্ণর জেনারেল এবারক্রম্বি এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে একটি বৃহৎ সেনাদল সহ তেল্লিচেরী উপস্থিত হন। এবং সেখান থেকে তিনি কেন্নানুরের দিকে অগ্রসর হন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবির এক সন্ধি হয়েছিল যাতে তারা

কেন্নানুরে তার দুর্গে সৈন্য পাঠাতে পারে। কিন্তু তিনি চাপে পড়ে ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন বলে সেই স্থানে টিপুর সৈন্যদের প্রবেশ করতে দেন, যখন তারা কেন্নানুরের কাছ বরাবর পেঁাছায় ইংরেজরা বিবি কর্তৃক সন্ধি লঙ্ঘন করা হল বলে মনে করে।[৪০] সুতরাং এবারক্রম্বি কেনান্নূর দখল করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর উপস্থিত হয়ে ১৭ই তা অধিকার করেন, দুর্গের ৫,০০০ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। মহীশূরী সেনা ও তাদের সহযোগীদের এই পরাজয় মালাবারে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করেছিল।[৪১]

মালাবারে মহীশূরীদের পরাজয় সত্ত্বেও মূল যুদ্ধ প্রাঙ্গণে যুদ্ধের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে টিপুর অনুকূলে। এর কারণ অনেক। প্রথমতঃ টিপুর অশ্বারোহী সেনা ইংরেজদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল এবং যদিও তার গোলন্দাজ সেনা ইংরেজদের চেয়ে বেশী কার্যকরী ছিল না, তাদের সংখ্যাধিক্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ পরিবহণ ক্ষেত্রে তিনি উচ্চতর ছিলেন—তার হাতে ছিল ১৪০,০০০টি ভারবাহী বলদ, ১,২০০টি গাধা। সত্য বটে, তার পদাতিক সেনা ইংরেজদের জুড়ি ছিল না, কিন্তু তিনি রণাঙ্গনে সাক্ষাৎ যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন।[৪২] দ্রুত এবং প্রতিকূল সৈন্য চালনায় তিনি ইংরেজ সেনানায়কদের বিভ্রান্ত করতেন, বৃথাই তারা তার নাগাল পাবার চেষ্টা করতো। সৈন্য, সাজসরঞ্জাম উভয় দিকেই ইংরেজরা তার দ্বারা প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি মহীশূর আক্রমণে মেডোজের পরিকল্পনাই শুধু বানচাল করে দেননি, কর্ণাটক আক্রমণ করে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পর্যায়ে এনে ফেলে ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও উচ্চ পর্যায়ের যুদ্ধ-কুশল ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রমাণিত করে তুলেছিলেন। এই সময় ইংরেজদের পরাজয়কে কর্ণওয়ালিস স্বীকার করতে চান নি, কিন্তু তিনিও মেনে নিয়েছিলেন যে "সময় আমরা নষ্ট করেছি, সুখ্যাতি কুড়িয়েছে আমাদের শত্রুরা, আর এই দুটি জিনিসই যুদ্ধে অত্যন্ত মূল্যবান"।[৪৩]

টীকা

১ বেভারিজ, "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," (ii), পৃঃ ৫৮৭।
২ মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ১১৬ পাদটিকা, ফ্রয়েড ষ্টুয়ার্টকে, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯০।
৩ উইলক্স, (ii), পৃঃ ৩৮৫-৮৬ ; ফরটেসকু, (iii), পৃঃ ৫৬০।
৪ উইলক্স, (ii), পৃঃ ৩৮৬।
৫ মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ৭৪-৮।
৬ মেঃ পাণ্ডুঃ, ইঃ অঃ, নং ৪৬, পৃঃ ১৪৬।
৭ ফরটেসকু, (iii), পৃঃ ৫৬১ ; উইলসন, (ii), পৃঃ ১৯৪।
৮ উইলক্স, (ii), পৃঃ ৩৯১-২।
৯ নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১৩ই অক্টোবর ১৭৯০, কঃ নং ৯।
১০ মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ১০৩ ; গ্লিগ, মানরো (i) পৃঃ ৯৫।

১১। ফরটেসকু, (111), পৃঃ ৫৬১।
১২। উইলসন (ii), পৃঃ ১৯৪।
১৩। ঐঃ, পৃঃ ১৯৪-৫ ; উইলক্স, (ii), পৃঃ ৩৯২-৩ ; আঃ নেঃ, সি২ ২৪০, গু দ্র্যাঁ। ডেইভারকে, ২৭শে জুলাই, ১৭৯০, নং ১৫।
১৪। উইলসন, (ii), পৃঃ ১৯৫ ; ফরটেসকু, (111), পৃঃ ৫৬২।
১৫। উইলকস, (ii) পৃঃ ৩৯৪-৬।
১৬। ফরটেসকু, (111), পৃঃ ৫৬৩ ; গ্লিগ, "মানরো," (i), পৃঃ ৯৮।
১৭। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৩৯৬-৭।
১৮। "তারিখ ই টিপু," ফঃ ১০০ বি—১০১ এ ; হামিদ খাঁ, ফঃ ৬৮ বি।
১৯। মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ১৯১ পাদটিকা ; উইলসন, (ii), পৃঃ ১৯৬।
২০। মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ১২০-১।
২১। উইলক্স (ii), পৃঃ ৪০০।
২২। ফরটেসকু, (111), পৃঃ ৫৬৪ ; গ্লিগ, "মানরো," (i), পৃঃ ৯৯।
২৩। মেকেঞ্জি, (i), পৃঃ ১২৪।
২৪। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৪০২।
২৫। উইলক্স, (ii) পৃঃ ৪০২-৩ ; উইলসন, (ii), পৃঃ ১৯৭-৮।
২৬। ঐঃ পৃঃ ১৯৯-২০০।
২৭। পৃঃ রেঃ কঃ, (111), নং ১৬৪।
২৮। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৪০৭।
২৯। গ্লিগ, "মানরো," (i), পৃঃ ১০৩।
৩০। উইলক্স (ii), পৃঃ ৪০৭-৮।
৩১। ঐঃ পৃঃ ৪০৪, ৪০৮।
৩২। মেকেঞ্জি, (i) পৃঃ ১৭৩-৭৪।
৩৩। ঐঃ, পৃঃ ১৭৫।
৩৪। ঐঃ পৃঃ ১৭৪।
৩৫। ঐঃ, পৃঃ ১৭৬-৮।
৩৬। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৪১১।
৩৭। ঐঃ পৃঃ ৪১১, ৪১৪-৫, ফরটেসকু, (111), ৫৬৭-৬৮।
৩৮। আঃ নেঃ, সি২ ২৯৫, গু দ্র্যাঁ মন্ত্রীকে, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৯১, নং ৩১।
৩৯। ঐঃ, পৃঃ ৪১৮ ; কেডেল, "হিষ্ট্রি অব দি বম্বে আর্মি" পৃঃ ১১৯।
৪০। পঃ প্রঃ, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৯০, কঃ নং ২২, ২৩।
৪১। কেডেল, "হিষ্ট্রি অব দি বম্বে আর্মি," পৃঃ ১২০।
৪২। আঃ নেঃ সি২ ২৪০ গু দ্র্যাঁ মন্ত্রীকে, ২৭শে জুলাই, ১৭৯০, নং ১২।
৪৩। রস "কর্ণওয়ালিস," (ii), পৃঃ ৫১।

১৪

যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় পর্ব

মহীশূর আক্রমণ

কোম্পানীর যুদ্ধ-পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং "এ যাবৎ ভারতের যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিন্যস্ত সবচেয়ে সুগঠিত ও সুনির্বাচিত"[১] ইংরেজ সেনানীর ক্ষয়ক্ষতি কর্ণওয়ালিসকে বিশেষ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। মেডোজ পরাজিত, আর কর্ণাটক টিপুর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত। তা ছাড়া, মারাঠারা ও নিজাম কোম্পানীর সেনাদের সামরিক কার্যকলাপের বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ধারণা করেছিলেন, ভয় ছিল, তারা মিত্র-সঙ্ঘ ত্যাগ করে মহীশূরীদের সঙ্গে পৃথক সন্ধি করে নিতে পারেন। কর্ণওয়ালিস দেখলেন যে "ইদানীং আমাদের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে টিপুর কর্মশক্তি এত সতেজ এবং কিছু পরিমাণে এতই সাফল্যজনক যে… এরূপ একটি বিপজ্জনক প্রতিবেশীর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আমাদের সমগ্র শক্তির প্রয়োগ দরকার"।[২] স্বয়ং যুদ্ধ-নিয়ন্ত্রণ করবার পূর্বেকার সঙ্কল্প তিনি তাই আবার গ্রহণ করলেন—এই ভেবে যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি ইংরেজ সেনাদের সর্বশ্রেণীর ভিতর শুধু নতুন উদ্দীপনাই জাগাবেনা, নিজামও মারাঠাদের সক্রিয় করে তুলবে।

কর্ণওয়ালিস মহীশূর আক্রমণ সম্বন্ধে মেডোজের পরিকল্পনায় সম্মত ছিলেন না। তার মত ছিল, মাদ্রাজ হবে যুদ্ধোদ্যমের মূল ঘাঁটি; এবং মহীশূর আক্রমণ করা হবে উত্তর পূর্ব থেকে, দক্ষিণ থেকে নয়।[৩] তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারি ভেলোট থেকে রওনা হয়ে ১১ই ভেলোর পৌঁছান। সেখান থেকে হঠাৎ তিনি ডান দিকে সরে যান এবং চিত্তুর পৌঁছে পশ্চিম মুখো হন এবং ১৯ তারিখে, একটা গুলিও না ছুঁড়ে, মহীশূরে প্রবেশ করেন। পরদিন তিনি পালমনিবে শিবির ফেলেন।[৪]

অভিযানটির সাফল্যের কারণ ছিল নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে কর্ণওয়ালিসের গোপনতা রক্ষা। এ ছাড়া, "পণ্ডীচেরীতে টিপুর বহুকালব্যাপী নিষ্ক্রিয়তা, এবং তার কর্ণাটকে থাকা অবস্থায় ইংরেজরা কখনো মহীশূর আক্রমণ করবে না এই বিশ্বাস কর্ণওয়ালিসকে তার উপর টেক্কা দিতে সমর্থ করেছিল।[৫] কিন্তু যখন টিপু নিশ্চিত হলেন যে, কর্ণওয়ালিস মহীশূর আক্রমণের সঙ্কল্প করেছেন, তখন তিনি ভেবেছিলেন, আক্রমণটা ঘটবে অম্বুর বা বড়মহলের অপেক্ষাকৃত সহজ গিরিপথ দিয়ে। ঐ গিরিপথে প্রেরিত কোন কোন ইংরেজ সেনাদিগকে বিশেষ

ক্রিয়াকলাপ দেখাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা-ও ঐ সিদ্ধান্তেরই সমর্থক ছিল। এজন্যই, যেইমাত্র তিনি ভোলোর অভিমুখে কর্ণওয়ালিসের যাত্রার খবর পেলেন, তখনি পণ্ডীচেরী ত্যাগ করে চঙ্গামা ও পালাকাড গিরিপথের মধ্যদিয়ে ইংরেজ সেনাদের বাধা দিতে ত্বরিত মহীশূর ফিরে আসেন। কিন্তু অম্বুর অভিমুখে যাত্রার একটা ভান করে কর্ণওয়ালিস তাকে ধোঁকা দিতে সমর্থ হন এবং অনেক বেশী লম্বা ও দুর্গম হলেও মুগালি গিরিপথ দিয়ে মহীশূরে প্রবেশ করেন। টিপু এই চতুরতা জানবার পূর্বেই ইংরেজরা মহীশূরের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।[৬] কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোর আক্রমণ করতে পারেন মনে করে টিপু তৎক্ষণাৎ সেদিকে যান—ইংরেজরা আসবার আগেই সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য। ৩রা মার্চ বেঙ্গালোর পৌঁছে সেখানকার সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ পীর ও রাজা রামচন্দ্র নামে অন্য একজন অফিসারকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাবন্দী করেন এবং কৃষ্ণগিরির "ফৌজদার" বাহাদুর খাঁকে দুর্গের অধ্যক্ষ পদ দেন দুর্গ রক্ষায় তার সাহায্যের জন্য মহম্মদ খাঁ বক্সী ও সৈয়দ হামিদকে নিযুক্ত করেন। এই সকল বন্দোবস্তের পর শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা দেবার জন্য তিনি রওনা হন।[৭]

ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোরের দিকে তার অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি কোলাব ও ২রা মার্চ হসকোট দখল করেন। এ সব স্থানে কার্যতঃ কোন গড়সৈন্যাই ছিল না, ছিল মাত্র কয়েকজন গাদা বন্দুকধারী। সুতরাং প্রথম হুমকিতেই তারা আত্মসমর্পণ করে।

এ পর্যন্ত ইংরেজরা অস্থায়ী অশ্বারোহী সেনা ছাড়া অন্য কোথাও বাধা পায়নি। এই অশ্বারোহীরা তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদভাগ থেকে উত্যক্ত করতো—ভারবাহী পশু নিয়ে গিয়ে, বোঝাপত্র ও বিচ্ছিন্ন সেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে। সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যন্ত জটিল করে দিত তাদের শত্রুর গমনপথের অঞ্চলে শস্য ধ্বংস করে।[৮] কিন্তু কর্ণওয়ালিস যখন বেঙ্গালোরের ১০মাইলের মধ্যে আসেন, টিপুর অশ্বারোহী সৈন্যরা কিছু অধিক সংখ্যায় ৫ই মার্চ সকালবেলা ইংরেজ সৈন্যের উপর কামান দেগে ও তাদের বোঝাপত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছুটা বাধা দিলেও তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। বিকালবেলা ইংরেজ সেনা বেঙ্গালোর পৌঁছায় কিন্তু প্রায় ১০ জন সৈন্য তাদের হারাতে হয়।[৯]

৬ই মার্চ বিকালে ফ্লয়েড যখন তার সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দুর্গের পূর্বদিকে[১০] পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন প্রায় ১০০০ জন মহীশূরী অশ্বারোহী সেনার সম্মুখে পড়ে যান। তারা টিপু কর্তৃক বালাজী রাও-এর নেতৃত্বের তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। মহীশূরীরা প্রথম দিকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সংখ্যার চাপে শেষটায় হার মানলো। তাদের অনুসরণ করার সময় ফ্লয়েড উচ্চ থেকে টিপুর সৈন্যের পশ্চাদভাগ দেখতে পেলেন। সৈন্যরা সবেমাত্র পৌঁছেছিল এবং দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শিবির স্থাপনায় রত ছিল। যদিও ফ্লয়েডকে কর্ণওয়ালিস নির্দেশ

দেন কোনরকম সংঘর্ষ না বাধাতে তবুও তিনি শত্রুকে ঘায়েল করবার এই লোভনীয় সুযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি।[১১] প্রথম দিকে তিনি সফল হন ; কারণ মহীশূরীরা কেউ রন্ধন কার্যে ব্যস্ত ছিল বা কেউ বিশ্রাম করছিল কাজেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শীঘ্রই পুনরায় একত্রিত হয়ে তারা ইংরেজদের পাল্টা আক্রমণ করে। ফ্লয়েড মুখে আঘাত পেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তার সৈন্যরা তাকে বহন করে নিয়ে যায়। ইংরেজরা ৪০০ জন সৈন্য হারিয়ে দ্রুত পলায়ন করে।[১২] প্রায় ১০০ জন বন্দী হয়, কিন্তু টিপুর আদেশে তাদের ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে, প্রত্যেককে এক টুকরো কাপড় ও একটি টাকা দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৩] রাত্রির অন্ধকার সৈন্যদের পালাতে সাহায্য করেছিল, তা না হলে ইংরেজদের ক্ষতি আরো গুরুতর হত।[১৪] ফ্লয়েডের আঘাতও শাপে বর হয় কারণ, মানরোর মতে "এটা না ঘটলে তিনি এতটা দূরে অগ্রসর হতেন যে কখনো নিজেকে সরিয়ে আনতে পারতেন না, কারণ শত্রুরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং টিপুর অধীনে চালিত হয়ে তাদের সেরা অশ্বারোহী সেনাবাহিনী খানিকটা দূর পর্যন্ত এসেগিয়েছিল।[১৫]

যদিও ফ্লয়েডের সঙ্গে সংঘর্ষে টিপু জয়লাভ করেছিলেন, তিনি রাত্রিবেলা আক্রান্ত হবার ভয়ে সে স্থানেই থাকা সঙ্গত মনে করেননি। সুতরাং তিনি বেঙ্গালোরের ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেঙ্গেরিতে চলে যান—শহর রক্ষার জন্য ২,০০০ জন লোক থেকে যায়।[১৬] অন্য দিকে, সৈন্যক্ষয়ে, এবং খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের অভাব অনুভব করে কর্ণওয়ালিস আর সময় নষ্ট না করে বেঙ্গালোর আক্রমণের সঙ্কল্প করেন এবং তা অধিকার করার পর শুধু তার রসদ সরবরাহের যোগানই মিলবে তাই নয় দুর্গ অবরোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও হবে।[১৭]

বেঙ্গালোর শহর ছিল দুর্গের উত্তরে। এর গঠন ছিল গোলাকার, পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এর রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং সুবিন্যস্ত। ভারতের কোন শহর এর চেয়ে বেশী সুন্দর ভবন ও সমৃদ্ধিশালী নাগরিকের গৌরব করতে পারত না। দুর্গে রক্ষিত দিক ছাড়া চারদিকেই এর ছিল ২৫ ফিট গভীর শুষ্ক পারখা। পরিখার পাশ দিয়ে চলে গেছে নানা গাছের, বাঁশেরও কাঁটাওয়ালা ঝোপের নিবিড়, প্রশস্ত জঙ্গল। শহরের ৪টি প্রবেশ দ্বার, সবগুলিই ছিল সুরক্ষিত।[১৮]

ষোড়শ শতাব্দীতে এর "লোহিত রাজা" (রেড চীফ) কেম্প গাউড কর্তৃক নির্মিত বেঙ্গালোর দুর্গ প্রথম ছিল কাদামাটির। কিন্তু হায়দর ও টিপু একে পাথর দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়েন। ইহা ডিম্বাকার, এর পরিধি ১ মাইলেরও অধিক। এর ছিল দৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীর, ২৬টি বুরুজ—প্রত্যেকটিতে ৩টি কামানের যোগ্য স্থান, ৫টি দূরবিক্ষনী মঞ্চ এবং একটি গভীর পরিখা। অবরোধকালে এই পরিখায় অতি সামান্য জল ছিল। এরদু'টি প্রবেশদ্বার ছিল : একটির নাম মহীশূর, এবং শহরের বিপরীত দিকের অন্যটির নাম দিল্লী দরজা।[১৯]

কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোরের উত্তর-পূর্ব দিকে শিবির ফেলেন। ৭ই মার্চ

ভোরবেলা শহর আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হল উত্তর দিকের একটি প্রবেশ পথ। বিশেষ বাধাবিঘ্ন ছাড়া সেটা অধিকার করে ইংরেজ সেনা এগিয়ে চললো। কিন্তু ভিতর দিকের দরজা পাথর দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছিল,—সেখানে তারা প্রবল বাধা পায়। সুতরাং ভারী ভারী আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের ফলে অবশেষে পথ করা হয়। কিন্তু আক্রমণকারীরা প্রাচীরও উল্লঙ্ঘন করে। রক্ষী সৈন্য দৃঢ় প্রতিরোধ করে অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাসাধ্য দ্রুত দুর্গের দিকে প্রস্থান করেছিল।[২০]

মহীশূরীরা যখন দুর্গে আশ্রয় নেয় তখন শহরটি ইংরেজ সৈন্যের লুটতরাজের কবলে পড়ে যায় স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার ও প্রভূত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। যদিও অবরোধকালে বহু লোক তাদের জিনিসপত্র সহ পলায়ন করেছিল, খুব কম সৈন্যই ছিল যে সোনা ও রূপোর কিছু অলঙ্কার এবং নতুন বস্ত্র লুট করেনি।[২১] ইংরেজ সৈন্য প্রচুর শস্য ও সামরিক রসদ এবং ১২৫টি কামান পেয়েছিল ৮৫টি তৎক্ষণাৎ ব্যবহারোপযোগী। শহরে প্রকাণ্ড একটি বারুদ তৈরীর এবং একটি কামান ঢালাইয়ের কারখানা ছিল, একটি সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ তৈরীর কর্মশালা, একটি ফরাসী তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থ থেকে রেখাঙ্কিত অশ্বারোহী সেনার ছোট বন্দুক তৈরীর যন্ত্র ছিল। এ সমস্তই ইংরেজের হাতে চলে আসে।[২২] কিন্তু পশুদের খাদ্য তারা খুব কম পরিমাণেই পায়, কারণ মহীশূরীরা পশু খাদ্য ভাণ্ডারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।[২৩]

টিপু শহরটি হারিয়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় কেঙ্গেরি থেকে বেরিয়ে আসেন। ৭ই মার্চের বিকালের প্রথম দিকে তার সেনা দলের একভাগ ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটা যুদ্ধ-সজ্জা দেখায়, এদিকে কমর-উদ-দিনের নেতৃত্বে ৬,০০০জন পদাতিক সৈন্য প্রচ্ছন্নভাবে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু কর্ণওয়ালিস কৌশলটি ধরে ফেলে শহরে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করেন। তবু টিপুর সৈন্যরা শৌর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার্থে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু শেষে হার মেনে নিজের শিবিরে ফিরে যায়। তাদের ক্ষতি হয় প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন সৈন্য। সারা দিনে ইংরেজের ক্ষতি হয় ১৩১ জন।[২৪]

শহর দখল করার পর দুর্গের অবরোধ আরম্ভ হয়। প্রাচীর ভঙ্গ করার জন্য গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। ১৮ই মার্চ একটা স্থানে বিদীর্ণ হয় এবং ২০ তারিখের গোলাবর্ষণে তা প্রশস্ততর হয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। শহরে প্রাপ্ত পশু খাদ্য মাসের মাঝামাঝি নিঃশেষিত হয়েছিল। সরবরাহের বিষম অভাবে প্রত্যহ শত শত বলদের মৃত্যু ঘটতে থাকে। এ ছাড়া, ২টা কামান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, গোলা-বারুদের অভাবও দেখা দিচ্ছিল। আর বিলম্ব করলে ফল মারাত্মক হবে মনে করে কর্ণওয়ালিস তখন দুর্গ সতেজে আক্রমণ করবেন সঙ্কল্প করলেন।[২৫] অন্য একটা কারণও দুর্গটি

তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতে তাকে প্ররোচিত করেছিল। গড়সৈনা ও টিপুর সৈন্য এই উভয় সৈন্যের মুখে পড়ে ইংরেজ সৈন্য অবরোধকারী হয়েও বস্তুত নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। টিপুর সৈন্যের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যহই বেশী ভীতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২১শে মার্চের সকালের দিকে দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিমে টিপু ইংরেজদের নির্মাণ কাজে কামান দাগবার জন্য উঁচু স্থানে তার সেনা সমাবেশ করান, কর্ণওয়ালিস সুতরাং বাইরে এলেন,—মনে হ'ল টিপুকে আক্রমণ করার জন্য। ফলে টিপু গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখেন। বিকালবেলা আবার গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। যার দরুণ কর্ণওয়ালিস ভীষণ ভয় পেয়ে যান, কারণ, সুলতানের স্থিতিস্থান দুর্গের ভগ্ন অংশের প্রতিরক্ষা করতে পারতো।[২৬] এ ছাড়া, তিনি টিপুর অন্তরঙ্গ লোক কৃষ্ণরাও তাকে জানিয়েছিলেন যে মহীশূরীরা ইংরেজদের আক্রমণ করবার তোড়জোড় করছে। এজন্যেই তিনি টিপুর পরিকল্পনা সিদ্ধ হবার পূর্বেই ২১শে মার্চ রাত্রিতে দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প করেন। আক্রমণের প্রস্তুতি এতই গোপনে হয়েছিল যে ইংরেজ সৈন্যরা পর্যন্ত সে বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল। আক্রমণের সঠিক সময় কৃষ্ণরাও-এর পরামর্শ মত নির্ধারিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণরাও ভগ্নস্থানের রক্ষী সংখ্যা কমিয়ে দেন।[২৭] ফলে, আক্রমণ সুরু হওয়ায় মহীশূরীরা একেবারে হকচকিয়ে যায়।[২৮] ইতিমধ্যে ইংরেজরা একটা ঘোরালো পথের সন্ধান পায় যে-দিক দিয়ে কয়েকজন লোক মূল প্রাচীরের একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারে। তাদের সঙ্গে অন্যরা যোগ দিলে একত্র তারা গড় সৈন্য আমক্রমণ করতে পারে। এ সত্ত্বেও গড়-সৈন্য সতেজ প্রতিরোধ চালায়। সেনাধ্যক্ষও মহাতেজে যুদ্ধ করেন কিন্তু তিনি নিহত হ'লে প্রতিরোধ সমাপ্ত হয়ে যায়। টিপু গড় সৈন্য বৃদ্ধির জন্য ২০০০ জন বাছা বাছা সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বড় বিলম্বে এসে পৌঁছায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পশ্চাৎপদ হয়।[২৯] এই দিনে ইংরেজদের ১৩১ জন হতাহত হয়, মহীশূরীরা ১০০০ জন লোকের বেশী হারায়।[৩০] অধিকাংশই ৩০০ জন আহত লোক সহ শেখ আন্সার ও শিবাজী বন্দী হন। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।[৩১]

বেঙ্গালোরের পতনে টিপু ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ এটাই ছিল তার রাজ্যের দ্বিতীয় শহর এবং তার মতে অপরাজেয়। এর পরাজয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একজন অতি বিশ্বস্ত অফিসার বাহাদুর খাঁর মৃত্যু তাকে এত অভিভূত করে যে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।[৩২] বাহাদুর খাঁ "ছিলেন লম্বা ও শক্তিমান, প্রায় ৭০ বৎসর বয়স্ক, সাদা দাড়ি তার দেহের মধ্যদেশ অবধি লম্বিত ছিল। তার ছিল সেই মহিমাময় চেহারা যা কোন মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"।[৩৩] কর্ণওয়ালিস তার সৌম্য মূর্তি ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তার মৃতদেহ সমাধি দেবার জন্য সুলতানের নিকট পাঠাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু টিপু গভর্ণর জেনারেলের এই সৌজন্যের প্রশংসা করে প্রস্তাব করেন যে বাহাদুর খাঁর মৃতদেহ কোন পীরদের

দরগায় মুসলীম রীতিমত কবর দেবার জন্য বেঙ্গালোরের মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।[৩৪]

বেঙ্গালোর অবরোধের সময় টিপুর সমর কৌশল ছিল ব্যাপকভাবে যুদ্ধে না নামা, আর ইংরেজদের আক্রমণ করা তখনই যখন তাদের বাধা দেবার শক্তি কমে যাবে। এটা করা হবে তাদের মিত্রবর্গ ও কর্ণাটকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, নতুন রসদ সংগ্রহে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ ধ্বংস করে, অবিরাম গোলাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এবং তাদের হয়রানিও দলমধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য বোঝা ও মালপত্র আক্রমণ করে। এই কৌশলের সাফল্য প্রভূত পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। কর্ণাটক ও মিত্রমণ্ডলী থেকেই ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতো ; পশুখাদ্য, খাদ্যশস্য ও গোলাবারুদের প্রভূত অভাব ছিল এবং প্রত্যহ শত শত গোমহিষাদির মৃত্যু ঘটতো। ঝাঁকে ঝাঁকে মহীশূরী অশ্বারোহীদের উপেক্ষা করে রক্ষা-চৌকির বাইরে ইংরেজ অশ্বারোহী দল যেতে সাহস করত না। বেঙ্গালোর পতনের পর কর্ণওয়ালিস লিখেছিলেন "একটি প্রাণবন্ত ও শক্তিমান শত্রুর উপস্থিতিতে অবরোধ চালিয়ে নিয়ে সৈন্য মণ্ডলী বড় ক্লান্তি, বড় ক্লেশ সহ্য করেছে। পশু খাদ্যের সঙ্কট অভিযানটিকে প্রায় ব্যর্থ করে দিচ্ছিল ; স্থানটি দখল করে এখন একটু সুরাহা হ'ল''।[৩৫] এর থেকে স্পষ্ট হয়, ইংরেজদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ে যে যদি কৃষ্ণরাও সাহায্যার্থে না আসতেন তবে তারা আজই হোক বা কালই হোক মহীশূরীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হ'ত।

সমসাময়িক বিবরণী থেকে দেখা যায় কিছু কাল থেকে কৃষ্ণরাও সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছিলেন। মহীশূরের সিংহাসনে পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিলাষী তিরুমল রাওর দলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। বেঙ্গালোর পতনের পর একটি চিঠি হস্তগত হয় যার থেকে প্রমাণিত হয় কৃষ্ণরাও টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজ ও মারাঠাদের সঙ্গে যোগসাজশে ছিলেন। কৃষ্ণরাও তখন শ্রীরঙ্গপটম ছিলেন, সুতরাং তাকে শাস্তি দেবার জন্য সৈয়দ সাহেবকে সেখানে পাঠানো হয়। রাজধানীতে পৌঁছে সৈয়দ সাহেব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কৃষ্ণরাও ও তার তিন ভ্রাতাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৩৬]

ভগ্নস্থানগুলি মেরামত করে এবং সম্ভাব্য ও অতর্কিত কোন আক্রমণের তোড় থেকে স্থানটির রক্ষার বন্দোবস্তকরে কর্ণওয়ালিস ২৮শে মার্চ বেঙ্গালোর ছেড়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য ছিল নিজাম অশ্বারোহী সৈন্যর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। নিজাম সৈন্য তার সেনাদলের জন্য যোদ্ধা, অর্থ ও রসদ নিয়ে আসছিল। সেদিনই টিপু পশ্চিমদিকে দোধবল্লাপুর অভিমুখে রওনা হন। বেঙ্গালোর থেকে ৮ মাইল দূরে দুই সৈন্যদল পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে কেটে যায়। টিপুর সেনাদলের পাশ্চাৎ ভাগ ইংরেজদের অগ্রগামী রক্ষীদলের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু ইংরেজদের কিছু লাভ হয়নি। সুলতান সাফল্যের সঙ্গে ফিরে যান ; পেছনে

পড়ে থাকে একটা পেতলের আগ্নেয়াস্ত্র। কারণ তার বহনকারী গাড়ি বিকল হয়ে ছিল। দোধবল্লাপুরের নিকট তিনি তার সেনাদল সুসংবদ্ধ করে নিজামের অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রতিরোধ করার জন্য শিবগঙ্গা অভিমুখে রওনা হন। নিজামসেনা কর্ণওয়ালিসের সেনার সঙ্গে যুক্ত হবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিল।[৩৭]

ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিস অগ্রসর হয়ে চলছিলেন। পথে দেবনহাল্লি ও চিক-বল্লাপুর নামক ক্ষুদ্র দুর্গগুলি বিনা বাধায় দখল করেন। দ্বিতীয় দুর্গটি তার পূর্বের "পলিগার"কে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু টিপুর প্রেরিত এক সেনাদল শীঘ্রই তা অতর্কিতে ও মইয়ের সাহায্যে পুনঃদখল করে। "পলিগার"দের অনেককে রাজদ্রোহের অপরাধে নিহত করা হয়।[৩৮]

কর্ণওয়ালিস যদিও ৫ই এপ্রিলের মধ্যে বেঙ্গালোরের প্রায় ৭০ মাইল উত্তর অবধি পৌঁছেছিলেন, নিজাম-সৈন্যের কিন্তু কোন নিশানা পাওয়া যায়নি। এর মূলে ছিল টিপুর সুদক্ষ গোয়েন্দা-বিভাগ। তারা অমূলক খবর প্রচার করতো এবং মিত্র শক্তিদের যোগাযোগে বাধা দিত। কর্ণওয়ালিস ৫দিন বসে থেকে নিজাম-সেনার সঙ্গে যুক্ত হবার আশা ত্যাগ ক'রে কর্ণাটক থেকে আগত ইংরেজ সেনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দক্ষিণ দিকে রওনা হন। ঐ সেনা কর্ণেল ওল্ড-হ্যামের নেতৃত্বে অম্বুর গিরিপথ ধরে আসছিল। কিন্তু পশ্চাৎ দিকে একদিন চলার পর তার কাছে নতুন খবর আসে। যার ফলে গতি পাল্টে তিনি আবার উত্তর মুখী হলেন। দু'দিন চলবার পর বেঙ্গালোরের ৮৪ মাইল উত্তরে কোটাপল্লীতে ১৩ই এপ্রিল নিজাম সেনার সঙ্গে যুক্ত হন নিজাম সৈন্য নামে ১৫,০০০ জন ছিল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তার ভিতর অতি সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল ১০,০০০ জন। যুক্ত-সৈন্য ১৪ তারিখ কোটাপল্লী থেকে ইংরেজ সেনাদলের দিকে যাত্রা করে। ১৯ তারিখ ভেঙ্কটাগিরিতে তাদের মিলন ঘটে। ইংরেজ সেনাদল বহু পরিমাণে রসদও সমর সম্ভার এবং ৪৫০ জন অশ্বারোহী সহ ৪,৫০০ জন ভারতীয় ও ৭০০ জন ইয়োরোপিয় সেনা সঙ্গে এনেছিল। টিপু ইংরেজ সেনাদলকে আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। যুক্ত-সৈন্য অতঃপর বেঙ্গালোর ফিরে আসে শ্রীরঙ্গপত্তম আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য।[৩৯]

নিজাম ও মারাঠা সেনার ক্রিয়াকলাপ

ইংরেজ সেনা যখন কোয়েম্বাটোর, বড়মহল ও বেঙ্গালোর জেলাগুলিতে যুদ্ধরত, নিজাম সৈন্য ও মারাঠারা তখন মহীশূর রাজ্যের অন্যান্য অংশে কর্মতৎপর ছিল। তাদের গতি প্রথম দিকে ধীর ছিল, কারণ, নিজামের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি[৪০], আর পুনাতে মারাঠারা টিপুর 'উকিল'দের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টায় ছিল। এ ছাড়া, জেনারেল মেডোজের নেতৃত্বে ইংরেজদের যুদ্ধোদ্যম নিজাম ও

পেশোয়ার মনে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ ইংরেজরা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তারা বিশেষ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সুতরাং তারা গড়িমসি করছিলেন যাতে, লেহ্হালের কেন্নাওয়েকে লিখিত ভাষায়, "আমাদের সাফল্যের লাভটুকু পান এবং সঙ্গে সঙ্গে টিপুর সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া এড়িয়ে চলতে পারেন, পুনর্মিলনের রাস্তা যাতে খোলা থাকে"[৪১] তাদের পরিকল্পনা ছিল, পুরদস্তুর ভাবে যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসের বেঙ্গালোর অভিযানের ফলাফল দেখে নেওয়া। এ ছাড়া, তারা তাদের শক্তি অক্ষুন্ন থাকুক, আর টিপু ও ইংরেজরা পরস্পর যুদ্ধ করে করে নির্জীব হয়ে পড়ুক—এটাই চেয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, এমনি ভাবে স্থিতি—সাম্য বজায় রেখে শেষকালে হাজির হবেন।[৪২] সে যাই হোক, কর্ণওয়ালিসের পুনঃ পুনঃ তাগিদে আর প্রতিবাদে তারা আর একটু মনলাগিয়ে যুদ্ধে রত হন। তারা কর্মতৎপর হয়েছিলেন এই আশঙ্কায় যে ইংরেজরা তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই "মিত্রদের উদ্যম ও আন্তরিকতার অভাবের ওজর দেখিয়ে শেষকালে না শত্রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে বসেন"[৪৩] এরকম ঘটলে তাদের পক্ষে বিষময় ফল হবে, কারণ, এতে তারা টিপুর কবলে পড়ে যাবেন। তারা আশঙ্কা করতে লাগলেন যে তারা যদি মনে প্রাণে যুদ্ধে যোগ না দেন, তবে, নিজাম নানাকে যেমন লিখেছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা "ভাগ্য চক্রে যা আমাদের হাতে এসে পড়েছে, আমরা লাভবান হবার পূর্বেই বিলীন হয়ে যাবে।" সুতরাং নিজাম পেশোয়াকে অনুরোধ করেন যে তারা অধিকতর উৎসাহে যুদ্ধে যোগ দিন এবং মিত্র সঙ্ঘের ঐক্য বৃদ্ধি ও ইংরেজদের আশঙ্কা নিরসনের জন্য পেশোয়া পুনা থেকে বেরিয়ে স্বয়ং যুদ্ধোদ্যমের ভার গ্রহণ করুণ।[৪৪] এসব ব্যাপার আলোচনার জন্য ১৭৯১ সালের মার্চের মাঝামাঝি পংগলে পেশোয়ার প্রতিনিধি রূপে হরিপান্ট নিজামের সঙ্গে দেখা করেন। স্থির হয় যে, "নিজাম এবং পেশোয়া উভয়েই ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির শর্তরক্ষা করে চলবেন, টিপুকে অবনমিত করা পর্যন্ত, কিন্তু তার শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হবে না"[৪৫] টিপুর শক্তিকে ইংরেজদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিসন্ধির একটা বিরাট প্রতিবন্ধক বলে নিজাম ও মারাঠারা মনে করতেন এবং ইচ্ছে পোষণ করতেন যে এই শক্তি খর্ব হয়ে থাকুক, কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে নয়।

১৭৯০ সালের মে মাসে নিজামের সৈন্য হায়দরাবাদের নিকটে জড়ো হতে থাকে। মৈত্রীর শর্ত অনুসারে জুনের প্রথম দিকে মেজর মণ্টগোমারির নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সেনাদল সেখানে যোগ দেয়। কিন্তু ঐ সেনাদল, কর্ণওয়ালিসের নিজের স্বীকৃতি মত "আমাদের সামরিক ব্যবস্থাপনার মর্যাদাহানিকর", এবং "সংখ্যা গুনতিতে, নিয়মানুবর্তিতায় ও সাজসরঞ্জামে সন্ধিশর্ত অনুযায়ী নিজামকে সাহায্য-দানের পক্ষে অসমর্থ।"[৪৬] যাই হোক, মিলিত সেনাদল দক্ষিণ-পশ্চিমে পংগলের দিকে অগ্রসর হয়। পংগলকেই কেন্দ্রীয় দফতর করা হয়েছিল। নিজাম অভিযান

'নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এখানে শিবির স্থাপন করেন সামান্য বিলম্বের পর তার সেনাদল মহাবত জাঙের নেতৃত্বে ১৩ই জুলাই নাগাদ কৃষ্ণা পার হয়ে রায়চুড় অভিমুখে রওনা হয়। সেখানে তারা ৬ সপ্তাহ কাটায়। এখানেই খবর আসে যে সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে টিপু কোয়েম্বাটোরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। বাধাপ্রাপ্তির আর কোন ভয় ছিল না, তারা টিপুর রাজ্যে প্রবেশ করলো। বিভিন্ন রক্ষী-দুর্গ বিশেষ বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেগুলি দখল করা গেল। তারপর, ১৭৯০ সালের ২৮শে অক্টোবর মূল সেনাদল কোপ্পল দুর্গ অবরোধে ব্রতী হয়।[৪৭] বাকিসেনা গেঞ্জিকটা, সিধৌট, কুম্বুম্ ও অন্যান্য স্থান অধিকারে অগ্রসর হতে থাকে।

হায়দরাবাদী সেনার অভিযানের পরিকল্পনা ইংরেজ ও মারাঠাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়নি। কুম্বুম্ ও কুড্ডাপা দ্রুতদখল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে নিজাম 'কুম্বুম্-কুড্ডাপা" রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তার সহযোগীরা বিশেষ করে মারাঠারা, চেয়েছিল যে তিনি আরো "মধ্যবর্তী রাস্তা" ধরে মহীশূর আক্রমণে যান, যাতে করে তার সেনারা ও মারাঠারা পরস্পর সহায়তা দিতে ও পেতে পারে।[৪৮] টিপুর সেনাদলের শৃঙ্খলা ও সাজসরঞ্জাম, দ্রুত ও অতর্কিত গতিবিধি হেতু মারাঠা ও নিজাম সেনাদের মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনবোধ হয়েছিল। কারণ "শত্রু যদি দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করে তবে তাদের কাহারও সেনাদল এককভাবে শত্রুপক্ষের সমতুল্য হবে না।"[৪৯] কিন্তু নিজাম "মধ্যবর্তী রাস্তা" ধরে অগ্রসর হবার বিপক্ষে ছিলেন। কারণ, ঐ রাস্তা রক্ষা করে আছে শক্তিশালী দুর্গ গুটি, বেলারি ও সিরা; এগুলিকে পরাভূত করা কঠিন মনে হয়েছিল।[৫০] এ ছাড়া, গত মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধে হোলকার যেমন করেছিলেন, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন বলে হরিপান্টের উপর তার সন্দেহ ছিল।[৫১] কিন্তু আদনি থেকে সরাসরি গিয়ে মারাঠা সেনার কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ না করার ইচ্ছাব প্রধান কারণ হ'ল এই যে, তার আশঙ্কা ছিল তার সেনা কর্তৃক বিজিত স্থানের উপর মারাঠারা হস্তক্ষেপ বা দাবি করে বসে।[৫২]

নিজাম সেনা কোপ্পল অবরোধে ব্যাপৃত ছিল, শীঘ্রই তারা শহরটি অধিকার করেন কিন্তু দুর্গ অধিকারের চেষ্টায় সফল হতে পারেনি। দুর্গটি সাহসী অফিসর নানাজীরাও সোলাঙ্খের নেতৃত্বে ছিল।[৫৩] ইহা ছিল একটি উচ্চ ও খাড়া পর্বতের উপর অবস্থিত, দুর্গ-ব্যবস্থাও ছিল সুদৃঢ়। গোলাবর্ষণ প্রথম দিকে এতটা ব্যর্থ হয়েছিল যে একটা ভাঙ্গন পর্যন্ত ধরাতে পারেনি। এর কারণ ছিল আগ্নেয়াস্ত্রের নিকৃষ্টতা ও গোলাবারুদের অভাব।[৫৪] বস্তুতঃ, আগ্নেয়াস্ত্রগুলি এত নিম্নমানের ছিল যে এক সপ্তাহে ব্যবহারেই তারা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। মেরামত করবার মালমসলার অভাবে সেগুলি আব কাজে লাগানো গেলোনা।[৫৫] যাইহোক, ১৭৯১ সালের জানুয়ারির মধ্য ভাগে রায়চুড় ও পংগল থেকে নতুন এক সারি আগ্নেয়াস্ত্র

আসার পর একটা স্থান বিদীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাহা অবরোধকারীদের কোনো কাজে আসেনি, কারণ সু-উচ্চ একটি খাড়া পাথর খণ্ড দুর্গ-প্রাচীরের নিকট পৌছানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য করে রেখেছিল। গড় সেনাদের মনোবলও অত্যন্ত উন্নত ছিল। তারা প্রায়ই হঠাৎ ছুটে এসে শত্রুদের পর্যুদস্ত করতো। তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এতই সুদৃঢ় ছিল যে, ১৭৯১ সালের ৮ই মার্চ কেন্নাওয়ে কর্ণওয়ালিসকে জানান "জোর খাটিয়ে কোপল দখল করার সম্ভাবনা আমাদের প্রতিকূলে বলে আমার ভয় হচ্ছে।"[৫৬] প্রধানমন্ত্রী মুশীর-উল্ মুলক অনেকবার অবরোধ উঠিয়ে নেবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু নিজাম তাকে বারণ করেন।[৫৭] এ সব সত্ত্বেও, ৫ মাস প্রতিরোধের পর ১৮ই এপ্রিল দুর্গটি শর্তাধীন আত্মসমর্পণ করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র নিয়ে যেতে গড়-সেনাদের অনুমতি দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর প্রায় ৩ মাইল উত্তরে বাহাদুর বেন্দা নামে অন্য একটি শক্তিশালী দুর্গও অনুরূপ শর্তে আত্মসর্পণ করে। দুর্গ দুটিরই যথোপযুক্ত সৈন্য, সামরিক রসদ ও খাদ্যসামগ্রী ছিল, এবং প্রতিরোধ চালিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু বেঙ্গালোর পতনের খবর গড়সেনাদের মনোবল খর্ব করেছিল। আত্মসমর্পণ সে কারণেই ঘটে। নিজাম সেনা দুর্গ দু'টির ভিতর ৫০টির উপর কামান এবং প্রচুর খাদ্যসম্ভার এবং গোলাবারুদ পেয়েছিল।[৫৮]

ইতিমধ্যে নিজামের সেনারা কিছু অংশ ছোটখাটো স্থান অধিকার করতে থাকে —অনেক স্থানই কোন বিশেষ বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পণ করে, ফরিদ-উদ্-দিন ১৬ই নভেম্বর, ১৭৯০, কুম্‌বুম্ দুর্গ দখল করেন, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯১ সিধৌট মহম্মদ আমিন আরাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মূল সেনাদল ১লা মে কোপল ত্যাগ করে কুড্ডাপার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু কেনুল পৌছে হাফিজ ফরিদ-উদ্-দিনের কাছে গেঞ্জিকটার আত্মসমর্পণের পাকাপাকি খবর পায়। ফরিদ-উদ্-দিনকে এক সময় নিজাম শ্রীরঙ্গপটমে রাজদূত করে পাঠিয়েছিলেন। গেঞ্জিকটার গড়-সেনা প্রভূত সাহসের সঙ্গে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু রসদের ভীষণ অভাবে শর্তাধীন আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মূল সেনাদল তখন যাত্রা পথ পরিবর্তন করে গেঞ্জিকটার দিকে অগ্রসর হয় ফরিদ-উদ্-দিনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। একমাস সেখানে থেকে তারা গরমকোণ্ডার দিকে যায়, এবং এই স্থানটি ১৯শে সেপ্টেম্বর অবরোধ করা হয়। সেই সময়ে বিভিন্ন সেনাদল গুটি, কুড্ডাপা ও অন্যান্য স্থান অবরোধার্থে প্রেরিত হয়।[৫৯]

ইংরেজের সঙ্গে পুনা-সন্ধি দস্তখত করার কয়েকমাস পূর্ব থেকেই মারাঠারা যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করেছিল। ১৭৯০ সালের মার্চের শেষে নানার আমন্ত্রণে পরশুরাম ভাউ পুনাতে উপস্থিত হন। নানা তাকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব[৬০] এবং সৈন্য সংগ্রহের জন্য অর্থ দেন।[৬১] ভাউ তার মুখ্য কর্মকেন্দ্র তাসগাঁ ফিরে গিয়ে প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। ২০শে জুনের কাছাকাছি তারা প্রায় ৪ বা ৫ হাজার

লোকের সেনাদল তাসগাঁর অদূরে কুমপ্‌টাতে কেপ্টেন লিট্‌লের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়। মিলিত সেনাদল ৩রা অগাষ্ট কুমপ্‌টা থেকে রওনা হয়ে ১৫ই অগাষ্ট নাগাদ কৃষ্ণানদী পার হয়।[৬২] ইতিমধ্যে ভাউর সেনাদল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২,০০০ জন অশ্বারোহী এবং ৫,০০০ জন পদাতিকে।[৬৩] এদের নিয়ে, হুবলি, মিশ্রীকোট, দোধওয়াড়, ও অন্যান্য স্থান দখল করে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯০ তিনি ধারওয়ারের নিকট পৌছান। ঐসব স্থান বিশেষ কোন বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠিয়ে ছিলেন। তারা অক্টোবর, ১৭৯০ ও ফেব্রুয়ারি, ১৭৯১-এর ভিতর গজেন্দ্রগড়, সেভাহুর ও লক্ষ্মেশ্বর দখল করতে সমর্থ হয় [৬৪]

ধারওয়ার ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী প্রদেশের রাজধানী। এইস্থান মারাঠাদের কাছ থেকে হায়দর অধিকার করেন। ধারওয়ার দখল করবার জন্য ভাউ সৈন্য শক্তি নিয়োগ করেন। বদর-উজ্‌-জমান খাঁ বলে একজন সাহসী অফিসর এখানে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এর গড়-সেনা ছিল ১০,০০০ জন আর ১৫টি কামান। মারাঠা-আক্রমণ ভীতিতে স্থানটি সুরক্ষিত করার জন্য টিপু ইদানীং সের খাঁর নেতৃত্বে ৪,০০০ জন সৈন্য পাঠান।[৬৫] দুর্গটির রক্ষা-ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ মাটির তৈরি, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়। শহরটি কিন্তু রক্ষিত ছিল শুধু একটা নিচু দেয়াল ও পরিখার দ্বারা এবং সেগুলি আক্রমণ প্রতিহত করবার মত শক্ত ছিলনা।

ধারওয়ারের ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নরেন্দ্র নামক গ্রামে মারাঠাসেনা ঘাঁটি ফেলে। সেখান থেকে প্রত্যহ কয়েকটি কামান নিকটস্থ পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হত। সেখান থেকে বিকাল পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করে সেগুলি আবার শিবিরে টেনে আনা হত।[৬৬] ২৫শে সেপ্টেম্বর গড়-সেনার একদল শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে মারাঠাদের একটা সেনাদলকে আক্রমণ করে এবং ৪ বা ৫ জনকে হত ও প্রায় ২০ জনকে আহত করে ফিরে যেতে পেরেছিল।[৬৭]

৩০শে অক্টোবর সেনাবাহিনী ও ইংরেজ খণ্ড-সেনাদল দুর্গের প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে শিবির ফেলে। পরদিন বদর-উজ্‌-জমান ২,০০০ জন সৈন্য ও ৪টি কামান সহ শত্রুদের বহিষ্কার করতে শহর থেকে নির্গত হন। কিন্তু এবার তিনি ইংরেজসেনা ও তাদের সহযোগী প্রায় ৫০০ জন মারাঠা পদাতিক দ্বারা ৩টি কামান ফেলে রেখে বিতাড়িত হন।[৬৮] ১৩ই ডিসেম্বর ইংরেজসেনা ও একদল মারাঠা পদাতিকের নেতৃত্বে মই-এর সাহায্যে শহর আক্রমণের একটা চেষ্টা হয়। রক্ষী সৈন্যরা জোরযুদ্ধ করে, কিন্তু শহর পরিত্যাগ করে দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কেপ্টেন লিটল ও লেফটেনাণ্ট ফস্‌টার প্রথমে প্রাচীরে চড়েন এবং তারা আহত হন—প্রথম জনের আঘাত গুরুতর ছিল এবং দ্বিতীয়জনের আঘাতও কম মারাত্মক ছিল না। মারাঠারা কিন্তু শহরে প্রবেশ করা মাত্র লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করে দেয়। পরবর্তী

সময়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে বদর-উজ-জমান খাঁ দুর্গ থেকে নিষক্রান্ত হয়ে মারাঠাদের শহর থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের প্রায় ৫০০ জন নিহত হয়, তার নিজের পক্ষের হতাহত ছিল অনেক কম। কিন্তু প্রায় ৪ দিন যুদ্ধ বিরতি-কালে উভয় পক্ষই মৃত সঙ্গীদের শবদাহ ও কবর দেবার কাজে কাটায়। পরে, মারাঠারা একাকী শহর আক্রমণ করে ১৮ই ডিসেম্বর তা পুনরাধিকার করে নেয়। বিজয়মাল্য একবার হাতছাড়া করে দেবার পর তারা চরম লজ্জায় ইংরেজ সেনাদলের সাহায্য আর চায়নি।[৬৯] শহরের প্রাচীরগুলি ভূপাতিত করা হয়েছিল। তা দখল করার পর মারাঠারা দুর্গের অবরোধ আরম্ভ করে। কিন্তু সেটা এমন অপটু ও দীর্ঘসূত্রীভাবে চলে যে প্রত্যক্ষদর্শী লেফটেনেণ্ট মুর মনে করেন যে মারাঠারা "বর্তমান গড-সেনার বিরুদ্ধে ২০টি কামান নিয়ে ২০ বৎসরেও ধারওয়ারের নিকটে যেতে বা ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না।" মারাঠারা যে—প্রকারে কামান চালাতো তার একট চিত্রবৎ বর্ণনা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে দিয়েছেন, "একটা কামানে গুলি ভরা হয় আর সমস্ত গোলন্দাজীসেনারা বসে পড়ে কথা বলতে, ধূমপান করতে আধ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। কামান দাগা হলে যদি খুব ধুলো ওরে তা-ই যথেষ্ট মনে করা হ'ত, আবার গুলিভরা হত দ্বিতীয় বারের জন্য। আবার তারা ধূমপান আর গল্প গুজবে মেতে থাকে। দিনের মধ্যভাগে, সাধারণতঃ ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত, কোন পক্ষ থেকেই বড় একটা গোলাবর্ষণ হ'ত না। মনে হ'ত, পরস্পরের সম্মতিমত ঐ সময়টা রাখা হয়েছিল আহারের জন্য। রাত্রিতে গোলাবর্ষণ কমিয়ে দেওয়া হ'ত, কিন্তু উভয় পক্ষে গাদাবন্দুক বেশী ব্যবহার করা হত, আর মোটামুটি লক্ষ্যস্থির করে দুর্গ মধ্যে খুব কমই গোলা বারুদ ফেলা হ'ত"।[৭০] এ ছাড়া, প্রাচীর ভাঙ্গার প্রচেষ্ট কালে মারাঠারা কোন বিশেষ লক্ষ্য স্থানে গোলা ফেলতো না, কিন্তু তারা প্রাচীরময় এলোমেলোভাবে তা ফেলতো। রাত্রিতে কামানগুলি ফের শিবিরে টেনে আনবার আজগুবি নিয়মও তারা পালন করতো, ফলে, অনিয়মিত ও অপটু গোলাবর্ষণে সামান্য ক্ষতি যা হ'ত তা মহীশূরীরা মেরামত করে নিতে পারতো। এ ছাড়া, মারাঠাদের কামান, বন্দুক এত পুরানো ও নিচুমানের ছিল যে অনেক সময় তারা নিজেদের অগ্নিবর্ষণ কালেই ভেঙ্গে পড়তো। গোলাবারুদের অভাবও অতি মাত্রায় ছিল। পুনা থেকে সরবরাহ এত কম ও অনির্দিষ্ট ছিল যে, অনেকদিন ধরে কামান বন্দুক চলতোই না। ইংরেজ সেনাদলের গোলন্দাজী সরঞ্জামও এর চেয়ে ভাল ছিল না। কেপ্টেন লিট্‌ল বম্বে গভর্ণমেণ্টকে ভারী কামান ও গোলাবারুদ চেয়ে লিখেছিলেন; এবং যদিও ইয়োরোপিয় পদাতিকের একদল, সিপাহীদের একটি স্থলবাহিনী এবং কিছু ইয়োরোপিয়ান গোলন্দাজ কর্ণেল ফ্রেডারিকের নেতৃত্বে ২৮শে ডিসেম্বর ধারওয়ার পৌঁছায়, সেই সঙ্গে কোন কামান বা সাজসরঞ্জাম আসেনি।[৭১]

ইংরেজ সেনাদলের ভারপ্রাপ্ত হয়ে কর্ণেল ফ্রেডারিক অবরোধকালের দীর্ঘতা

ক্লান্তিজনক মনে করেন এবং এই ধরণের অসুবিধা থাকা সত্বেও সুবিধা জনক ভাবে ভাঙ্গন ধরাবার পূর্বেই তিনি দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প নেন। তিনি সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে মারাঠাদের কাছ থেকে সাহায্য পর্যন্তও চাননি। কিন্তু ভাউ তার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এর পরিণতি অখ্যাতিকর হবে বলে তিনি মনে করতেন। এ ছাড়া, ভাউর ভয় হয়, ইংরেজরা যদি দুর্গ অধিকারে সফল হয়, তবে তাদের মান বেড়ে যাবে আর মারাঠাদের খর্ব হবে।[৭২] যাই হোক, ফ্রেডারিকের উৎসাহ ও জেদের জন্য ভাউ তার খুসী মত কাজ করতে বাধা দেননি। ফ্রেডারিক প্রথমতঃ বদর-উজ-জমানকে এক পত্র পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বা অন্যথায় তার গড়-সেনার হত্যা দৃশ্য দেখতে হুমকি দেন। দুর্গ-সেনাধ্যক্ষের জবাব ছিল দু'দিন পর্যন্ত তিনি দুর্গ সমর্পণ করতে পারেন না, কারণ তখন কোন শুভ দিন ছিলনা কিন্তু তৃতীয় দিন তিনি তার পাকা জবাব পাঠাবেন।[৭৩] বদর-উজ-জমান শুধু গড়িমসি করছেন, ফলে নিশ্চিত হ'য়ে ফ্রেডারিক আক্রমণের সঙ্কল্প করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯১-র উষাকালে তার সৈন্যরা আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু পরিখাটি পার হওয়ার আগেই, তাদের নিবৃত্ত হ'তে হয়; কারণ যে শুষ্ক কাঁটাঝোপে পরিখা পূর্ণ করা হয়েছিল। তাতে মহীশূরীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজরা আবার চেষ্টা করলো ঝোপঝাড়ে পরিখা পূর্ণ করে পার হতে, কিন্তু পূর্বের মতই গড়-সৈন্য তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে, ইংরেজদের নিজেদের শিবিরে ফিরে যেতে হয়। তাদের ক্ষতি হয় ৪০জন হত, ও ১০০ জনের উপর আহত।[৭৪] এই সংঘর্ষে মারাঠারা প্রায় সব সময়ই নিষ্ক্রিয় ছিল, কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার পর গড-সেনা একবার বেরিয়ে এসে আক্রমণ করেছিল। তখন একটা ভীষণ সংঘর্ষে মারাঠাদের প্রায় ১০০ জন সেনা নিহত হয়।[৭৫] ফ্রেডারিকের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল; ধারওয়ার অবরোধে বিফলতার নৈরাশ্য তা আরো খারাপ হয়। ১০ই মার্চ তার মৃত্যু হয়। তার স্থানে নিযুক্ত হন মেজর সারটরিয়াস। ধারওয়ারের পতনের পর তিনি বম্বে ফিরে গেলে কেপ্টেন লিট্‌ল পুনরায় সেনাদলটির নেতৃত্ব নেন।[৭৬]

অবশেষে ১লা মার্চ বম্বে থেকে প্রত্যাশিত গোলবারুদের সরবরাহ আসে। প্রায় সে সময়ই ভাউ পুনা থেকে কয়েকটি অতিরিক্ত কামান পান। এই নতুন সরবরাহ পেয়ে ২৯ সপ্তাহ অবরোধের পর অবশেষে দুর্গের ঢালুস্থানের শীর্ষদেশে একটু দখল পাওয়া যায়। এতে কিন্তু দুর্গের পতন নিকটতর হয়নি। গড়-সেনা দৃঢ় প্রতিরোধ বজায় রেখে অতর্কিত আক্রমণে বেরিয়ে আসতো এবং মারাঠাদের প্রভূত ক্ষতি করতো।[৭৭]

ইতিমধ্যে দুর্গের ভিতরকার অবস্থা নৈরাশ্য জনক হয়ে আসছিল। জল, খাদ্যদ্রব্য ও গোলাগুলির ভীষণ অভাব।[৭৮] বাইরে থেকে সরবরাহ প্রাপ্তির চেষ্টা বিফল হয়। দুর্গে কেউ কোন জিনিষ নিয়ে যাওয়া অবস্থায় ধরা পড়লে মারাঠারা তার হাত, পা, এমন কি নাকও কেটে ফেলতো।[৭৯] ফলে, গড়-সেনার

মনোবল হারিয়ে দলত্যাগ করতে থাকে। কর্ণওয়ালিস কর্তৃক বেঙ্গালোর অধিকারের খবর তাদের আরো নিরুৎসাহ করেছিল। এছাড়া সৈন্যসংখ্যা প্রথমবার থেকে ১০,০০০ জন দলত্যাগ ও হতাহত হেতু ৩,০০০-জনে নেমেছিল। বদর-উজ-জমান দেখলেন, সাহায্যের কোন আশা নেই, দুর্গের তৎকালীন অবস্থায় বেশী দিন তিনি প্রতিরোধ চালাতে পারবেন না। সুতরাং ৩০শে মার্চ আত্মসমর্পনে রাজী হন। দুর্গের শেষ সৈন্যটি ৪ঠা এপ্রিল বিকাল ৫টায় দুর্গ পরিত্যাগ করে।[৮০] আত্মসমর্পনের শর্ত খাঁ'র পক্ষে অতি সম্মানজনক ছিল। তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস সহ সৈন্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও সরকারি ধনদৌলতে শিমোগা নিয়ে যাবার অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছিল। শিমোগা তখনো সুলতানের দখলে ছিল। এটাও স্থির হ'ল যে, দুর্গ পরিত্যাগের ৩ দিনের মধ্যে মারাঠারা তার দখল নেবেনা। সেখানে ঐ সময়টায় টিপুর পতাকা উড্ডীন থাকবে।[৮১]

বদর-উজ-জমান প্রায় ২৯ সপ্তাহ ধরে মারাঠা ও ইংরেজদের মিলিত চেষ্টার বিরুদ্ধে শৌর্য-পূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে ছিলেন। তিনি শুধু তখনি আত্মসর্পণ করেন যখন সম্মানজনক শর্ত পান এবং যখন দেখা গেল প্রতিরোধ করা বৃথা। ধারওয়ারের প্রতিরোধ বজায় রেখে তিনি মুখ্য মারাঠা সেনাদলকে সাড়ে ছ'মাস ব্যাপৃত রাখেন। এতে মহীশূর রাজ্য লুণ্ঠন থেকে তাদের বিরত রাখা গিয়েছিল, শ্রীরঙ্গপটমে টিপুর উত্তর অঞ্চলের রাজ্য থেকে সরবরাহ রুদ্ধ করবার সম্ভাবনাও দূর হয়।[৮২]

দুর্গ পরিত্যাগ করবার পর খাঁ যখন তার শিবিরে যাচ্ছিলেন, মারাঠারা তাকে নিয়ে তামাশা করে তার পালকীতে বালি ছুড়ে দিয়েছিল।[৮৩] পরশুরাম ভাউ বদর-উজ-জমান খাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার শিবিরের পাশে শিবির ফেলতে, যাতে মারাঠারা লুট না করে।[৮৪] কিন্তু খাঁ মারাঠাদের উদ্ধত ও উত্তেজনামূলক মনোভাব দেখে ২ মাইল দূরে শিমোগার রাস্তায় শিবির খাটাতে সঙ্কল্প করেন। তাকে রক্ষী হিসাবে ২,০০০ জন মারাটা অশ্বারোহী দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও, আত্ম-সমর্পণের শর্ত লঙ্ঘন করে মারাঠারা ৮ই এপ্রিল তার দলবলের উপর আক্রমণ ও লুট চালায়। খাঁ নিজেও বিষম আঘাত পান, তার কয়েকজন লোক নিহত হয়। ধারওয়ার থেকে আনীত কামান ৭টি সহ তার ও তার অনুচরদের সবই খোয়া যায়।[৮৫]

বদর-উজ-জমানের উপর আক্রমণের মুখ্যকারণ ছিল তার এবং তার সঙ্গে স্থিত সুলতানের ধন-দৌলত লুট করা। গ্রেণ্টডাফ কিন্তু বলেন যে, মারাঠারা হায়দর, টিপু ও বদর-উজ-জমানের বিরুদ্ধে স্বভাবগত ভাবে শপথ-লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। তাতে খাঁ কুপিত হয়ে তরবারি উন্মোচন করেন। তার অনুচররাও তাই করে। এই কারণেই মারাঠারা তার সেনাদল আক্রমণ করে।[৮৬] কিন্তু এই বিবৃতি ঠিক বলে মনে হয় না। তিনি একরকম বন্দীই, হাওয়া তাদের অনুকূলে নয়—এসব জেনেও বদর উজ-জমানের মত চতুর ও স্থির মস্তিষ্কের লোকের এমন মারমুখো

হয়ে পড়া সম্ভবপর মনে হয় না। বস্তুতঃ, তার উপর হঠাৎ আক্রমণ হয়, ফলে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। মুর যদিও এই "লজ্জাকর ব্যাপারের" সত্যিকারের কারণ উল্লেখ করেন নি।[৮৭] তার বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই "বর্বরোচিত কাজের" জন্য মারাঠারাই দায়ি, খাঁ নন।[৮৮] মেকেঞ্জিও বলেন, "সাধারণতঃ বিশ্বাসযোগ্য বিবরণীতে বলা হয় যে ভাউর সেনারা এই আত্মসমর্পন-শর্তের ধারাগুলি লজ্জাকরভাবে লঙ্ঘন করেছিল।[৮৯]

ভাউ এই ঘটনা জানতে পেরে দুঃখিত হন। তিনি সদয়ভাবে খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার আঘাতের চিকিৎসার জন্য একজন ইংরেজ সার্জন নিযুক্ত করেন। তিনি এই ব্যাপারে জড়িত অনেককে শাস্তি দেন, এবং যে-সব জিনিষ পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল তা মহীশূরীদের ফিরিয়ে দেন।[৯০] কিন্তু এর তৎক্ষণাৎ পরেই খাঁ আত্মসমর্পনের শর্তলঙ্ঘন করেছেন এই ওজরে ভাউ অন্যান্যর সঙ্গে তাকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নারগুনড দুর্গে প্রেরণ করেন।[৯১] মারাঠারা বলেছিল যে কামানবন্দুক ও ভাণ্ডার যথাস্থিত অবস্থায় রেখে দুর্গ সমর্পণ করতে বদর-উজ-জমান রাজী হয়েছিলেন ; কিন্তু তার বদলে দেখা গেল, গোলাবারুদখানায় জলে সমস্ত বারুদ নষ্ট ও ভাণ্ডারখানা ধ্বংস করা হয়েছে।[৯২] এছাড়া দুর্গের ২,০০০টি রাইফেল ও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, নয় তো মাটির নিচে প্রোথিত করা হয়েছে।[৯৩] কিন্তু বদর-উজ-জমান এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মুরের বিবরণী থেকে মনে হয় না যে তিনি কোন আত্মসমর্পন শর্তের অন্যথাচরণ করেছিলেন। মুব বলেন যে, যখন মারাঠারা দুর্গে প্রবেশ করে তখন তারা অস্ত্রাগারে বারুদের প্রচুর সংস্থান দেখতে পায়। জলে বারুদ নষ্ট হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেননি।[৯৪] কামানবন্দুক ভেঙ্গে ফেলা সম্বন্ধে মুরের বিবরণী থেকে মনে হয়, গোলাবারুদের অভাব হেতু এগুলিকে পিটিয়ে গোলা তৈরির উদ্দেশ্যে বদর-উজ-জমান আত্মসর্পনের পূর্বেই এসব করেছিলেন।[৯৫] সম্ভবতঃ এই বন্দুকগুলি দেখেই ভাউ বদর-উজ-জমানেব আত্মসমর্পন শর্ত ভঙ্গেব অপরাধের কথা ভেবেছিলেন। যদিও এটা সম্ভবপর যে, খাঁকে আক্রমণ এবং লুণ্ঠন কবায় ভাউর কোন হাত ছিল না, তবু ডাফের উক্তি মতে, "পরবর্তী সময়ে বদর্-উজ-জমান ও অন্যান্যদের আটক করায় পরশুরাম ভাউর আচরণে অপযশ ঘটেছিল",[৯৬] তিনি আত্মসমর্পন শর্ত দারুণ ভাবে লঙ্ঘন কবেছিলেন।

ধারওয়ার অধিকার করায় তুঙ্গভদ্রার উত্তরে সমস্ত ভূমি জয় করবার সুবিধা হয়েছিল। ঐ ভূ-খণ্ডে কোন মহীশূরী সৈন্য আর অবশিষ্ট ছিল না। ভাউ ১৭৯১ সালের এপ্রিলের শেষে নদীটি অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। তিনি শ্রীরঙ্গপটম যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন বলে উত্তরদিক থেকে সরবরাহ অব্যাহত রাখবার জন্য মধ্যবর্তী স্থানগুলি দখল কবতে চেয়েছিলেন।[৯৭] সুতরাং তিনি নিজেই রামগিরি আক্রমণে রত হন। অন্যান্য দিকেও খণ্ডখণ্ড সেনাদল পাঠান

অন্যান্য দুর্গের সঙ্গে রামগিরি বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করে।[৯৮] রঘুনাথরাও কৃষ্ণদওয়ারকার সাণ্টে বেদনুর, মায়াকোণ্ডা এবং চেঙ্গেরি দখল করতে সমর্থ হন।[৯৯] গণপতরাও মহেন ভেলকে বেদনুর পাঠানো হয়েছিল ও তিনি কিন্তু মহীশূরীদের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেলেন এবং যদিও প্রথমদিকে তিনি কিছু জয় করেছিলেন, শিমোগায় অবস্থিত টিপুর সেনারা তার বিজিত সমস্ত স্থান পুনরায় দখল করে। যাইহোক, ভাউর প্রেরিত নতুন অতিরিক্ত সেনা পাবার পর গণপত রাও মহীশূরীদের সরিয়ে দিয়ে আবার স্থানগুলি ফিরে পেতে সমর্থ হন[১০০] কারওয়ার জেলায় মারাঠা নৌ-সেনা সুলতানের অনেক বন্দর অধিকার করে। কিন্তু বর্ষার জন্য বাবু রাও সোলাঙ্কিকে কিছু পদাতিক সেনা ও ছোট ছোট জলযান সহ রেখে নৌ সেনা প্রস্থান করে। ফলে টিপুর সৈন্য মারাঠাদের নিকট খোয়ানো বন্দরগুলি পুনর্দখল করে সোলাঙ্ককে ঐ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয়।[১০১]

ধারওয়ারের পতনের পর ভাউর গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত হয়, কিন্তু রামগিরি দখলের পর তা কমেও যায়। ইংরেজদের ইচ্ছে ছিল তিনি মেজর এবারক্রম্বির সঙ্গে যোগসাধন করে তারপর উভয়ে শ্রীরঙ্গপটমের অভিমুখে যান। মেজর তখন মালাবার থেকে কুর্গ হয়ে আসছিলেন। কিন্তু ভাউ রাস্তাটি নিরাপদ নয় মনে করে ঐ পরামর্শ উপেক্ষা করেন। তিান বেদনুর ও চিতল দুর্গ জেলা বিজয় সম্পূর্ণ করার কাজে এবং নতুন বিজিত স্থান থেকে খাজনা আদায়ে ব্যস্ত রইলেন, যতক্ষণ না হরিপাণ্ট নির্দেশ পাঠান তার সঙ্গে শ্রীরঙ্গপটম যেতে।[১০২]

হরিপাণ্ট ১০,০০০-জনের কম অশ্বারোহী সেনাসহ ১৭৯০ সালের ১লা জানুয়ারী পুনা থেকে যাত্রা করেন। কৃষ্ণানদী হেঁটে পার হয়ে গদওয়াল[১০৩] পৌছান। এখান থেকে কুরনুল যাবার জন্য তার সেনাদের নির্দেশ দিয়ে যুদ্ধোত্তম সম্বন্ধে নিজামের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি নিজে পংগল অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রায় দু'সপ্তাহের বেশী সেখানে থেকে তিনি কুরনুলে তার মূল সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হন। সৈন্য সংখ্যার কমতি বশতঃ তিনি সেখানে থেকে যান ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবস্থা মত আর গেঞ্জিকটা যাননি।[১০৪] এপ্রিলের প্রায় মাঝামাঝি তার পুত্র লক্ষ্মণ রাওর নেতৃত্বে গেঞ্জিকটা হয়ে কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য ১০,০০০ জন অশ্বারোহী সেনা পাঠান কিন্তু মারাঠাদের গতি এত ধীর ছিল যে তারা কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীরঙ্গপটমের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। হরিপাণ্টের সেনাদল এখন মারাঠা করদ রাজাদের নতুন সেনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি কুরনুল থেকে অগোনে রওনা হন লক্ষ্মণরাওকে আদেশ পাঠান তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। সমগ্র সেনা তখন সিরাতে উপস্থিত হয়। স্থানটি সুরক্ষিত ছিল, সরবরাহও ছিল প্রচুর। কিন্তু বিনাবাধায়ই তা আত্মসমর্পণ করে। এরপর, সিরার ২০ মাইল পূর্বদিকে মদ্দাগিরি অবরোধের জন্য সেনাদল সহ বলবন্ত সুবা রাও প্রেরিত হন। সিরাতে একটি শক্তিশালী

সেনাদল রেখে হরিপান্ট নিজে শ্রীরঙ্গপটমে ইংরাজসেনার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ভাউকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেতে। ২৪শে মে নাগমঙ্গলতে দুই মারাঠা সেনাদলের সংযোগ ঘটে। পরদিন তারা মেলুকোটের দিকে অগ্রসর হয়ে কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে ২৮শে মে, ১৭৯১, মিলিত হয়।[১০৫]

কর্ণওয়ালিসের শ্রীরঙ্গপটম অভিযান

নিজামের অশ্বারোহী ও কর্ণাটক থেকে আগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোর ফিরে আসেন সেখানে শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ সমাপ্তি ঘটাতে ব্যগ্র ছিলেন। এটা ছিল শুধু অর্থনৈতিক কারণেই নয়, ইয়োরোপিয় ও ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তার জন্যও।[১০৬] এ পর্যন্ত ফরাসীরা টিপুকে সাহায্যদানে বিরত থেকেছে, কিন্তু মারাঠারা ও নিজাম যুদ্ধে ইংরেজদের ঐকান্তিক সহযোগিতাদানে প্রতিশ্রুত ছিল কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে এই শুভ পরিবেশ বরাবরই থেকে যাবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ৪ঠা মে, ১৭৯১ বেঙ্গালোর পরিত্যাগ করেন। গভর্ণর জেনারেল চেন্নাপটনা নামক মূল রাস্তা ধরে শ্রীরঙ্গপটমের দিকে অগ্রসর হবেন ভেবে টিপু রাস্তার সমস্ত খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য ধ্বংস করেছিলেন। প্রবল প্রতিরোধের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বেঙ্গালোরের ২৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রামগিরিও শিবংগিরি পার্বত্য দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত একটি স্থানে টিপু সুদৃঢ় ঘাঁটি ফেলেন। সুতরাং কর্ণওয়ালিস কঙ্কণহাল্লি ও সুলতান পেটা ধরে একটা অপেক্ষাকৃত বেশী দুর্গম ও ঘোরালো রাস্তা নেন। কিন্তু অগ্রসর হয়ে দেখেন এ রাস্তায়ও নিকটবর্তী সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত করা হয়েছে—কণামাত্র শস্য বা পশুখাদ্যও চোখে পড়ে নি। এমন একজন মানুষও দেখা যায়নি যে শত্রুর খোঁজ খবর দিতে পারে, পথ দেখাতে পারে বা বলে দিতে পারে শস্য কোথায় লুকানো আছে। এই সব বাঁধা বিঘ্ন ছাড়াও প্রবল বৃষ্টি, ক্ষুদ্র নদী ও গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিখাতে বিভক্ত অসমতল রাস্তা,[১০৭] মহীশূরীদের তৈরি ফাঁদ, ইংরেজ সেনাদের নাজেহাল করেছিল। অবস্থা আরো শোচনীয় হয় মহীশূরী অশ্বারোহীদের অবিরাম উৎপীড়নে।[১০৮] এ ছাড়া পশুখাদ্য ও দানার অভাবে শত শত গবাদি পশুর মৃত্যু হতে থাকে। এতে যানবাহন ব্যবস্থা বানচাল হয়; ফলে প্রভূত পরিমাণ রসদপত্র ধ্বংস করতে হয়েছিল। ১০ই মে, মালভল্লি দুর্গ দখল করে বহু পরিমাণ শস্য সেখানে পাবার পরও ইংরেজদের মুস্কিল-আসান হয়নি। এই অভিযান পথে ক্ষতির পরিমাণ এতই বেশী ছিল যে সেনাদের বরাদ্দ চাউলের অর্ধেকটাই বাদ দিতে হয়েছিল।[১০৯]

এ সব বিঘ্ন সত্ত্বেও, কর্ণওয়ালিস অগ্রগতি বজায় রেখে ১৩ই মে, ১৭৯১

শ্রীরঙ্গপটমের প্রায় ৯ মাইল পূর্বে আরিকিয়ারের কাছে পৌছান। তার উদ্দেশ্য ছিল ওখানে কাবেরী নদী পার হয়ে টিপুর রাজধানী আক্রমণ করা। কিন্তু নদীতে তখন প্লাবন ছিল, তাই ঠিক করলেন পশ্চিম দিকে কান্নামবাড়ির অগভীর জলাভূমির দিকে যাবেন সেটা শ্রীরঙ্গপটমের প্রায় ৮ মাইল উপরে ছিল।[১১০]

ইতিমধ্যে টিপু সুলতান নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। যদিও তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে চলতেন, তবু ইংরেজ সৈন্যের পেছনে লেগে থেকে, মাটি খুঁড়ে ফাঁদ পেতে, রাস্তায় খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য ধ্বংস করে তাদের প্রভূত ক্লেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে কর্ণওয়ালিসের অগ্রগতি ব্যাহত না হওয়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৯ই মে, তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপটমের নিকট আসবার চেষ্টা করলে তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করে ১৩ তারিখে তিনি ৩,০০০ জন।[১১১] অশ্বারোহী ওকিছু পদাতিক সেনা নিয়ে ইংরেজ সেনার সম্মুখে প্রায় ৬ মাইল দূরে শক্ত হয়ে বসেন। তার ডান দিকে নদী, বাঁ দিক রক্ষা করে ছিল রুক্ষ ও দুর্গম উচ্চভূমি। স্থানটি আরো সুদৃঢ় হয়েছিল উপরে গোলন্দাজী সেনা সজ্জায় এবং নিচে জলাভূমি পূর্ণ সঙ্কীর্ণ গিরি সঙ্কটে। কর্ণওয়ালিস দেখলেন সরাসরি টিপুর স্থিতি স্থানে হানা দেওয়া দুঃসাধ্য। তাই তিনি স্থির করেন, ১৪ই মে, রাত্রিতে তার সেনাদলকে একটা ঘোরালো রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। এই রাস্তা শত্রুর ডান পাশে এক লাইন পাহাড়ের উপর দিয়ে গিয়েছিল এবং সহজেই পার হওয়া যেত। এই উপায়ে তিনি টিপুর সেনাদলের পশ্চাৎভাগে পৌছে তার শ্রীরঙ্গপটম প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ করতে চেয়ে ছিলেন। কর্ণওয়ালিস তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন। সেনাদলকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল রাত্রি ১১টায় রওনা হতে। কিন্তু একটা প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয়। সেনাদল ৪ মাইল অগ্রসর হবার পূর্বেই সূর্যোদয় হয়। কর্ণওয়ালিস বুঝলেন যে তার মূল পরিকল্পনার কথা জানাজানি হওয়ায় তিনি তা সফল করতে পারবেন না। তাই তিনি এবার টিপুকে তার স্থিতিস্থান ছাড়া অন্যত্র সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়ে কিছু সুবিধা করে নিতে চাইলেন।[১১২] সুলতান এই সংঘাত এড়াতে চাননি এবং মানরোর মতে "গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন"।[১১৩] এ সময় তার গতিবিধিতে যে— নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, এমন কি তা উইলকৃসের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছিল। উইলকৃস বলেন "এ সময় নিজের অবস্থা নিশ্চিত বুঝে নিয়ে যে-কোন অফিসারের পক্ষে কৃতিত্ব জনক তৎপরতাও সুবিবেচনার সঙ্গে গতাবধি নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না"।[১১৪]

ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল একটা শক্ত পাথুরে পাহাড়-অঞ্চল দখল করা—যেটা ছিল করিঘাটা পাহাড়ের একটা প্রসারিত অংশ এবং টিপুর ২ বা ৩ মাইল বাম দিকে অবস্থিত। কিন্তু সুলতান ইংরেজদের অভিসন্ধি বুঝে ফেলেছিলেন এবং সেখানে

তারা পৌঁছবার পূর্বেই কমর-উদ্-দিনের নেতৃত্বে একদল সেনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। তারা সেটা দখল করে সেখান থেকে ইংরেজদের উপর ভীষণভাবে গুলি চালান। তাতে ইংরেজরা বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, বহু সংখ্যক সৈন্য হত হয়।[১১৫] যাইহোক, শিলাস্তূপ ও উঁচু নিচু ভূমির সুবিধা ও আশ্রয় নিয়ে ইংরেজসেনা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং কর্ণেল মেক্সোয়েলকে নিযুক্ত করা হয়। মহীশূরীদের পাহাড়ের শিখির থেকে তাড়াবার জন্য। মেক্সোয়েল এতটা সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হন যে তিনি পাহাড়ের শিখর দখল করে ফেলেন। টিপুর পদাতিকরা হতবুদ্ধি হয়ে ৩টি কামান ফেলে চলে গিয়েছিল। এই ব্যাপারটায় সফলতা অবশিষ্ট ইংরেজ সেনার অগ্রগতির সূচনা করে। ফলে, সংঘর্ষেব সম্প্রসারণ ঘটে।[১১৬] প্রভূত শৌর্যের সঙ্গে মহীশূরীসেনা লড়েছিল; প্রতিটি স্থান তারা রক্ষা করতে চেয়েছিল, এবং ইংরেজ বন্দুকধারীর গুলির সম্মুখীন হয় যে পর্যন্ত না ইংরেজসেনা তাদের থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে এসে পড়ে।[১১৭] আসাদ আলী খাঁর নেতৃত্বে নিজাম অশ্বারোহীরা এ যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল, কিন্তু ইংরেজ ও মহীশূরীরা যখন দারুণ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তারা তাদের মিত্র পক্ষের সাহায্যে দ্রুত চলে আসে। এতেই ব্যাপারটা শেষ হয়। শত্রু-তাড়িত হয়ে মহীশূরীরা তাদের রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। ইংরেজরা করিঘাট্টা পাহাড় অধিকার করতে চেয়েছিল।[১১৮] কিন্তু সৈয়দ হামিদের নেতৃত্বে দ্বীপের গোলন্দাজসেনা এমন ভীষণ অগ্নিবর্ষণ করে যে ইংরেজরা ঐ অভিলাষ ত্যাগ করে ফিরে যায়।[১১৯] টিপুর অবধারিত বিজয়ে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সত্যবটে, তাকে তার রাজধানীতে ফিরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু সেটা ইংরেজদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করার পূর্বে নয়। মানরোর মতে ইংরেজরা লাভ করেনি কিছুই, মাত্র "দ্বীপটির দিকে চোখ ভরে দেখার অধিকার ছাড়া।"[১২০] ঐদিন ইংরেজদের ক্ষতি অত্যন্ত গুরুতর ছিল—হতাহত হয়েছিল প্রায় ৬০০ জন, মহীশূরী পক্ষেও প্রায় তাই।[১২১]

এই সংঘর্ষের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৮ই মে, পর্যন্ত থেমে রইলেন। সেদিন তিনি কাবেরী পার হয়ে শ্রীরঙ্গপটম যাবার প্রচেষ্টায় কন্নামবাডির অগভীর জল ভাগে রওনা হন। কিন্তু ২০ তারিখ সেখানে পৌঁছে দেখেন যে তার পরিকল্পনা মত কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি আশা করেছিলেন, এবারক্রম্বির বিশেষ করে মারাঠাদের সঙ্গে তার যোগ হবে। তাদের সহায়তা ছাড়া শ্রীরঙ্গপটমে তিনি সফল হবেন না, এটা তার জানা ছিল। কিন্তু টিপুর গুপ্তচরদের প্রশংসনীয় তৎপরতায় তাদের স্থিতিস্থান সম্বন্ধে কর্ণওয়ালিসের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ ছাড়া, ইংরেজ সেনার অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। "দুর্যোগ আবহাওয়া, আঘাতজনিত ক্ষত, গোলন্দাজী সরঞ্জামও রসদপত্র শ্রীরঙ্গপটম থেকে কন্নামবাডি হতে টেনে আনবার ক্লেশ এসব তাদের চরম দুর্দশায় ফেলেছিল। গবাদি পশুর পক্ষে এই ঋতু ছিল প্রতিকূলে। একটা সংক্রামক ব্যাধি তাদের ভিতর দেখা দেয়, যাতে বহু সংখ্যক

পশুর মৃত্যু হয়েছিল ; অবশিষ্টদের বেশীর ভাগই অকেজো হয়ে যায় খাদ্য শস্যের অভাব এমনই হয়েছিল যে আসামরিক পরিচারকদের মুখ্যত মৃত বৃষের গলিত মাংস খেয়েই বেঁচে থাকার দশা উপস্থিত হয়। এই দুর্দশার উপর শিবিরে বসন্ত রোগ দেখা দেয়"।[১২২] এইসব কারণে কর্ণওয়ালিস তার সেনাদলকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্য পশ্চাদপসরণের সঙ্কল্প করেন। বোঝাগুলির মস্ত বড় একটা অংশ গুলি ক'রে মেরে এবং সমগ্র প্রতিরোধী গোলন্দাজী ও ভারী সরঞ্জাম ধ্বংস করে তিনি ২০শে মে, শ্রীরঙ্গপটম থেকে বিষাদ পূর্ণ ও বেদনাহত যাত্রা আরম্ভ করেন। মেজর ডিরম বলেন, "যে কান্নামবাডির ভূমিতে সৈন্য-মণ্ডলী মাত্র ৬দিন শিবির ক রে ছিল আর সাত মাইল জুড়ে গবাদি পশু ও অশ্বের মৃতদেহে আকীর্ণ হয়েছিল ; গোলন্দাজ সেনার শেষ কামানবাহী গাড়ি, শকট ও রসদ পত্র-ভাণ্ডার আগুনে জ্বলে উঠেছে—এ বড় বিষাদপূর্ণ দৃশ্য ছিল, শিবির ত্যাগী সেনাদের ঐ ভয় ভীষণ ছিল চলার পথে"।[১২৩] ইংরেজ সেনাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে টিপুর অফিসাররা শত্রুকে আক্রমণ করবার জন্য তাকে পরামর্শদেন, কিন্তু তিনি তাদের অভিমত গ্রহণ করেন নি।

প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে কর্ণওয়ালিস ২১শে মে, জেনারেল এবারক্রম্বিকেও মালাবার চলে যেতে নির্দেশ দেন। এবারক্রম্বি মহীশূর প্রবেশ করেছিলেন কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে শ্রীরঙ্গপটম অবরোধকামী মূল সেনাদলের সহায়তা করার জন্য। গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ মত তখন তিনি শ্রীরঙ্গপটমের প্রায় ৩৩ মাইল দূরে পেরিয়াপটমে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু টিপুর লঘুভার অস্ত্রধারী সেনাদের তৎপরতায় কর্ণওয়ালিস তার গতিবিধি সম্বন্ধে একেবারে অজানা ছিল। আমরা দেখেছি, যে কর্ণওয়ালিসের পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তের এটাও একটা কারণ। সুতরাং মালাবার ফিরে যাবার জন্য এবারক্রম্বিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে কমর-উদ্-দিন খাঁ ও সৈয়দ সাহেব এবারক্রম্বিকে আক্রমণ করে তার মালপত্র বিনষ্টও অবরুদ্ধ করেন।[১২৪] তিনি কোন বাধা দেন নি ; কিন্তু মানরোর মতে, "টিপুর একদল সেনা তার দিকে অগ্রসর হলে তাদের না দেখেই পর্টোনভোতে স্যার আয়ারকুটের সেনাদল অপেক্ষা একটা সুদক্ষতর সেনাদল সহ তিনি তার শিবির ও হাসপাতাল ফেলে রেখে পলায়ন করেন।"[১২৫] প্রত্যাগমনের জন্য কর্ণওয়ালিসের আদেশ পেয়ে এবারক্রম্বি তার ভারী ভারী বন্দুক ও সাজসরঞ্জাম ধ্বংস করেন। গভর্ণর জেনারেলের মত এগুলি তিনি যানবাহনের অসুবিধা হেতু বহন করতে অসমর্থ ছিলেন। ফেরবার পথে প্রায় সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস হয়, সেনারা রোগে, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে, আর পশ্চিম উপকূলের অবিশ্রান্ত বারিপাতের ভিতর অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।[১২৬]

কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনা ৬মাইলও যায়নি, এমন সময় দূরে দেখা গেল একদল অশ্বারোহী ধেয়ে আসছে। তাদের দেখে রসদ ও বোঝাপত্র

আক্রমণেচ্ছু মহীশূরী সেনা বলে মনে হয়। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট পশ্চাদভাগ রক্ষা করছিলেন, তাকে আদেশ দেওয়া হয় উহাদের গতি রোধ করতে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল তারা হরিপান্ট ও পরশুরাম ভাউর অধীন মারাঠাসেনার অগ্রগামী দল। তারা কর্ণওয়ালিসের সাহায্যার্থে শ্রীরঙ্গপটম যাচ্ছিল।[১২৭] মারাঠারা তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ খবর পাঠিয়েছিল, কিন্তু টিপুর গুপ্তচরদের তৎপরতায় কর্ণওয়ালিস কোন খবর পাননি। ইংরেজ সেনাদের কিছু সংবাদ আনার জন্য ভাউর পুত্র রামচন্দ্র পান্টকে তখন ৫,০০০ জন্য সেনাসহ পাঠানো হয়। এই সেনাদলটিই ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মূল মারাঠা সেনা অতি নিকটে কোথাও আছে এখবর জানান।[১২৮]

মারাঠাদের আগমন ইংরেজসেনার নিকট বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সহর্ষে তাদের স্বাগত জানানো হয়। কারণ, মারাঠারা আরও বিলম্ব করলে ইংরেজসেনা অনাহারে অথবা টিপুর আক্রমণে ধ্বংস হ'ত। টিপু এ সুযোগ ছাড়তেন না।[১২৯] মারাঠারা তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের প্রচুর রসদ ও খাদ্যদ্রব্য এনেছিল। সেগুলি ইংরেজদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রইলো—যদিও এতে মারাঠা শিবিরে অভাব দেখা দিয়েছিল।[১৩০] কিন্তু এই ঔদার্য দেখানোর পরও মারাঠারা তাদের মিত্রদের দুর্দশার সুযোগ নিতে সঙ্কোচ করেনি এবং সরবরাহকালে প্রতিটি দ্রব্যের জন্য অত্যধিক মূল্য দাবি করে।[১৩১]

মারাঠা নেতারা শ্রীরঙ্গপঠম অভিযানে যেতে আগ্রহি ছিলেন। কর্ণওয়ালিসের খাদ্যশস্য ও বৃষের প্রয়োজন ছিল। তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মারাঠারা তাকে ফিরে যেতে বারণ করে, কিন্তু কর্ণওয়ালিস তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ, এ প্রস্তাবে ইংরেজদের বহুকাল "সরবরাহ ক্ষেত্রে মারাঠাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে।" সেখানে বাঁচতে হবে কৃচ্ছ্রতার ভিতর, এবং তার মূল্য দিতে হবে প্রচুর। শুধু তাই নয়, সরবারাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনার ভয়ও থাকবে।[১৩২] এছাড়া, সেনাদের ক্লান্তি, গোলন্দাজী সরঞ্জাম ও জিনিষ পত্রের ক্ষতি, এবারক্রম্বির প্রত্যাগমন, এবং বর্ষাঋতুর পূর্ণাবস্থা—এসব কারণে কর্ণওয়ালিস মারাঠাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা সঙ্গত মনে না করে বেঙ্গালোর প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অভিযানে সফল না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি লিচফিল্ড ও কভেণ্ট্রির বিশপকে লেখেন, "আমার মনোবল প্রায় বিলুপ্ত এবং টিপুকে যদি সত্বরই অবনত করতে না পারি তবে, আমার মনে হয়, এই ভীষণ ক্লেশকর যুদ্ধ জনিত মনস্তাপ ও নিগ্রহ আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলবে।"[১৩৩]

অবশেষে মারাঠারা পরের মৌসুম অবধি শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণ স্থগিত রাখবার সিদ্ধান্তে কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে রাজী হয়। মেলুকোটের কাছে মিত্র সেনারা শিবির গড়ে ছিল, সেখান থেকে তারা ৬ই জুন, ১৭৯১ রওনা হয়। বেঙ্গালোরের দিকে

তারা ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। কখনো কখনো মূল সড়ক থেকে সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন পথ ধরে। উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে ইংরেজসেনারা ১৯শে জুন হুলিয়ারদুর্গ দুর্গের নিকট পৌছায়। স্থানটি সুরক্ষিত ছিল এবং প্রথম দিকে দুর্গাধ্যক্ষ প্রতিরোধ করবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু শহরটির পতনের পর তার আতঙ্ক হ'ল এবং এই শর্তে আত্মসমর্পন করলেন যে গড়-সেনাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র নিরাপদ থাকবে এবং রক্ষীদল সহ তাদের বাইরে চলে যেতে দেওয়া হবে। প্রথম দিকে শর্তগুলি রক্ষা করা হয়। গড়-সেনা মড্ডুরের দিকে যাচ্ছিল। রক্ষীদল চলে যাওয়া মাত্র মারাঠারা তাদের সর্বস্ব লুট করে, "মায় পরিধেয় বস্ত্রের শেষটুকু পর্যন্ত"। হুলিয়ারদুর্গ দুর্গে প্রচুর ভেড়া, গবাদিপশুও খাদ্যশস্য মজুত ছিল, ইংরেজসেনার এতে প্রভূত সুরাহা হয়। দুর্গটিকে ধ্বংস করা হয়, কারণ ইংরেজ বা মারাঠা কেউ একে রাখবার যোগ্য মনে করেনি।[১৩৪]

ইংরেজসেনা উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং হুত্রিদুর্গের নিকট এসে আত্মসমর্পনেব আদেশ দেয়। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ জবাবে বললেন, তিনি "২০ বৎসর ধরে টিপুর নিমক খাচ্ছেন" এবং খোদ শ্রীরঙ্গপটম অধিকৃত হবার পূর্বে ইহা ছাড়ছেন না। পরে সাভানদুরগকে হুমকি দেওয়া হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি। কর্ণওয়ালিস বর্তমানে কোন দুর্গ অবরোধের অবস্থায় ছিলেন না বলে তিনি উভয় দুর্গই এড়িয়ে যান।[১৩৫] মিত্রসেনা ১১ই জুলাই, ১৭৯১ বেঙ্গালোরের নিকট পৌছায়।

মেলুকোটে ইংরেজ মারাঠার মিলনের পর থেকে মিত্রসেনার সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আলোচনা সভা বসে। পরশুরাম ভাউ ও হরিপাণ্ট চেয়েছিলেন যে মিত্রসেনা সিরার দিকে অগ্রসর হয়ে তার ও কৃষ্ণার মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান দখল করে যাতে মারাঠারাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ পথ উন্মুক্ত হয়। নিজাম সেনাধ্যক্ষ রাও এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এ প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কর্ণাটকের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ স্থাপন ও তিনি সমান প্রয়োজন মনে করতেন। তাছাড়া, তার সেনাদল মারাঠাদের সঙ্গে যাবার অবস্থায় ছিল না। ইয়োরোপিয় সেনাদের পোষাক জীর্ণ, সামরিক সাজসরঞ্জাম অতিমাত্রায় অপ্রচুর। মারাঠা বিক্রয় কেন্দ্রে চাউল ও গমের অভাব এবং যে অপকৃষ্ট খাদ্য সেনারা খাচ্ছিল তাতে ভীষণ ব্যাধি ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল। সুতরাং কর্ণওয়ালিস মনে করলেন, বেঙ্গালোর ফিরে গিয়ে পরের বৎসর শ্রীরঙ্গপটমের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ অভিযানের জন্য সেনাদলের নবরূপায়ণ করা প্রয়োজন। অনেকবার আলোচনা সভার পর শেষে মিত্রসেনার সেনাধ্যক্ষরা স্থির করেন যে, মিত্রসেনাদের যখন একই স্থানে বহুকাল থাকা সম্ভব হবে না, ইংরেজ কর্ণাটকের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা স্থাপনের কাজে ব্রতী হবে, আর মারাঠারা সিরার পথে মারাঠা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে।[১৩৬] সুতরাং ভাউ বম্বের সেনাদল সহ সিরার দিকে অগ্রসর হন, আর হরিপাণ্ট কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে পেশোয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ

থেকে যান যেহেতু আসাদ আলী খাঁ ইতিমধ্যেই নিজামের অধিকাংশ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন রাজা তেজবন্তকে সেনাধ্যক্ষ করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তার কূটনৈতিক কাজগুলি চলে যায় মীর আলমের কাছে।[১৩৭] মীর আলম ১৬ই অগাষ্ট হস্থরের নিকট ইংরেজ শিবিরে পৌঁছোন।[১৩৮]

টীকা

১। রস, "কর্ণওয়ালিস" (II), পৃঃ ৫২।
২। ফরটেসকু, (III), পৃঃ ৫৭০।
৩। হামিদ খাঁ (ফঃ ৭১ বি—৭৩ বি) মাদ্রাজ থেকে বেঙ্গালোর অবধি ইংরেজ সেনার অগ্রগতির একটি বিশদ ও চিত্রবৎ বর্ণনা দিয়েছেন।
৪। ফরটেসকু, (III), পৃঃ ৫৭২।
৫। পাঃ রেঃ অঃ ৩০/১১/১৫২, কর্ণওয়ালিস গ্রেণভিলকে ১৫ই নভেম্বর, ১৭৯০, ফঃ ১২ এ—বি।
৬। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭২ এ—বি।
৭। "তারিখ-ই-টিপু" ফঃ ১০১ বি—১০২ এ ; কিরমানি, পৃঃ ৩৪৫ ; "এ পার্সিয়ান ম্যানুস্ক্রিপট হিষ্ট্রি অব মাইশূর," মাইশূর ইউনিভার্সিটি জারণেল ; সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, পরিচ্ছেদ (xx) উইলক্‌স, (II), পৃঃ ৪৩০ পাদটিকা, মতে সৈয়দ পীরকে তাড়ানো হয়, কারণ, তিনি "অবরোধের শেষ ফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।" কিন্তু এটা সত্য বলে মনে হয় না। বরখাস্তের প্রধান কারণ হল, টিপুর সন্দেহ যে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী। এ ছাড়া এ সময় বেঙ্গালোরে একজন সুদক্ষ ও সাহসী সেনাধ্যক্ষের দরকার ছিল। আর বাহাদুর খাঁ ছাড়া এ পদের কে বেশি উপযুক্ত? উইলক্‌স (পৃঃ ৪২৪) এটাও ভুল বলেছেন যে টিপু বেঙ্গালোর অভিমুখে গিয়েছিলেন তার পরিবারের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীত হয়। বস্তুত, সুলতান ওখানে গিয়েছিলেন সেখানকার রক্ষা ব্যবস্থার জন্য; ব্যবস্থা পূর্বে সন্তোষজনক ছিল না। তার পরিবারকে সরিয়ে আনবার জন্যই তিনি বেঙ্গালোর যেতেন না, তার যে কোন অফিসর দ্বারাই সে কাজগুলি সম্পন্ন হ'ত। এছাড়া, বেঙ্গালোর দুর্গ খুব সুদৃঢ় থাকায় টিপু মনে করেন নি যে ইংরেজরা তা দখল করতে সমর্থ হবে।
৮। হামিদ খাঁ ফঃ ৭৩ এ—বি।
৯। গ্রিগ, "মানরো," (I), পৃঃ ১০৮।
১০। ঐঃ, রেণেল, "মার্চেজ অব ব্রিটিশ আর্মিজ" পৃঃ ৬০ ; উইলকস, (II), পৃঃ ৪২৭, ভুল করে বলেছেন যে ফ্রয়েডকে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক পর্যবেক্ষণে প্রেরণা করা হয়েছিল।
১১। উইলকস, (II) পৃঃ ৪২৭-৪২৮।
১২। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭৪ এ।
১৩। গ্রিগ, "মানরো" পৃঃ ১০৯। মানরো বলেন যে এই সংঘর্ষে প্রায় ২৫০জন অশ্বারোহী ও ১০০ জন সৈন্য বন্দী হয়, প্রায় ২০০ জন আহত হয়, ১৫ বা ২০ জন নিহত হয়। কিন্তু এটা কম করে বলা হয়েছে।
১৪। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭৪ বি।
১৫। গ্রিগ, "মানরো," (I), পৃঃ ১০৯।
১৬। ঐঃ পৃঃ ১১০।
১৭। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭৬-এ ; ফরটেসকু, (III), পৃঃ ৫৭৫।
১৮। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ৩১।
১৯। উইলকস, (II), পৃঃ ৪৩০-৪৩১।

২০। মেকেঞ্জি, (11), পৃঃ ২৯-৩০।
২১। হামিদ খাঁ কঃ ৭৭ এ।
২২। মেকেঞ্জী (11), পৃঃ ৪৬।
২৩। গ্লিগ, "মান্‌রো," (I), পৃঃ ১১০।
২৪। মেকেঞ্জি (11), পৃঃ ৩২-৩৩। উইলক্‌স (11), পৃঃ ৪৩৩, ভুল করে বলেছেন যে মহীশূরীদের এ আক্রমণে ২,০০০ জন হতাহত হয়।
২৫। মেকেঞ্জি (11) পৃঃ ৩৪ ৪৯, গ্লিগ, "মান্‌রো," (I), পৃঃ ১১৫।
২৬। মেকেঞ্জি, (11), পৃঃ ৩৭-৩৮ ফরটেস্কু, (111), পৃঃ ৫৭৭।
২৭। কিরমানি, পৃঃ ৩৪৭।
২৮। গ্লিগ, "মান্‌রো" (I) পৃঃ ১১৫ রেগেল "মার্চেস্‌ অব ব্রিটিশ আর্মিজ," পৃঃ ৬৪ মেকেঞ্জি (11) পৃঃ ৩৮-৩৯। উইলক্‌স (111) পৃঃ ৪৩৭ ভুল করে বলেছেন যে টিপু ও গড-সেনার জানা ছিল না যে সে রাত্রে আক্রমণ হবে। কারণ জানলে তারা সতর্কতা অবলম্বন করতো, যা মেকেঞ্জির কথায় "ঠিকমত নিলে পর খুব সম্ভব সাফল্য সন্দেহ করা হ ত।" (মেকেঞ্জি, (11), পৃঃ ৪০)।
২৯। কিরমানি পৃঃ ৪০-৪২, উইলক্‌স (11), পৃঃ ৪৩৫ ৪৩৬।
৩০। উইলসন (I), পৃঃ ২০৬।
৩১। হামিদ খাঁ, কঃ ৭৮এ কিরমাণি পৃঃ ৩৪৭, রেগেল, "মার্চেস অব ব্রিটিশ আর্মিজ," পৃঃ ৬৫, হামিদ খাঁ বলেন যে শিবাজীর অধীনে ছিল ৩০০০জন অশ্বারোহী ও পদাতিক। কিন্তু কৃষ্ণরাও ও শিবাজীর সঙ্গে বন্দী হন বলে তার উক্তিটি ভুল। গু ক্র্যাঁ ও অন্যান্যের বিবরণ মতে—যা ভুল বলে মনে হয়—বাহাদুর খাঁ ইংরেজের সঙ্গে যোগসাজশে ছিলেন নতুবা কর্ণওয়ালিস এমন একটা দুর্গ কিরূপে আক্রমণ করা সঙ্কল্প করেছিলেন যার গড়সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪,২০০ জন, যার প্রাচীর ভগ্ন হয়নি, যার পরিখাগুলি ছিল শুষ্ক ও গভীর (আঃ নেঃ সি২ ২৯৫, গু ফ্র্যাঁ মন্ত্রীকে ১লা অগাষ্ট, ১৭৯১, নং ৩৪)।
৩২। মেকেঞ্জি (11) পৃঃ ৪৫।
৩৩। গ্লিগ "মান্‌রো," (I), পৃঃ ১১৪।
৩৪। নেঃ আঃ, মূল রেকর্ড, ৭৮, রাজব ১৬,১২০৫ হিজরি সন/২১শে মার্চ, ১৭৯১।
৩৫। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ, ২৩শে এপ্রিল, ১৭৯১, খণ্ডঃ ১৪৭ বি পৃঃ ১৮৯৮।
৩৬। 'তারিখ-ই-টিপু" কঃ ১০২ এ, একটি পারসী পাণ্ডুলিপি "হিষ্ট্রি অব মাইশূর" XX পরিচ্ছেদ, কিরমাণি, পৃঃ ৩৫১ ৩৫২, উইলক্‌স (11) পৃঃ ৪৫০, পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৪৫। এসব গ্রন্থে ষড়যন্ত্রটির বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হয়, কিন্তু সকলেই একমত যে কৃষ্ণরাও টিপুর শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশে ছিলেন।
৩৭। মেকেঞ্জি (I) পৃ. ৫৪ ৫৫।
৩৮। রেগেল, "মার্চেস্‌ অব ব্রিটিশ আর্মিজ," পৃঃ ৭৩।
৩৯ মেকেঞ্জি (11), পৃঃ ৫৬-৫৮, উইলক্‌স (I) পৃঃ ৪৪৩-৪৪৪।
৪০। নেঃ আঃ পঃ প্রঃ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯০, কঃ নং ৩, নিজাম নানাকে।
৪১। ঐ. ২৪শে নভেম্বর, ১৭৯০, কঃ নং ২৪, লেস্কহাল কেন্নাওয়েকে।
৪২। ঐ., পুঃ রেঃ কঃ, (11), নং ১৬৮।
৪ । নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯০, ক. নং ৩, নিজাম নানাকে।
৪৪। ঐঃ।
৪৫। ডাফ, (11) পৃঃ ২০২, পুঃ রেঃ কঃ, (111), নং ২৫৪।
৪৬। ঐঃ, নং ১৩২।

৪৭। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৪৮১-৪৮২।
৪৮। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ৩রা নভেম্বর, ১৭৯০, কঃ নং ১৮।
৪৯। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১৯৯।
৫০। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৩রা ১০ই নভেম্বর, ১৭৯০, কঃ নঃ ২১।
৫১। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১৯৯।
৫২। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৩রা নভেম্বর, ১৭৯০, কঃ নং ১৮।
৫৩। পুঃ রেঃ কঃ, (iii) নং ২৫১।
৫৪। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৭৯০ কঃ নং ৯।
৫৫। পুঃ রেঃ কঃ, (iii). নং ২০৩।
৫৬। ঐঃ, নং ২৪১।
৫৭। ঐ., নং ২১৮, ২২০ ; নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১৩ই জানুয়ারি, ১৭৯১, কঃ নং ১৩।
৫৮। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬১, উইলক্স, (ii), পৃঃ ৪৮২।
৫৯। ঐঃ পুঃ রেঃ কঃ (iii), নং ৩০৯, ৩৩১।
৬০। খারে, (viii), পৃঃ ৪২৩৮।
৬১। ঐঃ, নং ৩১৮৮, ৩১৯১।
৬২। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১২৮ ১২৯, ১৪৭। খারে, (viii), পৃঃ ৪২৮৯, বলেন যে, জুন, জুলাই মাসে ভাউ যথেষ্ট চেষ্টা করেন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। কিন্তু সংখ্যা ৫,০০০ জন অশ্বারোহী ও ২,০০০ জন পদাতিকের বেশী হয়নি।
৬৩। খারে, (viii), পৃঃ ৪২৯১। পরাসনিসের মতে। "দি সাংগলি ষ্টেট", পৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বরে, যখন ভাউ প্রায় ধাবওয়ারের কাছে পৌঁছোন, তখন তার সৈন্য ছিল ১৫,০০০ জন অশ্বারোহী, ৩,০০০ জন পদাতিক। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল ২৫,০০০ জন অশ্বারোহী ও ১০,০০০ জন পদাতিক।
৬৪। খারে, (viii) পৃঃ ৪২৯২।
৬৫। ঐঃ, নং ৩২১৮। ভাউ বড় সাহেবকে, ৩১শে অগাষ্ট, ১৭৯০ ; মুর, পৃঃ ৩৮, পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১৪৯। কিন্তু মেকেঞ্জি (ii) পৃঃ ৬৮, বলেন যে ধারওয়ারে ৭,০০০ জন সৈন্য ছিল।
৬৬। মুর, পৃঃ ৩।
৬৭। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ১৫৮।
৬৮। মুর, পৃঃ ৪-৫ খারে (viii) নং ৩২৩৭।
৬৯। মুর, পৃঃ ৬-৭, ডাফ (ii), পৃঃ ১৯৯-২০০।
৭০। মুর পৃঃ ৩০।
৭১। ডাফ, (ii) পৃঃ ২০০।
৭২। খারে, (viii) নং ৩২৭৭।
৭৩। ঐঃ, নং ৩২৭৯।
৭৪। ঐঃ, নং ৩২৮৪, ৩২৮৫।
৭৫। মুর পৃঃ ২৬।
৭৬। ডাফ, (i), পৃঃ ২০১, ২০৩। কেপ্টেন লিট্‌লের সামরিক দক্ষতা সম্বন্ধে ফ্রেডারিকের ভাল ধারণা ছিল না এবং ভাউয়ের সঙ্গে আলোচনায় তাকে কখনো সঙ্গে রাখতেন না (খারে, (viii), নং ৩২৭৯)।
৭৭। মুর, পৃঃ ৩২ ফঃ, ডাফ, (ii), পৃঃ ২০১।
৭৮। খারে, (viii), ৩২৯১, ৩২৯৪. নীলকণ্ঠ আপ্পাজী বড়সাহেবকে, যথাক্রমে ৪ঠা ও ৮ই মার্চ। মুর, পৃঃ ৪২, বলেন, গড়-সেনার খাদ্যদ্রব্য ও গোলার অভাব ছিল, কিন্তু জল ও বারুদ

তাদের যথেষ্ট ছিল। ভাউ তার চিঠিতে (খারে. (IX), নং ৩৩৩০) বলেন যে জল বা খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব ছিল না। স্পষ্টতঃই ভাউ এই বিবৃতি দিয়ে তার ধারওয়ার অধিকারে বাহাদুরি ও গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন।

৭৯। খারে. (VIII), নং ৩২৩৩, ৩২৩৪।
৮০। মুর, পৃঃ ৩৭-৩৮।
৮১। ঐঃ, মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ৭০।
৮২। মুর পৃঃ ৩৮।
৮৩। খারে, (IX), নং ৩৩২৩।
৮৪। ঐঃ, নং ৩৩২৭।
৮৫। ঐঃ, নং ৩৩২৭, ৩৩৩০ মুর, পৃঃ ৪৩, মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ৭০।
৮৬। ডাফ্, (II), পৃঃ ২০১।
৮৭। মুর, পৃঃ ৪৩।
৮৮। ঐঃ।
৮৯। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ৭০।
৯০। পুঃ রেঃ ক., (III) নং ২৯৭।
৯১। কিরমানি, পৃঃ ৩৫৪।
৯২। উইলক্স, (II), পৃঃ ৪৮৭।
৯৩। খারে, (IX), নং ৩৩৩০।
৯৪। মুর, পৃঃ ৪২।
৯৫। ঐঃ, পৃঃ ৪০।
৯৬। ডাফ্, (II), পৃঃ ২০১।
৯৭। খারে, (IX), পৃঃ ৪৪৭৬।
৯৮। মুর, পৃ. ৭২।
৯৯। খারে, (IX) নং ৩৩৪১।
১০০। ঐঃ, নং ৩৩৫৪ ও পৃঃ ৪৪৭৮।
১০১। ঐঃ, নং ৩৩৪২।
১০২। ডাফ (II), পৃঃ ২০৩।
১০৩। গদওয়াল অন্ধ্রপ্রদেশের রায়চুর জেলার একটা শহর।
১০৪। পুঃ রেঃ কঃ, (III) নং ২৩৪, ৩০৪ ডাফ্, (II) পৃঃ ২০২। কিন্তু ডাফ ভুল করে বলেছেন যে হরিপান্ট পুনা থেকে ৩০,০০০ জন সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। তার সঙ্গে মাত্র ১৩,০০০ জন সৈন্য ছিল, যদিও মৈত্রী চুক্তির শর্ত মত তার সঙ্গে ২৫,০০০ জন সৈন্য থাকার কথা ছিল।
১০৫। পুঃ রেঃ কঃ (III), নং ৩৫৩, ডাফ্ (II), পৃঃ ২০২-২০৩।
১০৬। ফরেষ্ট, "সিলেকসন্‌স," "কর্ণওয়ালিস," (I) পৃঃ ৮১ ৮২।
১০৭। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ৯০-৯১, উইলক্স (II), পৃঃ ৪৫১-৪৫২।
১০৮। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭৩ এ-বি।
১০৯। মেকেঞ্জি (II), পৃঃ ৯২।
১১০। উইলক্স (II), পৃঃ ৪৫৩।
১১১। গ্রিগ, "মানরো," (I), পৃঃ ১১৮।
১১২। উইলক্স, (I), পৃঃ ৪৫৪-৪৫৬।
১১৩। গ্রিগ. "মানরো," (I) পৃঃ ১১৮।
১১৪। উইলক্স, (II), পৃঃ ৪৫৬।
১১৫। গ্রিগ, "মানরো" (I), পৃঃ ১১৮।

১১৬। উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮।
১১৭। গ্লিগ, "মান্‌রো" (i), পৃঃ ১১৮।
১১৮। হামিদ খাঁ, ফঃ ৮৪ বি-৮৫এ।
১১৯। "তারিখ্‌-ই টিপু," ফঃ ১০৩।
১২০। গ্লিগ "মান্‌রো" (i) পৃঃ ১১৯।
১২১। ঐঃ।
১২২। ডিরম, পৃঃ ২।
১২৩। ঐঃ, পৃঃ ৩-৪। হামিদ খাঁ, ফঃ ৮৫এ, এ সময় ইংরেজ সৈন্যের অবস্থার একটা স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এক সের চাল ছিল ৬ টাকা ডাল ৪ টাকা, ঘি ১৬ টাকা, এবং আটা ৩ টাকা।
১২৪। "তারিখ-ই-টিপু," ফঃ ১০৩ এ-বি।
১২৫। গ্লিগ, "মান্‌রো," (i), পৃঃ ১৩২।
১২৬। ডিরম, পৃঃ ২।
১২৭। উইলক্‌স (ii) পৃঃ ৪৬৪-৪৬৫।
১২৮। খারে (ix), নং ৩৩৪৬।
১২৯। গ্লিগ, "মান্‌রো," (i), পৃঃ ১২০।
১৩০। খারে (ix), নং ৩৩৪৬। মারাঠা শিবিরে মূল্যের তালিকা হ'ল : চাউল টাকায় ১$\frac{১}{৪}$ সের ডাল ২ সের আটা ২ সের, ঘি ১ সের ৪ টাকা। কিন্তু হামিদ খাঁর মতে, ফঃ ৮৬ এ বি মূল্য ছিল এ রূপ : চাউল টাকায় ২ সের আটা ২$\frac{১}{২}$ সের, ডাল ৪ সের, বাজরা ৫ সের ঘি ১$\frac{}{২}$ সের। ডিরমের মতে, টাকায় ৩ সের চাউল, ৬ সের বাজরা বা ডাল হ'ল সাধারণ দাম এবং মোটামুটি সর্বনিম্ন। এ সবে মনে হয়, দাম স্থির ছিল না, কিন্তু সেনাদের চাহিদা মত ওঠানামা করতো।
১৩১। ডিরম, পৃঃ ৯-১০ মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১০৮।
১৩২। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ১৭ই জুন, ১৭৯১ খণ্ড ১৪৯-বি, পৃঃ ২৯৮৬।
১৩৩। বস "কর্ণওয়ালিস" (ii) পৃঃ ৯৮।
১৩৪। উইলক স, (ii) পৃঃ ৪৬৮-৪৬৯।
১৩৫। ডিরম পৃ ২১ ও পারে।
১৩৬। পুঃ রেঃ কঃ (iii) নং ৩২৮, ৩৩২, ৩৪৮, কোর্ট অব ডিরেক্টরদের কাছে কর্ণওয়ালিসের পত্র, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৯১, ডাফ, (i) পৃঃ ২০৫।
১৩৭। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ৪৬৯-৪৭০।
১৩৮। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩৬১।

১৫

যুদ্ধ : শেষ পর্ব

লর্ড কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোর পৌঁছে তৎক্ষণাৎ শ্রীরঙ্গপটমের বিরুদ্ধে পরবর্তী অভিযানের জন্য তৈরি হন। বর্ষাকালে তিনি কর্ণাটকের সঙ্গে এবং নিজাম রাজ্যের সঙ্গে একটা নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজে ব্রতী থাকেন, যাতে সুলতানের রাজধানী অবরোধকালে মিত্র-সেনার পক্ষে রসদপত্র সরবরাহ সহজ হয়।

কর্ণাটক থেকে সমতল মালভূমি মহীশূরে যতগুলি গিরিপথ গিয়েছে, পালাকড গিরিপথ তার মধ্যে সবচেয়ে সুগম। এটা বেঙ্গালোরের বেশী নিকটে এবং এ রাস্তা ধরেই মহীশূরসেনা বরাবর কর্ণাটক আক্রমণ করে থাকে।[১] এই পথটি কয়েকটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত, তাদের মধ্যে হসুর ও রেয়াকোট্টাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণওয়ালিস অতএব, প্রথমেই এদের অধিকার করার দিকে নজর দিলেন। এতে কর্ণাটকের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগের ব্যবস্থাই শুধু হবেনা, টিপুর অশ্বারোহী সেনাদের আক্রমনের কাছ থেকেও একে রক্ষা করবে।

১৫ই জুলাই কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোরের প্রায় ২৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হসুরের দিকে অগ্রসর হন। সুলতান স্থানটির প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অগ্রভাগে প্রেরিত মেজর গাউডির সেনা নিকটবর্তী হলে দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়। গড়-সেনা দুর্গটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মেজরের অগ্রগতি এতই আকস্মিক ছিল যে তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। দুর্গটি ১৫ই জুলাই অধিকার করা হয়। পাহাড়ী দুর্গ এনচেটোনিদুর্গ, নীলগিরি ও রাতলেনগিরি অল্প কয়দিন পর আত্মসমর্পন করে।[২]

মেজর গাউডিকে তৎপর রেয়াকোট্টাই পাঠানো হয়। সেখানে ৮০০জন সেনা ছিল। দুটি দুর্গ নিয়ে ইহা গঠিত—একটা ছিল প্রকাণ্ড এক শিলাস্তুপের নিচে, অন্যটা উপরে। গাউডি ২০শে জুলাই আক্রমণ করে নিচেরটা অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হন। তারপর প্রধান দুর্গটি দখল করার চেষ্টা করেন। গড়-সেনা প্রবল বাধা দিয়েছিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে মূল সেনা দলের আগমনে সেনাধ্যক্ষ মনোবল হারিয়ে ফেলেন। নিজস্ব সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং কর্ণাটকে সপরিবার বাস করবার অনুমতির শর্তে এবং ইংরেজের ঘুষ খেয়ে সেনাধ্যক্ষ দুর্গটি সমর্পন করেন। দুর্গটি ছিল "সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত, আর এত সুদৃঢ় এবং সর্বোত্তভাবে নিখুঁত

যে শুধুমাত্র খাদ্যাভাব ও ক্লান্তিকর অবরোধেই এর পতন ঘটতে পারতো"।[৩] কেঙ্কিলিদুর্গ, উডিয়াদুর্গ ও অন্যান্য ছোট ছোট দুর্গও ঐ সময়েই আত্মসমর্পণ করে। রেয়াকোট্টাই এনচেটানিদুর্গ ও উডিয়াদুর্গ দুর্গে সেনা স্থাপন করা হয় অন্যগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।[৪] এইভাবে বড মহলের রাজধানী কৃষ্ণগিরি ছাড়া কর্ণাটকের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ঘাঁটি-ই আয়ত্তে আনা হয়।

কিছুকালের জন্য কর্ণওয়ালিস হসুরের নিকটবর্তী স্থানে ছিলেন, কারণ ছিল এক সরবরাহী দলকে রক্ষা করা; তারা কর্ণাটক থেকে আসছিল। ১০ই অগাষ্ট ঐ সরবরাহীদল নিরাপদে পৌঁছায়। এতে ছিল ধনরত্নবাহী ১০০টি হাতি, চাউল নিয়ে ৬,০০০টি বলদ, তাড়ি বোঝাই ১০০টি শকট এবং অন্যান্য সরবরাহ নিয়ে কয়েকশ কুলী। মিল বলেন, এটা ছিল "এমন একটি সরবরাহীদল যার তুল্য কোন দলই এ পর্যন্ত ভারত ভূমিতে ইংরেজসেনার সঙ্গে যোগ দেয়নি।"[৫]

অতঃপর কর্ণওয়ালিস বেঙ্গালোরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত দুর্গগুলির দিকে নজর দেন। এগুলি চতুর্পার্শ্ব থেকে বিভিন্ন সম্পদ পুরোপুরি আহরণেই শুধু ইংরেজদের শক্তি প্রতিহত করেনি, গুরমকোণ্ডার নিকট অবস্থিত নিজামের সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগও ব্যাহত করেছিল। সুতরাং সেগুলি দখল করবার জন্য মেজর গাউডিকে পাঠান। মেজর অনায়াসেই কয়েকটি সাধারণ দুর্গ জয় করেন, কিন্তু বেশ কিছু বাধা দিল সুদৃঢ় দুর্গ নন্দীদুর্গ। ইহা প্রায় ১৭০০ ফিট উচ্চ প্রকাণ্ড এক গ্রেণাইট শিলা খণ্ডের শিখরদেশে অবস্থিত ছিল। একটি খাড়া অসমতল প্রবেশ পথ ছাড়া ইহা ছিল সবদিক থেকেই অনভিগম্য। এই প্রবেশ পথটি দু'টি সুদৃঢ় প্রাচীরে রক্ষিত, প্রবেশপথের দ্বার আবৃত করে পৃথকভাবে ছিল তার রক্ষা ব্যবস্থা। টিপু তৃতীয় একটি প্রাচীর বসিয়ে দুর্গটি আরো শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এর ভিত্তি খনন হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ হঠাৎ বেধে যাওয়ায় আর তা তৈরি হয়নি। তবু, দৃঢতার দিক দিয়ে নন্দীদুর্গের স্থান, মহীশূর রাজ্যে সেভীন দুর্গ; চিতল দুর্গ ও কৃষ্ণগিরির পরেই।[৬]

২২শে সেপ্টেম্বর সকাল নাগাদ মেজর গাউডি প্রথম "পেটা" আক্রমণ ও দখল করেন। অতঃপর ২৭ তারিখ তিনি দুর্গ অবরোধ আরম্ভ করেন। দু'টি স্থান বিদীর্ণ করতে ২১ দিন লাগে। ১৮ই অক্টোবর কর্ণওয়ালিস নিজে গড়-সেনার ভীতি উৎপাদনের জন্য সমগ্র সেনাসহ দুর্গের অল্প কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করেন। বিদীর্ণ স্থানগুলি পরীক্ষা করে আদেশ দেন যে চাঁদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রেই আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে। সেইমতো, জেনারেল মেডোজের নেতৃত্বে আক্রমণকারী দল দুপ্রহর রাত্রির কিছু পরেই যাত্রা করে। ভারী কামান এবং গাদা বন্দুকের গোলাবর্ষণে ও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বৃহৎ শিলাখণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দিয়ে গড়-সেনা অদম্য প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। যাইহোক,

আক্রমনকারী দল বিদীর্ণ স্থানের উপর দিয়ে গিয়ে ভিতর দিকের প্রাচীরের দরজা জোর করে খুলে ফেলে এবং সর্বশেষে দুর্গটি দখল করে নেয়।[৭] এরপর স্থানটিতে ইংরেজসেনারা লুটপাট আরম্ভ করে। নারী ধর্ষণ ও পবিত্র স্থান লুণ্ঠন চলতে থাকে। দুর্গের মন্দিরটি লুট করে প্রভূত পরিমান মূল্যবান জিনিষ ইংরেজসেনারা হস্তগত করে। এই মন্দিরে একটি পাথর কেটে তৈরি বিগ্রহ ছিল, ভারতের সব স্থান থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে অর্ঘ্য নিয়ে আসতো। গড়-সেনারা কোন কোন লোককে তাদের সঙ্গিনীসহ শৃঙ্খলাবদ্ধকরে কর্ণওয়ালিসের নিকট নিয়ে আসা হয়।[৮] বখশী লুৎফ আলী বেগ, দুর্গাধ্যক্ষ সুলতান খাঁ, এবং যোদ্ধাগণকে বন্দী হিসাবে ভেলোর প্রেরণ করা হয়; স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের ৬ মাইল দূরবর্তী এক দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।[৯]

নন্দীদুর্গ অধিকৃত হবার ফলে অবিলম্বে নিকটস্থ কমলদুর্গ আত্মসমর্পণ করে। গুরমকোণ্ডার গড় সেনারাও এতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং অবরোধকারী-দের আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় হয়। এছাড়া, এতে ইংরেজসেনারা নিজাম-রাজ্যের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছিল।

ইংরেজসেনাদের এইসব ক্রিয়াকলাপের সময় টিপু সুলতান চুপ করে বসে ছিলেন না। তার সেনাধ্যক্ষরা যখন তার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো দুর্গ সমূহের রক্ষায় ব্রতী ছিলেন, তখন তিনি মিত্র-শক্তি দ্বারা অধিকৃত স্থানগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য সাহসের সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন। বেদনুর ছাড়া কোন স্থান আর ছিল না যেখান থেকে বেশী রকম সরবরাহ পেতে পারেন। তাই তিনি বদর্-উজ জমান খাঁর পুত্র বাকর সাহেবের নেতৃত্বে জুনের প্রথম দিকে বহু অস্থায়ী সেনা ও ৮টি কামান সহ ২,০০০ জন স্থায়ী পদাতিক সেনা কোয়েম্বাটোর দখল করতে পাঠান।[১০] কোয়েম্বাটোরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন লেফটেনাণ্ট চামার্স। তার অধীনে ছিল ছোট একদল সৈন্য। তারা হ'ল ভারতীয় খৃষ্টানদের একটি সেনাবিভাগ এবং ত্রিবাঙ্কুর সিপাহীদের একদল স্থলসেনা। এরা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কর্মে নিযুক্ত মিগো দ্য লা কম্বে নামক একজন ফরাসী অফিসরের অধীন ছিল। এদের অল্প কয়েকটি নিচুমানের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ ছিল। স্থানটি কোন অবরোধ প্রতিহত করবার মত শক্তিশালী ছিল না মনে করে সমস্ত ভারী ভাবী কামান ও জিনিসপত্র পালঘাটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পালঘাটের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন মেজর কাপ্লেজ।[১১]

১৩ই জুন, ১৭৯১ বাকর সাহেব কোয়েম্বাটোর অবরোধ করে ১৬ই জুন "পেটা"টি দখল করেন। তারপর তিনি চামার্সকে হুমকি দিলেন আত্মসমর্পণ না করলে সমস্ত গড়-সেনা হত্যা করা হবে। চামার্স ঐ হুমকি অগ্রাহ্য করায় দুর্গটির অবরোধ আরম্ভ হয়। ২০শে জুন বিকালে গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে, কিন্তু ৭ই অগাষ্টের পূর্বে কোন স্থান বিদীর্ণ করা যায়নি। ১১ই সকালে পূর্ণ

আক্রমণ করা হয়। সংঘর্ষটি ২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়, শেষে মহীশূরীরা ২০০ জন লোক হারিয়ে তাড়িত হয়। মেজর কাপ্লেজের আগমনে পরাজয় আরো সুসম্পন্ন হয়। কাপ্লেজ গড়-সেনাদের শোচনীয় অবস্থা শুনে তাদের সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি এসেছিলেন। মেজর শত্রুকে তাদের দখল করা সমস্ত স্থান থেকে সরিয়ে দেন এবং যে পর্যন্ত তারা ভবানী নদী পার না হয়, ততক্ষণ তাদের অনুসরণ করেন। লেফটেনাণ্ট নেসের নেতৃত্বে কোয়েম্বাটোরে গড়-সেনা প্রায় ৭০০জনতে বৃদ্ধি করে ও ত্রিবাঙ্কুর সিপাহীদের একদল সেখানে রেখে কাপ্লেজ পালঘাট ফিরে যান।[১২]

যখন কোয়েম্বাটোর প্রদেশ উদ্ধারের কাজে এক শক্তিশালী সেনাদল নিযুক্ত ছিল, তখন টিপু নিজে মূল সেনাবাহিনীর সঙ্গে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। সুলতান চিতলদুর্গ প্রদেশে পরশুরাম ভাউর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন মনে করে কর্ণওয়ালিস এত আশঙ্কত হয়েছিলেন যে তিনি কৃষ্ণাগার অবরোধের পরিকল্পনা স্থগিত রেখে ঐ দিকে খানিকটা অগ্রসর হন। কিন্তু রাজধানী ছেড়ে বেশী দূর যাওয়া টিপুর সঙ্কল্প ছিল না। তার অভিপ্রায় ছিল বেদনুর থেকে প্রত্যাশিত এক সামরিক সম্ভারবাহী দলকে রক্ষা করা। সেটা সম্পন্ন হ'ল এবং তার প্রেরিত এক সেনাদল কমর-উদ্-দিন খাঁর নেতৃত্বে বলবন্ত রাওর একদল সেনাকে বিচ্ছিন্ন করে। ঐ দলটিকে মন্দাগিরি আড়াল করে রাখবার জন্য হরিপাণ্ট রেখে ছিলেন। দোধবল্লাপুরে মারাঠাদের প্রেরিত গড়-সেনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সবের পর সুলতান তার রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে ফিরে আসেন।[১৩] সেখান থেকে কোয়েম্বাটোর অবরোধের আব একটা প্রচেষ্টার জন্য কমর-উদ্-দিন খাঁকে পাঠানো হয়।

কমর-উদ্-দিন ৫ই অক্টোবরের পূর্বে কোয়েম্বাটোরের নিকট পৌছে সেদিনই "পেটা" দখল করেন। ৮ তারিখে দুর্গের কাছে একটা জলাশয়ের বাঁধে অবস্থিত ছোট একটা দলকে তিনি আক্রমণ করেন। লেফটেনাণ্ট নেস্ তৎক্ষণাৎ তাদের সাহায্যের জন্য তৎপর হন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু ইংরেজরা তাড়িত হয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এরপর মহীশূরীরা প্রাচীর বিদীর্ণ করার জন্য গোলন্দাজ বসায় এবং তৎসঙ্গে তাদের অগ্রগতি ধীর ভাবে বাড়িয়ে নিয়ে যায়।[১৪]

লেফটেনাণ্ট চামার্স স্থানটি রক্ষা করে চলছিলেন ও আশা করছিলেন মেজর কাপ্লেজ আবার সাহায্যে আসবেন। কাপ্লেজ চামার্সকে কয়েকবার সিপাহীদের সঙ্গে গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিলেন। তারা রাত্রিতে দুর্গে প্রবেশ করতো। কিন্তু তিনি নিজে তখনি আসতে অসমর্থ ছিলেন। ২২শে অক্টোবর তিনি পালঘাট থেকে রওনা হতে পেরেছিলেন। এখবর শুনে কমর-উদ্-দিন খাঁ তাঁর সেনাদের একভাগ পরিখার ভিতর রেখে, ২৩শে অক্টোবর অবশিষ্টসেনা সহ প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমে মন্দাগিরি অভিমুখে চলে যান। এই মন্দাগিরিতেই কোয়েম্বাটোরে সাহায্য দেবার পথে মেজর পৌঁছেছিলেন। কমর-উদ্-দিন সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে তার বদলে পালঘাট থেকে ইংরেজ সেনাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সুকৌশলে তাদের ডান দিকে অগ্রসর

হন। মেজর কাপ্লেজ এতে বিশেষ আতঙ্কিত হয়েছিলেন, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শহর পালঘাটের নিরাপত্তার জন্যই শুধু তিনি চিন্তিত হননি, কিন্তু এবারক্রম্বিকে সাহায্য দেবার পথে দিন্দিগুল থেকে সেখানকার প্রত্যাশিত সমর সম্ভারবাহী দলের জন্যও চিন্তিত হলেন। সুতরাং কোয়েম্বাটোরকে মহীশূরীদের হাতের উপর ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান। কিন্তু তিনি যাত্রা করা মাত্র খাঁ তাকে সবলে আক্রমণ করে ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি পলায়নে সফল হন এবং এরূপে সেনাদল ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। কমর উদ-দিন খাঁ কোয়েম্বাটোরে ফিরে যান। কোয়েম্বাটোর এখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে।[১৫]

নতুন উদ্যম ও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কোয়েম্বাটোর অবরোধ আবার আরম্ভ হয়। একটা সুবিধারকমের ফাটল ধরানো হয়। গড় সেনাদের গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল, কোন সাহায্য আসবারও আশা ছিল না। কাজেই, ২রা নভেম্বর লেফটেনাণ্ট চামার্স আত্মসমর্পণ করেন। গড়-সেনাকে 'পেটাতে' রাখা হয়, পরে টিপুর আদেশমত শ্রীরঙ্গপটমে বন্দী হিসাবে পাঠানো হয়। ইংরেজরা এতে আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ হ'ল বলে মনে করেন। তাদের মতে শর্তগুলি এই। গড়-সেনাগণ তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সহ ও উৎপীড়িত না হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ পালঘাটে প্রেরিত হবে ও সেখান থেকে উপকূল ভাগে গমন করবে, কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা টিপু ও তার মিত্রদের বিপক্ষে লড়াইতে অংশ নেবে না; এবং সমস্ত সরকারী জিনিসপত্র, কামান গোলাবারুদ ও তৈজসপত্র কমর-উদ দিনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।[১৬] চামার্সের বক্তব্য ছিল যে এই আত্মসমর্পণ শর্ত হিন্দুস্তানী ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই লেখা হয়েছিল; গড়-সেনাবা মুক্তি কোন প্রকারে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। অন্য আত্মসমর্পণ পত্রটি কমর-উদ-দিন খাঁ পার্সিতে লেখেন,[১৭] যা তিনি (চামার্স) বুঝতেন না। আর তাতে গড়-সেনাবা মুক্তি ও তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের নিরাপত্তা সুলতানের খেয়াল-খুসীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। চামার্স বললেন যে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২-তে তার মুক্তির কয়েকদিন পূর্বে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে লেখা শর্ত তালিকা তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাকে পার্সি তালিকাটি রাখতে দেওয়া হয়। এই মতেই গড় সেনার মুক্তির প্রশ্নটি সুলতানের নিকট পেশ করা হয়েছিল। তিনি রাজি না হওয়ায় তাদের শ্রীরঙ্গপটম প্রেরণ করা হয়।[১৮]

অন্য দিকে, কমর-উদ-দিন খাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, ইংরেজী বা হিন্দুস্থানীতে কোন কাজকর্ম হয়নি, শর্তগুলি শুধু পার্সিতেই লেখা হয়েছিল। আলা রেজা খাঁ তাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে কোয়েম্বাটোরে কাজকর্ম তার মাধ্যমে হয়েছিল, চামার্সের কথিত কোন হিন্দুস্থানী বা ইংরেজী দলিলের অস্তিত্ব ছিল না।[১৯] শর্তগুলি হিন্দুস্থানীতে লেখা হয়েছিল বলে চামার্সের উক্তি ঠিক বলে মনে হয় না। এ ধরণের কাজকর্ম হয় পার্সি, নয় ইংরেজী, নয়ত তো উভয় ভাষাতেই

সম্পন্ন হ'ত। হিন্দুস্থানী সরকারিভাবে স্বীকৃত হ'ত না। তিনি পার্সি বুঝতে পারতেন না বলে চামারুসের উক্তি সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে গড়-সেনাদের ভিতর অবশ্য কেউ এমন ছিল যে ঐ ভাষা পড়তে পারে। তা ছাড়া, চামারুসের উক্তিমত শর্ত যদি গড়-সেনাদের দেওয়া হয়েছিল, তবে টিপুর ঐ সব পালন না করার কোনই কারণ নেই। পূর্বে একবার ধরাপুরমের গড়-সেনা সুলতানের নিকট শর্তাধীন আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের অবিলম্বে রক্ষীদল সহ ইংরেজ শিবিরে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২০]

কমর-উদ-দিন খাঁ যখন কোয়েম্বাটোর আক্রমণে যান, তখন প্রধানতঃ অশ্বারোহী নিয়ে গঠিত তার একটা সেনাদল কৃষ্ণগিরি গড়-সেনাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং কর্ণাটকের সঙ্গে মহীশূরের ইংরেজ সেনার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বাকর সাহেবের নেতৃত্বে পাঠানো হয়েছিল। বাকর সাহেব অতি দ্রুত ও গোপনে থপুর গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণগিরির সেনাদল বৃদ্ধিতে সফল হয়েছিলেন। ঐ জেলা থেকে কিছু টাকা আদায় করে তার সেনাদলের কিছু অংশ ফিরে আসে। অবশিষ্ট সেনা ইংরেজ সমর-সম্ভারবাহীদের বাধা দেবার জন্য বড়মহলে থেকে যায়। এই সেনাদের আগমন কর্ণওয়ালিসকে আতঙ্কিত করে। তিনি মেক্সোয়েলকে পেন্নাগরমের দিকে পাঠান। পেন্নাগরম ছিল একটা মাটির নির্মিত দুর্গ,—থপুর প্রবেশ পথের বেশী দূরে নয়। এই দুর্গ বাকর সাহেবের সেনাদলের এক অংশ অধিকার করে এবং এটাই ছিল তার যুদ্ধ ঘাঁটি। মেক্সোয়েল ৩১শে অক্টোবর ঐ স্থানের নিকটবর্তী হয়ে গড়-সেনাদের হুমকি দেন। কিন্তু তারা শত্রুর পতাকায় গুলি নিক্ষেপ করে। তখন দুর্গের উপর আক্রমণ চলে এবং মই বেয়ে উঠে তা অধিকার করা হয়। প্রতিরোধীরা দয়া ভিক্ষা করেছিল, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ইংরেজদের ক্রোধ ২০০ জন লোক হত্যা করার পর প্রশমিত হয়।[২১]

বড়মহলের পেন্নাগরম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান হারাবার পর বাকর সাহেব মনে করেছিলেন যে তিনি ঐ জেলায় সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালতে পারবেন না। সুতরাং তিনি চাঙ্গামা গিরিপথ দিয়ে কর্ণাটকে নেমে পড়েন। কিন্তু দেখেন যে তার অগ্রগতিতে বাধা দেবার জন্য ফ্লয়েড তার অশ্বারোহী দল সহ সেখানে উপস্থিত এবং সেহেতু মাদ্রাজের দিকে অভিযান বিপদসঙ্কুল। তখন তিনি দক্ষিণ দিকে রওনা হন এবং সালেমের ৩০ মাইল পূর্ব দিকের আটুর গিরিপথ দিয়ে মহীশূরে প্রত্যাবর্তন করেন।[২২] ১৭৯১ সালের জানুয়ারির প্রথমভাগে তার সেনাদলের কিছু অশ্বারোহী কর্ণাটকের ভিতরের দিকে প্রবেশ করে তা বিধ্বস্ত করতে থাকে। নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে এবং বহু পরিমাণ লুটের মাল নিয়ে তারা প্রায় সেণ্ট জর্জ দুর্গের দ্বারেও পৌঁছায়। কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকেনি, যত শীঘ্র এসেছিল তত শীঘ্রই ফিরে যায়।[২৩]

পেন্নাগরম দখল করার পর মেডোয়েল তা ভেঙ্গে ফেলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণগিরি আক্রমণে যান। বড়মহলে এটাই একমাত্র বিশিষ্ট স্থান যা তখন পর্যন্ত টিপুর অধিকারে ছিল। ৭ই নভেম্বর কৃষ্ণগিরির কয়েক মাইলের মধ্যে মেডোয়েল শিবির ফেলেন। ঐ রাত্রিতেই তিনি মইয়ের সাহায্যে নিচের দুর্গটি দখল করেন। বেশী বাধা পাননি, কারণ গড়-সেনা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এই সাফল্যের জের টেনে তিনি উপরিভাগের দুর্গও দখল করার চেষ্টা করেন। দু'ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। কিন্তু মহীশূরীরা বিরাটাকার শিলাখণ্ড নিচে গড়িয়ে দেয়। ফলে প্রাচীরে চড়বার জন্য জড়ো করা মই ও সৈন্য তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মেডোয়েলকে অবরোধ অবসান করতে হয়েছিল। নিচের দুর্গটি ধ্বংস করে এবং শহরে আগুন লাগিয়ে তিনি তখনো মহীশূরীদের দখল-স্থিত কয়েকটি ছোট ছোট দুর্গ জয় করতে যান। মেডোয়েল তারপর মূল সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হন।[২৪]

কর্ণাটক ও নিজাম রাজ্যের সঙ্গে তার যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রে কর্ণওয়ালিস্ বেঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপটমের মধ্যে অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গগুলি জয় করবার সঙ্কল্প করেন, যাতে করে রসদের অভাবে তাকে দ্বিতীয়বার পশ্চাদপসরণ করতে না হয়। প্রথমে সুদৃঢ় দুর্গ সেভানদুর্গ অধিকারের চেষ্টায় তিনি ব্রতী হন। এই দুর্গটি বেঙ্গালোর ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখবার পক্ষে সুলতানের খুব কাজে আসতো।

বেঙ্গালোরের প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সেভান দুর্গই গ্রেনাইট পাথরের একটি প্রকাণ্ড শিলা স্তূপ, যাহা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। যে পর্বত থেকে এর উৎপত্তি তার পরিধি প্রায় ৮ মাইল, তাকে ঘিরে আছে কয়েক মাইল ঘন বাঁশ ও কাঁটা ঝোপের বেষ্টনী। শিলা স্তূপটির শীর্ষদেশ দু'টি শৃঙ্গ ভেদ করে একটা প্রকাণ্ড খাদ আছে। একটি শৃঙ্গের নাম কালোশৃঙ্গ অন্যটির নাম সাদাশৃঙ্গ। প্রতিটি শৃঙ্গের শিরে একটি কেল্লা, যা'তে শত্রুরা একটি জয় করলে অন্যটি নিরাপদ আশ্রয় স্থান হয়। উচ্চ প্রাচীর ও অন্যান্য বেষ্টনীতে প্রতিটি প্রবেশের পথ সুরক্ষিত হয়ে দুর্গটি আরো শক্তিশালী হয়েছে। চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হ'ত। এ জন্য এর নাম হয় সেভানদুর্গ বা 'মৃত্যু-শিলা'। দুর্গ সেনারা সংখ্যায় ১,৫০০ জন ছিল বলে অনুমিত হয়।[২৫]

সেভানদুর্গের বিরুদ্ধে অভিযানের কার্যভার প্রদান করা হয় লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে। তিনি ১০ই ডিসেম্বর প্রায় ৩ মাইল উত্তরে শিবির ফেলেন। মাত্র উত্তর দিকটাই ছিল কিছুটা সুগম। তার সাহায্যার্থে পশ্চাদভাগে প্রায় ৫ মাইল দূরে কর্ণওয়ালিসও শিবির ফেলেন। গড়-সেনার নিকট যাতে কোন প্রকার সাহায্য পৌঁছতে না পারে এ জন্য সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনাদল রাখা হয়। ১৭ই ডিসেম্বরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয় এবং তিন দিনের ভিতর দুর্গ প্রাচীরে

একটা ভাঙন ধরানো সম্ভব হয়। ২১ তারিখ আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়। ইংরেজরা যখন আক্রমণে অগ্রসর হয় তখন জঙ্গলটি আবরণের কাজ করে। এর গাছ ও অসমতল শিলাখণ্ডগুলি লুকিয়ে প্রাচীরে আরোহণ করতে তাদের সাহায্য করে। ১১টার সময় আক্রমণ করা হয়। মহীশূরীরা ভগ্ন স্থান রক্ষা করবার চেষ্টা করে কিন্তু পরাজিত হয় যদিও পূর্ব দিকের কেল্লা অধিকৃত হয়। মহীশূরীরা এবার প্রতিরোধ চালাবার জন্য পশ্চিমের কেল্লায় ফিরে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু যে খাদ কেল্লা দু'টির মাঝখানে ছিল তা তাদের গতি বিলম্বিত করে এবং তাদের অনুসরণকারী ইংরেজসেনা শুধু তাদের সঙ্গে পশ্চিম-কেল্লায় প্রবেশ করতেই সমর্থ হয়নি, বরং নিজেদের পক্ষে কোন ক্ষতি না করে তা অধিকার করতে পেরেছিল। কিন্তু মহীশূরীরা সেনাধ্যক্ষ সহ ২০০ জন সেনা হারায় সেনাধ্যক্ষও যুদ্ধে প্রাণ হারান। মহীশূরীদের প্রতিরোধ বেশ দুর্বল ছিল; তারা দুর্গের স্বাভাবিক দৃঢ়তার উপরই বেশী ভরসা করেছিল, নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নয়। সে যাই হোক, সেভানদুর্গের পতনে ইংরেজের মিত্ররা অতিশয় প্রীত হয়, বিশেষ করে এজন্য যে মারাঠারা এক সময় প্রায় ৩ বৎসর ধরে অবরোধ করেও, সফল হতে পারেনি।[২৬]

২৩শে ডিসেম্বর সেভানদুর্গের প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে হুত্রিদুর্গ আক্রমণ করার জন্য কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে পাঠানো হয়। অন্য একবারের মত ইহার সেনাধ্যক্ষ ষ্টুয়ার্টের এক তলবানাকে অবজ্ঞা করে পতাকা অপসারণ না করলে তার উপর গোলা ছোঁড়া হবে বলে হুমকি দেখান। যাই হোক, পরদিন সকালে যখন দুর্গের নিচু দিকটা দখল করা হয়, তখন তিনি কাথাবার্তা চালানোর অনুরোধ জানান। কিন্তু আলোচনা চলা কালীন গড়-সেনা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করছে এই অজুহাতে ইংরেজরা হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কোন কোন দুর্গদ্বার ভেঙ্গে ফেলে, অন্যগুলতে মই বেয়ে উঠে শীঘ্রই দুর্গটি করায়ত্ত করে নেয়। ইংরেজদের কেউ হত হয়নি, অল্প কয়েকজন মাত্র আহত হয়। মহীশূরীদের হত হয় ১১০ জন। অনেকের সঙ্গে দুর্গাধ্যক্ষ বন্দী হন, কিন্তু গড়-সেনার বেশীর ভাগই পালাতে সমর্থ হয়। ইংরজরা দুর্গে ২০টি কামান এবং প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য পান।[২৭]

২২শে ডিসেম্বর রামগিরিও সেভাঙ্গিরি নামক পাহাড়ী দুর্গ কেপ্টেন ওয়েলসের নিকট নত হয়।[২৮] কর্ণওয়ালিস হুলিয়ার দুর্গটি শ্রীরঙ্গপটম থেকে তার পশ্চাদগমনের পথে দখল করেছিলেন। টিপু তা পুনরুদ্ধার করে মেরামত করান। মেক্সোয়েলকে বর্ত্তমান তাহা আক্রমণ করতে পাঠানো হয়। দুর্গাধ্যক্ষ কোন বাধা দেবার বদলে ভয় পেয়ে ২৭শে ডিসেম্বর দুর্গটি সমর্পণ করেন।[২৯]

এই সকল সফল অভিযানে শ্রীরঙ্গপটম অবরোধের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। ২রা জানুয়ারি, ১৭৯২ মাদ্রাজ থেকে শেষ রসদবাহী প্রকাণ্ড দল বেঙ্গালোর পৌছায়। তাতে খাদ্যশস্য বহনকারী ৫০,০০০টি বৃষ ছিল। সিকান্দর ঝার

নেতৃত্বে ছত্রিদুর্গের নিকট নিজাম-সেনা উপস্থিত হ'লে কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপটম অভিমুখে যাত্রা করেন।

নিজাম সেনার ক্রিয়াকলাপ

ইংরেজদের এই সব অভিযানগুলির সময় নিজামের মূল সেনাদল গুরমকোণ্ডা অধিকারের নিষ্ফল চেষ্টায়ই মুখ্যতঃ নিযুক্ত ছিল। স্থানটি ছিল বিশেষ সুদৃঢ়। এটি একটি অনভিগম্য পাহাড়ী দুর্গ মতো ছিল। পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে দুই শ্রেণীবদ্ধ রক্ষা ব্যবস্থা ছিল। দুটোই অতীব শক্তিশালী, এবং অন্তর্দুর্গ ও বহির্দুর্গ নামে কথিত।[৩০] গুরমকোণ্ডার সেনা ৭০০ জনের বেশী ছিল না[৩১], সেনাধ্যক্ষ ছিলেন মহম্মদ সেদী নামে একজন বীর অফিসর।[৩২]

হাফিজ ফরিদ-উদ্-দিনের নেতৃত্বে গুরমকোণ্ডার অবরোধ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯১. আরম্ভ হয়। নিজামের গোলন্দাজীসেনা প্রাচীর ভাঙতে অসমর্থ হওয়ায় নভেম্বরের প্রথম ভাগে কর্ণওয়ালিস কিছু গোলাবারুদ, একদল সিপাহী ও পূর্বে নন্দীদুর্গে প্রযুক্ত গোলাবর্ষী কামানগুলি তথায় প্রেরণ করেন। দুর্গ আক্রমণের পূর্ণ নেতৃত্ব কেপ্টেন এনড্রু রীডকে দেওয়া হয়। তিনি একটা কার্যকর ভাঙন ধরান এবং ৬ই নভেম্বর রাত্রিতে আক্রমণ চালিয়ে নিম্নদিকের দুর্গ দখল করে নেন। গড়-সেনার অনেকেই বন্দী হয়, সেনাধ্যক্ষ মহম্মদ মেদী সহ অনেকে হত হয়, অবশিষ্ট সেনা উপর দিকের দুর্গে পলায়ন করে। পলায়িত সেনা পরাভূত করার পক্ষে অতি শক্তিশালী মনে হওয়ায় তাদের অনুসরণ করে জয়যাত্রা চালিয়ে নেবার কোন চেষ্টা হ'ল না। কেপ্টেন রীড নিম্নদিকের দুর্গ ফরিদ-উদ্-দিনের হাতে তুলে দেন।[৩৩]

কিছু পরেই পংগল থেকে ২৫,০০০ জন সেনার এক বিরাট বাহিনী এসে পড়ে। এর নেতা ছিলেন নিজামের দ্বিতীয় পুত্র সিকান্দর ঝা, সহায়ক মুশীর-উল্-মুল্ক ও কেন্নাওয়ে। নবাবপুত্র তার মন্ত্রী সহ দেখেন যে উপরের দুর্গটিতে যদিও মাত্র ৪০০জন থেকে ৫০০ জনের মত[৩৪] সৈন্য ছিল, আক্রমণ করার পক্ষে এর শক্তি ছিল প্রচণ্ড। তাই ঘেরাও করে একে কবলে আনবার জন্য ফরিদ-উদ্-দিনের নিকট ৫,০০০ জন সেনা ও ৯০০ জন অশ্বারোহী রেখে নিজে মূল সৈন্য ও ইংরেজ দলটি সহ কোলার অভিমুখে যাত্রা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ণাটক থেকে প্রত্যাশিত এক সমর-সম্ভারবাহী দলকে সুরক্ষিত করা। কিন্তু তিনি গুরমকোণ্ডা থেকে ৩০ মাইল না যেতেই হাফিজ ফরিদ-উদ্-দিনের দুর্দশার কথা জানতে পারলেন। তাকে তাই বাধ্য হয়ে ফিরতে হয়।[৩৫]

টিপু সুলতানের সুদক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থা তাকে নিজাম-সেনার গতিবিধি বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখতো। তিনি গুরমকোণ্ডার সাহায্যার্থে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফত্তে হাইদরকে ১০,০০০ জন সেনাসহ পাঠান, এদের বেশীর ভাগই অশ্বারোহী ছিল।

নবাব পুত্রের বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর। তার সহকারী ছিলেন আলী-রেজা খাঁ ও পুরাতন সমর শিক্ষক গাজী খাঁ।[৩৭] ফতে হাইদর ২১শে ডিসেম্বর গুরমকোণ্ডার নিকট পৌছান। ফরিদ্-উদ-দিনের সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত না হ'তে চেয়ে তার মোকাবেলার জন্য এগিয়ে যান। যদিও মুশীর-উল্-মুল্ক মহীশূরীদের আগমন সম্বন্ধে তাকে সাবধান করেছিলেন, ফরিদ-উদ্-দিন, মীর আলমের মতে, অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস ও গর্ব হেতু মাত্র অল্পসেনা নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে গিয়েছিলেন।[৩৮] ফলে, সংখ্যালঘুত্ব হেতু তার সেনাদলের অধিকাংশই নির্মূল হয়, তিনি নিজেও নিহত হন। কেনুলের যুবকরাজা রাজা যোথ সিংয়ের সহায়তা নিয়ে কিছুকালের জন্য বলিষ্ঠতর শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান; কিন্তু যোথ সিং ভীষণ আহত হলে তিনি সিকান্দর খাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চলে যান। তখন ফতে হাইদর নিচের দুর্গটির উপর আক্রমণ করেন, উপরের দুর্গ থেকে মহীশূরীরাও সে সময় বাইরে এসে হঠাৎ হামলা করে। নিজামসেনা ভীত হয়ে পলায়ন করে, কিন্তু শত্রুর হাতে কেউ প্রায় নিস্তার পায়নি। ফতে হাইদর নিচের দুর্গ অধিকার করেন, প্রভূত পরিমাণ রসদ ও জিনিসপত্র ছাড়াও অনেক ধনরত্ন তার কবলে আসে।[৩৯]

এটা প্রত্যাশিত ছিল যে এরপর শ্রীরঙ্গপটম অভিযানে মিত্র শক্তির পরিকল্পনা ভেস্তে দেবার জন্য ফতে হাইদর কর্ণাটক থেকে আগমনশীল সমর সম্ভারবাহী দলকে আক্রমণ করবেন। গুরমকোণ্ডার দুর্বিপাকের পর নিজামসেনাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে সম্ভারবাহী দল বড় বিপদের সম্মুহীন হয়। তারা ঘাট পর্বত-মালায় উঠে ভেঙ্কটগিরিতে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ফতে হাইদরের সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ঠ ছিল না বলে তিনি গুরমকোণ্ডার গড়-সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং কমর-উদ্ দিন খাঁর পরিবারটি উপরের দুর্গ থেকে অপসারণ করে শ্রীরঙ্গপটম ফিরে গেলেন।[৪০]

২৫শে ডিসেম্বর কেপ্টেন রীডের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাদল সিকান্দর খাঁর সহায়তায় আবার গুরমকোণ্ডা আক্রমণ করে। কিন্তু তারা মাত্র নিচের দুর্গটি অধিকারে সমর্থ হয়। শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণে আগ্রহশীল কর্ণওয়ালিসের সাহায্যে যেতে সিকান্দর খাঁ ইচ্ছুক ছিলেন। ইদানীং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাদলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সেনা আসাদআলী খাঁর অধীনে রেখে তিনি ১৮,০০০ জন লোকের মূল সেনাদলটি সহ এবং কেপ্টেন রীডের অধীনের দু'টি মাদ্রাজ সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দাক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। ছত্রিদুর্গের নিকট মগাডি গ্রামে কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে তার মিলন ঘটে।[৪১]

মারাঠা সেনার ক্রিয়াকলাপ

আমরা দেখেছি যে পরশুরাম ভাউর অধীনে মারাঠাসেনা বেঙ্গালোরের নিকট ইংরেজ সেনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিরা অভিমুখে রওনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, মারাঠা রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তার সেনাদের রসদ যোগানোর ব্যবস্থা করা এবং তার রাজ্যের বিশেষ উর্বর অংশের সম্পদ থেকে টিপুকে বঞ্চিত রাখা।[৪২] অর্থের ঘাটতি হওয়ায় হরিপাণ্টও সেদিকে যেতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস তাকে ১২ লাখ টাকা দেওয়ায় তার বর্তমান প্রয়োজন মিটে যায়। তিনি পেশোয়ার রাজনীতিক প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজসেনার ভিতর থেকে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন।[৪৩]

সিবার পথে নিজাগল ভাউর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তিনি পাহাড়ী দুর্গ দেবরায়[৪৪] দুর্গের নিকটস্থ হ'লে পরে দেখেন যে যদিও মহীশূরীরা "পেটা" পরিত্যাগ করেছিল তবু দুর্গ সমর্পন করতে তারা অস্বীকার করে। মারাঠাও ইংরেজসেনা দু'বার ইহা দখলের চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়। বিফলতাব ক্রোধে ও প্রতিহিংসার বশে ভাউ "পেটা"তে আগুন ধরিয়ে দেন ও সিরার দিকে অগ্রসর হন।[৪৫] শ্রীরঙ্গপটম যাবার পথে হরিপাণ্ট সিরা দখল করেছিলেন। সিরা থেকে ভাউ গেলেন ইরোডে। সেখানে যথেষ্ট টাকা পেয়ে ভাউ তাব অস্থায়ী অশ্বারোহী দলের হাত থেকে স্থানটি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এ সত্ত্বেও মারাঠারা শহরের প্রাচীর বেয়ে উঠে সেটা অধিকার করে নেয়। শহরের সমৃদ্ধিশালী লোকেদের যথাসর্বস্ব লুট করা হয়।[৪৬]

২১শে অগাষ্ট ভাউ তুলখের নিকট এসে থামেন। ইহা ছিল চিতল্ দুর্গের ২৫ মাইল উত্তর পূর্বে,—কোন শক্তিশালী কিছু নয়। মারাঠা পদাতিকের একটা দল এটা আক্রমণ করে। শহরটি ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত করা হয় এবং দুর্গের মধ্য থেকে কিছু খাদ্যশস্য ও গবাদি পশু সংগ্রহ হয়। প্রায় এ সময়েই ভাউর সেনাদল মহীশূরী অশ্বারোহী ও পদাতিকের একটি দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা ভাউর গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহকারীদের উৎপীড়ন করেছিল? তাদের অনেক ঘোড়া ও উট লুট করা হয়েছিল। ৩১শে অগাষ্ট সেনাদল কুনকুপি অভিমুখে যায়। ভাউর তলবানা তারা অগ্রাহ্য করে, কিন্তু পরদিন ইংরেজ সেনাদলের নিকট আত্মসমর্পণ করে।[৪৭]

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে সেনাদল চিতল দুর্গের নিকটবর্তী হয়। এটি ভারতের বিশেষ শক্তিশালী দুর্গগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হ'ত। এর রসদ ও জিনিসপত্র পর্যাপ্ত ছিল, গড সেনা ছিল ১০ ০০০ জন পদাতিক ও ১,০০০ জন অশ্বারাহী। কয়েকটি প্রাচীর ছিল চারদিক ঘেরাও করে, আর উত্তর পশ্চিমে ছিল একটা দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা। উত্তর দিকে পাহাড়ের নিচে একটা বড় শহর ছিল, তা প্রাচীর বেষ্টিত, পার্শে বুরুজ এবং পরিখা। ভাউ ঘুস দিয়ে দুর্গটি দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্গ রক্ষক দৌলত খাঁ সুলতানের অনুগত থেকে সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।[৪৮]

বিধিমত অবরোধ করে দখল করার পক্ষে দুর্গটি অত্যন্ত শক্তিশালী দেখে ভাউ চিতল দুর্গের ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে চাঁদগিরিতে ২রা নভেম্বর রওনা হন এবং সেখানে পৌছান ২১শে নভেম্বর। কিন্তু অসুস্থতার দরুন তিনি ১৫ই ডিসেম্বর অবধি নিষ্ক্রিয় থাকেন, পরে বেদন্নুর অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪৯]

এ যাবৎ ভাউর ক্রিয়াকলাপ অতি ধীর ছিল। সেনাসঞ্চালন খুব কম হ'ত, যা হ'ত তার বেশীর ভাগই চিতল দুর্গের আশে পাশে পশুখাদ্য আহরণে। তার গড়িমসির কারণ ছিল বর্ষাকাল, আর সেপ্টেম্বরের পর তার নিজের দীর্ঘকাল স্থায়ী অসুস্থতা।[৫০] এ ছাড়া, অভিযানের পূর্বে তিনি তার সেনাদের বিশ্রাম ও খাদ্য দিতে চেয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও, এই নিষ্ক্রিয়তার সময় মারাঠাদের ধ্বংসলীলা এতটা প্রসারিত ছিল যে লেফটেনান্ট মুরের মতে "ঈশ্বরের অভিশাপ বৃষ্টি ঈজিপ্টের উপর এর চেয়ে ভয়ঙ্করভাবে পতিত হতে পারতো না"।[৫১]

মেলুকোটে কর্ণওয়ালিস ও মারাঠা সেনাপতিরা তাদের অভিযান পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তার এটাও স্থির করেছিলেন যে, কোন অবান্তর ব্যাপারে মিত্র সঙ্ঘ মনোনিবেশ করবে না। ভাউকে বলা হয়েছিল, সিরা ও শিবগঙ্গার মধ্যে কর্মোদ্যমে ব্যাপৃত থেকে ইংরেজ সেনার আশে পাশে থাকতে, যাতে যোগাযোগ সহজ ভাবে হতে পারে। তারপর তার এবারক্রম্বির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীরঙ্গপটম রওনা হবার কথা।[৫২] কিন্তু যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে এযাবৎ মুক্ত একটা প্রদেশ লুণ্ঠন ও বিজয়ের আশায় তিনি এসব বিষয়ে সীমা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। কর্ণওয়ালিস ভীষণ ভীত হন। কারণ, এতে ইংরেজদের সরবরাহ ব্যবস্থা মহাবিপদের সম্মুখীন হবে এবং এবারক্রম্বির অগ্রগতির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। কর্ণওয়ালিস এটাও ভেবেছিলেন যে অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার মুখে এবং সরবরাহের অভাবে তাকে শ্রীরঙ্গপটম অধিকার না করেই আবার ফিরে যেতে হবে।[৫৩]

১৮ই ডিসেম্বর মারাঠা সেনা শিমোগা জেলার একটা ছোট শহর হোলে হন্নুরে পৌছায় এর রক্ষী সৈন্য ছিল ২৫০ জন। পরদিন কেপ্টেন লিটল একে অবরোধ করে ২১শে ডিসেম্বর সকাল ৩টায় সবেগে ঢুকে পড়েন। ইংরেজ, মারাঠা উভয় সেনারাই স্থানটি নির্মম ভাবে লুণ্ঠন করে এবং শহরের বিভিন্ন অংশের গৃহগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৫৪] হোলে হন্নুর থেকে তারা বেঙ্কিপুর[৫৫] যায়। এর গড় সেনা হোলে হন্নুরের পতনে মনোবল হারিয়ে প্রথম তলবানায়ই আত্মসমর্পণ করে। সেনাদল অতঃপর তুঙ্গার বাঁ পারে অবস্থিত শিমোগা অভিমুখে অগ্রসর হয়।[৫৬] আমরা দেখেছি যে, ভাউ গণপতরাও মহেনডেলকে ৫,০০০জন অশ্বারোহী সহ পাঠান। প্রথম দিকে কয়েকবার সফল হয়ে তিনি মহীশূরীদের দ্বারা পরাজিত হন। কিন্তু ভাউর প্রেরিত ৪,০০০ জন অশ্বারোহীর সাহায্যে তিনি তার বিজিত স্থানগুলি ফিরে পান। কিন্তু প্রদেশস্থ শক্তিশালী মহীশূরীসেনা তার অগ্রগতি

ব্যাহত করে। তিনি ফিরে এসে ২৪শে ডিসেম্বর মূল সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হন।[৬৩]

শিমোগার নিজস্ব গড়-সেনা ছাড়া টিপু সেখানে ৭,০০০জন পদাতিক, ৮০০জন অশ্বারোহী, ও ১০টি কামান তার সম্পর্কিত ভ্রাতা মহম্মদ রেজার অধীনে মোতায়েন রাখেন।[৬৮] মারাঠাদের অগ্রসর হবার খবর পেয়ে রেজা সাহেব তার দুর্গ প্রাচীরের নিকটস্থ পরিখা ছেড়ে দক্ষিণ পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে একটা ঘন জঙ্গলে ঘাঁটি বাঁধেন, উদ্দেশ্য ছিল, ভাউ শিমোগা অবরোধ আরম্ভ করলে তাকে আক্রমণ করা। স্থানটি সুনির্বাচিত এবং অতি সুদৃঢ় ছিল। তার ডানদিকে ছিল তুঙ্গা নদী, বাঁ দিকে বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। একটা জঙ্গল ও গভীর গিরিখাত দ্বারা তার সম্মুখ ভাগ সুরক্ষিত ও লুক্কায়িত ছিল। সময়ের অভাবে কিন্তু রেজা সাহেব তার রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি; তা না হলে তাকে আক্রমণ করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল।[৫৯]

২৯শে ডিসেম্বর সকালে ভাউ দুর্গের দিকে যান বটে, কিন্তু অবরোধ আরম্ভ করেননি কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে রেজা সাহেব যতদিন কাছাকাছি থাকবেন ততদিন তার প্রচেষ্টা সফল হবে না। সুতরাং তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাকে তার স্থিতিস্থান থেকে সরিয়ে দেবেন।[৬০] তিনি অনেক দূর প্রদক্ষিণ করে শত্রুর নিকটেই আক্রমণার্থে শিবির স্থাপন করেন। তিনি তার পুত্র আপ্পা সাহেব ও রঘুনাথরাও কুরুন্দওয়ারকারের নেতৃত্বে মহীশূরীদের আক্রমণের জন্য ১০,০০০ জন অশ্বারোহী পাঠান। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে মারাঠা অশ্বারোহীরা কর্মক্ষম না হওয়ায় আপ্পা সাহেবের নেতৃত্বাধীন ৫০০ জন মারাঠা পদাতিক ও ৩,০০০ জন অশ্বারোহীর সহযোগিতায় ১,০০০জন বম্বে সিপাহী এবং৪টি কামান সহ কেপ্টেন লিট্‌লকে রেজা সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দেওয়া হয়। সকাল প্রায় ১০টায় কেপ্টেন লিট্‌ল জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তার অগ্রগতিকে শত্রুরা দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়েছিল। তারা প্রচণ্ড কামান, বন্দুক ও ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ করে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে ইংরেজ সেনাও মারাঠা পদাতিক কে বহুবার পিছু হটতে বাধ্য করে। অবশেষে, কয়েকদল বিতাড়িত হবার পর কেপ্টেন লিট্‌ল তার সমগ্র সেনা সহ আক্রমণের সঙ্কল্প করেন। তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনা করে শত্রুর ডান দিকের স্থান আক্রমণ করেন। ঐ দিকটাইতেই রক্ষাব্যবস্থা হাল্কা ছিল বলে মনে হয়। মহীশূরীরা প্রভূত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু বিকালের দিকে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দেয়। তখন আপ্পা সাহেবের অধীন অশ্বারোহী দলকে এগিয়ে যাবার জন্য কেপ্টেন লিটল আদেশ দেন। রঘুনাথ রাও কুরুণ্ডওয়ার কারের অধীন সেনারাও সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকে। এতেই বেশ ফল পাওয়া যায়। রেজা সাহেবকে সরে যেতে হয়। কেপ্টেন লিট্‌ল তাকে অনুসরণ করে তার দশটি কামানই দখল করেন। ইতিমধ্যে মারাঠারা মহীশূরীদের লুণ্ঠনে লেগে যায়। তারা

তাদের শিবির, বোঝাপত্র ও এতটা পরিমাণ অস্ত্র দখল করেছিল যে ভাল একটি গাদাবন্দুক বাজারে প্রতিটি ২ টাকায় বিক্রী হ'ত।৬১ রেজা পাহাড়ী দুর্গ কেভালে দুর্গে ৪০০ জন অশ্বারোহী ও ১,৫০০ জন পদাতিক সহ পালিয়ে যান। আক্রমণের দিন সকালে তিনি ১৩টি হাতিকে জিনিসপত্রে বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের মালপত্র টুকুই শুধু তিনি বাঁচাতে পেরেছিলেন।৬২ মারাঠা পক্ষে হত ৫০০ জন, ইংরেজদেরও বেশ বেশী। মুরের মতে, মহীশূরীদের ক্ষতি ২০০জন-এর বেশী ছিলনা।৬৩

রেজা সাহেবের ঘাঁটি সুদৃঢ় ছিল, তার সেনারা দুর্ধর্ষভাবে লড়েছিল। এ সত্ত্বেও তার পরাজয়ের কারণ হ'ল সংঘাত কালে কেন্দ্রস্থান থেকে কামান সমূহ স্থানান্তরিত করে এবং হাতি ও মূল্যবান দ্রব্য অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ভীষণ ভুল করে ছিলেন। এটা তার সুবিবেচনা সম্মত কাজ হয়নি। এ'ত পদাতিক সেনার উপর অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং সেনাদলে মনোবল হানির কারণ ঘটায়।৬৪ কেপ্টেন লিট্‌ল যে সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়েছিলেন তাহা মহীশূরীদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমরকৌশল লরেন্স ও ক্লাইভের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার নেতৃত্ব এবং তার সেনার সাহসিকতা ছাড়া মারাঠারা এ যুদ্ধে বিজয়ী হ'ত কিনা সন্দেহ।৬৫

এই জয়ের পর, একমাত্র কেপ্টেন লিট্‌লের তত্ত্বাবধানে শিমোগা অবরোধ আরম্ভ হয়। শিমোগার সেনা সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল, কামান ও সমরসম্ভারও সেখানে প্রচুর ছিল। কিন্তু রেজা সাহেবের পরাজয় গড়-সেনাদের মনোবল নষ্ট করে দেয়, ফলে, তাদের একটা মোটা অংশ দলত্যাগ করে। দুর্গাধ্যক্ষ মইন-উদ্-দিন খাঁ সুতরাং বহুকাল অটল থাকতে পারেন নি। ৩রা জানুয়ারি, ১৭৯২ দু-প্রহরে একটা ভাঙ্গন ধরাবার পর যখন সাক্ষাৎ আক্রমণের আয়োজন হয়েছিল তখন তিনি স্থানটি সমর্পন করতে রাজী হন। কিন্তু ধারওয়ারে আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গের কথা মনে করে তিনি চুক্তি করিয়ে নেন, যে কেপ্টেন লিট্‌ল গড়-সেনার ধন প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নেবেন। এই শর্ত গৃহীত হলে তিনি দুর্গ ত্যাগ করেন। তাকে ইংরেজ শিবিরে রাখা হয়। কিন্তু ভাউ যখন দুর্গের অধ্যক্ষ ও মুখ্য অফিসরদের তার আয়ত্তে পান তখন আত্মসমর্পণের শর্তভঙ্গ করে তাদের কাছ থেকে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেন ও তাদের আটক করে রাখেন।৬৬ ডাফ্ বলেন যে কেপ্টেন লিট্‌ল "প্রধান অফিসরদের পরশুরাম ভাউর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ভাউ শর্তভঙ্গ করে বদর-উজ্-জমান খাঁয়ের মত তাদেরও আটক করে রাখেন"।৬৭ কিন্তু কেপ্টেন লিট্‌ল যদি দৃঢ়তা দেখিয়ে তাদের ভাউ-এর হাতে তুলে দিতে স্বীকার না করতেন, তবে শেষকালে তার ইচ্ছা মতই কাজ হ'ত। সুতরাং শর্তভঙ্গের অপরাধের ভাগী কেপ্টেন লিট্‌লও। কারণ, গড়-সেনার নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং যতক্ষণ তারা টিপুর এলাকার কোন দুর্গে আনীত না হয়।

শিমোগা অধিকৃত হবার পর ভাউ সপ্তাহাধিক কাল নিকটবর্তী ছোট ছোট দুর্গ অধিকারার্থে বিভিন্নদিকে সেনাদল প্রেরণের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। জানুয়ারির মাঝামাঝি তিনি শিবির উঠিয়ে নেন। কিন্তু পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মত বম্বের সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হবার বদলে তিনি বেদনুর শহর অভিমুখে অগ্রসর হন। ২৮শে জানুয়ারি তিনি শহরটির কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়েন এবং অবরোধের প্রস্তুতি করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎই তিনি ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন। এই ফির্‌তি পথে তিনি কুমসি, অনন্তপুর ও অন্যান্য ছোট ছোট দুর্গ দখল করেন। হোন্নে হল্লুর এবং শিমোগায় রক্ষীসেনা রেখে এবং আশেপাশে একটা প্রকাণ্ড সেনাদল মোতায়েন করে তিনি ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২ নাগাদ শ্রীরঙ্গপটম অভিমুখে রওনা হন এবং ১০ই মার্চ সেখানে পৌঁছান।[৬৮]

বেদনুর থেকে ভাউ হঠাৎ প্রত্যাগমনের কয়েকটি কারণ আছে। মিত্র সঙ্ঘের সেনাধ্যক্ষদের গৃহীত পরিকল্পনা মতে ভাউকে সিরা ও শিবগঙ্গার মধ্যভাগে কর্ম প্রচেষ্টা চালাবার কথা ছিল। তার বদলে তিনি উক্ত সীমা লঙ্ঘন করে পশ্চিম দিকে সক্রিয় হন। তিনি বেঙ্কিপুর, শিমোগা ও অন্যান্য স্থান দখল করেন, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে তিনি আরো পশ্চিমে বেদনুরের দিকে অগ্রসর হন। এর ফলে তিনি শুধু এবারক্রম্বির সাথে যোগ দিতে অসমর্থ হবেন তাই নয়, শ্রীরঙ্গপটম অবরোধে কর্ণওয়ালিসের সাহায্যার্থে সময়মত পৌঁছাতে দেরী করে ফেলবেন। ভাউ-র এই উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল পুনা সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, মেলেটও মহীশূর রাজধানীর দিকে ভাউ-র গতি ত্বরান্বিত করার জন্য নানাকে পুনঃপুনঃ তাগাদা দিয়েছিলেন। সুতরাং নানা ও হরিপান্ট ভাউকে, তার বর্তমান ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ শ্রীরঙ্গপটম যাওয়ার জন্য লেখেন। তারা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে রাজধানী অধিকারে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি সময়মত সেখানে পৌঁছতে না পারলে মারাঠারা তাদের অসম যুদ্ধোদ্যমের জন্য টিপুর রাজ্যে তাদের প্রাপ্য অংশের অনেকটা কম পেতে পারে। ভাউ বুঝলেন যে, যদি বেদনুর অভিযানে তিনি বেশীরকম জড়িত হয়ে পড়েন, তবে বহুকাল ধরে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, সুতরাং ঐ অভিযান তিনি বাতিল করেদেন।[৬৯]

আর একটা কারণেও ভাউকে বেদনুর পরিত্যাগ করতে হয়। এবং তা হ'ল কমর-উদ্‌দিন খাঁর অগ্রসর হবার সংবাদ। মারাঠাদের বেদনুর অভিযান টিপুকে বিশেষ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। কারণ, মাত্র এই প্রদেশটি-ই তার হাতে রয়েগিয়েছিল; এটাই ছিল তার বেশীর ভাগ রসদ পত্র সরবরাহের মূল স্থান। সুতরাং ভাউকে বনে জঙ্গলে আবদ্ধ করার জন্য টিপু একদল শক্তিশালী পদাতিকসেনা সহ কমর-উদ্‌দিন খাঁকে পাঠিয়ে দেন। মহীশূর সেনানায়কের এই অগ্রসর হবার খবরই ভাউকে ফিরে যেতে প্রবৃত্ত করে। কারণ ভাউ

বুঝেছিলেন যে, তার সেনাদলের বেশীর ভাগই অশ্বারোহী থাকায় একটা আবদ্ধদেশে, এক সুদক্ষ পদাতিক সেনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।[৭০]

যদিও ভাউ সমগ্র বেদনুর প্রদেশ অধিকার করতে পারেন নি, তবু যেখানেই তার সেনাদল গিয়েছে সেখানেই ধ্বংস ও নিপীড়নের নিদর্শন ছাড়া কিছুই রেখে আসেনি। বেদনুর একটি অতি সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, কিন্তু খারের উক্তিতে "মারাঠা পঙ্গপাল" একে এমন নিদারুণ ভাবে, এমন নিঃশেষে, ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত করেছিল যে চরম দারিদ্র্যে দেশটি নিমজ্জিত হয় এবং ৫০ বৎসরের পূর্বে আর তার বিগতশ্রী ফিরে আসেনি।[৭১]

মিত্র-সেনা হুত্রিদুর্গের কাছাকাছি থেকে আরো উত্তরদিকের রাস্তা ধরে হুলিয়ার দুর্গ হয়ে ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২ শ্রীরঙ্গপটমের দিকে রওনা হয়। এই রাস্তাটি একটি উর্বর ভূমি খণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এবং সেখানে জলের সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। রাস্তাটি চেন্নাপটনা হয়ে কেন্দ্রভাগের হ্রস্বতম পথ এবং কঙ্কণহাল্লি হয়ে সর্বদক্ষিণের পথের চেয়ে সর্বতোভাবে ভাল ছিল। এই শেষের রাস্তাটিই কর্ণওয়ালিস ১৭৯১ সালের মে মাসে শ্রীরঙ্গপটমে প্রথম অভিযানের সময় ব্যবহার করেছিলেন।[৭২]

রাস্তায় মিত্র-সেনার পক্ষ থেকে কোন বাধা আসেনি। অস্থায়ী অশ্বারোহী দল কিছুটা উত্যক্ত করেছিল বটে, কিন্তু অগ্রগতি ব্যাহত করার মত সুদক্ষ তারা ছিলনা। মনে হয়, টিপু সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি বা রাজধানী মুখী সেনাদের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী সেনাদল প্রেরণকে ভুল সামরিক কৌশল বলে মনে করতেন। সত্য বটে, তিনি সমস্ত পশুখাদ্য নষ্ট করে দিয়েছিলেন; কিন্তু তার মুখ্য আশা ছিল শ্রীরঙ্গপটমের রক্ষা ব্যবস্থার উপর। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অবরোধকাল বিলম্বিত করে দিয়ে বর্ষার আসন্নতা ও সরবরাহের অপ্রচুরতার জন্য আরেকবার শত্রুকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা যাবে। প্রতিরক্ষার এই পদ্ধতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে গত অভিযানেই শুধু সফল হয় নি, তার পিতাও ১৭৬৭ সালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইহা সাফল্যের সঙ্গে অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং টিপু মিত্র সেনার অগ্রগতি সম্বন্ধে নির্বিকার ছিলেন। তিনি কাবেরী নদীর উত্তর দিকে শিবির খাটিয়ে শিবিরের সুরক্ষাকার্যে এবং দুর্গ ও শ্রীরঙ্গপটম্ দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য তিনি সময় নিয়োগ করেন।[৭৩]

টিপুর এই ভ্রান্ত সমরকৌশলের ফলে মিত্র-সেনা একটা গুলিও না ছুড়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি মেলুকোট পৌঁছায়। পরদিন তারা শ্রীরঙ্গপটমের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে "ফ্রেঞ্চরকের"[৭৪] পেছনে শিবির ফেলে। ইংরেজসেনা রইলো সম্মুখে, আর মারাঠা ও নিজামসেনা কিছু দূরে পশ্চাতে—ইংরেজ শিবির নির্বিঘ্ন রাখবার জন্য। ডিরম লিখেছেন, "শ্রীরঙ্গপটম থেকে এতটা দূরে এবং সামনের ডানদিকে "ফ্রেঞ্চরক্" দিয়ে এরূপ আবৃত রেখে সুবিবেচনার সহিত মিত্র-সেনার শিবির স্থাপিত হয়েছিল

যে সেনাদলের বা কল্পিত পারমাণ জনিত আসন্ন ভয় থেকে শত্রুদের ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলো।[৭৫] ইংরেজ সেনা দলে ছিল ২২,০০০ জন সেনা, ৪৪টি লঘুভার কামান, এবং ৪২টি কামান বিশিষ্ট গোলন্দাজ সারি। নবাবপুত্র সিকান্দর ঝার অধীনে নিজামের সেনাদলে ছিল প্রায় ১৮,০০০ জন অশ্বারোহী ও কেপ্টেন এণ্ড্রু রীডের চালনায় দু'টি ছোট সেনাদল। হরিপান্টের অধীন মারাঠাসেনদলে ছিল ১২,০০০জন অশ্বারোহী।[৭৬]

কাবেরীনদী দুইশাখায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার মিলিত হয়েছে। শ্রীরঙ্গপটম দ্বীপটি এই দুই শাখার দ্বারা গঠিত। দ্বীপটি পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে তিন মাইল লম্বা এবং সর্বাপেক্ষা চওড়া স্থানে দেড মাইল প্রশস্ত। দ্বীপটির পশ্চিম কোনে সুদৃঢ় দুর্গ শ্রীরঙ্গপটম অবস্থিত। দুর্গের পাশে, প্রায় ৫০০ গজ দূরে দৌলত বাগ রাজপ্রাসাদ। দ্বীপটির মধ্যস্থলে দুর্গ থেকে প্রায় ১০০০ গজ দূরে একটা উচু মাটির দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত "পেট্রা" দ্বীপের পূর্বভাগে সুসমৃদ্ধ বাগিচা লালবাগ। বাগিচাটি নদীর দিকে রক্ষা বেষ্টনী কামানশ্রেণী ও একটা গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। কামান শ্রেণী নদীর পাশ দিয়ে দ্বীপটির বিভিন্ন অংশেও ছিল, যাতে দ্বীপটি আরো দৃঢভাবে রক্ষিত থাকে। হিসাব মত দুর্গে ও অন্যান্য স্থানে স্থিত কামানের সংখ্যা ছিল ৩০০টি।[৭৭] দ্বীপের চারপাশ ঘিরে বাঁশও অন্যান্য কাঁটা গাছের ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনী। এটাই ছিল রাজধানীর সীমা এবং প্রতিরক্ষার বহিঃরেখা। নদীর উত্তরদিকের ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তিন মাইল লম্বা ও আধমাইল চওড়া একটা আয়তাকার খালি স্থান ছিল। এখানেই টিপুর শিবির লাগানো হয়—সেই সঙ্গে সম্মুখ ভাগে ৪০,০০০জন পদাতিক ও ১০০টি কামান, ৫,০০০জন অশ্বারোহী পেছনে রাখা হয় তার ঘাঁটিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে —সম্মুখভাগ রক্ষিত হয়েছিল ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনীটি ছাড়াও একটা বড় নালা, ধানের ক্ষেত ও লোকপাবনী নদীর বাঁক দ্বারা। টিপুর ডান দিক রক্ষিত ছিল শুধু ঐ নদীটির দ্বারাই নয়, তার পেছনের করিঘাট্টা পাহাড় দ্বারাও। করিঘাট্টাকেই তিনি ইদানীং আরো শক্তিশালী করেছিলেন। সেখানকার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন শেখ আনসার নামে একজন বীর অফিসার। টিপুর শিবিরের বাঁ-দিকের রক্ষা কেন্দ্রটি ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনীর নিকট উত্তর পশ্চিম কোনে সুরক্ষিত ভাবে একটি ইদ-গাঁর উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সৈয়দ হামিদ ছিলেন এর অধিনায়ক। মধ্যভাগে দু'টি রক্ষাকেন্দ্র ছিল, তা-ও ঘন বেষ্টনীর নিকট, দুই রক্ষাকেন্দ্রের মাঝের দূরত্ব প্রায় ৬০০শ গজ। রক্ষাকেন্দ্রের একটি দ্বিতীয় সারি পেছনে ছিল—ঘন বেষ্টনী ও নদীর প্রায় সমদূরে। তাদের নাম 'লালী', 'মহম্মদ' ও 'সুলতানের' কেন্দ্র। সুলতানের রক্ষাকেন্দ্রটি টিপুর খাস নেতৃত্বে ছিল এবং তার শিবিরও পাশাপাশিই ছিল। তার এই শিবির ও কেন্দ্রগুলি ছিল প্রতিরক্ষার প্রথম ধাপ; দ্বিতীয় ধাপ হ'ল দ্বীপটির ও দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।[৭৮]

টিপুর স্থিতিস্থান এমনই মজবুত ছিল এবং পূর্বে একবার তার সেনারা শ্রীরঙ্গপটমের সামনে এমনই উল্লেখযোগ্য শৌর্য দেখিয়ে ছিল যে লর্ড কর্ণওয়ালিস দিবাভাগে আক্রমণ করা থেকে বিরত হন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য সন্দেহপূর্ণ এবং তাতে প্রচুর ইংরেজসেনার প্রাণহানি ঘটতে পারে তাই তিনি স্থির করেন অতর্কিতে রাত্রিবেলা মহীশূরীদের আক্রমণ করবেন এবং তা-ও নিশ্চিত সাফল্যের জন্য অবিলম্বেই।[৭৯] কোন আক্রমণ হবে বলে টিপু অনুমান করেন নি ; ভেবেছিলেন, যতদিন না পরশুরাম ভাউ ও এবারক্রম্বি তাদের সেনাদল নিয়ে আসছেন, ততদিন কর্ণওয়ালিস কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন না।[৮০] ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৮টা ৩০মিনিটে কর্ণওয়ালিস অগ্রসর হবার আদেশ দেন। শত্রুকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয়েছিল। মুখ্য অফিসররা ছাড়া সেনারা এ বিষয়ে একেবারে কিছুই জানতো না। ইংরেজসেনা অগ্রসর হবার পরেই শুধু রাত্রি প্রায় ১২টায় মিত্র-সেনাদের জানানো হয়। কর্ণওয়ালিস তাদের পরামর্শ দেন যে তারা যেন পরদিন সকালের পূর্বে তাদের শিবির থেকে না নড়ে, ততক্ষণে রাত্রির আক্রমণের ফলাফল জানা যাবে।[৮১] হরিপাণ্ট ও সিকান্দর ঝা কর্ণওয়ালিসের অগ্রসর হবার খবর জেনে অতিশয় বিস্মিত হন যে তিনি কামান ও অশ্বারোহী দল ছাড়াই যাত্রা করেছেন। তার এই অভিযানের সফলতা সম্বন্ধে তারা বেশ নৈরাশ্য পোষণ করেছিলেন।[৮২]

লর্ড কর্ণওয়ালিস তার সেনাকে তিন ভাগে ভাগ করেন। ডান ভাগটিতে জেনারেল মেডোজের নেতৃত্বে ৯০০ জন ইয়োরোপিয় ও ২,৪০০ জন ভারতীয় সেনা ছিল, মধ্য ভাগে তার নিজের নেতৃত্বে ও ষ্টুয়ার্ট দ্বিতীয় নায়ক হিসাবে ১,৪০০ জন ইয়োরোপিয়ও ২,৩০০ জন ভারতীয় সেনা, এবং বাম ভাগে মেক্সোয়েলের নেতৃত্বে ৫০০ জন ইয়োরোপিয় ও ১,২০০ জন ভারতীয় ছিল। এভাবে মোট সেনা সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৮০০ জন ইয়োরোপিয় ও ৫,৯০০ জন ভারতীয়।[৮৩] ইংরেজসেনাদের সঙ্গে অশ্বারোহীসেনা ও কামান যায় নি, কারণ, রাত্রিবেলা এবং অঞ্চলটির প্রকৃতিগত অবস্থার দরুণ ওগুলি তেমন কাজে লাগবার আশা ছিল না।[৮৪]

কাজের পরিকল্পনা ছিল এই রকম "ডান ও মধ্যভাগের মুখ্যসেনার পরিচালকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়, শিবির থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করে নদীর ভিতর দিয়ে তাদের অনুসরণ করবেন এবং দ্বীপটিতে অধিষ্টিত হতে চেষ্টা করবেন না লেফটেনেণ্ট মেক্সোয়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয়, উচ্চস্থানগুলি দখল করার পর তিনি যদি দেখেন যে শিবিরে আমাদের আক্রমণ সফল হয়েছে, তবে নদী পার হতে চেষ্টা করবেন।"[৮৫]

চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে ৮-৩০ মিনিট নাগাদ তিনটি সেনাদল অগ্রসর হয়। মেডোজের নেতৃত্বে ডানভাগের সেনা প্রায় ১১-৩০ মিমিটে ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করে ডানদিকে ফিরে ইদগাঁ রক্ষা কেন্দ্রের দিকে ত্বরিত অগ্রসর

হয়। এই রক্ষাকেন্দ্রটি আক্রমণ করা কর্ণওয়ালিসের ইচ্ছা ছিল না, কারণ, এটা অতি শক্তিশালী ব'লে গণ্য হ'ত এবং টিপুর মূল বাহিনী থেকে অনেক দূরে ছিল মনে করা হয়েছিল যে, শত্রুশিবির একবার করায়ত্ত হলে রক্ষাকেন্দ্রটি নিজে নিজেই ইংরেজদের কাছে ধরা দেবে। কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝির দরুণ যা নৈশ অভিযানে প্রায়ই হয়ে থাকে, মেডোজ ইদর্গা রক্ষাকেন্দ্র অভিমুখে যান এবং তা আধিকারে চেষ্টিত হন।[৮৬]

রক্ষাকেন্দ্রটির নায়ক ছিলেন সৈয়দ হামিদ। এই স্থানটিতে ১১টি কামান ছিল, সুরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু সুলতান কোন অপসারণীয় সেতু তৈরি করতে পারেন নি বলে যোগাযোগের জন্য একটা সরু রাস্তা রাখা হয়, রক্ষাকেন্দ্রটি দখলের জন্য একটা ভীষণ সংঘর্ষ হয়। মহীশূরীরা বিপুল সাহস দেখিয়ে প্রথম দিকে ইংরেজদের খুব ক্ষতি করে তাদের বিতাড়িত করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আক্রমণে, যদিও সেনাদলের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল, রক্ষা-কেন্দ্রটি অধিকৃত হয়ে যায়। সৈয়দ হামিদও তার প্রায় ৪০০ জন সেনা রক্ষাকার্যে নিহত হয়। কিন্তু শ্রী ভিজি ও সেনা দলের ৩৬০ জন ইয়োরোপিয় সেপাই তারা রক্ষাকেন্দ্রটির সামনে ঘন-সম্বদ্ধ বেষ্টনীর মাঝে অবস্থান করছিল। ইংরেজরা ৮০ জন সেমা ও ১১ জন অফিসার হারায়।[৮৭] এই বিজয়ের দরুণ বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়।

টিপুর শিবিরের বাঁদিকে তখনো আরো কয়েকটি রক্ষাকেন্দ্র জয় করার ছিল। কিন্তু ইদর্গা রক্ষাকেন্দ্রটি এমন কঠিন প্রতিরোধ করেছিল যে অন্যান্য রক্ষাকেন্দ্র আক্রমণে মেডোজ নিবৃত্ত হন। তদুপরি, তখনি মধ্য ও বাম উভয় ভাগেই গুলি বর্ষণ শেষ হয়। মেডোজ এতে মনে করেছিলেন যে হয় সম্পূর্ণ জয় বা সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে এবং যাই ঘটে থাকুক তার কর্ণওয়ালিসের সাহায্যে যাওয়া উচিৎ। তাই তিনি ফিরে যান। ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনী আবার পার হন। ইদর্গা রক্ষাকেন্দ্র প্রতিরক্ষার ভার একটা শক্তিশালী দলের উপর রেখে যাওয়া হয়। ধানক্ষেত এবং গিরিখাত এড়াবার জন্য তিনি একটা ঘোরানো পথ নেন। কিন্তু এতে তিনি পথ হারিয়ে করিঘট্টা পাহাড়ে এসে পৌছান কিন্তু কর্ণওয়ালিসের দেখা পাননি। সুতরাং মেডোজ সকাল বেলায় ফিরে যাওয়া ঠিক করেন। কিন্তু পথেই দেখেন যে আর অগ্রসর হবার দরকার নেই, কারণ পাহাড়ের পাদদেশে তিনি কর্ণওয়ালিসের দেখা পেয়ে যান।[৮৮]

মধ্যভাগের সেনাদলের ক্রিয়াকলাপ

মধ্যভাগের সেনা[৮৯] তিনটি উপদলে গঠিত ছিল সামনের দলের নেতা ছিলেন নক্স ও মাঝদলের ষ্টুয়ার্ট, পেছনের দল ছিল প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য। সেটা কর্ণওয়ালিসের অধীনে মধ্যভাগের অন্যান্য দলের সাহায্যার্থে ছিল আর

মেডোজ মেক্লোয়েলের সহায়তার অপেক্ষা করতো। মধ্যভাগের অগ্রসর কালে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে সামনের দল টিপুর একটা অশ্বারোহী দলের সম্মুখে আসে। তারা ইংরেজ শিবিরের ক্ষতি করবার জন্য গমনোদ্যত এক ক্ষেপনাস্ত্রধারী দলের রক্ষী হয়ে যাচ্ছিল। অশ্বারোহীরা তৎক্ষণাৎ শিবিরে ফিরে সুলতানকে আসন্ন আক্রমণের খবর দিতে যায়। ক্ষেপনাস্ত্রধারীরা ইংরেজদের গতি ব্যাহত করতে থেকে যায়। তারা কয়েকটা ক্ষেপনাস্ত্র ছাড়ে। কিন্তু শত্রু এগিয়েই আসছিল দেখে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পিছু হঠে আসে। সামনের দল চটপট এগিয়ে আসে কামান ও বন্দুকের ভীষণ বিশৃঙ্খল অগ্নিবর্ষণের মধ্য দিয়ে প্রায় ১১টায় ঘন বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ভুমিতলের দুরাবস্থা, রাত্রির অন্ধকার এবং প্রত্যেক সেনানায়ককে সংহতি রক্ষার চেয়ে গতির দ্রুততার দিকে বেশি নজর দিতে হ'ত বলে অগ্রগামী সেনারা দু'দলে ভাগ হয়ে যায়। যে দল পূর্বে নদীর ধারে পৌঁছায় তাদের নেতা ছিলেন কেপ্টেন মনসন। বিনাবাধায় দুর্গের দেওয়ালের নিচে দিয়েই তারা নদী পার হয়। কেপ্টেন লিণ্ডসে এমন কি পলায়মানদের নিয়ে দুর্গের দরজায় প্রবেশ করতেও চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু ঠিক তার পূর্বেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দলটি তখন বাজারের মধ্য দিয়ে দ্বীপটি আড়াআড়ি ভাবে পার হয় এবং দক্ষিণ ভাগে স্থিতিস্থান গ্রহণ করে।

নদীর কাছে দ্বিতীয় দল আসে নক্সের নেতৃত্বে। এই দলটিও বিনাবাধায় পার হয়ে যায় নক্স তারপর টিপুর প্রাসাদ দৌলতবাগের দিকে অগ্রসর হন সেখান থেকে দু'জন বন্দী ফরাসীর সাহায্যে দ্বীপটির পূর্ব অংশে সাহর গঞ্জম শহরে আসেন। এখানে তিনি সুলতানের অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয়সেনার কাছ থেকেই বিশেষ বাধা পেয়েছিলেন। তিনি যখন দেখেন যে বিপক্ষের বিরুদ্ধে বেশীদিন অটল থাকতে পারবেন না, তখন তার দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি দ্বীপের পূর্বদিকে নদীর তীরস্থ কামানশ্রেণী থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ শুনতে পান এটা ইহাই সূচিত করেছিল যে ইংরেজসেনা শত্রু শিবিরের ডানদিকে প্রবেশ করেছে এবং সম্ভবতঃ দ্বীপে প্রবেশ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং নক্স তখনি তার সেনাদলের বেশী অংশেই কামানশ্রেণী দখল করতে পাঠান। কামানবর্ষীদের পেছনভাগ অরক্ষিত থাকায় তখনি তাদের দখল করা হয়। কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শত্রুরা বিস্মিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর নক্স শহরটি দখল করেন। বিভিন্ন দিক থেকে এরকম আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে মারাঠারা এমনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে সাময়িকভাবে তারা শহরটি পুনঃ প্রাপ্তির কোন চেষ্টাই করেনি।

শীঘ্রই মনসন ও নক্সের পেছনে কেপ্টেন হান্টারের নেতৃত্বে একটি সেনাদল এসে পড়ে। দৌলতবাগে তারা অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিজের অবস্থা জটিল দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে শত্রু তার খোঁজ পেয়েছে ও তাকে

স্থানভ্রষ্ট করবার আয়োজন করা হচ্ছে। এবং এটাও বুঝেছিলেন যে, সকাল হলে পর ওখানে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। হয়ত দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত তোপের মুখে পড়ে যেতে পারেন। তিনি কর্ণওয়ালিসকে নিজের অবস্থার কথা জানাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। তিনি জানতেন না যে তাকে সাহায্য করার মত অন্য ইংরেজসেনাও দ্বীপে এসে পড়েছে। তাই দ্বীপ ত্যাগ করাই তিনি স্থির করেন। তিনি নদীটি আবার পার হতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু কামান ও বন্দুক উভয়ের গোলাবৃষ্টিতে তাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। এরপর তিনি একটা সঙ্কটের সময় কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে মিলিত হন—যখন কর্ণওয়ালিস একটা অধিকতর শক্তিশালী মহীশূরী সেনাদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

মধ্যভাগের উপদল ছিল কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের অধীনে। তিনি সুলতানের রক্ষা কেন্দ্রের আক্রমণে রওনা হন, কিন্তু সেটা পরিত্যক্ত দেখে প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে কিছু সেনা রেখে যান। অতঃপর তিনি ঘন সম্বদ্ধ বেষ্টনীর পূর্ব সীমায় উপস্থিত হয়ে মেক্সোয়েলের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হন। তারা সবে মাত্র টিপুর সেনার ডান ভাগটাকে পরাজিত করেছিল। ষ্টুয়ার্ট ও মেক্সোয়েল তারপর দ্বীপে উপনীত হন।

মধ্যভাগ উপদলের পেছন দিকটার শেষ অংশ কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে ছিল। তিনি সুলতানের রক্ষাকেন্দ্রের পেছনে মেডোজের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রভাত হবার প্রায় ২ ঘণ্টা পূর্বে টিপুর মধ্য ও বাম ভাগের মস্ত একদল মহীশূরী সেনা রাত্রির বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে অগ্রসর হয় এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে পেছন দিকের সেনাদের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই তিনি দৌলতবাগ থেকে প্রত্যাবর্তনকারি কেপ্টেন হাণ্টারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সুসংবদ্ধ-ভাবে ও শৌর্যের সহিত যুদ্ধ আরাম্ভ করেও মহীশূরীদের কিন্তু ব্যাহত হতে হয়। অতঃপর কর্ণওয়ালিস দুর্গের গোলা বারুদ ও দিবা ভাগে মহীশূরীদের দ্বারা বেষ্টিত হওয়া এড়াবার জন্য করিঘাট্টা পাহাড়ের দিকে চলে যান। পাহাড়ের পাদদেশে পৌছবার সময় মোডেজের সঙ্গে তার মিলন ঘটে। তিনি কর্ণওয়ালিসের সাহায্যের জন্যই আসছিলেন।

বামভাগের সেনাদলের ক্রিয়াকলাপ

মেক্সোয়েলের নেতৃত্বে বাম ভাগের সেনাদল করিঘাট্টা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়। এটা একটা অগভীর জলাশয় ক্ষেত্র ও দ্বীপের পূর্বভাগ রক্ষা ক'রে সুলতান সেনার ডান দিকটা বাঁচিয়ে রাখতো। সেইজন্য টিপুর পক্ষে এই স্থানটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেক্সোয়েল প্রায় ১২টার পাহাড়ের ওপর ওঠেন এবং ঠিক সেই সময়েই মধ্যভাগের দলের উপর ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল। তিনি জোর আক্রমণ চালিয়ে

রক্ষাকেন্দ্রটি দখল করে নেন। শত্রুসেনা হকচকিয়ে গিয়ে সামান্যই বাধা দিতে পেরেছিল। এরপর, করিঘাট্টা পেগোডাও দখল করা হয়। এর রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ছিল, কারণ এর দেওয়ালগুলি টিপু ইদানিং ভেঙ্গে ফেলে ছিলেন। তিনি করিঘাট্টা রক্ষা-ব্যবস্থার উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে দ্বীপের কামানশ্রেণী পেগোডা পাহাড়ে শত্রুর অবস্থান চেষ্টাকে বিপজ্জনক করে তুলতে পারে।

করিঘাট্টা পেগোডা থেকে মেক্সোয়েল শত্রু শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। তিনি লোকপাবনীনদী পার হন। এই নদীটি বহুলাংশে শত্রুর ডানপাশ ও বেষ্টনীটি রক্ষা করে থাকতো। কিন্তু টিপুর শিবিরের ডানদিকে প্রবেশ করার সময় তার সেনাদল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তা টিপুর ডানপাশ থেকে গোলা-বর্ষণের মুখেই শুধু ছিল না, পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে প্রবাহিত একটা খাল পারের পেছনে অবস্থিত সুলতানের কিছু সেনার গুলির মুখেও পড়েছিল। তা সত্ত্বেও মেক্সোয়েল টিপুরসেনার ডানভাগ ভেদ করে এসে ষ্টুয়ার্টের সঙ্গ মিলিত হন। ষ্টুয়ার্ট তখন সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কাবেরীনদী পার হয়ে দ্বীপে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু নদীটির গভীরতা শিলাকীর্ণ তলদেশ এবং সেনা ও গোলন্দাজবাহিনী থেকে দারুণ গোলাবর্ষণে নদী পার হওয়া বিপজ্জনক মনে হয়। যেখানে নদীটি হেঁটে পার হওয়া যায় না সেখানে প্রথম চেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হয়। এরপর হেঁটে পার হবার মত একটা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা চলে। অবশেষে কর্ণেল বেয়ার্ড এমন একটি রাস্তা পেলেন যাতে করে দ্বীপে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখেন যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, নদী পার হবার সময় তার সেনাদের গোলাবারুদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার ভাগ্যগুণে ঠিক ঐ সময়েই কর্ণেল নক্স প্রেরিত সেনাদল কামানশ্রেণী পরাভূত করে দেয়। ফলে শুধু বেয়ার্ডই নিরাপদ হননি, ষ্টুয়ার্ট ও মেক্সোয়েলও নদী পার হয়ে দ্বীপে পৌঁছতে পেবে ছিলেন। পার হবাব সময় অবশ্য অনেকে ডুবে মারা যায়। ষ্টুয়ার্ট তখন নক্সেব সঙ্গে শহবের মধ্যে মিলিত হন এবং উচ্চতর নায়ক হিসাবে দ্বীপের সমস্ত সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

সুতরাং মোটামুটি ইংরেজদের রাত্রির অভিযানটি সফল হয়েছিল। তারা দ্বীপের পূর্বদিকে চেপে বসেন এবং নদীর উত্তরে তারা ইদগাঁও সুলতান রক্ষাকেন্দ্র গুলি এবং করিঘাট্টা পাহাড় আয়ত্ত করে নেয়। কর্ণওয়ালিসের অধীন মধ্যভাগ দল ও বামদিকের মেক্সোয়েল সেনা তাদের করণীয় কাজ সমাধা করেছিল। এবং যদিও মেডোজ তার নির্দিষ্ট কাজে সফল হননি, তবে ইদগাঁ দখল করে অন্ততঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে পেবেছিলেন।

ইংরেজদের সফলতার কারণ হ'ল তাদের নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায় ও ক্ষিপ্র গতি। মহীশূরীরা এতে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। পরশুরাম ভাউ

ও জেনারেল এবারক্রম্বির উপস্থিতির পূর্বে টিপু সুলতান কোন আক্রমণের ভয় করেন নি। তিনি ইতিমধ্যে করিঘাট্টা পাহাড় ও ইদগাঁ রক্ষাকেন্দ্রের কাজ সমাধা ও শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করবার আশা করেছিলেন। তিনি সুলতান-রক্ষাকেন্দ্রের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, তার শিবিরও তারই নিকটে ছিল। তিনি সবেমাত্র রাত্রির খাওয়া সেরেছেন, এমন সময় শিবির আক্রান্ত হবার খবর পান। তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বারোহণ করেন এবং প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত হ'তে সেনাদের আদেশ দেন। কিন্তু তারা তৈরী হবার পূর্বেই পালিয়ে আসা দলে দলে লোক তাকে জানায় যে শত্রুরা তার কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েছে এবং একদল সেনা প্রধান অগভীর জলক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে তার প্রত্যাগমনের পথ বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছিল এবং বর্তমানে কাবেরীর উত্তরে কোন প্রতিরক্ষা গড়ে তুলবার সময়ও ছিল না। তাই তিনি দুর্গে চলে যাবার সঙ্কল্প করেন কিন্তু দুর্গটিও বিপন্ন হয়েছে বলেই তার মনে হয়। তিনি দ্রুত রওনা হন এবং ইংরেজ সেনাদলের অগ্রভাগ সেখান পৌঁছবার পূর্বেই অগভীর জলক্ষেত্রটি উত্তীর্ণ হন। দুর্গে প্রবেশ করে তিনি দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোনে স্থিত হন। এখান থেকে তিনি সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ দেখতে পেতেন এবং তার সেনাধ্যক্ষদের উপর আদেশ জারী করতে পারতেন।

প্রভাত হলে পর টিপু দেখেন যে তার অবস্থা নৈরাশ্যজনক নয়, এখনও উদ্ধারের আশা আছে। এখনো তার বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি রক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, দ্বীপে কয়েকটি ঘাঁটিও আছে এবং সর্বোপরি দুর্গ তার দখলে। একথা সত্যি যে তার সেনাদল হকচকিয়ে গিয়ে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তারা প্রভূত সাহসের সঙ্গে লড়েছে এবং ইতিমধ্যে রাত্রির বিভীষিকা কাটিয়ে পুনরায় প্রতিরক্ষার্থে প্রস্তুত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে বিভ্রান্তি বশতঃ দুর্গের কামানগুলি নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছিল—পাছে মহীশূরীরাই কামানের মুখে না পড়ে যায়। কিন্তু দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কামান গর্জন শুরু হয় ইংরেজদের স্থানচ্যুত করবার জন্য মহীশূরীরা একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়ায়।

প্রথম আঘাত হানা হয় ষ্টুয়ার্টের উপর। তার স্থিতিস্থান ছিল শহর গঞ্জাম "পেট্টার" মুখোমুখি লালবাগের সামনে। এর দুদিকেই নদী ছিল। প্রভাত হবার অল্পক্ষণ পরেই পুরানো ঘরবাড়ি ও দেওয়ালের আড়াল দিয়ে টিপুর পদাতিক সেনারা অগ্রসর হয়ে ইংরেজদের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। ইংরেজরা মাত্র নিস্তেজ ভাবে প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছিল, কারণ রাত্রিতে তাদের গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষিত বা নদী পার হবার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস কারিঘাট্টা পাহাড়ে ঘাঁটি করেছিলেন সেখান থেকে যুদ্ধের সমস্ত গতিবিধি দেখতে পেতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ষ্টুয়ার্টের সাহায্যার্থে-সেনাদল পাঠান। বাড়তি সেনা এসে পড়ায় মহীশূরীরা প্রত্যাবর্তন করে।

ইংরেজদের উপর পরবর্তী আক্রমণ হয় সুলতান—রক্ষাকেন্দ্র পুনরুদ্ধারের

উদ্দেশ্যে। টিপু এটা উদ্ধারের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ বিনাবাধায় এটা হারাতে হয়েছিল দ্বীপটিও কাবেরীর উত্তর দিকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এর দ্বারাই হ'ত। প্রথমতঃ মহীশূরীরা রক্ষাকেন্দ্রটি ঘিরে ফেলে এবং তার উপর অবিরাম গোলা বর্ষণ করতে থাকে। এর সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ দুর্গও দ্বীপের দিকে থাকায় ইংরেজরা তা বন্ধ করবার চেষ্টা করে, দুর্গ থেকে বোমাবর্ষণে ঐ প্রতিবন্ধক ছিন্ন করা হয়। ১০টায় মহীশূরীরা হঠাৎ প্রবল আক্রমণ করে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। অপরাহ্ণ ১টায় প্রায় ৩০০ জন অশ্বারোহী দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে। তারা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রবেশ পথের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু রক্ষাকেন্দ্রের গোলাবর্ষণে তাদের অনেকেই নিহত হয়, অবশিষ্টরা প্রত্যাবর্তন করে। প্রায় ১ ঘণ্টা পর শ্রী ভিজির নেতৃত্বে ইয়োরোপিয়রা তৃতীয় দফায় আক্রমণ চালায়। অপ্রত্যাশিতভাবে এই আক্রমণটি তিনটি আক্রমণের মধ্যে প্রচণ্ডতা সবচেয়ে কম ছিল। কারণ, একটু এগিয়েই সামান্য ক'টি সেনা হারিয়েই ইয়োরোপিয়রা বেসামাল ভাবে পশ্চাৎপদ হয়েছিল। রক্ষাকেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের এটিই ছিল সুলতানের শেষ চেষ্টা। অপরাহ্ণে প্রায় ৪টার সময় তার সেনারা স্থানত্যাগ করে দ্বীপের মধ্যে ফিরে আসে।

প্রায় ১ ঘণ্টা পর দ্বীপ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করবার কাজে সুলতান আত্মনিয়োগ করেন। পদাতিকদের দুটি শাখা "পেট্ট"তে প্রবেশ ক'রে এবং ঝাঁড়ির মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের মূল স্থিতিস্থান আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা বিতাড়িত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়।

এইসব সংঘর্ষের সময় মহীশূরীরা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল এবং কয়েকবার ইংরেজদের হটিয়েও দেয়।[২০] কিন্তু সুলতান রক্ষাকেন্দ্র ও দ্বীপ থেকে তাদের তাড়াতে সফল হয়নি। সুতরাং টিপু সুলতান ও ইদর্গা রক্ষাকেন্দ্র দুটির মধ্যবর্তী রক্ষাকেন্দ্র গুলি থেকে সেনাপসারণের আদেশ দেন। অতএব রাত্রিভাগে মহীশূরীরা কাবেরীর উত্তরদিকের সব ঘাঁটি পরিত্যাগ করে।

এ পর্যন্ত ইংরেজদের ক্ষতির সংখ্যা ছিল হতাহত ১,৫০০ জনের উপর ও মহীশূরীদের ২,০০০ জনের বেশী।[২১] রক্ষাকেন্দ্রগুলির জন্য ও দ্বীপে সংঘর্ষের সময় টিপুর চাকুরীতে নিযুক্ত ৫৭ জন ইয়োরোপিয় তাদের মনিবের চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয় দেখে ইংরেজদের দলে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে ছিলেন টিপুর মুখ্য ইনজিনিয়র বৃদ্ধ শ্রীরভাৎ এবং তার ফরাসী দো-ভাষী শ্রীল্যফল্যু। উভয়েই বহুকাল তার এবং তার পিতার চাকুরীতে ছিলেন। পর্তুগীজ জোসেফ পেদ্রো টিপুর চাকুরীতে কেপ্টেন পদে ছিলেন। পেদ্রো প্রমুখ এরকম ৩০ জন ইয়োরোপিয়কে তৎক্ষণাৎ মারাঠারা তাদের চাকুরীতে নিযুক্ত করে।[২২] এরকম দলত্যাগ ছাড়াও বহু কুর্গীরা পলায়ন করতে সমর্থ হয়। ১৭৮৫ সালে তাদের বিদ্রোহ দমন করার পর সুলতান এদের কুর্গ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।[২৩]

কাবেরীর উত্তর থেকে মহীশূরীদের চলে আসার পর সমস্ত পশুখাদ্য এখন ইংরেজদের আয়ত্তে আসে "পেট্টা"তেও ইংরেজরা বহুপরিমাণ খাদ্যশস্য তাদের সেনা ও অশ্বের জন্য পায়। এ ছাড়া "পেট্টা"তে ভাল ভাল ঘর বাড়ি ও চারদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। এগুলি ইংরেজসেনাদের সুরক্ষা করতো। টিপুর সুদৃশ্য বাগিচা লালবাগকে অবরোধের মালপত্র যোগাতে ধ্বংস করা হয়, আর তার পার্শ্ববর্তী জাঁকালো প্রাসাদ রূপান্তরিত হয় হাসপাতালে। এইভাবে, দ্বীপে, ও কাবেরীর উত্তরে—উভয় দিকেই ইংরেজসেনার অবস্থান স্থল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি কর্ণওয়ালিস স্থিতিস্থানের অদলবদল করে অবরোধের শেষ সংগঠন কাজ সমাধা করেন।

এদিকে যখন অবরোধের প্রস্তুতি চলছিল, তখন টিপুর অশ্বারোহীদের একদল ১১ তারিখ প্রভাত হবার পরই ইংরেজদের গোলাবারুদখানার উপর একটা দুঃসাহসী আক্রমণ করে। তারা আরিকিয়ারের নিকটে কাবেরী পার হয়ে ইংরেজ শিবিরে পৌঁছবার জন্য করিঘাট্টা পেগোডার উত্তর-পূর্ব সীমার চারদিক ঘুরে নেয়। মিত্র-সেনার একটা অংশ বিশেষ মনে করে ইংরেজ প্রহরীরা তাদের চলে যেতে দেয়। অবশ্য শীঘ্রই ধরা পড়ে যায় যে তারা মহীশূরী সিপাহীর একটা দল তাদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বলতে গেলে তারা প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েই পাহাড় পথে চলে যায়। সন্দেহ করা হয়েছিল যে, তারা লর্ড কর্ণওয়ালিসের জীবন-নাশের মতলবে ছিল। তাই তাকে তার শিবিরে ইয়োরোপিয় রক্ষীদল রাখতে রাজি করানো হয়েছিল।[৯৪]

এ পর্যন্ত যা কিছু যুদ্ধ তা কাবেরীর উত্তরে ও দ্বীপভাগে হয়েছিল। এই রকমই ঠিক ছিল যে এবারক্রম্বিও ও পরশুরাম ভাউ শ্রীরঙ্গপটমের দক্ষিণে যুদ্ধ চালাবেন শীঘ্রই তাদের উপস্থিতিও প্রত্যাশা করা যাচ্ছিল। এবারক্রম্বি ৫ই ডিসেম্বর কেন্নান্নুর থেকে রওনা হয়ে বহু পরিশ্রমে ঘাট-পর্বতমালা আরোহণ করেন এবং কুর্গদেশে প্রবিষ্ট হন। তিনি ১০ই ডিসেম্বর পেরিয়াপটম পেরিয়ে ১১ই ডিসেম্বর ইয়েদাটোরে কাবেরীনদী উত্তীর্ণ হন। গুপ্তচরদের থেকে এবারক্রম্বির গতিবিধি জানতে পেরে টিপু ফতে হাইদরের নেতৃত্বে তার কিছু অশ্বারোহী সেনা তাকে রোধ করতে পাঠান। ফলে ১৩ তারিখ এবারক্রম্বি মহীশূরীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তারা তার মালপত্রের মস্ত এক অংশ দখল করে এবং সারাদিন তার সেনাদের উত্ত্যক্ত ক'রে রাখে।[৯৫] ১৪ই ডিসেম্বর সকালে মহীশূরীরা কর্ণওয়ালিস কর্তৃক কর্ণেল ফ্লয়েডের নেতৃত্বে প্রেরিত এক সেনাদলের একটি শাখাকে আক্রমণ করে। তারা বম্বে থেকে প্রেরিত শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণেচ্ছু সেনাদলের রক্ষার্থে যাচ্ছিল। মহীশূরীরা তাদের পশ্চাদ্গমনে বাধ্য করে।[৯৬] কিন্তু ভাগ্যক্রমে কর্ণেল ফ্লয়েড তাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি এবারক্রম্বিকেও রক্ষা করেন। সেদিনই কন্নামবাড়িতে এবারক্রম্বির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। একসঙ্গে রওনা হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর তারা মূল সেনাদলের সঙ্গে

যোগসাধন করেন। এবারক্রম্বি তার সঙ্গে ২,০০০ জন ইয়োরোপিয় ও ৪,০০০ জন ভারতীয় সেনা এনেছিলেন।[২৭] এই কারণে অবরোধ আরো সুদৃঢ়ভাবে চলতে থাকে। এবার কর্ণওয়ালিস দক্ষিণ দিক থেকেও দুর্গটি চেপে রাখতে পারেন।

দ্বীপের পশ্চিমভাগে অবস্থিত শ্রীরঙ্গপটম দুর্গ ত্রিকোণাকৃতি ছিল। এর দু'দিক কাবেরীনদীতে রক্ষিত, কিন্তু দ্বীপ অভিমুখের তৃতীয় দিকটিতে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত কোন প্রকৃতিগত বাধা ছিলনা। সুতরাং প্রথম সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে দ্বীপের দিক থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে মূল আক্রমণ চালিত হবে। কিন্তু এদিকটা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত ছিল বলে দুর্গের উত্তর দিকটা নদী বরাবর মুখ্যভাবে আক্রমণ করার সঙ্কল্প হয়, কারণ এদিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বীপের দিকের ব্যবস্থা থেকে দুর্বল ছিল। প্রধান ইনজিনিয়র কর্ণেল রস এবং শ্রীরভ্যাৎ ও অন্যান্য দলত্যাগী ইয়োরোপিয়দের পরামর্শ মত এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর পাশের দেওয়ালগুলি অন্যগুলি থেকে কম পুরু ছিল, এবং তাদের কোন বহিঃরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। পাশের রক্ষা ব্যবস্থাও খুব কম ও মামুলি ধরণের ছিল। পরিখা ছিল শুষ্ক, চওড়ায় ও গভীরতায় নিম্নতর। নদীর দিকের ঢালু পাথরের বাঁধ তৈরি অসমাপ্ত ছিল। এ ছাড়া, ভূমিতলের প্রকৃতিগত সুবিধাও এদিকটা আক্রমণের অনুকূলে ছিল। মেকেঞ্জি যেমন বলেছেন "ভূ-ভাগের ক্রমিক উচ্চতা থেকে, শুধু মধ্যের অট্টালিকা নয়, দুর্গ প্রাচীরগুলির মূলদেশও আক্রমণের পক্ষে অনাবৃত ছিল।" সত্যবটে, উত্তর থেকে আক্রমণের পক্ষে নদীটি একটা বাধা ছিল কিন্তু নদী গভীর বা অনতিক্রম্য ছিল না। পরন্তু দুর্গ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আক্রমণের পক্ষে এটা একটা বাধা ছিল।[২৮]

১৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পরই মেজর ডালরিমপ্‌ল এক ক্ষুদ্র সেনাদল সহ কাবেরীর দক্ষিণ শাখা পার হয়ে দু প্রহর রাত্রির পূর্বে অদেখা অবস্থায় মহীশূরীদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। মূল সেনাদল শিবিরের প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থান করে, এবং কেপ্টেন রবার্টসনের নেতৃত্বে একটা দল আক্রমণে অগ্রসর হয়। তারা গা ঢাকা দিয়ে শিবিরে প্রবেশ করে এবং কিছু অশ্বারোহী সেনা ও অশ্ব হত্যা করে কিন্তু শোরগোল পড়ে গেলে তারা ফিরে আসে। এই নৈশ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুর্গের উত্তর দিক থেকে মহীশূরীদের মনোযোগ বিকর্ষণ করা। ইংরেজরা চেয়েছিল দুর্গ থেকে ৮০০ গজ দূরে অবস্থিত একটা নালাকে রাতারাতি একটা পরিখায় আক্রমণার্থে রূপান্তরিত করতে। সকালবেলা টিপু যখন দেখলেন যে ইংরেজরা রাত্রিবেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকার্যে ব্রতী ছিল, তখন তিনি সেখানে কঠোরভাবে বোমাবর্ষণের আদেশ দিলেন। তিনি পরিখায় কর্মরত ইংরেজদের হয়রানি করবার জন্য কয়েক দল পদাতিক সেনা নদীর অপর পারে পাঠালেন। শত্রু শিবিরে জল সরবরাহকারী জলনালীটিও তিনি কাবেরী অভিমুখী করবার চেষ্টা করেন। এরূপে তিনি ইংরেজদের জল সরবরাহ থেকেই

শুধু বঞ্চিত করতে চাননি, বরং নদীতে অতিরিক্ত জল-প্রবাহ বৃদ্ধি করে দুর্গে-প্রবেশ জটিলতর করার ইচ্ছাও তার ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ, বাঁধটি ছিল অতি বৃহদায়তন। তার সেনারা শীঘ্রই জলনালীর পাশ থেকে বিতাড়িত হয়।

এবারক্রম্বি ১৯শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিক থেকে দুর্গটি অবরোধ করার জন্য নদী পার হয়ে পার্শ্ববর্তী একটা উচ্চ স্থানে অবস্থান করেন। টিপু ঐ স্থানটিতে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখে ইংরেজদের অধিকৃত সেখানকার একটি গ্রাম পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু অসফল হন এবং রাত্রি হলে দুর্গে ফিরে আসেন। য রক্ষাকেন্দ্রটি দুর্গস্থ কামানের পাল্লার মধ্যে ছিল, তা-ও তার সেনারা পরিত্যাগ করে। ইংরেজরা তখন সেটি দখল করে নেন। কিন্তু পরদিন সকালেই তারা সেটা ছেড়েও আসে, কারণ তা দুর্গস্থ কামানের আয়ত্তে ছিল। কিন্তু দুর্গের ও-পাশটায় আগাগোড়া গোলাবর্ষণের জন্য রক্ষাকেন্দ্রটি দখল করা প্রয়োজন মনে হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে সেটি পুনরায় দখল করা হয়—তেমন কোন বাধা পাওয়া যায়নি, কারণ একবার পরিত্যাগ ক'রে মহীশূরীরা সেখানে রক্ষী স্থাপনে যত্ন নেয়নি। পরদিন সকালে ইংরেজরা রক্ষাকেন্দ্র ও দুর্গের মধ্যভাগে স্থিত সান্দ্রীঘাঁটিটিও দখল করে। ভীষণ সংঘর্ষের পর অবশ্য এই জয়লাভ হয়। প্রথমে মহীশূরীরা ওখান থেকে ইংরেজ সেনাদের তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু একটু পরে তারা স্থানচ্যুত ও তাড়িত হয়। মহীশূরীরা আবার ক্ষিপ্রগতিতে এবং সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হলে ইংরেজরা আবার পশ্চাদ্‌পদ হয়। কিন্তু সেনা ও গোলাবারুদ নতুন করে আসবার পর ইংরেজরা সর্বশেষে শত্রুকে তাড়াতে পারেও ঐ স্থানে পাকাপাকিভাবে বসে যায়। এই সংঘর্ষ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলে। এই সংঘর্ষে ইংরেজদের ১০৪ জন আহত ও নিহত হয়। মহীশূরীদের ক্ষতির পরিমাণ জানা নেই।[৯৯]

দুর্গ বরাবর দ্বিতীয় পরিখাটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং দুর্গ প্রাচীর বিদীর্ণ করার মত অনুকূল স্থানে কামানশ্রেণী সাজানো হয়েছে এমন সময়, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয়, যুদ্ধের বিরতি হয়েছে ও শান্তির প্রারম্ভিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টীকা

১। ডিরম, পৃঃ ২৯।
২। ঐঃ, পৃঃ ৩১ ও পরে।
৩। ডিরম, পৃঃ ৩৪-৩৫, কিরমানি, পৃঃ ৩৬২।
৪। ডিরম, পৃঃ ৩৬।
৫। মিল, (v), পৃঃ ২৩৮।
৬। ডিরম, পৃঃ ৪৩; মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১৫১।

৭। ডিরম, পৃঃ ৪৩-৪৬।

৮। হামিদ খাঁ, ফঃ ৮৮বি-৮৯এ ; কিরমানি, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০।

৯। ডিরম, পৃঃ ৪৯।

১০। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১২৬, বলেন যে কোয়েম্বাটোর আক্রমণ করেন সাদাবাদ আলী খাঁ। কিন্তু উইলক্‌স ও ডিরমের মতে কোয়েম্বাটোর আক্রমণে পাঠানো হয় বাকর সাহেব কে। পার্সি বিবরণীতে কোথাও আমি টিপুর চাকুরীতে সাদাবাদ আলী খাঁ বলে কেহ ছিলেন বলে পাইনি।

১১। ডিরম, পৃঃ ৫১ ; উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ৫০২।

১২। মেকেঞ্জি, (ii) পৃঃ ১২৬-১৩৩।

১৩। ডিরম, পৃঃ ৫১ ; পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩৭০।

১৪। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১৩৬-১৩৭। মহীশূরীদের দ্বারা শহরটি অধিকৃত হবার কথা উইলক্‌স ও ডিরম উল্লেখ করেন না। কমর-উদ্-দিন খাঁর অধীনে সৈন্য সংখ্যার পরিমাণ সম্বন্ধে উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ৫০৭, বলেন যে তার স্থায়ী পদাতিক ছিল ৮,০০০ জন, ৫০০জন অশ্বারোহী, ১৪টি কামান। কিন্তু মিল, (v), পৃঃ ২০৭, এই হিসাব কে "অতিশয়োক্তি" মনে করেন। মেকেঞ্জির মতে কমর-উদ্-দিনের ছিল ৬,০০০জন পদাতিক, ৫০০টি নড়বড়ে ঘোড়, ১৪টি কামান ও কিছু অস্থায়ী সেনা।

১৫। ডিরম পৃঃ ৬২-৬৪ · মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১৩৭-১৩৮ ইংরেজের ক্ষতিঃ ৭৮ জন হতাহত। মহীশূরীদের ক্ষতি জানা নেই।

১৬। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯২, কঃ নং ৪, কর্ণওয়ালিস টিপুকে।

১৭। নেঃ আঃ, অঃ রেঃ, ৮৯, কমর-উদ্-দিন খাঁ চামারসকে। তারিখ নেই। কমর-উদ্-দিন খাঁর একটা মোহর আছে। আত্মসমর্পণের শর্ত পূর্ব লিখিত মত, কেবল এই বাদে যে গড়-সেনার মুক্তি সুলতানের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

১৮। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৯ই মার্চ, ১৭৯২, কঃ নং ৮, কর্ণওয়ালিস টিপুকে ; মাঃ রেঃ, মিঃ সান্ড্রি বুক, খণ্ড ১১৬, পৃঃ ৩।

১৯। ঐঃ।

২০। পূর্বের পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্যঃ।

২১। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

২২। উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ৫০২।

২৩। মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১৭৪-১৭৫।

২৪। ঐঃ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫ ; ডিরম, পৃঃ ৫৭-৫৯।

২৫। মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১৬২ ; ডিরম, পৃঃ ৬৬-৬৭, ৬৯।

২৬। ঐঃ, পৃঃ ৬৭-৭১, মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১৬২-১৬৮।

২৭। ঐঃ, পৃঃ ১৬৯-১৭১ ; ডিরম, পৃঃ ৭৪-৭৫, হামিদ খাঁ, ফঃ ৯০ বি।

২৮। মেকেঞ্জি (ii), পৃঃ ১৬৮।

২৯। ডিরম, পৃঃ ১১৬।

৩০। উইলসন, (ii), পৃঃ ২২১।

৩১। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩৮৭।

৩২। "তারিখ-ই-টিপু," ফঃ ১০৪ এ।

৩৩। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬৪ ; উইলক্‌স, পৃঃ ৫১৪ ; পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩৮৯।

৩৪। ঐঃ, নং ৩৮৮।

৩৫। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬৫।

৩৬। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬৫, ভুল করে ফতে হাইদরকে হায়দর সাহেব বলেন।

৩৭। উইলক্‌স (ii), পৃঃ ৫১৫।

৩৮। "হাকিকত" পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪। মীর আলম বলেন যে ফরিদ-উদ্-দিন অল্প সেনা নিয়ে যাত্রা করেন। উইলক্‌সের বিবৃতি, (ii), পৃঃ ৫১৫, যে তিনি ২০ জন অশ্বারোহী সহ যান, হাস্যকর। ডিরম, পৃঃ ৮৪, বলেন তার ২০০ জন অশ্বারোহী ছিল। মেকেঞ্জির বিবৃতি, (ii), পৃঃ ৬৫, যে ফরিদ-উদ্-দিন তার ৯০০ জন অশ্বারোহী নিয়ে যান, তা সত্য বলে মনে হয়।

৩৯। "হাকিকত." পৃঃ ৩৮৪ ; মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬৫-৬৬। উইলক্‌স প্রদত্ত এ ঘটনার বিবরণীর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই।

৪০। ডিরম, পৃঃ ৮৫।

৪১। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৬৬-৬৭ ; উইলসন, (ii), পৃঃ ২২২।

৪২। পূর্বের পৃঃ ২১৯ দ্রষ্টব্য।

৪৩। খারে, (ix), নং ৩৩৬৬।

৪৪। নিজাগল ও দেবরায় দুর্গ মহীশূরের ড়ুমকুর জেলায়।

৪৫। মুর, পৃঃ ১০০-১০৩ ; ডাফ, (ii), পৃঃ ২০৫। ডাফ বলেন যে দেবরায় দুর্গের অধ্যক্ষ দুর্গটি অর্পণের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু মারাঠারা অগ্রসর হলে তাদের উপর অগ্নিবর্ষণ হয়। কিন্তু ইহা মুর দ্বারা সমর্থিত নয়।

৪৬। মুর, পৃঃ ১০৪-১০৫।

৪৭। ঐঃ, পৃঃ ১২৭-১২৮।

৪৮। ঐঃ, পৃঃ ১২৮-১২৯।

৪৯। ঐঃ, পৃঃ ১৩৫, ১৪১।

৫০। খারে, (ix), পৃঃ ৪৪৯২।

৫১। মুর, পৃঃ ১৪১।

৫২। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৪০৬।

৫৩। ঐঃ, নং ৪০৯।

৫৪। ঐঃ, নং ৪০০ ; মুর, পৃঃ ১৪৩-১৪৫, কিন্তু মুর পৃঃ ১৪৬ ভুল করে বলেন যে হোলে হন্নুরে ৫০০ জন গড়-সেনা ছিল।

৫৫। একে ভদ্রাবতী বলা হয়, এটি মহীশূরের শিমোগা জেলায়।

৫৬। মুর, পৃঃ ১৫০ ; মেকেঞ্জি, (ii) পৃঃ ১৭৮।

৫৭। পূর্বের পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য ; এবং মুর, পৃঃ ৮৮, ১৩২, ১৫২, মুর গণপত রাও মাহেনডেলকে বলেন বান্না বাপ্পু মেগুলা।

৫৮। ডিরম, পৃঃ ১০২। রেজাসাহেবের ৩,০০০ জন সৈন্য ছিল বলে মেকেঞ্জির হিসাব কমের দিকে ((ii), পৃঃ ১৭৮), অন্য দিকে, শিবির থেকে প্রেরিত খবরের উপর ভিত্তি করে মেলেট সংখ্যাটা বলেন ১০,০০০ (পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৪০৭)। কিন্তু এটাও অতিশয়োক্তি।

৫৯। মুর, পৃঃ ১৫৪, ১৫৮ ; মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১৭৮।

৬০। ডিরম, পৃঃ ১০২-১০৩ ; মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ১৭৮।

৬১। খারে, (ix), নং ৩৪১১ ; মুর, পৃঃ ১৫৪-১৫৭ · ডিরম, পৃঃ ১০৩-১০৪।

৬২। ডিরম, পৃঃ ১০৪ ১০৫ ; মুর, ১৫৭।

৬৩। খারে (ix), নং ৩৪১১ ; ডাফ, (ii), পৃঃ ২০১ ; মুর, পৃঃ ১৫৭। ইংরেজদের হিসাবে

কোম্পানীর সেনাদলে হতাহত প্রায় ৬০ জন, কিন্তু এ হিসাব কমের দিকে। মারাঠা বিবরণী মতে ইংরেজ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬৪। মুর, পৃঃ ১৮৯-১৯০।

৬৫। ডাফ, (II) পৃঃ ২১০, মুর, পৃঃ ১৯০।

৬৬। মুর পৃ. ১৬০-১৬১ ১৮৭।

৬৭। ডাফ, (II), পৃঃ ২১০।

৬৮। মুর, পৃঃ ১৬৯-১৭৩।

৬৯। পুঃ রেঃ কঃ, (III), নং ৪৩৯; খারে, (IX), নং ৩৪১০, ৩৪১৩।

৭০। মুর, পৃঃ ১৭০।

৭১। খারে, (IX) পৃঃ ৪৯৪

৭২। উইলক্স, (II), পৃঃ ৭০৯।

৭৩। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ১৮৮; ডিরম পৃঃ ১৩০-১৩২।

৭৪। এটিকে "ফ্রেঞ্চ" বলা হয়, হায়দর ও টিপুর ফরাসী অফিসররা ওখানে থাকতো।

৭৫। ডিরম, পৃঃ ১২৮।

৭৬। উইলসন, (II), পৃঃ ২২৪।

৭৭। ঐঃ, পৃঃ ২২৫; মেকেঞ্জি (II), পৃঃ ১৮৫।

৭৮। ডিরম, পৃ. ১৩০-১৩১; মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ১৮৫।

৭৯। ফরেস্ট, "সিলেকসনস, কর্ণওয়ালিস," (I) পৃঃ ৯৩০, কর্ণওয়ালিস কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের, ৪ঠা মার্চ ১৭৯২, নে. আঃ পঃ প্রঃ, ২রা মার্চ, ১৭৯২, কর্ণওয়ালিস চার্লস ওকলেকে. কঃ নং ২।

৮০। উইলক্স, (II) পৃঃ ৫২৭।

৮১। হামিদ খাঁ, ফঃ ৯৫বি-৯৬এ। ইংরেজসেনার যাত্রা ও গোলাবর্ষণ শুরু হলে পর হরিপাণ্ট ও মুশীর-উল্-মুলককে পাঠাবার জন্য কর্ণওয়ালিস দু'টি সীল করা চিঠি রেখে যান। আরো দ্রষ্টব্যঃ খারে, (IX), নং ৩৪১৪, হরিপাণ্ট নানাকে; ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২। এই পত্রে হরিপাণ্ট শ্রীরঙ্গপটমের সম্মুখে যুদ্ধের বিবরণ দেন।

৮২। ডিরম, পৃঃ ১৪১-১৪২।

৮৩। ঐঃ, পৃঃ ১৪০।

৮৪। ফরেস্ট, "সিলেকসনস, কর্ণওয়ালিস, (I) পৃঃ ১৩৯।

৮৫। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২রা মার্চ ১৭৯২, কঃ নং ২।

৮৬। ঐ।

৮৭। মেকেঞ্জি (II), পৃ. ২০৭-২০৮; ডিরম পৃঃ ১৪৪-১৪৯, উইলক্স, (II), ৫৩০ ৫৩১।

৮৮। ডিরম, পৃঃ ১৫০-১৫১।

৮৯। মধ্য ও বাম ভাগের সেন্যের ক্রিয়াকলাপের বিবরণীর ভিত্তি হয়েছে ডিরম মেকেঞ্জি, উইলক্স, ফরটেস্কু, হামিদ খাঁ ফঃ ৯৬ বি—৯৯ এ এবং খারে, (IX), নং ৩৪১৪। যুদ্ধ বিষয়ে হরিপাণ্ট নানাকে নিয়মিত খবর দিতেন। আরো দ্রষ্টব্যঃ পারসনিস্, "ইতিহাস সংগ্রহ।" এ সব পত্র সেখানে আছে।

৯০। আঃ নেঃ, সি২ ২৪২, ডু ফ্র্যা মন্ত্রীকে, ৫ই মার্চ ১৭৯২ নং ৬৮।

৯১। পরাসনিস "ইতিহাস সংগ্রহ", (II)। নানাকে লেখা হরিপাণ্টের একটা চিঠি মত ইংরেজসেনা হারায় ১,৫০০ জন (৫০০ জন ইংরেজ ও ১,০০০ জন ভারতীয়), আর টিপু ৩,০০০ জন, অন্য একটি চিঠি মত ইংরেজের ক্ষতির সংখ্যা ছিল ১,৭০০ জন (৭০০ জন ইংরেজ, ১,০০০জন ভারতীয়) আর টিপুর ক্ষতির সংখ্যা ২০০০ জন। ইংরেজের হিসাব বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তা টিপুর ক্ষতি বেশী দেখায়, কর্ণওয়ালিসের কম।

১২। ডিরম, পৃঃ ১৮৩।

১৩। "তারিখ্-ই কুর্গ," ফঃ ৬৪।

১৪। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ২১৯-২২০, ডিরম পৃঃ ১৯২। মেকেঞ্জি বলেন যে অশ্বারোহীরা বারুদখানা আক্রমণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডিরম মনে করেন, অশ্বারোহীরা কর্ণওয়ালিসের হত্যা প্রচেষ্টায় রওনা হয়েছিল।

১৫। গ্লিগ, "মানরো", (I), পৃঃ ১৩৩।

১৬। হামিদ খাঁ, ফঃ ৯৯ বি ; "হাদিকত্", পৃঃ ৩৮৭। মীর আলম বলেন মারাঠাসেনারা কাপুরুষের মত আচরণই পরাজয়ের জন্য দায়ি। তারা পান ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।

১৭। ডিরম, পৃঃ ১৯৩-১৯৪।

১৮ মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ২২২, ডিরম, পৃঃ ১৯১-১৯৬।

১৯। মেকেঞ্জি, (II, পৃঃ ২২৫-২২৭, ডিরম, পৃঃ ২০৮-২০৯, ২১৫-২১৬ ; নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২১শে মার্চ, ১৭৯২, কঃ নং ২।

১৬

শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি ও তার ফলাফল ঃ টিপুর পরাজয়ের কারণ

আমরা দেখেছি যে টিপু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি যুদ্ধ বেধে যায়। তখন তিনি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইংরেজ কোম্পানী ও তার সঙ্গে বর্তমান বিরোধাদির মীমাংসা করে মতানৈক্য দূর করবার জন্য একজন পদস্থ ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠাতে কর্ণওয়ালিসকে লেখেন। গভর্ণর জেনারেল যদি কাউকে পাঠাতে অপারগ হন, তবে তিনিই তার কোন প্রতিনিধিকে তার কাছে পাঠাতে পারেন।[১] জবাবে কর্ণওয়ালিস জানান যে তিনি টিপুকে একজন হানাদার বলে মনে করেন, সুতরাং তার কাছে কোন প্রতিনিধি পাঠাতে বা তার কোন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি রাজি নন। তবে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কথাবার্তা আরম্ভ করতে অবশ্যই তিনি প্রস্তুত আছেন, যদি টিপু মিত্র সঙ্ঘের সমস্ত ভাগীদারদের ক্ষতিপূরণ করতে রাজি থাকেন এবং তারা শান্তির প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করেন।[২] টিপু নিজে আক্রমণকারীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং অভিমত দেন যে বস্তুতঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজই শান্তিভঙ্গের দোষে দোষী। তিনি রাজার সঙ্গে তার বিরোধের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে কর্ণওয়ালিসকে জানান যে তিনি রাজার নিকট তার দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে একটা কিছু মীমাংসায় আসবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার চেষ্টা বিফল হয়। তিনি কিন্তু শান্তির জন্য ব্যগ্র এবং সেহেতু কর্ণওয়ালিসের নিকট একজন "উকীল" পাঠাতে চান।[৩] চিঠিখানার কোন জবাব দেওয়া হয়নি।

টিপুর প্রাথমিক শান্তির প্রস্তাবে কর্ণওয়ালিসের অনুকূল জবাব না দেবার কারণ তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধ, শান্তি নয়। ঐ একই কারণে তিনি এমন কঠিন শর্ত উদ্ভাবন করছিলেন যে তিনি জানতেন টিপু কখনো মানবেন না। ইহা মনে রাখবার যে, যুদ্ধ ব্যাপারটা ভারতে ইংরেজদের কাছে অতি প্রিয় ছিল, কারণ যুদ্ধ মানেই মুনাফা। রিচার্ড জনসন নামক একজন কলকাতাবাসী ডানডাসকে লেখেন যুদ্ধই "বর্তমান অবস্থায় ভারতে ইংরেজ স্বার্থের পক্ষে অতীব সৌভাগ্য জনক।"[৪]

বেঙ্গালোর হারাবার পর টিপু আবার কর্ণওয়ালিসকে মনে করিয়ে দেন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতে কলমে লেখা যায় না, শুধু কোন বিশ্বাসী লোকের মাধ্যমেই জানানো যায়। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের জবাব যথা পূর্বং রইল।[৫]

কর্ণওয়ালিসকে সরাসরি লিখবার সময় পণ্ডিচেরীর গভর্নর ত্য ফ্রঁ্যাকেও টিপু লেখেন, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট তার হয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য। সুতরাং ত্য ফ্রঁ্যা কর্ণওয়ালিসকে লেখেন যে টিপু আন্তরিকভাবে শান্তিকামী, এবং জানতে চাইছেন কী শর্তমত তিনি শান্তি চান।[৬] ত্য ফ্রঁ্যাকে গভর্নর জেনারেলের জবাব) ঠিক যা টিপুকে বারবার দেওয়া হয়েছিল তাই-ই এলো—যথা, টিপু মিত্র-পক্ষদের ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং লিখিতভাবে জানাবেন কোন্ কোন্ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে কথাবার্তা চালানো যায়। এসব প্রস্তাব তিনি নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর টিপুকে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন।[৭]

১৭ই মে, কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপটমের সম্মুখে ১৫ই মে, ১৭৯১-র যুদ্ধে আহত সেনা বিনিময়ের প্রস্তাব করেন। টিপু ঐ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ঐ সুযোগে কর্ণওয়ালিসের নিকট একজন বিশ্বাসী প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছিলেন।[৮] কিন্তু কর্ণওয়ালিস শান্তি স্থাপনের মেজাজেই ছিলেন না বলে তার শর্ত কঠোরতরই ছিল। কারণ, ক্ষতিপূরণ ছাড়া ভবিষ্যতে শান্তি ভঙ্গ না করবার নিশ্চয়তার জন্য প্রতিভূ প্রেরণ করার দাবিও করেন। টিপুকে অবশ্য জানানো হয় যে আলোচনা ব্যর্থ হলে প্রতিভূ ফেরৎ নিতে পারবেন।[৯] টিপু ২১শে মের পত্রে নিজেকে আক্রমণকারী বলে অভিযোগ খণ্ডন করে কোন প্রতিভূ প্রেরণে রাজী হননি। কারণ, একবার একটা সন্ধি হলে তিনি তার শর্ত পালন করবেনই সুতরাং প্রতিভূ প্রেরণের কোন যুক্তি নেই।[১০]

ইতিমধ্যে শ্রীরঙ্গপটম থেকে পলায়নপর ইংরেজসেনার অবস্থা অবিচলিতভাবে শোচনীয় হয়ে যাচ্ছিল। কর্ণওয়ালিস এবারক্রম্বির কোন খবর পাননি, মারাঠারা তখনো এসে পৌছয়নি, অসুখে, অনাহারে তার সেনাদলের অবক্ষয় হচ্ছিল, তাই তিনি আপোষ করবার মত মেজাজে ছিলেন। টিপু লিখিত ভাবে প্রস্তাব জানাবেন একথায় তিনি আর জিদ ধরে থাকেননি ; মিত্র পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তি-শর্ত আলোচনার জন্য টিপুর প্রতিনিধিকে বেঙ্গালোর পাঠাতে ২৪শে মে টিপুকে জানান।[১১] টিপু কর্ণওয়ালিসের এহেন মতি পরিবর্তনে খুশী হয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। ২৭শে মে সন্ধির পতাকা নিয়ে তার লোক যায়, পেছনে গেলো কর্ণওয়ালিসের জন্য ঝুড়ি বোঝাই ফল নিয়ে কিছু পরিচারক। ইতিমধ্যে কিন্তু মারাঠাদের আগমনে ইংরেজসেনার অবস্থা অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। মারাঠারা প্রচুর রসদপত্র সেনাদের ব্যবহারার্থে এনেছিল। সুতরাং পরদিন ২৮শে মে সকালে পতাকা ও ফল ফেরৎ পাঠিয়ে কর্ণওয়ালিস উত্তর দিলেন যে তিনি মিত্রদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধবিরতিতে মত দিতে পারেন না এবং টিপু, প্রথমে সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করবেন এবং তার প্রস্তাব সমূহ গৃহীত ও সন্ধিশর্ত স্থিরীকৃত হওয়ার সাপেক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখবেন।[১২] স্পষ্টতঃই কর্ণওয়ালিস মারাঠাদের আগমনে নব-বলে বলীয়ান্ বোধ ক'রে কথার ব্যত্যয় করে এক প্রস্ত নতুন শর্তের অবতারণা করেন :

ইংরেজদের সঙ্গে শান্তির চেষ্টা করার সময় নিজাম ও পেশোয়া তার রাজ্য আক্রমণ করা সত্ত্বেও এবং তাদের দরবার থেকে তার 'উকিল'দের বিদায় দেবার পরও টিপু তাদের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব করেছিলেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৭৯১ টিপু মহম্মদ আমিন আরবকে লেখেন যে মনোমালিন্য দূর করে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তিনি নিজামের নিকট একজন বিশ্বাসী প্রতিনিধি পাঠাতে চান। এই যুদ্ধবিগ্রহে অকারণ নরহত্যা হচ্ছে, তা বন্ধ হোক, এই তার কামনা। তা ছাড়া, মুসলমান হয়ে তিনি ও নিজাম পরস্পরে হানাহানি করা ঠিক নয়।[১৩] মহম্মদ আমিন এই চিঠির এক দুর্বিনীত জবাব দেওয়ায় টিপু সরাসরি নিজাম ও নিজামের প্রধানা স্ত্রী বক্সী বেগমকে লেখেন। টিপু বেগমকে অনুরোধ করেন। "আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করি যাতে মহামান্য নিজাম আমার প্রতি তার মহানুভবতা প্রকাশ করেন, সত্য-ধর্মের শত্রুরা পরাভূত হয় এবং সম্ভবতঃ তাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত সেনাদল প্রত্যাহার করা হয়"।[১৪] নিজামকে লিখিত পত্রে টিপু বলেন, "ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের ভিতর ঐক্য ও সহযোগিতা থাকায় লাভ ও সুবিধা অবশ্যই আপনার কাছে সুস্পষ্ট···আমি নিশ্চিত যে, ইসলামের শক্তি ও মহম্মদের ধর্ম-মতের মহিমা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে আপনার পূত-চিত্ত সর্বদাই উন্মুখ; —আর এইতো বিশ্ব-নেতৃত্বের ও আপনার নামের যোগ্য কাজ। মুসলমান রাজাদের উপর নির্ভরশীল এই জনগণের ধন প্রাণ ও সম্মান রক্ষার উপায় আপনি দয়া করে ঘোষণা করুণ। ঈশ্বরই পরম প্রভু, তার হ'য়ে এই জনগণ রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব বস্তুতঃ আপনারই"।[১৫] কিন্তু মানবতা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা এসব কথা ব্যর্থ হয়। নিজাম ও বক্সী বেগম উভয়েই আক্রমণ করে হিন্দু মুসলমান সকলেরই ক্লেশোৎপাদনের জন্য টিপুকে ভৎর্সনা করেন। তারা টিপুকে জানান যে, যদি তিনি শান্তিকামী হন, তবে মিত্র পক্ষদের ক্ষতিপূরণ করুণ এবং একত্রে তাদের সকলের নিকট লিখুন। নিজাম কোন গোপন দূতের সঙ্গে সাক্ষাতে বা কোন পৃথক সন্ধি করতে রাজী নন, কারণ তাতে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী-সন্ধি লঙ্ঘন করা হবে।[১৬]

পেশোয়ার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে টিপুর আলোচনা রাস্তে পরিবারের মাধ্যমে চলে। টিপুর আগ্রহ ছিল যে তার একজন প্রতিনিধি পেশোয়ারের দরবারে থাকুক। তিনি পেশোয়ারকে প্রয়োজনীয় "পরোওয়ানা" পাঠাতে অনুরোধ জানান যাতে আলী রেজা খাঁ নির্বিঘ্নে পুনা রওনা হতে পারেন।[১৭] টিপুর প্রতিনিধি আলী রেজা খাঁ ও শ্রীনিবাস রাও চিতল দুর্গ অবধি যান এবং সেখানে পেশোয়ার থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু কোন ছাড়পত্র আসেনি এবং নানা পৃথক ভাবে সুলতানের সঙ্গে কাজ কারবারে অসম্মত হন। আলী রেজা খাঁকে বলা হয়েছিল যে, টিপুকে প্রথমে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে, হায়দর আলী কর্তৃক অধিকৃত মিত্রপক্ষের রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হতে হবে, তার প্রস্তাব

গুলি লিখিত ভাবে পেশ করতে হবে, এবং এসব হলে পর মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে জবাব দেওয়া যাবে।[১৮] কিন্তু কর্ণওয়ালিস অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ইংরেজ শক্তির প্রগতিতে মারাঠারা খুবই আতঙ্কিত হয়। তারা চেয়েছিল, টিপুর শক্তি হ্রাস হোক, কিন্তু একেবারে ধ্বংস না হোক। ফলে, টিপু যখন শান্তির শর্ত আলোচনার জন্য তার "উকিল" পাঠাবার অনুরোধ পুনরায় জানান, তখন হরিপাণ্ট তা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ কর্ণওয়ালিস যুদ্ধ সমাপনে রাজি না হ'লে নিজাম ও মারাঠারা টিপুর সঙ্গে পৃথক সন্ধি করতেও তৈরি ছিল।[১৯] আমরা দেখেছি, ভাগ্য যখন চরম ভাটার মুখে তখন গভর্নর জেনারেল টিপুর "উকিলদের" সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি ছিলেন, কিন্তু অবস্থা একটু ভাল হ'লে তার মত বদলে যায় এবং তিনি টিপুর সঙ্গে মীমাংসার শর্ত কঠিনতর করে দেন। যাই হোক, ১৭৯১ সালের অগাষ্টের প্রথম ভাগে "হরিপাণ্টের সনির্বন্ধ অনুরোধে" তিনি টিপুর প্রতিনিধিদের সম্ভাষণে আবার রাজী হন।[২০] সেইমতে টিপু আপ্পাজীরামকে বেঙ্গালোর পাঠান। তিনি ৬ই অগাষ্ট হুস্করের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ইংরেজ শিবিরের নিকট পৌছান এবং সরাসরি তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দেখা করতে চান। হরিপাণ্ট এতে রাজী থাকলেও কর্ণওয়ালিস নিজেকে এই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রক ভেবে আপ্পাজীরামকে টিপুর একজন প্রতিনিধি মাত্র মনে করে তার সঙ্গে দেখা করতে চাননি বটে। কিন্তু তিনি তার পক্ষ থেকে আপ্পাজীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য প্রতিনিধি দল নিযুক্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন। হুস্কর গিয়ে মিত্র-পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি আপ্পাজীকে জানান। কিন্তু কর্ণওয়ালিস ও হরিপাণ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আপ্পাজীর উপর নির্দেশ ছিল ব'লে তিনি প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য ক'রে ২৩শে আগষ্ট চলে যান।[২১] হরিপাণ্ট ও মীর আলম উভয়েই শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন; তারা কর্ণওয়ালিসের চতুরতার কাছে হার মেনে ছিলেন। কর্মপ্রণালী গত ও আত্ম-সম্মানের একটা ছোট কথার উপর জেদ ধরে টিপুও একটা মস্ত ভুল করেছিলেন যার জন্য তিনি কর্ণওয়ালিসের ফাঁদে পড়ে গেলেন, কারণ কর্ণওয়ালিস চেয়েছিলেন আলোচনা বানচাল করতে। মনে হয়, শ্রীরঙ্গপটম থেকে ইংরেজদের শোচনীয় পলায়নের পর টিপু নিজেকে বিপদ মুক্ত ও অধিকতর শক্তিশালী মনে করেছিলেন এবং তাই কোন অপমানের সম্মুখীন হতে চান নি। বস্তুতঃ তিনি একটা মস্ত সুযোগ হারান। ফলে, শ্রীরঙ্গপটমে আলোচনার সময় এখন যে কর্মপদ্ধতি তিনি নামঞ্জুর করেছিলেন তাই শুধু তাকে গ্রহণ করতে হ'ল না, কিন্তু হুস্করে যেরূপ সন্ধির শর্ত পেতে পারতেন তার চেয়ে কঠিনতর শর্ত তাকে মেনে নিতে হয়।

কর্ণওয়ালিস যখন আর একবার শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন টিপু আবার ৭ই জানুয়ারি তাকে লেখেন যে তিনি শান্তির কথা আলোচনার জন্য তার 'উকিল' পাঠাতে চান।[২২] সেরূপ নিজাম ও পেশোয়াকেও তিনি

অনুরোধ জানান। হরিপান্ট ও মীর আলমের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ণওয়ালিস ১৬ তারিখ জবাব দেন যে মিত্র-পক্ষ শান্তি স্থাপনে রাজী আছে, কিন্তু কথাবার্তা আরম্ভের পূর্বে টিপু প্রথম ক্ষতিপূরণ দেবেন ও কোয়েম্বাটোর হইতে গড়-সেনাদের মুক্ত করবেন।[২৩] এর জবাবে ১৯ তারিখ টিপু জানান যে, কথার ব্যত্যয় তিনি করেন না। কোয়েম্বাটোর দুর্গ আত্মসমর্পণ করেনি, কমর-উদ্-দিন খাঁ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে এবং তিনি সুলতানের অনুমতি পেলে গড়-সেনা মুক্ত করতে রাজী হয়েছিলেন।[২৪] কর্ণওয়ালিস জবাবে বলেন যে, কমর-উদ্ দিন খাঁ ও চামারসের ভিতর আত্মসমর্পন পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু খাঁ তা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু টিপু যদি একথা অলীক প্রমাণ করতে চান, তবে তিনি চামারস ও নেস্ উভয়কে বা একজনকে ডাকুন, যাতে সত্য ঘটনা জানা যাবে।[২৫] কর্ণওয়ালিস এবার আর সমস্ত গড়-সেনাদের মুক্তির কথায় জেদ ধরেন নি। তার কারণ মারাঠাদের শান্তি স্থাপনের জন্য দৃঢ়তা আর, ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে ইংরেজসেনাদের প্রভূত ক্ষতিতে কর্ণওয়ালিস যুদ্ধ সমাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন

টিপু এ যাবৎ যুদ্ধ বিরতির জন্য কর্ণওয়ালিসের শর্ত সমূহ অগ্রাহ্য করে এসে ছিলেন ; কারণ সেগুলি তিনি ন্যায়সম্মত বলে মনে করেন নি। তার আশা ছিল মৈত্রী—জোট ভেঙ্গে দিয়ে বা সামরিক শক্তিতে আরো লাভজনক শর্ত আদায় করতে পারবেন। কিন্তু কোনটাতেই তিনি সফল হন নি। মিত্র পক্ষীয়দের সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনা করে তিনি তাদের জোট ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার এসব টোপ ফেলা ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি সফল হন নি। তার রাজ্যের একটি মোটা অংশ তিনি হারিয়েছিলেন। দিন দিন তার ধন ও জন সম্পদের অবক্ষয় হচ্ছিল, অথচ তার বিরোধীদের হাতে তা তখনো প্রচুর। যদি কর্ণওয়ালিস বা দেশীয় রাজাদের একজনের সঙ্গে তাকে লড়তে হ'ত, তবে তারা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না। কিন্তু ইংরেজ মারাঠা-নিজাম যুক্ত শক্তির বিরুদ্ধে অটল থাকার মত শক্তিমান তিনি ছিলেন না। যদিও তিনি শ্রীরঙ্গপটম ও দ্বীপ প্রতিরক্ষায় নিজকে অজেয় মনে করতেন, তবু তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তার আত্মবিশ্বাস বিচলিত হয়েছিল। সত্য বটে দুর্গ তখনো তার দখলে ছিল। কিন্তু সব দিক থেকেই তা অবরোধ করা হয়েছে। পরশুরাম ভাউ উপস্থিত হলে দুর্গ আরো বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার মত কোন আশার আলো নেই যুদ্ধের গতিও তার অনুকূলে ফেরাবার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মিত্র শক্তির প্রস্তাবিত, যুদ্ধবিরতি শর্ত গ্রহণ করতে তিনি রাজি হন। ৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা চামারস ও নেসকে, কোয়েম্বাটোরের গড়-সেনার আরো ৫জন সহ মুক্তি দেওয়া হয়। টিপুর একজন বিশ্বাসী লোক মহম্মদ আলী কর্ণওয়ালিসের নিকট কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিয়ে বলার জন্য তাদের সঙ্গে যান।[২৬] চামারস ও নেসের মুক্তিতে গভর্নর জেনারেল সন্তুষ্ট হন এবং ১১ তারিখে টিপুকে খবর দেন

শান্তির প্রারম্ভিক কথাবার্তার জন্য তার উকিলদের মিত্র সেনার শিবিরে পাঠাতে।[২৭]

১৩ই ফেব্রুয়ারি গোলাম আলী খাঁ ও আলী রেজা খাঁ দুর্গ থেকে ইদগার কাছে আলোচনা সভার জন্য তৈরি শিবিরে রওনা হন। সেখানে তারা ইংরেজদের প্রতিনিধি কেন্নাওয়ে, নিজামের মীর আলম এবং পেশোয়ার গোবিন্দ রাও কালে ও বাচ্চাজী মহেণ্ডেলের সঙ্গে মিলিত হন। কয়েকটি প্রথাগত ক্রিয়া সম্পাদনের পরও ভবিষ্যৎ অধিবেশনের কার্যপ্রণালী ঠিক করে সভা মুলতবি রাখা হয়। পরদিন মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ টিপুর উকিলদের নিকট থেকে জানতে চান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ সুবিধা তাদের মনিব দিতে রাজী আছেন। "উকিলরা" জবাবে বলেন যে, সুলতানের কাম্য শুধু শান্তিই কিন্তু মিত্র পক্ষ যদি তার নিকট থেকে কিছু দাবি করে তবে তা তাকে জানানো হবে।[২৮] মিত্র পক্ষের প্রতিনিধিরা তখন প্রস্তাব করেন যে টিপু প্রথমতঃ বার্ষিক ৩ কোটি টাকা রাজস্বের ভূমিভাগ হস্তান্তর করবেন; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের খরচ বাবদ ৮ কোটি টাকা তাকে দিতে হবে; এবং সর্বশেষে, প্রথম শর্ত দুটি গৃহীত হ'লে পর তার দুটি ছেলেকে জামিন স্বরূপ রাখতে হবে। 'উকিলরা' মনে করেন শর্তগুলি মাত্রাতিরিক্ত। তারা উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধে সুলতান নিজেই বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত, এই বিশাল পরিমাণ টাকা প্রদান করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত।[২৯] সেইমতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মিত্রপক্ষের প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তন করা হয়। টিপু এখন মিত্র পক্ষদের দেবেন "তাদের রাজ্য সংলগ্ন, এবং তাদের নির্বাচন মত," তার রাজ্যের অর্ধেকটা ৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, হায়দর আলীর সময় থেকে সমস্ত যুদ্ধবন্দীর মুক্তি এবং সর্বশেষে তার দু'ছেলেকে জামিন। কেন্নাওয়ে 'উকিলদের জানান, এগু'ল হ'ল চূড়ান্ত শর্ত, এনিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।[৩০] সুলতানের নিকট এগুলি পেশ করে তার মতামত জানবার জন্য "উকিল" রা দুর্গে ফিরে আসেন। পরদিন বিকাল ৫ টায় আবার সভা বসে। 'উকিলরা' মিত্র পক্ষের প্রতিনিধিদের জানান যে সুলতানের মতে শর্তগুলি অত্যন্ত কঠোর এবং তার পরিবর্তে সুলতান তার রাজ্যের এক চতুর্থাংশ এবং নগদ দু'কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কেন্নাওয়ে এই শর্তগুলি অগ্রাহ্য করেন। তার শর্তগুলি পূরণ না হলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করা যাবে বলে 'উকিলদের' ভয় দেখানো হয় এবং বলা হয় তারা যেন তখনই শিবির ছেড়ে দুর্গে চলে যান। কেন্নাওয়ের এই মেজাজে গোলাম আলী খাঁ ও রেজা খাঁ বিব্রত হন। এবং পরস্পর পরামর্শ করে প্রস্তাব করেন, টিপু তার রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ও দু'কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা দেবেন। কিন্তু এই শর্তগুলিও কেন্নাওয়ের গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় তারা সর্বশেষে প্রস্তাব করেন মহীশূরী রাজ্যের অর্ধেক ও তিন কোটি টাকা প্রদান করা হবে। বলা হয়, যে, টিপুর দেবার ক্ষমতার শেষসীমা এই-ই। কিন্তু কেন্নাওয়ে এই শর্তগুলিও অগ্রাহ্য করেন। যাই হোক, এগুলি যখন

কর্ণওয়ালিসের গোচরে আনা হ'ল তখন তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে জানান যে টিপু যা দিতে রাজী হয়েছেন তার বেশী দেওয়া তার শক্তির বাইরে। হরিপান্ট ও কর্ণওয়ালিসের মতে সায় দেন, যদিও তিনি 'দরবার-ব্যয়' হিসাবে অতিরিক্ত ষাট লাখ টাকা দাবি করেন। এই টাকা মিত্র পক্ষের যে সব মুখ্য অফিসাররা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের পারিতোষিক হিসাবে দেওয়া হবে। 'উকিল' রা টাকার পরিমাণ খুব বেশী মনে করেন এবং অনেক দর কষাকষির পর তা নামিয়ে ত্রিশ লক্ষে আনেন।[৩১] এই আলোচনার সময় মুশীর-উল-মুলকের মত ছিল এই যে, টিপুর জন্য শুধু মাত্র এক কোটি টাকা আয়ের রাজ্য-ভাগ থাকবে রাজ্যের অবশিষ্টাংশ মিত্রপক্ষ অধিকার করে নেবে। আর তদ্দারিক্ত টিপু ক্ষতিপূরণ বাবদ পনেরো কোটি টাকা দেবেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস ও হরিপান্ট উভয়েই এই শর্তগুলি অতিমাত্রায় কঠোর বলে মনে করেন এবং সেগুলি প্রত্যাহৃত হয়।[৩২]

যদিও দুটি বিষয়ে মতৈক্য হয় প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হবার পূর্বে অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন ছিল টিপু 'তাদের নির্বাচন মত' কথাটায় আপত্তি করেছিলেন। এটার অর্থ হয় যে, মিত্র-পক্ষরা তার রাজ্যের যে-কোন অংশ ইচ্ছামত নিতে পারেন, এমনকি তার "পুরাতন সম্পত্তিও"।[৩৩] কিন্তু কেন্নাওয়ে যখন 'উকিলদের আশ্বাস দেন যে "টিপুর কোন পুরাতন সম্পত্তিই মিত্র পক্ষ চাইবেন না," তিনি 'তাদের নির্বাচন মত' শব্দ ক'টি রাখতে রাজী হন।[৩৪]

দেয় টাকার বিষয়ে 'উকিল' রা বলেন যে, সুলতান দেড় কোটি টাকা দেবেন, তার মধ্যে ৫০ লাখ নগদ টাকায় ও বাকিটা রত্নালঙ্কার, হাতি ও ঘোড়ায়। এ ধরনের টাকা প্রদানে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা আপত্তি করেন। তাদের যুক্তি এই যে, এসব জিনিস বিক্রী করায় জটিলতা আছে, টাকার হিসাবে এগুলির মূল্যায়ন করাও কঠিন। শেষে এই ঠিক হয় যে, টিপু টাকাও সোনারূপোয় ১ কোটি ৬৫ লাখ দেবেন এবং বাকিটা কিস্তি মত ১২ মাসের মধ্যে দেবেন।[৩৫]

জামিনের ব্যাপারটা আলোচনায় সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধক জন্মিয়াছিল। টিপু প্রথমটায় কোন জামিন দিতেই চাননি। কিন্তু মিত্র পক্ষ এ বিষয়ে অটল থাকায় তিনি তার একটি পুত্রকে এবং অন্যটির বদলে তার দুই বা তিনজন অফিসারকে পাঠাতে রাজী হন। এ প্রস্তাবেও মিত্র পক্ষের প্রতিনিধিরা সম্মত হন নি। টিপুর ছেলেরা অতি অল্প বয়সী, তারা টিপুর বড় প্রিয়, তাদের যথোপযুক্ত দেখা শোনা ও শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে—তাদের প্রেরণে টিপুর এই আপত্তি প্রতিনিধিরা শোনেন নি। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিকল্প না থাকায় টিপুকে সম্মত হতে হয়। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন প্রায় ১৮ বৎসরের। এবং সেনাদলের সঙ্গে সে সময় বাইরে ছিল। ভবিষ্যতের পক্ষে সুলক্ষণযুক্ত বলে সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হ'ত। আট বছরের আব্দুল খালিক ও পাঁচ বছরের

মুইজুদ্দিন সুতরাং জামিন বলে নির্বাচিত হয়। অন্যরা এত ছোট যে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।[৩৬]

সব বিষয়ে মতৈক্য হওয়ায় টিপু ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক সন্ধি স্বাক্ষর করেন এবং ২৪ তারিখ সকালে যুদ্ধ-বিরতি হয়। প্রাথমিক সন্ধিটির শর্তগুলির ধারা নিম্নরূপ :—

(i) যুদ্ধের পূর্বে টিপুর দখলে যে রাজ্য ছিল তার অর্ধেক মিত্র পক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে। এ রাজ্যাংশগুলি মিত্রপক্ষীয়দের রাজ্য সংলগ্ন ও তাদের নির্বাচন মত হবে।

(ii) সোনার মোহর, পেগোডা বা সোনা রূপোর খণ্ডে টিপু সুলতান তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবেন। এক কোটি যাট লাখ টাকা তখনি দিতে হবে, বাকিটা তিন কিস্তিতে, প্রতি কিস্তি চার মাসের অনধিক।

(iii) হায়দর আলীর সময় থেকে চার পক্ষের সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(iv) টিপু সুলতানের জ্যেষ্ঠ তিন ছেলের দুটিকে যথারীতি সন্ধিশর্ত পালনের জামিন হিসাবে দিতে হবে।[৩৭]

২৬শে ফেব্রুয়ারি দুপুর নাগাদ তোপধ্বনির অভিবাদন নিয়ে সুলতানের পুত্র দু'টি দুর্গ ত্যাগ করেন। তাদের বিদায় দিতে দুর্গদ্বারের প্রাকারে সুলতান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রত্যেককে মূল্যবান সাজপোশাকে সজ্জিত হাতির উপর এক একটি রৌপ্য নির্মিত "হাওদায়" উপবিষ্ট ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন "উকিল"রা তারাও হাতির উপর। শোভা যাত্রার অগ্রভাগে ছিল উটের 'হরকরা' ও সাতজন সবুজ পতাকাবাহী। তাদের পশ্চাতে ছিল রৌপ্য খচিত বর্শাধারী দল। শোভাযাত্রার পশ্চাদভাগে দুইশত জন সিপাহীর রক্ষীদল ও কিছু অশ্বারোহী ছিল। ইংরেজ শিবিরের নিকটবর্তী হলে তারা ২১টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্মানিত হন। মসজিদ রক্ষাকেন্দ্রের নিকট তাদের নিজেদের শিবির স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে মিত্র-পক্ষের প্রতিনিধিরা তাদের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর তাদের কর্ণওয়ালিসের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা যখন তাদের হাতি থেকে নামেন তখন কর্মচারী ও সেনাদলের কয়েকজন প্রধান অফিসার সঙ্গে নিয়ে তারা কর্ণওয়ালিসে শিবিরের দরজায় তাদের অভ্যর্থনা করেন। তিনি তাদের আলিঙ্গন করে ভিতরে নিয়ে যান। তারা এক এক পাশে বসলে পর গোলাম আলী খাঁ কর্ণওয়ালিসকে এরূপ বলেন যে "এই ছেলেরা আজ সকালে আমার মনিব সুলতানের পুত্র ছিল, তাদের এখন পরিবর্তিত অবস্থা; এখন তারা হুজুরকেই পিতা বলে জানবে।" লর্ড কর্ণওয়ালিস "উকিল" ও সুলতান পুত্রদের আশ্বাস দেন যে তারা যেন পিতার স্নেহ যত্ন থেকে বঞ্চিত বলে নিজেদের মনে না করেন; সর্বপ্রকারে তাদের উপর দৃষ্টি রাখা হবে। ছেলেদের প্রত্যেককে তিনি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

তারা খুব খুশী হন। সুলতান পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল ছিল, তাদের সৌজন্য, মর্যাদাবোধও মিত ভষিতা সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।[৩৮]

পরদিন কেন্নাওয়ে, মীর আলম ও মারাঠা 'উকিল''দের সঙ্গে কর্ণওয়ালিস পুনঃসাক্ষাতে তাদের কাছে যান। সুলতান পুত্রর তাকে একটি সুদৃশ্য পারসিক তরবারি উপহার দেন; প্রতিদানে তিনি তাদের দেন কয়েকটি সুন্দর আগ্নেয়াস্ত্র। হরিপাণ্ট ও সিকান্দর ঝার সঙ্গেও সাক্ষাৎ এবং উপহার বিনিময় হয়।[৩৯] মেজর ডিরম বলেন, "প্রতি বিষয়ে এতটা মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও মহিমা প্রকাশ পেত যা আমাদের মিত্রদের মধ্যে দৃষ্ট সব কিছুর চেয়েই উচ্চস্তরের ছিল। বাইরে শ্রেণীবদ্ধ সিপাহী রক্ষীরা উর্দি-পরিহিত ছিল। তারা শুধু বিধিমত অস্ত্র-সজ্জিতই ছিল না, অন্যান্য দেশীয় রাজাদের কাজে নিযুক্ত নিম্নশ্রেণীর পদাতিক সেনাদের চেয়ে বেশী রকম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উচ্চমানের ছিল বলে মনে হ'ত"।[৪০] ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকালে দুর্গ থেকে রাজকীয় অভিবাদনের তোপধ্বনিতে জানানো হয়, যে সুলতান তার পুত্রদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, ২৯ তারিখ রাত্রিতেও পরদিন সকালে তিনি মিত্র-পক্ষের শিবিরে এক কোটি সাড়ে নয় লাখ টাকা প্রেরণ করেন।[৪১]

চূড়ান্ত সন্ধির শর্তধারাগুলি সুনির্দিষ্ট করায় বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। কেন্নাওয়ে "উকিল"দের নিকট থেকে মহীশূর রাজ্যের রাজস্বের খতিয়ান চেয়েছিলেন। তারা ৩রা মার্চ টিপুর মুখ্য "পেশকার" সুবারাওকে সঙ্গে করে দুর্গ থেকে ফিরে আসেন। তিনি যুদ্ধের ঠিক পূর্ব সময়ের কিছু রাজস্বের খতিয়ান সঙ্গে এনেছিলেন। কুর্গের মত কোন কোন জেলার কাগজ ৭ বৎসরেরও পুরাতন ছিল। সেগুলি শুধু অসমাপ্তই ছিল না, কিন্তু মিত্র পক্ষেরা মনে করতেন অশুদ্ধও। কারণ. "কানুন গো" ও "সেরেশাস্তাদারে'র দস্তখত তাতে ছিল না। কেন্নাওয়ের মতে টিপু তার সাবেকী জেলাগুলির নিম্ন মূল্যায়ন করেছিলেন "যেগুলি তার নিকট থেকে নেওয়া হবে না বলে তিনি জানতেন; অথচ যে সমস্ত সীমান্তবর্তী জেলা মিত্র-পক্ষ দখল করতে চাইবেন বলে তার ধারণা ছিল সেগুলির উচ্চমূল্যায়ন করা হয়েছিল।" মুশীর-উল-মুল্ক অপরপক্ষে মনে করেছিলেন যে, টিপু যে সব জেলা সমর্পণ করতে চান তার ধার্য মূল্য ন্যায্য মূল্যের চেয়ে খুব বেশী ধরা হয় নি। কিন্তু যে সব জেলা তিনি তার "সাবেকী সম্পত্তি''র মধ্যে গণ্য ক'রে নিজ অধিকারে রাখতে চেয়েছিলেন, সে সবের ধার্য মূল্য সত্যিকারের মূল্যের অর্ধেকও নয়। সুতরাং কেন্নাওয়ে ৪ঠা মার্চ তারিখে "উকিল"দের কাছ থেকে নির্ভুল ও সুসমাপিত কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়ে জানালেন যে যদি সেগুলি ২ দিনের মধ্যে হস্তগত না হয়, তবে মিত্র-পক্ষ তাদের নিজেদের হিসাব মত রাজ্য-বিভাগে অগ্রসর হবে। কেন্নাওয়েকে জানানো হয় যে, বেদনুর, কোয়েম্বাটোর, কেলিকাট, ধারওয়ার, বেঙ্গালোর ও অন্যান্য অনেক স্থানের সরকারি কাগজপত্র মিত্র-সেনারা ধ্বংস করে দিয়েছে। ১৭৯২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সুলতান শিবিরে ইংরেজদের আক্রমণের

সময় অনেক কাগজ খোয়াও গিয়েছে। সে যাই হোক, যা কিছু রয়ে গেছে তা পেশ করা হবে, কিন্তু তাতে একটু সময় লাগবে। মিত্রপক্ষ এই জবাব সন্তোষজনক মনে না করে তাদের সংগৃহীত হিসাব মত বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত করে। প্রাথমিক সন্ধিশর্ত অনুযায়ী এবং যে সব রাজ্য সমর্পণ করা হবে তার বিশদ বিবরণী সহ চূড়ান্ত সন্ধির একটা খসড়া ৯ই মার্চ সন্ধ্যাবেলা টিপুর "উকিল"দের পাঠানো হয়।[৪২]

পরদিন সকালে যে আলোচনা-সভা বসলো সেখানে "উকিলরা"ও সুবারাও সন্ধির খসড়াটির সমালোচনা শুরু করেন। টিপুর 'উকিল''রা চেয়েছিলেন যে সুবারাও যে সব কাগজপত্র এনেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে মিত্র-পক্ষের প্রতিনিধিরা বাটোয়ারার শর্তগুলি পরীক্ষা করে দেখুন। কিন্তু জবাবে কেন্নাওয়ে বলেন যে নতুন কাগজপত্র বিবেচনার সময় আর নেই, নতুন খতিয়ান পরীক্ষা করা হবে না, খসড়ায় প্রদত্ত বাটোয়ারার শর্তসমূহও শিথিল করাও হবে না। এই নৈরাশ্যজনক উত্তর পাবার পরও সুবারাও খসড়ার প্রস্তাবগুলির সমালোচনায় বিরত হননি। তিনি কুর্গের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি করেন, কারণ এটা শ্রীরঙ্গপটম প্রদেশের একটি রাস্তা তিনি উল্লেখ করেন যে ইংরেজদের ঈপ্সিত দেনায়াক্কামকেট্টোই।[৪৩] তাদের রাজ্যসীমা থেকে দূরে, কিন্তু বেঙ্গালোরের কাছে। সেরকম বেলারি, গুটি এবং সালেমও মিত্র-পক্ষদের রাজ্যসীমা থেকে বহু দূরে। কিন্তু কেন্নাওয়ে এ সব আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। সুতরাং আলোচনা সভা স্থগিত থাকে এবং খসড়া সন্ধিপত্র সহ 'উকিল' রা দুর্গে ফিরে আসেন।[৪৪] সুলতান তা পড়ে ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছিলেন "ইংরেজদের কোন্ রাজ্যের সঙ্গে কুর্গ সংলগ্ন? শ্রীরঙ্গপটম প্রবেশের চাবিও তারা চায় না কেন? তারা জানে যে, আমি বরং আগে দুর্গের ভগ্ন প্রাচীরে দাঁড়িয়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিতাম, তবু এই স্থান সমর্পণ করতাম না। আমার সন্তানদের, আমার ধনরত্ন থেকে আমাকে বিশ্বাস ঘাতকতা করে বঞ্চিত করার পূর্বে তাদের সাহস হতো না এমন একটা প্রস্তাব আনতে'।[৪৫]

১২ই মার্চ "উকিল"রা ফিরে গিয়ে কেন্নাওয়েকে জানান যে, যদি মিত্রপক্ষ কয়েকটি বিষয় মেনে নেয়, তবে তাদের মনিব খসড়াপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজী আছেন। টিপু তার দেয় রাজ্যের অর্ধেকটা তার খতিয়ান মত এবং বাকি অর্ধেক মিত্রপক্ষের মূল্যায়ন মত ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেন। ৯ তারিখ "উকিল"রা সন্ধির খসড়াপত্রে যে সব আপত্তি করেছিলেন, তা পুনরায় বলা হয়, কিন্তু প্রধান আপত্তি হ'ল কুর্গকে কোম্পানীর প্রাপ্য অংশের তালিকাভুক্ত করায়। তাদের বক্তব্য—কুর্গ শ্রীরঙ্গপটম প্রবেশ দ্বারের একটি এবং কেবলমাত্র একদিনের মত সেনাদল চলার রাস্তায়। সমুদ্র থেকে শ্রীরঙ্গপটম পৌঁছবার শ্রেষ্ঠ রাস্তাও এটি। এ ছাড়া, প্রাথমিক চুক্তি মত ইংরেজরা কুর্গের উপর দাবি করতে পারে না, কারণ এই স্থানটি ইংরেজদের অধিকৃত কোন রাজ্যের 'সন্নিহিত" নয়।[৪৬] এ ছাড়া "উকিল"দের কেন্নাওয়ে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, টিপুর কোন "সাবেকী

সম্পত্তি"র উপর দাবি করা হবে না।[৪৭] সুতরাং কুর্গকে তাদের প্রাপ্য অংশের অন্তর্ভুক্ত করার কোন অধিকার নেই, কারণ, মিত্রপক্ষের নিকট সুলতানের প্রেরিত তালিকা মত ইহা তার "সাবেকী সম্পত্তির অন্তর্গত।[৪৮] যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে কেলিকাটও টিপু তার তালিকাভুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কর্ণওয়ালিস তা দাবি করেছেন। এর জবাব এই যে, প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই এ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছিল।[৪৯] কিন্তু সে সময় কুর্গ সম্বন্ধে কোন কথাই হয়নি।

সুতরাং কুর্গের উপর দাবি প্রাথমিক চুক্তির খোলাখুলি লঙ্ঘন। এ সত্ত্বেও, কর্ণওয়ালিস সন্ধির খসড়ায় কোন পরিবর্তন করতে রাজী হননি। "সন্নিহিত" কথাটার তাৎপর্য নির্ণয়েও সূক্ষ্মভাবে আলোচনায় কেন্নাওয়ে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু "উকিল"দের সনির্বন্ধ অনুরোধে প'ড়ে একটা আজব ব্যাখ্যা দেন যে এটার অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে "বেশী দূর নয়"।[৫০] কুর্গকে কোম্পানীর অংশের অন্তর্ভুক্তির সমর্থন কেন্নাওয়ে এই যুক্তিতেও করেন যে, কোম্পানী কুর্গ-রাজের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ। কিন্তু জবাবে "উকিল"রা বলেন ঐ সন্ধি সুলতানের উপর প্রযোজ্য নয়। এসব আলোচনায় কোন মীমাংসা না হওয়ায় "উকিলরা" বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন্নাওয়ে প্রস্তাব করেন, তারা দুর্গে ফিরে গিয়ে পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে সুলতানের শেষ জবাব নিয়ে আসুন। "উকিল"রা উত্তরে বলেন সুলতানের নিকট ব্যাপারটা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তিনি কুর্গের প্রশ্নে অনমনীয়। যাই হোক, "উকিল"রা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে তাদের বিদায় হবার পূর্বে তাদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের আলোচনার মর্ম কর্ণওয়ালিসকে জানানো হোক, যাতে তারাও তার চূড়ান্ত মতামত জানতে পারেন।[৫১]

আশা ছিল, কর্ণওয়ালিসের জবাব সন্তোষ জনক হবে। তাই, পরদিন সন্ধ্যায় "উকিল"দের সঙ্গে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের একটা আপোষ মীমাংসার জন্য বৈঠক বসে। কেন্নাওয়ে "উকিল"দের জানান, চরম অবস্থা এড়াবার জন্য মিত্রপক্ষকে দেয় রাজ্যগুলির রাজস্ব-মূল্য মিত্রপক্ষের হিসাবে নিরূপিত ৪৩, ১৯, ৬৯৪ পেগোডা থেকে ৪,৫০,০০০ পেগোডা কম করতে কর্ণওয়ালিস রাজি আছেন, কিন্তু তালিকা-ভুক্ত দেশগুলি, বিশেষ করে দুর্গ, সম্বন্ধে কোন আপত্তি শুনতে প্রস্তুত নন। কিন্তু এই সুবিধাটুকু নিয়ে "উকিল"রা সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সন্ধির খসড়াতে তাদের পূর্বেকার আপত্তি আবার তোলেন। কেন্নাওয়ে তাদের যুক্তি শুনতে রাজী না থাকায় আলোচনা-সভা ভেঙ্গে যায়।[৫২]

আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় টিপুকে বাধ্য হয়ে সন্ধি খসড়াপত্র গ্রহণ করাবার জন্য কর্ণওয়ালিস পুনরায় দুর্গ অবরোধের আদেশ দেন। সেই মতো দ্বীপে ও রক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে আবার কামান বসানো হয়, কর্মরত দল আবার কাজ আরম্ভ করে। পরশুরাম ভাউ ২৪শে ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছিলেন, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নদী পার হয়ে দুর্গের দক্ষিণভাগ অবরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে। ভাউতো নদী

পার হয়েই তার স্বভাবমত নির্দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চল লুটপাট শুরু করেন ও সুলতানসেনার গবাদিপশু ও উট দখল করে নেন। সুলতান পুত্রদের ও কর্ণাটক যাত্রার জন্য তৈরী হতে বলা হয় তাদের মণীশূরী রক্ষীদের নিরস্ত্র করা হ'লে তারা যুদ্ধবন্দী হিসাবে থাকে। ১৪ই মার্চ সকালে তারা কেপ্টেন ওয়েলসের সেনার রক্ষাধীন প্রকৃতই বেঙ্গালোরের পথে যান। কিন্তু "উকিল"দের অনুরোধে কর্ণওয়ালিস একদিনের জন্য তাদের যাত্রা স্থগিত রাখেন। থামবার অনুমতি পেয়ে বেঙ্গালোরের রাস্তায় ইংরেজসেনাদলের পেছনে তারা শিবির ফেলেন।[৫৩] সুলতান পুত্র ও তাদের রক্ষীদলকে আটক করে রাখা কর্ণওয়ালিসের স্পষ্টই একটা বিশ্বাসভঙ্গমূলক কাজ ছিল। ১৯শে মে, ১৭৯১ লেখা এক পত্রে কর্ণওয়ালিস টিপুকে জানিয়ে ছিলেন যে, আলোচনা ভেঙ্গে গেলে জামিন ফিরিয়ে দেওয়া হবে।[৫৪] এখন যখন আলোচনা ব্যর্থ হ'ল, তখন শুধু সুলতান পুত্র এবং তাদের রক্ষীদেরই নয়, টিপুর নিকট থেকে যে টাকা পেয়েছিলেন তা-ও ফেরৎ দেওয়া কর্ণওয়ালিসের উচিত ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি সুলতান পুত্রদের আটক করে রাখেন ও টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। যুক্তি দেখান, টিপু বাটোয়ারা রোয়েদাদ অগ্রাহ্য করেছেন, হিসাবপত্র পেশ করায় ও প্রতিশ্রুত অর্থের বিনিময় হার নির্ধারণে ছলনা করেছেন এবং প্রাথমিক চুক্তি দস্তখতের পরও দুর্গে মেরামত ও রক্ষাব্যবস্থার কাজ চালু রেখেছেন—এইসব ব্যাপারেই প্রাথমিক চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে।[৫৫]

আসলে কিন্তু মিত্রপক্ষই প্রাথমিক শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। মিলের উক্তিমত, টিপু যুক্তিযুক্ত ভাবেই নালিশ করেছিলেন যে, "যে দেশ একবারেই তার রাজধানীর প্রবেশ পথে এবং মিত্রপক্ষের কাহারও রাজ্য-সংলগ্ন নয়" তার নিকট থেকে এমন কোন দেশ দাবি করা "প্রাথমিক চুক্তিশর্তের সত্যিকারের লঙ্ঘন করা হবে।[৫৬] বস্তুতঃ যুদ্ধ বিরতি পত্র স্বাক্ষরের সময় ইংরেজদিগকে দেয় রাজ্য সমূহের মধ্যে কুর্গকে সামিল করার কথা কর্ণওয়ালিসের মনে হয় নি। পরে এটা তার মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়। যখন দেখা গেল যে কুর্গ টিপুর হাতে চলে যাচ্ছে, তখন এবারক্রম্বি কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে দেখা করে কুর্গ রাজের পক্ষ থেকে ওকালতি করেন। তিনি রাজার সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধের কথা কর্ণওয়ালিসকে স্মরণ করিয়ে দেন, যে সন্ধি মতে কোম্পানী রাজাকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত। এই সাক্ষাৎকারের ফলেই ইংরেজ-অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবার জেলাগুলির তালিকায় কুর্গ এসে যায়।[৫৭] যাই হোক, এটা ছিল একটা নতুন দাবি এবং সুলতানের নিকট তা তর্ক-সাপেক্ষ নয় বলে উত্থাপন করার কোন অধিকার কর্ণওয়ালিসের ছিল না। কিন্তু তিনি তা এই বিশ্বাসে করেন যে "তার দুই পুত্রকে জামিন স্বরূপ রেখে এবং আমাদের হিসাব মতও এগারোশ হাজার পাউণ্ডের অধিক হস্তান্তর করার পর টিপু আবার যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করবার মতলব করবেন, ইহা ভাবা কষ্ট সাধ্য।[৫৮] বাংলার গর্ভনমেণ্ট পরে স্বীকার করে যে, কুর্গের উপর

টিপুর দাবি 'ন্যায় সম্মত' এবং এও উল্লেখ করে যে "রাজার সঙ্গে সন্ধি না থাকলে তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।"[৫৯] যাই হোক, স্মরণ রাখতে হবে যে কোম্পানী রাজা বা অন্য কোন শাসকের সঙ্গে যে-কোন সন্ধি করে থাকুক না কেন তাতে টিপুর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং কুর্গের উপর তার দাবি অনড় ছিল।

হিসাবপত্র দাখিলে এবং দেয় টাকার বিনিময় হার নির্ধারণে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে টিপুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা অভিযোগও অনুরূপ মিথ্যা বলে মনে হয়। যুদ্ধ জনিত ধ্বংসকাণ্ডর দরুণ হিসাবপত্র প্রস্তুতিতে টিপুর সত্যিকারের বিঘ্ন জন্মেছিল। কিন্তু যে কাগজগুলি তিনি মিত্র পক্ষদের কাছে দাখিল করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। উইলক্স বলেন "আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসকে প্রদত্ত হিসাবপত্র (যার উপর ভিত্তি করে ১৭৯২ সালের ও পরে ১৭৯৯ সালের তফসিল তৈরি হয়েছিল) সত্য সত্যই রাজস্ব খতিয়ান থেকে সংগৃহীত হয়, এবং সেটাই টিপুর সামর্থ্যগত প্রস্তুত রাজ্যের স্থূল-আয়ের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল বিবৃতি।"[৬০] অপর দিকে মিত্র-পক্ষ খাম খেয়াল মত তাদের শর্ত চাপাতে চেয়েছিলেন. তারা যে-হিসাব পত্র প্রস্তুত করেছিলেন তা নির্ভুল ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল টিপুর নিকট থেকে যতটা সম্ভব অর্থ ও ভূমি খণ্ড আদায় করা কাজেই হিসাব প্রস্তুতির জন্য এমন সব লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিল যারা হয় দলত্যাগী নয়তো তাদের দ্বারা প্রভাবিত।

যুদ্ধ বিরতির পরও টিপু দুর্গের মেরামত ও রক্ষাব্যবস্থার কাজ চালু রেখেছিলেন, এই শেষ দফার অভিযোগটি টিপু অস্বীকার করে বলেন: "হুজুর ভুল জেনেছেন; কিন্তু তার সন্তুষ্টির জন্য দুর্গের মধ্যে একটি বুরুজ দেখলে তার ইচ্ছা হলে সেটা ধ্বংস করা যেতে পারে।"[৬১] বস্তুতঃ, মিত্র-পক্ষই যুদ্ধবিরতি চুক্তিভঙ্গের অপরাধী। প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ষ্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনা লালবাগে এবং গঞ্জামের উপকণ্ঠে লুটতরাজ চালু রাখে, কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থ গ্রামসমূহ এবারক্রম্বির সেনাদল বিধ্বস্ত করে এবং আসাদ আলী খাঁ গরমকোণ্ডার নিকটবর্তী অঞ্চলে সংঘর্ষ চালাতে থাকেন। "উকিল'রা কর্ণওয়ালিসের নিকট পুনঃ পুনঃ আপত্তি জানাবার পরই শুধু তিনি এবারক্রম্বিকে কান্নামবাড়িতে উঠে যেতে আদেশ করেন, ষ্টুয়ার্টকে লালবাগের গাছ-পালা কাটতে বা গঞ্জামের ঘরদোর ধ্বংস করতে নিষেধ জানান।[৬২] ভাউ কিন্তু তার ধ্বসলীলা চালিয়েই গেলেন। তিনি টিপুর সরবরাহ বন্ধ করেদেন এবং তার সেনাদলের বহু লোককে হত্যা করা হয়।[৬৩] টিপু কর্ণওয়ালিসকে অনুরোধ জানান, হয় ভাউকে নদীর অপরপার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তার দুষ্কার্যের জন্য শাস্তি দেওয়া হোক নয় তো "তিনি (টিপু) আরো বেশী পছন্দ করবেন, যদি হুজুর তাকে অনুমতি দেন, —বাইরে গিয়ে নিজে ভাউকে শাস্তি দিয়ে আসেন।"[৬৪] কিন্তু টিপুর এই তীব্র প্রতিবাদে ভাউর আচরণে কোন পরিবর্তন হয় নি। ভাউ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পরও লুটতরাজে ক্ষান্ত হন নি।

সন্ধিপত্র অনুমোদনের পর শ্রীরঙ্গপটম্ থেকে ভাউর প্রত্যাগমন সম্বন্ধে কর্ণওয়ালিস বলেন; "আমার ভয় থেকে যাচ্ছে যে, যাত্রাপথে তিনি অনেক অবৈধ কাজ করবেন, কারণ, তার সেনামণ্ডলী এযাবৎ সন্ধির প্রতি আনুগত্য সামান্যই দেখিয়েছে।"[৬৫]

যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও মিত্রপক্ষ চুক্তিপত্র মত তাদের করণীয় কাজ করেনি। কোয়েম্বাটোরে আত্মসমর্পণ শর্ত লঙ্ঘন করেছেন বলে টিপুর সঙ্গে কোন আলোচনা চালাতে কর্ণওয়ালিস অসম্মত ছিলেন, যতক্ষণ না গড়-সেনার মুক্তিদান করা হয়। কিন্তু পরশুরাম ভাউ কর্তৃক ধারওয়ার ও শিমোগার আত্মসমর্পণ শর্ত লঙ্ঘন বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার ৫ মাস পর, মাত্র ১৭৯২ সালের অগাষ্টে, টিপুর পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের পর বদর-উজ-জমানকে ভাউ মুক্তি দেন। কিন্তু ধারওয়ারে টিপুর "দেওয়ান" হরিদাস পাণ্টকে মুক্তি দেওয়া হয়নি এই কারণ দেখিয়ে যে, তিনি একজন দলত্যাগী এবং মহীশূরে ফিরতে অসম্মত। প্রকৃতপক্ষে হরিদাস দলত্যাগী ছিলেন না, ধারওয়ারের পতনের পর বদর-উজ-জমান খাঁর সঙ্গে বন্দী হন। মারাঠা "উকিল" গোবিন্দ রাও কালে কর্ণওয়ালিসকে জানান যে হরিদাস ইচ্ছা করলে টিপুর কাছে যেতে পারেন, এতে হরিপাণ্টের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।[৬৬] হরিদাস ব্যতীত আরো অনেক যুদ্ধবন্দী ও মহীশূরী প্রজা ছিল যাদের মিত্র সেনারা যুদ্ধের সময় জোর করে নিয়ে যায়, কিন্তু তারা মুক্তি পায়নি। অপরপক্ষে, ইংরেজরা মহীশূরের প্রতিটি ইংরেজকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল—সে দলত্যাগীই হোক্, যুদ্ধবন্দীই হোক, বা টিপুর চাকুরী জীবীই হোক্।

কর্ণওয়ালিস যখন দুর্গের অবরোধ পুনরায় আরম্ভ করার আদেশ দেন টিপু প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি হতে থাকেন। তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিরতির সময়কালের চেয়ে অনেক বেশী আশাজনক মনে হয়েছিল। কারণ, ইতিমধ্যে কমর-উদ-দিন খাঁ তার সেনাদল সহ দুর্গে প্রবেশ করে নিতে পেরেছিলেন, সঙ্গে বেদনুর থেকে আনীত রসদপত্রও ছিল। অপরদিকে ইংরেজদের অবস্থার বহু প্রকারে অবনতি ঘটেছিল। অবরোধের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের অনেকটাই ছিল লালবাগের 'সাইপ্রাস' গাছ। এগুলি এত শুষ্ক, ভঙ্গুর ও দহন-প্রবণ হয়েছিল যে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। বাগিচাটি প্রায় নির্মূল হওয়ায় নতুন যোগান বহুদূর থেকে আনতে হ'ত। এ ছাড়া, একই স্থানে প্রায় ৬ সপ্তাহ থেকে ইংরেজ শিবিরটি নোংরা হয়ে পড়েছিল।[৬৭] অনেক সেনা ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; ভয় ছিল, কিছুকাল পর তাদের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে সক্রিয় অবরোধকারীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এ জন্যই মেকেঞ্জি মন্তব্য করেন যে, টিপু যদি আর কয়েকটি মাস কাটাতে পারতেন, তবে তার শত্রুপক্ষ আসন্ন বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে অটল

থাকতে সমর্থ হ'ত না।[৬৮] সেই রকমই, নিজাম সেনাদলে ইংরেজ সেনার অধিনায়ক রেমণ্ড লেখেন ঃ "যদি তিনি (টিপু) আমার মত তার শত্রুদের অবস্থা জানতেন, তবে তার টাকা বাঁচতো, তার মনোরম প্রদেশগুলি রক্ষা পেতো"।[৬৯] এটা নিশ্চিত যে, তার সুদক্ষ গুপ্তচর বিভাগের মাধ্যমে টিপু শত্রুদের অবস্থা জানতেন এবং তিনিও কিছুকাল প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারতেন। এ সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ অরন্ত করার ভাবনা ছেড়ে দিয়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি ইংরেজদের কাছে জামিন স্বরূপ রক্ষিত পুত্রদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আতঙ্কিত ছিলেন। কর্ণওয়ালিস তাদের দুর্গে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। সুতরাং ১৮ই মার্চ সন্ধিপত্র যথারীতি স্বাক্ষর করে তৎসহ "উকিল"দের ইংরেজ শিবিরে পাঠান। পরদিন সকালে সুলতান পুত্ররা তা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্ণওয়ালিসকে প্রদান করেন। কিন্তু হরিপাণ্ট ও সিকান্দর ঝা অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন।[৭০] ২২ তারিখ সকালে কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়ে ও নিজাম এবং মারাঠাদের প্রতিনিধিদের সহ সুলতান পুত্রদের শিবিরে গিয়ে চূড়ান্ত সন্ধিপত্রের অনুমোদিত প্রতিলিপি তাদের প্রদান করেন।[৭১] মার্চের শেষাশেষি মিত্র-পক্ষের সেনাধ্যক্ষরা নিজ নিজ দেশপ্রান্তের অভিমুখে সেনাচালনা করেন। মহানুভবতা ও মানবতার নিদর্শন স্বরূপ টিপু রুগ্নদের বহনের জন্য 'ডুলি" ও বাহক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেন। শ্রীরঙ্গটমের সম্মুখে মিত্র সেনাদের অবস্থানকালে রুগ্নদের সংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭২] হরিপাণ্ট বিদায় নেবার পূর্বে টিপু তার সঙ্গে দেখা করে এই ভবিষ্যদবাণী সহ সাবধান করেন "আপনি অবশ্য জানবেন, আমি মোটেই আপনার শত্রু নই, প্রকৃত শত্রু ইংরেজরা। তাদের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকবেন"।[৭৩]

কথা ছিল, ত্রিবাঙ্কুর রাজের রক্ষার্থে এই যুদ্ধ। কিন্তু সন্ধিপত্রে তার স্বার্থ সম্পূর্ণ রূপে তুচ্ছ করা হয়েছিল। টিপুর আক্রমণের প্রধান ধাক্কা প্রথমে তাকেই সামলাতে হয়। তিনি বহুক্ষতিগ্রস্ত হন। যুদ্ধ-খরচা বাবদ ইংরেজদের ২৫ লাখ টাকা (বার্ষিক ১০ লাখ, তার বার্ষিক মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক) তাকে দিতে হয়েছিল—তাছাড়া, সৈন্য ও রসদ।[৭৪] এ সত্ত্বেও না নগদ টাকায়, না ভূখণ্ড মনে প্রাপ্তিতে, কিছুই তার জোটেনি। বস্তুতঃ তার মিত্রপক্ষীয়রা তাকে এমনি তুচ্ছ করেছিল যে তার নামটা পর্যন্ত সন্ধিপত্রে স্থান পায়নি। এজন্য রাজার এতটা আশাভঙ্গ হয়েছিল যে তিনি মন্তব্য করেন : কোম্পানীর বেশী ভাবনা টাকার জন্যই বন্ধুদের জন্য নয়।[৭৫] তার আশা ছিল, টিপু আর ইংরেজে সংঘর্ষ বাধিয়ে টিপুকে সরাবেন এবং এরূপে মালাবারে তার কর্তৃত্ব পাকা করবেন। কিন্তু বড় নিরাশায় তিনি দেখলেন, মালাবার উপকূলে ইংরেজ শক্তি দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, গোল মরিচের ব্যবসা একচেটিয়া করে নিচ্ছে। আর, এই ব্যবসাই ছিল তার আয়ের প্রধান উৎস।[৭৬] এমন কি তাকে ক্রেঙ্গানুর দখলে রাখতেও দেওয়া হয়নি, কোচীন রাজার কাছে তা হস্তান্তরিত করা হয়।

মিত্র পক্ষের তৈরি তফসিল মত টিপুর রাজ্যের রাজস্ব ছিল, 'প্রায়' ২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। সুতরাং প্রত্যার্পিত রাজ্য খণ্ডের রাজস্ব হিসাব মত ১,১৮,৫০,২৯৪ টাকা এবং প্রতিভাগে পড়ে প্রায় সাড়ে উনচল্লিশ লাখ টাকা। মারাঠা রাজ্যের সীমা আবার কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। নিজামের লাভ হ'ল কম্‌বাম, কুড্ডাপা, গেঞ্জিকটা এবং নিম্নতুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী জেলাগুলি। নিজাম গুটিও পেয়েছিলেন, কিন্তু টিপু তা রাখতে জেদ করেছিলেন ব'লে কর্ণওয়ালি-সের প্রস্তাব মত মীর আলম তার দাবি ত্যাগ করেন। ইংরেজরা বড়মহল ও দিন্দিগুল জেলা, কেলিকাট ও কেন্নানুর বন্দর সহ মালাবার উপকূলের একটা বড় অংশ এবং কুর্গ—রাজের সমগ্র রাজ্য পায়। আয়তনে তারা মিত্রপক্ষীয় অন্যান্যদের মতই ভূভাগ পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজাম ও মারাঠারা ফিরে পেয়েছিলেন তাদের পূর্বেকার সম্পত্তিই, ইংরেজরা পেয়েছিল নতুন ও আরো মূল্যবান রাজ্য। বিশেষ করে, মালাবার প্রদেশ বড় লাভজনক আয় হ'ল, কারণ, এর ছিল মসলার চাষ, কেলিকাট ও কেন্নানুরের মত উৎকৃষ্ট বন্দর আর সামরিক গুরুত্ব।[৭৭] অনেককাল যাবৎ এর উপর তাদের লোভ ছিল, এতদিনে তা হাতে আসে।

শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধি অন্যদিকে টিপুর অর্থনৈতিক, রাজস্ব গত ও সামরিক সংস্থানের গোড়া নির্মূল করে দিল। বড়মহল, পালঘাট ও কুর্গ প্রত্যর্পন করায় তার রাজ্য-রক্ষী প্রকৃতিগত আবেষ্টনী ভেঙ্গে যায়, পূর্ব পশ্চিম উভয় দিক থেকেই এখন মহীশূর আক্রমণ সহজ হ'ল। অপরপক্ষে, বড়মহল, দিন্দিগুল, সালেম হাত ছাড়া হওয়ায় টিপু কর্তৃক কর্ণাটক আক্রমণ ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[৭৮] দিন্দিগুল ও দোয়াবের উর্বর জেলা সমূহ আত্মসমর্পণ করায় রাজ্যের শস্যাগার থেকে তিনি বঞ্চিত হন। রাজ্যের অর্ধেক আয়তন কমে যায়, ক্ষতি-পূরণ বাবদ বহু টাকা দিতে হয়, এসবে তার আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এত অল্প সম্বল নিয়ে তার পক্ষে একটা বড ইয়োরোপিয় সেনাদল রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিই ওয়েলেসলির পক্ষে তাকে পরাভূত করার পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

এসত্বেও, বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি ডানডাস ও ভারতে কোম্পানীর চাকুরিতে নিযুক্ত কয়েকজন সামরিক অফিসর এই শান্তিচুক্তি পছন্দ করেন নি। ১৭৯১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে মহীশূরীদের দ্বারা কোম্পানীসেনার পশ্চাদ্-পদ হবার কথা জেনে ডানডাস কর্ণওয়ালিসকে নির্দেশ দেন, দরকার হলে যুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃক বিজিত সমস্ত কিছু ছেড়েও "সম্মান জনক শর্তে রফা" করতে।[৭৯] সেই ডানডাসই এখন শান্তি চুক্তিতে খুসী নন; তিনি চেয়েছিলেন টিপু চিরতরে ধ্বংস হোক্।[৮০] মেডোজও টিপুর পতন এবং সাবেক রাজার রাজত্বের পুনঃ সংস্থাপন চেয়েছিলেন।[৮১] মান্‌রোও খুশী ছিলেন না; তিনি চেয়েছিলেন টিপুর মূলোৎপাটন। কারণ, তার বিশ্বাস ছিল, "যতক্ষণ পর্যন্ত তার শক্তি অটুট থাকবে, আমাদের রাজ্যের প্রসার করা দূরে থাকুক, যেটুকু আছে তা হামেসাই 'গেল' 'গেল' ভাবে

রাখতে হবে। তাই, যখন সুযোগ এসেছে তখন এমন দুর্ধর্ষ শত্রুকে বিতাড়িত কেন করব না? এই রক্তবীজ যদি দূর করা না হয়, তবে এক সময় ইহা নিজামের উত্তরাধিকারী বা ভবিষ্যতে দাক্ষিণাত্যে আগত কোন মুর রাজাদের ভিতর সংক্রামিত হবে। একবার নির্মূল হলে আর মাথা তুলতে পারবার ভয় নেই"।[৮২] মানরো এই সন্ধিতে এমনই অখুশী ছিলেন যে তিনি লেখেন, "সব জিনিসই এখন নরম পন্থায় বুঝ প্রবোধ দিয়ে করা হচ্ছে; এমন ধারা চললে আর বিশ বছরের মধ্যে আমরা সবাই সাধু-সন্ন্যাসী (কোয়েকার্) বনে যাব।"[৮৩]

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কর্ণওয়ালিস এর চেয়ে লাভজনক শর্ত পেতে পারতেন না। তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে "টিপুর শক্তি ধ্বংস করা বাঞ্ছনীয় ছিল।"[৮৪] কিন্তু জানতেন, তা সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ মনে হচ্ছিল, যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকলে সুলতানেরই লাভের কারণ হবে। সত্য বটে, টিপুর বেশ কিছুটা বিপর্যয় ঘটেছিল, কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম্ দুর্গের তখনো পতন হয়নি। কর্ণওয়ালিস সেনাব্যূহ ভেদ করার সময় ও কাবেরী নদী পার হতে গিয়ে।[৮৫] যে-রকম বাধা পেয়েছিলেন এবং যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাতে দুর্গ আক্রমণকালে অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে তার কিছুটা স্বাদ অনুভব করেন। তা ছাড়া, মিত্র-পক্ষরা বহুদিন মিলিত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসাদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবং তাদের মধ্যে কেহ কেহ টিপুর সঙ্গে দস্তুর মত গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করছিলেন বলে কর্ণওয়ালিসের সন্দেহ হয়েছিল। হোলকার টিপুর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলে জানা ছিল।[৮৬] মিত্র-শক্তির সাফল্যে সিন্ধিয়া খুশি ছিলেন না; পুনাতে তার শীঘ্র শীঘ্র আগমনে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গোলমাল সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজরা শুধু টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করেনি, সন্ধির আলাপ-আলোচনায়ও তারা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এতে নিজাম, নানা ও সিন্ধিয়ার মনে দ্বেষ ও ভীতির সঞ্চার করে; সুতরাং তারা টিপুর অনুকূলে ঝুঁকে পড়েন এবং শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরেজদের চাপ দিতে থাকেন।[৮৭] এমন কি, নানা ও পরশুরাম ভাউ—যারা ছিলেন সুলতানের পরম শত্রু,—তার সমূল বিনাশ চাননি।[৮৮] এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ তখন আসন্ন এবং মনে করা হচ্ছিল যে অন্যান্য রণাঙ্গনে যোগ দেবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বর প্রদত্ত কোম্পানীর সেনাদের যে-কোন মুহূর্তে উঠিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া, প্রতি চিঠিতেই ডিরেক্টররা কর্ণওয়ালিসকে তাড়া দিচ্ছেলেন শক্তি স্থাপন করতে, কারণ, যুদ্ধের জন্য বহু ব্যয় ও কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছিল।[৮৯] বস্তুতঃ যুদ্ধ যদি আর এক বৎসর থাকতো তবে কোম্পানীর পক্ষে তা চালিয়ে নেওয়া কঠিন হ'ত এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে যেতো। ইতিমধ্যে ৬ মাসের ভিতরই অব ক্যালকাটা টাকাকড়ি প্রদান বন্ধ করেছিল, এর প্রতিশ্রুতি—কাগজের দাম শতকরা ৪০

কমে গিয়েছিল।[২০] তারপর, শ্রীরঙ্গপটমের অধিকারী হতেও কর্ণওয়ালিসের ভয় ভাবনা হচ্ছিল। কারণ ছিল এর শাসন-সমস্যা, আর ভারতীয় রাজশক্তিদের ঈর্ষার পাত্র হতে অগ্রসর হওয়া। এজন্য প্রায়ই তিনি বলে উঠতেন "হায় ভগবান্! স্থানটা নিয়ে আমি করবো কী?"[৯১]

এ অবস্থায় সন্ধি স্থাপন করাই কর্ণওয়ালিসের সবচেয়ে ভাল পন্থা ছিল, যে সব শর্ত সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন তাও তার প্রাপ্তিসাধ্য মত উৎকৃষ্ট ছিল। এজন্যই ডানডাসকে তিনি লিখতে পেরেছিলেন: "আমরা অবশেষে ভারতের যুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে শেষ করলাম, এবং আমার মনে হয় যে-কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের আশানুরূপ লাভজনকভাবে। আমরা শত্রুকে খর্ব করেছি, মিত্রদের অতিমাত্র বাড়িয়ে তুলিনি।"[৯২]

টিপুর পরাজয়ের কারণ

একটা জোরালো জোটের বিরুদ্ধে টিপু প্রায় দু'বছর ধ'রে বীরের মত লড়েছিলেন। তিনি ফ্লয়েডকে পরাজিত করেন, মেডোজ ও মেক্লোয়েল উভয়কেই বিভ্রান্ত করে তাদের মহীশূর আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল করে দেন। মান্‌রোর মতে, "এই ভদ্রলোকরা নিজেরাই সাধারণ সৈনিকের মতই নিশ্চিত জানতেন, টিপু তাদের কত তুচ্ছ করতেন এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করতেই বা এমন কী বাহাদুরি ছিল। তাদের একজন, কি দু'জন বেরিয়ে আসতো, সেকেলে গাদা বন্দুকধারী রোমক প্রেতাত্মার মত অদ্ভূত মাথামুণ্ডহীন কিছু একটা ছুড়ে সেনাদের সামনে কামান বন্দুক পেতে তা ধ্বংস করাতো, তারপর অভিযানের বাকি ভাগটা সেই অদৃশ্য শক্তির তল্লাসে কাটাতো এবং বলতে থাকতো "আরে বৃষটা গেল কোন দিকে?"[৯৩]

যাই হোক, কর্ণওয়ালিস দাক্ষিণাত্যে আসবার পর যুদ্ধের মোড় টিপুর বিরুদ্ধে ঘুরে যায়। কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে ছিল গভর্ণর জেনারেলের পদমর্যাদা এবং বৃহত্তর ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। মেডোজের চেয়ে আরো বেশী ছিল তার দুঃসাহস, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও দ্রুতক্রিয় বিচার বুদ্ধি। তিনি মারাঠাদের আরো সক্রিয় করতে পেরেছিলেন। তবু পরম সাহসের সঙ্গে টিপু তীব্র কখনো তীব্রতর, আঘাত হেনে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৯১ সালের মে মাসে কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণ করতে গেলে টিপু সমর কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন। ইংরেজসেনার প্রান্তদেশে লেগে থেকে, তাদের চলার পথের চারদিক বিধ্বস্ত ক'রে টিপুর অশ্বারোহীরা তাদের হয়রানির একশেষ করেছিল। তারপর, শ্রীরঙ্গপটমের সামনে টিপু এমনি কঠিনভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যে কর্ণওয়ালিস ফিরে যেতে বাধ্য হন। শ্রীরঙ্গপটমের সামনে গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের সংঘর্ষে টিপু আবার বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে "এমনভাবে তার রাজধানী রক্ষা করেছিলেন,

যা তার পিতার, তার নিজের ও তার একমাত্র অনুগত রাষ্ট্রেরই যোগ্য।"[২৪] তার সেনাধ্যক্ষরাও বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে হাইদর ফরিদ-উদ্-দিনের সেনা ধ্বংস করে গরমকোণ্ডা পুনঃ দখল করেন এবং কমর-উদ্ দিন খাঁ মন্দাগিরিতে এক মারাঠা সেনাদল বিচ্ছিন্ন করে কোয়েম্বাটোর আবার অধিকারে আনেন। ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২-তে প্রবল শত্রুদলের বেড়াজাল যখন সুলতানের চারদিকে গুটিয়ে আসছে তখন মহীশূরী অশ্বারোহীদের একটা ক্ষুদ্রদল এবারক্রম্বের শিবিরের প্রচুর জিনিসপত্র অনেকটা কবলে এনেছিল এবং কর্ণেল ফ্লয়েড শিবিরের সাহায্যার্থে না এলে সব কিছুই নিয়ে নিতে পারতো।[২৫] মানরো লেখেন "কর্ণেল তাকে (এবারক্রম্বিকে) এতই আতঙ্কিত দেখেছিলেন যে, মনে হয়েছিল তিনি সমগ্র অষ্ট্রিয়ান সেনামণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ছ'টির মত ''লুটেরা" ধরবার জন্য ওত পেতে আছেন—যে 'লুটেরাটি' ধরেতে পেরেছিলেন সে অবশ্যই একটি বোকারাম ছিল।"[২৬]

এইসব কীর্তি সত্ত্বেও টিপুর পরাজিত হবার অনেক কারণ ছিল। কর্ণওয়ালিসের আক্রমণকে বাধা দেবার জন্য তিনি তার রাজ্যে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেননি। ফরাসীদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে পণ্ডিচেরীর কাছে অমূল্য সময় নষ্ট করেছিলেন এই ভেবে যে, যতক্ষণ তিনি কর্ণাটকে আছেন ততক্ষণ কর্ণওয়ালিস মহীশূর আক্রমণের চেষ্টা করবেন না। তিনি বেঙ্গালোরও যথাযোগ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেননি এবং তার পতন ঘটান। এ ছাড়া, শ্রীরঙ্গপটমের সম্মুখের রক্ষা-ব্যবস্থা যথোপযুক্ত সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় ছিল না।[২৭] ১৭৯১ সালের ১৫ই মে আরিকিয়ারের যুদ্ধে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করার পর আক্রমণ চালিয়ে যেতে না দিয়ে তিনি আরো ভুল করেন। তখন ইংরেজসেনারা দুর্বল, ক্লান্ত ও মনোবলহীন ছিল। আর একটা ভুলও তার হয়েছিল। শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণে কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার যাত্রাকালে তিনি কোন বাধাই দেন নি। এটা যথাযোগ্য সামরিক-কৌশল নয়। এর ফলে, একটা গুলিও না ছুড়ে ইংরেজসেনা তার রাজধানীর অল্প কয়েক মাইলের মধ্যে শিবির স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। আসলে, টিপুর উচিত ছিল "তার রাজধানী রক্ষার্থে একজন দৃঢ়চিত্ত নেতার অধীন পর্যাপ্ত সেনা রেখে সেনাদলের বেশীর ভাগটাই ইংরেজ সেনার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য পাঠানো।"[২৮] কিন্তু তার বদলে তিনি তার রাজধানীর অবস্থানস্থল দ্বীপটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের উপরই বেশী ভরসা রেখেছিলেন।

ইউরোপিয় বিজ্ঞান ও সংগঠন ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতাও টিপুর পরাজয়ের কারণ ছিল। যদিও টিপু তার সেনাদের আধুনিক রূপায়ণ করেছিলেন, তাদের পদাতিক ও গোলন্দাজ দল তখনো ইংরেজসেনার চেয়ে নিম্নমানের ছিল। তিনি ফরাসী ইনজিনিয়রদের সাহায্যে বহুব্যয়ে দুর্গগুলির উন্নতি ও কোন কোন ক্ষেত্রে নবনির্মাণও করেন। মহীশূর রক্ষাব্যবস্থায় সেগুলির স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু যতই

সুদৃঢ় হোক, তা প্রাচীন অবরোধকারী ইংরেজসেনাদের কামানের মুখে বিদীর্ণ হয়ে রাস্তা খুলে দিত।

কিন্তু টিপুর পরাজয়ের মুখ্য কারণ ছিল, তাকে প্রচণ্ড শক্তি বৈষম্যের ভিতর লড়তে হয়েছিল। শুধু যদি ইংরেজদের' সঙ্গেই তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতো তবে তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হতেন। সন্দেহ নেই, তাদের পদাতিক গোলন্দাজসেনা উৎকৃষ্টতর ছিল ; কিন্তু ভারসাম্যে পূর্ণতর মাত্রা রক্ষা হয়েছিল টিপুর সেনাদের সংখ্যাধিক্যে, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর উন্নতিসাধনে এবং সর্বোপরি তার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনাবাহিনীতে। কর্ণওয়ালিসকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, টিপুর 'লুটেরা' দল পৃথিবীর সেরাসেনা, কারণ শত্রু সেনাদের নাকাল করার জন্য তারা সর্বদাই কিছু একটা করছেই।[৯৯] ১৭৮৫-৮৭ সালে টিপু মারাঠা-নিজাম মিলিত শক্তি পরাভূত করেন। দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ ইংরেজরা তার নিকট শান্তিসন্ধি যাচনা করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের প্রথম পর্বেও টিপুরসেনা ইংরেজসেনার চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রমাণিত হয়, আর এই ইংরেজসেনা ছিল "ভারতের রণাঙ্গনে কখনো ব্যবহৃত সেনার মধ্যে সবচেয়ে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ।"[১০০] যুদ্ধে যখন থেকে মারাঠারা ও নিজাম আরো সক্রিয় হতে আরম্ভ করে, মাত্র তখন থেকেই টিপুর হার শুরু হয়। কর্ণওয়ালিস স্বীকার করেছিলেন যে, টিপুর নিকট থেকে ফ্লয়েডের পলায়ন এবং মহীশূর আক্রমণে মেডোজের ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই ছিল যে মারাঠারাও নিজাম ' টিপুর রাজ্যে প্রবেশে মন্থরতা দেখিয়েছিল।"[১০১] অন্যদিকে মানরোর মতে "মারাঠাদের সহায়তা ছাড়া কর্ণওয়ালিস টিপুকে নত করতে পারতেন না।"[১০২]

সত্য বটে, নিজাম ও মারাঠা সেনাদের সাজসরঞ্জামের দৈন্যতা ছিল, তাদের ভিতর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল, কিন্তু তারা ইংরেজদের খুবই প্রয়োজনে লেগেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী বিভাগ খুব দুর্বল ছিল, কিন্তু এই ত্রুটি মিত্র-পক্ষীয়দের অশ্বারোহীসেনা পুষিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া, নিজাম ও মারাঠাসেনারা বিভিন্ন দিকে পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করে টিপুর বহু সেনা ব্যাপৃত রাখে, তা না'হলে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হতে পারতো। তারপর, মহীশূর রাজ্যের বড় বড় অংশ দখল করে তারা টিপুর নতুন নিযুক্ত সেনা, অর্থ ও রসদ সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে ইংরেজদের হাতে কর্ণাটক ও বঙ্গদেশের সরবরাহ সম্পদ ছিল। এ সব দেশ মহীশূরের মত যুদ্ধের ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়নি। তারা ইংল্যাণ্ড থেকেও প্রচুর ধন, জন ও অস্ত্রশস্ত্র পেতো। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ত নিজাম ও মারাঠা রাজ্য থেকে প্রাপ্ত প্রভৃত উপকরণ। লোকবলে ও মাল-মসালায় প্রায় অন্তহীন সম্পদশালী এরূপ একটা সমাবেশের বিরুদ্ধে টিপু গুরুতর বিপত্তি বোধ করতেন। সত্য বটে, যুদ্ধের প্রধান ঝক্কি ইংরেজদেরই নিতে হয়েছিল' কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, ১৭৯১ সালের মে মাসে

ইংরেজসেনা যখন শ্রীরঙ্গপটম থেকে পশ্চাদপদ হচ্ছিল তখন মেলুকোটে মারাঠারা সময় মত এসে না পৌঁছলে কর্ণওয়ালিসের দশা হ'ত বেইলি ও ব্রেইথওয়েটের মত ; অথবা অন্তত: পক্ষে, "যে মাসে শ্রীরঙ্গপটম থেকে পশ্চাদপদ হয়ে এদের ছাড়া তিনি আর কখনো বেঙ্গালোর পেরিয়ে পা বাড়াতে পারতেন না।"[১০৩]

টীকা

১। মাঃ রেঃ, মিঃ ক., ১লা মার্চ, ১৭৯১, টিপু কর্ণওয়ালিস কে ১৩ই ফেব্রুয়ারি খণ্ড ১৪৫ বি, পৃঃ ৯৬৫-৯৬৭।

২। ঐঃ, সেটার জবাব, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯১, পৃঃ ৯৬৯।

৩। নেঃ আঃ, মূল রেঃ. নং ৬৩, টিপু কর্ণওয়ালিসকে, ৩রা মার্চ ১৭৯১, প্রাপ্ত।

৪। "হোম্ মিঃ সিরিজ" ৪৩৫ রিচার্ড জনসন ডানডাসকে ১১ই মে, ১৭৯১, ফারবারের "জন্ কম্পেনী এট্ ওয়ার্ক" পৃঃ ২৪৮, তে উদ্ধৃত।

৫। নেঃ আঃ মূল রেঃ, নং ৮৫, টিপু কর্ণওয়ালিসকে, ২৭শে মার্চ, ১৭৯১ ; নেঃ আঃ, প. প্রঃ, ২৯শে এপ্রিল, ১৭৯১, কঃ নং ৭, টিপু কর্ণওয়ালিসকে এবং তার জবাব।

৬। ঐঃ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯১, কঃ নং ১০, দ্য ফ্র্যা কর্ণওয়ালিসকে।

৭। ঐঃ, নং ১১, কর্ণওয়ালিস দ্য ফ্র্যাকে আরো দ্রষ্টব্যঃ আঃ নেঃ সি[২] ২৯৫, নং ১০-১৯ টিপু ও দ্য ফ্র্যার শান্তি প্রচেষ্টা।

৮। নে. আঃ, মূল রেঃ, নং ২০৩, ১৭ই মে, ১৭৯১।

৯। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ১৭ই জুন, ১৭৯১, কর্ণওয়ালিস টিপুকে ২৯শে মে, খণ্ড ১৪৯ বি, পৃঃ ৩০২৭-৩১।

১০। ঐঃ, পৃঃ ৩০১৯-২১।

১১। ঐঃ, পৃঃ ৩০৩২-৩০৩৩।

১২। ডিরম, পৃঃ ৫।

১৩। পুঃ রেঃ ক; (111), নং ২৯২।

১৪। নেঃ আঃ, মূল রেঃ, নং ৩৭৯।

১৫। ঐঃ, নং ১৬।

১৬। ঐঃ, নং ৩৮১, বক্সী বেগম টিপুকে।

১৭। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ২৪শে নভেম্বর, ১৭৯০, টিপু আনন্দ রাও রাস্তেকেঃ কঃ নং ১৫।

১৮। ঐঃ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯১ কঃ নং ১৩ নানা আলী রেজা খাঁকে।

১৯। পঃ আঃ পাণ্ডুঃ, নং ১৫৬৩, রেমণ্ড দ্য ফ্র্যাকে, ২৯শে ডিসেম্বর ১৭৯১, নে আঃ, মূল রেঃ, নং ২৪৬, টিপু নিজাম ও ইংরেজদেরও লিখেন।

২০। রস, "কর্ণওয়ালিস," (11), পৃঃ ১০৩।

২১। ঐঃ, পৃঃ ১০৭-১০৮, ১১৯-১২০, মাঃ রেঃ পঃ বার্তা ইংলণ্ডে, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯০, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৬-৩২৭।

২২। নেঃ আঃ, মূল রেঃ নং ১৯ ; মঃ রেঃ মিঃ কমঃ, ২৪শে জানুয়ারি, ১৭৯২, টিপু কর্ণওয়ালিসকে, ৭ই জানুয়ারি, খণ্ড ১৫৮ বি, পৃঃ ৪২৯-৪৩০।

২৩। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস টিপুকে, ৪৩১-৪৩২।

২৪। নেঃ আঃ, মূল রেঃ, নং ৪৩, টিপু কর্ণওয়ালিসকে। এরূপে একটি পত্র মারাঠীতে টিপু পেশোয়াকেও পাঠান (মূল রেঃ নং ৪৮)।

২৫। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৪২৪।
২৬। ঐঃ, নং ৪৩৩ ; নেঃ আঃ, মুল রেঃ, নং ৮৮, টিপু কর্ণওয়ালিসকে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২।
২৭। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নঃ ৪৩৭।
২৮। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ১০৬, পৃঃ ১, টিপু ও মিত্রপক্ষদের ভিতর শান্তির শর্ত ঠিক করার জন্য মিলিত বৈঠকের কার্যবিবরণী এটি। এই বৈঠক ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ই এপ্রিল, ১৭৯২ পর্যন্ত বসে। ইহা কেন্নাওয়ের লিখিত।
২৯। ঐঃ পৃঃ ২ ; পরাসনিস, "ইতিহাস সংগ্রহ," (ii), হরিপান্ট নানাকে, ২০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২।
৩০। ঐঃ, মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ১০৬ পৃঃ ৫।
৩১। ঐঃ, পৃঃ ৬-১১ ; পারসনিস, "ইতিহাস সংগ্রহ" (ii), হরিপান্ট নানাকে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২।
৩২ ঐঃ।
৩৩ মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ১০৬, পৃঃ ১২।
৩৪ ঐঃ, পৃঃ ১৯।
৩৫ ঐঃ পৃঃ ১৪-১৬।
৩৬ ঐঃ, পৃঃ ৫ ১৪, ১৬। কর্ণওয়ালিস আবদুল খালিফ ও মুইজুদ্দিনের বয়স যথাক্রমে দশ ও আট বলেন। (রস, (ii), পৃঃ ১৫২)।
৩৭। এচিসন, "ট্রিটিজ", (ix), পৃঃ ২১০-২১১।
৩৮। ডিরম পৃঃ ২২৬-২৩০।
৩৯। ঐঃ, পৃঃ ২৩ ; "হাকিকত্" পৃঃ ২৩০-২৩১, পরাসনিক, "ইতিহাস সংগ্রহ," (ii), হরিপান্ট নানাকে। নানাকে লেখা এ সময় হরিপান্টের কোন কোন পত্রে তারিখ নেই।
৪০। ডিরম, পৃঃ ২৩০।
৪১। ঐঃ, পৃঃ ২৩৩ ;
৪২। মাঃ রেঃ মিঃ সাণ্ডিজ খণ্ড ১০৬, পৃঃ ২৪ ২৮।
৪৩। এস্থান বেঙ্গালোরের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজ) সালেম জেলায়।
৪৪। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিজ খণ্ড ১০৬ পৃঃ ৫০-৩৩।
৪৫। উইলকস (ii) পৃঃ ৫৫৩।
৪৬। মাঃ রেঃ মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ডঃ ১০৬ পৃঃ ৩৫।
৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৫৯, পূর্বে।
৪৮। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ১০৬, পরিশিষ্ট ১২ পৃ. ৫১ ও পরে।
৪৯। ঐঃ, পৃঃ ১২, ১৬।
৫০। ঐঃ পৃ. ৩৫।
৫১। ঐঃ, পৃঃ ৩৬।
৫২। ঐঃ পৃঃ ৮১-৮২। শুধু টিপুর রাজ্যের নয়, তার মুদ্রার মূল্যায়নও মতানৈক্যের বিষয় ছিল। শেষে, কর্ণওয়ালিস স্থির করেছিলেন যে, টিপুর মুদ্রার দাম হবে যে-দাম অনুযায়ী তিনি দিতে চান, আর মিত্রপক্ষকে দামে দাবি করেন তার মাঝামাঝি। এই সূত্রমত বিয়োগফল টিপুর সঙ্গে ভাগাভাগি হবে। (ডিরম, পৃঃ ২৩৮)।
৫৩। ডিরম, পৃঃ ২৩৪ ২৪৪-২৪৫।
৫৪। মাঃ রেঃ মিঃ কঃ ১৭ই জুন, ১৭৯১, কর্ণওয়ালিস টিপুকে, ১৯শে মে, খণ্ড ১৪৯ বি, পৃ. ৩০২৭-৩০৩১।
৫৫। মাঃ রেঃ মিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ১০৬, পৃঃ ৩৭।
৫৬। মিল, (v), পৃঃ ৩২১।

৫৭। "তারিখ-ই-কুর্গ" ফঃ ৬৬-এ, ৬৭-বি।
৫৮। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৪ঠা অগাষ্ট, ১৭৯২. কঃ নং ২, কর্ণওয়ালিস ওক্‌লেকে।
৫৯। ঐঃ, ২০শে জুন, ১৭৯৮, কঃ নং ৮৩, বেঙ্গল বম্বেকে, ১৪ই জুন, ১৭৯৮।
৬০। উইলক্‌স, "রিপোর্ট অন দি ইনটেরিয়ার এডমিনিষ্ট্রেসন অব মাইশোর" অনুচ্ছেদ, ১৪৬।
৬১। ডিরম, পৃঃ ২৩৬।
৬২। মাঃ রেঃ, মিঃসাণ্ড্রিজ, খণ্ড ১০৬, পৃঃ ২১, ২৪-২৫।
৬৩। খারে, (IX), পৃঃ ৪৪৭৮।
৬৪। ডিরম, পৃঃ ২৪৬, খারে (IX), পৃঃ ৪৪৯৮, বলেন যে ভাউ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়া দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু শান্তি-সন্ধি আসন্ন বলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।
৬৫। পুঃ রেঃ কঃ, (III), নং ৪৪৯।
৬৬। মেলকম, "পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" (ii), পৃঃ XLI—XLII।
৬৭। ডিরম, পৃঃ ২৪০।
৬৮। মেকেঞ্জি, (II), পৃঃ ২৩৫-২৩৬।
৬৯। পঃ আঃ পাণ্ডুঃ; নং ৫৩০৩, রেমণ্ড স্তু ফ্র্যান কে, ২৬শে মে, ১৭৯২।
৭০। ডিরম, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।
৭১। মেলকম, "পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," (II), পৃঃ (XLI)।
৭২। ঐঃ, পৃঃ (XLIII)।
৭৩। সরদেশাইর উদ্ধৃতি, "নিউ হিষ্ট্রি অব দি মারাঠাজ," (III), পৃঃ ১৯২।
৭৪। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১৩ই জুলাই, ১৭৯১, কঃ নং ১১, ১২; ইঃ হিঃ রেঃ কাঃ, (XIX) রঃ নং ৪, পৃঃ ১৪৬; মেনন "হিষ্ট্রি অব ট্রেভাঙ্কুর" পৃঃ ২৩৯-২৪০।
৭৫। মেনন, "হিষ্ট্রী অব ট্রেভাঙ্কুর," পৃঃ ২৪০।
৭৬। ফারবার "জন কম্পেনী এর্ট ওয়ার্ক", পৃঃ ২৪৭।
৭৭। মালাবারের নিট রাজস্ব ২৫ লাখ টাকাও বম্বে গভর্ণমেণ্টের পরম লাভ (পাঃ রে অঃ, ৩০/১১/১৫১, কর্ণওয়ালিস ডানডাসকে ১৭ই মার্চ, ১৭৯১, ফঃ ১১৩এ-১৪এ)।
৭৮। ঐঃ।
৭৯। বোর্ডের গোপন-পত্র, (I), ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১, "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পোনী" পৃঃ ৬৮, পাদটিকা, ৭ তে ফিলিপস কর্তৃক উদ্ধৃত।
৮০। ফারবার, "ডানডাস," পৃঃ ১২৮-১২৯। যুদ্ধের প্রথমে ডানডাস টিপুর শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ চাইতেন, "কারণ, জোড়াতাড়া লাগানো শান্তি ভাল ব্যবস্থা নয়।" (ফিলিপস্ কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৮, পাদটিকা, ৫)। কিন্তু এখন তিনি তার পূর্বমত পুনঃ গ্রহণ করলেন।
৮১। পাঃ রেঃ অঃ, ৩০।১১।১২৫, মেডোজ কর্ণওয়ালিসকে, ১৭ই জানুয়ারি, ১৭৯১, ফঃ ৩৫ বি। মেডোজ গুলি করে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ, তার বিচার মত, টিপুকে হাল্কা শর্ত দেওয়ায় তিনি বিচলিত হন, কিন্তু এটা বেশী সম্ভব যে, ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে টিপুর প্রতি রক্ষা বেষ্টনীতে বিশৃঙ্খল আক্রমণ চালাবার লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করতে চান। (দ্রষ্টব্যঃ, আঃ নেঃ, সি২ ২৪২, স্তু ফ্র্যাঁ মন্ত্রীকে, ৫ই মার্চ, ১৭৯২, নং ৬৮)।
৮২। গ্লিগ "মানরো," (I), পৃঃ ১২৩-১২৪।
৮৩। ঐঃ, পৃঃ ১৩১।
৮৪। রস, কর্ণওয়ালিস, (II), পৃঃ ১৪৫।
৮৫। পারসনিস, "ইতিহাস সংগ্রহ", (II), হরিপান্ট নানাকে; পঃ আঃ পাণ্ডুঃ, নং ৫৩০৩ রেমণ্ড স্তু ফ্র্যাঁকে, ২৬শে মে, ১৭৯২।

৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ১৭১ পূর্বে।
৮৭। আঃ নেঃ, সি২ ২৪২, দ্য ক্র্যা মন্ত্রীকে, ৫ই মার্চ, ১৭৯২ নং ৬৮।
৮৮। পঃ প্রঃ, ২১শে মার্চ, ১৭০২, মেলট কর্ণওয়ালিসকে কঃ নং ৬; ডাফ, (ii), পৃঃ ২১৫; পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩৪৪, ৩৮৫।
৮৯। দ্রষ্টব্যঃ ২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯১ প্রেরিত সরকারী সংবাদ যাতে কর্ণওয়ালিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় "শীঘ্র সন্ধি করতে, যা কোম্পানীর অর্থ ও স্বার্থের জন্য প্রয়োজন।"
৯০। আঃ নেঃ, সি২ ২৯৯ দ্য ক্র্যা মন্ত্রীকে, মার্চ, ১৭৯২, নং ৭৭।
৯১। 'গ্লিগ "মানরো" (i), পৃঃ ১৩১।
৯২। রস,"কর্ণওয়ালিস", (ii), পৃঃ ১৫৫।
৯৩। গ্লিগ, "মানরো", (i), পৃঃ ১৩২।
৯৪। পঃ আঃ পাণ্ডুঃ, নং ৫৩০৩ রেমণ্ড দ্য ক্র্যাকে, ২৬শে মে, ১৭৯২।
৯৫। গ্লিগ, "মানরো," (i), পৃঃ ১৩৩।
৯৬। ঐঃ।
৯৭। আঃ নেঃ, সি২ ২৪২, দ্য ক্র্যা মন্ত্রীকে, ৫ই মার্চ, ১৭৯২, নং ৬৮; ফরটেস্কু, (iii), পৃঃ ৫৯৪।
৯৮। ফরটেস্কু, (iii), পৃঃ ৫৯৪।
৯৯। গ্লিগ, "মানরো" (i), পৃঃ ১৩৩।
১০০। রস, "কর্ণওয়ালিস," (ii), পৃঃ ৫২।
১০১। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১৩ই, অক্টোবর, ১৭৯০, কর্ণওয়ালিস মেলেটকে, ১১ই অক্টোবর, কঃ নং ১৮।
১০২। গ্লিগ, "মানরো," (i), পৃঃ ১৩২।
১০৩। ঐঃ।

১৭

যুদ্ধের পরিণাম

শ্রীরঙ্গপটম থেকে মিত্রসেনা প্রস্থান করার পর টিপু যুদ্ধজনিত ক্ষতি সংস্কারে, অবাধ্য "পলিগার"দের দমনে এবং মিত্রপক্ষদের অবশিষ্ট বিপুল দেনা পরিশোধের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি রাজকোষ থেকে এক কোটি দশ লাখ টাকা দিয়েছিলেন; বাকিটার সম্বন্ধে তার মন্ত্রীদের পরামর্শ মত ঠিক করেন যে, তার সেনাদল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান হিসাবে ষাট লাখ টাকা এবং এক কোটি ষাট লাখ টাকা অসামরিক অফিসার ও মহীশূরের জনগণ উঠিয়ে দেবে।[১] এই ব্যবস্থা অবলম্বনে টিপু মিত্রপক্ষদের সমস্ত দেনা ঠিক সময়মত শোধ করতে সমর্থ হন। ১৭৯৪ সালের মার্চ মাসে সুতরাং কেপ্টেন ডাভটনের সঙ্গে সুলতান পুত্ররা ফিরে এসেছিলেন। ডাভটনই মাদ্রাজ থাকবার কালে সুলতান পুত্রদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন। সুলতান শ্রীরঙ্গপটম থেকে দেবনহাল্লিতে উপস্থিত হন, সেখানেই ডাভটন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রত্যর্পণ করেন।[২] ডাভটন ও অন্যান্য যারা সুলতান পুত্রদের দেখাশোনা করেছিলেন তাদের মূল্যবান পারিতোষিক দিয়ে বিদায় জানানো হয়। সুলতান পুত্রদের প্রত্যাগমন স্মরণীয় করার জন্য এক সপ্তাহ পর উৎসবাদি হয়; টিপু তার অফিসারদের যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব অনুযায়ী পদবি, মর্যাদ ও উপহার দান করেন।[৩]

বিদ্রোহ দমন:

তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের সময় মহীশূরের কয়েকজন "পলিগার" স্বাধীনতা ঘোষণা করে। টিপু যাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এমন কয়েকজন মিত্র-পক্ষদের সাহায্যে সম্পত্তি ফিরে পান। তাই, যুদ্ধ শেষ হলে যে সব বিদ্রোহীরা তখনো তার প্রজা তাদের দমন করবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৭৯৩ সালের প্রারম্ভে তিনি সৈয়দ গফরকে বুখোপ্পা নায়েকের বিরুদ্ধে পাঠান। নায়েক নিজেকে হরপণাহাল্লির 'পলিগারের' আত্মীয় বলে জানাতেন উচ্চঙ্গি দুর্গ কেল্লা।[৪] অবরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু সৈয়দ গফর ভীষণ ভাবে পরাভূত হলে কমর-উদ্-দিন্ খাঁকে বড় একটা সেনাদল সহ পাঠানো হয়। তার প্রস্তাব মত আবার অতিরিক্ত সেনা পাঠানো হয় খাঁ জাহান খাঁর নেতৃত্বে। এ সত্ত্বেও গড়-সেনা জোর প্রতিরোধ চালায় এবং তিন মাস পরই শুধু দু'টি বিভিন্ন ও যুগপৎ আক্রমণে দুর্গ দখল হয়।[৫] দুর্গাধিপতি বুখোপ্পা নায়েক ৪০০ জন সেনা সহ বন্দী হন,

দুর্গ-প্রাচীর ভূমিস্মাত করা হয়। সুলতানের নির্দেশ মত কমর উদ্-দিন লোক শিক্ষার্থে কোন কোন বন্দীর হাত পা কেটে ফেলেন, কয়েকজনকে নপুংসক বানিয়ে দেওয়া হয়।[৬]

উচ্চঙ্গি দুর্গ দখলের পর, হরপণাহাল্লির সুবেদার বাবর জাঙ্গ ফিরে আসেন এবং এনাগণ্ডি ও কনকগিরি শহর পুনরুদ্ধার করেন। তিনি এতদিন চিতল দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু কনকগিরির "পলিগার" সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করায় তার ভূ-সম্পত্তি বিরিয়ে দেওয়া হয় এবং রাজানুগ্রহ হিসাবে তিনি "খিলাত" ও হাতি পান। ইতিমধ্যে সৈয়দ সাহেব যে সব বিদ্রোহী মন্দাগিরি, রাখলেন গিরি ও অন্যান্য স্থান হস্তগত করেছিল তাদের দমনে ব্যাপৃত থাকেন। প্রায় ৩ মাস যুদ্ধাদির পর ঐস্থান গুলির পুনরুদ্ধার হয়; সেই স্থানের নেতাদের নাকও কান কাটা যায়।[৭]

ধুন্দিয়া ওয়াগ

মারাঠা বংশীয় ধুন্দিয়া ওয়াগ্ মহীশূরের ছন্নাগিরিতে জন্মেছিলেন। তিনি হায়দর ও টিপুর সেনাদলে অশ্বারোহী হিসাবে কাজ করতেন, কিন্তু তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে তিনি ও তার কিছু অনুগামী প্রচুব লুটের মালপত্র নিয়ে টিপুর চাকুরি ছেড়ে যান। তিনি উত্তর দিকে গিয়ে লক্ষ্মীশ্বর দেশাইর আশ্রয় নেন। যুদ্ধ শেষে মারাঠাসেনা যখন ফিরে আসে তখন তিনি একদল লুটেরা একত্র করে ধারওয়ারের আশে-পাশে জোরপূর্বক কর আদায় করতে থাকেন। জানুয়ারি ১৭৯৩-র প্রথম দিকে তিনি হাভেরি অবরোধ করে পরে সেভানুর ও অন্যান্য স্থান দখল করেন। অতঃপর শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি অনুযায়ী মারাঠাদের প্রাপ্য ভূখণ্ডগুলিতে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে থাকেন।[৮] সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তিনি গোপন সাহায্য চেয়ে তার এক আফগান প্রতিনিধিকে টিপুর নিকট প্রেরণ করেন, সাহায্যের বদলে তিনি টিপুকে ক্ষুদ্র রাজ্য সেভানুরের সমগ্রটা উদ্ধার করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু টিপু তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাননি।[৯]

ইতিমধ্যে ধুন্দিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ পুনা গভর্ণমেণ্টকে আতঙ্কিত করে এবং ধণ্ডুপান্ট গোখলেকে পাঠানো হয় তাকে পরাস্ত করার জন্য। ধুন্দিয়া পরাজিত হয়ে শেষকালে এমনই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তার ২০০ জন অশ্বারোহীর সমগ্র দল সহ টিপুর চাকুরিতে যোগ দেবার সঙ্কল্প করেন। জুন, ১৭৯৪ তিনি শ্রীরঙ্গপটমের নিকট পৌছে সুলতানকে তার শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অগ্রসর হন। তিনি সাদর সম্ভাষণ পান এবং একটা সামরিক নেতৃত্বের কাজে নিযুক্ত হন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তিনি শেখ আহমদ নামে পরিচিত হন, কিন্তু তার অনুরোধমত তাকে মালিক জাহান খাঁ নামে ডাকা হ'ত। অল্পকাল পরেই কিন্তু টিপুর কুনজরে পড়ে যান এবং কারা বন্দী হন।[১০] কিন্তু তার প্রতি ভাল ব্যবহার

করা হ'ত। বস্তুতঃ, টিপু তাকে মুক্তি দিয়ে সেনাদলের একজন অফিসর বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মীর সাদিক তাকে এই বলে বিরত করেছিলেন যে ধুন্দিয়া লোকটি ভয়ঙ্কর, বন্দী থাকাই ভাল।[১১] ধুন্দিয়া ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপটমের পতন পর্যন্ত জেলে ছিলেন। তারপর তিনি পালিয়ে যান এবং একদল দুঃসাহসিক লোকের নেতা হয়ে ইংরেজদের কয়েক মাস বেশ জ্বালাতন করেন। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮০০ সালে কর্ণেল ওয়েলেসলির সঙ্গে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।[১২]

মারাঠাদের সঙ্গে সম্পর্ক

টিপু শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধির পর তার রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগ দেবার জন্য শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন। দুই বৎসর স্থায়ী যুদ্ধে তাকে ঐসব ব্যাপারে অবহেলা করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে থাকতে এবং তাদের সঙ্গে ঝগড়া বিরোধ আপোষে মীমাংসা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার কর্ম-নীতি ছিল নিজাম—মারাঠা বিবাদে নিরপেক্ষ থেকে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে পরশুরাম ভাউর সেনাদের মহীশূর রাজ্যে ধ্বংসলীলা আমরা দেখেছি। কিন্তু সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরও মারাঠারা কৃষক ও গবাদিপশু হরণ ও মহীশূর দেশ লুণ্ঠন করতে বিরত হয়নি।[১৩] শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিতে সুন্দা তাদের ভাগে না পড়লেও তারা তা পরিত্যাগ করে যায়নি, এবং মহীশূরের অনেক গ্রাম ও "তালুক" দখলে রাখতে থাকে।[১৪] এ ছাড়া, ধারওয়ারের আত্মসমর্পণের পর অন্যায় ভাবে কারারুদ্ধ বদর-উজ্‌জমানকে মুক্তি দিতে তারা দেরি করছিলো।[১৫] মাত্র কর্ণওয়ালিসের পুনঃ পুনঃ তীব্র আপত্তির পর বদর-উজ্‌জমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু টিপু ও পেশোয়ার ভিতরকার অন্যান্য বিতর্ক-মূলক ব্যাপারের মীমাংসা হতে আরো কিছু সময় লেগেছিল।

এসব কলহের মীমাংসা সহজতর হয়েছিল নানা কারণে। মহাদজী সিন্ধিয়া তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুনাতে ১৭৯২ সালের জুন মাসে আসেন। তিনি টিপুর প্রতি নানার চেয়ে কম বিরূপ ছিলেন। বস্তুতঃ, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৪ সালে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সিন্ধিয়া সুলতানের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ চিঠিপত্র লেনদেন করতেন।[১৬] তা ছাড়া, টিপুর নিকট থেকে বিস্তীর্ণ ভূ ভাগ পাবার পর মারাঠারা নিজামের উপর এবার নজর দিতে চেয়েছিল। যতদিন টিপু শক্তিশালী ছিলেন ততদিন মারাঠারা নিজামের উপর চৌথ ও সরদেশমুখীর জোর দাবি করেনি। দু'বার তারা টিপুর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে টিপুর শক্তি খর্ব হবার পর তারা নিজামের উপর তাদের দাবি পুনর্জীবিত করে।[১৭]

মারাঠাদের এই নীতির ফলে পুনাগভর্নমেন্টের সঙ্গে টিপুর সম্পর্কের উন্নতি হয়।

মহাদজী সিন্ধিয়া ও হরিপান্টের মৃত্যুর পর টিপু পেশোয়াকে শোকবার্তা জানান আবার টিপুর পুত্রের বিবাহকালে পেশোয়াও টিপুকে অভিনন্দন প্রেরণ করেন।[১৮] টিপু ও পেশোয়ার ভিতর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকায় জনরব উঠে যে টিপু মারাঠাদের সঙ্গে নিজামের বিরুদ্ধে যোগসাজশে আছেন।[১৯] কিন্তু এসব খবরের কোনই ভিত্তি ছিলনা। মারাঠা-নিজাম সংঘর্ষের সময় (১৭৯৫) কথা উঠেছিল যে পেশোয়া টিপুকে লিখেছেন। গুটিতে অবস্থিত টিপুরসেনা যেন হায়দরাবাদ রাজ্যখণ্ডে ধ্বংসাত্মক কাজ চালায়। কিন্তু নিজাম দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি কার্কপেট্রিক এ খবর সত্য বলে মনে করেন নি।[২০] এ জনরবও ছড়ানো হয়েছিল যে ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপু মারাঠায় মৈত্রী বন্ধন হয়েছে। কিন্তু গভরনর্র জেনারেল স্যার জন শোর এসব গুজব ভিত্তি হীন মনে করেন। এবং টিপু নানার নিকট তার সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে মিলিত হবার প্রস্তাব করেছেন বলে পুনাস্থিত কোম্পানীর এসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট জসুয়া উথপাক প্রেরিত অমৃত রাওর বার্তা সম্বন্ধে শোর বলেন "এই খবরের সমর্থন সূচক কোন কিছুই এ যাবৎ ঘটেনি; সম্ভবতঃ ইহা অমৃত রাও এর কল্পনা"।[২১] স্মরণ রাখতে হবে যে, টিপু ও পেশোয়ার ভিতর "উকিল" বিনিময় সৌহার্দ্যসূচক,—কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয়। শুধু যখন ওয়েলেসালি গভর্নর জেনারেল হয়ে মহীশূর আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন টিপু মারাঠাদের সামরিক সাহায্য পেতে চেষ্টা করেন।

নিজামের সঙ্গে সম্পর্ক

কিন্তু নিজামের সঙ্গে টিপুর সম্পর্কের উন্নতি হয় নি। শ্রীরঙ্গপটম থেকে ফেরবার পথে মারাঠাসেনাদের মত হায়দরাবাদ সেনারাও মহীশূর রাজ্য ভাগ লণ্ডভণ্ড করে, যদিও ততটা পরিমানে নয়। শ্রীরঙ্গপটম সন্ধিতে যে সব গ্রাম তাদের ভাগে পড়েনি, সেইসব গ্রাম তারা দখলেই রাখতে থাকে। এছাড়া, টিপুর পুত্রদের ফিরিয়ে দিতে নিজাম দেরি করার চেষ্টা করছিলেন।[২২] কুরনুল ব্যাপারেও সুলতানের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো তিক্ত করে তুলেছিল।

কুরনুল আদিতে বিজয়নগর রাজ্যের অংশ ছিল। পরে এটা বিজাপুরের একটা প্রদেশে হয়ে দাঁড়ায়। এরপর সামরিক সাহায্যের প্রতিদানে আওরেঙ্গজেব একটি পাঠান পরিবারকে ইহা দান করেন। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে কুরনুল নিজামের করদরাজ্য হয়ে তাঁর অধীনে ১৭৬৫ সাল অবধি থাকে। তখন হায়দর আলী সেই স্থান আক্রমণ করেন এবং তাকে কর দিতে এবং তার আধিপত্য স্বীকার করতে উহার অধিপতি রণমস্ত খাঁকে বাধ্য করেন। যাই হোক, শ্রীরঙ্গপটম সন্ধির পর তার সাবেকী অধীন রাজ্য বলে নিজাম কুরনুলের উপর তার দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। টিপু যখন রণমস্ত খাঁর নিকট বকেয়া কর দাবি করেন, তখন নিজাম হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন।

শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি দস্তখত হবার সামান্য পরে নিজাম টিপুর "উকিল"দের সঙ্গে কুরনুল প্রশ্ন আলোচনার্থে এবং এ বিষয়ে ইংরেজদের কূটনৈতিক ও প্রয়োজন বোধে সামরিক সাহায্য নেবার জন্য দু'জন লোককে সেণ্ট জর্জ দুর্গে পাঠান।[২৩] কিন্তু কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টকে "এ বিষয়ে নিজামের প্রতিনিধি ও টিপুর "উকিল"দের সঙ্গে আলোচনায় নিরপেক্ষ থেকে কোন অংশ না নিতে" নির্দেশ দেন"।[২৪] তৎসঙ্গে তিনি নিজামকেও পরামর্শ দেন যে তিনি যেন কুরনুল ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখেন। কর্ণওয়ালিস উল্লেখ করেন যে রণমস্ত খাঁ কোন সহানুভূতির যোগ্য নন, কারণ তিনি তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে মিত্র-পক্ষকে কোন সাহায্য দেননি। এমন কি যখন মিত্রপক্ষ তাদের সামরিক উৎকর্ষতা দেখাতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাদের জয় নিশ্চিত, তখনও রণমস্ত খাঁ তার মনোভাবের পরিবর্তন করেন নি। তিনি মিত্র-পক্ষকে প্রতিশ্রুতিমত শস্য ও অশ্ব সরবরাহ করেন নি, এবং নিজামের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও টিপুর সংবাদ-সরবরাহককে কুরনুলে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৫]

কুরনুল দাক্ষিণাত্যের 'সুবেদারের' প্রদত্ত একটা সামরিক জায়গির এবং তার প্রাপ্য ব'লে নিজামের দাবি সম্বন্ধে কর্ণওয়ালিসের অভিমত ছিল যে "দাক্ষিণাত্যের সুবেদারি সম্পর্কিত পুরানো ও সেকেলে দাবি ভারত-উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভাগেই ব্যাপ্ত। তার গণ্ডির মধ্যে আছে মহম্মদ আলী, টিপু ও কুরনুল নবাবের রাজ্যও কিন্তু এরূপ মুলতবি দাবির পুনরুজ্জীবন ও সমর্থন সেই গভর্নমেণ্টেরই যোগ্য যে উচ্চাকাঙ্খী ও সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যা আমাদের ঘোষিত শান্তি ও সংযমের নীতির পরিপন্থী' ।[২৬] এছাড়া, এদেশের রীতি অনুযায়ী 'করদরাজ্য কর গ্রহণ কারী রাজশক্তিরই আশ্রিত"।[২৭] টিপুর পেশ করা দলিলপত্র ও রণমস্ত খাঁর বিবৃতি থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ খাঁ হায়দর আলী ও টিপুকে কর দিয়ে আসছেন।[২৮] এ সময়ের মধ্যে নিজাম কখনো তাদের কুরনুলের কর আদায়ের অধিকারে আপত্তি করেন নি। সুতরাং, কর্ণওয়ালিসের মতে, "নিজামের কোন দাবি থাকলেও পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর ধরে "আপাত দৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে"।[২৯] টিপুর "গায়ের জোরে" তা সম্ভব হয়েছে—মীর আলমের এই যুক্তির উত্তরে কর্ণওয়ালিস বলেন "সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি প্রায়শঃ শক্তিপ্রয়োগেই পূরণ করা হয়"।[৩০]

অন্য কারণেও নিজামের কুরনুলের উপর দাবি করবার কোন অধিকার ছিল না। শ্রীরঙ্গপটমের শান্তি সভায় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৭৯২) কেন্নাওয়ের মীর আলমকে জানিয়েছিলেন যে রসিদপত্র দেখাতে পারলে কুরনুলের উপর নিজামের দাবি বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু মনিবের দাবি সপ্রমাণ করার জন্য মীর আলম কিছুই করেননি।[৩১] এ ছাড়া, শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি অনুযায়ী টিপু কুরনুলের দু'টি জেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন নিজাম কোন আপত্তি করেন নি। এতেই প্রমাণ হয় যে,

কুরমুলের উপর হায়দরাবাদ গভর্ণমেণ্টের কোন হাত নেই। টিপু তার সম্পত্তির তালিকায়ও কুরমুল থেকে প্রাপ্ত "পেশকুশ" উল্লেখ করেছিলেন। মীর অল্প আপত্তি দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পীড়াপীড়ি করেন নি। সুতরাং জেলাটির "পেশকুশের" উপর টিপুর দাবি মিত্রপক্ষ অগ্রাহ্য করেনি, টিপুও জেলাটির উপর তার সার্বভৌম কর্তৃত্ব মিত্র-পক্ষীয়দের কাহাও নিকট ছেড়ে দেননি।[৩২] নিজামের নিকট টিপুর লেখা চিঠি থেকে মনে হয়, টিপুর "উকিল"রা যখন প্রস্তাব করেন যে কুরমুলের "পেশকুশ' নিজামের ভাগে দেওয়া হোক, তখন মুশীর-উল-মুল্ক বলেছিলেন যে টিপুর দখলেই তা থাক, কুরমুল তিনি চান না। নিজামকে এর পরিবর্তে অন্য স্থান দেওয়া হয়।[৩৩] এসব কারণে, "রণমস্ত খাঁর পক্ষ নিয়ে নিজামের হস্তক্ষেপের নীতি ও ন্যায্যতা সম্বন্ধে কর্ণওয়ালিসের ঘোর সন্দেহ ছিল"।[৩৪]

কর্ণওয়ালিসের নিরুৎসাহজনক মনোভাব দেখেও নিজাম কুরমুলের উপর তার মিথ্যা দাবি ছাড়েননি। তিনি হায়দরাবাদে স্থিত কোম্পানীর প্রতিনিধি কেন্নাওয়ের নিকট প্রস্তাব করেন যে তাকে যদি কুরমুল দখল করতে দেওয়া হয় তবে রণমস্ত খাঁকে অন্যত্র অনুরূপ "জাগীর" দেবেন। কিন্তু কেন্নাওয়ে প্রস্তাবটি অসঙ্গত মনে করে কর্ণওয়ালিসকে লেখেন যে "রণমস্ত খাঁ এতে রাজী হলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, কারণ টিপু ধরে নেবেন রণমস্ত খাঁর দাবি নিজামে বর্তায়"।[৩৫] নিজাম তখন প্রস্তাব করেন যে তিনি কুরমুল পেলে পর সুলতানকে শুধু প্রথাগত বার্ষিক করই দেবেন না, রণমস্ত খাঁর থেকে তার প্রাপ্য বকেয়া করও পরিশোধ করবেন। বস্তুতঃ তিনি টিপুর একজন করদাতা হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন। কিন্তু সেই অনুযায়ী তিনি কাজ কর্ম করে উঠতে পারেননি তার কারণ, কর্ণওয়ালিস তাকে জানিয়েছিলেন যে, 'আপনি এতটা নিচু হয়ে টিপুর সঙ্গে যদি একটা ঘরোয়া চুক্তিতে আসেন, তবে মিত্রপক্ষরা কুরমুলকে আপনার রাজ্যের অন্যান্য অংশের মত কিছুতেই দেখতে পারবে না, এবং টিপুর বিরুদ্ধে কুরমুল আক্রমণে আমরা কোন রকম নিশ্চয়তা দিতে পারিনা"।[৩৬]

ইতিমধ্যে ১৭৯২ সালের শেষ দিকে রণমস্ত খাঁর মৃত্যু হয় এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজিম খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র আলিফ খাঁর মধ্যে উত্তরাধিকারের স্বত্ব নিয়ে লড়াই বাধে। মৃত্যু-শয্যায় রণমস্ত খাঁ আলিফ খাঁকে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে তাকে টিপুর বকেয়া কর মিটিয়ে দেবার উপদেশ দেন।[৩৭] এ জন্য সুলতান আলিফ খাঁর পক্ষ নেন আর নিজাম আজিম খাঁর। আলিফ খাঁ যখন কুরমুল দখল করেন, নিজাম তখন কোম্পানীর সেনাদল আজিমের পক্ষে ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কেন্নাওয়ে এ খবর পেয়েই নিজামকে জানান যে এরূপ কাজে ইংরেজ সেনাদলকে নিযুক্ত করা যাব না।[৩৮] কর্ণওয়ালিসও কেন্নাওয়েকে জানান "মৃত রণমস্ত খাঁর উত্তরাধিকারিদ্বয়ের ব্যাপারে নিজাম আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই হস্তক্ষেপ করায় আমি তাকে সাহায্য দিতে অপারগ"।[৩৯]

ইংরেজদের মনোভাব সহানুভূতিসূচক না হওয়ায় নিজামের আজিম প্রীতি হ্রাস হয়, তিনি আলিফ খাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। আলিফ টিপুর নিকট থেকে বকেয়া করের জন্য জোর তাগিদ পেয়ে তার সাহায্য চেয়ে পাঠান।[৪০] কিন্তু এতেও কর্ণওয়ালিস আপত্তি করেন। তা সত্ত্বেও নিজাম আলিফ খাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেন সেই মতো, আলিফ খাঁ তাকে তৎক্ষণাৎ ১৫ লাখ টাকা কর বাবদ দিতে প্রতিশ্রুত হন; পরিবর্তে ৬০,০০০ টাকার একটা জায়গীর পান। কিন্তু কেন্নাওয়ে ঐ স্বীকারণামাতে রাজী হননি। ফলে, কুরনুলের "সনদ" না পেয়ে ও নিজামকে কোন টাকা না দিয়েই আলিফ খাঁর প্রতিনিধি হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন।[৪১] ইতিমধ্যে টিপুর সঙ্গে আলিফের পুনরায় সদভাব হয়। আলিফ খাঁ তার আধিপত্য মেনে নিয়ে নিজামকে অগ্রাহ্য করেন। নিজাম তখন কুরনুল আক্রমণের জন্য কোম্পানীর সেনাদলটিকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যাতে নিশ্চিতরূপে টিপুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতে পারে এমন কোন কাজে হাত দিতে কর্ণওয়ালিস ও কেন্নাওয়ে উভয়েই অনিচ্ছুক ছিলেন। কর্ণওয়ালিস টিপু কর্তৃক কুরনুল অধিকারও সমর্থন করতে রাজী ছিলেন না, কারণ, ঐ স্থানটি নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ সীমার নিকট অবস্থিত এবং সেজন্য তার কাছে সামরিক গুরুত্বপূর্ণও বটে।[৪২] ফলে, নিজাম কুরনুলের উপর আধিপত্য কায়েম করতে অসমর্থ হন, টিপুও জেলাটি অধিকার করতে পারেননি বলে সেটি তার করদ রাজ্য হয়েই রয়ে গেল।

কুরনুল-এর ব্যাপার নিয়ে যখন বিবাদ চলছিল, মারাঠারা তাদের বকেয়া "চৌথ" ও "সরদেশমুখী"র জন্য হায়দরাবাদ রাজ্য আক্রমণ করে। নিজাম বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু ১৭৯৫ সালের মার্চে খরদায় পরাজিত হয়ে একটা অতি অসম্মানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। টিপুর প্রতি বৈরী ভাব ত্যাগ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আসতে নিজামকে এসব ব্যাপার প্রবুদ্ধ করেছিল। মুশীর উল-মুল্ক মারাঠাদের হাতে জামিন স্বরূপ আবদ্ধ ছিলেন এবং মীর আলম প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন তিনি হায়দরাবাদে ইংরেজদের প্রতিনিধি কার্ক পেট্রিকের কাছে প্রস্তাব করেন যে, নিজাম, টিপু ও ইংরেজের ভিতর একটা ত্রিপাক্ষিক মিত্রতা হোক। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এতে ইংরেজ যোগ দিতে না চাইলে মারাঠা আক্রমণের প্রতিরোধ হিসাবে নিজাম যদি টিপুর সঙ্গে একটা প্রতিরক্ষাত্মক সন্ধি করেন তবে তাতে তাদের আপত্তি হবে কিনা।[৪৩]

এই প্রস্তাবগুলি জানার পর শোর কার্ক পেট্রিককে লেখেন যে, তিনি ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীর বিরোধী, কারণ, 'তা সংবিধির নির্ধারিত নিষেধ-বিধির বিরোধী এবং তাতে মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে কোম্পানীর সন্ধি বাতিল করে দেবে"।[৪৪] টিপু আর নিজামের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে শোর উল্লেখ করেন যে টিপু শুধু এই শর্তে নিজামের পক্ষ নেবে যে ১৭৯২ সালে হারানো রাজ্যগুলি তিনি ফিরে পাবেন। কিন্তু এই

শর্ত মেনে নিলে তার ফল দাঁড়াবে "তিন শক্তির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, বস্তুতঃ ত্রিপাক্ষিক চুক্তির অবসান।[৪৫] এমন মিত্রতায় তার মনিবের ক্ষতি হবে ব'লে মীর আলমকে নিঃসন্দেহ করে নিজাম ও টিপুর মিত্রতা যাতে না ঘটে কার্ক পেট্রিককে সেই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়। তা ছাড়া, ঐরূপ কোন মিত্রতার দরকারও ছিল না; কারণ মারাঠারা তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে নিযুক্ত, হায়দরাবাদ রাজ্য আক্রমণের অবস্থা আর তাদের ছিলনা।[৪৬]

কিন্তু ইংরেজদের এই পরামর্শ সত্ত্বেও নিজাম সুলতানের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার সূত্রপাত করেন, সুলতানও অনুকূল মনোভাব দেখান। এবং ১৭৯৫ সালে কুরনুল সমস্যা আলোচনা করতে ও নিজামের সঙ্গে একটা মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সুকুকরম পণ্ডিতকে হায়দরাবাদ পাঠান। কিছুকাল পর ঐ উদ্দেশ্যেই কাদির হুসেন খাঁ ও মেদিনা শাকে তার প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। কিন্তু এইসব আলোচনা নিষ্ফল হয়,—যদিও নিজামের ভ্রাতুষ্পুত্র ইমতিয়াজ-উদ্-দৌলা তার পিতৃব্যকে টিপুর সঙ্গে মৈত্রী করে তার সাহায্যে ইংরেজকে দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৪৭] "নিজাম টিপুর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বার্থের মিল ঘটিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করতে রাজি ছিলেন,' কিন্তু বিফল হন, কারণ, টিপু নিজামের ইচ্ছা মত "পরস্পর কোরান নিয়ে শপথ করতে" রাজী হননি—উইল্‌কসের এই ব্যাখ্যা হাস্যকর।[৪৮] আলোচনা ব্যর্থ হবার কারণ মনে হয়, কার্ক পেট্রিক আর ইংরেজ ঘেঁষা মীর আলমের সফল ষড়যন্ত্র। এ ছাড়া, টিপুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিজামের কখনো আন্তরিকতা ছিল না। ইংরেজরা যাতে তার সঙ্গে একটা প্রতিরক্ষাত্মক চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয় এ জন্য সেটাকে তিনি চাপ দেবার একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করবার চেষ্টাই শুধু করেছিলেন। বস্তুতঃ, টিপুর সঙ্গে যখন তার কথাবার্তা চলছিল, তখন কোম্পানীকে টিপুর সঙ্গে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলবার জন্য তার দরবারে নানা রকম জনরবের সৃষ্টি করা হয়।

ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক

কর্ণওয়ালিস টিপুকে জব্দ করে, তার শক্তি খর্ব করেছিলেন, কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি টিপুকে চিরকালের মত নিঃসঙ্গ করে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে টিপু তার হারানো রাজ্য আবার ফিরে পাবার চেষ্টা না করতে পারেন। মৈত্রী-জোট চুক্তির (১৭৯০) যে—ধারাগুলিতে চুক্তিবদ্ধ পক্ষরা সমরে বিজিত রাজ্যগুলিকে টিপুর ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই ধারাগুলি সুস্পষ্ট করে পরিষ্কার রূপে বিবৃত করবার কাজে শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধির পর কর্ণওয়ালিস চেষ্টা করে ছিলেন। ঐ ধারাগুলির নীতি অনুযায়ী তিনি একটা খসড়া সন্ধিপত্র তৈরি করে পুনা ও

হায়দরাবাদে পাঠান।[৪৯] একটু দ্বিধা করার পর নিজাম সেটিকে স্বাগত জানান, কারণ তিনি টিপু এবং মারাঠা উভয় দিক থেকেই নিরাপত্তার জন্য ব্যগ্র ছিলেন।[৫০] কিন্তু নানা তার সম্প্রসারণ—বাসনার প্রতিবন্ধক কোন ব্যবস্থাই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি পাল্টা প্রস্তাবে টিপুর নিকট থেকে "চৌথ' সংগ্রহার্থে পেশোয়ার অধিকারের দাবি জানান।[৫১] কর্ণওয়ালিস ও নিজাম উভয়েই এতে আপত্তি করেন। গভর্ণর জেনারেল নানাকে জানান যে 'শ্রীরঙ্গপটম-সন্ধিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত দাবি ছাড়া, টিপুর উপর পেশোয়ার কোন আর্থিক দাবি কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করবে না বা তা করতে কোন সন্ধিতে আবদ্ধও নয়"।[৫২] কর্ণওয়ালিসের এই জবাবে প্রতিশ্রুতি সন্ধির কথাবার্তা ভেঙ্গে যায়। নিজাম অবশ্য মারাঠাদের ছাড়াই কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কর্ণওয়ালিস, ও তার পরে স্যার জন শোর, রাজি হন নি, কারণ, এতে পুনা গভর্ণমেণ্টকে বিরূপ করা হ'ত।[৫৩]

কর্ণওয়ালিসের নীতি ছিল দক্ষিণ ভারতে শক্তি সাম্য বজায় রাখা। যদিও তিনি টিপুর শক্তিমত্তার পুনরুদ্দীপনের বিরোধী ছিলেন, তিনি তা আরো খর্ব হোক চান নি কারণ নিজাম ও মারাঠাদের উচ্চাকাঙ্কার বিরুদ্ধে সেটি ছিল একটা রক্ষা-প্রাচীর। এজন্যই শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি মত টিপুর যেসব রাজ্যখণ্ড তাদের ভাগে পড়ে নি সেগুলি ছেড়ে আসবার জন্য তাদের জানিয়ে ছিলেন। কুরনুলের উপর নিজামেব দাবিও তিনি সমর্থন করেন নি। কর্ণওয়ালিস মনে করতেন যে, কুরনুলের ব্যাপারে যদি নিজাম তার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়ে নিতে পারেন, তবে টিপুব উপর নিত্য নতুন দাবি উত্থাপন করতে মারাঠাদের ও উৎসাহ বাড়বে।[৫৪] এতে কোম্পানী শুধু কূটনৈতিক জটিলতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বেনা, শেষকালে ভারতে তার নেতৃত্বের পক্ষেও সেটা অনিষ্টকর হবে।

কিন্তু টিপুর উপর মারাঠা ও নিজামের দাবি অন্যায্য মনে করলেও কর্ণওয়ালিস তার উপর কোম্পানীর দাবি উত্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি। সেই মতে, ইংরেজরা ওয়েনাদ ও অন্যান্য স্থান দখল করে নেয় এবং অমরা ও সুলায়া নিজ অধিকারে রাখতে কুর্গ-রাজকে অনুমতি দেয়। টিপু বারবার সেগুলি প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে ও সফল হন নি। বম্বে গভর্ণমেণ্ট যদিও স্বীকার করেছিল যে সুলতান ওয়েনাদ ও করম্বলা কোম্পানীকে ছেড়ে দেন নি, তবু তাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন "সালিশীর জন্য নিযুক্ত লোকদের এসব জেলায় কোম্পানীব অধিকারকে তৎক্ষণাৎ নামঞ্জুর করে না দেবার পরামর্শ দেয় এবং তারা যেন কোম্পানীর অনুকূলে যুক্তি দেখিয়ে প্রয়োজনবোধে পরে বিপরীতটা মেনে নেয়।"[৫৫] বম্বে গভর্ণমেণ্টের মতে "ওয়েনাদে কোম্পানীর অধিকারের বিরোধী আপত্তিগুলি প্রদর্শন ক'রে আমাদের প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য যুক্তিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করা বর্তমানে উদ্দেশ্য নয়"।[৫৬] ১৭৯৮ সালের অগাষ্টে অবশেষে

ওয়েলেসলি সুলতানকে ওয়েনাদ প্রত্যর্পণ করবেন। কিন্তু এটা করা হয়েছিল আসলে টিপুকে ভোলাবার জন্য, টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের যুদ্ধের আয়োজনকে ঢাকবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আমরা ও সুলায়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন কুর্গ-রাজের নিকট থেকে ঐ জেলাগুলির মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণ-পত্র চান তখন তিনি পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন। কখনো তিনি একথাও বলেছিলেন যে আমরা ও সুলায় তার বংশের দখলে গত পাঁচশ বছর ধরে আছে। আবার অন্য সময় তিনি বলতেন যে দু'শ বছর আগে বেদনুর রাজারা এগুলি তার পূর্ব পুরুষকে উপহার স্বরূপ দেন। এও তিনি বলেছিলেন যে, তার একজন পূর্ব-পুরুষ বেদনুর-রাজের নিকট থেকে সুলায়া ক্রয় করেন।[৫৭] কর্ণওয়ালিসকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে তিনি সুলায়ার উপর তার দাবি প্রত্যাহার করেন, কিন্তু তবু, ১৭৯৩ সালের জুনে তিনি তা পুনর্দখল করেছিলেন।[৫৮] অন্য দিকে, টিপুর যুক্তি ছিল যে, অমরা ও সুলায়া বহু শতাব্দী ধরে মহীশূরের অংশ বেঙ্গালোর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫৯]

টিপুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধের পর অবশেষে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট আমরা ও সুলায়ার প্রশ্ন নিয়ে টিপুর "উকিল" সিহাব-উদ্‌দিন্ ও মীর মহম্মদ আলীর সঙ্গে আলোচনার জন্য মেহনি ও উথফ্‌কে নিযুক্ত করে। কোম্পানী ওটিপুর প্রতিনিধিদের আলোচনা-সভা সুলায়া জেলার সীমান্তে বসে। কুর্গ-রাজ কোন দলিলপত্র দেখাতে পারেননি, তার মনোভাবে ছলচাতুরী ছিল। ফলে, রাজার দাবির উপর ইংরেজ প্রতিনিধিদের আস্থা কমে যায়, বিশেষতঃ যখন টিপুর প্রতিনিধিরা তাদের মনিবের দাবির সমর্থনে দলিলপত্র পেশ করেন।[৬০]

উপরের বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে জেলাগুলি সুলতানকে প্রত্যর্পণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কোম্পানীর প্রতিনিধিরা এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে আসেন যে যদিও টিপু বা রাজা কেউ তাদের স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি, তবু অমরার উপর রাজার দাবি ন্যায় সঙ্গত, আর সুলায়ার উপর টিপুর। যাই হোক্, রাজা যখন উভয় স্থানই অধিকারে রেখেছেন, তাকে সেগুলি রাখতে দেওয় হোক্। গত যুদ্ধে রাজা কোম্পানীকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, পরেরটিতেও করবেন।[৬১] সুতরাং তিনি বিরূপ হন এমন কিছুই করা হবে না। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন, তাই জেলাগুলি সম্বন্ধে তার সঙ্গে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।[৬২]

ওয়েনাদ ও অমরা-সুলেয়া বিরোধের কথা বাদ দিলে, গভর্ণর জেনারেল হিসাবে স্যার জন শোরের নিযুক্তির পর টিপুর সঙ্গে কোম্পানীর সম্বন্ধ দৃশ্যতঃ উন্নতি লাভ করেছিল। যেমন, মারাঠারা যখন নিজামকে আক্রমণ করে, তখন গুজব উঠেছিল যে টিপু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। শোর ঐ গুজবে বিশ্বাস না করে নিরপেক্ষ থাকা স্থির করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে সুলতান তার নিজের ব্যাপারে এত ব্যস্ত যে তার মারাঠা নিজাম সংঘর্ষে যোগ দেবার কথা নয়।[৬৩]

শোর বিশ্বাস করতেন যে, টিপু-মারাঠায় মিলনের কোনই সম্ভাবনা নেই—যদি না নিজামকে সাহায্য করে ইংরেজ তা প্রবোচিত করে। পুনাস্থিত সহকারী প্রতিনিধি উথফ, এমন কি এই মতও পোষণ করতেন যে "টিপুর মনমেজাজ এখন নিজাম আলী খাঁ বা মারাঠাদের চেয়ে আমাদের অনুকূলে বেশী।[৬৪]

কিন্তু হায়দরাবাদ দরবারের ইংরেজ ভক্তরা এবং কোম্পানীর যুদ্ধ-লিপ্সু চাকুরে দল শোর ও উথফের এই অনুমানের সঙ্গে একমত হয়নি। তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে টিপুর আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির নানা প্রকার গল্প ছড়াতে থাকে। ইয়োরোপে ইংরেজও ফরাসীতে যুদ্ধ চলছিল; টিপু ফরাসীদের একজন বন্ধু হিসাবে গণ্য হতেন বলে জনরব রটে যে তিনি তাদের সঙ্গে যোগ সাজশে ছিলেন এবং ফ্রান্স থেকে অতিরিক্ত সাহায্য পেয়ে ইংরেজদের আক্রমণ ক'রবার মতলব এঁটেছেন। আর্থার ওয়েলেসলি, পরে যিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে পরিচিত হন, ১৭৯৬ সালের শেষ ভাগে ভারতে আসেন। তিনি জনরবগুলি অবিশ্বাস করে লেখেন, "লোকে বলে যে টিপু সাহেবের সেনাদল চলন্ত অবস্থায় রয়েছে। আমি তা বিশ্বাস করিনা। এখানে আসবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করছি যে তাকে নিয়ে সর্বদাই ইংরেজদের ভয়, এবং যখনই তারা কোন ভয়ের কথা রং ফলিয়ে বলতে চায়, তখনই বলে তার সেনা এলো বলে"।[৬৫] শোর ও এসব খবর ভিত্তিহীন বলে মনে করতেন। তিনি কার্ক পেট্রিককে জানা'ন যে মেঙ্গালোরে ফরাসী রণপোত বা ফ্রান্স থেকে প্রতিনিধি দল আসবার খবর মোটেই সত্য নয়। তিনি মনে করতেন যে এসব গুজব "পুরস্কার পেতে বা নাম জাহির করা অথবা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হয়"।[৬৬] সেরূপে, ১৭৯৭ সালে তেল্লিচেরী থেকে জেমস ষ্টুয়ার্ট ও জনাথন ডানকান লেখেন যে, শ্রীরঙ্গপটমে এখন বা নিকট অতীতে কোন অনুমোদিত ফরাসী প্রতিনিধি ছিলনা। টিপু ও ফরাসীদের মধ্যে তথাকথিত মৈত্রীবন্ধনও সত্য নয়।[৬৭] কেপ্টেন কার্ক পেট্রিকের সেক্রেটারি জন মরিস লেখেন যে মেঙ্গালোরে ফরাসী রণসম্ভার সরবরাহের খবর একেবারে ভিত্তিহীন এবং "টিপুর বৈরী ভাবমূলক, প্রস্তুতির অন্যান্য খবরও মিথ্যা প্রমাণিত হবে ব'লে তাদের আশা আছে"।[৬৮] আবার, ৫ই জুলাই, ১৭৯৭ শোর টিপু সম্বন্ধে প্রাপ্ত গুপ্ত খবর সম্বন্ধে লেখেন যে "এর কোন অংশেই প্রামানিকতার ছোঁয়াচ নেই যাতে এটা পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হতে পারে"।[৬৯] সেরূপ উথফ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭, শোরকে জানান যে টিপু কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে তৈরি নন, লোকেরা ভীতিকর খবর ছড়াচ্ছে।[৭০] কার্ক পেট্রিককে উথফ লেখেন যে এরূপ খবর "প্রায়ই ভিত্তিহীন ভুল ধারণা প্রসূত, স্বার্থ প্রণোদিত বা কপটতামূলক"।[৭১] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরনুলের প্রশ্ন আলোচনার জন্য টিপু তার প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা "আমাদের একটা গৌণ ব্যাপার বলে দেখানো হয়। ব্যাখ্যা করা হয় যে ঐসব প্রতিনিধি হায়দরাবাদে এসেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে

একটা মৈত্রী-জোট বাধাতে"।[৭২] ১৭৯৮ সালের গোড়ায় উথফ্‌ আবার কার্ক পেট্রিককে জানান যে, গত আঠারো মাস যাবৎ হায়দরাবাদ দরবার থেকে টিপু সম্বন্ধে নানা প্রকারের গুজব ছড়ানো হয়েছে। টিপু, মেদিনা শা, ও ফরাসীরা নিজামের হাতে ইংরেজদের ভয় জাগাবার বেশ কার্যকরী কলকাঠি, যাতে করে নিজাম কোম্পানীর সঙ্গে একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সন্ধি করতে পারেন। সত্য বটে, টিপু গুটিতে সেনা জড়ো করেছিলেন, কিন্তু সেটা করেছিলেন কুরনুলের উপর তার দাবি কার্যকরী করতে,—যে দাবি, কোম্পানী বা মারাঠারা কেউ ন্যায্যতঃ অস্বীকার করতে বা প্রতিরোধ করতে পারে না"। তিনি শেষটায় সেনা সরিয়ে এনেছিলেন, কিছুটা এই জন্য যে, নিজাম মিত্র-পক্ষের হয়ে তীব্র আপত্তি করেছিলেন, আর কিছুটা গুটিতে সেনাদের স্থিতি ব্যয়বহুল হওয়ায়।[৭৩] উথফ্‌ মনে করতেন যে, ফরাসী বা টিপুর দিক থেকে, একক বা মিলিত ভাবে, ব্রিটিশ-শক্তি বিপন্ন করবার খবর "স্বার্থপ্রণোদিত বা প্রতারণাপূর্ণ কোন দেশীয় শক্তির মাধ্যমে আসে বলে সন্দেহ" তার মতে এরূপ খবরের "সত্যতা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান থাকাই ভাল"। কার্ক পেট্রিককে উথফ্‌ বলেছিলেন, "১৭৯৭ সালের ৫ই অক্টোবর আপনি নিজেই হায়দরাবাদ-দরবার সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলকে লিখেছিলেন যে যদি তার স্বার্থ কিছু মাত্র বিপন্ন হয় তবে তার অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যা সঙ্গত মনে হবে তেমন কোন কিছুরই সুবিধা গ্রহণ করতে এই দরবার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না"। উথফ্‌ এও উল্লেখ করেন যে, "বম্বে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসযোগ্য কমিটির মাধ্যমে টিপু ও ফরাসীদের দিক থেকে আমাদের নিরাপত্তার প্রামাণ্য সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও" বিপদের গুজব আপনার দরবারে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা ছোট নৌযানে ডজন খানেক ফরাসীসেনা সহ মালাবার উপকূলে দলছাড়া অবস্থায় এসেপড়ে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তা মেঙ্গালোরে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়। ঐ ফরাসীদের কয়েকজন তাদের শক্তিধর ও বিশ্বাসী দোসর সুলতানের কাছে পড়ে থাকার চেয়ে আমাদের শরণাগত হওয়া শ্রেয়; মনে করে। এই সামান্য ঘটনাটি থেকে ফরাসী প্রতিনিধিদল ও হাজার হাজার ফরাসী সেনার আবির্ভাব হওয়ার কী বিস্ময়কর কাহিনী-ই না রচিত হয়"।[৭৪] স্যার জন শোর শান্তি নীতিতে দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এসব গুজব বিশ্বাস করতেন না; এগুলি ইংরেজদের টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত করবার জন্যই সৃষ্ট হ'ত বলে মনে করতেন।

গুজবগুলি অতিরঞ্জিত হলেও ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ, টিপু এই পরাজয়ের সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। শ্রীরঙ্গপটম সন্ধির কিছু পরেই তিনি ফরাসীদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করতে চান। ১৭৯২ সালের জুন মাসে তিনি দু'জন বার্তাবহ দ্য ফ্যাঁর কাছে চিঠি সহ পাঠান; তাতে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন লুই (XVI) কে জানান যে যদিও টিপু তার ফরাসী-বন্ধুত্বের জন্য অনেক

দুঃখ পেয়েছেন তবু এখনও তিনি পূর্বের মতই তাদের অনুরক্ত।[৭৫] শুভেচ্ছার চিহ্ন স্বরূপ তিনি তাদের প্রচলিত বাজারদরে চাল, এলাচ, ও চন্দনকাঠ এবং বাজারে গোলমরিচ প্রতি কাণ্ডি ১৫০ টাকা হলেও ১৪০ টাকা কাণ্ডিতে কিনতে অনুমতি দেন।[৭৬]

পরে, সেই বৎসরই জুলাই মাসে, টিপু দ্য ফ্রঁ্যার কাছ থেকে গোলমরিচ, চন্দন-কাঠ ও এলাচের বদলে ২০,০০০ হাজার গাদা বন্দুক ও ভিজির সেনাদলের জন্য ৫০০শ জন নতুন সেনা চান। দ্য ফ্রঁ্যার বড়ই বিব্রত বোধ করেন, কারণ টিপুর সঙ্গে তার কাজ কারবার কী রকম নীতিতে চলবে সে সম্বন্ধে প্যারিস থেকে তিনি কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাননি। সুতরাং তার কাছে অন্য একমাত্র পথ ছিল শুধু অস্পষ্ট ও দায়সারা গোছের জবাব দেওয়া। তৎসঙ্গে, টিপুর রাজ্যের সাথে ফরাসীদের বাণিজ্যের খাতিরে তিনি টিপুকে পরিতুষ্ট রাখতে আগ্রহী ছিলেন বলে তিনি তার দাবি অগ্রাহ্য করতেও চাননি। কিন্তু মেঙ্গালোরে পাঠাবার মত তার সেনা বা জলযান ছিল না ব'লে তিনি সুলতানের পত্রটি আইল অব ফ্রান্সের গভর্ণরকে পাঠিয়ে দেন। ঐ দাবিগুলি পূরণ করায় গভর্ণরের বেশি সুবিধা ছিল। সুলতান ফ্রান্সে একজন প্রতিনিধি পাঠাতেও ব্যগ্র ছিলেন এবং পরে দ্য ফ্রঁ্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য রামারাওকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দ্য ফ্রঁ্যা ১৭৮৭ সালের দূতদের বিফলতার কথা মনে করে এবং ইংরেজরা যাতে রুষ্ট না হয় এ জন্য প্রস্তাবনাটিতে উৎসাহ দেন নি।[৭৭]

আমরা দেখেছি যে ১৭৯১ সালে টিপু মৈত্রীর প্রস্তাব সহ লেজেকে ফ্রান্সে পাঠান।[৭৮] লুই XVI) ও তার মেরাইন মন্ত্রী বাটাম দ্য মলভিল টিপুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তারা জানতেন যে তার পরাজয় ভারতে ফরাসী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু ফ্রান্সের বিক্ষুব্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য তারা কোন কিছু করতে অপারগ ছিলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। লেজেকে ভারতে ফেরৎ পাঠানো হয় টিপুকে লেখা 'এক্সিকিউটিব কাউনসিলে'র এক পত্র সহ। পত্রে জানানো হয় যে, ফ্রান্সে ও ইয়োরোপের নতুন পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ফরসী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।[৭৯]

লেজের দৌত্যকার্য ব্যর্থ হওয়ার ফল এই হ'য় যে, ১৭৯৩ সালে যখন ফরাসী ইংরেজে বিরোধ বাধে তখন ফ্রান্স টিপুকে শ্রীরঙ্গপটম সন্ধিতে হারানো রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির ভাল সুযোগ দেখিয়ে তাকে ইংরেজের উপর আক্রমণ চালাতে প্ররোচনা দেন, কিন্তু টিপু নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত থাকাতেই তার যত দুরদৃষ্ট। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে টিপুকে একা তাদের সঙ্গে লড়তে দিয়ে ফরাসীরা তাকে প্রতারণা করেছিল। তিনি তখন ফ্রান্সে একদল প্রতিনিধি পাঠান, কিন্তু কোন ফল পান নি। সুতরাং তিনি ইংরেজের

বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ও ভারতস্থ ফরাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত নন। এ তখনই সম্ভব যদি ফরাসীদের প্রস্তাব প্যারিসের "নেশানেল কনভেন্‌শন" অনুমোদন করে এবং স্থির হয় যে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা সম্বন্ধে তাকে জ্ঞাত রাখা হবে ও সন্ধিপত্রে তার নাম উল্লেখ করা যাবে। টিপুর এই জবাবে ফরাসীদের প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক ছিল না বলে অগাষ্ট, ১৭৯৩ সালে পণ্ডীচেরী যখন অধিকৃত হয় তখন টিপু ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তার সাহায্য চেয়ে ফরাসী সেনাধ্যক্ষের প্রেরিত চিঠির জবাব পর্যন্ত দেননি।[৮০]

১৭৯৪ সালের শেষ ভাগে পণ্ডীচেরী সিভিল কমিশনর লেকালিএ টিপুর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ান। তিনি দু'জন প্রতিনিধি নিযুক্ত ক:রন; তারা টিপুর কাছে ফরাসী বিপ্লবের মর্মার্থ ব্যাখা করেন এবং নতুন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে তিনি কী পরিমান লাভবান হবেন তা জানান। উত্তরে টিপু অতীতে ফরাসীদের ব্যবহারে নৈরাশ্য জানিয়ে তাদের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হতে রাজি হন এবং নিম্নোক্ত শর্তগুলি উত্থাপন করেন।

(১) তার এবং ফরাসীদের দ্বারা একসঙ্গে যুদ্ধ সুরু করা হবে, শান্তি স্থাপন করতে হলে তাকে জানানো হবে; চুক্তি নামায় তিনিও একজন পক্ষভুক্ত হবেন।

(২) তাকে ১০,০০০জন সেনা (পরে, ঐ সংখ্যা কমিয়ে ৬,০০০জন করা হয়) ও সেই অনুপাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিতে হবে।

(৩) ভারতের উপকূলের বিজিত স্থানগুলি ফরাসীরা পাবে, ভিতর দিকেরগুলি তিনি নেবেন[৮১]

লেকলিএ টিপুর প্রস্তাবগুলি প্যারিসে পাঠিয়ে দেন ও মন্তব্য করেন যে, মহীশূরের সঙ্গে বন্ধুত্ব অর্জন করতেই হবে এবং ভারত ভূমিতে যেইমাত্র ফরাসীসেনা পদার্পণ করবে সমস্ত ভারতীয় শক্তিশালী ছোট-বড় নৃপতিরা তাদের সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে যোগদান করবেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারতে ফরাসী প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ডেপুটি মনরেঁর মারফত সুলতানকে জানান যে তার প্রস্তাব সমর্থন করা হচ্ছে। মনরঁ টিপুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা আত্মরক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক মৈত্রী-জোটের খসড়া পত্র তৈরি করেন। তার ধারাগুলি এরূপ: ইয়োরোপে শান্তি স্থাপিত হলে টিপুকে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সহযোগী বলে উল্লেখ করা হবে, যুদ্ধে প্রযুক্ত প্রতি হাজার ফরাসীসেনা টিপু ৫,০০০জন সেনা মোতায়েন করবেন এবং এছাড়া, তাদের রসদপত্রও যোগাবেন। টিপু অতঃপর ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ফরাসীসেনা তেল্লিচেরীতে অবতরণ করবে এবং তার সাহায্যে তা দখল করা হবে। তিনি অতঃপর পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজ বিজয়ে যাবেন। তিনি ত্রিচীনপলি, তাঞ্জোর ও এতরোর ও কর্ণাটকের অর্ধেক নিজের অধিকারে রাখবেন, অবশিষ্ট রাজ্যভাগ ফরাসীরা দখল করবে। বম্বে ফরাসীদের দখলে যাবে, বঙ্গদেশ

সমভাগে দু'পক্ষই পাবে। ১৭ই এপ্রিল, ১৭৯৬ সালে লুই মনর' সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন।[৮২]

১৭৯৩ সালে প্যারিসের ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন না করা পর্যন্ত ভারতের ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টিপু কোন মৈত্রী জোট বানাতে চাননি। তবে এবার মৈত্রী জোটে স্বীকৃত হন এই কারণে যে তিনি লেকালিএ ও মনরে'র মূল্যহীন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন। তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে কসিঞ্জি ভ্রাতাদের ভূমিকাও কম নয়। তারা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে তাদের দেশের জয়লাভ করার অতিরঞ্জিত বিবরণী টিপুকে পাঠাতেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে ফরাসী সাহায্য সম্বন্ধে তাকে আশ্বাস দিতেন।[৮৩]

ডাইরেকটররা কিন্তু লেকালি এর প্রস্তাবে প্রশংসা করেও সেটি অগ্রাহ্য করে-ছিলেন এর ওপর পরে বিবেচনা করা যাবে, তাদের এই উক্তি ছিল। ডিসেম্বর ১৭৯৬ ও জুলাই ১৭৯৭ সালে ইংরেজদের সঙ্গে যে-শান্তির কথাবার্তা হয়েছিল তা বিফল হয় ব'লে ফরাসী সেনার গতিবিধি সীমিত করা হয়েছিল ; ফলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারতে নতুন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না।[৮৪]

টীকা

১। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৫৬২।
২। ঐঃ, পৃঃ ৫৯৪।
৩। কিরমানি, পৃঃ ৩৪৭।
৪। ইহা মহীশূরের চিতল দুর্গ জেলার একটা দৃঢ় পাহাড়ে দুর্গ।
৫। উইলক্স (ii), পৃঃ ৫৯০-৫৯১ ; কিরমানি, পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯।
৬। কিরমানি, পৃঃ ৩৬৯।
৭। ঐঃ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০।
৮। খারে, (ix), নং ৩৪৯৭, ৩৫৮০।
৯। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৫৯৯।
১০। পরাসনিক "হিষ্ট্রি অব সাঙ্গলি ষ্টেট," পৃঃ ২৪-২৫।
১১। কিরমানি, পৃঃ ৩৮০।
১২। ধুনদিয়ার সম্বন্ধে আরো জানবার জন্য দ্রষ্টব্যঃ "হিষ্ট্রি অব সাঙ্গলি ষ্টেট" পৃঃ ২৫-৩২, ও "বম্বে গেজেট, ধারওয়ার", (xxii), পৃঃ ৪২১-৪২৫।
১৩। পৃঃ রেঃ কঃ ; (iii), নং ৪৬৫-এ।
১৪। ঐঃ।
১৫। ঐঃ।
১৬। ডাফ, (ii), পৃঃ ২৪১।
১৭। ঐঃ পৃঃ ২৪০-২৪১।
১৮। পঃ রেঃ কঃ (iv), নং ১৫২।
১৯। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৬২০।
২০। পঃ রেঃ কঃ, (iv), নং ১৮৮।

২১। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ৮ই অগাষ্ট, ১৭৯৭, ২১শে জুলাই-এর শোর মন্তব্য।
২২। মাঃ রেঃ ; মিঃ কঃ, ১৪ই জানুয়ারি ১৭৯৪, বাংলা গভর্ণমেন্ট মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টকে, ডিসেম্বর ১৭৯৩, খণ্ডঃ ১৮২,-এ, পৃঃ ১৯৩ ও পরে।
২৩। মাঃ রেঃ মিঃ "সানণ্ড্রি বুক", খণ্ডঃ ৮৩, ১৭৯৩, পৃঃ ১।
২৪। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টকে, ২৪শে এপ্রিল, ১৭৯২, পৃঃ ২।
২৫। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ১৬ই জুন, ১৭৯২, পৃঃ ১৯-২১।
২৬। ঐঃ, ৪ঠা অগাষ্ট, ১৭৯২, পৃঃ ৭৫-৭৬।
২৭। ঐঃ, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৭৯২, পৃঃ ১৩৪।
২৮। ঐঃ, পৃঃ ৭৫, ৮৪।
২৯। ঐঃ, পৃঃ ১৩০-১৩৪।
৩০। ঐঃ, ১২ই এপ্রিল, ১৭৯৩, পৃঃ ২২৯।
৩১। ঐঃ, কেন্নাওয়ে কর্ণওয়ালিসকে, ২রা জুন, ১৭৯২, পৃঃ ৩-৫।
৩২। ঐঃ, ১২ই ডিসেম্বর ১৭৯২, পঃ ১২১-১২৫, ও কর্ণওয়ালিস নিজামকে, ১২ই এপ্রিল, ১৭৯৩, পৃঃ ২২৪।
৩৩। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১৩ই মার্চ, ১৭৯৭, টিপু নিজামকে, কঃ নং ২৩।
৩৪। মাঃ রেঃ, মিঃ সানড্রি বুক, খণ্ডঃ ৮৩, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ৪ঠা অগাষ্ট, ১৭৯২, পৃঃ ৭৬।
৩৫। ঐঃ, কেন্নাওয়ে কর্ণওয়ালিসকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯২, পৃঃ ৮১-৮৩।
৩৬। ঐঃ, কর্ণওযালিস নিজামকে, ১২ই এপ্রিল ১৭৯৩, পৃঃ ২২৯।
৩৭। পৃঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৪৯৪।
৩৮। মাঃ রেঃ মিঃ সাণ্ড্রি বুক, খণ্ডঃ ৮৩, কেন্নাওয়ে কর্ণওয়ালিসকে, ১২ই ডিসেম্বর, ১৭৯২, পৃঃ ১২১-১২২।
৩৯। ঐঃ, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৭৯২, পৃঃ ১৩৮।
৪০। ঐঃ, ১২ই জানুয়ারি, ১৭৯৩, পৃঃ ১৫১-১৫৩।
৪১। ফ্রেজার, "দি নিজাম," পৃঃ ৫৭-৫৮।
৪২। মাঃ রেঃ, মিঃ সানড্রি বুক, খণ্ড ৮৩ কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ১২ই এপ্রিল, ১৭৯৩ পৃঃ ২১৬-২২২।
৪৩। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ ; ১৮ই জুলাই, ১৭৯৬, কঃ নং ৪।
৪৪। ঐঃ।
৪৫। ঐঃ।
৪৬। ঐঃ।
৪৭। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬, কঃ নং ৩৩।
৪৮। উইলকুস (ii), পৃঃ ৬৩০।
৪৯। মেলকম, "পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," (i), পৃঃ ১২১ ; পৃঃ রেঃ কঃ, (ii), নং ১৪৫।
৫০। মেলকম, (i), পৃঃ ১২২।
৫১। ঐঃ, পৃঃ ১২২-১২৩।
৫২। পঃ রেঃ কঃ, (ii), নং ১৫৯।
৫৩। মেলকম, (i), পৃঃ ১২৩।
৫৪। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ড্রি বুক, খণ্ডঃ ৮৩, কর্ণওয়ালিস কেন্নাওয়েকে, ১৬ই জুন, ১৭৯২, পৃঃ ২০।

৫৫। মাঃ রেঃ মালাবার সিঃ কঃ ডায়েরী (পলি) ১৭৯৮, খণ্ড ১৭২৯, বম্বে গভর্ণমেণ্ট কমিশনরদের নিকট, ১৯শে জুলাই, ১৭৯৮, পৃঃ ৩৬১-৩৬৫।
৫৬। ঐঃ।
৫৭। নেঃ আঃ পঃ প্রঃ, ২০শে জুন ১৭৯৮, কঃ নং ৩৯।
৫৮। ঐঃ নং ৩৮।
৫৯। ঐঃ, নং ৩৬।
৬০। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১লা এপ্রিল, ১৭৯৯, কঃ নং ২৫।
৬১। ঐঃ।
৬২। ঐঃ।
৬৩। মেলকম "পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," (I), পৃঃ ১৩৭।
৬৪। পুঃ রেঃ কঃ, (IV), নং ৭২, ফারবার "দি প্রাইভেট রেকর্ড অব এন ইণ্ডিয়ান গভর্ণর জেনারেল সিপ্," পৃঃ ৫০।
৬৫। গ্রিগ, "ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া," (III), পৃঃ ১৫৪।
৬৬। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৮ই মে, ১৭৯৭, শোর কার্ক পেট্রিককে, কঃ নং ৭২।
৬৭। মাঃ সিঃ কঃ ডায়েরি, খণ্ডঃ ১৭১৭, ১৭৯৭, পৃঃ ১৯৬-১৯৭।
৬৮। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১০ই জুলাই, ১৭৯৭, কঃ নং ৪১।
৬৯। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ ৮ই অগাষ্ট, ১৭৯৭, খণ্ডঃ (V), পৃঃ ৪২৯।
৭০। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৬ই অক্টোবর, ১৭৯৭, কঃ নং ৯।
৭১। ঐঃ, ২০শে অক্টোবর, ১৭৯৭, কঃ নং ৮।
৭২। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২৩শে জানুয়ারি, ১৭৯৮, উথফ কার্ক পেট্রিককে, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৭৯৭, খণ্ডঃ ২৩২, পৃঃ ৩৫২।
৭৩। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৮, কঃ নং ৪২।
৭৪। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ ২৩শে জানুয়ারি, ১৭৯৮, খণ্ডঃ ২৩২, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৯।
৭৫। আঃ নেঃ, সি২ ২৯৯, ত্ত ফ্র্যাঁ মেরাইন মন্ত্রীকে ২৯শে জুন, ১৭৯২, নং ৮০।
৭৬। ঐঃ, টিপু ত্ত ফ্র্যাঁকে, প্রাপ্তি তারিখ, ২রা জুলাই ১৭৯২ নং ৮০।
৭৭। ঐঃ, ত্ত ফ্র্যাঁ মেরাইন মন্ত্রীকে, ৩০শে জুলাই, ১৭৯২, নং ৮৭; ঐঃ, টিপু ত্ত ফ্র্যাঁকে, ৪ শওওল, ১২০৬।২৬শে মে, ১৭৯২।
৭৮। পূর্বে পৃঃ ১৮৫,—দ্রষ্টব্যঃ।
৭৯। আঃ নেঃ, সি২ ৩০২-১৭৯৩, পৃঃ ২৫১।
৮০। পঃ আঃ, পাণ্ডুঃ, নং ২১৪০, ২১৯৫, ২২০০।
৮১। আঃ নেঃ, সি২ ৩০৪, লেকাল-এ থেকে, ১৬ই অক্টোবর, ১৭৯৪, নং ৪।
৮২। ঐঃ, সি২ ৩০৪ কলোনীজ (১৭৯৪-১৮০০), এফায়ারস্ সিক্রেট, নং ৯৫; এবং ঐ, দলিলহ আর্চিভস্ দ্যু মিনিস্ত্যার দেস্ এফায়ারস্ ত্রত্রাঁগ্যার খণ্ড ২০ (১৭৯২-১৮১৪) পৃঃ ১৫০ ও পরে, এবং আঁতোনভা, "দি ষ্ট্রাগল অব টিপু সুলতান এগেন্‌ষ্ট ব্রিটিশ কলোনিয়েল পাওয়ার", দলিল নং ৩, ৪।
৮৩। ঐঃ, দলিল নং ১, ২।
৮৪। আঃ নেঃ, সি২ ৩০৪, মেরাইন মন্ত্রী বৈদেশিকে মন্ত্রীর সম্পর্ক, ১২ই অক্টোবর, ১৭৯৭।

১৮

টিপু ও ওয়েলেসলি

তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল অনেক। যুদ্ধ শেষে ঐ ক্ষতি সামলিয়ে, বিজিত ধন সম্পত্তি গুছিয়ে নতুন জয়যাত্রার পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে তাই তাদের শান্তির প্রয়োজন ছিল। এজন্যই তাঁর কার্যকালের অবশিষ্ট ভাগে কর্ণওয়ালিস এবং পরে তার অনুগামী শোর ভারতীয় রাজশক্তিগুলির সঙ্গে বিরোধ বাধাতে পারে এমন সব ব্যাপার এড়িয়ে, চলতেন। ১৭৮৪ সালের পিট্স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ও কোর্ট অব্ ডিরেকটরদের নির্দেশিত শান্তি ও নিরেপেক্ষতার নীতি শোর একটু বেশী মাত্রায় মেনে চলতেন। এর ফলে, নিজাম ইংরেজের কাছ থেকে দূরে সরে যান, ভারতে ফরাসীপ্রভাবের বৃদ্ধি হয়। ভারতীয় রাজশক্তিদের বিবাদে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও এক সময় নিরপেক্ষনীতির অনুকূলে ছিল, কিন্তু "ইয়োরোপে অশান্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডানডাস ভারতবর্ষে তার আক্রামণাত্মক ও শোষণ নীতির সমর্থনও তীব্রভাবে করতে থাকেন" ১ সুতরাং ১৭৯৭ সালের মার্চ মাসে শোর অবসর নেবার পর ঠিক হয় তাব স্থানে একজন সক্রিয় নীতির অনুসরণকারী লোক নিযুক্ত করা হবে। শেষকালে নির্বাচিত হন পিট ও ডানডাসের বন্ধু, প্রগতি বিরোধী এবং পাকা সাম্রাজ্যবাদী রিচার্ড ওয়েলেসলি, আর্ল অব মরনিংটন।

এইভাবে উগ্র ও সম্প্রসারণ নীতির উদ্গাতা হয়ে ওয়েলেসলি ভারতে আসেন। ফিলিপসের উক্তি মত "ডানডাস ভারতে ওয়েলেসলির আক্রমণাত্মক নীতির উৎসাহ দাতা ছিলেন। তার নির্দেশে ও ওয়েলেসলির কাজকর্ম এবং জবাব দেখে মনে হয় বোধহয় ওয়েলেসলি ইংল্যাণ্ড ছাড়বার পুর্বেই তারা একমত হয়েছিলেন যে ব্রিটিশ-ভারতের সম্প্রসারণের সময় এসেছে"।২

মোগল সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয় ১৭৮৮ সালে আফগান দলপতি গোলাম কাদিরের দ্বারা অন্ধ হয়ে এখন দৌলত রাও সিন্ধিয়ার কব্জায় ছিলেন। দিল্লীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের রাজপুত রাজ্যগুলি সেই সময় ঐক্যহীন এবং মারাঠা-আক্রমণে অটল থাকতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। আউধ নামেই শুধু স্বাধীন ছিল বস্তুতঃ ইংরেজ রেসিডেণ্ট দ্বারা চালিত হত। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ কোম্পানীর করদ রাজা, আরকটের নবাব আর "সত্যিকারের নৃপতি" ছিলেন না, শুধু একটা "ছায়া, অলীক কল্পনা ও বুকচাপা দুঃস্বপ্ন ছিল"। ইংরেজরা তার দেশ শাসন করতো। পুনা, হায়দরাবাদ ও মহীশূর—এই তিনটি প্রধান ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিতর প্রথম

স্ফূর্তি অবক্ষয়ের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। মারাঠা রাষ্ট্রসংঘও ভেঙ্গে পড়েছিল।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, অযোগ্য ও বিশ্বাসঘাতী ছিলেন। পুনা গভর্নমেণ্টের ক্রিয়াকলাপে নানার পূর্বেকার প্রভাব বহু পরিমাণে নষ্ট হয়েছিল। শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য নিজাম গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই অশক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং খড়দাতে মারাঠাদের হাতে সেনাদের পরাজয় আরও ভেঙ্গে পড়ে।

এই অযোগ্যতা ও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার বিপরীত পটভূমিতে মহীশূর রাজ্য ছিল সুশাসন ও দক্ষতার আদর্শ স্থল। কর্ণওয়ালিস টিপুর ধন-দৌলতও অর্ধেক রাজ্য হরণ করেছিলেন, কিন্তু মেলকম লিখেছেন, টিপুর আচরণ "প্রথম প্রকট হয় সন্ধির পর যখন তিনি মিত্র-পক্ষদের বহু অর্থের ঋণ সসম্মানও অসাধারণ সময় নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশোধ করেন দুর্ভাগ্যের গুরুভারে বিমূঢ় না হয়ে তিনি পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের কাজে ব্রতী হন। তিনি রাজধানী রক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সুরু করেন, অশ্বারোহী সেনাদলের নব রূপায়ণ হয়। পদাতিক সেনাতে নতুন লোক নিয়োগ করা হয় তারা নিয়মানুগ হয় অবাধ্য করদ রাজাদের শাস্তি দেওয়া হয়, চাষবাসেব উৎসাহ দিয়ে দেশে বিগত দিনের সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা হয়"।[৩] এই সব কারণে ইংরেজদের মনে ঈর্ষা জাগে তারা আবার পুরানো জুজুব ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কারণ টিপু যদিও আর কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম ছিলেন না, তিনি তখনো নিজাম-মারাঠার মিলিত সেনা পরাভূত করবার মত শক্তিমান ছিলেন।[৪] তার শক্তি যদি অবাধে বাড়তেই থাকে তবে তার সক্রিয়তা, কর্মদক্ষতা ও উচ্চাকাঙ্খার গুণে আবার তিনি ইংরেজদের দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারেন। ওয়েলেসলি সুতরাং টিপুর শক্তি খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। কোম্পানীকে ভারতের সর্বোচ্চ শক্তি বানাবার পরিকল্পনায় ওয়েলেসলি মনে করেন টিপুই একমাত্র মারাত্মক প্রতিবন্ধক।

১৭৯৭ সালের প্রথম ভাগে 'ভল্যু"নামক একটি বন্দী অসামরিক লুটেরা জাহাজ মেঙ্গালোরে আসে। এর অধ্যক্ষ রিপো শ্রীরঙ্গপটম এসে টিপুকে বলেন যে তিনি ফরাসী নৌ-বিভাগের একজন অফিসার এবং আইলস অব ফ্রান্স ও বুরবঁ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল, টিপুকে ১০,০০০ জন সেনা দিয়ে সাহায্য করার সঙ্কল্প জানিয়ে। এই সেনাদল রিয়ার এডমিরেল সারসে এবং জেনারেল মেগাল'য়ের নেতৃত্বে ইয়োরোপ থেকে এসেছিল। ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব টিপুকে এত অভিভূত করেছিল যে তিনি তার বিবৃতির সত্যাসত্য বিচার করেও দেখেন নি এবং তার কোন কোন অফিসারের পরামর্শ উপেক্ষা করে মহম্মদ ইব্রাহিম ও হুসেন আলী খাঁকে তার সঙ্গে আইল অব ফ্রান্সে যাবার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। অফিসাররা বলেছিলেন যে, রিপো একটি প্রবঞ্চক।

প্রতিনিধিরা ১৭৯৭ সালের অক্টোবরে মেঙ্গালোর ছেড়ে ১৯শে জানুয়ারি, ১৭৯৮ পোর্ট সেণ্টলুইতে পৌছান।[৫]

প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে বণিক রূপে ভ্রমণ করেন। দ্বীপে তারা উপস্থিত হলে তাদের স্বাগত জানাতে কেউ উপস্থিত থাকবে না ; কেউ জানবে না তাদের উদ্দেশ্য কী মুখ্য কর্তারা শুধু জানতে পারবেন এবং গোপনে তাদের সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদি হবে। এসব সত্বেও, তাদের আগমনের বার্তা শুনে আইলস অব ফ্রান্স্ও বুরবঁর গভর্নর জেনারেল মেলারটিক তাদের অভ্যর্থনার জন্য তার কয়েকজন কর্মচারীকে পাঠান এবং পরে তিনি নিজেই তাদের স্বাগত করতে আসেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর প্রতিনিধিরা সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীর প্রস্তাব করেন। মৈত্রীর শর্তগুলি এরূপ :[৬]

(১) টিপু ইংরেজদের সঙ্গে ততক্ষণ লড়বেন যতক্ষণ ভারতে একটি মাত্র ইংরেজ সেনা থাকবে।

(২) ভারতবর্ষে আসার পর তিনি মদ ছাড়া ফরাসী সেনাদের বাদ বাকি সমস্ত রসদ যোগাবেন।

(৩) তিনি ফরাসী সেনাদের ঘোড়া ও বৃষ সরবরাহ করবেন এবং আহতদের পালকি দেওয়া হবে।

(৪) ফরাসীরা ৩,০০০ জন অশ্বারোহী, ৩,০০০ জন পদাতিক ও ২০০টি কামানের যোগান দেবে।

(৫) ফরাসী সেনা তার আজ্ঞাধীন থাকবে।

(৬) টিপুও সেনা যোগাবেন।

(৭) ইংরেজরা বিগত যুদ্ধে তার কাছ থেকে যে সব রাজ্যভাগ দখল করে নিয়েছিল সেগুলি ছাড়া, বিজিত রাজ্য সমস্ত তার আর ফরাসী রাষ্ট্রের ভিতর সমানভাবে ভাগ করা হবে।

(৮) যদি ফরাসী রাষ্ট্র সন্ধি করতে চান, তবে তার সঙ্গে পরামর্শ করা হবে এবং সন্ধি পত্রে তার নাম থাকবে।

মেলারটিক বড়ই বিব্রত বোধ করেন কারণ দেবার মত তার হাতে কোন সেনা ছিল না। তার নিকট যে ৭০০ জন সেনা ছিল তারা দ্বিপটি রক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ টিপুর প্রতিনিধিদের আগমন ও প্রস্তাব সম্বন্ধে মেরাইন মন্ত্রীকে লেখেন এবং সরাসরি টিপুর কাছে সামরিক সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে পুরাতন বন্ধুর কিছুটা সাহায্যের জন্য ৩০শে জানুয়ারি, ১৭৯৮ একটা ঘোষণা প্রচার করেন যে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার জন্য সামরিক সাহায্য চেয়ে এবং একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সন্ধি সম্পাদনার্থে মহীশূর থেকে দু'জন প্রতিনিধি এসেছেন। যুদ্ধ চলাকালীন

টিপু ফরাসীসেনার ভরণপোষণ করবেন এবং মদ ছাড়া অন্য সব কিছু তাদের যোগাবেন। ঘোষণায় তেমন কিছু লাভ হয়নি, মাত্র ৮০ জন স্বেচ্ছাসৈনিক হতে চেয়েছিল। এদেরও ১৫ জন অফিসারকে ব্রিগেডিয়ার পাপ্লুইর অধীনে রাখা হয়। এই ছোট দলটির সঙ্গে যুক্ত হয় ৫ জন নৌ-অফিসার ও কয়েকজন মাষ্টার দ্যুব্যুকের নেতৃত্বে। দ্যুব্যুক "প্রেন্যুস" জাহাজের অধ্যক্ষরূপে সেনাদের মেঙ্গালোর নিয়ে যাবেন। মেলারটিক প্রতিনিধিদের জানান যে আইলস অব রিইয়ুনিয়নে আরো স্বেচ্ছাসেনা পাওয়া যেতে পারে এবং তাদের আশ্বাস দেন যে অবস্থা পরিবর্তিত হওয়া মাত্র তিনি বড একটা সেনাদল পাঠাবেন।[৭]

"প্রেন্যুস" জাহাজ ৭ই মার্চ আইল অব ফ্রান্স ছেড়ে ১০ই মার্চ আইল অব রিইয়ুনিয়ন পৌছায়। কিন্তু জোর বাতাস ও একটা নোঙর অকেজো হওয়ায়, ও সময়ের স্বল্পতার জন্য পরদিন স্বেচ্ছাসেনা সংগ্রহ না করেই রওনা হয়। জাহাজটি ২৫শে এপ্রিল মেঙ্গালোর পৌছায় এবং ৩০শে জুনের পূর্বে ক্ষুদ্র সেনাদলটি শ্রীরঙ্গপটমে উপনীত হতে পারেনি। টিপু অফিসারদের সসম্মান অভ্যর্থনা করেছিলেন, কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রের নামে রিপোর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এই সামান্য সাহায্য প্রেরণে বিস্ময় জানান। টিপু বুঝতে পেরেছিলেন, রিপোকে বিশ্বাস করা তার ভুল হয়েছে, কিন্তু তখন আর পিছ পা হওয়া যায় না, এও তার মনে হয়। এই অচল অবস্থা থেকে মুক্তির একটা মাত্রই রাস্তা ছিল। তিনি ভেবে দেখেন, সরাসরি ফরাসী দেশে এক প্রতিনিধি দল পাঠানোই একমাত্র উপায়। এই প্রস্তাবে মনে হয়, তিনি শ্রীরঙ্গপটমের ফরাসীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তারা সেখানে "জেকবিন ক্লাব" ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৮]

জেকবিন ক্লাব প্রথমতঃ দমপার দলের ৫৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল; রিপো ছিলেন সভাপতি, সি. ভিনিয়র কর্মসচিব। ক্লাবের প্রথম অধিবেশন বসে ৫ই মে, ১৭৯৭ সালে। রিপো তাতে ভাষণ দেন এবং সদস্যদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরে একজন সভাপতি, দু'জন কর্মসচিব, দু'জন পরীক্ষক (স্ক্রুটেটর) এবং দু'জন অনুষ্ঠান পরিচালক নিয়ে (মাষ্টার অব সেরিমনিজ)। ৭ তারিখে আবার সভা হয়। তখন ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ অনুযায়ী ফরাসী সেনাদলের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম-কানুনের ২২টি ধারা সূত্রবদ্ধ করা হয়। স্বদেশ বন্দনা দিয়ে সভা শেষ হয়।[৯]

১৪ই মে সকাল ৬টায় দমপার নেতৃত্বে এবং রিপোর প্রতিনিধিত্বে ফরাসী-দল ফরাসীদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং পরে ক্যানটনমেন্টের দিকে অগ্রসর হয়। টিপু সেখানে তাদের স্বাগত জানিয়ে ২,৩০০ কামান ধ্বনিতে অভিবাদন করার আদেশ দেন। তিনি ফরাসী গণরাজ্যের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের আশ্বাস রিপোকে জানান। প্রতিদানে ফরাসীরা টিপুকে তাদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাকে "রাজা—নাগরিক" (সিটিজেন প্রিন্স) বলে সম্বোধন করে। অতঃপর

স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপণ করা হয়, সাম্যের আচ্ছাদন প্রতীকে ভূষিত করে। ফরাসীরা প্রতিজ্ঞা করে হয় স্বাধীন থাকবে, নয় মৃত্যুবরণ করবে। তারা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বন্ধু টিপু সুলতান ছাড়া অন্য সব নৃপতির প্রতি অবজ্ঞা ঘোষণা করে।[১০]

মেলারটিক কেন সাধারণ্যে ঘোষণা জারি করেছিলেন এবং আলোচনা কেন প্রকাশ্যে ঘটেছিল তার বিভিন্ন টীকা দেওয়া হয়েছে। মিলের মতে টিপু ও মেলারটিকের স্বভাবগত দম্ভই এর কারণ। কিন্তু মিলের কথায় দৃঢ়-প্রত্যয় জান্মায় না।[১১] সাধারণ্যে জানাজানিতে ভয় আছে জেনেই টিপু তার প্রতিনিধিদের বিশেষ গোপনতা রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলোচনা গোপন রাখায় ফরাসীদেরও স্বার্থছিল। বস্তুতঃ কোন পক্ষেরই প্রকাশ্য আলোচনায় লাভ হ'ত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভাপতি বসাঙ্কের সন্দেহ ছিল যে ঘোষণাটি টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজদের প্ররোচিত করার জন্য ফরাসীদের একটা কৌশল মাত্র।[১২] কিন্তু মেলারটিক ১৭৯২ সালের জুন মাস থেকে আইলস অব ফ্রান্স ও বুরবঁর গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। এতটা অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও দেশপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে।[১৩] তার পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব ছিল না "যার ফল ছিল শুধু টিপুর বিনাশ, কিন্তু ফরাসীদের কোন লাভ নয়"।[১৪]

এটাও অনুমান করা হয়েছে যে, মেলারটিক ঘোষণা প্রচার করেছিলেন কারণ ক্রীতদাসদের মুক্ত করার অভিলাষী বলে সন্দেহভাজন একদল অস্থিরচিত্ত লোকের হাত থেকে তিনি এতে সোয়াস্তি পেতে পারেন বলে আশা করেছিলেন।[১৫] এ কথা কিছুটা সত্য হয়তো, কিন্তু মেলারটিকের আচরণের প্রধান ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে, তিনি টিপুকে সাহায্য দিতে ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু দ্বীপটি রক্ষা করবার মত যথেষ্ট সেনা তার নিজেরই ছিল না বলে তিনি এরূপ কাজের ফলাফলের কথা না বুঝে নাগরিকদের আহ্বান করলেন সুলতানকে সাহায্য করতে।

ঘোষণাটি যখন ৮ই জুন, ১৭৯৮ সালে কলকাতার এক খবরের কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ওয়েলেসলি এর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১৬] তবু তিনি এতে "এতই উদ্বেলিত" হয়েছিলেন যে ঘোষণাটির একটি প্রতিলিপি করমণ্ডল উপকূলের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হেরিসকে পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ যেন যে তিনি দেন "অবিলম্বে একটা সেনাদল জড়ো করবার উপায় চিন্তা করেন—যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তার প্রয়োজন হয়"।[১৭] এরপর উত্তমাশা অন্তরীপের গভর্ণর মেকারটনির কাছ থেকে এক পত্র পান।[১৮] এই ঘোষণা পত্র সত্যসত্যই জারি হয়েছিল বলে নিশ্চিন্ত হন। তখন শ্রীরঙ্গপটমের দিকে সরাসরি অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হতে করমণ্ডল ও মালাবার "উপকূলে অবিলম্বে সেনা-সজ্জার উদ্দেশ্যে ২৬শে জুন চূড়ান্ত আদেশ প্রেরিত হয়।[১৯] বম্বে গভর্ণর ডানকানকেও হেরিসের সহযোগিতার জন্য মালাবার উপকূলে সেনা প্রস্তুত রাখতে অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া

হয়।[২০] কিন্তু ঘোষণাটিকেই যুদ্ধের কারণ করবার পক্ষপাতী আর্থার ওয়েলেসলি ছিলেন না। তিনি প্রস্তাব করেন যে "সুলতানকে ঘোষণাটি পাঠিয়ে দিয়ে সেটির এবং সেনাদলের আগমনের কৈফিয়ৎ চাওয়া হোক"।[২১] বেরী ক্লোজ ও হেরিসও মনে করেন যে টিপুকে "জনসমক্ষে স্বীকারোক্তি" করার একটা অবকাশ দেওয়া হোক, যদি তিনি তা চান।[২২] কিন্তু ওয়েলেসলি তাদের পরামর্শ নেননি, কারণ তার ইচ্ছা ছিল যখন "তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিছুটা নিরাশ ও হতোদ্যম" তখন অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করা,[২৩] মানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। এ সময় ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ছিল টিপুকে ফরাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি তার দরবারে রাখা এবং মহীশূর সেনাবাহিনী থেকে ফরাসী সেনা চিরতরে উৎখাত।[২৪] যাই হোক, পরিকল্পনাটি কাজে খাটানো হয়নি কারণ মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট জানায় যে তার সেনাদল আক্রমণাত্মক কাজ হাতে নেওয়া দূরে থাকুক "শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা কাজের জন্য কোন রকমে সমর্থ"। এর পরিবহণের পশু নেই, যুদ্ধের মালমসলা নেই এবং বঙ্গদেশ থেকে প্রচুর অতিরিক্ত সাহায্য না পেলে অগ্রসরে অসমর্থ"।[২৫] সুতরাং কোম্পানীর সেনাদের প্রস্তুতি ছিল না বলে ওয়েলেসলিকে মহীশূর আক্রমণে বিরত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রচার করেন যে, এই সিদ্ধান্ত নিতে তাকে "কতদূর ক্লেশ ও দুঃখ" পেতে হয়েছিল তা বর্ণনা করা কঠিন।[২৬]

সুতরাং ওয়েলেসলি পরের কয়েক মাস যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি এক রেমণ্ড (মৃত্যুঃ ২৫শে মার্চ, ১৭৯৮) কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সজ্জিত হায়দরাবাদের ১৪,০০০ জন ফরাসীসেনার প্রতি নজর দেন। তিনি বুঝেছিলেন যে টিপুর সঙ্গে যুদ্ধে এই সেনাদল দুর্গতির কারণ হবে,—যে-হেতু এরা অফিসাররা "জেকবিনিজমের অত্যুগ্র নীতিতে বিশ্বাসী" ছিল। সুতরাং নিজামের কাছে তিনি দাবি জানান, এই দল ভেঙ্গে দিয়ে তার বদলে সেই স্থানে ইংরেজসেনা রাখা হোক্। নিজাম সহজেই রাজী হয়ে ২২শে অক্টোবর, ১৭৯৮ সালে একটা সহকারী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। তিনি ৬,০০০ জন ইংরেজ সিপাহী ও তদনুযায়ী ইয়োরোপিয় গোলান্দাজ সেনা রাখবেন, এবং বার্ষিক ১৪, ১৭, ১০০ টাকা বিশেষ কর হিসাবে দেবেন। এই সন্ধিতে নিজাম একজন করদরাজার পর্যায়ে নেমে আসেন। ফরাসীসেনা দলকে কর্ণেল রবার্টস কর্তৃক অনেকটা অবাধে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১২৪টি ফরাসী অফিসারকে যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পরে ইয়োরোপে ফেরৎ পাঠানো হয়। সিপাহীদের অধিকাংশই কোম্পানীর চাকুরিতে যোগ দেয়। এই সন্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে টিপুর সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে নিজামের নিশ্চিত সহায়তা পাওয়া যায়।[২৭]

ওয়েলেসলি মারাঠাদেরও কোম্পানীর সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করবার জন্য বলেন। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান চুক্তিনামার শর্তগুলিই বিশ্বস্তভাবে পালন করবার আশ্বাস

দিয়ে পেশোয়া ব্যাপারটা এড়িয়ে যান এবং টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে কোম্পানীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।[২৮] সেইমতো ওয়েলেসলি টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পর তিনি ১৭৯০ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী মারাঠাদের সাহায্য দাবি করেন। পুনা গভর্ণমেণ্ট পেশোয়া দরবারস্থ কোম্পানীর প্রতিনিধি পামারকে আশ্বাস দেন যে তারা ২৫,০০০ জন সেনা দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করবে এবং সেনা ভর্তির জন্য মাধব রাও রামচন্দ্রকে নিযুক্ত করা হয়।[২৯] কিন্তু কাজ অগ্রসর না হওয়ায় নানা পরশুরাম ভাউকে পুনায় ডেকে এনে সেনাদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করতে বলেন। তাকে এ-ও বলা হয়, যে—চৌদ্দ লাখ টাকা তার জরিমানা বাবদ দেনা ছিল সেটা মকুব করা যাবে যদি তিনি সেটা টিপুর বিরুদ্ধে অভিযানে খরচ করেন।[৩০] কিন্তু ভাউ কাজে হাত দিতে চান নি, কারণ তিনি কোল্লাপুর রাজার বিরুদ্ধে তার রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। নানা তখন ভাউর পুত্র আপ্পা সাহেবকে অধ্যক্ষতা গ্রহণ করতে বলেন।[৩১] কিন্তু তিনি স্বীকার না করায় ভাউ ইংরেজের সাহায্যার্থে যেতে রাজি হন। ওয়েলেসলি তাকে কিছু টাকা ও মহীশূর রাজ্যের একটা "জাগীর" দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২] ভাউর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য পূর্বেকার কেপ্টেন লিট্লের সেনাদলের অনুরূপ একদল ইংরেজসেনা প্রস্তুত রাখা হয়। কিন্তু ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য নানার প্রচেষ্টা বাজীরাও ব্যাহত করেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার প্রভাবে পড়ে তিনি টিপুর সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।[৩৩] টিপুর সঙ্গে সিন্ধিয়ার গোপনে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান রয়েছে সন্দেহ করে ওয়েলেসলি সিন্ধিয়াকে ভয় দেখান যে, যদি তিনি বম্বেসেনার যুদ্ধ যাত্রায় বাধাদান করেন বা টিপুর সঙ্গে যোগদেন তবে তার উত্তর দিকের রাজ্য আক্রমণ করা হবে।[৩৪]

করমণ্ডল উপকূলের ডেনিশ রাজ্য ট্রেঙ্কুবারের উপরও ওয়েলেসলি মনোযোগ দেন। এটা একটা ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ, অগাষ্ট ১৭৯৩-তে পণ্ডিচেরীর পতনের পর অনেক ফরাসীরা ওখানে আশ্রয় নিয়ে ছিল। ফরাসীদের সাহায্য করতেন দ্বিতীয় সভাসদ লিস্তেনষ্টাইন ও প্রধান বিচারপতি প্রঅল্। শহরের শাসনকর্তা জেনারেল এংকাব অবশ্য ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু ডেনিশ গভর্ণমেণ্ট তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন ইংরেজদের অসন্তুষ্টির ঝুঁকি নিয়েও ফরাসীদের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেখেন।[৩৫]

পিইওঁলে নামে ট্রেঙ্কুবারের একজন বাসিন্দা কর্ণাটকে ইংরেজ সেনাদের বিস্তৃত বিবরণী দিয়ে ১৭৯৮ সালের ২২শে জুলাই টিপুকে লেখেন। একটি ছোট সেনাদল তৈরির জন্য তিনি অর্থ সাহায্যের অনুরোধ জানান। ইংরেজ ও টিপুর মধ্যে যুদ্ধ বাধলে এই সেনাদল একটা পৃথক রণাঙ্গণ সৃষ্টি করবে।[৩৬] তিনি টিপুকে এও জানান যে নেপোলিয়নের একজন জেনারেলের অধীনে একটা বড় সেনাদল ইতিমধ্যেই পারস্য দেশে এসে গেছে, এবং নেপোলিয়ন আয়র্লেণ্ড দখল করে এবার ইংল্যাণ্ড

আক্রমণের ব্যবস্থা করছেন।[৩৭] আর একজন কর্মতৎপর লোক ছিলেন দ্যু ব্যুক সুলতান ফ্রান্সে যে—প্রতিনিধি দল পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের একজন। তিনি টিপুকে জানান, ফরাসীরা ২০,০০০ জন সেনা নিয়ে মিশর জয় করেছে এবং স্থলপথ দিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে।[৩৮] তিনি টিপুকে আশ্বাস দেন যে ফরাসী প্রজাতন্ত্রী গভর্নমেন্ট তাকে সঙ্গছাড়া করবে না, বরং "ইংরেজদের বিতাড়িত করবে, আর আপনার নাম ইতিহাসের প্রতিটি পুস্তকে স্বর্ণাক্ষরে লিখতে হবে"।[৩৯] ট্রেঙ্কুবারে টিপুর "উকিল"দের কাজে পরামর্শ দেবার জন্য যে কমিটি ছিল দ্যুব্যুক তার একজন সদস্য ছিলেন এবং টিপুর মহাজন পণ্ডীচেরীর "হোয়াইট এণ্ড মারচিত্র"র নিকট থেকে টাকা পান। কমিটির অন্য সদস্য ছিলেন লিস্তেনষ্টাইন ও পোআলভ্যার।[৪০]

গুপ্তচরদের মারফত এবং ইংরেজদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত ফরাসীদের চিঠির মাধ্যমে ফরাসী-ষড়যন্ত্র ওয়েলেসলির গোচরে আসে। সুতরাং তিনি জেনারেল এংকারের নিকট প্রতিবাদ জানিয়ে ট্রেঙ্কুবার থেকে ব্রিটিশ-বিরোধীদের বহিষ্কারের প্রস্তাব করেন।[৪১] তার এই প্রতিবাদের ফলে একটা সামরিক তদন্ত হয়। পিইওলে তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার হন। পোআলভ্যার এবং অন্যান্য তিনজন সহ দ্যুব্যুককে শহর ত্যাগ করতে বলা হয়। লিস্তেনষ্টাইনকে ইয়োরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়[৪২] টিপুর "উকিল"কে অবশ্য ডেনিশ গভর্নমেণ্টের নির্দেশে থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন বৈরিতামূলক কাজ করতে "উকিল"কে দেওয়া হবে না ব'লে ওয়েলেসলিকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।[৪৩]

ওয়েলেসলি যখন সামরিক ও কূটনৈতিক প্রস্তুতিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বন্ধুত্বের ভান করে টিপুকে মিথ্যা নিরাপত্তার বিশ্বাসে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। যদিও আইলস অব ফ্রান্সের ঘোষণাটির খবর জুলাই-এর প্রথমেই পেয়েছিলেন, তিনি প্রায় ৭ মাস সে সম্বন্ধে টিপুর কাছে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। কারণ, তিনি তখনো "টিপুর সঙ্গে প্রতিটি বিরোধের পৃথক পূর্ণাঙ্গরূপ" দেবার প্রস্তুতি শেষ করেন নি।[৪৪] তিনি ১৮ই জুন, ঘোষণাটি জানবার এক সপ্তাহ পর, ওয়েনাদের উপর দাবির বিষয় নিয়ে টিপুকে লেখেন, এবং "কালোচিত ও সংযত আলোচনা"র মাধ্যমে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তির প্রস্তাব করেন। এই "পথই বন্ধুত্বের পথ দূরদর্শিতার পথ ; এবং যারা হিংসা জাগাতে চায়, শান্তির মহিমা যারা ম্লান করতে চায়,—এমন স্বার্থান্বেষী ও চক্রান্তকারী লোকেদের পরামর্শ এতেই নিষ্ফল হবে'।[৪৪] ৭ই অগাষ্ট আবার তিনি টিপুকে লিখে জানান যে, তিনি ওয়েনাদের উপর টিপুর দাবি স্বীকার করেন, কারণ ১৭৯২ সালের শ্রীরঙ্গপটম সন্ধিতে ইহা কোম্পানীকে দেওয়া হয়নি।[৪৬] কিন্তু এ ধরণের কোন পত্রে ঘোষণাটির উল্লেখ নেই। ৪ঠা নভেম্বর ওয়েলেসলি টিপুকে মিশরের উপর

নেপোলিয়নের আক্রমণ ও নীল নদের যুদ্ধে ফরাসীদের উপর ইংরেজদের জয়ের কথা জানান।[৪৭] কিন্তু এ পত্রেও তিনি ঘোষণাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি।

সেনাদল যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, ৮ই নভেম্বর তখনই শুধু ওয়েলেসলি সুলতানকে লেখেন, "ফরাসীদের সঙ্গে যে আপনার যোগাযোগ আছে সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলে আপনার ধারণা একেবারেই অবাস্তব আপনি তা জানেন, এই ফরাসীরা কোম্পানীর বদ্ধ মূল শত্রু; এখন তারা ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে এক অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত। আপনি ভাবতে পারবেন না যে আপনার সঙ্গে আমাব দেশের শত্রুর যে সব কাজকারবার চলছিলো সে সব বিষয়ে আমি উদাসীন থাকবো"।[৪৮] অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করে টিপুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ও শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ওয়েলেসলি মেজর ডাভটনকে শ্রীরঙ্গপটম পাঠাবার প্রস্তাব করে।[৪৯] এই ডাভটনই ১৭৯৪ সালে জামিন বন্দীদের মুক্তির আলোচনা চালিয়ে ছিলেন। ওয়েলেসলি টিপুকে আরো জানান "আমার পারিপার্শ্বিক থেকে জেনেছি যে তারা (ফরাসীরা) আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছে, এবং যারা আপনার ক্রোধোদ্দীপনের কোন কারণ ঘটায়নি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার প্ররোচনা দিয়ে আপনার বিচার বুদ্ধিকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছেন।[৫০]

ওয়েলেসলি এই পত্রেই প্রথম টিপুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি নিরাসনের চেষ্টা দেখান। কিন্তু টিপুর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তিনি আনেন নি। টিপুর প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় মেলারট্রিকের ঘোষণা বাণী প্রচারের কোন উল্লেখ করা হয়নি, এবং তার অনুমান মত, তারা মনিবের পক্ষ থেকে ফরাসীদের সঙ্গে যে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী স্থাপন করেছেন তারও উল্লিখ করা হয়নি। ইহা সত্য যে, টিপুর সঙ্গে ফরাসীদের যে—"কাজকারবার" চলেছিল সেজন্য টিপুকে তিনি দোষী করেছিলেন, কিন্তু ঠিক কী ধরণের কাজটা ইংরেজের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। ফরাসীরা টিপুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে এবং ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাকে প্ররোচিত করা হচ্ছে—ওয়েলেসলির এই অভিযোগ সম্বন্ধে একথা মনে রাখতে হবে যে তারা ভারতের অন্যান্য রাজদরবারেও এটা করছিলো।

ওয়েলেসলিকে টিপু যে—জবাব পাঠিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল—শ্রীরঙ্গপটম অবরোধের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়,—ধাতুর এমন অবস্থা ঘটা পর্যন্ত ইংরেজদের সামরিক কার্যকলাপ বিলম্বিত করা।[৫১] টিপু ওয়েলেসলির সঙ্গে একমত হন যে ফরাসীরা "অসরল প্রকৃতির, অবিশ্বাসী, মানবের শত্রু"। তার রাজ্যে ফরাসীদের আগমন সম্বন্ধে টিপু লেখেন "এ রাজ্যে এক জাতের ব্যবসায়ী আছে যারা জলপথে স্থলপথে ব্যবসা করে বেড়ায়। তাদের দালালরা একটা দুই মাস্তল বিশিষ্ট জলযান কিনে তা চালে বোঝাই করে বাণিজ্যে বা'র হয়েছিল। এবং তারা মরিসসে গিয়ে পৌঁছায় সেখান থেকে ৪০ জন ফরাসী ও কালো বর্ণের লোক

জাহাজ ভাড়া দিয়ে কাজের খোঁজে এখানে আসে। তাদের মধ্যে ১০।১২ জন ছিল কারিগর, অন্যরা কর্মচারী। যারা চাকুরি নিতে চেয়েছিল তাদের রাখা হয়, অন্যরা রাজ্যের বাইরে চলে যায়"। টিপু পুনরায় এ-ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি কোম্পানী, পেশোয়া ও নিজামের সঙ্গে "শান্তি সন্ধির ধারাগুলি মেনে চলবেন এবং ঐক্য ও বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থায়ী ও সুদৃঢ় করবেন।" ওয়েলেসলি মেজর ডাভটনকে পাঠানোর প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিদ্যমান সন্ধিগুলি শান্তি রক্ষার ও রাজ-শক্তিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখবার পক্ষে যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কার্যকরী কোন পন্থা তার জানা নেই।[৫২] টিপু জানতেন যে ডাভটনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা হবে অনেকটা সম্প্রতি নিজামের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সমতুল্য। কিন্তু তিনি নিজাম বা আর্কট ও আউধের নবাবদের মত ইংরেজদের সামন্তরাজা হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না।

কিন্তু এই পত্রটি ওয়েলেসলির কাছে পৌঁছবার পূর্বেই তিনি মহীশূর আক্রমণের নির্দেশ দেবার জন্য মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্কল্প করেছিলেন। মাদ্রাজে তিনি টিপুর ১৮ই ডিসেম্বরের পত্র পান। ৯ই জানুয়ারি, ১৭৯৯-এ তিনি চিঠির জবাব পাঠান। এই পত্রেই প্রথমবার তিনি ঘোষণাটির উল্লেখ করেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি আইল অব ফ্রান্সে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন, ফরাসীদের সঙ্গে বস্তুতঃই একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সন্ধি করেছেন, এবং ফরাসী দ্বীপে গঠিত এক সেনাদলকে তার রাজ্যে অবতরণের অনুমতি দিয়ে তার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেছেন। এই সঙ্গে ওয়েলেসলি ঘোষণাটির একটি পারসী অনুবাদ পাঠিয়ে দিয়ে চিঠি প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চেয়ে পাঠান। অন্যথা "বিপদজ্জনক পরিণতি ঘটতে পারে" বলে জানান।[৫৩] এক সপ্তাহ পর টিপুকে উদ্দেশ্য করে লেখা খলিফা সেলিম III-র একখানা পত্র পাঠিয়ে দেন। এই পত্রে খলিফা ফরাসী কর্তৃক মিশর অভিযানের বর্ণনা করেছিলেন। আরব দেশ বিজয়ের পর তাকে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রী রাজ্যে ভাগ করে মুসলমান ধর্ম উৎখাত করবার পরিকল্পনার কথাও জানিয়ে ছিলেন। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, ফরাসীরা ভারতবর্ষও জয় করে জনগণের ধন, প্রাণ ও ধর্ম কেড়ে নেবার মতলবে আছে। ওয়েলেসলি টিপুকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন ফরাসীদের প্ররোচনায় পড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বৈরিতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকেন। যদি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ থাকে, তবে তা সন্তোষজনকভাবে মিটিয়ে নেবার প্রস্তাবও করেন।[৫৪] ওয়েলেসলি তৎসহ একটি স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন যে, ফরাসী জাতি "জগতের সমস্ত রাজ-তন্ত্র এবং সমস্ত অসামরিক শাসনবিধি ও ধর্মমতকে তাদের অন্তহীন উচ্চাকাঙ্খা, তৃপ্তিহীন লুণ্ঠনস্পৃহা ও নির্বিচার অশুচি তাণ্ডবতার লীলা খেলার জিনিষ বলে মনে করে"।[৫৫]

জবাবে টিপু ওয়েলেসলিকে জানান যে, তিনি মেজর ডাভটনের সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছেন, তাকে পাঠানো হবে খুব অল্প সহচর সহ, বা সহচর ছাড়াই।[৫৬] বস্তুতঃ তিনি মেজরের অভ্যর্থনার জন্য ৫০ জন অশ্বারোহী পাঠিয়ে ছিলেন এবং "এ অভিমত ব্যক্ত করেণ যে একজন স্বাধীন রাজার মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারলে তিনি যে-কোন শর্ত মেনে নিতে রাজী আছেন"।[৫৭] টিপু খলিফাকেও তার অনুরক্তি জ্ঞাপন করে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন; তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ফরাসীরা মুসলীম দল প্রধানের বিরুদ্ধবাদী বলে সমস্ত মুসলমানদের তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব অস্বীকার করা উচিত।[৫৮]

কিন্তু এই চিঠিগুলি ওয়েলেসলির নিকট পৌঁছবার পূর্বেই তিনি ৩রা ফেব্রুয়ারি যথাসম্ভব অবিলম্বে মহীশূর আক্রমণ করে শ্রীরঙ্গটম অবরোধে অগ্রসর হবার জন্য জেনারেল হেরিসকে আদেশ দিয়েছিলেন।[৫৯] ঐদিনই জেনারেল ষ্টুয়ার্টকে মালাবার থেকে সহায়তা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে, ডাভটনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য টিপুর ইচ্ছা ওয়েলেসলি অগ্রাহ্য করে তাকে জানান যে ভবিষ্যতে মাত্র হেরিসের সঙ্গেই আলোচনা চলতে পারে"।[৬০] সেই সঙ্গে হেরিসকেও নির্দেশ দেওয়া হয় যে পর্যন্ত না টিপু বুঝতে পারেন যে তার রাজধানীর বিপদ আসন্ন সে পর্যন্ত কোন আলোচনার সূত্রপাত না করতে।[৬১]

মহীশূর অভিযানটি সুস্পষ্ট আক্রমণাত্মক অভিযান ছিল, কারণ টিপু ফরাসীদের সঙ্গে কোন আক্রমণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হননি। কিন্তু এরূপ মৈত্রী যদি থাকতো তাহলেও স্বাধীন রাজা হিসাবে সে কাজে তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং সেটাকে যুদ্ধাবম্ভের হেতু হিসাবে গণ্য করলে ওয়েলেসলি আইনতঃ ও নীতিগতভাবে দোষী হতেন।

ওয়েলেসলি ঘোষণাটির খবর জুনের প্রথম দিকে পান, কিন্তু ৭ মাসের মধ্যে তিনি টিপুর নিকট থেকে কোন কৈফিয়ৎ চান নি। তৎপরিবর্তে তিনি সামরিক প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকেন এবং তা গোপন রাখবার জন্য তিনি সুলতানকে ওয়েনাদ দিয়ে দেন এবং তার নিকট বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র দিতে থাকেন। একমাত্র যখন তিনি নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মনে করেছিলেন, তখনই ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারত থেকে ইংরেজকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ টিপুর বিরুদ্ধে আনেন। কিন্তু তাকে জবাব দেবার জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় দেন এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। খলিফার পত্র এবং টিপু ও ইংরেজের ভিতরকার মতবিরোধ মীমাংসার্থে তার নিজের প্রস্তাবে টিপুর প্রতিক্রিয়া কী তা জানবার অপেক্ষা অবধি করেন নি। বস্তুতঃ, টিপুর সঙ্গে তিনি যে প্রত্রালাপ করতেন তা অত্যন্ত কপটতাপূর্ণ। ওয়েলেসলির জীবনী-লেখক রবার্ট'সও স্বীকার করেন যে, আলাপ আলোচনা "অকৃত্রিমতার সঙ্গে চালানো হয় নি, মনে হয় এবং টিপুকে মত পরিবর্তন বা শুধরানোর কোন সুযোগই দেওয়া হয় নি; গভর্ণর জেনারেল

নির্মম ও দাম্ভিক ভাবে বেচারা শিকারলব্ধ প্রাণীটির অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর চিঠিগুলিকে কপট ও অপমানকর বলে অগ্রাহ্য করে দিয়েছিলেন" ।[৬২]

ওয়েলেসলির সমর্থনে এটা বলা হয়েছে তিনি টিপুকে এই ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন যে ফরাসীরা ভারত আক্রমণ করবে এবং টিপু তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। যদি এই ব্যাখ্যা সত্য হয় তবে মারাঠাদের ও নিজামকেও আক্রমণ করা তার উচিত ছিল, কারণ, তাদের বন্ধুত্বের উপর আস্থা স্থাপন করা যেত না এবং ফরাসীরা ভারত আক্রমণ করলে তারা তাদের সঙ্গে যোগ দিত। কিন্তু আসলে ফরাসী-আক্রমণের ভয় সত্যিকরে কোন কালেই ছিল না। বহুপূর্বে জুলাই, ১৭৯৭ এ স্যার জন শোর মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে লেখেন যে, ফ্রান্স বা আইলস থেকে ভারতে ইংরেজ রাজ্যের উপর অচিরেই কোন আক্রমণের ভয় করবার তেমন কিছু কারণ নেই।[৬৩] এমন কি, ওয়েলেসলিও লেখেন "ফরাসীদের থেকে এতকাল প্রাপ্ত কার্যকরী সাহায্য আরো বেশী পরিমাণে না পেলে টিপু সক্রিয় হতে চাইবেন না বলেই আমার বিশ্বাস ; আমি অনুরূপনিশ্চিত যে স্বদেশে আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও নৌবহরের তৎপরতা পৃথিবীর এভাগে ফরাসীদের অগ্রসর হবার প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করবে ।[৬৪] কিন্তু এটা যদি স্বীকার করাও যায় যে ওয়েলেসলির ভারতে আগমনের সময় ফরাসী আক্রমণের কিছুটা ভয় ছিল, কিন্তু তখন নিশ্চয়ই সেই ভয় আর ছিল না। অক্টোবর, ১৭৯৮-এর শেষ দিকে নীল নদের যুদ্ধে নেলসন কর্তৃক ফরাসী-নৌবহর ধ্বংসের সংবাদ ওয়েলেসলি পেয়েছিলেন। তার পক্ষে এটা ছিল সুখবর। তিনি স্যার হিউ খ্রীশ্চানকে লিখেছিলেন যে মধ্যোপসাগরে ফরাসী নৌবহর পরাজিত হওয়ায় লোহিত সাগরের প্রবেশ দ্বার আয়ত্তের ভিতর আসে এবং এর ফলে ফরাসীদের পক্ষে কোন সেনাদল ভারতে পাঠানো অসম্ভব হবে ।[৬৫] ইহা সত্য যে, নেপোলিয়ান তখনো মিশরে বসে আছেন, কিন্তু নৌবহর ছাড়া তার পক্ষে ভারত আক্রমণ করা অসম্ভব। স্থল পথে তার ভারতে পৌঁছতে সমর্থ হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। মিল মনে করতেন, "যারা অজ্ঞতা ও বিহ্বলতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন চোখে দৃষ্ট-বস্তুকে বিকটরূপে বিবর্ধিত করে দেখে, তাদের কাছে ছাড়া" ভারতে ফরাসী আক্রমণের বিপদ সম্ভাবনা "এত বড় করে কারো চোখে পড়তো না" ।[৬৬] কিন্তু ভারতে তার সাম্রাজ্য লোলুপতার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ওয়েলেসলি ফরাসী-জুজু ভয় জাগিয়ে রাখেন।

ভারতে ফরাসী-আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না, টিপুকে ফরাসীদের সামরিক সাহায্য দেবার সম্ভাবনাও অনুরূপ দূরবর্তী ছিল। প্রথমতঃ ভারতের পার্শ্বস্থ জলপথ ইংরেজদের আয়ত্তে থাকায় টিপুকে আরো শক্তিশালী করার মত বড় সেনাদল ফরাসীরা পাঠাতে পারতো না।[৬৭] দ্বিতীয়তঃ টিপুকে কোন সাহায্য করবার মত অবস্থায় ফরাসীরা ছিল না। ৬ই জুলাই, ১৭৯৮ জোসিয়া ওয়েব লেখেন, "দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক বার্তা অনুযায়ী আমাদের সন্দেহ নেই যে

ফ্রান্সে সেনাদল পাঠানো হয়েছে, ফরাসী নৌ-বহর বিচ্ছিন্ন এবং আমার বিশ্বাস জন্মেছে এখনই কোন সহযোগিতা দেওয়া যাবে না। সুতরাং কোন সংঘর্ষের আশঙ্কাও নেই,—যদি আমরা নিজেরাই কোন উত্তেজনা না দিই।[৬৮] এমন কি ওয়েলেসলিও ১২ই অগাষ্ট, ১৭৯৮ লেখেন, "আইল অব ফ্রন্সে কোন নতুন বিপ্লব না ঘটলে আমি আশঙ্কা করিনা যে টিপু সুলতান সেদিক থেকে বেশীরকম কোন সাহায্য পাবেন"।[৬৯] এ অবস্থায় টিপুর চাকুরিতে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় লোক এবং তৎসহ আইল অব ফ্রান্স থেকে আগত একশতেরও কম সংখ্যার একটা নগণ্য সেনাদল ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত দেশের কোন বিপদের কারণ হতে পারবে না। বস্তুতঃ, ওয়েলেসলি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, "আইল অব ফ্রান্স থেকে টিপু যে সাহায্য পেয়েছিলেন তাতে আমাদের অনুপাতিক শক্তির কোন হানি হয় নি; এটাও সম্ভব বলে মনে হয়না না যে কিছুকালের মধ্যে তিনি কোন বৃহৎ ও সুদক্ষ নতুন সেনাদল পাবেন"।[৭০]

এখন প্রশ্ন হ'ল, টিপু কি নিজের শক্তিতে, বাইরের সাহায্য ছাড়া, ইংরেজকে আক্রমণ করতে পারতেন? যদিও ওয়েলসলি প্রথমে বলেছিলেন যে টিপুর যুদ্ধ-প্রস্তুতি বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।[৭১] পরে তিনি স্বীকার করেন, তৃতীয় ইংরেজ—মহাশূরী যুদ্ধের পর তার সেনাবাহিনী সংখ্যা ও শৃঙ্খলার দিক থেকে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৭২] হেরিসের মতে "টিপুর সেনাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সীমান্তবর্তী গড়-সেনার অফিসরদের নীরবতা এবং আজ সালেম থেকে প্রাপ্ত এতদসংলগ্ন অবিসংবাদী গুপ্ত খবর থেকে আমার অভিমত এই যে টিপু যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ভাবছেন না"।[৭৩] জোসিয়া ওয়েবও বিশ্বাস করতেন যে টিপুর "সত্যিকারের শক্তি বৃদ্ধি পায়নি"।[৭৪] এবং টিপুর উৎখাত-কামী ও তীব্র শত্রু মানরো বলেন, "এটা আশ্চর্যজনক যে, টিপু এ-যুদ্ধের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তুতি করেন নি। তার সেনাদল বাস্তবিক পক্ষে সুবিন্যস্ত ও বিশেষ সংখ্যায়গরীয়ান্ ছিল। কিন্তু জেনারেল হেরিসের সীমান্ত অতিক্রমকালে টিপুরসেনা পূর্বের অনেক মাসের মত শক্তিমত্তা ও উৎকর্ষতা দেখায়নি"।[৭৫]

জমান শা'র কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সেটা প্রায় ছিলই না। স্যার জন শোর-এর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি, কারণ "বিশ বৎসর যাবৎ আক্রমণের হুমকি দেবার পর তিনি (জমান শা) শুধু লাহোর দখল করতে সমর্থ হন, তারপর তাড়াতাড়ি পিছু হটে আসেন কোন যশ বা লাভের অংশীদার না হয়েই"। শোর নিশ্চিত ছিলেন যে জমান শা ভারত আক্রমণ করবেন না, কিন্তু করলেও শিখ ও মারাঠাদের বাধা এবং দূরপ্রসারী যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নিষ্ফল হবেন।[৭৬] কিন্তু ওয়েলেসলির মতে উত্তর-পশ্চিম থেকে বিপদের আশঙ্কা শোরের বিশ্বাস অনুযায়ী কম নয় এবং টিপুও জমান শা'র মিলনের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। আসলে, তিনি মহীশূর আক্রমণের ন্যায্যতা দেখাতে বিপদাশঙ্কাকে অতিরঞ্জিত

করেছিলেন। ইহা সত্য যে, ১৭৯৮ সালের শেষে জমান শা লাহোরে উপস্থিত হন, কিন্তু ১৭৯৯ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে তিনি লাহোর ত্যাগ করে আফগানিস্থান চলে যান।[৭৭] সুতরাং ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার সময় উত্তর-পশ্চিম থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। ওয়েলেসলি তা বেশ জানতেন। তিনি আরো জানতেন যে, তুর্কি ও আরবদের কাছে বাধা পেয়ে এবং আলেকজেণ্ড্রিয়ার নিকট তাদের নৌবহরের পরাজয়ের পর ফরাসীরা টিপুকে কোন সাহায্য করতে পারতো না। তারা জলপথে কোন সাহায্য পাঠাতে চেষ্টা করলেও "ঋতুর গতি হেতু কয়েকমাস ভারতে তার কোন প্রভাবই দৃষ্ট হত না"।[৭৮] সত্ত্বেও ওয়েলেসলি যুদ্ধের জন্য তৈরি হন কারণ, সুদক্ষ 'রাজনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন, টিপুর একাকিত্বের সময় তাকে উৎখাত করবার এই চমৎকার সুযোগ অবহেলা করা যায় না।

এদিকে টিপু দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক দক্ষতায় বিশেষ অক্ষমতা দেখান। পূর্বেই বলা হয়েছে, ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রীর আলোচনা চালানোয় তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তার জানা উচিত ছিল যে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী লোকগুলির বিবৃতি বা প্রতিশ্রুতিতে কোন বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তবু তিনি এই লোকগুলিকে বিশ্বাস করে ফরাসী সাহায্যের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন, তলিয়ে দেখেন নি ফ্রান্স বা তার উপনিবেশগুলি তাকে সাহায্য করবার মত অবস্থায় আছে কিনা। তার এই কর্মনীতির ফলে তিনি বস্তুতঃ ওয়েলেসলির আকাঙ্খিত যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করেন।

ওয়েলেসলি যখন সামরিক ও কূটনৈতিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, টিপু ও তখন চুপচাপ বসে ছিলেন না। আমরা দেখেছি যে ফরাসী সেনাদল শ্রীরঙ্গপটম এসে ফ্রান্সে এক প্রতিনিধিদল পাঠাতে টিপুকে রাজি করেছিল। টিপু তখন আবদুল রহিম ও মহম্মদ বিসমিল্লাকে প্যারিসে যাবার জন্য নিযুক্ত করেন। তাদের সেক্রেটারি হবেন মহম্মদ মুদার ও শেখ ইমাম। তাদের সঙ্গে যাবেন ড্যুব্যুক ও তার এডিকং ফিলাতে।[৭৯] পথ খরচের জন্য ২০,০০০ পেগোডা এবং সম পারমান মুদ্রার "হুণ্ডি" ড্যুব্যুকের হাতে দেওয়া হয়। ট্রেঙ্কুবারে একটা জলযান তিনি কিনবেন যাতে করে প্রতিনিধিরা ফ্রান্সে যাত্রা করবেন।[৮০] সেখানে তারা একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তাব করে ১২,০০০জন সেনা ও ফরাসী নৌ বহরের সাহায্যের দাবি করবেন। সেনারা টিপুর আজ্ঞাধীন থাকবে, তিনি তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদপত্র যোগাবেন।[৮১]

মেঙ্গালোর একটা ইংরেজ রণপোত দ্বারা অবরুদ্ধ থাকায় ড্যুব্যুক ১৭৯৮ সালের মার্চের শেষে বাহাদুরগড় থেকে একটা আরবীয় জাহাজে যাত্রা করেন।[৮২] ট্রেঙ্কুবার থেকে তিনি সুলতানকে জানান যে সুবিধামত কোন জলযান পাওয়া যাচ্ছেনা, আর টাকারও তার অভাব। তিনি সুলতানকে অনুরোধ করেন, তার ব্যাঙ্ক

পণ্ডিচেরীর হোয়াইট এণ্ড মার্সারকে নির্দেশ দিতে তাকে ৪০,০০০ টাকা দেবার জন্য যাতে করে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এরা ভারতেই থেকে যাবেন [৮৩] কিন্তু টিপু জবাবে বলেন যে, পূর্বেই যথেষ্ট টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে এবং "নির্দিষ্ট কাজটি আপনাকে এখনি করতে হবে—এটা কত জরুরী আপনাকে কী করে তা বোঝাব";[৮৪] টিপুর কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ চিঠি পেয়ে শেষে ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯ "অভেনস্থ" জাহাজে ডেনিশ পতাকা উড়িয়ে দ্যবুাক আইল অব ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করেন।[৮৫] আইলে উপস্থিত হয়ে এ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা তিনি নিজে কোন জাহাজ কেনেন নি তার বদলে সেখানকার ফরাসী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন তাকে একটি জাহাজ দেবার জন্য। কিন্তু তারা রাজী হয়নি, কিছুটা এইজন্য যে টিপু এ বিষয়ে তাদের লেখেন নি, আর কিছুটা এই কারণে যে, দ্যব্যুক এজন্য যথেষ্ট অর্থ পেয়েছিলেন।[৮৬] এ সত্ত্বেও দ্যব্যুক ১৮,০০০ পিয়্যাষ্ট্যার তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে "সারপ্রাইজ" জাহাজটি কেনেন এবং মে মাসের প্রথমে যাত্রা করেন। পথে বিভিন্ন স্থানে বহু সময় নষ্ট হয়। সেকেলেস পৌছে আরো ছ'সপ্তাহ অনর্থক কাটিয়ে তিনি প্রতিনিধিদের জানান যে জাহাজটি জখম হয়েছে, মেরামতেরও অযোগ্য তাই তাদের উচিত অন্য জাহাজে সুয়েজ অবধি গিয়ে সেখান থেকে স্থল পথে প্যারিস যাওয়া। প্রতিনিধিরা দ্যব্যুকের উপর এমনই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে তাকে গালাগালি করেন, এমন কি মার দেবার কথাও ভেবেছিলেন।[৮৭]

ইতিমধ্যে ইংরেজরা "সারপ্রাইজ" জাহাজ হস্তগত করার চেষ্টায় ছিলেন। জাহাজটি অইল অব ফ্রান্স ছাড়বার পর তা আটক করবার জন্য কেপ্টেন পিয়েরসি চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন নি।[৮৮] কিন্তু কেপ্টেন আলেজেণ্ডার আ'ল অব সেকেলেসে জাহাজটি আটক করেন। দ্যব্যুক পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রতিনিধিদের আটক করা হয়। ইতিমধ্যে শ্রীরঙ্গপটমের পতন হয় এবং টিপু নিহত হন। প্রতিনিধিদের একথা জানালে তারা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু পরে তারা সংবাদটির সত্যতা মেনে নেন। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও দ্যব্যুক কর্তৃক অপহৃত একবৎসরের বেতন প্রাপ্তির আশ্বাস পেয়ে তারা মনিরত্ন ও দু'কোটি টাকা সমর্পন করেন। এগুলি তারা উপহার স্বরূপ ডাইরেকটরির সদস্যদেব কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন।[৮৯]

টিপু ও ওয়েলেসলির যুদ্ধোদ্যমে আতঙ্কিত হয়ে তুরস্কে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, তার নেতা ছিলেন সৈয়দ আলী মহম্মদ কাদ্রি, অন্য সদস্য মদর্ উদ্-দিন্, সেক্রেটারি হুসেন আলী খাঁ। কিন্তু বাস্রা পৌছে তারা দেখেন যে, ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের জন্য আর অগ্রসর হতে পারছেন না। কিছু পরেই শ্রীরঙ্গপটম পতনের খবর আসে। বাস্রার ইংরেজ প্রতিনিধি মেনেষ্টে "মুতেসেল্লিম" আব্দুল্লা আঘাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন বম্বে ফিরে যাবার জন্য প্রতিনিধিদের রাজী করান। ওট্টমান

সুলতানের জন্য প্রতিনিধিরা যে-সব চিঠি ও উপহার নিয়ে যাচ্ছিলেন, মেনেষ্টে তাও দাবি করেন। সুলতানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বলে "মুতেসেল্লিম" চিঠি ও উপহারগুলি হস্তান্তরে রাজী হননি, কিন্তু প্রতিনিধিরা বম্বে ফিরে যাবার বিষয়ে আপত্তি করেন নি।[৯০] কিন্তু প্রতিনিধিরা টিপুর মৃত্যু ও শ্রীরঙ্গপটম পতনের খবরে বিশ্বাস করেন নি; তারা কনস্তানতিনোপলে যাবার উদ্দেশ্যে বাগদাদের পাশার অনুমতির জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের যুক্তিতে তাদের নির্দিষ্ট কাজের পক্ষে টিপুর মৃত্যু খবর সত্য হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ, তার উত্তরাধিকারী পুত্ররা বেঁচে আছেন। আবদুল্লা আবা বড় মুস্কিলে পড়েন, একদিকে, মহম্মদ কাদিরের বিবৃতির যুক্তিযুক্ততা, অন্যদিকে তার ইংরেজদের বিরূপ করবার অনিচ্ছা। সুতরাং তিনি বাগদাদ থেকে পরামর্শ পাবার অপেক্ষায় থাকবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিনিধিদের বম্বে ফিরে যেতে রাজী করাতে মেনেষ্টে সফল হন। তিনি আশ্বাস দেন যে, কোম্পানীর কর্তারা সেখানে তাদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করবেন। মেনেষ্টে "মুতেসেল্লিম"কেও হাত করে ফেলেন। যদিও তার অধিকাংশ অফিসারদের মত ছিল প্রতিনিধিদের বাগদাদ যেতে দেওয়া। ২৮শে নভেম্বর, ১৭৯৯ কোম্পানীর জাহাজ এন্টিলোপে" প্রতিনিধিরা বম্বে রওনা হন।[৯১]

টিপু মীর আবদুর রহমান ও মীর আইনুল্লা আলীর নেতৃত্বে পারশ্য দেশেও প্রতিনিধি দল পাঠান। তারা ২০শে মার্চ, ১৭৯৮ সালে মেঙ্গালোর ত্যাগ করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন মীর্জা করিম বেগ তেব্রেজী। তিনি পারস্যের শা ফতে আলী খাঁর মাতুল রাবিয়া খাঁর প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরঙ্গপটম ছিলেন। কথা ছিল প্রতিনিধিরা প্রথম তেব্রিজে রাবিয়া খাঁর কাছে যাবেন, পরে তেহ্‌রাণে। শাকে উপহার দেবার জন্য তাদের সঙ্গে ছিল ৪টি হাতি; নানা রকম পাখি, মণিরত্ন গজদন্ত, পোষাক পরিচ্ছেদ, চন্দন কাঠ এবং বিভিন্ন রকম মসলা।[৯২]

চল্লিশ দিন পর প্রতিনিধিরা মাস্কেট পৌঁছান। বুসায়ের যাবার জন্য একটা জলযান পেতে এখানে তাদের প্রায় একমাস লেগেছিল। ১৭৯৮ সালের ৩১শে, জুলাই তারা বুসায়েরে পৌঁছান, ১২ই সেপ্টেম্বর সিরাজ অভিমুখে যান, সেখানে তিন মাস থাকার পর তারা তেহ্‌রাণ অভিমুখে রওনা হন।[৯৩] শা তাদের সসম্মান অভ্যর্থনা জানান। তারা শার নিকট বর্ণনা করেন মোগল-সাম্রাজ্য পতনের কথা, ইংরেজ "কাফের"দের আগমন ও টিপুর সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী—কেমন করে তারা ভারতের জনগণকে লুণ্ঠন করেছে, কতগুলি প্রদেশ জয় করেছে।[৯৪] অতঃপর তারা সামরিক সাহায্য ও বন্দরের মালিকানা অদল বদলের জন্য শাকে অনুরোধ জানান।[৯৫] তারা আরো অনুরোধ করেন যে, শা যেন ইংরেজদের বলেন, তাদের মনিবের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতির অনুসরণ না করতে।[৯৬] শা সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা শোনেন এবং তাদের মূল্যবান উপহার দিয়ে বাবা খাঁ ও ফতে আলী বেগকে নিযুক্ত করেন তাদের সঙ্গে শ্রীরঙ্গপটম গিয়ে সঠিক অবস্থাটা জানবার

জন্য।[৯৭] প্রতিনিধিরা ১২ই এপ্রিল, ১৭৯৯ সিরাজ অভিমুখে রওনা হ'য়ে সেখানে প্রায় ৪ মাস থাকেন। অতঃপর তারা বন্দর আব্বাস অভিমুখে যান। এখানে তারা মাস্কেট যাবার জন্য জাহাজে চড়েন এবং সেখান থেকে মেঙ্গালোরের দিকে রওনা হন এবং ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হবার পর শ্রীরঙ্গপটমে পৌছান।[৯৮] টিপুর মৃত্যু খবর তেহুরাণ পৌছলে বাবা খাঁর নিযুক্তি রদ করা হয়।[৯৯]

টিপু পারস্য দেশে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন জেনে কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট মীর্জা মাদী আলী খাঁকে।[১০০] ফতে আলী শা'র দরবারে পাঠান। এর উদ্দেশ্য ছিল, মহীশূরী প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা এবং জমান শাকে আক্রমণের জন্য পারস্যের শাকে রাজী করিয়ে নেওয়া। সম্ভাবনা ছিল এতে জমান শাকে ভারত আক্রমণ থেকে বিরত করা যাবে। মাদী আলী খাঁ প্রায় টিপুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গেই তেহুরাণ পৌছান। কিন্তু মনে হয়, তার অভ্যর্থনা আন্তরিক ছিল না; টিপুর মৃত্যু সংবাদ পৌছানো মাত্র তাকে বিদায় দেওয়া হয়।[১০১]

আমরা দেখেছি যে ১৭৯২ সালের মধ্যভাগ থেকে টিপুর প্রতি মারাঠাদের বিদ্বেষের স্থানে বন্ধুত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল। বস্তুতঃ সম্পর্কের এত উন্নতি ঘটেছিল যে জনরব উঠেছিল নিজাম ও ইংরেজের বিরুদ্ধে মারাঠারা টিপুর সঙ্গে মৈত্রীজোট করেছে। কিন্তু এর কোন ভিত্তি ছিলনা। অগাষ্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরের গোড়ায় পামার ওয়েলেসলিকে জানান যে বাজীরাও ও টিপুর ভিতর মৈত্রীর জন্য গোবিন্দ কিশেন চেষ্টা করছেন।[১০২] যাই হোক, তার চেষ্টা ফলবতী হয় নি। এটার কারণ এই যে, যদিও পুনাতে একটা দল মহীশূরের অনুকূলে ছিল এবং বাজীরাও নিজেও স্থলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের পক্ষে ছিলেন, তিনি এতটা অস্থিরচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। মনে হয়, এ সময় টিপুও বন্ধুত্ব পূর্ণ পত্রাচার ছাড়া তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নি। ওয়েলেসলি যখন তার যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন, শুধুমাত্র তখন টিপু সামরিক সাহায্যের জন্য পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার কাছে "উকিল" পাঠান। গোয়ালিয়রে প্রেরিত "উকিল"কে সিন্ধিয়া স্বাগত করেন বটে, কিন্তু কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্নেল কলিন্সের তীব্র আপত্তিতে তাকে বিদায় করেছিলেন।[১০৩] কিন্তু ১৭৯৮ সালের শেষে আহম্মদ খাঁ ও ফকর-উদ্-দিন পুনাতে এলে ১০ই জানুয়ারি, ১৭৯৯।[১০৪] পেশোয়া কর্তৃক অভ্যথিত হন এবং পামারের আপত্তি সত্ত্বেও অবস্থান করতে থাকেন। ওয়েলেসলি পুনা গভর্ণমেণ্টের আচরণে ক্রুদ্ধ হন এবং পামরকে লেখেন যে পুনাতে "উকিল"দের উপস্থিতি "ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে অপমান করারই সামিল. এবং "আমার বিশ্বাস, সেদিন আগত প্রায়, যখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাম্প্রতিক চিঠিপত্র যোগাযোগে পুনা-দরবার যে জঘন্য নীতির দ্বারা চালিত হয়েছে সেজন্য অনুশোচনা করবে"।[১০৫]

মনে হয়, উকিলদের উদ্দেশ্য শুধু পুনা গভর্ণমেণ্টের সামরিক সহায়তা লাভ

করাই ছিল না, তাদের মনিব ও ইংরেজের ভিতর পুনার মধ্যস্থতাও তাদের কাম্য ছিল। বাস্তবিক বাজীরাও মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেও ছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন "পেশোয়া মধ্যস্থতা করতে চান কী হিসেবে? সেটা ঘোর স্বয়ং বিরোধী কাজ হবে। তিনি ত্রি-পাক্ষিক-মৈত্রীতে সংশ্লিষ্ট বলে পূর্বেই একজন অভিযোক্তা"।[১০৬]

পামার প্রথমতঃ ভেবেছিলেন যে পেশোয়া বা সিন্ধিয়া কেউ কোম্পানীর বিরোধী কোন সম্পর্ক টিপুর সঙ্গে রাখতে ইচ্ছুক নন এবং ১৭৯০ সালের মত টাকা আদায়ের জন্য "উকিল"দের রাখা হচ্ছে।[১০৭] অতঃপর তাকে জানানো হয় যে, টিপু ১৩ লাখ টাকা দিয়ে পেশোয়ার নিরপেক্ষতা কিনে নিয়েছেন, আর দৌলত রাও সিন্ধিয়াও এই কারবারের একজন ভাগীদার।[১০৮] প্রকৃত পক্ষে উভয় মারাঠা নেতাই টিপুর সঙ্গে গোপনে পত্রালাপ চালাচ্ছিলেন এবং তাকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন কি তারা উভয়ে মিলিত ভাবে নিজামকে আক্রমণ করে টিপুর পক্ষে সুবিধাজনক একটা ভিন্ন রণাঙ্গন সৃষ্ট করবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু বিরত থাকেন কারণ পামার সাবধান করে দিয়েছিলেন যে এপরূ আক্রমণের ফলে কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।[১০৯] এ অবস্থায় "উকিল"রা পুণায় অবস্থান করতে থাকায় পামার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং পেশোয়াকে জানাতে বাধ্য হন যে, "উকিল' রা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত "তার দরবারে থাকার সম্মান তিনি পেতে চান।[১১০] শুধু মাত্র তখনি পুনা গভর্ণমেণ্ট "উকিল' দের বিদায় নিতে বলেন।[১১১] সেইমতে "উকিল"রা ১৯শে মার্চ রওনা হন কিন্তু এত ধীরে ধীরে তারা যাত্রা করেন যে, এপ্রিলের শেষেও তারা পুনা থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরেই পৌঁছাতে পেরেছিলেন।[১১২] মহীশূরের সীমানায় আসবার পূর্বেই, ৪ঠা মে, তারা শ্রীরঙ্গপটম পতনের খবর পান।

নানার বিরূপতায় "উকিল"রা মারাঠাদের সামরিক সহায়তা পেতে সফল হন নি, তিনি ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। পেশোয়ার কর্মনীতিতে সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাবও এর মুখ্য কারণ ছিল সিন্ধিয়া ও দরবারের অন্যান্য লোকদের প্রভাবে বাজীরাও যদিও টিপুকে সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কিন্তু তা কার্যকর করবার সাহস তার ছিলনা। তিনি সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে পারেন নি যে ইংরেজদের উচ্চাকাঙ্খী অভিসন্ধির বিরুদ্ধে টিপুই ছিলেন একমাত্র বিরাট প্রতিবন্ধক, আর তার শক্তি যদি ধ্বংস হয়, তবে তার পরের বলি হবে মারাঠারা।

টীকা

১। ফারবার, "দি প্রাইভেট রেকর্ড অব এন ইণ্ডিয়ান গভর্ণর জেনারেল সিপ," পৃঃ ৭।
২। ফিলিপস "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী," পৃঃ ১০৩।
৩। মার্টিন "ওয়েলেসলিজ ডেচ্‌পাচেজ," (I), পৃঃ ৬৬৯।

৪। রস, "কর্ণওয়ালিস," (II), পৃঃ ১৭১।
৫। আঃ নেঃ, সি২ ৩০৫, কার্টন ১৪৬, নোট ৩৫, টিপুর নিকট মেলারটিকের প্রেরিত শাপ্লুইর সরকারি বিবরনী।
৬। আঃ নেঃ, সি২ ৩০৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৭, ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।
৭। আঃ নেঃ, সি২ ৩০৫ কার্টন ১৪৬, নোটঃ ৩৫, টিপুর কাছে মেলারটিকের প্রেরিত শাপ্লুইর সরকারি বিবরণী।
৮। ঐঃ এই সেনাদলের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন হিসাব দেওয়া হয়েছে। ওয়েলেসলির মতে এতে ছিল ১০০ জন অফিসারস ও ৫০ জন সাধারণ সেনা (নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ ৯ই জুলাই ১৭৯৮, কঃ নং ২)। কারো হিসাবে সংখ্যা হ'ল ৯৯ (উইলক্স, (II), পৃঃ ৬৪৪), অন্যদের মতে মাত্র ৫০ বা ৬০ বা এমনকি ১৫ বা ২০ (দ্রষ্টব্যঃ নেঃ আঃ পঃ প্রঃ, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৭৯৮), "তারিখ-ই-টিপু"র মত, ফঃ ১০৭ বি, ৭০ জন সেনা টিপুর চাকুরি গ্রহণ করে।
৯। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ, ইয়ো, ডি, ৯৯, পৃঃ ৫-১৮।
১০। ঐঃ পৃঃ ১৯-২৪।
১১। মিল (VI), পৃঃ ৬০।
১২। ফিলিপস, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী," পৃঃ ১০২।
১৩। সু জু কায ল্যা স্তা ফ্রাঁ, পৃঃ ৮৯।
১৪। রবার্টস, 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার ওয়েলেসলি," পৃঃ ৪৩।
১৫। লাসিংটন "লাইফ্ অব হেরিস," পৃঃ ১৭৫-১৭৬।
১৬। মার্টিন "ওয়েলেসলিজ ডিপারচার" (I) পৃঃ ১৬৪।
১৭। ঐঃ, পৃঃ ৫৪।
১৮। ওয়েলেসলি পেপারস ব্রিঃ মিউঃ, ১২৫৮৫, সিঃ ডিঃ প্রঃ, ২০শে জুন, ১৭৯৮, ফঃ ১২৮এ।
১৯। ঐঃ, ওয়েলেসলি হেরিসকে ২৬শে জুন, ১৭৯৮ ফঃ ১৩৯এ ও পরে।
২০। ঐঃ।
২১। ওয়েন, "ওয়েলিংটন্স ডেচপাচে পৃঃ ৪২।
২২। মার্টিন "ওয়েলেসলিজ্ ডেচ্পাচেজ" (I), পৃঃ ৬৫। টিপুর যুদ্ধমুখী ভাব হেরিস স্বাকার করেছিলেন কিন্তু উল্লেখ করেন যে, তার নগদ টাকা নেই, ঋণ প্রচুর। তাছাড়া এখানকার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইয়োরোপেও গড়াতে পারে। সুতরাং টিপুকে দোষ স্বীকারের অবকাশ দেওয়াই শ্রেয়। (ওয়েলেসলি পেপারস, ব্রিঃ মিঃ ১৩৭২৯, হেরিস ওয়েলেসলিকে, ২৩শে জুন ১৭৯৮, ফঃ ২৮ এ ও পরে।
২৩। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ ডেচ পাচেস," পৃঃ ১৯১।
২৪। ওয়েঃ পে, ব্রিঃ মিঃ ১৩৪৪৬ ওয়েঃ ডিরেক্টরদেরকে ৩রা অগাষ্ট, ১৭৯৯, ফঃ ৬৭এ ও পরে।
২৫। মার্টিন, "ওয়েলেসলি ডেচ্পাচেজ," (I) পৃঃ ১৯১, আরো দ্রষ্টব্যঃ ওয়েলেসলি পেপারস ব্রিঃ মিঃ ১২৫৮৬ সিঃ ডিঃ প্রঃ, ২৬শে জুলাই, ১৭৯৮ ওয়েলেসলির মন্তব্যঃ, ঐঃ, ১২৫৮৮, মাদ্রাজ ওয়েলেসলিকে, ৩রা অগাষ্ট, ১৭৯৮, নং ২, ফঃ ২বি।
২৬। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ ডেচ্পাচেজ," (I), পৃঃ ১৯০।
২৭। রবার্টস, "ইণ্ডিয়া আণ্ডার ওয়েলেসলি," পৃঃ ৭৮-৮১।
২৮। খারে (IX), নং ৩৫২০, ৩৫২২।
২৯। গুপ্ত, "বাজীরাও II এণ্ড দি ঈ-ইঃ কঃ, পৃঃ ৬৪।

৩০। থারে, (ix), নং ৪৬১০।
৩১। ঐঃ, নং ৫০১১।
৩২। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৯৩, ওয়েলেসলি জে-ডানকানকে ৩০শে এপ্রিল, ১৭৯৯, ফঃ ৩১-এ ও পরে।
৩৩। ডাফ (II), পৃঃ ২৯০-২৯১।
৩৪। ওঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ, ১২৫৮৬ ওয়েলেসলি পামারকে, ৯ই জুলাই, ১৭৯৮, নং ২।
৩৫। ঐঃ, ১৩৬৮৩ কেপ্টেন মেকলেকে স্মারকলিপি, ডিসেম্বর, ১৭৯৮, ফঃ ১এ-২এ।
৩৬। ঐঃ, ফঃ ৩বি-৪বি।
৩৭। ঐঃ, পিইওঁলে টিপুকে, ১৪ই নভেম্বর, ১৭৯৮, ফঃ ১৫৫এ-১৫৬এ।
৩৮। ঐঃ, ড্রাব্যুক টিপুকে, ১৫ই অক্টোবর, ১৭৯৮, ফঃ ৯৬এ।
৩৯। ঐঃ. ৪ঠা নভেম্বর, ১৭৯৮, ফঃ ৯৭এ-৯৮বি।
৪০। ঐঃ, কেপ্টেন মেকলেকে স্মারকলিপি, ফঃ ৭বি।
৪১। ফঃ অঃ ২৭১৫৪, ওয়েলেসলি এস্কারকে, ১৮ই জানুয়ারি, ১৭৯৯।
৪২। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মি, ১৩৬৮৩, এস্কার ওয়েলেসলিকে, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ৪০ এ-বি।
৪৩। ঐঃ ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ৫৩ এ ও পরে।
৪৪। ঐঃ, ১৩৪৫৬, ওয়েলেসলি ডানডাস্‌কে, ১১ই অক্টোবর, ১৭৯৯, ফঃ ৮৭-এ।
৪৫। মার্টিন "ওয়েলেসলিজ ডেচ্‌পাচেস" (I), পৃঃ ৫৯।
৪৬। ঐঃ, পৃঃ ১৫৪।
৪৭। ঐঃ, পৃঃ ৩২১-৩২২।
৪৮। ঐঃ, পৃঃ ৩২৭।
৪৯। ঐঃ, পৃঃ ৩২৮।
৫০। ঐঃ, পৃঃ ৩২৬।
৫১। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৮ ওয়েলেসলি হেরিসকে, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ১-এ।
৫২। নেঃ আঃ, অঃ রেঃ, ৪৭৫ ; এবং ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১২৬৪৮, টিপু ওয়েলেসলিকে—প্রাপ্তির তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৭৯৮ ; ফঃ ২৪-এ-২৮এ।
৫৩। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ, ডেচপাচেস," (I), পৃঃ ৩৯৬ ও পরে।
৫৪। ফঃ অঃ/৭৮/২১, সেলিম III টিপুকে, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৮।
৫৫। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ, ডেচ্‌পাচেস," (I), পৃঃ ৪১৭।
৫৬। ঐঃ পৃঃ ৪৩৪।
৫৭। "এসিয়াটিক এনুয়েল রেজিষ্টার" (১৭৯৯), পৃঃ ৯৩।
৫৮। ওয়েন, "ওয়েলিংটনস্ ডেসপাচেস," পৃঃ ৭৫।
৫৯। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ১১ই জুন, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪এ, পৃঃ ৩৩১৫।
৬০। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ ডেচপাচেস," (I), পৃঃ ৪৫৪।
৬১। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ১১ই জুন, ১৭৯৯, খণ্ড-২৫৪-এ পৃঃ ৩৩১৭, ওয়েলেসলি হেরিসকে ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯।
৬২। রবার্টস, "ইণ্ডিয়া আণ্ডার ওয়েলেসলি," পৃঃ ৫৭।
৬৩। ফারবার, "দি প্রাইভেট রেকর্ড অব এন ইণ্ডিয়ান গভর্ণর জেনারেলসিপ," পৃঃ ৭৮।
৬৪। মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ ডেচ্‌পাচেস্" (I), পৃঃ ২৭৫।
৬৫। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ ২৩শে নভেম্বর, ১৭৯৮, কঃ নং ৩২।
৬৬। মিল (VI), পৃঃ ৭৫।
৬৭। নে আঃ, পঃ ডেঃ ইংল্যেণ্ডে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪১-১৪২।

৬৮। মার্টিন, (I), পৃঃ ৭৪।

৬৯। ঐঃ, পৃঃ ১৬২।

৭০। ওয়েঃ পেঃ ব্রিঃ মিঃ, ১৩৪৭৬, পৃঃ ১৯৩, ওয়েলেসলি আরো লেখেন "অফিসাররা প্রায় কেউ অভিজ্ঞ বা সুদক্ষ নন, আর সাধারণ সেনারা দ্বীপের গণতন্ত্রী জনমণ্ডলীর নিম্ন-শ্রেণীর হীনতম লোক। তাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেনা অন্যরা কয়েকদখানা থেকে বাধ্য হয়ে জাহাজে চড়ে, অনেকে কাফের ও বর্ণ সঙ্কর." (মার্টিন, "ওয়েলেসলিজ ডেচপাচেস," (I), পৃঃ ১৬৪।

৭১। মার্টিন (I) পৃঃ ১৭৭।

৭২। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪ এ পৃঃ ৩৪০৪। মেলকম এক মেমোতে বলেন যে, ফরাসী সাহায্য ছাড়া টিপু লড়তে পারতেন না। গত যুদ্ধ থেকে টিপুর শক্তি কমে এসেছিল, সে তুলনায় কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি পায়. (ওঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৪৫৮ ফঃ ১৩০ এ-৩৪ এ।

৭৩। গ্লাসিংটন, "লাইফ অব হেরিন," পৃ, ১৭৬।

৭৪। মার্টিন, (I), পৃঃ ৭২।

৭৫। গ্লিগ, "ব্রিটিশ এম্পায়ার হন হাওযা," (III), পৃঃ ১৫৪।

৭৬। নে, আঃ, পঃ প্রঃ, ৮ই মে, ১৭৯৭, কঃ নং ৭২।

৭৭। বাসু "আযুধ এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

৭৮। ওয়েঃ পেঃ, ব্রি, মিঃ ১৩৪৭৩, ওয়েলেসলি আর ব্রুককে ৩০শে অক্টোবর, ১৭৯৮, পৃঃ ৫

৭৯। ঐঃ, ১৩৬৯৯, ফঃ ৭৪-এ।

৮০। আঃ নেঃ সি২ ৩০৪, র স্থইম পৃঃ নং ও ফলিও নং নেই।

৮১। ওয়ে, পেঃ, ব্রিঃ মি, ১৩৪২১, টিপু এ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে, ২০শে জুলাই ১৭৯৮, ফঃ ২৪ এ--৫ বি।

৮২। ঐঃ ১৩৬৯৯, ওয়েলেসলি ডানকানকে, ৩০শে এপ্রিল ১৭৯৮, ফঃ ২৪৪-এ।

৮৩। আঃ নেঃ সি২ ৩০৪ র স্থইম ওয়ে, পেঃ ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৮৩ দ্যুব্যুক টিপুকে, ৪ঠা নভেম্বর ১৭৯৮ ফঃ ৯৭-এ ৯৮-বি ; এবং ঐঃ, ১৩৪২১ দ্যুব্যুক টিপুকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৭৯৮ ফঃ ২৮০এ।

৮৪। ঐঃ, ১৩৬৮৩, টিপু দ্যুব্যুককে, ১১ই জানুয়ারি ১৭৯৯, ফঃ ১২২-এ।

৮৫। ঐঃ, ১৩৪৫১, ওয়েলেসলি গ্রেণভিল্‌কে, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, ফ, ১০-এ ও ১১ এ।

৮৬। সি২ ৩০৪ র স্থইম পৃষ্ঠাঙ্ক বা তারিখহীন।

৮৭। ঐঃ।

৮৮। পরিশিষ্ট এফ, বম্বে পঃ এণ্ড সিঃ প্রঃ ইঃ অঃ রেঞ্জ ৩৮১, খণ্ড ৭, ১৫ই নভেম্বর, ১৭৯৯।

৮৯। ঐঃ, ওয়েঃ পে, ব্রিঃ মি, ১৩৬৯৯, ফঃ ৭৮-এ ১০০-এ এবং আঃ নেঃ, সি২ ৩০৪' র স্থইম। দ্যুব্যুক ফ্রান্সে যেতে সমর্থ হন। নেপোলিয়নের নিকট পেশ করা এক স্মারকলিপিতে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে টিপুর সম্পর্ক বিবৃত করেন এবং উল্লেখ করেন যে নেপোলিয়েন মিশর থেকে টিপুকে তার ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা জানিয়ে যে-পত্র দেন, তার খবর ইংরেজরা পেয়েছিল বলেই টিপুর পতন হয় (আর্শিভদ্যু মিনিস্ত্যার এ'এ গ্যার, খণ্ড ১১, (১৭৮৫-১৮২৬), ফঃ ২৭০ এ-৭৩ বি)।

৯০। বাণিজ্য কুঠি রেকর্ডস (ইং অঃ), পারস্য ও পারস্যোপসাগর খণ্ড ২০, মেনেষ্টে স্পেন্সার স্মিথকে, ১লা নভেম্বর, ১৭৯৯।

৯১। ঐঃ, মেনেষ্টে ওয়েলেস্‌লিকে, ২৭শে নভেম্বর, ১৭৯৯।

৯২। ইঃ অঃ, হোম মিঃ সিঃ, নং ৪৬৩, পৃঃ ১০৩ ও পরে, এবং মাঃ রেঃ, সিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ২০এ-১৭৯৯, পৃঃ ১৩৯ ও পরে। ফতে আলী শার রাজত্বের পারসি ইতিহাসে এই

প্রতিনিধি দলের উল্লেখ আছে। কিন্তু মীর্জা মহম্মদ সারুই "তারিখ-ই-ফতে আলী শা," ফঃ ৫৯ বি-৬৩এ—ভুল করে বলেছেন যে কোম্পানী প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছেন জানতে পেরে টিপু প্রতিনিধি দল পাঠান। বস্তুতঃ ব্যাপারটা তার বিপরীত। টিপুর প্রতিনিধিরা মাদী আলী খাঁর পূর্বে রওনা হন, কিন্তু মাস্কেট ও সিরাজে বহু সময় ব্যয় করায় কিছু পরে তেহ্‌রাণ পৌছান।

৯৩। ঐঃ ইঃ অঃ, হোম্ মিঃ সিঃ নং ৪৬৩, পৃঃ ১১৩।

৯৪। মীরজা রেজা "জিনত-উল-তারিখ," ফঃ ৯৩ এ-৪ এ ; এবং মীরজা মহম্মদ সাদিক, "তারিখ-ই-জাহানারা," ফঃ ৮৮ বি-৯ এ।

৯৫। ইঃ অঃ, হোম্ মিঃ সিঃ নং ৪৬৩, পৃঃ ১০৯। পার্‌সি বর্ণনাতে সামরিক সাহায্যের উল্লেখ আছে, বন্দর-স্বত্বের অদল বদলের নয়।

৯৬। মীরজা মহম্মদ সাদিক, "তারিখ-ই জাহানারা" ফঃ ৮৮বি-৯এ ; মীরজা কুলি খাঁ "তারিখ ই-রৌজত-উস" সফা (ix), পৃঃ ৩৫৯-৩৬০।

৯৭। মীরজা মহম্মদ "নাদিম" মুজাফর-উল-কিলাব, ফঃ ২১২-এ, ইঃ অঃ হোম্ মিঃ সিঃ নং ৪৬৩, পৃঃ ১১৩ মাঃ রেঃ, সিঃ সান্‌ঃ খণ্ড ২০এ-১৭৯৯, পৃঃ ১৩৯ ওপার।

৯৮। মাঃ রিঃ, সিঃ সাণ্ডিজ, খণ্ড ২০এ-১৭৯৯ পৃঃ ১৩৯ ও পরে ; ইঃ অঃ, হোম্ মিঃ সিঃ, নং ৪৬৩, পৃঃ ১১৩।

৯৯। ঐঃ নং ৪৭২, পৃঃ ৩৫৯ ওপরে। পারসি বিবরণীতে ভুল করে বলা হয়েছিল যে প্রতিনিধিরা তেহরাণে অবস্থান কালে টিপুর মৃত্যু সংবাদ পৌছায়।

১০০। "তারিখ ই রৌজত উস্ সফার" লেখক এ কে বলেন মাদী কুলি খাঁ বাহাদুর জাঙ্গ।

১০১। মীর্জা ফজলুল্লা "তারিখ-ই-জুল-কার নাইন" ফঃ ৪৯এ-বি, রেজা কুলি খাঁ, "তারিখ-ই-রৌজত্ উস্-সফা" (ix), পৃঃ ৩৫৯-৩৬০।

১০২। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ, ১৩৫৯৮, পামার ওয়েলেস্‌লিকে ২৫শে অগাষ্ট ও ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৮, ফঃ ১৮বি-২০বি।

১০৩। ঐঃ, ৭ই জানুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ৩৮ এ।

১০৪। নেঃ আঃ সিঃ প্রঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, কঃ নং ৪৪।

১০৫। ঐঃ, ১৮ই মার্চ, ১৭৯৯, কঃ নং ২৫।

১০৬। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৫৯৬, ওয়েলেসলি পামারকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ৪৫-বি।

১০৭। ঐঃ, ১২৬৫২, পামার ওয়েলেসলিকে, ১লা মার্চ, ১৭৯৯, নং ৫, ফঃ ৭ এ ওপরে, এবং ১২৬৫০, পামার ওয়েলেসলিকে, ২৫শে জানুয়ারি, ১৭৯৯, ফঃ ১৩ বি।

১০৮। ডাফ, (ii), পৃঃ ২৯১।

১০৯। ওয়েঃ পেঃ ব্রিঃ মিঃ ১২৬৫৩, পামার ওয়েলেসলিকে, ৮ই এপ্রিল ১৭৯৯, ফঃ ১৬৪-এ ও পরে ; ঐঃ, ১২ই এপ্রিল, ফঃ ১৭৫এ বি ; ঐঃ ১২৫৫৪, ওয়েলেসলি পামারকে, ২৬শে এপ্রিল, ১৭৯৯, ফঃ ৪৩-এ ওপরে।

১১০। সিঃ পঃ কঃ ১৫ই এপ্রিল, ১৭৯৯, ফঃ নং ৭, গুপ্তর "বাজী রাও II" তে উদ্ধৃত পৃঃ ৫৯।

১১১। ঐঃ।

১১২। ঐঃ, ৩রা জুন, কঃ নং ৬ ; এবং ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৫৯৮, পামার ওয়েলেসলিকে, ২৯শে এপ্রিল, ১৭৯৯, ফঃ ৫৯ বি।

১৭

ইংরেজদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ শ্রীরঙ্গপটমের পতন

জেনারেল হেরিসের নেতৃত্বে প্রায় ২১,০০০ জন লোক নিয়ে গঠিত এক সেনাদল ভেলোরে একত্রিত হয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, সালে মহীশূর সীমান্তের দিকে যায়। ওয়েলেসলি হেরিসকে লেখেন, "এ যাবৎ ভারতের রণাঙ্গনে নিযুক্ত সেনাদলের ভিতর আপনার আজ্ঞাধীন কর্ণাটক সেনামণ্ডলী নিঃসন্দেহে অত্যুৎকৃষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সুসজ্জিত। তাদের রসদপত্র সম্ভারের সরবরাহ পর্যাপ্ত, নিয়মানুবর্তিতায় উৎকর্ষতার পরাকাষ্ঠা। তারা বড় সৌভাগ্যবান যে, তাদের প্রতিটি বিভাগের অফিসারদের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা সর্ববাদি সম্মত"।[১] কুড়ি তারিখ হায়দরাবাদ থেকে কর্নেল ওয়েলেসলির নেতৃত্বে প্রায় ১৬,০০০ জন সেনা এর সঙ্গে আম্বুরে মিলিত হয়। কেন্নানুরে মিলিত হয় জেনারেল ষ্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বম্বে থেকে আগত "অনুরূপ সুদক্ষ" ৬,৪২০ জন সেনা।[২] ত্রিচীনপলিতে আসে কর্নেল রীড ও ব্রাউনের নেতৃত্বে দক্ষিণ থেকে শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণার্থে বিরাট এক সেনাদল। মিলের উক্তিমত, "এসবই হ'ল মহীশূর-শাসকের বিরুদ্ধে। এঁকেই ছ'বছর পূর্বে তার অর্ধেক রাজ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার কাছে থাকে শুধু একটি ভূমি খণ্ড যার রাজস্ব এক কোটি টাকার সামান্য বেশী বা দশ লাখ ষ্টারলিং। আর মিত্রপক্ষদের বাদ দিয়ে একা ইঙ্গ-ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্বই নব্বই লাখের অধিক ষ্টারলিং। একটা নগণ্য রাজ্যের একজন নগণ্য রাজা কত গুণেই না জানি গুণান্বিত ছিলেন"।[৩]

৫ই মার্চ মহীশূরে প্রবেশ ক'রে জেনারেল হেরিস কতগুলি সীমান্ত-দুর্গ দখলে এনে যুদ্ধোদ্যমে ব্রতী হন। এবং কোনটাতেই গুরুতর বাধা পাননি। তারপর তিনি উত্তর-পূর্বদিকে কেলামঙ্গলমে যান, সেখান থেকে ১৪ তারিখ বেঙ্গালোরের নিকট পৌঁছান। বম্বে সেনাদল ২১শে ফেব্রুয়ারি কেন্নানুর থেকে যাত্রা ক'রে ২রা মার্চ কুর্গ-সীমান্তে সিদ্ধেশ্বর ও সিদ্ধপুরে স্থিত হয়।

আমরা দেখেছি টিপু ওয়েলেসলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু বিফল হয়ে যখন জানতে পারলেন যে চারদিক থেকে ইংরেজ সেনা তাকে ঘিরে ফেলেছে, তখন তিনি প্রতিরোধের জন্য চেষ্টিত হন। হেরিসের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাকে হয়রানি করার জন্য টিপু পূরণাইয়া ও সৈয়দ সাহেবের

অধীনে অল্প কিছু সেনা রেখে দিয়ে মদ্দুর অঞ্চল ত্যাগ করেন। এখানে প্রায় ১১,৮০০ জন সেনা নিয়ে তিনি শিবির করেছিলেন। ষ্টুয়ার্টকে অতর্কিতে একটি মোক্ষম আক্রমণের জন্য অতঃপর তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পূর্বদিকে অগ্রসর হন।

স্থানটির প্রাকৃতিক সংস্থান বিবেচনা ক'রে ষ্টুয়ার্ট তার সেনাদলকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন। কর্নেল মণ্টেসরের অধীনে একটি ক্ষুদ্র দল কুর্গ-সীমান্তে সিদ্ধেশ্বরে থাকে, মূল দল থাকে প্রায় ৮ মাইল পেছনে। ৫ই মার্চ সিদ্ধেশ্বর পাহাড় থেকে এক পর্যবেক্ষক সেনাদল দেখে পেরিয়াপটমের একটু পশ্চিমে একটা ছাউনি পড়েছে আর তাতে আছে একটা সবুজ তাঁবু। টিপু স্বয়ং সেখানে রয়েছেন। এ যেন সেই রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। শ্রীরঙ্গপটম থেকে পাওয়া ষ্টুয়ার্টের খবর হ'ল, সুলতান হেরিসকে বাধা দেবার জন্য রওনা হয়েছেন, আর তার ছাউনি পড়েছে মদ্দুরের কাছে। সুতরাং পেরিয়াপটমে তার উপস্থিতির খবরে ষ্টুয়ার্ট সন্দেহ করেছিলেন। যাইহোক, পূর্বাহ্নিক সতর্কতা হিসাবে তিনি মণ্টেসরের সেনাদল বৃদ্ধি ক'রে জেনারেল হার্টলিকে মহীশূরীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত রাখেন। সকাল ৯ টা থেকে ১০ টার ভিতর মহীশূরীরা এতটা নিঃশব্দে ও দ্রুতগতিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে পেরেছিলো যে প্রায় একই সময় তারা মণ্টেসরের সেনাদেলর সামনে ও পেছনে আক্রমণ করেছিল। ইংরেজরা হকচকিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়। বস্তুতঃ তারা বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, যদি ষ্টুয়ার্ট হার্টলির কাছ থেকে আক্রমণের খবর পেয়ে মণ্টেসরের সাহায্যে ধেয়ে না আসতেন। মণ্টেসরের সেনাদল বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে মহীশূরীরা আরো সামান্য কিছুকাল আক্রমণ চালিয়ে পশ্চাদপদ হয়। মৃতদের মধ্যে ছিলেন টিপুর আত্মীয় মহম্মদ রেজা।[৪] "ষ্টুয়ার্টকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনায়" এবং "আক্রমণ ব্যবস্থায়"—উভয় দিকেই সুলতান চমৎকার সামরিক কৌশল দেখিয়েছিলেন।[৫] 'পেরিয়াপটমে তার তাঁবু খাটিয়ে নিজেকে প্রকাশ না করে ফেললে তিনি প্রায় নিশ্চিত রূপে মণ্টেসরের সেনাদল এবং সম্ভবতঃ বম্বে সৈন্যবাহিনীর বেশীর ভাগকে নির্মূল করতে পারতেন"।[৬]

টিপু ১১ই মার্চ অবধি পেরিয়াপটম অবস্থান ক'রে সৈন্যদল সংস্কার কার্যে শ্রীরঙ্গপটম চলে যান। সেখান থেকে যান হেরিসের সম্মুখীন হ'তে। হেরিস রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসছিলেন। হেরিস ১৬ তারিখ বেঙ্গালোর অঞ্চল ছেড়ে ২১ তারিখ কঙনহাল্লি পৌছান। তারপর মদ্দুর নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে ২৪ তারিখ সেখানে গিয়ে নদীর পূব পারে শিবির ফেলেন।

এ যাবৎ হেরিস প্রায় কোন বাধাই পান নি। হেরিসের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য টিপু পুরণাইয়া ও সৈয়দ সাহেবকে রেখেছিলেন; কিন্তু তারা ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং অবাধে শত্রুদের অগ্রসর হতে দেন।[৭]

ইংরেজদের সাজ সরঞ্জাম ছিলো অত্যধিক, আর ছিলো কামানবাহী শকটের বিশাল শ্রেণী, যোগাযোগের খোলা রাস্তা বিহীন অভিযানের অনুযায়ী রসদপত্র। হেরিসের সেনাদলে ছিলো ৬০,০০০টি বৃষ, আর নিজামের ৩৬,০০০টি। দলমধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে এর চেয়েও বেশী বৃষ, উট ও হাতি ছিলো। এ সকলের সঙ্গে যুক্ত থাক তা বহু "বাঞ্জারা" ও অনুচর দল। এদের সংখ্যাধিক্য সামরিক লোকদের অনুপাতে ৫ : ১।[৮] এই বিরাট দলের গবাদি পশুর খাদ্যের প্রয়োজন। মহীশূরে প্রবেশ করবার প্রথম কিছুদিনেই অনুমতি হয় খাদ্যসরবরাহ ব্যাপারেই অভিযান বানচাল হবে"।[৯] প্রথম থেকেই বহু বৃষের মৃত্যু ঘটতে থাকে। ফলে, ১৮ই মার্চ নাগাদ এত প্রচুর সামরিক দ্রব্য নষ্ট করতে হয়েছিল যে, কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে থাকে।[১০] এই বিরাট গুরুভার যন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখবার"[১১] পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় সেনাদলের অগ্রগতি অতি ধীর ছিল—গড়ে দৈনিক ৫ মাইল—কখনো কখনো সারাদিন বসে থাকতে হতো। হেরিসের মতে, কেলামঙ্গলম ছাড়বার পর তার সেনাদলের "বৃষ-বিভাগের ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতির দরুণ আমাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। আমাদের গতি ক্লান্তিকর ও অনতিদীর্ঘ হয় চলতি হয় ধীর, বিরতি প্রায়শ:"।[১২] ১৭৯১ সালের মে মাসে কর্ণওয়ালিসের শ্রীরঙ্গপটম অভিযানকালে মহীশূরীরা যেরূপ সক্রিয়তা ও কৌশল দেখিয়েছিলো, এ-অবস্থায় সেরূপ দেখালে তারা সহজেই ইংরেজসেনার সামরিক মালপত্র ও বোঝা দখল করে নিয়ে বর্ষা সুরু হওয়া অবধি তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারতো। কিন্তু মহীশূরী সেনাধ্যক্ষরা ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে থেকে তাদের অগ্রতিতে বাধা দেবার মত কিছু করেনি।

কর্ণওয়ালিসের প্রথম শ্রীরঙ্গপটম অভিযানের সময় মহীশূরী অশ্বারোহী সেনা তাদের পেছনে, পাশে লেগে থেকে, রাস্তায় তাদের গবাদি পশুর খাদ্য নষ্ট ক'রে যুদ্ধোদ্যমকেই বিফল করে দিয়েছিলো। শত্রু সেনার বিশৃঙ্খল ও বেসামাল অবস্থার জন্য এবার মহীশূরীদের পক্ষে অধিকতর অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বর্তমান অভিযানে ইংরেজদের কোন বিঘ্ন জন্মানো হয়নি।

ষ্টুয়ার্টকে আক্রমণের পর ফিরে এসে টিপু হেরিসের সম্মুখীন হবার জন্য যখন যাত্রা করেন তখন তার প্রথম গতিপথ ছিলো মধ্যরাস্তা দিয়ে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে ইংরেজরা কঙ্কন হাল্লির রাস্তা নিয়েছে, তখন তিনি মালভল্লির দিকে রওনা হন এবং ১৮ই মার্চ মদ্দুর-নদী তটে শিবির ফেলেন। এখানে পুরণাইয়া ও সৈয়দ সাহেব তার সঙ্গে মেলেন। তার বসতি কায়দামত স্থানে ছিলো, সেখান থেকে হেরিসকে নদীপার হ'তে বাধা দিতে পারতেন। কিন্তু বনময় ভূমির থেকে মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করা পছন্দ করে তিনি মালভল্লির দিকে সরে গিয়েছিলেন। ফলে, ইংরেজসেনা নির্বিঘ্নে নদী পার হয়। হেরিসের জীবনী লেখক লাসিংটন লিখেছেন, "মহীশূরী কামানবাহী পশুদের কর্মক্ষমতা এবং কর্ণাটকী

ব্যূহের শোচনীয় অবস্থার জন্যে সাফল্যের সঙ্গে টিপুরসেনার অনুসরণ করা সুদূর পরাহত ছিলো ; এতে মালভেল্লির উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেবার সাহস তার হয়। এর চেয়ে সুবিধা জনক রণাঙ্গন পাওয়া কঠিন ছিলো" ।[১৩]

নদীটি পার হ'য়ে ইংরেজরা মালভেল্লির ৫ মাইল পূর্বদিকে শিবির ফেলেও পরদিন খুব সকালে সেদিকে অগ্রসর হয়। শিবির ফেলবার অভীষ্ট স্থানের দিকে গিয়ে দেখতে পায় টিপুরসেনা উচ্চভূমিতে মোতায়েন আছে। হেরিসের ইচ্ছা ছিলো এখন কিছু না ক'রে যতটা সম্ভব শীঘ্র শ্রীরঙ্গপটম পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু অগ্রগামী রক্ষী সেনাদল মহীশূরীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাদের সাহায্যার্থে আরো সেনা পাঠাতে হয়েছিল এবং মোটামুটিভাবে একটা সংঘর্ষ বেধে যায়। টিপু স্বয়ং তার পদাতিকদের সহায়তা নিয়ে অশ্বারোহী সহ ইংরেজদের ডানপাশ আক্রমণ করেন। "অতি নিশ্চিত ও ধীরস্থির ভাবে প্রস্তুতি ক'রে সোৎসাহে আক্রমণ চালানো হয়" ; এসত্ত্বেও আক্রমণটি ব্যাহত হয় যদিও বহু ইংরেজ অশ্বারোহী বন্দুকের সঙ্গীনে ধরাশায়ী হয়েছিলো।[১৪] টিপুর অশ্বারোহীরা যখন ইংরেজদের ডানদিক আক্রমণ করে, তখন বহুসংখ্যক মহীশূরী পদাতিক ইংরেজদের বাঁদিকে ধাবিত হয়। সেদিকটা ছিলো কর্ণেল ওয়েলেসলির অধীনে। কিন্তু এ আক্রমণ ও প্রতিহত হয়েছিল পলায়মান সেনাদের ফ্লয়েডের অশ্বারোহীসেনা অনুসরণ ক'রে অনেককে নিহত করে।[১৫] তখন মনে হয়, টিপু তার দ্বিতীয় দল সেনা কর্তৃক রক্ষিত অন্য একটা উচ্চভূমিতে ঘাঁটি করবেন। কিন্তু আসলে ওটা ছিলো পশ্চাদ-পসরণ সুগম করবার উদ্দেশ্যে। আর্থার ওয়েলেসলির মতে এই ক্রিয়া কলাপে টিপুর "সেনারা অন্যান্য যে কোন সময়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কর্মোদ্যম দেখায়। তার পদাতিকরা অগ্রসর হয়ে ৩৩নং সেনাদলের সঙ্গীনের মোকাবিলা করে, তার অশ্বারোহীরা জেনারেল বেয়ার্ডের ইয়োরোপীয় ব্রিগেডের সম্মুখীন হয়। টিপু যথাযোগ্য ভাবে তাদের সহায়তা দেন নি, কারণ, আমাদের আক্রমণকালে তার গোলন্দাজ দলকে অপসারিত করা হয়েছিলো ; তাদের আড়াল করবার জন্য এই পদাতিকদের এমন কি সামনেও এগিয়ে দিয়েছিলেন। তার পেছনে ফেলে আসা সেনাদলের সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হ'ল এটি।[১৬] আর্থার ওয়েলেসলির সমালোচনা নিঃসন্দেহে সত্য ; কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই সংঘর্ষে টিপুর বিফলতার কারণ তার অফিসারদের বিশ্বাস ঘাতকতাও। আমরা পূর্বেই দেখেছি পূরণাইয়া ও সৈয়দসাহেবের আচরণ কী ধরনের ছিলো। এ সময়ও তারা সক্রিয়তা এবং কর্মোদ্যম দেখিয়ে ছিলেন,—এটা সম্ভবপর নয়। কিরমানির মতে, কমর-উদ্-দিন খাঁ সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী তার অশ্বারোহীসেনা দ্বারা ইংরেজদের আক্রমণ করার বদলে পড়লেন গিয়ে একদল মহীশূরীর উপর ; ফলে সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।[১৭] এহেন অবস্থায় টিপুর পরাজয় ছিলো অবধারিত।

এই ব্যাপারের পরেই হেরিসের পেছন ভাগে থাকবার জন্য টিপু যাত্রা করেন।

তার আশা ছিলো, কর্ণওয়ালিস ১৭৯১ সালে যে-রাস্তা ধরে এসেছিলেন হেরিসও সে রাস্তায় আসবেন। কিন্তু হেরিস জেনেছিলেন যে এপথে পশুখাদ্য সম্পূর্ণ নষ্ট করা হয়েছে, আর কাবেরীর উত্তর তীরে টিপু তার নিজের সেনার জন্য সেসব রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি সসাইলের অগভীর জলভাগে ওপারে যাওয়া স্থির করেন। এখানে যাত্রা পথে কোন বাধা পাবারও সম্ভাবনা ছিলনা। এপথে গবাদিপশু, তাদের খাদ্য ও শস্য পাবার সুবিধা তো ছিলই, অন্যান্য লাভও ছিলো। এতে বম্বে সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবিধা হবে, কুর্গ ও বড়মহল থেকে রসদ পাওয়াও হবে সহজ। এছাড়া, মনে হয়েছিলো, পশ্চিম দিক থেকে শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী ৩০শে মার্চের ভিতর রসদপত্র সহ সমগ্র সেনাবাহিনী অবাধে অগভীর জলভাগ পার হয়েছিল।[১৮] প্রত্যাশিত ভাবে হেরিস প্রচুর পশুখাদ্য, ভারবাহী পশু দেখেন। ভক্ষণ যোগ্য পশু ও মেষ ইউরোপীয় সেনাদের জন্য এবং অনুচরদের জন্য কিছু খাদ্যশস্যও দেখা যায়।[১৯]

হেরিস ১লা এপ্রিল সসাইল ত্যাগ করেন। ২ তারিখ ইংরেজদের আক্রমণ করার একটা ভাল সুযোগ টিপু পেয়ে যান; কারণ, খারাপ রাস্তার দরুণ তাদের গোলন্দাজ সেনা তখনো পৌছয়নি। বস্তুত, টিপু আক্রমণ করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে ওটা একটা অশুভ দিন, তাই তা বাতিল করা হয়। ফলে, হেরিস স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যান এবং ৭ই এপ্রিল শ্রীরঙ্গপটমের ২ মাইলের মধ্যে ঘাঁটি স্থাপন করেন।[২০]

অতঃপর টিপু মনস্থ করলেন যে, হেরিস নদী পার হয়ে দ্বীপে পৌছবার আগেই তা রোধ করতে হবে। এই ভেবে তিনি আরিকেয়ারের অগভীর জল ভাগ পার হয়ে ও চেন্দগল গ্রামের নিকট স্থিতিস্থান করেন। কিন্তু দ্বীপে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে হেরিস বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছিলেন এবং ১৭৯২ সালে এবারক্রম্বি যেখানে ঘাঁটি করেছিলেন সেখানে পৌছান। সেনাদল দুর্গের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাবেরী পার হবার পর ২৮ মাইল যেতে হেরিসের ৫ দিন লেগেছিলো তার গতি শোচনীয় রকম ধীর ছিলো, কিন্তু তবু তিনি কোন প্রকারে উত্যক্ত হন নি। মহীশূরী অশ্বারোহীরা তার সামনে এসেছিলো বটে, কিন্তু 'ধ্বংস কার্যে স্বভাবগত ভাবে তৎপর ছিলোনা"।[২১]

ইংরেজদের স্থিতিস্থান শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু তার সামনের দিকে কয়েকটা মহীশূরী ঘাঁটি ছিলো যেখান থেকে মহীশূরী কেপানি-সেনা ইংরেজদের সবিশেষ উত্যক্ত ক'রে থাকতো। ৫ই যে বিকেলে ঐ সব ঘাঁটি দখলে আনবার জন্য হেরিস দু'দল সেনা পাঠান। ইংরেজদের সম্মুখ ভাগের অনেকটা রক্ষাকারী একটা সর্পিল জলনালীর পার্শ্বস্থ ঘাঁটিটি আক্রমণার্থে একদল যায় কর্ণেল শ'য়ের নেতৃত্বে। সুলতান পেট শাস্ত্রী আস্তানাটি দখল করার জন্য অন্য দলটি যায় কর্ণেল ওয়েলেসলির নেতৃত্বে। দু'দলই সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়। কিন্তু মহীশূরীদের

দুর্দম প্রতিরোধে এবং দুর্গ থেকে মারাত্মক গোলাবর্ষণে অভিযান ব্যর্থ হয় ও ইংরেজরা বিশেষ ক্ষতি স্বীকার ক'রে পশ্চাৎপদ হয়। কিন্তু পরদিন সকালে বৃহত্তর সেনাদল পাঠানো হয়েছিলো এবং তারা ঘাঁটিগুলি দখল করতে সমর্থ হয়। ফলে, ইংরেজরা দুর্গের ১,৮০০ গজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে।[২২]

৬ তারিখ ফ্লয়েড ষ্টুয়ার্টের সাহায্যার্থে যান। ষ্টুয়ার্ট পশ্চিম দিক থেকে আসছিলেন। ঐ সেনাদের অগ্রগমণে বাধা দিয়ে দু'দলের মিলন ব্যাহত করার জন্য টিপু কমর-উদ্-দিন খাঁকে পাঠান। কিন্তু কমর-উদ-দিন খাঁ টিপুর আদেশ অমান্য করে নিষ্ক্রিয় থাকেন।[২৩] ফলে, ফ্লয়েড বম্বে সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হতে সমর্থ হন এবং বম্বে সেনাদল কাবেরী পার হয়ে সহজেই শ্রীরঙ্গপটম পৌছায়। কিন্তু ষ্টুয়ার্টের নিজেরই রসদপত্রের কমতি থাকায় জেনারেলের জন্য কিছু আনেন নি। ১৫ তারিখ নাগাদ দেখা যায় হেরিসের সেনাদলেও রসদপত্রের প্রভূত ঘাটতি। ১৮ই হেরিস ওয়েলেসলিকে লেখেন, "আজ সকালে, ভাণ্ডারে ঠিক কতটা পরিমাণ রসদ আছে তা জানবার জন্য চাল মেপে দেখলাম, লোকসান বা প্রতারণা হেতু শিবিরে যোদ্ধাদের অর্ধ-বরাদ্দের চাল ও মাত্র ১৮ দিনের আছে। কর্ণেল রীডের "বাঞ্জারা" ৬ই মের পূর্বে পৌছালে সেনাদের খাদ্যভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে"।[২৪] হেরিস আরো লেখেন "কুর্গদেশে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার আছে, কিন্তু এখানে তা নিয়ে আসতে বা সে ব্যাপারে সাহায্য দেবার আমাদের কোন উপায় নেই''।[২৫] তার ডায়রীতেও হেরিস রসদপত্রের অপ্রাচুর্যের কথা লিখেছেন, এবং বলেছেন যে, যদি কর্ণেল রীডের তত্ত্বাবধানে ৬ তারিখের ভিতর তা না আসে, তবে সেনাদল অনাহারে থাকবে [২৬]

খাদ্যদ্রব্যের এই অপ্রাচুর্য হেতুই দুর্গের আক্রমণ ত্বরান্বিত করতে হেরিস বাধ্য হয়েছিলেন। এবং ইন্‌জিনিয়রদের পরামর্শে দুর্গের সবচেয়ে দুর্বল স্থান, উত্তর-পশ্চিম কোন, আক্রমণের জন্য নির্বাচিত হয়। দুর্গ প্রাচীরের বাইরে যে-স্থান মহীশূরীরা তখনো আঁকড়ে ছিলো সেখান থেকে তাদের তাড়াবার জন্য প্রথম চেষ্টা করা হয়। মহীশূরীদের কঠোর প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইংরেজরা স্থিরভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। ২৬শে মে রাত্রিতে মহীশূরী ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করা হয় এবং প্রায় সমস্ত রাত্রী ব্যাপী দুর্ধর্ষ সংঘর্ষের পর সেগুলি দখলে আসে। এটা হেরিসের পক্ষে মূল্যবান লাভ, কারণ দুর্গ-প্রাচীর বিদীর্ণ করার জন্য কামানশ্রেণী এখানেই বসানো হবে।

রাজধানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীত হয়ে ইতিমধ্যে টিপু আবার ইংরেজদের সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করেন। মহীশূর আক্রমণের প্রতিবাদ ক'রে ৯ই এপ্রিল তিনি হেরিসকে এক পত্র পাঠান, তার সঙ্গে ছিলো তাকে লেখা ওয়েলেসলির আগের চিঠি। কিন্তু হেরিস কোন সন্তোষজনক জবাব দেন নি,—টিপুকে শুধু বলেছিলেন, তাকে লেখা ওয়েলেসলির পত্রগুলিতে দৃষ্টি দিতে। ২০শে এপ্রিল বিকালে টিপু হেরিসকে আবার লিখে জানান, ইংরেজের সঙ্গে তিনি মিলেমিশে

থাকতে চান, এবং মীমাংসার কথা আলোচনার জন্য একজন "উকিল" পাঠাতে তিনি ইচ্ছুক।[২৭] হেরিস ২২ তারিখ জবাব দিলেন, সঙ্গে প্রাথমিক সন্ধির একটি খসড়া। সুলতানকে জানানো হ'ল, শান্তি চাইলে তিনি সেটা গ্রহণ করুন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ওয়েলেসলি হেরিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীরঙ্গপটম দুর্গে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করার পুর্বে সুলতানকে ১নং খসড়াটি এবং গোলাবর্ষণ আরম্ভের পর ২নংটি পাঠাতে। শেষের খসড়াটির শর্তাবলী অধিকতর কঠোর ছিল।[২৮] ইহা সত্ত্বেও, ২২শে এপ্রিল হেরিস টিপুকে প্রাথমিক সন্ধির যে-খসড়াটি পাঠান তা ২নংটির অনুযায়ী, কঠিন শর্ত সম্বন্ধ—যদিও দুর্গপ্রাচীর বিদীর্ণকারী কামানশ্রেণী তখনো বসেনি। শর্ত অনুযায়ী টিপুকে অর্পণ করতে হবে তার রাজ্যের অর্ধেক, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ কোটি টাকা—১ কোটি এখনি, বাকিটা দু'মাসের ভিতর—আর জামিন হিসাবে তার ৪টি ছেলে ও ৫ জন অফিসার। জামিনদের নির্বাচন করে দেবেন হেরিস। এই শর্তগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে আর জামিন ও টাকা দিতে হবে ৪৮ ঘণ্টার ভিতর। টিপু এসব শর্ত গ্রহণ না করলে হেরিস তার দাবি বাড়াতে পারবেন—এমন কি শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের অধিকার পর্যন্ত—যতক্ষণ না সন্ধিপত্র সম্পাদন সম্পূর্ণ হয়।[২৯]

শর্তগুলি টিপুর বিশেষ কঠোর মনে হয়। তিনি তাই সেগুলি অগ্রাহ্য করে ছিলেন। তার স্মরণে আসে সেই সন্ধি যা ১৭৯২ সালে ইংরেজরা তার ছেলেদের ও ধনদৌলত করায়ত্ত করবার পর তার উপর চাপিয়েছিলো। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এখন ইংরেজদের প্রস্তাবে রাজি হ'লে তাকে আরো অসম্মানজনক সন্ধিতে সম্মত হতে হবে। কিন্তু টিপু প্রস্তাবগুলিতে রাজি হলেও হেরিস কোন না কোন ছুতো ধরে তার উপর বিরূপ হবেন; কারণ, ওয়েলেসলির নির্দেশ ছিলো টিপুর শক্তি "সম্ভবপর হ'লে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবে"।[৩০] সুতরাং যে সব শর্ত হেরিস এখন সুলতানের সমক্ষে রেখেছেন সেগুলি হ'ল দুর্গ-আক্রমণের সম্পূর্ণ প্রস্তুতির সময় নেবার জন্য।

ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দু জন লোক পাঠাবার সঙ্কল্প জানিয়ে টিপু ২৮শে এপ্রিল সকালে হেরিসের নিকট আর একটি পত্র পাঠান।[৩১] এর জবাবে হেরিস জানান যে, ইতিপূর্বে প্রেরিত খসড়ায় কোন পরিবর্তন করা হবে না; সুতরাং প্রতিনিধিদের প্রয়োজন নেই; তাদের সঙ্গে দেখা করা হবে না যদি জামিনরা না আসে; উত্তর দেবার সময় দেওয়া হয়, মাত্র পরদিন ৩টা পর্যন্ত।[৩২]

ইতিমধ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা হয়নি। ২৮শে এপ্রিল থেকে কামানশ্রেণী সাজানো আরম্ভ হয়। সেখান থেকে দুর্গপ্রাচীর বিদীর্ণ করার জন্য গোলাবর্ষণ হ'তে থাকে। তরা যে একটা স্থানে ভাঙ্গন ধরে। সেটা অসম্পূর্ণ থাকলেও হেরিস তৎক্ষণাৎ সম্মুখ-আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাস্তত এছাড়া,

তার আর কোন বিকল্প ছিলো না; কারণ, তার রসদপত্র প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল, সেনারা একরকম প্রায় উপবাসী হেরিস নিজেই কেপ্টেন মেলকমের কাছে স্বীকার করেছিলেন, "আমার শিবিরের ইয়োরোপীয় সান্ত্রী খাদ্যাভাবে ক্লান্তিতে এমনই দুর্বল যে কোন একটা সিপাহীও তাকে ধরাশায়ী করতে পারে"।[৩৩] ইংরেজ সেনাদের টিকে থাকার জন্যই তাই শ্রীরঙ্গপটম অধিকারের প্রয়োজনছিলো। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, তার অনাহারী সেনাদের পক্ষে দুর্গ দখল সোজা হবে না। তাই তিনি মীর সাদিকের সাহায্য চেয়েছিলেন। সাদিক পূরণাইয়া ও কমর-উদ-দিন খাঁর মত কিছুকাল যাবৎ তার মনিবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে পত্রাচার করছিলেন।

৩রা মে রাত্রিতে কয়েকজন অফিসার দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নস্থান ও আক্রমণ বিধি দুর্গের ঢালু পথে উপস্থিত হয়ে নিরীক্ষণ করে।[৩৪] সম্ভবত এ সময়ই ইংরেজ ও মীর সাদিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়, যে আক্রমণ হবে দুপুরবেলা। পরদিন সকাল নাগাদ এর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। আক্রমণকারী ৫,০০০ জন সেনা এদের তিন-পঞ্চমাংশ ইয়োরোপীয়—প্রভাতকালের মধ্যে পরিখায় স্থান নিয়ে ফেলে। যাতে সন্দেহের কোন কারণ না ঘটে সেজন্য সেখানে তাদের পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট সময় এলে বেতন বণ্টনের ছুতো করে প্রাচীরের ভগ্নস্থান থেকে সাদিক সেনা সরিয়ে নেন।[৩৫] এ কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিলো না। সুলতানের বিশেষ অনুগত সৈয়দ গফর দুর্ভাগ্য ক্রমে একটা গোলার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। সৈয়দের মৃত্যুর ঠিক পরেই দেশদ্রোহীরা ইংরেজদের উদ্দেশ্যে সাদা রুমাল উড়িয়ে দুর্গ থেকে ইঙ্গিত করে। এই ইঙ্গিতটির অপেক্ষায়ই ইংরেজরা পরিখাতে জড়ো হয়েছিলো।[৩৬] তৎক্ষণাৎ তারা অগ্রসর হয়ে পড়ে, "পরিখা থেকে নদীর তীর ছিল মাত্র ১০০ গজ। পাথরে ভরা, অসম-গভীর—কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর সমান—নদীটি চওড়ায় ছিল আরো ২৮০ গজ; তারপর আবার একটা পাথরের প্রাচীর, তারপর ৬০ গজের মত চওড়া একটা পরিখা এবং পরিশেষে দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নস্থানটি"।[৩৭] এ ছাড়া, গতিপথটি ছিলো দুর্গ-থেকে ভারী গোলা-বর্ষণের মুখে।[৩৮] তবু মুষ্টিমেয়ে ইংরেজসেনা পরিখা থেকে নির্গত হবার ৭ মিনিটেরও কম সময়ে ভগ্ন স্থানের উপর ব্রিটিশ পতাকা স্থাপন করতে পেরেছিলো।[৩৯]

ভগ্নস্থান দখল করার পর ইংরেজ সেনা দু'টি ব্যূহতে বিভক্ত হয়। কর্ণেল শের ব্রুকের নেতৃত্বে ডান দিকেরটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় দক্ষিণ ভাগের প্রাচীর আক্রমণ করতে, আর কর্ণেল ডানলপের নেতৃত্বে বাঁদিকেরটিকে উত্তর ভাগের। সেনাধ্যক্ষরা পূর্ব ভাগের প্রাচীরে যুক্ত হবেন। ডান দিকের সেনাদল অগ্রসর হতে কোন বাধা পায়নি বীটসন বলেন, "দুর্গের দক্ষিণ ভাগের তিনটি অশ্বারোহী দল থেকে ডান দিকের সেনাব্যূহ বিশেষ বাধা পাবে বলে আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তারা কোন বাধা দেয়নি। সেই বিরাট রক্ষা-ব্যবস্থাটি পরিত্যক্ত হয়। ডানব্যূহের

সেনারা সেগুলি এবং সমগ্র দক্ষিণ ভাগের প্রাচীর দখল করে এবং এক ঘণ্টার কম সময়ে দুর্গের পূর্ব পার্শ্বে এসে যায়" ।[৪০]

কিন্তু বাঁদিকের সেনাব্যূহ প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। দুর্গের ভগ্নস্থানে টিপুর একজন অফিসারের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে ডান কব্জিতে তরবারির আঘাত পেয়ে অক্ষম হন, কিন্তু তার সেনারা উত্তর-পশ্চিম দিকের বুরুজটি দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরপর প্রতিরোধ এত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ, আক্রমণের খবর পেয়ে তার সেনাদের সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টার জন্য টিপু স্বয়ং সেখানে এসেছিলেন সমস্ত ইংরেজ অফিসার হত বা অশক্ত হয়ে পড়ে। লেফ্‌টেনান্ট ফারকুহার অতঃপর ব্যূহটির অগ্রভাগে যান, কিন্তু তিনিও তৎক্ষণাৎ নিহত হন। ইংরেজদের সাহায্যার্থে নতুন সেনাদল না এসে পড়লে তাদের ক্ষতি আরো বেশী হ'ত, এবং তাদের হার মানতে হ'ত।

ঘটনাটি এইভাবে ঘটে, বেয়ার্ড প্রথম ভগ্নস্থান অতিক্রম ক'রে দেখেন জলপূর্ণ দ্বিতীয় আর একটা দুর্গ পরিখা, তার পেছনে আরো রক্ষা-ব্যবস্থা। এগুলি ভিতর এবং বাইরের প্রাকার ভাগ করেছিলো। জেনারেল ব'লে উঠেছিলেন, "হে ভগবান, এসব অতিক্রম করবো কী করে"? ভাগ্যক্রমে, কেপ্টেন গুড্‌অল একদল সেনা সহ একটা তক্তার সাহায্যে ভিতরকার পরিখাটি পার হ'তে সমর্থ হন ও ভিতর দিকের প্রাকারে এরূপে উপস্থিত হতে পারেন।[৪১] এ সময়েও কোন বাধা পাওয়া যায় নি। বীটসনের মতে, "ভিতর দিকের বা দ্বিতীয় প্রাকারটি এবং উচ্চ রক্ষীভূমিটি এমনই অরক্ষিত ছিলো যে রাজকীয় সেনাবাহিনীর মাত্র ৮ বা ১০ জনের একটি দল ভগ্নস্থানের একটু ডান দিকে ভিতর দিকের পরিখা সংলগ্ন বাঁধ পার হয়ে পশ্চিম দিকের উচ্চ রক্ষী ভূমিটি দখল করে নেয়" ।[৪২] অতঃপর দলটি ব্যূহটির মূল অংশের সমান্তরালভাবে চলতে থাকে এবং বাঁ দিকের ব্যূহটির সাহায্যার্থে আসে। বাহির ও ভিতরকার প্রাকার থেকে গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হয়ে মহীশূরীরা আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করে। মেজর লেম্বটন তখন বাঁ দিকের ব্যূহের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, তিনি মহীশূরী সেনাকে উত্তর-পূর্ব কোণে তাড়িয়ে নিয়ে যান। কেউ কেউ রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু হাজার হাজার সেনা তরবারিতে প্রাণ হারায়। উত্তর দিকের প্রাকার দখল ক'রে লেম্বটন দুর্গের পূর্বদ্বারে বেয়ার্ডের সঙ্গে মিলিত হন। এরূপে এক ঘণ্টার ভিতর রাজপ্রাসাদ ছাড়া দুর্গ প্রাকার এবং রক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত অংশ ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হয়।[৪৩]

ইংরেজরা শ্রীরঙ্গপত্তমের সম্মুখে আসা অবধি টিপু দুর্গ প্রাকারে তাবু ফেলে থাকতেন, শত্রুর গতিবিধি অনুযায়ী স্থান বদল করতেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ প্রান্তে তাঁবু খাটান, তারপর যান পশ্চিম কোণে এবং সর্বশেষে ইংরেজরা প্রথম গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলে উত্তর প্রান্তে একটি পাথরের ক্ষুদ্র "চৌলট্রি"তে। এখানেই তিনি খেতেন, শুতেন এবং এখান থেকেই দুর্গ রক্ষার জন্য অফিসারদের

নির্দেশ দিতেন। ৪ঠা মে সকালবেলা তিনি ঘোড়ায় চড়ে প্রাচীরের ভগ্নস্থান পরিদর্শন করেন, সংস্কারকদের নির্দেশ দেন ভগ্নস্থান মেরামত করতে। তারপর তিনি স্নানার্থে প্রাসাদে যান। প্রাতঃকালে হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষীরা তাকে সাবধান করেন যে দিনটা তার পক্ষে অশুভ, তিনি যেন বিকাল অবধি সেনাদের মধ্যে থাকেন এবং অমঙ্গল দূর করবার জন্ত দানখয়রাত করেন। সুতরাং স্নানান্তে তিনি সমবেত দরিদ্রদের টাকা ও কাপড় বিতরণ করেন। চেন্নাপটনার প্রধান পুরোহিতকে তিনি একটি হাতি, একবস্তা তৈলবীজ ও দু'শটি টাকা দান করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয় একটি কালো বৃষ, একটি দুগ্ধবতী মহিষ, একটি পুরুষ মহিষ, একটি কালো ছাগল, একটি মোটা কালো বর্ণের কাপড়ের জামা, সেই কাপড়েরই একটি টুপি, ৯০ টাকা ও তৈলপূর্ণ লোহার পাত্র ; লোহার পাত্রটি দেবার পূর্বে তিনি তার উপর তার মাথা রাখেন, যাতে তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পান এবং অমঙ্গল দূর হয়।[৪৪] অতঃপর তিনি "চৌলট্রি"তে ফিরে এসে খাবার চেয়ে পাঠান। তিনি সবেমাত্র খেতে যাচ্ছেন এমন সময় সৈয়দ গফরের মৃত্যু সংবাদ পান। সৈয়দ গফর দুর্গের পশ্চিম কোণের রক্ষাকর্তা ছিলেন। যখন তিনি দুর্গ সংস্কারক দলকে দক্ষিণ প্রাকার থেকে অগ্রসর হবার রাস্তা কেটে দেবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন কামানের একটি গোলায় নিহত হন। তিনি ছিলেন একজন বীর ও অনুগত অফিসার, তার মৃত্যু খবর সুলতানকে বড়ই বিচলিত করে।[৪৫] টিপু তৎক্ষণাৎ খাবার ফেলে উঠে হাতটা ধুয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভগ্নস্থানের দিকে তৎক্ষণাৎ ধেয়ে যান।[৪৬] কিন্তু তার পৌঁছবার পূর্বেই ইংরেজরা ওখানে তাদের পতাকা উত্তোলন করে প্রাকারগুলি দখল করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলো। যাইহোক, সুলতানের উপস্থিতি তার সেনাদের প্রতিরোধ দানে উদ্দীপিত করে এবং তাতে শত্রুদের সমগ্র বাঁ দিকের ব্যূহটি পশ্চাৎপদ হয়। কিন্তু মহীশূরীরা ভিতর বাহির উভয় প্রাকার থেকেই ইংরেজ সেনাদলের গোলাবর্ষণের মুখে পড়ে গিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় পালাতে থাকে।[৪৭] টিপু তাদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করে বিফল হন।

এই সংঘর্ষের বেশীর ভাগ সময়েই টিপু স্বয়ং সাধারণ সেনার মতই যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার সেনাদল যখন সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে জল-কপাটের নিকটস্থ যোদ্ধাদের নির্গমন পথে উপস্থিত হন। উইলক্স বলেন যে টিপু পালাতে চাইলে তা সহজ ছিলো, কারণ, জল-কপাট তার নিকটেই ছিল।[৪৮] অন্যদিকে, বীটসন বলেন, জল-কপাট এত জনাকীর্ণ ছিলো। যে তিনি শহরে বেরিয়ে যেতে পারেননি।[৪৯] বস্তুতঃ, কপাটটি ইচ্ছা করেই বন্ধ রাখা হয়েছিলো—যাতে সুলতান পালাতে না পারেন। যখন তিনি কপাট খোলবার আদেশ দেন তখন তা মান্য করা হয়নি। দুর্গাধ্যক্ষ মীর নাদিম কপাটের ছাতে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার মনিবকে উপেক্ষাই করেছিলেন।[৫০]

টিপু তখন অন্তঃ দুর্গের প্রবেশ পথের দিকে যান। তিনি ইতিমধ্যেই আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রবেশ পথে পৌঁছবার পূর্বেই দ্বিতীয়বার আহত হন। তবু তিনি এগিয়ে যান। পালাবার জন্য যে—সব মহীশূরীরা প্রবেশ পথের দু'পাশেই ভিড় করেছিলো। ইংরেজরা ভিতরকার ও বাইরের দিকের প্রাকার থেকে তাদের উপর মারাত্মকভাবে গোলাবর্ষণ করছিল। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করতে গিয়ে টিপু তৃতীয়বার আহত হন; তার বাঁ দিকের বুক গুলিবিদ্ধ হয়, নিচে তার ঘোড়া নিহত হয়। টিপুর অনুচররা তাকে পালকি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু জায়গাটা মৃত এবং মৃত প্রায়দের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো বলে সফল হয়নি।[৫১] এ সময় টিপুর ব্যক্তিগত পার্শ্বচর রেজা খাঁ তাকে শত্রুর নিকট তার পরিচয় প্রকাশ করার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি তা নেন নি। ইংরেজের হাতে বন্দী হবার চেয়ে তিনি মৃত্যুই শ্রেয় মনে করেছিলেন।[৫২] একটু পরে, কয়েকজন ইংরেজ সেনা প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়; একজন তার বহুমূল্য কোমর বন্ধটি হস্তগত করে। যদিও রক্তক্ষরণে তিনি অর্ধ মূর্ছিত, তবু এ অপমান সহ্য করতে পারেননি; নিকটস্থ একটা তরবারি নিয়ে তিনি সেনাটিকে আঘাত করেছিলেন। আঘাতটা তার বন্দুকে গিয়ে পড়ে। সুতরাং তিনি আর একজন সেনার উপর দ্বিতীয় আঘাত হানেন এবারে একটু বেশী সফল হন। কিন্তু তিনি কপালের পার্শ্বদেশে গুলিবিদ্ধ হন এবং নিহত হয়ে পড়ে যান।[৫৩]

ইতিমধ্যে জয়ধ্বনিতে ঘোষণা করা হয়। সেনাব্যূহ দু'টি পরস্পরের দৃষ্টির ভিতর, এবং মিলন হ'ল ব'লে। এ সময় মহীশূরীরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে সব দিক থেকেই পালাবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ পূর্বদ্বার বা বেঙ্গালোর গেট দিয়েও পালাতে যায়, কিন্তু এখানে ইংরেজসেনা তাদের নির্দয় ভাবে হত্যা করতে থাকে, প্রবেশ দ্বারে আগুন লাগানো হয়। আগুনে অনেকের মৃত্যু ঘটে; যারা বেঁচে যায় তারা শত্রুর সঙ্গীনের খোঁচায় বলি হয়।[৫৪]

দুর্গ প্রাকারগুলি দখলে আসবার পর রাজপ্রাসাদ অধিকার করা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মেজর এলেনকে যুদ্ধ বিরতি পতাকা হাতে পাঠানো হ'ল, প্রাসাদবাসীদের বলতে যে তারা তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করলে পর তাদের জীবন রক্ষা হবে; কিন্তু তারা যদি প্রতিরোধ করে তবে কোন সহানুভূতি দেখানো হবেনা। প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হ'লে, এলেন ঝুল বারান্দায় অবস্থিত লোকদের ঐ বার্তা জানান। সেনাধ্যক্ষ তখন আরো দু'জন লোকসহ দেওয়ালের একটা অসম্পূর্ণ অংশ দিয়ে নেমে আসেন। তারা আত্মসমর্পণের ব্যাপারে অনিচ্ছুক দেখে এলেন নিজেই প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে স্বয়ং টিপুর সঙ্গে কথা বলতে জেদ্ করেন। যদিও তাকে বলা হয়েছিলো যে টিপু প্রাসাদে নেই, তিনি তা বিশ্বাস করেন নি এবং ভাঙ্গা প্রাচীর দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি নবাব পুত্রদের সঙ্গে দেখা করে প্রাসাদ দ্বার খুলে দিতে বলেন। প্রথম দিকে তারা অসম্মত ছিলেন; বলেছিলেন যে, পিতা

প্রাসাদে নেই, তার অনুমতি ছাড়া কিছুই করা যায় না। কিন্তু নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এবং এলেনের নিকট থেকে প্রাসাদের প্রত্যেকের প্রাণ ও সম্মানের নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তারা ঐ প্রস্তাবে রাজি হন। প্রাসাদদ্বার খুলে দেওয়া হয়। বেয়ার্ড ইতিমধ্যে এসে গিয়ে বহু সেনা সহ বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রবেশ না করে নবাব পুত্রদের তার নিকট নিয়ে আসতে আদেশ করেন। নবাব পুত্ররা ছেড়ে আসতে চাননি, কিন্তু প্রতিরোধ ফলপ্রসূ হবে না ভেবে তারা উপস্থিত হন। বেয়ার্ড তাদের ভালভাবেই গ্রহণ ক'রে একটু পরে হেরিসের নিকট পাঠিয়ে দেন।[৫৫]

নবাব পুত্ররা বন্দী হবার পর সাব্যস্ত হয়। টিপুকে প্রাসাদে খুঁজে বার করা। তখনো মনে করা হচ্ছিলো, তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। কিছু ইংরেজসেনা প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে তল্লাস করেছিলেন, কিন্তু সুলতানের কোন খোঁজই পাননি দুর্গ সেনাধ্যক্ষ নিশ্চিত জানিয়েছিলেন যে টিপু প্রাসাদে নেই; এবং দুর্গের উত্তর দিকের একটা দ্বারে সংঘর্ষের সময় আহত হয়ে পড়ে আছেন। তিনি তাদের সেস্থানে নিয়ে যেতেও রাজি হলেন; মেজর বেয়ার্ড অন্যান্য অফিসারগণ সহ সেখানে গিয়ে দেখেন রাশি রাশি হতাহতের দেহে স্থানটি আকীর্ণ। একটা আলোর সাহায্যে টিপুর পালকির সন্ধান মিললো, তার নিচে মারাত্মভাবে আহত রেজা খাঁ শায়িত, তিনিই দেখালেন কোথায় টিপু পতিত হয়েছেন। "যখন টিপুকে ফটকের নিচে থেকে আনা হ'ল," প্রত্যক্ষদর্শী মেজর এলেন লিখছেন, "তখন তার চোখ খোলা এবং দেহটা এত গরম যে কয়েক মুহূর্তের জন্য কর্ণেল ওয়েলেসলি ও আমার সন্দেহ জাগলো তিনি জীবিত নন কি না; তার নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড স্পন্দন দেখার পর সন্দেহ দূর হয়। তার দেহে চারটি আঘাত ছিলো—তিনটি শরীরের ভিতর, একটি কপালের পাশে। ডান কানের একটু উপরে গুলি প্রবেশ ক'রে চিবুকে স্থিত হয়...... তার পোষাক ছিলো সূক্ষ্ম সাদা কাপড়ের খাটো জামা, ফুল কাটা ছিট্ কাপড়ের ঢিলে ইজের, কোমর ঘিরে রেশমিও সুতির লাল কাপড়, কাঁধে আড়াআড়িভাবে ঝোলান লাল ও সবুজ রংয়ের রেশমি ফিতে যুক্ত সুদৃশ্য একটি থলে; পতনকালের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পাগড়ি হারিয়ে যাওয়ায় অনাবৃত মস্তক, হাতে একটি রক্ষা কবচ কিন্তু অন্যত্র অলংকার বর্জিত···তার আকৃতি মর্যাদাপূর্ণ বা দৃঢ়তা ব্যঞ্জক—যতে সূচিত হয় তিনি অনন্য সাধারণ"।[৫৬] অন্য একজন দর্শকের মতে, "চেহারায় আবেগ উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, মৃত্যু—যন্ত্রণার বিকৃতিও দৃশ্য নয়,—মুখমণ্ডলে এক অসামান্য প্রশান্তি ও সৌম্যভাবের বিচ্ছুরণ। আকৃতিতে স্নিগ্ধতা ও পরিতৃপ্তি। মোটের উপর, সুলতানের অবয়বে কোন বিকট আবেগের প্রকাশ তো হয়ইনি। বরং তাতে ছিলো একটা শান্তি ও সৌজন্যের বিভা যা জীবিত কালেও তাকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ক'রে রেখেছিলো"।[৫৭]

পরদিন বিকালে রাজ প্রাসাদ থেকে শবযাত্রা বার হয়। শবাধারটি বয়ে নিয়ে যায় টিপুর নিজস্ব অনুচরগণ; রক্ষী হিসাবে ছিলো চার দল ইয়োরোপীয়ান সেনা। নবাব পুত্র আবদুল খালিক শবাধারের ঠিক পেছনে অশ্বারূঢ় ছিলেন, তার পেছনে ছিলো দরবারের মুখ্য অফিসারগণ, "যে যে রাস্তা দিয়ে শবযাত্রা চলেছিলো সে গুলির দু'পাশ ভরতি নাগরিকরা; তাদের অনেকেই শবের সামনে লুটিয়ে পড়ে অনেকে উচ্চরবে শোক প্রকাশ করে"।[৫৮] যখন শবটি লালবাগের সমাধি—মন্দিরে পৌঁছায় তখন সেনারা অস্ত্রাভিবাদন জানায়। হায়দর আলীর কবরের কাছে এ শবটিও সমাহিত করা হ'লে পর শোক যাত্রায় যোগদানকারী গরীবদের ভিতর ৫,০০০ টাকা বণ্টন করা হয়। "বিকালে বজ্র, বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ততসহ অতিভীষণ একটা ঝড়ো আবহাওয়ায় পরিবেশ আরো গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ে। এর ফলে বম্বে সেনাশিবিরে দু'জন অফিসারের মৃত্যু হয় এবং বহুলোক ভীষণ আহত হয়"।[৫৯]

৪ঠা মে রাত্রিতে ইংরেজসেনা শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি লুণ্ঠন করে, অনেক বাসগৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, বাসিন্দাদের উপর নানাপ্রকার বর্বরতা চলে। বস্তুত, আর্থার ওয়েলেসলির মতে, সে-রাত্রে যা কিছু ঘটে ছিল তা একবারে চূড়ান্ত রকমের।[৬০] সেনারা লুটের জিনিষ এত প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিলো যে, "ভার লাঘব করার জন্য যে-কোন বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'ত তাকেই কিছু জিনিষ দিয়ে যেতো।[৬১] বহুমূল্যবান জহরত, স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড শিবিরের সেনারা বিক্রয় করতো"।[৬২]

সেনারা প্রাসাদের কোষাগারেও প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের নিবারিত করার পূর্বে তারা প্রচুর পরিমান মুদ্রা ও মনিরত্ন লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠিত মূল্যবান দ্রব্যের ভিতর এক পেটিকা মনিরত্নের দামই হবে ৪৫,০০,০০০ টাকা। কথিত আছে, একজন সেনা টিপুর মূল্যবান হীরকখচিত হস্ত-বলয়গুলি পেয়ে যায়। সে কোম্পানীর এক অস্ত্র চিকিৎসকের কাছে সেসব ১,৫০০ টাকায় বিক্রি করে। চিকিৎসকটি যে দামে সেগুলি বিক্রী করেন তাতে তার লাভ দাঁড়ায় বৎসরে ২,০০০ পাউণ্ড।[৬৩] ৬ তারিখ অবধি লুটপাট চলতে থাকে। তারপর কর্ণেল ওয়েলেসলি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। শ্রীরঙ্গপটম তারই দায়িত্বাধীনে ছিলো। এই লুটতরাজ সত্বেও প্রাসাদে অমূল্য ধন ভাণ্ডার রক্ষিত থাকে। সেখানে ছিলো একটি জমকালো সিংহাসন, সুন্দর একটি রৌপ্যনির্মিত হাওদা, নিরেট সোনা-রূপোর বাসন, বহু মণিমানিক্য খ'চিত গাদাবন্দুক ও তরবারি, মূল্যবান গালিচা, গাঁটবাঁধা উৎকৃষ্ট মসলিন ও রেশমী কাপড় এবং বহু পরিমাণ মণিমাণিক্য।[৬৪] একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারও প্রাসাদে ছিল। তাতে ছিল ইতিহাস, ফিক সুফীমতবাদ, ভেষজ বিদ্যা, 'হাদিস' এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রায় ২,০০০ খণ্ড আরবী, ফারসী, উর্দু ও হিন্দী পাণ্ডুলিপি।[৬৫] একটি নক্ষত্রাকার হীরকখণ্ড, কিছু অলংকার এবং টিপুর একটি তরবারি ইংরেজসেনা বাহিনীর তরফ থেকে ওয়েলেসলিকে উপহার দেওয়া হয়।

টিপুর আর একটি তরবারি হেরিস সর্বসমক্ষে বেয়ার্ডকে প্রদান করেন। সুলতানের সিংহাসনের স্বর্ণমণ্ডিত ব্যাঘ্র মুণ্ডটি উইণ্ডসর ক্যাসেলের সম্পদ শালা অলংকৃত করার জন্য পাঠানো হয়। টিপুর পাগড়ি, তার ও মুরারী রাওয়ের একটি তরবারি কর্ণওয়ালিসকে দেওয়া হয়।[৬৬] হিসাবমত মোট ২০,০০,০০০ পাউণ্ড লুণ্ঠিত দ্রব্যমূল্য থেকে হেরিস পান ১,৪২,৯০২ পাউণ্ড।[৬৭] ৬,০০০ জন হায়দরাবাদ অশ্বারোহীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য মীর আলমকে দেওয়া হয় ১ লাখ পেগোডা। কোম্পানীর সেনাদের প্রাপ্তির তুলনায় এই টাকা অত্যন্ত কম মনে করে মীর আলম ও নিজাম—উভয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।[৬৮]

শ্রীরঙ্গপটমের পতন হ'লে সমগ্র মহীশূর রাজ্য ইংরেজদের পদানত হ'য়ে পড়ে। সত্যবটে, তারা শুধু রাজধানী ও অন্যান্য ছোটছোট দুর্গ অধিকার করে-ছিলো এবং চিতল দুর্গ ও সিবার মত বিশিষ্ট দুর্গসহ মহীশূরের একটা বড় অংশ তখনো মহীশূরীদের অধিকারে ছিল। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর পর প্রতিরোধের প্রেরণা আর থাকেনি। হেরিস "মীর সদর" গোলাম আলী খাঁকে জানান, তিনি যদি মহীশূরের দুর্গগুলির আত্মসমর্পণে ইংরেজদের সাহায্য করেন, তবে টিপুর অধীনে তার যে "জাগির" ছিল তা গভর্ণর জেনারেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাকে দেবেন; এছাড়াও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন। তখন গোলাম আলী খাঁ দুর্গাধ্যক্ষদের আদেশ দেন তাদের দুর্গ ইংরেজদের সমর্পণ করতে। মাত্র গুটি ও জুলাল বিরোধ করে। কিন্তু সেগুলি অধিকৃত হয়।[৬৯] অন্যান্য মুখ্য অফিসাররা ইতিমধ্যেই ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছিলেন এবং তারা বিধিমত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। টিপুর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল খালিক শ্রীরঙ্গপটম পতনের পরদিন আত্মসমর্পণ করেন। ফতে হায়দরকে অবশ্যি ধুন্দিয়া ও তার পিতার অনুগত অফিসাররা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। কিন্তু হেরিসের সৌহার্দ্যসূচক কথাবার্তায় প্রতারিত হ'য়ে এবং বিজেতারা তার পিতার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেবেন, এই আশ্বাস তার নিজের অফিসারদের নিকট থেকে পেয়ে, তিনি অস্ত্র গ্রহণ করেন নি; ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভর করে রইলেন।[৭০] পুরণাইয়ার মতে "রাজ্যের প্রতিটি শাসন-বিভাগে মুসলাম স্বার্থ এমনই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলো যে অন্য যে কোন বন্দোবস্ত সেনা ও অন্যান্য শক্তিশালী অধিবাসীদের মনঃপূত হত না"।[৭১] সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন, ফতে হায়দরকে মহীশূরের সিংহাসনে বসানো হোক, কিন্তু তিনি ইংরেজদের কর দেবেন, ইংরেজরা যে সব দুর্গ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে তাতে সেনা রাখতে পারবে। কিন্তু ওয়েলেসলি ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন তার কারণ ছিলো এই যে, "এ প্রস্তাবের অন্তর্নিহীত এমন একটা অশান্ত শক্তিমান উপাদান আছে যা অন্তর্ঘাতী"।[৭২] বস্তুত, এমনকি মহীশূর আক্রমণের পূর্বেই ওয়েলেসলি মনঃস্থ করেছিলেন, টিপু ও তার বংশের শক্তি উৎখাত করতে হবে। সুতরাং ফতে হায়দরকে মহীশূর-রাজ্যপাট তুলে

দেবার কোন প্রশ্নই ছিলো না। নবাব পুত্রদের বার্ষিক ২,২৪,০০০ পেগোডা ভাতায় ভেলোর দুর্গে বসবাসের জন্য পাঠানো হয়। ১৮০৭ সালের ভেলোর সেনা বিদ্রোহে নবাব পুত্রদের হাত ছিলো সন্দেহ ক'রে পরে তাদের কলকাতাতে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে আজও তাদের কয়েকজন বংশধর বেঁচে আছেন কোন রকমে শোচনীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

টিপুর পুত্র ও অফিসারদের আত্মসমর্পণের পর ওয়েলেসলির পক্ষে সমগ্র মহীশূর রাজ্য দখল করার রাস্তা খুলে গেলো। তার কাছে এর চেয়ে সন্তোষের বিষয় আর কী হতে পারে? এছাড়া, তিনি ডানডাসের ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেন তিনিও মহীশূর অধিকারের পক্ষে। দ্বৈত শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন ব'লে ডানডাস সাবেক রাজার পুনঃ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন, তার মতে রাজার কোন সত্তাই থাকবে না। তিনি এটাও ইচ্ছা করতেন যে, মারাঠা বা নিজাম কাউকেও রাজ্যখণ্ড দেওয়া হবে না। তবে নিজাম দাবি করলে পর তাকে নগদ টাকা দেওয়া হবে। আরো ভাল হবে যদি তাকে উত্তর ভাগের "সরকার" পুনরার্পণ করা হয়।[৭৩] ওয়েলেসলি কিন্তু সেমতো কাজ করতে পারেন নি, কারণ, তিনি জানতেন যে, এতে "হায়দরাবাদ ও পুণা, উভয় স্থানেই এরূপ অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠতো যে আর একটা যুদ্ধ ছাড়া তা প্রশমিত হ'তনা।[৭৪] তিনি সমস্তটাই কোম্পানী এবং নিজামের ভিতর ভাগ করতে চাননি, কারণ তাতে নিজাম শক্তিমান হয়ে উঠতেন এবং মারাঠাদের মধ্যে হিংসা জাগানো হ'ত।[৭৫] সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করেন। মহীশূর রাজ্যের মধ্যভাগ অবিভক্ত রেখে তা মহীশূরে পুরাতন রাজবংশীয় কাউকে প্রত্যর্পন করবেন। ফলে, "বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে মহীশূরের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের ভিতর একটা ভেদ থেকে যাবে, এবং তাতে ইংরেজের নিরাপত্তা বাড়বে"।[৭৬] যা অবশিষ্ট থাকবে তার বেশী অংশটাই ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে ভাগ হবে, মারাঠারা ছোট একটি অংশ পাবে।

এটা বড়ই বিচক্ষণ মীমাংসা হ'ল; কারণ এতে ইংরেজরা সমগ্র মহীশূর রাজ্যের কর্তা হয়ে দাঁড়ালো। তারা পেলো সমস্ত কানাড়া, ওয়েনাদ, কয়েম্বাটোর, ধারাপুরম এবং শ্রীরঙ্গপটম শহর ও দ্বীপ। নিজাম পেলেন গুটি ও গরমকোণ্ডা জেলা এবং চিতল দুর্গ জেলার একটি অংশ। সুন্ডা ও হরপণাহাল্লি জেলা পেশোয়াকে দেবার প্রস্তাব হয়েছিলো, কিন্তু তিনি ইংরেজদের মীমাংসায় রাজি না হওয়ায় সেগুলি ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে ভাগ করা হয়। নিজামের ভাগ্যে কিন্তু বহুদিন নতুন লাভটি ভোগ করা ছিলো না, কারণ ১৮০০ সালে এসবই তিনি কোম্পানীকে অর্পণ করেন। রাজার জন্য যেটুকু রাখা হয়েছিলো, সে ভূখণ্ড টুকুও ইংরেজদের অধিকারে এসে যায়। ওয়েলেসলির চাপে পড়ে রাজা কোম্পানীর সঙ্গে যে—চুক্তি নামায় দস্তখত করেন, তাতে তার অস্তিত্বই একরকম থাকেনি, দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ইংরেজরা গ্রহণ করে। মিল লিখেছেন,

"ইংরেজ রাজ্যের প্রকৃত সম্প্রসারণ ক্রিয়াকে ভারত ও ইয়োরোপের চোখের আড়ালে রাখবার জন্য রাজা একটা পর্দা বিশেষ ছিলেন"।[৭৭]

টিপুর পরাজয়ে ইংরেজদের শুধু প্রচুর ভূমিগত লাভই হয়নি, তারা ভারতে বস্তুত "সর্বেসর্বা" হয়ে গিয়েছিলো।[৭৮] ভারতে ইংরেজ বিরোধীদের ভিতর টিপুই ছিলেন বিশেষ দুর্দান্ত; কিন্তু তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বাধা দেবার এখন আর কেউ রইলো না। পলাশিতে কোম্পানী পেয়েছিলো "স্থানিক আধিপত্য," শ্রীরঙ্গপটমের পতনে তাদের এলো "সার্বভৌম কর্তৃত্ব"।[৭৯] একজন ইংরেজ পত্র-লেখক এমনও বলেছিলেন যে, এ ঘটনায় "প্রাচ্য-সাম্রাজ্য আমাদের পদপ্রান্তে এসে পৌঁছলো"।[৮০] স্কট বলেন, ভারতে ইয়োরোপীয়দের আগমনের পরবর্তীকালে শ্রীরঙ্গপটমের পতন ও তথধিক গুরুত্বপূর্ণ টিপু সাহেবের পতন, যুগ্মভাবে সর্বাধিক বৈশিষ্ট পূর্ণ ঘটনা"।[৮১]

মারাঠারা তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো, কিন্তু শেষ যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষ থাকে। তারা কখনো প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে ইংরেজের সম্প্রসারণ চক্রান্তের বিরুদ্ধে টিপুর উপস্থিতিই তাদের একমাত্র ভরসাস্থল। মাত্র টিপুর পতন ঘটবার পরই তারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারে। বাজীরাও নাকি সংবাদটি শুনে বলেছিলেন, টিপুর মৃত্যু তার 'দক্ষিণ হস্ত বিনষ্ট হবারই মত"।[৮২] নানাও এ খবরে বিচলিত হ'য়ে বলেন, "টিপু শেষ হ'ল, ইংরেজ শক্তি বেড়ে চললো, সমগ্র পূর্ব ভারত ইতিমধ্যেই তাদের হাতে; পরবর্তী লক্ষ্য হবে পুনা। অশুভকাল আসন্ন, মনে হয়। অদৃষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই"।[৮৩]

কিন্তু এগুলি তো ছিলো নানারই নীতির ফল।

শ্রীরঙ্গপটম পতনের কারণ

শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের গঠন ছিল অত্যন্ত মজবুত নির্মাণ ব্যবস্থাও ছিলো দুর্ধর্ষ। এর সেনা সংখ্যা ২১,৮৩৯ জন—অন্তঃভাগে ১৩,৭৩৯ জন এবং পরিখায় ৮,১০০ জন স্থায়ী সেনা। বহুকালব্যাপী অবরোধের জন্য পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও রসদপত্র এতে থাকতো। ১৭৯২ সাল থেকে টিপু দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরে দুর্গের প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করেন। উত্তর-পশ্চিম কোনে ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে একটা সম্পূর্ণ নতুন বুরুজ তৈরি করা হয়। এবং সমগ্র উত্তর পাশটা জুড়ে একটি গভীর পরিখা সহ নতুন অন্তবর্তী বা দ্বিতীয় প্রাকারের নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। এতগুলি গড়-সেনা এবং এতটা রক্ষা ব্যবস্থা থাকায় দুর্গটির দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ প্রতিহত করার সামর্থ্য ছিল। তবু একদল প্রায় উপবাসী সেনা দু'ঘণ্টার কম সময়ে তা অধিকার ক'রে ফেলে। কোন বাধাই প্রায় দেওয়া হয়নি—এই হ'ল কারণ। লাসিংটনের ভাষায়, "দুর্গজয়ের জন্য প্রত্যাশিত বহুকালব্যাপী ভীষণ অনিশ্চিত যুদ্ধের কিছুই

হ'ল না ; ভগ্ন অবস্থায়ও সে দুর্গ দেখতে কী ভীষণ কী বিস্ময়কর ছিলো"।[৮৪] শেরব্রুকের সেনারা কোন বাধাই পায়নি, যদিও, ফরটেস্কুর ভাষায়, "এমন কতগুলি সুরক্ষিত কেন্দ্র ছিলো যেখানে কয়েকজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেনা থাকলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারতো''।[৮৫] সেরূপ, অন্তঃভাগের প্রাকারেও ইংরেজদের অগ্রগতিতে কোন বাধা দেওয়া হয়নি। এজন্যই ইংরেজের ক্ষতি হয়েছিলো যৎসামান্য। বস্তুতঃ, মোট সেনা-ক্ষতি পূর্ববর্তী কয়েকদিনের চেয়ে খুব একটা বেশী ছিলোনা।[৮৬] টিপু স্বয়ং যে—সেনা পরিচালনা করেছিলেন শুধু তারাই যুদ্ধ দেখিয়েছিলো। কিন্তু তারা যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে ফেরাতে পারেনি, কারণ, টিপু প্রাচীরের ভগ্নস্থানে পৌছবার পূর্বেই ইংরেজরা দুর্গ প্রাকারে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ইংরেজদের সঙ্গে কয়েকজন মহীশূরী অফিসার টিপুর বিরুদ্ধে যোগসাজশ করেছিলেন,—তা আগেই বলা হয়েছে। এ জন্যই ইংরেজরা কোন বাধা পায়নি।[৮৭]

আমরা দেখেছি যে, টিপু মালভল্লিতে একটা সামরিক কৌশলগত ভুল করেছিলেন। তিনি তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে যতটা দেখিয়েছিলেন, রাজধানী অভিমুখে হেরিসের অগ্রগমনে বাধা দিতে গিয়ে ততখানি বিক্রম দেখাননি। শ্রীরঙ্গপটমের অবরোধ আরম্ভ হলেও তার বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ছিলো না। অনুকূল ঋতু এগিয়ে এসেছিলো, তাই অবরোধ বিলম্বিত করবার জন্য তার উচিত ছিলো সর্বপ্রকার বাধার সৃষ্টি করা। তার পরিবর্তে দুর্গে কুঁড়েমি ও শ্রমবিমুখতা বিরাজ করছিলো। ভগ্নস্থানে খুঁটির বেড়া দেবার চেষ্টা নামমাত্র হয়েছিলো, সেখানটা কামানের লক্ষ্যভূমি করানোর কোন চেষ্টাই হয়নি। ভুলগুলি বাস্তবিকই বড় ভীষণ রকমের ছিলো তবু শ্রীরঙ্গপটম পতনের মুখ্য কারণ হ'ল কয়েকজন প্রধান প্রধান মহীশূরী অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতা—তারা ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র যোগ দিয়েছিলেন।[৮৮]

হেরিস মহীশূর অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে ওয়েলেসলি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন একটা কমিশন গঠন করবার জন্য, তাতে থাকবেন, কর্ণেল ওয়েলেসলি, কর্ণেল ক্লোজ কর্ণেল এগনিউ ও কেপ্টেন মেলকম। কেপ্টেন মেকলে হবেন সেক্রেটারি। কমিশনের কাজ হবে টিপুর প্রজাদের ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি করা প্রচার চালিয়ে, টাকা বা ভূমির লোভ দেখিয়ে তাদের ইংরেজদের দিকে ভাগিয়ে আনা। টিপু কর্তৃক নির্বাসিত বহু মাহ্‌ভাভিসকে ওয়েলেসলি অস্থায়ী অশ্বারোহীরূপে নিযুক্ত করেন। আশা ছিলো, তারা মহীশূরীদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কমিশনকে সাহায্য দেবে।[৮৯] মীর সাদিক ও পূরণাইয়াকে কমিশন হাত করে নেবে। "তারা নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু করবার সময় কাজে আসবেন"।[৯০] আর, কুড্ডাপার নবাব-পদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমর-উদ্‌দিন্‌কে দলে আনা হবে।[৯১] মহীশূরের সাবেক রাজবংশীয়দের সংস্পর্শেও কমিশন আসবে। সর্বশেষে, কমিশনের কাজ হবে, মহীশূরের মুসলমানদের উত্তেজিত করা। খলিফার বিজ্ঞপ্তি

ও টিপুকে লেখা চিঠির যে সব অংশে "ফরাসী গণতন্ত্রকে হেয় করা হয়েছে এবং মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের সর্বজন-স্বীকৃত নেতার উপর উৎপীড়নেব বিবরণ আছে,"—সেগুলি কাজে লাগিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হবে।[১২]

টিপুর কোন কোন মুখ্য অফিসার ও মিত্রপক্ষদের সঙ্গে গোপন কথাবার্তা বহুদিন যাবৎই চলছিলো। ইংরেজের ভাগ্য তারকা এখন উদয়ের পথে, এবং আজ হোক, কাল হোক টিপুর ক্ষমতা উৎখাত হবেই এটা বুঝে তারা তাদের ভবিষ্যৎ মনিবদের সঙ্গে অগোচরে মিটমাট করে নেওয়া সাব্যস্ত করেছিলেন। মহীশূরে কোম্পানীর গুপ্তচরদের বিবৃতি মত ১৭৯৭ সালে ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে মীর সাদিক, পূরণাইয়া, কমর-উদ্-দিন খাঁ ও অন্যান্য কয়েকজন অফিসারের চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হ'ত। যে সব ব্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলো তাদের হত্যা করা হয়, মীর সাদিক ও পূরণাইয়া জেলে যান।[১৩] যাই হোক, তাদের স্বীকারোক্তি ও সুলতানের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পাবার পর তাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তারা পূর্ব পদে বহাল হন। এ সব সত্ত্বেও তারা রাজদ্রোহ-মূলক কাজ থেকে বিরত হননি। ১৭৯৮ সালের মাঝামাঝি কমর-উদ্-দিন খাঁ নিজামের প্রধানমন্ত্রী মুশীর-উল্-মুলককে লেখেন যে, তিনি টিপুকে ধরিয়ে দিতে পারেন যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিনা মূল্যে উপহার স্বরূপ কুড্ডাপা প্রদেশ অর্পণ করা হবে। কিন্তু মুশীর-উল-মুলক তাকে বার্ষিক দশলাখ টাকার একটা পেনসন মাত্র দিতে রাজি হন।[১৪] পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, ইংরেজ-মহীশূর যুদ্ধ বাধলে তিনি ইংরেজদের সাহায্য দেবেন—এই শর্তে পরিশেষে কমর-উদ্-দিনকে গরমকোণ্ডা "জাগির" দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি যে, ইংরেজদের অগ্রগমনে বাধা না দিয়ে তিনি তাদেব সাহায্য ঠিকই করেছিলেন। সুতরাং, শ্রীরঙ্গপটমের পতন হ'লে নিজাম "বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রে' তাকে গরমকোণ্ডার "জাগির" দান করেন।[১৫]

আর এক ব্যক্তি ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন,—তিনি হলেন শেখ সিহাব উদ্ দিন, সাধারণ্যে সেদি বেহারী নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী মোপলা এবং মেঙ্গালোর অঞ্চলে টিপুর রাজস্ব অফিসার। তিনি পশ্চিম উপকূলে মহীশূর রাজ্য ও কোম্পানীর এলাকার সীমা নির্ধারণের জন্য টিপুর প্রতিনিধি ছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের টিপুর মুখ্য অফিসারদের সহায়তায় মালাবার উপকূলে ইংরেজদের স্বার্থানুযায়ী কাজ করবেন ব'লে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। ইংরেজদের জানানো হয় যে, ভবিষ্যতে তার সঙ্গে চিঠিপত্র চলবে কুর্গের ভিতর দিয়ে, ছোকরা মুসা নামে তেল্লিচেরীর একজন মোপলা বণিকের মাধ্যমে।[১৬]

মহীশূরে দেশদ্রোহীদের অবস্থান ওয়েলেসলিও স্বীকার করেছিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, তিনি লেখেন, "আমি ইতিমধ্যেই তার (টিপুর) রাজ্যের বিভিন্ন

অংশ ও তার মুখ্যমন্ত্রী ও অফিসারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালাবার সময় খুব প্রয়োজনে লাগবে"।[৯৭] ২২শে ফেব্রুয়ারি আবার তিনি লেখেন, "আমি যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, টিপু সুলতানের অনেক সামন্ত রাজা, মুখ্য অফিসার ও অন্যান্য প্রজা ঐ নৃপতির আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে কোম্পানী ও তার সহযোগীদের আশ্রয়ে চলে আসতে চায়"।[৯৮] সেই পত্রেই তিনি "মীর আলম কর্তৃক আরব্ধ কোন গোপন আলোচনার কথা"[৯৯] ও সে বিষয়ে কেপ্টেন মেলকম কমিশনকে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

দুর্গের ভিতর দেশদ্রোহী কার্যকলাপের আরো নির্দেশন আছে। মানরোর মতে, টিপুর মুখ্য অফিসাররা প্রাচীর ভঙ্গের খবর তাদের মনিবের নিকট গোপন রাখে। কিন্তু তার একজন ভৃত্য (সম্ভবত ইনি ছিলেন সৈয়দ গফর), সুলতানের নিকট মিথ্যা সংবাদ দেওয়া হচ্ছে দেখে অধৈর্য হয়ে পড়ে তাকে প্রাচীর ভঙ্গের কথা এবং শীঘ্রই যে তা কাজে খাটানো হবে তা জানান।[১০০] দুর্গ প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হবার দিন সকালে বোধহয় টিপু ভগ্নস্থানটি পরিদর্শন ক'রে মনে করেছিলেন দু' একদিনের ভিতর কোন আক্রমণ হবে না। দুর্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রচণ্ড,—এই ব'লে তার অফিসাররা তার বিশ্বাসে আরো উৎসাহ দেন।[১০১]

কানাড়ার প্রেম-গীতি "লাভনি'তে উল্লেখ আছে, কোন কোন মহীশূরী মন্ত্রী কেমন ক'রে তাদের মনিবের পতন ঘটাবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন।[১০২] মাদ্রাজ কাউনসিলের সদস্য উইলিয়ম পেট্রির চিঠিপত্র থেকেও জানা যায় যে অন্তঃঘাতী ক্রিয়াকলাপের জন্য শ্রীরঙ্গপটমের পতন হয়। ইংল্যাণ্ডের জনৈক বন্ধুর কাছে লিখিত একপত্রে পেট্রি বলেন, "আমাদের সেনামণ্ডলীর অদম্য শৌর্য ও সাহসকেই এই অভূতপূর্ব ; যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা ও পরিস্থিতির একমাত্র কারণ ব'লে দেখানো হবে। সমর বিভাগের লোকের পক্ষে অন্য কোন কারণ চোখে পড়বার কথা নয়। এ বিষয়ে এখানে আমি নীরব থাকবো। অন্যত্র বিশেষ সাবধানতা ও সংযমের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমি বলবো ও লিখবো। ঐ বিস্ময়কর আনন্দজনক ঘটনা সম্বন্ধে আমার অনেক খবর জানা আছে। স্মৃতিপটে যতদিন থাকা সম্ভব সে সময়ের মধ্যে তা বর্ণনা করবার অবসর হয়তো আমার হবে না ; কিন্তু কখনোই আমি ভুলবোনা এই বিরাট ঘটনার সাফল্য কত সময় কত সূক্ষ্ম সুতোর উপর নির্ভরশীল ছিলো, যার অন্তত একটিও ছিঁড়ে গেলে ঐ মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধি একেবারে অসম্ভব না হলেও বিলম্বিত হতে পারতো"।[১০৩]

পেট্রি খোলাখুলি ভাবে মহীশূরী অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু তার নীরবতা এবং সামরিক ছাড়া অন্য কারণেরও উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মহীশূরী সহায়তা পেয়ে ইংরেজদের পক্ষে দুর্গ দখল সহজ হয়ে পড়েছিলো। পেট্রি এ বিষয়ে নীরব ছিলেন এই কারণে যে তা প্রকাশ করলে ইংরেজদের কৃতিত্বের মহিমা ম্লান হ'ত।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মহীশূর গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন মুখ্য অফিসারের পরিচালনায় ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশে শ্রীরঙ্গপটমের পতন ত্বরান্বিত হয়। বস্তুতঃ, হায়দর এবং টিপুর পরাজয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ যে-সব ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা হয়েছিলো, এই হ'ল তার শেষ পরিণতি। এতে কৃষ্ণরাজা ওয়েদিয়ারের বিধবা স্ত্রী মহারানী লক্ষ্মী আর্ম্মান্নি অতি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। হায়দরের ক্ষমতা প্রাপ্তির পর থেকে মহারানী তার পরিবারকে মহীশূরের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় কখনো বিরত ছিলেন না। হায়দরের বিরুদ্ধে খাণ্ডে-রাওর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি ইংরেজের দ্বারস্থ হ'য়ে মাদ্রাজ গভর্ণর লর্ড পিগটের নিকট শ্রীনিবাস রাও নামক একজনকে তার প্রতিনিধি ক'রে পাঠান।[১০৪] গভর্ণর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। পিগট পুণরায় মাদ্রাজ গভর্ণর নিযুক্ত হ'লে আলাপ আলোচনা পুনর্জীবিত হয়। রানী তার প্রতিনিধি তিরুমল রাওর মারফত গভর্ণরকে আশ্বাস দেন যে তার সহায়তার প্রতিদানে তিনি কোম্পানী-সেনার রক্ষণার্থে ১ কোটি টাকা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পারিতোষিক বাবদ ৩০ লাখ টাকা দেবেন।[১০৫] কিন্তু পিগট বন্দী ও কর্মচ্যুত হওয়ায় কথাবার্তা ফলপ্রসূ হয়নি। যাই হোক রানী ইংরেজদের সংস্পর্শে থাকতেন এবং যখন দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তার প্রতিনিধি হিসাবে তিরুমল রাও ইংরেজদের সঙ্গে একটা চুক্তিনামায় দস্তখত করেন। চুক্তিমতে তারা রানীর পরিবারকে মহীশূর রাজ্য প্রত্যর্পন করতে প্রতিশ্রুত হয়। কয়েকজন মহীশূরী অফিসার তিরুমল রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো, তারাও হায়দরকে পরাজিত করতে ইংরেজদের সাহায্য দেবার কথা দিলো। কিন্তু কোম্পানী-সেনা হায়দর ও টিপুকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি; টিপুর অফিসারদের সতর্কতার জন্য রাজধানী দখলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, ষড়যন্ত্রকারীরা ফাঁসিকাঠে ঝোলে।[১০৬] তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে রানী আবার সচেষ্ট হয়ে জেনারেল মেডোজের সঙ্গে একটা চুক্তি করেন।[১০৭] কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি সম্পন্ন হওয়ায় (১৭৯২) তার চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ১৭৯৬ সালে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য স্যার জন শোরকে প্ররোচনা দেন, তার যুক্তি হ'ল টিপু ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা-বদ্ধ হয়েছেন। তিনি আশ্বাস দেন ইংরেজরা জয়ী হবে।[১০৮] কিন্তু শোর নিষ্ঠাবান ও শান্তিবাদী ছিলেন, এধরনের অগ্রিম প্রস্তাবে কান দেননি ওয়েলেসলি যখন গভর্ণর জেনারেল হলেন তখন রানী তার প্রতিনিধি তিরুমল রাওর মাধ্যমে তার সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। তিরুমল রাও সুলতানের কয়েকজন মুখ্য অফিসারের সঙ্গেও যোগাযোগে রেখেছিলেন।[১০৯] ওয়েলেসলি রানীর প্রাথমিক প্রস্তাবগুলি স্বাগত ক'রে টিপুর শক্তি উৎখাত করবার জন্য তার ও মহীশূরের কয়েকজন প্রধান অফিসারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসেন।

টিপু তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন।

শ্রীরঙ্গপট্টম পতনের কয়েকদিন পূর্বে টিপু যখন দেখলেন তার রাজধানী সর্বদিকেই বেষ্টিত, দুর্গপ্রাচীর গোলাবিদ্ধ, তখন তিনি মাসঁয়ে শ্যাপ্‌ইকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখন তার কী করা উচিত। শ্যাপ্‌ই সুলতানকে পরামর্শ দিলেন সিরা বা চিতলদুর্গে চলে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সেখান থেকে সংগ্রাম চালাবার জন্য। শ্যাপ্‌ই নিজে রাজধানী প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন, যদি মহীশূরের কোন অফিসার তার কাজে হস্তক্ষেপ না করে। অপরপক্ষে, টিপু যদি সন্ধি করতে রাজি থাকেন তবে তার চাকুরিতে নিযুক্ত ফরাসীরা ইংরেজদের হাতে সমর্পিত হতে প্রস্তুত থাকবে।[১১০]

ফরাসীদের ইংরেজের নিকট সমর্পন বিষয়ে শ্যাপ্‌ইর প্রস্তাবে টিপুর জবাব হ'ল এই যে, যদি তার সমগ্র রাজ্যও শত্রু-বিধ্বস্ত হয়, তবু তিনি দূরদেশাগত অচেনা বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা করে পরিত্যাগ করবেন না। অন্য প্রস্তাব দু'টি সম্বন্ধে তিনি তার মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। মীর সাদিক উপদেশ দেন যে ফরাসীরা বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্গটি তাদের তত্ত্বাবধানে রাখলে তারা তৎক্ষণাৎ তা ইংরেজদের কাছে সমর্পন করবে। সুলতানের দুর্গত্যাগের বিষয়ে বদর্‌-উজ-জমান খাঁ তাকে এমন কাজ না করবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখান যে তিনি চলে গেলে গড়-সেনা মনোবল হারিয়ে ফেলবে এবং শীঘ্রই দুর্গের পতন ঘটবে।[১১১] এসব সত্ত্বেও টিপু দুর্গ-ত্যাগ করাই সাব্যস্ত করেন। তার পরিবার ও ধনরত্ন প্রস্তুত থাকলো, যাতে হঠাৎ প্রয়োজনে তাদের সরিয়ে নেওয়া যায়। নবাবজাদা ফতে হাইদরকে করিঘাট্টা পাহাড়ে নিযুক্ত রেখে তাকে বলা হ'ল রাত্রিতে সাহুরগঞ্জম চলে গিয়ে পরিজনদের ও ধনরত্ন চিতল-দুর্গে রেখে আসতে।[১১২] কিরমানির বিবরণ থেকে মনে হয়, টিপু ইতিমধ্যেই তার কয়েকজন অফিসারের বিশ্বাসঘাতী অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি দেশদ্রোহী-দের এক তালিকা প্রস্তুত করেন, তাতে প্রথম নাম ছিল মীর সাদিকের। এদের সকলকেই পরদিন বিকালে ফাঁসি দেবার কথা। কিন্তু মীর সাদিক এটা জেনে ফেলে টিপুর আদেশ পালিত হবার পূর্বেই দুর্গ সমর্পনের বন্দোবস্ত করে।[১১৩] এছাড়া, টিপুর পলায়ন রোধ করার জন্য জলকপাট বন্ধ রাখতে তার অনুগত দুর্গাধ্যক্ষ মীর নাদিমকে পরামর্শ দিলেন।[১১৪]

এই বিশ্বাস ঘাতকতামূলক কাজের মূল্য হিসাবে ইংরেজরা মহীশূরী অফিসারদের প্রচুর পারিতোষিক দেন। "আভিজাত্য, চরিত্র ও আচার ব্যবহারের জন্য যে-কোন আপোষ-নিষ্পত্তি কমর-উদ্‌দিনকে অবহেলা করবায়না।"[১১৫] তিনি পেলেন গরমকোণ্ডার "জাগির"। পুরনাইয়াকে কর্মকুশল বলেই মনে হ'ত, এযাবৎ প্রয়োজনে লেগেও ছিলেন"[১১৬] —তাকে ক'রে দেওয়া হ'ল নতুন রাজার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দেশদ্রোহিতার ফলভোগ করবার জন্য মীর সাদিককে বেঁচে থাকতে হয়নি। এই অপকর্ম করার পর তিনি পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের

সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহীশূরী সেনাদের বিশ্বাস হয়েছিলো যে তিনি সুলতানের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তারা বীভৎসভাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করে। কবর দেবার পরও তার শবদেহ মাটি খুঁড়ে বা'র করা হয় এবং দু' সপ্তাহাধিক কাল ধ'রে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুরা তার উপর অপমান বর্ষণ করে। তারা শবটির চারপাশে জড়ো হয়ে নোংরা জিনিষ ফেলতো। এটা বন্ধ করার জন্য ইংরেজদের কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছিলো। এখনো যেসব লোক টিপুর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করে তারা শ্রীরঙ্গপটম দর্শনকালে যে স্থানটিতে মীরসাদিক নিহত হন সেদিকে পাথর ছুঁড়ে দেয়।

টীকা

১। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪-এ, পৃঃ ৩৩৯৭ ও পরে।
২। ঐঃ।
৩। মিল, (vi) পৃঃ ৮০।
৪। মহম্মদ রেজা ছিলেন হায়দরের মামা ইব্রাহিম সাহেবের ছেলে। তিনি "মীর মিরাণ" "জুমরা") "কাচুরীর" কর্তা ছিলেন। তিনি সাধারণ্যে বেঙ্কি নবাব বলে পরিচিত হতেন—কারণ ছিল তার মালাবার ধ্বংসলীলা। কানাড়ী ভাষায় "বেঙ্কি"র অর্থ আগুণ।
৫। ফরটেস্কু, (iv), খণ্ড ১১২, পৃঃ ৭২৮।
৬। গ্লিগ, "মানরো", (i), পৃঃ ২১৭।
৭। কিরমানি, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪, "তারিখ্-ই-টিপু" ফ. ১০৯ বি আরো বিবরণের জন্য এ পরিচ্ছেদের শেষভাগ দ্রষ্টব্যঃ। পারসিক গ্রন্থে সৈযদ সাহেবের উপস্থিতির উল্লেখ নেই, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট ইংরেজ ও ফরাসী বিবরণীতে স্পষ্ট যে, টিপু তাকে ও ইংরেজদের বাধা দিতে রেখে গিয়েছিলেন।
৮। ওয়েন, "ওয়েলিংটনস্ ডেচপাচেস্," পৃঃ ৫৯, ফরটেস্কু, (iv), খণ্ড ১১, পৃঃ ৭২৯-৩০।
৯। ঐঃ পৃঃ ৭৩০।
১০। বীট্সন, পৃঃ ৬৫। আর্থার ওয়েলেসলির মতে, বুষঘটিত অব্যবস্থা এতটা ভীতিকরভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো যে বেঙ্গালোরের কাছে ইংরেজসেনা পৌঁছলে পর ভয় হয়েছিলো, সেখানেই তাদের থেকে যেতে হবে, পরের বছর অবধি অভিযান বারণ রেখে।
১১। মিল, (vi), পৃঃ ৮৩।
১২। ওয়েলেসলি পেপারস্, ব্রিঃ মিঃ, ১৩৭২৭, হেরিস ওয়েলেসলি। কে ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৯ ফঃ ৪৭—বি।
১৩। লাসিংটন, "লাইফ অব হেরিস," পৃঃ ২৮৩।
১৪। উইলকস, (ii) পৃঃ ৭১৪।
১৫। লাসিংটন, "লাইফ্ অব হেরিস," পৃঃ ২৮৭।
১৬। ওয়েন, "ওয়েলিংটনস্ ডেচপাচেস," পৃঃ ৬২। শ্যাপ্পুই ও বলেন যে টিপুর পরাজয়ের কারণ হ'ল, সেনাদলের ভুল বিন্যাস। এতে তার ২,০০০ থেকে ৩,০০০জন সেনা বিনষ্ট হয় (আঃ নেঃ, সি২ ৩০৫)। হেরিসের মতে টিপুর দিকে হতাহত হয় ২,০০০ (ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৭২৭, হেরিস ওয়েলেসলিকে, ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৯, ফঃ ৪৮ এ ওপরে')।

১৭। কিরমানি, পৃঃ ৩৮৫।

১৮। মাঃ রেঃ, মিঃ "সাণ্ডিবুক," ১০৯—এ—১৭০৯, হেরিস ওয়েলেসলিকে, ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৯, পৃঃ ৮৫-৬।

১৯। ওয়েঃ পেঃ ব্রিঃ মি ; ১৩৭২৭, হেরিস ওয়েলেসলিকে, ৩১শে মার্চ, ১৭৯৯, ফঃ ৪৬—এ।

২০। আঃ নেঃ সিং ৩০৫, শ্যাপ্‌ইএর সরকারি রিপোর্ট, নিশান ১৪৬, এনঃ ৩৫।

২১। ফরটেস্কু, (II), খণ্ড ১১, পৃঃ ৭৩৪।

২২। মাঃ রেঃ মিঃ 'সাণ্ডিবুক,' ১০৯এ হেরিস ওয়েলেসলিকে, ৭ই এপ্রিল, ১৭৯৯, পৃঃ ৯২-৩।

২৩। কিরমানি, পৃঃ ৩৮৭—৮ ; "তারিখ্-ই-টিপু," ফঃ ১১০এ—বি।

২৪। মাঃ রে, মিঃ 'সাণ্ডিবুক,' ১০৯এ, হেরিস ওয়েলেসলিকে ১৬ই এপ্রিল, ১৭৯৯, পৃঃ ৯৬।

২৫। ঐঃ।

২৬। লাসিংটন, "লাইফ অব হেরিস" পৃঃ ৩১৫, আরো দ্রষ্টব্যঃ উইলকিন, "লাইফ অব বেয়ার্ড," পৃঃ ৬১, এবং কিরমানি পৃঃ ৩৯২।

২৭। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডিবুক', ১০৯এ, পৃঃ ১০১

২৮। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪এ, পৃঃ ৩৩৮৭-৯৭।

২৯। মাঃ রেঃ মিঃ সাণ্ড্রিবুক', ১০৯এ, হেরিস টিপুকে, ২২শে এপ্রিল' ১৭৯৯, পৃঃ ১০৪-৫।

৩০। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ ২৩শে এপ্রিল, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪এ পৃঃ ৩৪৩৩।

৩ । মাঃ রেঃ, মিঃ "সাণ্ড্রি বুক" ১০৯এ, পৃঃ ১১১।

৩২। ঐঃ, পৃঃ ১১২।

৩৩। লাসিংটন, "লাইফ্ অব হেরিস," পৃঃ ৩৩২।

৩৪। ঐঃ, পৃঃ ৩২৫, ওয়েন 'ওয়েলিংটনস্ ডেচ্‌পাচেস," পৃঃ ৬৫।

৩৫। কিরমানি, পৃঃ ৩৯০ ; উইলক্স, (II) পৃঃ ৭৩৯, বলেন যে, সেনাধ্যক্ষ নাদিম কিছু সেনাদের মধ্যে বেতন বণ্টন করেন, তাতে আক্রমণের সময় তারা অনুপস্থিত থাকে। শ্যাপ্‌ই বলেন নানা অজুহাতে সেনাদের সরানো হয় (সিং ৩০৫ শ্যাপ্‌য়া সরকারি রিপোর্ট)। আরো দ্রষ্টব্যঃ, আহম্মদ বি মহম্মদ আলী বি. মহম্মদ বাকর "মিরত উল্-আওয়াল্" (পৃষ্ঠা বা ফলিও নং নেই) তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাণ্ডুঃ ৫৭১৩, লেখক ১৮০৫ সালের মে'র প্রথমে ভারতে এসে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত দর্শন করেন। তিনি বলেন একটা দুষ্ট কাজিল-বাস—স্পষ্টই মীর সাদিক—শ্রীরঙ্গপটম পতনের কারণ। দেশদ্রোহী নিহত হন।

৩৬। কিরমানি, পৃঃ ৩৯১। মানি আঁক নামে জনৈক ফরাসী টিপুর চাকুরিতে ছিলেন। তিন ড্যাব্যুককে জানান যে ১টার সময় মীর সাদিকের ইঙ্গিত পেয়ে আক্রমণ সুরু হয়। (বিবনেশ্, "নভেল একুইজিসন" পাণ্ডুঃ ৯৩৬৮, তারিখ হীন, ফঃ ৪৮৪বি—৮৫এ)। শ্যাপ্‌ই ও সরকারি রিপোর্টে বলেন, মীর সাদিক ইংরেজ সেনাদের ইঙ্গিত দেন। কিন্তু তার মতে, সময় হ'ল ১-৩০, বিকাল।

৩৭। ফরটেস্কু, (IV), ভাগ ২, পৃঃ ৭৪১। আরো দ্রষ্টব্যঃ ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ, ইয়ো এফ্ ৬৬, হেরিস ডানডাসকে, ১৫ই মে, ১৭৯৯, ফঃ ৬৬।

৩৮। ঐঃ।

৩৯। এলেন পৃঃ ৭৫ ; বীটসন্, পৃঃ ১২৭ ; উইলক্স (II) পৃঃ ৭৫৩।

৪০। বীটসন্, পৃঃ ১২৯।

৪১। উইলকিন "লাইফ অব বেযার্ড", পৃঃ ৬৮।

৪২। বীটসন্, পৃঃ ১২৯।

৪৩। এলেন, পৃঃ ৭৬, "দি মেমোয়ার্স অব টিপু সুলতানের" লেখক বলেন যে "প্রায় আধ

ঘন্টার মধ্যে দুর্গের গোলাবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় এবং তার প্রতি অংশে ইংরেজের জয়-পতাকা প্রদর্শিত হতে থাকে"।

৪৪। বীটসন্ পৃঃ ১৬২ কিরমানি পৃঃ ৩৯১।

৪৫। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর মাদ্রাজ-সেনার অফিসর ছিলেন। এবং ব্রেথইওয়েটের সঙ্গে ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮২ বন্দী হন। পরে মুক্ত হন এবং টিপুর চাকুরিতে ভর্তি হন।

৪৬। কিরমাণি পৃঃ ৩৯০।

৪৭। বীটসন পৃঃ ১৩০ ; এলেন পৃঃ ৭৬।

৪৮। উইলকস, (II), পৃঃ ৭৪৬।

৪৯। বীটসন, পৃ ১৬৪।

৫০। কিরমানি পৃঃ ৩৯১-২।

৫১। উইলক্স, (II), পৃঃ ৭৪৬-৭।

৫২। এলেন, পৃঃ ৯৬ ; বীট্সন, পৃঃ ১৬৫।

৫৩। বীটসন পৃঃ ১৬৪-৫।

৫৪। ফরটেস্কু (IV), ভাগ (II), পৃঃ ৭৪৩। ফরটেস্কু বলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে প্রবেশ দ্বারে আগুন লাগে। কিন্তু বস্তুতঃ এটা নিশ্চিতই ইংরেজরা করেছিলো। ইংরেজদের হিসাব মত এই ভীষণ যুদ্ধে ১০,০০০ জন মহীশূরী নিহত হয়। কিন্তু এটা কমিয়ে বলা।

৫৫। বীটসন পৃঃ ১৩৫ ও এলেন, পৃঃ ৭৮-৮০।

৫৬। এলেন পৃঃ ৮০-১।

৫৭। স্কটলেণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার (পাণ্ডুঃ) "জারনেল্ অব দি ওয়ার উইথ টিপু" ১৭৯৯ পৃঃ ১৭৮-৭৯।

৫৮। ঐঃ পৃঃ ৮৪ ; বীটসন পৃঃ ১৪৮।

৫৯। বীটসন, পৃঃ ১৪৯, এলেন, পৃঃ ৮৪।

৬০। ওয়েন 'ওয়েলেসলিজ্ ডেচপাচেজ", পৃঃ ৭৭১, আরো দ্রষ্টব্যঃ কিরমানি, পৃঃ ৩৯২। কিরমানি বলেন, মুসলমানদের হত্যা করা হয়, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হয়। কিরমানির কথা সত্য কিন্তু হিন্দুরাও অনুরূপ উৎপীড়িত হয়। তখনকার উত্তেজনায় ও বিজয়োল্লাসে ইংরেজরা হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ অবশ্যই করেনি। এলেনের মতে পৃঃ ৮৩-৪ সৈযদ সাহেব ও কমর-উদ-দিনের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্মান হানি হয়।

৬১। শাস্ত্রী, "পেট্রি পেপারস্ (ইঃ হিঃ রিঃ কাঃ (XVIII)।

৬২। ওয়েন, "ওয়েলেসলিজ্ ডেচপাচেজ পৃঃ ৭৭১।

৬৩। ডডওয়েল, "দি নবব্স্ অব মাদ্রাজ," পৃঃ ৬৭।

৬৪। শ্রীরঙ্গপটমে প্রাপ্ত লুটের মাল হ'ল ১৬,৭৪,৩৫০ তারকা--খচিত পেগোডার 'ধাতুমুদ্রা মনিমুক্তা ২৫০০০০০ তারকা খচিত পেগোডা মূল্যের সোনা ও রূপোর বাট। এছাড়া মনিরত্ন পূর্ণ ২০ বা ততোধিক বাক্স : এগুলির মূল্য অভিজ্ঞ লোকের অভাবে স্থিরীকৃত হয়নি (ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৭০, ফঃ ১৪৭ এ)।

৬৫। টিপুর গ্রন্থাগারের আরো বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য ; ষ্টুয়ার্ট, এ ডেসক্রিপটিক কেটালগ অব টিপুজ অরিয়েন্টল লাইব্রেরী এণ্ড ইসলামিক কালকার," (XIV), নং ২ ; আরো দ্রষ্টব্য ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ২৬৫৮৩, ফঃ ৩৪ এ—৬৪ বি গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপির বিশদ বিবরণীর জন্য। পাণ্ডুলিপির মোট সংখ্যা ১৮৮৯।

৬৬। এলেন, পৃঃ ১০১।

৬৭। এই লুণ্ঠিত দ্রব্য-মূল্যের মধ্যে ধরা হয়েছে ৯২০টি কামান, বন্দুক, গোলা বারুদ ও সামরিক ভাণ্ডারের মূল্য। এগুলি প্রথমে লণ্ডন থেকে নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত পৃথক রাখা হয়েছিলো; কিন্তু পরে নির্দেশ মত সেনাদের দেওয়া হয়।

৬৮। মাঃ রেঃ, মিঃ "সান্ড্রিবুক" ১০৯বি—১৭৯৯ মেলকম্ ওয়েলেসলিকে, ১৪ই জুন, ১৭৯৯, পৃঃ ৫২১।

৬৯। ওয়েঃ পেঃ ব্রিঃ মিঃ ১৩৭২৮ হেরিস ওয়েলেসলিকে, ১৮ই মে, ১৭৯৯, ফঃ ৯৮এ-বি।

৭০। কিরমানি, পৃঃ ৩৯৪—৯৫।

৭১। মাঃ রেঃ, মিঃ "সান্ড্রিবুক", ১০৯এ-১৭৯৯, হেরিস ওয়েলেসলিকে ১২ই মে, ১৭৯৯, পৃঃ ১৩০ ও পরে।

৭২। মার্টিন (II), পৃঃ ৩৬। মীর আলম ও মুশীর-উল-মুলক ও মহীশূর সিংহাসনে টিপু—পরিবারের পুনরধিষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন (নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ২৪শে জুন, ১৭৯৯, কঃ নং ৭)।

৭৩। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ, ৩৭২৭৪, ডানডাস ওয়েসেসলিকে ৯ই অক্টোবর, ১৭৯৯, ২৪৭-এ ও পরে, এবং মেলভিল্ পেপারস, স্কটলেণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার, ডানডাস ওয়েলেস-লিকে, ৯ই অক্টোবর ১৭৯৯, ফঃ ৬৪এ ও পরে।

৭৪। ঐঃ পৃঃ ২০৩।

৭৫। ঐঃ, পৃঃ ৩৬,৭৪।

৭৬। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৭, মেলকম ওয়েলেসলিকে, ৩১শে মে ১৭৯৯, ফঃ ৭৮এ-বি

৭৭। মিল্ (VI) ১১৬।

৭৮। ওয়েন, "ওয়েলেসলিজ্ ডেচ্‌পাচেস", পৃঃ (XCII)।

৭৯। টমসন ও গেরেট, "রাইজ এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া," পৃঃ ২০৬।

৮০। আবার "রাইজ এণ্ড প্রগ্রেস অব্ দি ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া," (II) পৃঃ ১৯২।

৮১। ফিলিপস্ "দি করসপণ্ডেন্স অব ডেভিড স্কট" (I) পৃঃ ২৫৬।

৮২। দেশে প্রেরিত কাগজপত্র, ৫৭৪ পৃঃ ৫৯৮, উদ্ধৃতঃ "বাজীরাও II এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী",—নামক গুপ্তর বইতে।

৮৩। সরদেশাইর "নিউ হিষ্টি অব দি মারাঠাজ" (III), পৃঃ ৩৫৪, নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৮৪। লাসিংটন, "লাইফ অব হেরিস," পৃঃ ৪৪১।

৮৫। ফরটেস্কু (V), ভাগ (II) পৃঃ ৭৮২।

৮৬। লাসিংটন "লাইফ অব হেরিস", পৃঃ ৪৪৩।

৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বের পৃষ্ঠা ৩১৩-১৪, ৩১৬।

৮৮। স্কটলেণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার (পাণ্ডুঃ), "জারনেল অব দি ওয়ার উইথ টিপু", ১৭৯৯ পৃঃ ১৯০-১।

৮৯। টিপু কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে মাহ্‌ডাভিসরা হায়দরাবাদের নিকট বাস করতো। তাদের নেতা জাফর খাঁ ও কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয়। জাফর ১৭৮৬ সালে কনস্তান্তিনোপলে প্রেরিত টিপুর একজন প্রতিনিধি ছিলেন। কোম্পানী তাকে এবং তার ২০০ জন অশ্বারোহীকে মাসিক ১২,৫০০ টাকায় নিযুক্ত করে। যুদ্ধের শেষে তাদের কাজ অনুযায়ী জাফর ও তার অনুচররা পুরস্কার পাবে। অন্যান্য মাহ্‌ডাভিস নেতাদের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি হয় (মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪-এ, পৃঃ ৩৩৫৪-৬০ এবং ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৮, কার্কপেট্রিক ওয়েলেসলিকে, জানুয়ারি ১৭৯৯, ফঃ ২০ বি-২২ বি, ২৩এ ও পরে।

৯০। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৫, জেনারেল হেরিসের অভিযানে রাজনৈতিক কমিশন, ফঃ ৪৪—এ।

৯১। ঐঃ।

৯২। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪—এ, পৃঃ ৩৩৩৪ ও পরে।

৯৩। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ১০ই জুলাই, ১৭৯৭, কঃ নঃ ২০, ২৪ ; ঐঃ ১৭ই জুলাই, কঃ নং ২। পুরনাইয়া ও মীর সাদিক প্রচুর সম্পত্তি করেছিলেন, টিপুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল, কাজেই তারা শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। "কর্ণওয়ালিস মহীশূর আক্রমণ করলে রাজার পলায়ন ঘটাবার জন্য মীর সাদিককে টাকায় বশ করা হয়।" এ সময় থেকেই মীর সাদিক ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকেন। (দ্রষ্টব্যঃ, ওয়েঃ প্রঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৫ ওয়েব ওয়েলেসলিকে ফঃ ৪৩—এ)।

৯৪। নেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯৮, কার্কপেট্রিক ওয়েলেসলিকে, ৭ই অগাষ্ট, কঃ নং ৩২। চিঠিটার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কার্কপেট্রিকের সন্দেহ ছিলো ; কিন্তু মীর আলম ও মুশীর-উল্-মুলক সেটা জাল নয় বলে বিশ্বাস করেন। আরো দ্রষ্টব্যঃ, ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১২৫৮৮, কার্কপেট্রিক ওয়েলেসলিকে ; ৫ই আগষ্ট, ১৭৯৮ নং ৩১ ও ৩২।

৯৫। নেঃ আঃ সিঃ প্রঃ, ১৭ই জুন, ১৭৯৯, কঃ নং ২১।

৯৬। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৫, উর্থফ্ ও মেহানি ওয়েলেসলিকে, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৭৯৯, ফঃ ১৭—এ ও পরে, এবং স্কটলেণ্ড রেকর্ড অফিস, ওয়েলেসলি ডানডাসকে, ১৬ই মার্চ, ১৭৯৯ (IV)/২৪৯/২২।

৯৭। মার্টিন, "ওয়েলেসলি ডেসপাচেস্", (I), পৃঃ ৪৩৭।

৯৮। ঐঃ, পৃঃ ৪৪২।

৯৯। ঐঃ, পৃঃ ৪৪৬। ওয়েলেসলি মীর আলমকেও টিপুর প্রজাদের হাত করার জন্য নিযুক্ত করেন (নেঃ আঃ, মিঃ কঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৪এ, পৃঃ ৩৩৩২)।

১০০। গ্লিগ, মানরো, (I), পৃঃ ২১৭, কিরমানি পৃঃ ৩৮৯, বলেন, টিপুকে প্রাচীর ভঙ্গের কথা জানানো হয়নি।

১০১। স্কটলেণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার (পাণ্ড্), "জারনেল অব দি ওয়ার উইথ টিপু সুলতান, ১৭৯৯, ১৬২।

১০২। শাস্ত্রী, "পেট্রিপেপারস" (ইঃ হিঃ রিঃ কঃ (XXI), পৃঃ ২৮৯)।

১০৩। ঐঃ, ২৯৪-৫।

১০৪। "মাইশুর প্রধানস্" পৃঃ ৪ ; আরো দ্রষ্টব্যঃ, ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৬৫, ফঃ ৩৯-এ—৪২-এ, এতে আছে হায়দর আলীর সময় থেকে ইংরেজের সঙ্গে রাজপরিবারের ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত কাহিনী।

১০৫। শ্যামা রাও, "মডার্ণ মাইশোর" (গোড়া থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত), পৃঃ ২৭০।

১০৬। দ্রষ্টব্যঃ, পৃঃ ৩৫,৭৪ পূর্বের।

১০৭। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ১৭৯ পূর্বের এবং "মাইশোর প্রধানস্" পৃঃ ৯, ১০ ৩০।

১০৮। শামা রাও, "মডার্ন মাইশোর" (গোড়া থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত, পৃঃ ২৭১)।

১০৯। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ, ১৩৬২৭, ক্লাইভ ওয়েলেসলিকে, ২৯শে নভেম্বর, ১৭৯৮, ফঃ ৭০-এ। হেনরী ওয়েলেসলি আর্থার ওয়েলেসলিকে, ৭ই অগাষ্ট, ১৮০১ ; ওয়েলেসির সঙ্গে রাণীর ষড়যন্ত্রের জন্য আরো দ্রষ্টব্যঃ হায়াভাদনা রাও, "মাইশুর গেজেটিয়ার", (II), পৃঃ ২৭১০।

১১০। কিরমানি, পৃঃ ৩৮৮।

১১১। ঐঃ, পৃঃ ৩৮৯।

১১২। ঐ:, "তারিখ্-ই-টিপু", ফ: ১১১—এ।

১১৩। কিরমানি, পৃ: ৩৯০। কিরমানি বলেন যে, টিপু সৈয়দ সাহেবের হাতে তালিকাটি দেন। প্রকাশ্য দরবারে সৈয়দ সাহেব যখন তা পড়ছিলেন, প্রাসাদের এক ভৃত্য (ফরাস্) তালিখার উপরের মীর সাদিকের নামটি দেখে ফেলে তাকে তা বলে দেয়। মনে হয় কিরমানি সৈয়দ সাহেবের উপর পক্ষপাত-গ্রস্ত। এটা বেশ সম্ভপর যে সৈয়দ সাহেবই মীর সাদিককে খবর দেন। এটা বিস্ময়কর যে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাগজ তিনি প্রকাশ্য স্থানে পড়বেন।

১১৪। ঐ:, পৃ: ৩৯০।

১১৫। ওয়ে: পে:, ব্রি: মি:, ১৩৬৬৭, মেলকম ওয়েলেসলিকে, ৩১শে মে, ১৭৯৯, ফ: ৭৯বি।

১১৬। ঐ:।

১০

শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ

টিপু অন্যান্য ভারতীয় শাসকদের মতই স্বৈরাচারী ছিলেন। ইহা সত্য যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি তার মুখ্য সামরিক ও অসামরিক অ'ফসারদের পরামর্শ চাইতেন, কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না। শেষ সিদ্ধান্ত সর্বদা তারই হত। তিনি তার রাজ্যের বিধান বিচার ও শাসন ব্যবস্থা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিয়ন্তা ছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন তার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্র তারই নিজস্ব জবানিতে লেখা হ'ত। তিনি নিজেই ছিলেন তার প্রধান সেনাপতিও। যুদ্ধকালে তিনি স্বয়ং মূল-সেনাদল চালনা করতেন, বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত সেনাপতিদের তারই নির্দেশমত কাজ করতে হ'ত। তিনিই ছিলেন দেশের সর্বোচ্চ উত্তর-বিচারালয় এবং ধনী, নির্ধনী সকলের উপরই ছিল তার ন্যায়-বিচার।

যদিও টিপুর ক্ষমতার উপর কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা ছিলোনা, তার অর্থ এ নয় যে তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞান হীন শাসক ছিলেন। পরন্তু তিনি তার পদাধিকারের সঙ্গে একটা মহান্ কর্তব্যবোধের মিলন ঘটিয়েছিলেন। তার বিশ্বাস ছিলো ঈশ্বরই পরম প্রভু তার প্রতিনিধি হিসাবেই প্রজাদের উপর তার এই দুর্লভ অভিভাবকত্ব।[১] এ বিশ্বাসেই তিনি জনকল্যাণের জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করতেন না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি গভর্ণমেন্টের প্রতিটি বিভাগ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। অফিসারদের শৈথিল্য উৎপীড়নও ফটকাবাজি রোধ করবার জন্য সে সম্পর্কে তাদের আদর্শ দণ্ড দেওয়া হ'ত। মেকেঞ্জির ভাষায় "প্রতিবেশী যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে অতুলনীয় যে পার্থিব সম্পদের অধিকারী তিনি ছিলেন মিতব্যয়িতার সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার ক'রে, সুষ্ঠু শাসননীতির অনুসরণে টিপু সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করেছিলেন···কঠোর এবং আদর্শ শাস্তি দ্বারা মধ্যবর্তী দালালদের প্রতারণা বন্ধ ক'রে সুলতান তার অসাধু সমাহর্তাদের উৎপীড়ন থেকে হিন্দু-গরিষ্ঠ রায়তদের রক্ষা করতেন।[২]

কিন্তু তার অফিসাররা শুধু সরকারি কাজকর্মেই সাধুতা রক্ষা করে চলুক এ তিনি চাইতেন না, তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও তারা চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষা

করবে— ইহাও তার কাম্য ছিলো। তাই যখন তিনি জানতে পারেন যে মালাবারের 'ফৌজদার' আরশাদ বেগ কোন এক বারাঙ্গনার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, তখন তিনি তাকে ভর্ৎসনা ক'রে ঐ সম্পর্ক ত্যাগ করতে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন। আরশাদ সুলতানের এই হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে মক্কা তীর্থযাত্রা করা সাব্যস্ত করেন। যাই হোক টিপুর পরামর্শে তাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়। বারাঙ্গনাটি বন্দিনী হ'য়ে সে-শহর থেকে নির্বাসিত হয়।[৩]

টিপুর আমলে মহীশূর গভর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র অন্যান্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের চেয়ে প্রশস্ততর ছিলো। অন্যান্যরা শুধু আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ই লিপ্ত থাকতো, টিপু এগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইয়োরোপীয় জাতিগুলি ব্যবসাবাণিজ্য এবং শ্রমশিল্পের মাধ্যমেই বড় হয়েছে—এটা বুঝতে পেরে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ব্যবসায়ী, কারিগরী, মহাজনী ও মুদ্রাবিনিময়ী বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক মিশরের জন্মদাতা মহম্মদ আলীর সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়।

জনকল্যাণে আগ্রহী হয়ে টিপু একজন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকাও নিয়েছিলেন। তিনি তার রাজ্যে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন; শুধু লালেকে অনুমতি দিয়েছিলেন মহীশূর সেনাবাহিনীর ফরাসী সেনাদের জন্য শিবিরে একটা মদের দোকান খুলতে। তিনি জারজ অথবা দাস-বংশজ ব্যক্তির ভদ্র পরিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। গণিকাবৃত্তি এবং গৃহকার্যে দাসীশ্রেণীর মেয়ে নিয়োগও রহিত হয়েছিলো। মালাবার ও কুর্গে একই স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহণ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন।[৪] মালাবারের কোন কোন অংশে স্ত্রীলোকেরা কোমরের উর্দ্ধভাগে আবরণ রাখতোনা, টিপু তাই আদেশ দেন, কোন স্ত্রীলোক নগ্নগাত্রে বাড়ির বাইরে আসতে পারবেনা।[৫] মহীশূর শহরের নিকট কালীদেবীর মন্দিরে মনুষ্যবলি দেবার প্রথা ছিলো, তিনি সেটা উঠিয়ে দেন। কৃষকদের সমৃদ্ধির জন্য তাদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস বলবৎ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিতেন। বিবাহ ও পর্বোপলক্ষে কৃষকরা যথেচ্ছ অপব্যয় করতো। নিয়ম করে দেওয়া হয় একটা গ্রামের মোট আয়ের এক শতাংশের বেশী দানে ও উৎসবে খরচ করা যাবেনা।[৬]

টিপুর শাসনব্যবস্থা অত্যধিক কেন্দ্রাভিমুখী ছিলো। তিনি তার প্রাদেশিক ও জেলাশাসকদের পালনীয় কর্তব্য হিসাবে বিস্তারিত নির্দেশ পাঠাতেন। তার আদেশ হ'ত "আপনাকে প্রেরিত হুকুম মত কাজ করবেন,—আপনার খেয়াল খুসি অনুযায়ী নয়।" তবু অফিসারদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতো। তারা মাত্রাছাড়িয়ে একেবারে হুবহু আক্ষরিকভাবে আদেশ পালন করতে গেলে, বা নিজেদের দায়িত্বে কোন কাজ না করলে তিরস্কৃত হ'ত।[৭] মোটামুটি বলতে

গেলে, টিপু তাদের পথ-নির্দেশের জন্য মূলনীতি বেঁধে দিয়ে বাকিটা তাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতেন।

টিপু তার গভর্ণমেণ্টকে বলতেন "সরকার-ই-খুদাদাদ" (ঈশ্বর প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট)।[৮] কিন্তু এর অর্থ এই ছিলোনা যে তা শুধু মুসলমানদের জন্য। "শারীয়া" আইন প্রযোজ্য হত—মুসলমানদের উপর, হিন্দুরা শাসিত হ'ত তাদের আইন অনুযায়ী। এ সবে টিপু কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। ভজন পূজনে প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি মহীশূরের প্রাচীন রীতি নীতিকে শ্রদ্ধা করতেন এবং দীর্ঘকাল প্রচলিত গ্রামীণ পঞ্চায়তী প্রথাকে বিনাবাধায় চালু থাকতে দিয়েছিলেন। মানরো ১৭৯০ সালের ১৭ই জানুয়ারি তার পিতাকে লেখেন "মহীশূর গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর একটি সেরা সার্বভৌম ও অনাড়ম্বর রাজতন্ত্র। সেখানে সামরিক ও অসামরিক প্রতিটি বিভাগে হায়দরের প্রতিভা বিচ্ছুরিত নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। সেখানে উচ্চকুলের দুরহঙ্কার প্রশ্রয় পায়না, স্বাধীন রাজা ও জমিদাররা অধীন কিম্বা লুপ্ত হয়েছে, নিরপেক্ষ কঠোরভাবে ন্যায়বিচার প্রযোজ্য হচ্ছে, বিশাল ও সুশৃঙ্খল এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন-বিভাগ অজ্ঞাত, অখ্যাত স্তর থেকে গ'ড়ে তোলা কর্মীর হাতে ন্যস্ত রয়েছে—সব কিছু মিলে গভর্ণমেণ্টকে যুগিয়ে দিচ্ছে ভারতে অতুলনীয় এক প্রাণশক্তি"।[৯] সেইরূপ মুর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন "এক অজ্ঞাত দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে কোন লোক যদি দেখে যে দেশ কৃষিকর্মে উত্তম, শ্রমশীল লোকে ভরপুর, আর যদি দেখে যে, নতুন নতুন নগরের পত্তন ও বাণিজ্যের প্রসারণ হচ্ছে, শহরের সংখ্যা বেড়ে চলছে এবং সব কিছুই সুসমৃদ্ধ হ'তে থেকে একটা পরিতৃপ্তির সূচনা করছে, তবে স্বভাবতই সে সিদ্ধান্ত করবে যে, সে দেশের গভর্ণমেণ্ট জনগণের মনঃপুত। এই হ'ল টিপুর দেশের ছবি, আর এই হ'ল এর গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের অভিমত"।[১০]

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট*

টিপু উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার নিকট থেকে দেশ শাসনের একটা মোটামুটি ভাল শাসন ব্যবস্থা তৈরী অবস্থায় পেয়েছিলেন। কিন্তু নতুনত্ব ও উন্নতিবিধানের আগ্রহ হেতু তিনি বহু পরিবর্তনের সূচনা করেন। মহান মোগলদের অনেক

* দ্রষ্টব্য: এস্. সি সেনগুপ্ত প্রণিত "গভর্ণমেণ্ট এণ্ড এড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ সিষ্টেম অব "টিপু সুলতান, জারনেল অব দি ডিপারমেণ্ট অব লেটার্স, XIX, XXI", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি এ দুটি প্রবন্ধের নিকট কৃতজ্ঞ, এগুলি প্রকাশিত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও খুব জ্ঞানপ্রদ।

কিছু তিনি অনুকরণ করেছিলেন, পাশ্চাত্যের রাজনীতিক আদর্শে স্থাপিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও তার উপর পড়েছিলো। ডড্‌ওয়েলের মতে টিপুই ছিলেন প্রথম ভারতীয় সার্বভৌম রাজা যিনি তার প্রশাসন ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যরীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন" ।[১১]

কেন্দ্রে সাতটি প্রধান কাছারি (বিভাগ) ছিলো। প্রতিটি বিভাগের একজন অধ্যক্ষ থাকতেন। তিনি ও তার অধীন কর্মচারীরা মিলে একটা বোর্ড বা পরিষদ গঠিত হ'ত। এরূপ সাতটি পরিষদ ছিলো। স্ব স্ব বিভাগেব কাজকর্মের আলোচনার জন্য এই পরিষদগুলি কিছুকাল পরপর পৃথক ভাগে সভায় বসতো। কার্যবিবরণী পুস্তকে প্রত্যেক সদস্য দস্তখত সহ তার মতামত লিপিবদ্ধ করতেন। ঐ পুস্তক বিভাগীয় সীলমোহর যুক্ত একটি বাক্সে রাখা হ'ত। ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকতো এবং টিপুকে নিয়মিতভাবে কার্য বিবরণী জানানো হ'ত। যদি কোন ব্যাপারে গোপনীয়তার প্রয়োজন থাকতো, তবে পরিষদের কোন সদস্য তা লিখতেন এবং সুলতানের নিকট নিজেই তা নিয়ে যেতেন ও বিষয়টা সম্বন্ধে সুলতানের লিখিত মত গ্রহণ করতেন।[১২] কখনো কখনো বিভিন্ন পরিষদের অধ্যক্ষরা মিলিত হয়ে যৌথ-সমস্যার আলোচনায় বসতেন। টিপুর কর্মপদ্ধতি এই ছিলো যে যখন তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে চাইতেন, তখন তা নিয়ে সমস্ত দিন কাটাতেন। তিনি তখন মুখ্য অফিসারদের মত জিজ্ঞাসা করতেন, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লিখিত ভাবে তাদের মত দিতেন। নিজের মতের সঙ্গে এগুলির বিবেচনা করে টিপু তার চুড়ান্ত আদেশ জ্ঞাপন করতেন।[১৩]

মীর আসফ কাছারি (রাজস্ব ও অর্থবিভাগ)

এই বিভাগের অধ্যক্ষের বিভিন্ন নাম ছিলো—'দেওয়ান' 'সাহেব দেওয়ান'।[১৪] 'হুজুর দেওয়ান'[১৫] বা 'মীর আসফ'।[১৬] তিনি টিপুর গভর্ণমেণ্টের অতিবিশিষ্ট অফিসার ছিলেন। "মীর আসফ" বলেই খ্যাত।[১৭] তার অন্যান্য পাঁচজন অফিসর সহ গঠিত হ'ত "কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও অর্থ পরিষদ"। প্রত্যেক অফিসার ছিলেন বিভাগীয় এক বা দুই শাখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তার অধীনে থাকতেন 'সেরেস্তাদার'গণ (মুখ্য হিসাবরক্ষকগণ) ও 'মুৎসদ্দিরা, (হিসাবরক্ষক বা কেরাণীগণ)। হিসাব তিনটি ভাষায় রাখা হ'ত—পারসিক, কানাড়ি ও মারাঠি।[১৮] মীর সাদিক ছিলেন রাজস্ব ও অর্থবিভাগের অধ্যক্ষ ও টিপুর মুখ্য দেওয়ান। তিনি 'ওয়াজীর' বা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, কারণ টিপুর গভর্ণমেণ্টে এ নামে কোন পদ ছিলো না। মীর সাদিকের বার্ষিক বেতন ছিলো ২,১০০ পেগোডা। এ ছাড়া, তার একটি ছোট 'জাগির' ছিলো, এবং তিনি বার্ষিক ১০০ পেগোডা ভাতা পেতেন। তার অধীন অফিসার পাঁচজন মিলে বার্ষিক ৫,৪৬০ পেগোডা বেতন পেতেন।[১৯]

মীর মীরাণ কাছারি (সামরিক বিভাগ)

অন্যান্য বিভাগের মত এটাতেও একটি পরিষদ গঠিত হ'ত। পূরণাইয়া ছিলেন এই পরিষদের সভাপতি এবং বিভাগটির অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন মুখ্য "মীর মীরাণ" এবং তার বেতন ও 'জাগির' মীর সাদিকের সমতুল্য ছিলো। তার অধীন ছিলেন, ১৫ জন অফিসার, যাঁদের বেতন বার্ষিক ১২,৮৮০ পেগোডা।[২০] তাদের 'মীর মীরাণ' বলা হ'ত।[২১]

মীর মীরাণ কাছারি (জুমরা)

এই বিভাগটি টিপু ১৭৯৩ সালে স্থাপন করেন। ইহা "জুমরা" সেনাদলের তত্ত্বাবধান করতো। ঐ সেনাদল মহীশূর—জাত সেনায় গঠিত। মহম্মদ রেজা এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও বার্ষিক ১,০৫০ পেগোডা বেতন পেতেন। বেতন ছাড়া তার একটি ছোট "জাগির"ও ছিলো। তার অধীন দশজন অফিসার ছিলেন। তাদের আটজন প্রত্যেকে বার্ষিক ৭০০ পেগোডা ও অন্যান্যরা ৫০০ পেগোডা পেতেন। প্রত্যেক অফিসারের 'জাগির' ও ছিলো।[২১]

মীর সাদার কাছারি (সামরিক সরঞ্জাম গড়সেনা বিভাগ)

মুখ্য অফিসারদের একটা পরিষদ ছিলো, তাদের একজন থাকতেন তার অধ্যক্ষ। এ বিভাগটি সামরিক ভাণ্ডার ও অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নির্মাণের তত্ত্বাবধান করতো। রাজ্যের দুর্গগুলিতে নিয়মিত সেনা, রসদ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ক'রে সেগুলির যথাযোগ্য প্রতিরক্ষার তত্ত্বাবধান করাও ছিলো এর কাজ।[২৩] এ ছাড়া "আনুসম" সেনার (গড়-সেনার) ভারও এই বিভাগের উপর ছিলো, সেনাদলের খরচের হিসাবও রাখতে হ'ত। গোলাম আলী খাঁ এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তাকে বলা হ'ত "মীর সাদার", তার বেতন বার্ষিক৮৪০ পেগোডা। তার অধীন আটজন অফিসারদের বলা হ'ত "বকশি" তারা বার্ষিক ৫২৫০ পেগোডা পেতেন।[২৪]

মালিক-উত্-তুজ্জর কাছারি (বাণিজ্য বিভাগ)

বাণিজ্য ও শিল্প ছিলো এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং ১৭৯৬ পর্যন্ত নৌ-সংস্থাও। বিভাগের অধ্যক্ষ ও তার অধীন আটজন অফিসার নিয়ে বাণিজ্য-পরিষদ গঠিত হ'ত।[২৫] আহম্মদ খাঁ এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, বেতন পেতেন বার্ষিক ৮৪০ পেগোডা। তার অধীন ছ'জন অফিসার বার্ষিক ৩,৯২০ পেগোডা পেতেন।[২৬]

মীর ইয়াম্ কাছারি (নৌ-বিভাগ)

প্রথমে নৌ-সেনা বাণিজ্য বিভাগের অধীন ছিলো, তার কাজ ছিলো সামুদ্রিক বাণিজ্যের তদারক করা। কিন্তু ১৭৯৬ সালে একটা পৃথক বিভাগ গঠিত হয়, তার মুখ্য অফিসাররা মিলে নৌ-সেনা পরিষদ্ স্থাপন করেন, তাদেরই একজন হলেন তার অধ্যক্ষ।[২৭] "মীব ইয়াম" হাফিজ মহম্মদ বেতন পেতেন বার্ষিক ৬৩০ পেগোডা। তার অধীনে ছিলো সাতজন অফিসার, তাদের বেতন ৩,৫৭০ পেগোডা।[২৮]

মীর খাজাইন কাছারি (রাজকোষ ও টাঁকশাল বিভাগ)

বিভাগীয় অফিসাররা তাদের একজনকে অধ্যক্ষ ক'রে এই পরিষদটি গঠন করেন। অধ্যক্ষ সৈয়দ আমিনকে বেতন দেওয়া হ'ত বার্ষিক ৫৯৫ পেগোডা, একটা 'জাগির' ও সঙ্গে ছিলো। তাব অধীন সাতজন অফিসার বার্ষিক বেতন পেতেন ২,৭৩০ পেগোডা।[২৯] প্রত্যেকটি অফিসাব বা "দারোগার" ওপর পৃথক একটি বিভাগের ভার ছিল, তার অধীন সহকারী 'দারোগারা" ও "মুৎসদ্দিরা" থাকতো।

"তোষাখানা" বা কোষাগারেই মূল্যবান সরকাবী কাগজপত্র রাখা হ'ত। সুলতানের সীলমোহর ও দস্তখত যুক্ত "হুকুম নামা" ও অন্যান্য কাগজ বিভাগীয় সীলমোহর যুক্ত একটা বাক্সে রাখা হ'ত। প্রয়োজন হ'লে অনুমতি প্রাপ্ত লোকরা এসব দলিলের অনুলিপি পেতে পারতো।[৩০]

টিপুর স্থাপিত তোষাখানা, দু'প্রকারের—'নকদি' ও 'জিনসি'। 'নকদিতে' স্বর্ণ, রৌপ্যের বাট ও টাকা পয়সা রাখা হ'ত, আর 'জিনসি'তে রাখা হ'ত ফল, পোষাক পরিচ্ছদের (শাল, পশমী ও রেশমী কাপড়) আলমারি, সরকারি কাগজ ও অন্যান্য জিনিস। সামরিক সম্ভার ও এ বিভাগে রাখা হ'ত কিনা তা স্পষ্ট নয়।[৩১]

শ্রীরঙ্গপটমে টাঁকশাল ছিলো পাঁচটি। একটি সোনা রূপোর মুদ্রা তৈরি করতো এবং প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত ছিলো অন্য চারটি তামার মুদ্রা তৈরি করতো এবং প্রাসাদের বাইরে ছিলো। প্রত্যেকটি টাঁকশাল রাজকোষ বিভাগের একজন "দারোগার" অধীনে থাকতো। মুখ্য "দারোগা" টাঁকশাল গুলিতে সোনা, রূপো, ও তামার সরবরাহ করতেন এবং মুদ্রা তৈরি হ'লে পর তা সংগ্রহ ক'রে রাজকোষে জমা দিতেন।[৩২] বিভিন্ন বিভাগের অর্থ ও তার কাছে থাকতো। এইভাবে একবার একটা থাল তৈরির জন্য ৫ লাখ টাকা তার কাছে জমা দিয়ে বলা হয় তিনি এসব একটা বিশেষ লেবেল দেওয়া পৃথক পেটিকায় রাখবেন এবং একটি কড়িও এর থেকে অন্য কাজে ব্যয় করবেন না।[৩৩]

এসব হ'ল প্রধান প্রধান বিভাগ। কিন্তু অন্য একটা সম-প্রয়োজনীয় বিভাগও

ছিলো,—সেটা হ'ল শ্রীরঙ্গপটমেস্থিত এক "দারোগার" অধীন ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগ। তার অধীন ছিলো রাজ্যের প্রধান শহরগুলির অন্যান্য "দারোগা"রা। এটি একটি দরকারী বিভাগ ছিলো, কারণ এর সাহায্যেই টিপু কেন্দ্র ও প্রদেশ—উভয় স্থানেরই অফিসারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত থাকতেন। এই বিভাগে বহু গুপ্তচর কাজ করতো। তারা খবর সংগ্রহ ক'রে "দারোগাদে"র নিকট পাঠিয়ে দিতো। "দারোগা"রা অতঃপর ঐ খবরগুলি "হরকরা"র সাহায্যে রাজধানীতে পাঠাতো। "হরকরাদে"র মাঝে মাঝে ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে চলতে হ'ত।[৩৪]

এই আটটি বিশিষ্ট বিভাগ ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রতর বিভাগ ছিলো। "সরকারী গৃহনির্মাণ বিভাগ" একজন "দারোগার" অধীন থাকতো। ক্রীতদাসদের তত্ত্বাবধানের জন্যও একটা বিভাগ ছিলো। তারপর ছিলো একজন মেনেজারের অধীন "মন্দির বিভাগ"।[৩৫] "কেরেণ বেরেক" বিভাগ (গবাদিপশু বিভাগ) স্থাপিত হয় চিককা দেবরাজ ওয়েদিয়ার (১৬৭৩—১৭০৪) দ্বারা। এতে গবাদি পশু প্রজনন ব্যবস্থা ছিলো এবং এখান থেকে রাজপ্রাসাদে ঘি ও দুধ সরবরাহ হ'ত। একে বলা হ'ত "বেন্নিয়া চাউরি" বা মাখন বিভাগ। টিপু প্রথম এর নাম বদল করে রাখেন "অমৃত মহল" ও পরে "কেরেণ বেরেক"। এর কাজ ছিলো মেষ, গরু ও মোষের সরকারী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।[৩৬]

মহীশূর জেলায় এবং বস্তুত সমগ্র দক্ষিণভারতে শ্রেষ্ঠ গবাদি পশু হ'ল "অমৃত মহল" বা সুলতানের প্রজনন সংস্থার। বিদিত আছে, হায়দর কোন বিজিত "পলিগারের" নিকট থেকে ইহা পান। এই জাতের পশুকে টিপু সবিশেষ যত্নে পালন করতেন।[৩৭] তার পিতার মত তিনিও মহীশূর জাতের ঘোড়ার উন্নতির চেষ্টা করেন। অস্থায়ী অশ্বারোহী সেনার অশ্ব সাধারণতঃ আরবীয় পুরুষ ও মারাঠা স্ত্রী অশ্বের মিলন প্রসূত ছিলো।[৩৮]

রাজ্যের সবচেয়ে বড় অফিসার ছিলেন "হুজুর দেওয়ান" বা মীর সা'দিক। তারপর হলেন পূরনাইয়া। তিনি শুধু "মীর মীরাণ" বিভাগেরই অধ্যক্ষ ছিলেন না "মীর আসফ" পরিষদের" সদস্য ছিলেন। তারপর আসেন অন্যান্য বিভাগের অধ্যক্ষরা ও তাদের অধীন কর্মচারিগণ। এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে দায়িত্বপূর্ণ পদে আরো অফিসাররা ছিলেন। টিপুর মুখ্য "পেশকার"[৩৯] একজন ছিলেন, আর ছিলেন সুলতানের নিকট দরখাস্ত পেশ করবার জন্য "আরজবেগী"।[৪০] "মীর সামানী" রাজ-সংসারের তত্ত্বাবধান করতেন।[৪১] শ্রীরঙ্গপটমদুর্গের "কিলাদার" দুর্গের শাসন ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও রাজবন্দীদের তত্ত্বাবধান করতেন। শ্রীরঙ্গপটমের "কোতোয়াল" রাজধানীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ি ছিলেন। শ্রীরঙ্গপটমের "কাজী"ই সমগ্র দেশের মুখ্য "কাজী" ছিলেন, তারই অধীন রাজ্যের বিভিন্ন সহর "কাজী" নিযুক্ত থাকতো।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

মেঙ্গালোরের সন্ধি সমাপ্তির পর টিপু তার রাজ্যকে সাতটি "আসফী টুকরি" বা প্রদেশে ভাগ করেন। কিন্তু দেখলেন যে, তাদের কর্তৃত্বের এলাকা বহু বিস্তৃত এবং তা সুশাসনের অনুকূল নয়। এজন্য ১৭৮৪ সালে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করলেন ৯ এবং দু'বৎসর পর ১৭। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি তার রাজ্যের প্রদেশিক সীমাগুলির আবার বদল করেছিলেন এবং ১৭৯৪ সালে ৩৭টি "আসফী টুকরি" ও ১০২৪টি "আমিলদারি টুকরি" হল।[৪২] এই ক্রমাগত পরিবর্তনে সুচারু শাসন পারচালনা নিশ্চয়ই বিশেষ ব্যাহত হয়েছিল।

প্রত্যেক প্রদেশেরই ভারপ্রাপ্ত ছিলেন একজন "আসফ্" বা অসামরিক গভর্ণর ও একজন "ফৌজদার" বা সামরিক গভর্ণর। "আসফের" দায়িত্বে ছিলো রাজস্ব, এবং "ফৌজদারে"র দায়িত্বে ছিলো শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা। কেউ অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। ক্ষমতা বিভক্ত করা হয়েছিলো যাতে "আসফ" ও ফৌজদাররা" মাত্রাতিরিক্ত শক্তিশালী না হন।[৪৩] কোন কোন প্রদেশে দু'জন "আসফ" থাকতেন একজন প্রধান "আসফ্', অন্যজন তার "ডেপুটি"।[৪৪] "আসফ্"দের অধীন থাকতেন "মুৎসদ্দি", "সেরাস্তাদার", কেরাণী, পিয়ন, ও নকল নবিসরা। তারা প্রদেশ শাসনে "আসফ"দের সাহায্য করতেন। বৎসরে একবার ইদের দিন, "নায়েব"দের (ডেপুটিদের) সহ আসফদের শ্রীরঙ্গপটম যেতে হ'ত। তারা উপস্থিত হ'লে তাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা ক'রে সুলতানের নিকট পেশ করা হ'ত।[৪৫] ১৭৯৯ সালের পর "আসফ্" পদ লোপ পায় কিন্তু "ফৌজদার" পদটি থাকে।

"টুকরি"দের আবার "আমিলদারি টুকরি" বা জেলায় ভাগ করা হ'ত। সাধারণতঃ, একটি "আসফি টুকরিতে" ২০ থেকে ৩০ টি "আমিলদারি টুকরি" থাকতো এবং প্রত্যেকটি "আমিলদারি টুকরি"তে ৩০ থেকে ৪০টি গ্রাম। "আমিলদারি টুকরি" ছিলো একজন "আমিল" বা "আমিলদারের" অধীন। তার অধীন থাকতো "তরফদার", "সেরেস্তাদার" কেরাণী ও পিয়ন।[৪৬] জেলার কর্তা হিসাবে "আমিলদারের" কর্তব্য ছিলো কৃষকদের হিতসাধন, কৃষির উন্নতি, এবং দুর্গাধ্যক্ষদের রসদপত্র সরবরাহ করা।[৪৭] তারা দায়ি থাকতেন তাদের নিজ নিজ "কাছারি"র কাছে। তাদের হিসাবপত্র ও সংগ্রহ "কাছারির" কাছেই পাঠান হ'ত।[৪৮]

গ্রামগুলি শাসিত হ'ত, "পেটেল" ও "সন্ভোগ"দের (হিসাব রক্ষক) দ্বারা —যেমন হ'ত রাজাদের রাজ্যে। "পেটেল"দের দেখতে হ'ত রাস্তা, ছায়ার জন্য রাস্তার উভয়পাশে গাছ লাগানো, গ্রামরক্ষা ও "পঞ্চায়েতের" সাহায্যে গ্রামবাসীদের বিবাদ মেটানো।

শ্রীরঙ্গপটম থেকে আদেশ পাঠানো হ'ত তিন ভাষায়—পারসিক, কানাড়ি ও

মারাঠি। প্রত্যেক আদেশ "আসফ্"কে পাঠান হত, তিনি "আমিলদার"কে তার অনুলিপি পাঠাতেন, এবং জেলার সর্বত্র সেটা বিজ্ঞাপিত করার নির্দেশ দিয়ে "আমিলদার" তা পাঠাতেন "তরফদার"দের। "তরফদার"রা কানাড়ি ভাষায় হিসাবপত্র তৈরি ক'রে "আমিলদার"দের পাঠাতেন "আমিলদার"দের অফিসে সেগুলি মারাঠি ও পারসিক ভাষায় ভাষান্তর করা হ'ত। প্রত্যেকটির একটি কপি "সেরেস্তাদার"রা রাখতেন, একটা পারসিক কপি "আসফ্"কে পাঠানো হ'ত।[৪৯]

টিপু তার অফিসারদের কাছ থেকে উচ্চমাত্রার বিশ্বস্ততা আশা করতেন। "আমিলদের" প্রতি এক ভাষণে তিনি বলেন, "আপনাদের জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত বেতন আপনাদের ও অফিসারদের দেওয়া হয়। তাই আশা করা যায়, আপনারা ছোট বড় কোন ব্যাপারেই ভ্রমাত্মক বিবরণী দেবেন না"...... "ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকে মিথ্যাচার অতি ঘোরতর অপরাধ"।[৫০] ৫ই জুন, ১৭৯৪ সালে তিনি তার "আসফ্" ও তাদের কর্মচারীদের শ্রীরঙ্গপটম ডেকে তাদের নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী এই শপথ নিতে বলেন যে, তারা ঘুষ নেবেন না এবং সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করবেন।[৫১]

"পেটেল"রা "পঞ্চায়ৎ"দের সাহায্যে গ্রামে ন্যায়-বিচারের বন্দোবস্ত করতেন। শহরে তা করতেন "আসফ", 'আমিল" ও ফৌজদার"রা। এ ছাড়া, প্রতি শহরে একজন "কাজী" ও একজন পণ্ডিত থাকতেন যারা যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দুদের মামলার বিচার করতেন। কিন্তু এসব আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হ'লে শ্রীরঙ্গপটমের উচ্চতর আদালতে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করা যেতো। সেখানে বসতেন একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু বিচারক। সর্বোচ্চ আপীল—আদালত হলেন টিপু স্বয়ং।

অপরাধীদের মোটের উপর কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'ত। রাষ্ট্রদ্রোহী এবং হত্যাকারীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হ'ত। আরো চলতি রকমের শাস্তি ছিলো অপরাধীকে হাত পা বেঁধে হাতির পায়ের সঙ্গে দড়ি দ্বারা যুক্ত ক'রে টেনে নিয়ে তার মৃত্যু ঘটানো। কখনো কখনো কাণ, নাক, হাত ও পা কেটে চোর, আইন ভঙ্গকারী ও দেশদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হ'ত। সময় সময় তাদের খোজাও বানিয়ে দেওয়া হ'ত।[৫২] সরকারী কেরাণীদের অবাধ্যতা ও শৈথিল্যের জন্য বেত মারার প্রথা ছিলো।[৫৩]

রাজস্ব-ব্যবস্থা

মালভল্লি, কোণান্থর, ধর্মপুরী, পেন্নাগরম ও টেংকারাই কোট্টাই জেলাগুলির তত্ত্বাবধান কালে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে টিপু প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এগুলি ১৭৬০ সালে তার পিতা তাকে 'জাগির' হিসাবে দান করেন। এবং তার

অধীন থেকে এগুলি সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠে। মহীশূরের অধিপতি হ'লে পর তার পূর্বেকার এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছিলো।[৫৪]

টিপুর রাজস্ব ব্যবস্থা হায়দরের আমলে যা ছিলো অনেকটা তাই—ই; তিনি কেবল মাত্র আরো কর্ম নিপুণতা দেখিয়েছিলেন। ভূমি-স্বত্বের মূলনীতি ছিলো এই যে, যত দিন পর্যন্ত চাষ করবে, খাজনা দেবে, ততদিন পর্যন্ত রায়ত ও তার উত্তরাধিকারী জমির ভোগদখল করবে। কিন্তু এসব শর্ত অনুযায়ী না চললে গভর্ণমেণ্ট অন্য রায়তের কাছে তা হস্তান্তর করতে পারবে।[৫৫] নীরস জমির (যে জমি শুধু বৃষ্টিপাতে জল পায়) চাষীরা শস্যের এক তৃতীয়াংশ মূল্যের খাজনা স্থায়ী হারে টাকায় দান করতো জলো—জমির (যে-জমি জলাশয় বা নদী থেকে জল পায়) প্রায় অর্ধেকটা ফসল দিয়ে থাকতো—কিন্তু সাধারণতঃ এটা জেলার শস্যমূল্যের গড়পড়তা হারে টাকায় দেওয়া হ'ত। হার সম্বন্ধে যদি "আসিল" ও কৃষকরা ভিন্নমত হ'ত, তবে খাজনা দেওয়া হ'ত উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে।[৫৬] জলো-জমির হার ঠিক হ'ত প্রতি কাণ্ডিতে ২ থেকে ১২ পেগোডা হিসাবে এবং নীরস জমির ২১/২ থেকে ৩০ পেগোডা হিসাবে। আখের হারের হিসাব ছিলো ১৬ থেকে ৭২ পেগোডা প্রতি কাণ্ডিতে। হায়দর ও টিপু বেঙ্গালোর ও মন্দাগিরি জেলায় এই প্রথা অনুযায়ীই চলতেন। কিন্তু চিতল দুর্গ জেলায় যে-সব জমি নলকূপ থেকে জল সেচিত হ'ত তার খাজনার হার ছিলো ১০ থেকে ৩০ পেগোডা। যা হোক্, কৃষকদের সাহায্যার্থে টিপু এক হালে যতটা জমি কর্ষণ করা যায় ততটা নীরস জমি তাদের দিতেন। মহীশূর ও শ্রীরঙ্গপটম জেলায় উৎপন্ন ফসল রাজধানীতে জমা হ'ত।[৫৭] বড় মহলে নীরস জমির খাজনা প্রতি একর কখনো আধটাকার কম বা এক পেগোডার (প্রায় তিন টাকা) বেশী ছিলোনা। জলো জমির খাজনা ছিলো সাধারণত এর চারগুণ। ১৭৯২ সালে যখন জেলাটি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারাও খাজনার এই হারই রেখে দেয়।[৫৮] কানাড়াতে সব খাজনাই টাকার হিসাবে ঠিক করা হ'ত। দলিলে উল্লিখিত ফসলে—দেয় খাজনার অর্থ ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা দেওয়া নয়, টাকায়-দেয় খাজনার নির্দিষ্ট একটা অংশের পরিমাণ ফসলে দেওয়া—যেটা বিভিন্ন কেল্লা সমূহের রসদের জন্য জমা করা হ'ত।[৫৯] মান্‌রোর মতে "সরকারের প্রাপ্য খাজনা কোথাও এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের একভাগ বা ছ'ভাগের একভাগ বা দশভাগের এক ভাগের বেশী নয়।[৬০]

টিপুর শাসনকালে কর্ষিত জমির পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যায়। কৃষকদের সুলভ শর্তে জমি দিয়ে এটা ঘটানো হয়। পড়ো জমি প্রথম বৎসর বিনা-খাজনায়, দ্বিতীয় বৎসর প্রচলিত হারের এক চতুর্থাংশে এবং পরবর্তী বৎসর সমূহে সাধারণ হারে দেওয়া হ'ত। দশ বৎসরের অনাবাদী জমি প্রথম বৎসর ছিলো বিনা খাজনায়।

দ্বিতীয় বৎসর সাধারণ হার মত এবং তৃতীয় বৎসর পূর্ণহারে তার খাজনা ঠিক হ'ত। অনুর্বর, পাহাড়ে বা পাথুরে জমির প্রথম বৎসর কোন খাজনা থাকতো না, দ্বিতীয় বৎসর খাজনা হ'ত প্রচলিত হারের এক চতুর্থাংশ, তৃতীয় বৎসর অর্ধেক ও চতুর্থ বৎসর পূর্ণহারে। ইহা লক্ষ্য করার মত যে, কর্ষিত জমির পরিমাণ বাড়াবার জন্য কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট এই নিয়মই গ্রহণ করে।[৬১] আখ, গম ও বার্লি উৎপাদনে এবং পান, পাইন, শাল, বাবলা জাতীয় গাছ, সেগুন, আম, সুপারি এবং চন্দন বৃক্ষ রোপনে টিপু বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু ভাঙ্গের চাষ সারা রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিলো, যেসব কৃষক সুপারি গাছ রোপন করতো। তাদের প্রথম পাঁচ বৎসর কর দিতে হ'ত না। ষষ্ঠ বৎসর থেকে যে-পর্যন্ত গাছে ফল না হয়, তাদের কর দিতে হ'ত প্রচলিত হারের অর্ধেক ধ'রে। পরবর্তী সময়ে পূর্ণহারে দিতে হ'ত। যে-সব কৃষক পানের চাষ করতো তারা প্রথম তিন বৎসর প্রচলিত করের অর্ধেক মাত্র দিয়ে থাকতো, চতুর্থ বৎসর থেকে সম্পূর্ণ কর। যারা নারকেলের চাষ করতো তাদের ও অনুরূপে রেহাই দেওয়া হ'ত।[৬২] টিপু মহীশূরে রেশম শিল্পের ও উন্নতি চেয়েছিলেন এবং সেই মতো বড় মহলের অধিবাসীদের তুঁতগাছ রোপনের আদেশ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৯০ সালে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় এবং জেলাটি কোম্পানীর দখলে চলে যায় ব'লে অধিবাসীরা রেশমের চাষ বন্ধ করে দেয়।[৬৩] টিপুর দু'টি বাগিচা একটি বেঙ্গালোরে, অন্যটি শ্রীরঙ্গপটমে,—উভয়েরই নাম লালবাগ। এই বাগিচা দুটিই ছিলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত বীজ ও চারা গাছের বাগান। চতুষ্কোণ খণ্ড জমিতে সেগুলি বিভক্ত, খণ্ডজমির চার পাশে বেড়াবার রাস্তা, তাদের দু'পাশে উচ্চ সাইপ্রাস গাছের সারি। খণ্ডজমিগুলিতে ফলের ও শাকসবজির গাছ, প্রতিরকম চারাগাছের জন্য পৃথক খণ্ডজমি। বাগিচাতে ছিলো তুঁত, কার্পাস ও নীলের চারাগাছ এবং আম, আতা, কমলা ও পেয়ারা বৃক্ষ। পাইন ও ওক গাছ উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সংগৃহীত হয়, সেগুলিও সতেজ হয়েছিলো।

জেলার নায়ক হিসাবে "আমিল"কে কৃষি কাজের উন্নতি করে চাষীদের অপরের শোষণ থেকে মুক্ত রাখতে হ'ত। প্রতি বৎসরের শেষে তিনি তার অধীন জেলা ভ্রমণ ক'রে কর্ষিত জমি পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি জেলাটির একটি বিবরণী তৈরি করতেন, তাতে থাকতো জেলায় গ্রাম ক'টি, কী পরিমাণ জমি কর্ষিত হয়েছে, কৃষক ও তাদের পরিবারের সংখ্যা কত, তাদের জাত এবং পেশা।[৬৪] হাল ক্রয়ে অসমর্থ কৃষকদের 'তকোয়াবি' (টাকা ধার) দেওয়া হ'ত এবং স্থানীয় মহাজন ও অফিসারদের শোষণ থেকে তাদের মুক্ত রাখবার উপায় অবলম্বন করা হ'ত। বিনা মজুরিতে কৃষি জমিতে চাষীদের খাটানো থেকে 'পেটেল'দের নিবৃত্ত রাখা হ'ত। তারা আদেশ অমান্য করলে গভর্ণমেণ্ট তাদের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করতো।[৬৫] ইজারাদারী প্রথার খুব চলন ছিলো, কিন্তু একজন শুধু একটি গ্রামই

পেতো এবং তাকে তার মোট দেয় খাজনার জন্য জামিন রাখতে হ'ত। "আমিলকে দেখতে হ'ত ইজারাদার যেন চাষীদের উৎপীড়ণ না করে। তিনি জেলা পরিভ্রমণ ক'রে ইজারাদারদের সঙ্গে স্থিরীকৃত মোট টাকা অনুযায়ী চাষীদের ভিতর কর নির্ধারণ করতেন।৬৬ ভদ্রভাবে এবং বৎসরে তিন কিস্তিতে কর আদায় করা হ'ত।৬৭ কোন একজন কৃষক যদি "আমিলের" উৎপীড়ণে ফেরার হয়ে যেতো, তবে "আমিল"কে প্রতিটি কর্ষিত জমির জন্য ধনী কৃষক হ'লে ২০ পেগোডা ও দরিদ্র কৃষক হ'লে ১০ পেগোডা দিতে হ'ত। যেসব কৃষক দেশ ছেড়ে গেছে তাদের আনবার চেষ্টা হ'ত। কৃষকদের নিকট থেকে কোন প্রকার ভাতা গ্রহণ করা "আমিলদার", "সেরেস্তাদার" ও "তরফদারের" পক্ষে নিষিদ্ধ ছিলো। বস্তুতঃ একমাত্র সরকারী কর ছাড়া আর কোন কিছুই আদায় করা যেতোনা। অফিসারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের কোন নালিশ থাকলে তার তদন্ত করা হ'ত।৬৮ শস্যের ফসল না হ'লে অথবা এমন কিছু কারণ ঘটলে যাতে কৃষকরা খাজনা দিতে অসমর্থ হয়, আমিল তৎক্ষণাৎ তা সুলতানকে জানাতে বাধ্য থাকতেন। সুলতান এ অবস্থায় সব সময়ই কর মকুব করতেন। যেমন, ১৭৮৬ সালে টিপু যখন আদনি আক্রমণে যাচ্ছেন, তখন কোডিকাণ্ডার 'আমিল" তাকে নিবেদন করেন যে, ওখানকার জনসংখ্যা খুবই কম থাকায় তাদের গ্রামে বসাবার জন্য খাজনা মকুব করা হোক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হোক। অনুরোধ মঞ্জুর হয়। ফলে, "সুলতান পেটা" নামে এক নতুন শহরতলির পত্তন ঘটে।৬৮

টিপুর শাসন কালের পূর্বে মধ্যবর্তী লোক মারফত রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত ও শ্রীরঙ্গপটম প্রেরিত হ'ত। এই লোকদের অধিকাংশই ছিলো 'সাহুকার" (মহাজন)। তারা এজন্য দালালি দাবি করতো। এ প্রথা সঙ্গত ছিলোনা, কারণে এতে নিরর্থক ব্যয় ঘটতো এবং মহাজনরা কৃষকদের শোষণে উৎসাহ পেতো। টিপু এ প্রথা রহিত ক'রে তার নিজ রাজস্ব কর্মচারী মারফত খাজনা আদায় ও তা রাজধানী-প্রেরণ সুরু করেন ৭০ এ ছাড়া "রাজস্ব ব্যাপারে ফটকাবাজি বন্ধ করার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কল্পনা করেছিলেন, যার কর্মিগণের পদমর্যদা ও পারিশ্রমিক এরূপ পর্যাপ্ত থাকবে যে তারা পদোন্নতির জন্য একে অন্যের দেখাদেখি সততা ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে"।৭১ কিন্তু আমরা জানিনা এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিলো কিনা।

১৭৮৮ সালে টিপু সমগ্র রাজ্যে প্রাদেশিক "কাছারি" গুলির দ্বারা নতুন ক'রে রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপক নিরীক্ষণের আদেশ দেন।৭২ ইহা গ্রাম থেকে গ্রামে চালানো হয়। এর উপর ভিত্তি করে তিনি সমস্ত অননুমোদিত "ইমাম" জমি পুনরধিকার করেন। কিন্তু অনুমোদিত দান গ্রাহকদের নিকট থেকে যায়, এমন কি মন্দির মসজিদ ও ব্রাহ্মণদের নতুন দানেরও ব্যবস্থা হয়। মানরো "ইমাম" জমি নরাধিকারের প্রয়োজন ছিলো মনে করেন এবং লেখেন "ইমাম" জমি

পুনরধিকারে হিন্দু রাজারা টিপুর চেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন ব'লে মনে হয়না…প্রায় সব রাজারাই দান করেছেন, ফিরিয়ে নেননি, সমগ্র দেশই শীঘ্র "ইমাম" ভূমিতে পরিণত হ'তে যাচ্ছিলো"।[৭৩]

বেতনের বদলে অফিসারদের "জাগির" দেবার প্রথা টিপু রহিত করেন। বেতন টাকায় দেওয়া হ'তে থাকে। যাই হোক, তার কয়েকজন অফিসার ও চার জ্যেষ্ঠ ছেলে তাদের "জাগির" রেখে দেবার অনুমতি পান। ফতে হাইদর ও আব্দুল খালিক—এদের প্রত্যেকেরই ১২,০০০ পেগোডা আয়ের "জাগির" ছিলো, মুইজ-উদ্-দিন ও মুইন-উদ্-দিনের ছিলো ৪,৩০০ পেগোডার, সৈয়দ সাহেবের ১২,০০০ পেগোডার এবং কমর-উদ্-দিন খাঁর ৪,০০০ পেগোডার। হায়দরের কবর স্থানের জন্য 'জাগির' ছিল ৪,০০০ পেগোডার, হায়দরের পরিবারের জন্য ২৪,৬৮০ পেগোডার, ও টিপুর পরিবারের জন্য ৪৬,০০৮ পেগোডার। মসজিদ ও মন্দিরের জন্য "ইমাম" ছিলো ২৫০,০০০ পেগোডার।[৭৪]

টিপু "পলিগার"দের রক্ষণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা তার ক্ষমতা খর্ব করতে চাইতেন এবং লুঠতরাজ ও পরস্পর অবিরাম ঝগড়াঝাঁটিতে দেশের শান্তি নষ্ট করতেন। তিনি প্রথমত সেই পলিগারদের ভূখণ্ডই নিয়ে নিলেন যারা তার অনুগত ছিলেন না যারা নিয়মিত কর দিতেন এবং তাদের জমিদারীর বরাদ্দ অনুযায়ী সেনা পাঠাতেন তাদের স্পর্শ করেননি।[৭৫] কিন্তু তার রাজত্বের শেষ নাগাদ কোন না কোন ছুতো ধ'রে তিনি প্রায় সমস্ত জমিদারের পৈত্রিক সম্পত্তিই কেড়ে নিয়েছিলেন। সে যাই হোক, উইলকস যেমন বলেছেন, "পালগারে' 'আম্মিলে' পরস্পর ষড়যন্ত্র ক'রে প্রতারণার সাহায্যে "পলিগাররা" থেকে যেতো—টিপুকে জানানো হ'ত তারা বিলুপ্ত হয়েছেন"।[৭৬]

মালাবারের স্বাতন্ত্র্যসূচক অবস্থার জন্য ওখানে টিপুর রাজস্বনীতি রাজ্যের অন্যান্য স্থানের থেকে পৃথক ছিলো। হায়দরের আক্রমণের সময় জমির উপর কোন কর ছিলোনা, যদিও মূল উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের হিসাবে একটা সাধারণ চাঁদা আদায় করা হ'ত। রাজাদের অবশ্য নিজস্ব জমি প্রচুর থাকতো, বাণিজ্য, টাঁকশাল, জরিমানা, আকস্মিক সোনার মাশুল, হাতি, হাতির দাঁত, সেগুনকাঠ ও এলাচ থেকেও আয় হ'ত।[৭৭] মালাবার সম্বন্ধে আর একটা বিশেষত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল এই যে সেখানে কখনো জরিপ হয়নি, এক "পরোধান যে পরিমাণ জমিতে বোনা যায় তা দ্বারাই সাধারণতঃ জমি মাপ হ'ত।[৭৮]

১৭৭৩ সালে হায়দর যখন শ্রীনিবাস রাওকে মালাবারের গভর্ণর নিযুক্ত করেন, তখনই প্রথম চেষ্টা হয় রাজস্ব-ব্যবস্থা সুসম্বদ্ধ করতে। কিন্তু তা বিশেষ সফল হয়নি। হায়দরের মৃত্যুর অল্প পরেই টিপু আরসাদ বেগ খাঁকে মালাবারের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ১৭৮৪ সালে ইংরেজরা ঐ প্রদেশ মহীশূরের পুনর্ভুক্ত করলে আরসাদবেগ পূর্বেকার কর—নির্ধারণের ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু

আরসাদ ও টিপুর সতর্কতা সত্ত্বেও ফল বিশেষ কিছু হয়নি, কারণ, বহু জমিদার ('জেন্‌মকার') অফিসারদের ঘুষ, দিয়ে নিম্নহারে জমির দাম নির্ধারণে সমর্থ হন কিন্তু যারা গরীব বলে নির্ধারকদের ঘুষ দিতে পারেনি, তাদের জমির উচ্চহারে মূল্যায়ণ হয়। এটা শুনে টিপু অসাম্য দূর করবার জন্য পুরানো প্রথার স্থানে জমি মেপে জরিপ করতে রাম লিঙ্গম পিলেকে আদেশ দেন।[৭৯] আরসাদও দক্ষিণ মালাবারে জলো ও বাগিচা জমির উপর কর সর্বত্র বিশ শতাংশ কমাবার নির্দেশ জারি করেন। এ সকল আদেশ কতটা কার্যকরী ভাবে পালিত হয়েছিলো তা বলা কঠিন। কিন্তু দক্ষিণ মালাবারে গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিলো এবং উত্তর মালাবারে ইংরেজদের এ সম্পর্কীয় ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব পড়েছিলো প্রচুর।[৮০]

মহীশূরীদের অধিকারের পূর্বে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণ ও নায়াররা তাদের সম্পত্তির বেশীব ভাগই "কানামদার" নামক ইজারাদারদের কাছে ইজারা দিতেন। কিন্তু আরসাদবেগ মোট উৎপাদনের ৬/২০ অংশ কর হিসাবে ধার্য ক'রে "কানামদের" সঙ্গে নিষ্পত্তি ক'রে নেন। তার হিসাব ছিলো এই রকম : কৃষকরা পাবে মোট উৎপাদনের ৬/২০ অংশ, মুনাফা ও চাষের খরচ বাবদ যাবে ১১/২০ অংশ, বাকি ৬/২০ অংশ পাবে গভর্ণমেণ্ট। আবসাদ অনুমান করতেন ১ 'পোরে' বীজে গড়পড়তা ১০ "পোবে" ফসল হবে। এর থেকে ৫½ যাবে কৃষকদের ঘরে আর ৪½ বিভক্ত হবে গভর্ণমেণ্ট আর জমির মা লিকের ভিতর। এই উৎপাদনের প্রতি "পোরে"র মূল্য স্থির হয় এক 'ফেনাম' তার থেকে গভর্ণমেণ্ট পাবে ৩ আর "জেন্‌মকার" ১½। এর সঙ্গে আরসাদের মোটামুটি হিসাব খাপ খায়, তা হ'ল—৭,৪৩,৪৮১ 'পোরে' বীজ বপন করলে, ২,৩১,৪৮১ হুন উৎপাদন হবে, আর তা হবে প্রতিরোপিত ' পোবে" ৩ ফেনাম,—এই হারের কাছাকাছি।[৮১]

ফলের গাছ, মসালা ও সবজীর উপর টিপুর কর নির্ধারণ নীতি খুব উদার ছিলো। নগদা ফসল. যেমন, কাজুবাদাম, এলাচ, দারচিনি ও শাকসবজীর উপর কর ছিলোনা। এমন কি যে সব নারকেল গাছে ১০টির বেশী নারকেল ফলতো না সেগুলিরও কর ছিলো না।[৮২]

হায়দর যখন মালাবার আক্রমণ করেন, তখন যে-সব রাজা বশ্যতা স্বীকার ক রে কর দানে সম্মত হন তারা নিজেদের রাজ্য দখলে রাখতে অনুমতি পান।[৮৩] টিপু এই নীতি অনুসরণ ক'রে চলেন। বস্তুত, তিনি ও তার পিতা জমি হস্তান্তর বিষয়ে স্থানীয় প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চাননি। ওয়ার্ডেন বলেন, "তারা খেয়ালখুসি মত দখলকারীদের এক জমিদারি থেকে অন্যটায় বদল করতেন না বা তাদের উচ্ছেদ ক'রে তার স্থানে নিজেদের প্রিয় বা পোষ্য ব্যক্তিদের বসাতেন না"।[৮৪] কিন্তু বহু রাজা ও জমিদার বিদ্রোহ বা দেশত্যাগ করেছিলেন ব'লে তাদের জমি মহীশূর গভর্ণমেণ্ট দখল ক'রে নেয় ও কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করে।

কিন্তু এটা বাড়াবাড়িতে পৌঁছেনি; কারণ, ওয়ার্ডেন আরো বলেন, "বোর্ডকে যতটা মনে করান হয়েছিলো, মুসলমান রাজত্বের সময় মালাবারের ভূ-সম্পত্তি ততটা ওলট-পালট হয়নি"।[৮৫]

শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধির সময় পর্যন্ত (১৭৯২) টিপুর রাজস্বখাতে আয় ছিলো ৬৮,৮৯,৮৯৩ পেগোডা (দু' কোটি টাকার উপর)—কুরগুসের ৬৬,৬৬৬ পেগোডা সহ।[৮৬] ঐ সন্ধির পর তিনি তার রাজ্যের অর্ধেক থেকে বঞ্চিত হ'লে তার আয়ও ৩৫ থেকে ৪০ লাখ পেগোডায় নেমে আসে। এ ক্ষতি পূরণ করবার জন্য ১৭৯৫ সালে তিনি করের হার ৩৭½ শতাংশ বাড়িয়ে দেন (৩০ শতাংশ উৎপাদনের উপর, ও ৭½ শতাংশ শুল্ককর হিসাবে)।[৮৭] এসত্ত্বেও তার রাজস্ব আয় পূর্ব-পরিমাণ হতে পারে নি, যদিও তিনি তার কাজ কারবারেব সুবন্দোবস্ত কবতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং যখন শ্রীরঙ্গপটমের পতন হয় তখন তাব রাজকোষ পূর্ণ দেখা গিয়েছিলো।

বাণিজ্য ও শিল্প

অতীতে খুব কম ভারতীয় রাজাই টিপু সুলতানের মত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে উৎসাহী ছিলেন। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হ'য়ে শুধু তিনিই বুঝেছিলেন যে কেবল মাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারাই একটা দেশকে বড় ও শক্তিশালী করা যায়। তাই তাদের মতই কলকারখানা স্থাপন ক'রে তিনি তার দেশের বাণিজ্য উন্নীত করতে চেষ্টা করেন। কচ্ছদেশে ১৭৮৯ সালে নির্মিত তার দু'টি কারখানা ছিলো—একটা মুন্‌ধিতে আর একটা মুন্দ্রায়। সেখানে কর্মচারী ছিলো ৭জন "দারোগা" এবং ১৫০ জন সিপাহী। কচ্ছ ও মহীশূরের মধ্যে বেশ জোরালো ব্যবসা বাণিজ্য চলতো।[৮৮]

টিপু প্রধানতঃ মুক্তা খরিদের জন্য অরমুজেও একটা কারখানা স্থাপন করেন, আর একটা জেড্ডায়।[৮৯] এডেন, বুশায়র ও বসরায় কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলে, কিন্তু ফল হয়নি। যাই হোক, ১৭৮৫[৯০] সালে প্রতিষ্ঠিত মাস্কেটের কারখানাটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়, কারণ এটির মাধ্যমেই মহীশূর রাজ্যের রপ্তানীমাল পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বিলি হ'ত, আর ঐ অঞ্চল থেকে আমদানী মাল মহীশূরে আসতো। রপ্তানী মাল ছিলো কাঠ, চন্দনকাঠ, রেশম, এলাচ, গোলমরিচ, চাল, হাতির দাঁত ও কাপড়। আমদানীমাল হ'ল, জাফরানবীজ, রেশমগুটি, ঘোড়া, পেস্তা, কিসমিস, সৈন্ধব লবন, মুক্তা, গন্ধক, তামা, খেজুর ও অমসৃণ চীনামাটির বাসন। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য দরকার ছিলো রেশমগুটির, সেনাদের জন্য ঘোড়া, আর বরুদ নির্মানের জন্য গন্ধকের। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চাল অতি প্রয়োজনীয় ছিলো, কারণ মেঙ্গালোর থেকে এর রপ্তানী বন্ধ হ'লে ওমানের অধিবাসীদের বড় দুর্ভোগ হ'ত।[৯১] পারস্য উপসাগর অঞ্চলে নৌকো তৈরির জন্য মালাবারের সেগুন কাঠ ব্যবহৃত হ'ত। এটা প্রায় সবই কেলিকাট থেকে রপ্তানীর মাল।[৯২] রপ্তানীকরা

কাপড় নানা রকমের ছিলো, কিছুটা মহীশূরে তৈরি, অবশিষ্ট ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত।[৯৩]

মাস্কেট ছিলো ভারত ও লোহিত এবং পারস্যউপসাগর অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান গঞ্জ। এর বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য টিপু তার পিতার মত ওখানে তার স্বার্থ ও ইমামের সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক রক্ষার্থে একজন "উকিল" রাখতেন।[৯৪] ইমাম ও অনুরূপ মনোভাব দেখাতেন এবং মেঙ্গালোরের চাল ও মালাবারের অন্যান্য জিনিসের উপর ওমানের নির্ভরতা বুঝতে পেরে মাস্কেটে টিপুর প্রজাদের সম্বন্ধে অগ্রাধিকার সূচক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। যেমন, শুল্ক ইয়োরোপীয়রা দিতো ৫%, ভারতীয়রা ৮%, আরবীয় ও পারশীরা ৬½%, মহীশূরী বণিকরা ৪% মাত্র। প্রতিদানে, মহীশূর বন্দর সমূহেও ইমাম ও তার প্রজাদের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হ'ত।[৯৫]

মাস্কেটের বাণিজ্য কুঠিটির ব্যবস্থা ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বাণিজ্যকুঠির ব্যবস্থার ভিত্তিতে ছিলো, কুঠির অধ্যক্ষ হলেন একজন "দারোগা" (কুঠিওয়াল), তার অধীনে মুৎসুদ্দি (কেরাণী) ও গোমস্তারা (আড়তদাররা) এবং একদল সেনা। কেনাবেচা হ'ত স্বয়ং "দারোগার" দ্বারা, বা দালালের মারফৎ। মাস্কেট ও বুসায়ারে টিপুর প্রধান দালাল ছিলেন শেঠ মাও, বসরাতে ছিলেন জনৈক ইহুদিও "মুতেসেলিমের" বিশ্বাস ভাজন আবদুল্লা।[৯৬] টিপু মাস্কেটের "দারোগার" সঙ্গে নিয়মিত পত্রাচার করতেন, কোন কেনাবেচার বিষয়ে ও বাণিজ্য কুঠির ব্যবসা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ, তার মাস্কেটের "দারোগা" মীর কাজিমকে জানাচ্ছেন, যে সব মুক্তা তিনি কিনেছেন তার দাম বেশী এবং তার উচিত হবে বাহরেন থেকে সস্তাদরে কেনা। তিনি আরো বলছেন— চন্দনকাঠ ও গোলমরিচের দাম মাস্কেটে কম থাকায় দর না বাড়া পর্যন্ত সেগুলির বিক্রী বন্ধ থাকবে "দারোগা"কে বলা হচ্ছে—সমুদ্রগামী জলতরী নির্মাণের জন্য দশজন মিস্ত্রি পাঠাতে।[৯৭] পরের একপত্রে চন্দনকাঠের বিক্রী দাম ঠিক ক'রে লিখলেন। প্রথম শ্রেণী গুলির দাম হ'বে প্রতি কাণ্ডি ১২০ পেগোডা, দ্বিতীয় শ্রেণী ১০০ পেগোডা, তৃতীয় শ্রেণী ৯০ পেগোডা, চতুর্থ শ্রেণী ৮০ পেগোডা।[৯৮] অন্য একপত্রে সুলতান "দারোগা"কে নির্দেশ দিচ্ছেন, কুইস্‌ম্ দ্বীপ থেকে রেশমগুটি পোকা ও সেগুলির ডিম সংগ্রহ ক'রে তা পালনে অভিজ্ঞ কয়েকজন লোকসহ শ্রীরঙ্গপটমে পাঠাতে।[৯৮] সেরূপ, "দারোগা"কে লেখা পত্র আছে, যাতে জাফরান বীজ ও গন্ধক পারস্য থেকে ও খেজুর চারা মাস্কেট থেকে কেনবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দারোগাকে বলা হচ্ছে, বাহ্রাণ থেকে মুক্তা-ডুবুরি পাঠাতে মালাবার উপকূলে মুক্তার চাষ সংস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য।[১০০]

পারস্য উপসাগর অঞ্চল থেকে আমদানীর ও মহীশূর থেকে তথায় রপ্তানীর পরিমানের কোন অঙ্ক পাওয়া যায় না। বম্বে গভর্ণরকে লিখিত মাস্কেটের এক

দালালের পত্রে অনুমিত হয় যে প্রায় ৫ বা ৬টি মাল ভর্তি জলযান প্রতি বৎসর টিপুর নিশান উড়িয়ে মাস্কেট আসতো।[১০১] এছাড়া মালাবার উপকূল ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে ভারতীয় ও আরবীয় বণিকদের বহু ছোট জলযান, নৌকো ও ডিঙ্গি যাতায়ত করে থাকতো। এই ব্যবসা জাঁকালো ছিলো মনে হয় এই থেকে যে, টিপু তার সমস্ত এলাচ আরব উপকূলে বিক্রী করেন।[১০২]

বাণিজ্যের প্রতি টিপুর উৎসাহের পরিমাণ এই থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি পেগুর সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন। তিনি পেগুর রাজার কাছে তার প্রতিনিধি হিসাবে মহম্মদ কাসিম ও মহম্মদ ইব্রাহিমকে পাঠান।[১০৩] আমরা দেখেছি, রাজ্যের ব্যবসার উন্নতির জন্য টিপু ফ্রান্স, তুরস্ক ও ইরাণে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চীনা বণিকরা জলদস্যুর ভয়ে মালাবার উপকূলে আসতে দ্বিধা করতো বলে টিপু মহীশূর রক্ষী—জাহাজের তত্ত্বাবধানে চীনা—জলযান নিয়ে আসতে অফিসারদের নির্দেশ দেন।[১০৪] আর্মেনিয় বণিকরা ভাল ব্যবসায়ী ব'লে গণ্য ছিলো, এজন্য মহীশূরে বসবাস করতে তাদের উৎসাহ দিয়ে তাদের ভালবাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হ'ত। কেনা বেচায় তাদের পূর্ণ অধিকার ছিলো, বিনা শুল্কে জিনিসপত্রের আমদানীও করতে পারতে।[১০৫] কিন্তু ইয়োরোপীয় কোম্পানীদের মালাবারের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক কড়াকড়ি ছিলো। ফলে, তেল্লিচেরীর ইংরেজ কুঠি ও মাহের ফরাসী কুঠির অবক্ষয় হয়।

বেসরকারী বাণিজ্য-প্রচেষ্টা অনুমোদিত হ'লেও টিপুই তার রাজ্যের প্রধান ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি স্বর্ণ-ধাতু, তামাক, চন্দনকাঠ, মূল্যবান ধাতু, হাতি, নারকেল এবং কালোমরিচের ব্যবসা সরকারের একচেটে করেছিলেন। কাঠও একচেটে ছিলো, বনের মালিকরা এক কাণ্ডির জন্য ৩ টাকা পেতো। মালাবারের বনজ আয় ছিলো ৩০,০০০ পেগোডা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কাঠের একচেটে ব্যবসা শুধু সেগুন কাঠেই নিবদ্ধ ছিলো। আবলুস ও অন্যান্য প্রকারের কাঠের ব্যবসা বণিকরা অবাধে চালাতে পারতো। কেলিকাট ছিলো কাঠের ব্যবসায়ের কেন্দ্র। সেখান থেকে কিছু সেগুন কাঠ মেঙ্গালোর পাঠানো হ'ত সেখানে টিপুর জন্য জলযান তৈরির কাজে তা লাগতো। অবশিষ্টটা ভারতীয়, ইয়োরোপীয় ও আরবীয় বণিকদের কাছে বিক্রী করা হ'ত। প্রথমদিকে একজন মোপ্‌লা সেগুন গাছ কাটার তত্ত্বাবধানে ছিলো, কিন্তু পরে তার স্থানে একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হয়।[১০৬] টিপুর আদেশে রাজা রামচন্দ্র প্রত্যেক "তালুকে" সরকারী দোকান স্থাপন করেন, সেগুলিতে সোনা, রূপো, কাপড় ও অন্যান্য জিনিস বিক্রী হ'ত।[১০৭] তাছাড়া, সুলতান স্থানীয় মহাজনী ব্যবস্থা দূর ক'রে নিজেই মুদ্রা প্রেরণ ও আদান প্রদান কাজ হাতে নেবার চেষ্টা করেছিলেন।

টিপু তার রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যে কত বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন তা প্রকট হয়

তার ঘোষিত দু'টি সুবিস্তারিত বিধিতে,—একটির ঘোষণা হয় ২৫শে মার্চ, ১৭৯৩, আর একটি ২রা এপ্রিল, ১৭৯৪। বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ তার ৯জন অফিসার বা "মালিক-উত্-টুজার"দের জন্য এগুলির প্রণয়ন হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী তারা দেখবেন নৌ-বাণিজ্য ও বাণিজ্যকুঠি, দেখবেন হাতি এবং অন্যান্য জিনিস,—যেমন রেশম, সুতির কাপড়, চন্দনকাঠ, গোলমরিচ, এলাচ, চাল, সোনা, রূপো ও গন্ধক রপ্তানীর জন্য মজুদ আছে কিনা। তারা "আসফ"দের মাধ্যমে খরিদ করবেন এবং বেসরকারী বণিকদের মতই শুল্ক দেবেন। তারা বিদেশী বণিকদের মহীশূরে বসতি করতে উৎসাহ যোগাবেন। সুদক্ষ ও বিশ্বাসী 'গোমস্তা" ও "মুৎসদ্দি" দেশের ও বিদেশের বাণিজ্য কুঠিতে নিযুক্ত করবেন। "গোমস্তারা" ঠিকমত হিসাব রক্ষায় অভিজ্ঞ হবেন, এবং প্রতারণা ও তহবিল তছরুপ নিবারণে সমর্থ থাকবেন। বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ও তাদের অফিসরগণ তাদের নিজ নিজ ধর্ম-প্রথামত অঙ্গীকার করবেন যে তারা সততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করবেন। যদি কোন অফিসার অসাধুতার সঙ্গে কাজ করেন, তবে অন্য সকলে মিলে দোষীকে লজ্জা ও অসম্মানের পাত্র ক'রে তুলবেন এবং তার কথা সুলতানকে জানাবেন যাতে তার যথাযোগ্য শাস্তি হতে পারে। বিদেশের শাসকগণের অনুমতি নিয়ে সেসব স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করতেও বিভাগটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মহীশূরে পাঠাবার জন্য বাণিজ্যকুঠিগুলি ঐ সব দেশের দুর্লভ জিনিসপত্র কিনবে; বদলে, মহীশূরে উৎপন্ন জিনিস বিক্রী করবে। মহীশূরে থাকবে ৩০টি বাণিজ্যকুঠি, এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ও বাইরে ১৭টি।[১০৮] কিন্তু টিপুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি; কয়েকটি বাণিজ্যকুঠি মাত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। শ্রীরঙ্গপটম পতনের পর কাছে ও মাস্কেটের কুঠি দুটি লর্ডেটের ভ্রান্তি বশতঃ মহীশূর গভর্ণমেণ্টের অধীনে থেকে যায়। কিন্তু ১৮০০ সালের শেষ নাগাদ সেগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং কর্মচারীদের মহীশূরে ফিরে আসবার আদেশ হয়।[১০৯]

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রজাদের উৎসাহ জন্মাবার জন্য টিপু একটা বাণিজ্য-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেককেই এর একটি অংশ কিনতে উৎসাহ দেওয়া হ'ত। যে-কেহ পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকা জমা দিতো বছর শেষে তার লাভ হ'ত পঞ্চাশ শতাংশ পাঁচশ থেকে পাঁচ হাজার জমা করলে পঁচিশ শতাংশ ও পাঁচ হাজারের অধিক জমায় বারো শতাংশ কোন অংশীদার তার অংশ বিক্রী করতে চাইলে তাকে লাভ সমেত মূলধন ফেরৎ দেওয়া হ'ত। অল্প টাকা জমা করলে লভ্যাংশ বেশী দেওয়া হ'ত—ছোট বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেবার জন্য।[১১০]

মহীশূরে শিল্পোন্নতির জন্য টিপু লুই xvi র প্রেরিত ফরাসী কারিগর ও শ্রমিকদের সহায়তা পেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী উদ্যোগী কর্মী, ইংরেজ দলত্যাগী ও যুদ্ধ বন্দীদেরও কাজে খাটান। আমরা দেখেছি, তিনি

অটোমন সুলতানকে লিখেছিলেন তার রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্যদানে সক্ষম কারিগর পাঠাবার জন্য।

টিপু শ্রীরঙ্গপটম, চিতলদুর্গ, বেঙ্গালোর ও বেদনুরে নানা রকমের কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় কারিগর নিযুক্ত হ'ত, কাঁচি, বালির ঘড়ি, পকেট-ছুরি, কামান, গাদাবন্দুক, বারুদ, কাগজ, ঘড়ি ও ছুরি কাঁচি ইত্যাদি কাটবার যন্ত্র তৈরি হ'ত। কামানের ছিদ্র করবার জন্য একজন ফরাসী কারিগর জল-চালিত একটা ইঞ্জিন তৈরী করেছিলো।[১১১] বেদনুরের গোলাবারুদ তৈরির কারখানায় প্রতি বৎসর ২০,০০০টি গাদাবন্দুক ও কামান তৈরি হ'ত এবং সুলতানের উক্তি মত তা তাকে অস্ত্রশস্ত্রে স্বয়ম্ভর করেছিলো।[১১২] শ্রীরঙ্গপটম দুর্গে একটা বড় কাগজের কল ছিলো।[১১৩] রাজধানীর নিকটস্থ পাথরখাদে নানা আকৃতিতে পাথর কাটা হ'ত। মহীশূরে প্রস্তুত বারুদ ইংরেজদের তৈরি বারুদ থেকেও উৎকৃষ্টতর ছিলো।[১১৪] চেন্নাপঠনাতে কাচের জিনিসপত্র তৈরি হ'ত। ঐ স্থান বাদ্যযন্ত্রের ইস্পাতের তার তৈরির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলো, সেগুলি ভারতের নানা স্থানে পাঠানো হ'ত। এছাড়া, চেন্নাপটনায় অতি মসৃণ চিনির উৎপাদন হ'ত, কিন্তু তৈরির কৌশল গোপন থাকতো।[১১৫] চিকবল্লাপুরে তৈরি মিছরি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিলো এবং পরিষ্কৃত চিনি ছিলো অতি সাদা ও মসৃণ। এর উৎপাদন প্রণালী টিপু উদ্ভাবন করেন এবং তা গোপন রাখা হয়।[১১৬] দেবনহাল্লি "তালুকে" টিপুর আদেশে আনীত চীনাদের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনি তৈরি হ'ত।[১১৭] বেঙ্গালোরের তাঁতীরা অতি সূক্ষ্ম ও জমকালো কাপড় তৈরি করতো, কিন্তু ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপটম পতনের পর, ঐ শিল্প পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লুপ্ত হয়।[১১৮] বঙ্গদেশ ও মাস্কেট থেকে রেশমগুটির আমদানী করে ও তুঁত গাছের চাষে রেশমশিল্পের উন্নতি করা হয়। মালাবার উপকূলে মুক্তাশুক্তি ডুবুরিকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিলো এবং সেজন্য মাস্কেট থেকে মুক্তাডুবুরি আনানো হয়।

সশস্ত্র সেনাদল

টিপুর পেশাদার স্থায়ী সেনাদল নিজাম বা মারাঠা সেনাদলের চেয়ে অধিকতর সুসজ্জিত, নিয়মানুবর্তী ও সমরাভিজ্ঞ ছিলো। কেম্পবেলের মতে "টিপু একজন কর্মতৎপর, উচ্চাকাঙ্খী ও উদ্যমশীল নৃপতি ছিলেন। তার সেনাদল আমাদের পরিচিত এশিয়ার যে-কোন রাষ্ট্রের সেনাদলের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের"।[১১৯] সেরূপ উইলিয়াম মেকলয়েড বলেছিলেন, "টিপু হচ্ছেন একমাত্র নরপতি যিনি একটি সুপরিকল্পিত রূপে তার সেনাবাহিনীকে সুপরিচালিত ও সুবিন্যস্ত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর উন্নতির জন্য যে-কোন পরিবর্তন গ্রহণ করতে রাজি থাকতেন"।[১২০] একজন ফরাসী অফিসার দৃঢ়ভাবে বলেন, টিপুর "গোলন্দাজ বাহিনী সুশৃঙ্খল ও সুপরিচালিত,

তার সেনাদল যুদ্ধের কঠোরতায় অভ্যস্ত এবং ভারতীয় রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম বেতনভোগী ও নিয়মানুবর্তী। তিনি এখন ইংরেজদের নিকট দুর্ধর্ষ, সুবা বা মারাঠা সেনা তাকে যুদ্ধে আহ্বান করার অবস্থায় নেই" ।[১২১]

টিপুর স্থায়ী অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে থাকতো ছোট বন্দুক ও তরবারি। তাদের কোন বিশেষ পোষাক ছিলো না।[১২২] অশ্বের কোন পেটি থাকতোনা,—এ থেকেই ইংরেজরা, মারাঠা ও নিজাম অশ্বারোহীদের থেকে মহীশূরীদের পৃথক করতে পারতো।[১২৩] টিপুর অস্থায়ী অশ্বারোহীরা খুব প্রয়োজনে আসতো। তারা সব কিছু ক্লেশ সহ্য করতে সমর্থ ছিলো এবং স্থায়ী অশ্বারোহীদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ থাকায় তাদের ভয়ের ভাবটা কম থাকতো এবং তারা শত্রুদের বেশি ক'রে বেকায়দায় ফেলতে সমর্থ ছিলো।[১২৪] টিপুর পদাতিক সেনা ইয়োরোপীয় সেনাদের মত অস্ত্রসজ্জিত থাকতো। তাদের ছিলো ফরাসী মডেলে স্বদেশে তৈরি গাদা-বন্দুক ও সঙ্গীন। টিপুর নিকট বহু পরিমাণ ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশের তৈরি অস্ত্র ছিলো, কিন্তু তিনি সাধারণতঃ মহীশূরে তৈরি জিনিসই বেশি পছন্দ করতেন যদিও সেগুলি সব সময় তেমন ভাল থাকতো না। তার লঘুভার কামানও সাধারণতঃ ফরাসী কারিগরের সাহায্যে মহীশূরেই তৈরি হ'ত। সেগুলি ইংরেজদের কামানের চেয়ে খুব বেশি বড় ও দূর-পাল্লার হওয়ায় অধিকতর কার্যকর হ'ত। এতে গোলাবর্ষণের কাজে হায়দর ও টিপু উভয়েই ইংজেদের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করতেন। পদাতিক সেনা ইয়োরোপীয় কায়দায় গঠিত ছিলো; তাদের হুকুম দেওয়া হ'ত পারসিক শব্দে। তাদের পোষাক ছিলো মিশ্র বেগুনিরংয়ের সুতির খাটো জামা বাঘের চামড়ার অনুকরণে তার উপর চাকা চাকা দাগ, লাল বা হলদে পাগড়ি এবং খাটো চিলে পাজাম।[১২৫] যুদ্ধ না থাকলে পদাতিক সেনার বেশির ভাগই শ্রীরঙ্গপটম দ্বীপে ছাউনি ক'রে থাকতো। আর অশ্বারোহী সেনারা পশুখাদ্য সংগ্রহের সুবিধাজনক স্থানে রাজধানীর যত নিকটে সম্ভব ছাউনি ফেলতো। তার সর্বদা ব্যক্তিগত পরিদর্শনের বাইরে কোন বৃহৎ সেনাদল থাকুক—ইহা টিপু ভাল ব্যবস্থা ব'লে মনে করতেন না। একই অফিসাররা বহুকাল একই সেনাদলের নেতৃত্বে থাকবেন—ইহা তিনি কদাচিৎ হ'তে দিতেন।[১২৬] তিনি কঠোর সামরিক নিয়মানুবর্তিতা প্রচলিত রাখতেন এবং আদেশ দেওয়া হয়েছিলো যে কেউ যদি যুদ্ধকালে পালিয়ে যাবার বা দল ছাড়বার চেষ্টা করে, তবে তাকে গুলি করা হবে।[১২৭] বেতন বণ্টনের জন্য টিপুর মাস ৩৬,[১২৮] ৪৫,৫০, এমন কি ৬০ দিনেও গোনা হ'ত।[১২৯]

টিপু তার সেনাদলের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর রেখেছিলেন এবং কি যুদ্ধ কালে, কি শান্তির সময় তার উপস্থিতি তাদের ভিতর উৎকর্ষতায় একে অন্যকে ছাপিয়ে যাবার উৎসাহ আনতো। অন্য কোন ভারতীয় নৃপতির সেনাদের ভিতর এ-ভাব ছিলোনা। টিপুর সেনাদল সামন্ততান্ত্রিক প্রথামত গঠিত

হয়নি, এটাই ছিলো তাদের শক্তির মূলে।[১৩০] শুধু মহীশূর থেকেই নয়, নিকটবর্তী অন্যান্য রাজ্য থেকেও তিনি সেনাদলে ভর্তির জন্য লোক সংগ্রহ করতেন। সেনাদের পরিবার বর্গকে হয় শ্রীরঙ্গপটমে নয় বেঙ্গালোবে বা বেদনুরে থাকতে হ'ত।[১৩১] মহীশূর থেকে সংগৃহীত সেনাদের বলা হ'ত "জুমরা"। তাদের পাগড়ি সবুজ রংয়ের ও লালচে কিনারা যুক্ত আর রাজ্যের বাইরে থেকে সংগৃহীতদের বলা হ'ত "ঘেইর জুমরা", তাদের পাগড়ি সম্পূর্ণ সবুজ।[১৩২] টিপু ব্রাহ্মণ, "দরবেশ", ও বণিকদের যোদ্ধার কাজ থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। হিন্দুদের মধ্য থেকে শুধু রাজপুত ও মারাঠারাই সেনাদলে ভর্তি হ'তে পারতো। মুসলমানদের ভিতব শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদের পছন্দ কবা হ'ত বেশি।[১৩৩]

টিপুব রাজত্বের প্রথম দিকে মহীশূর সেনাদল "কুশুন", 'রিসাল" ও "জুক্"-এ বিভক্ত ছিলো, প্রত্যেক "কুশুনের" কর্তা ছিলো একজন "সিপাদাব", একজন "বক্সি" ও "মুৎসুদ্দিরা" দলে থাকতো। প্রতিটি "রিসালাব" কর্তা ছিলো একজন "রিসালদার" আর "জুকেব' "জুকদাব", পরবর্তী স্তরে ছিলো "সরখেল", "জমাদার", দফাদার" ও 'ইয়াযাকদার"।[১৩৪]

"সিপাদারেব" কর্তব্য ছিলো তার "কুশুনের" অফিসার ও সেনাদের আচরণের প্রতি নজর রাখা। "জুকদার" ও অন্যান্য নিম্নস্তবের অফিসারদের উচ্চতর পদে উন্নীত করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিলো, তাদের শাস্তি দেবারও। শাস্তি দিতে হ'লে সামরিক বিচার হ'ত। কিন্তু একজন "রিসালদার" যদি শাস্তির বা পুরস্কারের যোগ্য হ'ত, তবে তার ব্যাপাবটা সুলতানের কাছে যেতো। সিপাদারকে "বক্সি" ও "মুৎসুদ্দিদের সহ প্রতিমাসে একবার সেনাদের হাজিরি নিতে হ'ত আর পরিদর্শন করতে হ'ত তাদের বন্দুক ও সামরিক সাজসরঞ্জাম। তারপর "বক্সি'র সঙ্গে সহযোগে একটা বিবরণী পেশ করা তার কাজ ছিলো। "কুশনে" অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ প্রচুর মত হচ্ছে, কামান, বন্দুক পরিষ্কার রাখা হচ্ছে, কুচকাওয়াজ নিয়মিত হচ্ছে—এসব তাকে দেখতে হ'ত। তার কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হ'লে, "রিসালদারদের পরামর্শ তিনি লিখিত ভাবে নিতেন। তারা ভিন্নমত হলে পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে কোন সিদ্ধান্তে আসা হ'ত[১৩৫] প্রতি মাসেব শেষে তার "কুশুনের" সেনাদের বেতনেব ফর্দ তৈরি কবা ছিলো "বক্সিব" কর্তব্য। তারপর, শ্রীরঙ্গপটম থেকে টাকা সংগ্রহ করে "সিপাদাবের" উপস্থিতিতে প্রতিমাসের প্রথম দিন তা বণ্টন করতেন।[১৩৬] "রিসালদারের" কর্তব্য ছিলো ছুটির দিন বৃহস্পতিবাব ছাড়া সপ্তাহে প্রতিদিন তার সেনাদেব কুচকাওয়াজ করানো।[১৩৭] সেনাদলের আর একজন বিশিষ্ট অফিসার ছিলেন "সারিয়াসাকচি"। তার কর্তব্য ছিলো সেনাদলের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকবার জন্য প্রত্যহ তার "রিসালা" পরিদর্শন ক'রে প্রথমে "সিপাদার", তারপর "হুজুরের" জইস্ "কাছারি", এবং সর্বশেষে সুলতানের নিকট রিপোর্ট পেশ করা। "ইয়াসাকচির কাজ ছিলো

রিসালদার" ও "সিপাদার"কে সেনাদলের সংস্পর্শে রাখা। তিনি "রিসালায়" ঘুরে বেড়াতেন এবং সেনাদের অবস্থা ও সাজসরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ ক'রে "রিসালদার" ও "সিপাদারের" কাছে রিপোর্ট দিতেন। যুদ্ধকালে তিনি সেনাধ্যক্ষের আদেশ তার অধীন লোকদের গোচরে আনতেন, এছাড়া, কুচকাওয়াজের সময় তাকে উপস্থিত থেকে দেখতে হ'ত বিধিমত তা সম্পন্ন হচ্ছে কিনা যদি তিনি পদোন্নতির যোগ্য হতেন, তবে তাকে "জুক্‌দার" পদ দেওয়া হ'ত ; কিন্তু শাস্তি পাবার যোগ্য হ'লে তিনি "সরখেল" পদে নেমে যেতেন।[১৩৮]

কিছুকাল পর টিপু তার সেনাদলের পুণর্গঠন করেন। ফলে, "বক্সি" যিনি পূর্বে মাত্র একজন বেতন বণ্টনকারী ছিলেন, হয়ে গেলেন সেনাদলের অতি বিশিষ্ট এক অফিসার "আস্‌কার (স্থায়ী অশ্বারোহী সেনাদল) বিভিন্ন কাছারি'তে (ব্রিগেডস) বিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ "কাছারি" ছিলো চারটি। প্রতিটি "কাছারি" পাঁচটি "মকুমে" (রেজিমেণ্টে) বিভক্ত। প্রতি "কাছারি" ও "মকুমের" সেনাসংখ্যার ঠিক ছিলোনা। "কাছারির" অধ্যক্ষকে বলা হ'ত "বক্সি," "মকুমের" অধ্যক্ষকে "মকুমদার" প্রতিটি "মকুম" চারটি "রিসালাতে" (স্কোয়াড্রন) বিভক্ত, একজন "রিসালদার" প্রতিটির অধ্যক্ষ। প্রতিটি "রিসালা" আবার "ইয়াজে" (সেনায়) ভাগ করা, প্রত্যেকটির কর্তা একজন "ইয়াজাকদার" (কেপ্টেন)। "ইয়াজাক-দারের" অধীনে "সরখেল" (সাব্‌-অল্‌টারন), হাবিলদার ও সিপাহী থাকতো।[১৩৯]

"সিলহাদার" (অস্থায়ী অশ্বারোহীরা কোন দলে গঠিত ছিলোনা)। প্রতিটি পার্টির নায়ক যেমন ভাল মনে করতেন তেমনি ভাবে বন্দোবস্ত ক'রে থাকতেন। অস্থায়ী অশ্বারোহীরা বেশ প্রয়োজনে লাগলে ও তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ছিলোনা। স্থায়ী অশ্বারোহী দল ছিলো গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা, গভর্নমেণ্টের খরচে তারা অস্ত্রে ও পোষাকে সজ্জিত। কিন্তু অস্থায়ীরা ছিলো দলকর্তার সম্পত্তি ; এই দলকর্তাকে গভর্নমেণ্ট নিয়মিত মাসিক বেতন দিয়ে থাকতো। যুদ্ধকালে অশ্ব নিহত হলে গভর্নমেণ্ট তার দাম দিতো। স্থায়ী অশ্বারোহীদের প্রাপ্ত লুটের মালের অর্ধেকটা ছিলো গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি। বাকিটা সেনাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হ'ত।[১৪০]

"জৈস্" (পদাতিকসেনা) চারটি "কাছারি"তে (ব্রিগেডস্) বিভক্ত ছিলো। প্রতিটি "কাছারির" ছ'টি "কুশুন" (রেজিমেণ্ট)। প্রতিটি "কুশুন" "জুক" সমূহে (কোম্পানীতে) বিভক্ত প্রতিটি "কাছারি"র কর্তা হলেন একজন "বক্সি"। তার হিসাবরক্ষক ও অনেক সহযোগী থাকতো। "কুশুনের' কর্তা 'সিপাদার" (কমাণ্ডেণ্ট)। প্রতিটি "রিসালা"র নেতৃত্বে থাকতেন "রিসালদার"। "জুকে"র কর্তা একজন "জুক্‌দার" (কেপ্টেন), তার অধীনে থাকতো "সরখেল" (সাব্‌ অলটান, ("জমাদার" (সাধারণ সৈনিক।[১৪১] প্রতিটি "কুশুনে" একজন

"জুকদারের" অধীনে ক্ষেপনাস্ত্রধারীদের একটা দল থাকতো, আর একজন "সুবেদারের" অধীন কামানবাহী লস্করদের সহ গোলন্দাজী দল। প্রতি "কুশুনে" ক'টি কামান থাকবে, তা নির্ভর করতো সেনা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট কাজের গুরুত্বের উপর। সেজন্য, কামান থাকতো একটি থেকে পাঁচটি পর্যন্ত প্রতিটি "কুশুনের" সবুজ কিনারা যুক্ত লাল রংয়ের ত্রিকোন পতাকা এবং নিদর্শন স্বরূপ পদক থাকতো।

সেনাদলের সাধারণ প্রশাসনের কাজ হ'ত মীর মীরাণ বিভাগের দ্বারা শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধির (১৭৯২) পর মহীশূর রাজ্যবাসীদের থেকে সংগৃহীত সেনাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একটা পৃথক বিভাগ গঠিত হয়। "মীরসুদার" বিভাগের কাজ ছিলো দুর্গ সমূহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণে থাকা, এবং তথাকার রসদপত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সেনা সরবরাহ করা।[১৪২] কিন্তু যুদ্ধের নীতি-মূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুলতান স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতেন, তিনিই ছিলেন তার প্রধান সেনাধ্যক্ষ।

টিপুর সেনাসংখ্যার স্থিরতা ছিলোনা, সামরিক প্রয়োজন ও সংস্থান অনুযায়ী তার পরিবর্তন হ'ত। আলেকজেণ্ডার রীডের মতে তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূর যুদ্ধের প্রাক্কালে টিপুর সেনা-বল ছিলো এরূপ—৩,০০০জন স্থায়ী অশ্বারোহী, ৫,০০০জন অস্থায়ী অশ্বারোহী, ৩,০০০জন "লুটের", ৪৮,০০০ জন স্থায়ীপদাতিক, ১০,০০০ জন "আসাদ ইলাহি", ৬০,০০০ জন গাদা বন্দুক ও তরবারিধারী বার্তাবহ এবং ৩,০০০ জন বর্শাধারী।[১৪৩] তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে টিপুর সেনা ছিলো,—১৮,০০০ জন অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ জন স্থায়ী পদাতিক। ১,০০,০০০জন অস্থায়ী পদাতিক রাখা হয়েছিলো দুর্গসমূহ রক্ষার কাজে ও রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করার করার জন্য।[১৪৪] কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি (১৭৯২) অনুযায়ী টিপু অর্ধেক রাজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে সেনাসংখ্যা কমাতে হয়। সেই রকমই ১৭৯৩ সালে মহীশূরী সেনাদলে ছিলো ৭,০০০ জন স্থায়ী অশ্বারোহী, ৬,০০০ জন অস্থায়ী অশ্বারোহী, ৩০,০০০ জন স্থায়ী পদাতিক, ৫,৩০০ জন রাজস্ব সম্পর্কিত বার্তাবহ, ৩৬,০০০ জন "কাণ্ডাচার" ও ২,০০০ জন গোলন্দাজ।[১৪৫] পরের বৎসর সেনাসংখ্যা আরো কমিয়ে দেওয়া হয় এবং দাঁড়ায় এরূপ—৬,৪৫০ জন স্থায়ী অশ্বারোহী, ৭,৫০০ জন অস্থায়ী অশ্বারোহী, ৩৬০ জন অনধীন অশ্বারোহী, ২৩,৮০০ জন পদাতিক, ক্ষেপণকারীদের সহ ২,৫০০ জন গোলন্দাজ, ও শ্রীরঙ্গপটম, বেদনুর, চিতলদুর্গ ও অন্যান্য স্থানের ১২,০০০জন গড়সেনা। সেনাদল রক্ষার মোট খরচ, ১৭৯৪ সালের হিসাবে, ২৪,৩০,১৮৬ পেগোডা —এটা বিভিন্ন দুর্গের সেনারক্ষার খরচ ছাড়া। সে-খরচ হ'ল ৫,৭০,৩৩১ পেগোডা।[১৪৬] ১৭৯৮ সালের জুলাইতে টিপুর সেনাসংখ্যা ছিলো এরূপ ৬,০০০ জন স্থায়ী অশ্বারোহী, ৭,০০০ জন অস্থায়ী অশ্বারোহী, ৩০,০০০ জন স্থায়ী

পদাতিক, ৪,০০০ জন "আহমোদি" বা "আসাদ ইলাহি সেনা, ১,৫০০ জন বর্শাধারী, ৮,০০০ জন বার্তাবহ, ও ৬,০০০ জন খননকারী।[১৪৭] টিপুর ফরাসী সেনাদলে ছিলো ৪ জন অফিসার, ৪০ জন সাধারণ সেনা (ইয়োরোপীয়) এবং লালের দলভুক্ত ৩৫০ জন বর্ণসঙ্কর ও কাফের। এপ্রিলে আইল অব ফ্রান্স থেকে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে ৬ জন অফিসার, ৫০ জন সাধারণ সেনা (ইয়োরোপীয়) এবং ১০০ জন বর্ণসঙ্কর ও কাফের ছিল।[১৪৮] যদিও ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির অভিযোগ এনেছিলেন, মেকলয়েডের বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, ডিসেম্বর ১৭৯৮ এর পূর্বে শেষকালীন বেতন বণ্টনের সময় সেনাসংখ্যা সে বৎসরের জুলাই থেকে কম ছিলো। শ্রীরঙ্গপটমের ৩,৮২৮ জন গড়সেনা সহ এবং অন্যান্য গড়সেনা ও নতুন সেনা বাদ দিয়ে পদাতিক সেনাসংখ্যা ছিলো ২২,৩৭৫ জন। স্থায়ী অশ্বারোহী ছিলো মাত্র ২,৬৬২ জন এবং অস্থায়ী অশ্বারোহী ৭,০৮১ জন।[১৪৯] ওয়েলেসলি যখন যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ করেন, তখনই শুধু সুলতান তার সেনাসংখ্যা বাড়িয়েছিলেন এবং চতুর্থ ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধের প্রাকালে টিপুর ছিলো ৩,৫০২ জন স্থায়ী অশ্বারোহী, ৯,৩৯২ জন অস্থায়ী অশ্বারোহী, ২৩,৪৮৩ জন স্থায়ী পদাতিক, ৬,২০৯ জন স্থায়ী স্থানিক বাহিনী ও ৪,৭৪৭ জন গাদাবন্দুকধারী ও বার্তাবহ।[১৫০]

ফরাসী সেনা নিজাম ও সিন্ধিয়া সেনাদলে যেরূপ বিশিষ্টতা লাভ করেছিলো টিপুর সেনাদলে কখনো তা করেনি। পেরোঁ ৮,০০০ জন অশ্বারোহী ও ২,০০০ জন পদাতিকের এক সেনাদল গঠন করেছিলেন। সিন্ধিয়ার উপর তার প্রভাব প্রভূত পরিমান ছিলো। সিন্ধিয়ার কোন ক্ষমতা তার বা তার স্থায়ী সেনাদলের উপর ছিলোনা। সেরূপ, রেমণ্ডও ১৪,০০০ জন লোকের এক নিয়মনিষ্ঠ সেনাদল গঠন করেন। নিজামের উপর তার প্রভাব ছিলো প্রভূত। কিন্তু টিপুর সেনাদলে ফরাসী অফিসারেরা সর্বদা তার আজ্ঞাবহই ছিলো, আজ্ঞাকারী নয়। তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে তার ফরাসীসেনা ছিলো লালের অধীন ৩৫০ জন। ১৭৯১ সালে লালের মৃত্যু হ'লে ভিজির উপর নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ১৭৯৪ সালে ফরাসী সেনাদলে ছিলো মাত্র প্রায় ২০জন ইয়োরোপীয় তাদের মধ্যে ছিলো কিছু স্যুইস এবং ২০০ জন ভারতীয় খৃষ্টান।[১৫১] ১৭৯৪ সালে ভিজির মৃত্যু হ'লে মঃ কোয়োসসান তার পদে নিযুক্ত হন। শ্রীরঙ্গপটমের পতন হ'লে ফরাসী সেনাদলে ছিলো মাত্র ৪ জন অফিসার ও ৪৫ জন নিম্নপদস্থ অফিসার ও সাধারণ সেনা। এতদতিরিক্ত ইংরেজ সেনাবাহিনী থেকেও কিছু দলত্যাগী টিপুর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো, কিন্তু তাদের সংখ্যা জানা যায় না।[১৫২]

নৌ-সেনা দল

হায়দর আলী একটা নৌ-সেনাদল স্থাপনের জন্য দু'বার চেষ্টা করেন। তার প্রথম চেষ্টা বিফল হয়, কারণ তার নৌ-সেনাধ্যক্ষ ষ্টেনেট ১৭৬৮ সালে কতগুলি জলযান সহ ইংরেজদের দলে চলে যান। এ ক্ষতি সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় যন্ত্রবিৎদের সাহায্যে হায়দর আবার একটা নৌবহর তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এবারে স্যার এডওয়ার্ড হিউ দ্বারা সেটা পঙ্গু হয়ে পড়ে। হিউ ১৭৮০ সালে মেঙ্গালোরে ঢুকে প'ড়ে নোঙ্গরবদ্ধ অনেক জলযান ধ্বংস করেন।

টিপু পিতার উত্তরাধিকারিত্ব পেয়ে ইংরেজ কর্তৃক বিধ্বস্ত নৌবহর পুনঃ স্থাপিত করার চেষ্টা করেন নি, কারণ স্থলসেনা শক্তিমান্ করার দিকেই তার আগ্রহ বেশি ছিলো। সন্দেহ নেই যে বড় ছোট অনেক রণতরী তার ছিলো, কিন্তু এগুলির কাজ ছিলো জলদস্যুর আক্রমণ থেকে বাণিজ্য তরী রক্ষা করা। সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে, কোন কিছুতেই ইংরেজ নৌবহরের সামনে এগুলি দাঁড়াতে সক্ষম ছিলোনা। এজন্যই তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে মহীশূর নৌবহরের ভূমিকা বড়ই লজ্জাকর হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজরা সহজেই টিপুর মালাবার সম্পত্তি দখল করতে পেরেছিলো। এমন কি, মারাঠা নৌ-সেনাও কারওয়ার জেলায় মহীশূর বন্দর সমূহ অধিকার করতে সমর্থ হয়।

টিপু তার রাজত্বের শেষ কয় বছরেই শুধু একটা নৌবাহিনী সংগঠনে মনোযোগী হন। ১৭৯৬ সালে একজন "মীর ইয়ামে"র অধীনে একটা "বোর্ড অব এডমিরেলিটি" (নৌ-বাহিনী পরিষদ) গঠন করেন। "মীর ইয়ামের" অধীনে ছিলো ৩০ জন "মীর বাহ্‌র" বা নৌবহর—অধ্যক্ষ। তাদের সাহায্যে ছিলো একটি "মীরজাই দফ্‌তর", একজন "মুৎসুদ্দি" এবং অনেক কর্মচারী। এই "মীব ইয়াম''দের সামুদ্রিক বন্দরে বাস করতে হ'ত। নৌবহরে থাকতো ২২টি যুদ্ধক্ষম রণতরী এবং ২০টি বড় "ফ্রিগেট"। যুদ্ধক্ষম রণতরীগুলির দু'টি শ্রেণী—প্রথম ও দ্বিতীয়—যথাক্রমে ৭২টি ও ৬২টি কামানধারী। "ফ্রিগেট"গুলিতে যুক্ত থাকতো ৪৬টি কামান। জাহাজগুলি নির্মানের জন্য তিনটি পোতাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়,—একটি মেঙ্গালোরে, অন্য একটি মেরজানের নিকট ওয়াজিদাবাদে, আর তৃতীয়টি মলিদাবাদে। প্রত্যেকটি দু'জন "মীর ইয়ামের" তত্ত্বাবধানে থাকতো মালাগার অরণ্যে সেগুন কাষ্ঠ কেটে কেলিকাট থেকে সেগুলি পোতাঙ্গনে পাঠানো হ'ত। জলযানের নক্শা সুলতান স্বয়ং প্রস্তুত করতেন।[১৫৩] সমস্ত পরিকল্পনাটিই অতি উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করা হয়, কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম অধিকৃত হ'লে তা আর কার্যে পরিণত হয়নি।

টিপুর পতনের পর নিম্নলিখিত ফর্দমত মেঙ্গালোর, কুণ্ডাপুর ও তাদ্রিনামক মহীশূরী পোতাশ্রয়ে পোত দৃষ্ট হয়।[১৫৪]

মেঙ্গালোরে

জলে ভাসমান

১ জাহাজ	১০৪ ফিট × ২৭ ফিট
১ গ্রেব স্নো ('ঘুরাব')	১১২ ফিট × ২৪ ফিট
১ গেল্লিভাট (দ্বিমাস্তুল বিশিষ্ট)	৭০ ফিট × ১৬ ফিট
১ নতুন জাহাজ	১১২ ফিট × ৩২ ফিট
পোতাঙ্গনে	
১ জাহাজ	১২০ ফিট × ৪০ ফিট
১ স্নো (ছোট মাস্তুল বিশিষ্ট)	
১ গ্রেব ('ঘুরাব')	৬৫ ফিট লম্বা
১ গেল্লিভাট (দ্বি-মাস্তুস) বিশিষ্ট	৭৮ ফিট × ১৮ ফিট
৩ গেল্লিভাট (দ্বি-মাস্তুল বিশিষ্ট)	৬০ থেকে ৭০ ফিট × ১৪ থেকে ১৫ ফিট
১ বড় মালবাহী জাহাজ	

এসব ছাড়া অনেকগুলি ছোটবড় জলতরী ছিলো।

কুণ্ডাপুরে

১ বড় ডাউ (আরবীয় জাহাজ)	
১ স্নো (ছোট মাস্তুল বিশিষ্ট)	৬০ ফিট × ২০ ফিট
৩ গেল্লিভাট (দ্বি-মাস্তুল বিশিষ্ট)	
৩ ছোট জলতরী	

তাদ্রিতে

৩ জাহাজ, বড়টি ১১০ ফিট, দ্বিতীয়টি ১০৫ ফিট, তৃতীয়টি ৯৫ ফিট।
৫ গেল্লিভাট (দ্বিমাস্তুলী জাহাজ) ও ২টি বড় জলতরী জলে ভাসানোর মুখে
এ সবগুলিই সুসমঞ্জস ও সুগঠিত।

টীকা

১। মূল রেকর্ড নং ১৬, টিপু নিজামকে।
২। কার্ক পেট্রিক, পৃঃ ৩৬৪।
৩। মেকেঞ্জি (II). পৃঃ ৭২-৭৩।
৪। ঐঃ, নং ১৪। আরো দ্রষ্টব্যঃ, বুকানন, (II), পৃঃ ৪১১-৪১২, মালাবারে প্রচলিত স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ নীতির বিশদ বিবরণীর জন্য।
৫। কিরমাণি, পৃঃ ৩৯৮।

৬। ক্রিসপ. "মাইশোরীয়ান রেভেনিয়্যু রেগুলেশসন," পৃঃ ২৫।

৭। কার্ক-পেট্রিক, পৃঃ ২১০-২১১।

৮। দ্রষ্টব্যঃ, কার্ক-পেট্রিক. কিরমাণি এবং বীটসন। কিন্তু আশ্চর্য যে এই নামটি কোথাও সীলমোহর করা নেই— শুধু সুলতানের গ্রন্থাগারস্থ বইর মলাটে ছাড়া। "তারিখ-ই-খুদাদাদি" টিপুর গভর্ণমেণ্টকে বলে "আহমদি সরকার।" "সুলতান-উত-তওয়ারিখ" তাকে বলে "সরকার-ই-আসাদ-ইলাহি।" কার্ক পেট্রির বইতেও কখনো কখনো ঐ শেষোক্ত নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৯। গ্রিগ ."মানরো," (১), পৃঃ ৮৪।

১০। মুর পৃঃ ২০১।

১১। বাসব্রুক উইলিয়ামস "গ্রেট মেন অব ইণ্ডিয়া" পৃঃ ২১৬ (ডড্ওয়েল লিখিত "টিপু সুলতান" নামক পরিচ্ছেদ) ; এবং আঃ নেঃ, সিং ১৭১ মনর্ কসিক্রিকে. ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৮ বি, ফঃ ২০৭ বি। মনর্ ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

১২। কার্ক পেট্রিক, পরিশিষ্ট 'ই', পৃঃ (xxxiii) ও পরে। এ আইন শুধু বাণিজ্য বিভাগ নয়, সকল বিভাগের জন্যই. আরো দ্রষ্টব্যঃ ইঃ অঃ ৪৬৮৫ (পারসিক), ফঃ ৮এ-৯এ— তাতে আছে বিভাগগুলি কিরূপে কাজ করতো তার বিস্তৃত বিবরণী।

১৩। বীটসন্. পৃঃ ১৫৭ ; এডমনষ্টোন, পৃঃ ১৩-১৯ ২২-২৩, ২৯, কার্ক পেট্রিক, পরিশিষ্ট 'ডি,' পৃঃ (xxix)।

১৪। কিরমাণি, পৃঃ ২৮০, ৩৭৮, ৩৮১ ও পরে। কিরমানি মীর সাদিককে সাধারণতঃ 'দেওয়ান' বলেন।

১৫। কার্ক পেট্রিক, নং ৩১৮।

১৬। ইঃ অঃ, পাণ্ডুঃ, ইয়ো, কঃ ১০ পৃঃ ২০৮। মনে হয়, একজন ডেপুটি দেওয়ান' ও ছিলেন। ১৭৯৪ সালে আশ্রফ্ আলী খাঁর ঐ পদ ছিল (মিঃ সাণ্ডি বুক খণ্ড ১০১, ১৭৯২— ১৭৯৫, পৃঃ ১১২)।

১৭। এডমন্ ষ্টোন্ পৃঃ ২৩, ২৯।

১৮। মা রেঃ মিঃ সাণ্ডি বুক খণ্ড ১০১, ১৭৯২—১৭৯৫ পৃঃ ১১২।

১৯। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই, ১৭৯৯, খণ্ড (viii) বি, পৃঃ ১১৫৮ ও পরে।

২০। ঐঃ।

২১। কিরমানি. পৃঃ ৩৭৫। ১৭৯৩ সালে অনেক অফিসারকে টিপু মীর মীরান উপাধি দেন। সৈয়দ গফর সর্বপ্রথম এটা লাভ করেন। মহম্মদ রেজা খাঁ, কাশা খাঁ, পুরণাইয়াও অন্যান্যরা ইহা পরে পান।

২২। নেঃ আঃ সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই ১৭৯৯, খণ্ড ৮ বি, পৃঃ ১১৫৮ ও পরে।

২৩। কার্ক পেট্রিক, পরিশিষ্ট পৃঃ (xiv), পাদটিকা ; এবং ইঃ অঃ, ৪৬৮৫ (পারসিক), ফঃ ২৬ বি।

২৪। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই, ১৭৯৯, খণ্ড ৮ বি, পৃঃ ১১৫৮ ও পরে।

২৫। এডমন্ ষ্টোন, পৃঃ ২৩ ২৯।

২৬। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ ২৩শে জুলাই, খণ্ড (viii) বি, পৃঃ ১১৫৮ ও পরে।

২৭। এডমন ষ্টোন, পৃঃ ১৬, ২৯ কারপেট্রিক পরিশিষ্ট 'কে', পৃঃ (ixvii)-(viii)।

২৮। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই ১৭৯৯, খণ্ড (viii) বি, পৃঃ ১১৫৮ ও পরে। কারপেট্রিকের মতে, পৃঃ (lxxvii), মীর ইয়াম ছিলেন ১১ জন।

২৯। ঐঃ।

৩০। কার্ক পেট্রিক, পরিশিষ্ট 'ই', পৃঃ (xxzv)।

৩১। ঐঃ, পৃঃ ৮১-৮২, নঃ ২৫১।

৩২। ঐঃ নং ৪০০, ৪১৩।

৩৩। ঐঃ, নং ৪০০।

৩৪। ঐঃ, পৃঃ ২১৫-২১৬।

৩৫। মাঃ আঃ রিঃ, ১৯৩৮, পৃঃ ১২৩-১২৫।

৩৬। উইলক্‌স, (i), পৃঃ ১২১ পাদটিকা।

৩৭। রাইস, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ," (ii), পৃঃ ২০৩।

৩৮। ঐঃ, (i) পৃঃ ১৬৬ ; বুকানন, (i), পৃঃ ১২১।

৩৯। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ড্রিজ, খণ্ড ১০৬ (১৭৯৯), পৃঃ ২৪।

৪০। কিরমানি, পৃঃ ৩৭৯। মনে হয়, "আরজবেগী" ছিলেন দু'জন, একজন দিনের জন্য, আর একজন রাত্রির (ইঃ অঃ, পাণ্ডুঃ ইয়োঃ কঃ ১০, পৃঃ ২১০)।

৪১। বড়মহল রেঃ, অং ১, পৃঃ ৮।

৪২। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই, ১৭৯৯, খণ্ড (viii) বি, পৃঃ ৯৮০ ও পরে।

৪৩। বড়মহল রেঃ অং ১, পৃঃ ১৫৭ ; উইলক্‌স "রিপোর্ট অন দি ইনটেরিয়র এডামিনিস্ট্রেশন অব মাইশোর", পৃঃ ৩৯।

৪৪। মাঃ রেঃ, মিঃ 'সাণ্ড্রি বুক', খণ্ড ১০৯এ, পৃঃ ২০৭। রীডের মতে, পরস্পরকে ঠিক পথে রক্ষার্থে কোন কোন জেলায় দুই থেকে চার জন "ফৌজদার" থাকতেন (বড়মহল রেঃ, অঃ ১ পৃঃ ১৫২)।

৪৫। ইঃ অঃ, ৪৬৮৫ (পারসিক), ফঃ ২২ বি।

৪৬। মেক্‌, পাণ্ডুঃ ১৫-৬-১৮ (আথাভন তাম্রিয়া), আরো দ্রষ্টব্যঃ রাইস্‌, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ" (i), পৃঃ ৪৮৯।

৪৭। দ্রষ্টব্যঃ ক্রিসপ, "মাইশোরিয়ান রেভোনিয়্যু রেগুলেশন্‌স"—"আমিল"দের কর্তব্যের তালিকার জন্য।

৪৮। বড়মহল রেঃ, অং ১, পৃঃ ৮।

৪৯। মেক্‌ পাণ্ডুঃ, ১৫-৬-১৮ (আথাভন তাম্রিয়া), রাইস্‌, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ," (i), পৃঃ ৪৮৯।

৫০। ক্রিসপ, "মাইশোরিয়ান রেভেনিয়্যু রেগুলেশনস্‌" পৃঃ ৮৯।

৫১। কোঃ জাঃ মিঃ সোঃ, (x), অক্টোবর, ১৯১৯।

৫২। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৭১, ৭৬, ২৭১ পূর্বের ; পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৩৫ ; ইঃ অঃ ৪৬৮৫ (পারসিক), ফঃ ১৫৭ এ-বি, ১৯৮ এ-বি।

৫৩। কার্ক পেট্রিক, নং ১।

৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বের পৃঃ ৬ ; বড়মহল রেঃ, অং ১, পৃঃ ১৪৫, রাইস, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ," (ii), পৃঃ ২৪৭।

৫৫। উইলকস্‌, "রিপোর্টস অন দি ইনটেরিয়র এডমিনসট্রেসন অব মাইশোর," ৩৫ অনুচ্ছেদ।

৫৬। ঐঃ, ৪৫ অনুচ্ছেদ।

৫৭। উইলক্‌স, "নোটস অন মান্‌রো," পৃঃ ৫-৭ মহীশূরে জমি বস্তুত মাপা হ'ত না ; কোন স্থানে আবাদের জন্য কতটা বীজের দরকার তার উপর জমি মাপ হ'ত। এক কাণ্ডি জমি হ'ল এক কাণ্ডি বীজের জমি। কিন্তু জলো-জমিতে নীরস জমির চারগুণ বেশী বীজের দরকার হ'ত ব'লে এক কাণ্ডি নীরস জমি এক কাণ্ডি জলো-জমির চারগুণ।

৫৮। গ্লিগ, "মান্‌রো," (i), পৃঃ ২০৪, ২০৬।

৫৯। ঐঃ ২৯০।
৬০। ঐঃ ২৯১।
৬১। বড়মহল রেঃ, অং ১, পৃঃ ২২।
৬২। ক্রিসপ "মাইশোরিয়ান রেভেনিউ রেগুলেসন্‌স," পৃঃ ১০-১৬।
৬৩। বড়মহল রেঃ, অং IV, পৃঃ ৭৫।
৬৪। ক্রিসপ "মাইশোরিয়ান রেভেনিউ রেগুলেশনস," পৃঃ ১৬-১৭।
৬৫। ঐঃ, পৃঃ ২, ৪।
৬৬। ঐঃ, পৃঃ ৫-৭। রেয়াকোট্টা তালুকে কয়েকজন অশ্বারোহী সেনা তৃতীয় ইংরেজ-মহীশুরী যুদ্ধ" কালে কৃষকদের পীড়ণ করে। টিপু এ খবর পেয়েই তার 'আসফ্‌'কে লেখেন যাতে কৃষকরা নিরাপদে থাকে (ইঃ আঃ, ৪৬৮২ (পারসিক), ফঃ ৩০-বি।
৬৭। ঐঃ, পৃঃ ২২, ২৮।
৬৮। ঐঃ, পৃঃ ২৬-২৮।
৬৯। মেক, পাণ্ডুঃ হিন্দুপুর "তালুক" বিষয়ে—"অনন্তপুর গেজেটিয়ের" উদ্ধৃত, পৃঃ ১৭৪।
৭০। বড়মহল রেঃ, অং ১, পৃঃ ১৫১ ; ঐঃ, অং (viii), পৃঃ ৪৬-৪৭।
৭১। ঐঃ, পৃঃ ১৫১।
৭২। ঐঃ, পৃঃ ১৫৩।
৭৩। ঐঃ, অং V, VII, পৃঃ ১০১।
৭৪। নেঃ আঃ, সিঃ কঃ, ২৩শে জুলাই, ১৭৯৯, (viii) বি, পৃঃ ১১৭৪-১১৭৫।
৭৫। উইলকস "রিপোর্ট অন দি ইনটেরিয়র এডমিনস্ট্রেসন অব মাইশোর," অনুচ্ছেদ ১০-১২।
৭৬। উইলকস "নোটস অন মাইশোর," পৃঃ ৬।
৭৭। স্পেনসর, "এ রিপোর্ট অন দি এডমিনস্ট্রেসন অব মালাবার," ২৮শে জুলাই, ১৮০১ পৃঃ ২, প্যারা ৭।
৭৮। বুকানন, (ii), পৃঃ ৩৫৫।
৭৯। ঐঃ, ৪৪৬।
৮০। ইনেস্‌ "গেজেটিয়ার অব দি মালাবার ও আনজেনগো ডিসট্রিকস্‌", (i), পৃঃ ৩২৬ (১৯৫১ সংস্করণ) ; লোগন (i) পৃঃ ৬৩০।
৮১। স্যার জন শোরের মন্তব্যই পৃঃ ৯-১০ ; স্পেনসর "এ রিপোর্ট অন দি এডমিনিস্ট্রেসন অব মালাবার," ২৮শে জুলাই, ১৮০১, পৃঃ ১০, অনুচ্ছেদ, ৩৭ ; আরো দ্রষ্টব্যঃ, ওয়ার্ডেন, "রিপোর্ট অন লেণ্ডটেনিয়র ইন মালাবার" পৃঃ ৭-৮, ১৯।
৮২। বুকানন, (ii), পৃঃ ৪০৪-৪০৫ ; করের হারের লিষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু সেটা টিপুর রাজত্বের কোন সময়ের তা স্পষ্ট নয়।
৮৩। ওয়ার্ডেন, "রিপোর্ট অন লেণ্ডটেনিয়র ইন মালাবার", পৃঃ ৭।
৮৪। ঐঃ, পৃঃ ৮।
৮৫। ঐঃ, বিদ্রোহী মোপ্‌লা গুরুকুলের বিরুদ্ধে আরসাদ বেগকে সাহায্য করার জন্য টিপু জমোরিণ পরিবারের যুবক রাজাদের একজনকে "জাগির", দেন, (স্পেনসার, "এ রিপোর্ট অন দি এডমিনস্ট্রেসেন অব মালাবার," ২৮শে জুলাই, ১৮০১), পৃঃ ৭, অনুচ্ছেদ ২২।
৮৬। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ড্রিজ, খণ্ড ১০৬, (১৭৯৯), পরিশিষ্ট, ১২, পৃঃ ৫১ ও পরে।
৮৭। ঐঃ, মিঃ সাণ্ড্রিবুক, খণ্ড ১০১, ১৭৯২-১৭৯৫ পৃঃ ১০৭-১০৮, অন্য একজায়গায় মেকলয়েড বলেন, ১৭৯৫ সালের ১০ লাখ বৃদ্ধি সহ টিপুর আয় ৮৩৬৭৫৪৯ পেগোডা

(মিঃ সাঃ বুঃ ১০৯এ-১৭৯৯, পৃঃ ২০৫-২০৭), রীডও সে সংখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলি অত্যুক্তি। মেকলয়েড ও বলেন, ১৭৯২ থেকে টিপুর জমা ২৫ থেকে ৩৫ লাখ পেগোডা মাত্র। কিন্তু দাবি করা এবং সংগৃহীত খাজনার এতটা ব্যবধান থাকতে পারে না যখন টিপুর শাসন ব্যবস্থার কঠোরতা ও কর্মকুশলতা বিবেচনা ক'রে দেখি।

৮৮। নেঃ আঃ, পঃ প্রঃ, ৪ঠা অগাষ্ট ১৭৯৭, কঃ নং ৯।

৮৯। কার্ক পেট্রিক নং ১৬০ ১৭২।

৯০। "সিলেকসনস ফ্রম ষ্টেট পেপারস্," বম্বে নং (CCLVII), (২৫৭)।

৯১। শলিল বি. রাজিক "হিষ্ট্রি অব দি ইমামস্ এণ্ড সৈয়দস অব ওমান," অনুবাদক জি. পি. বেদগার. পৃঃ ১৭০-১৭১ ও নোট ১ হায়দর আলী ও ইমামদের ভিতরের সম্বন্ধের বিষয়েও এই বই দ্রষ্টব্য।

৯২। হউরানি, "এরাব সি ফেয়ারিং ইন্ দি ইণ্ডিয়ান্ ও সেন," পৃঃ ৮৯-৯০ ; আরো দ্রষ্টব্যঃ "সিলেকসনস ফ্রম দি রেকর্ডস অব দি বম্বে গভর্ণমেন্ট" (নতুন সিরিজ), নং ২৪, পৃঃ ৬১৩, নং ১৫৯, ১৭২, ২০৬, ২০৭। টিপু ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকদের নিকট চাল বিক্রয় নিষিদ্ধ করায় তারা চাল কেনবার জন্য মস্কট ব্যবসায়ীদের বেশে মেঙ্গালোরে অন্য বণিক পাঠাবার রীতি করেছিলো। টিপু যখন এটা জানতে পারলেন তখন আদেশ করলেন যে তার রাজ্য থেকে তারাই শুধু চাল কিনতে পারবে মস্কটের মহীশূর বাণিজ্যকুঠির "দারোগা'র সীলমোহর ও দস্তখত যুক্ত প্রবেশপত্র বা প্রমাণ-পত্র যাদের কাছে আছে।

৯৩। "ওয়াক-ই মনাজিল্-ই-রাম শিলাতে বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের উল্লেখ আছে। পাতলা সাদা মসলিন সম্ভবতঃ ঢাকা থেকে "খাদি নির্মালি" নামে মোটা অমসৃণ কাপড আদিলবাদ জেলার (অন্ধ্রপ্রদেশ) নির্মল থেকে প্রাপ্ত হ'ত।

৯৪। "সিলেকসনস্ ফ্রম ষ্টেট পেপারস্" বম্বে, পৃঃ ৩৩৭।

৯৫। "ওয়াকি ই-মনাজিল-ই-রাম" সম্পাদক—মহিববুল হাসান, পৃঃ ২৮, আরো দ্রষ্টব্যঃ কার্ক পেট্রিক, টিপু শেঠ মার্ত্তকে ৬ই জানুয়ারি ১৭৮৬ পৃঃ ২৩৯।

৯৬। "ওয়াকি"তে এই দালালদের নাম বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুল্লা ও অন্যান্য দালালদের বিষয়ে দ্রষ্টব্যঃ "ওয়াকি" পরিশিষ্ট বি' এস' ভি।

৯৭। কার্ক পেট্রিক, নং ২০০।

৯৮। ঐঃ নং ১২২।

৯৯। ঐঃ নং ১৫৫।

১০০। ঐঃ নং ২৫৮।

১০১। "সিলেকসনস ফ্রম ষ্টেট পেপারস," বম্বে, নং (CCLVII) (২৫৭), পৃঃ ৩৩৭।

১০২। ভনলোইজেন "দি ডাচ্ ই. আই. সি এণ্ড মাইশোর," পৃঃ ১৪২।

১০৩। কার্ক পেট্রিক, নং ২১১।

১০৪। ঐঃ, পরিশিষ্ট 'ই', পৃঃ (xxxvii)।

১০৫। ঐঃ, নং ৪২৫।

১০৬। মালাবার সিঃ কঃ ডায়েরিজ (রেভেনিও), ৩১শে অগাষ্ট থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭ খণ্ড ১৭১০, পৃঃ ৮৯, ২৩৬, ২৩৮ ; ঐঃ ১৭ই জানুয়ারি, ১৭৯৯, পৃঃ ৯০, ৯৪, ফরেষ্ট রেঃ, খণ্ড ২৪০৮, পৃঃ ৩৩।

১০৭। কার্ক পেট্রিক ; নং ৯৮।

১০৮। ঐঃ, পরিশিষ্ট 'ই', পৃঃ (xxxiii)—(xxxv) (xliii) ; ইঃ অঃ ৪৬৮৬ (পারসিক), ফঃ ১১এ-১৯এ।

১০৯। ইঃ অঃ, হোম্ মিঃ সিরিজ, নং ৪৭৪, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৮, ৩৬০-৩৬৩।

১১০। ঐঃ, পৃঃ (XLIV) ; ইঃ অঃ ৪৬৮৫ (পারসিক), ফঃ ২০ এ-বি।

১১১। বুকানন, (i), পৃঃ ৭০ ; আঃ নেঃ সি২ ১৭২, মনরঁ কসিঞ্চিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ১০৮-এ।

১১২। আঃ নেঃ সি২ ১৭২, টিপু কসিঞ্চিকে, ৫ই জুলাই, ১৭৮৬, ফঃ ৪৫-এ ওপরে।

১১৩। "এসিয়াটিক এনুয়েল রেজিষ্টার" (১৭৯৯), পৃঃ ২৪৩।

১১৪। ঐঃ।

১১৫। বুকানন, (i), পৃঃ ১৪৭ ও পরে।

১১৬। ঐঃ, পৃঃ ৩৪০।

১১৭। রাইস্ "মাইশোর ও কুর্গ," (ii), পৃঃ ৫৬।

১১৮। বুকানন, (i), পৃঃ ২০৩ ও পরে।

১১৯। কর্ণওয়ালিস্ পেপারস, পাঃ রেঃ, অ ৩০/১১/১১৮, কেম্পবেল কর্ণওয়ালিসকে, মে, ১৭৮৭ ফ. ৮৮ বি।

১২০। মিঃ সাণ্ডি বুক, খণ্ড ১০১ (১৭৯২-১৭৯৫), পৃঃ ৯৩।

১২১। পঃ আঃ, পাণ্ডু, নং ১৩৩৭, আরো দ্রষ্টব্যঃ, আঃ নেঃ সি২ ১৭২, মনরঁ কসিঞ্চিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ২০৭ এ বি। মনরেঁর মতে, ইয়োরপীয়দের চাইতেও টিপুর গোলন্দাজ সেনা উৎকৃষ্টতর ছিলো,—ভারতীয় রাজশক্তিদের কথা উল্লেখযোগ্যই নয়। পণ্ডিচেরীর গভর্ণর কনওয়েও টিপুর গোলন্দাজ সেনার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, কামানগুলি টেনে নিতে ৪০,০০০টি বৃষ নিযুক্ত করা হয়েছিলো। (আঃ নেঃ, সি২ ১৮৪, "কলোনীজ," কনওয়ে স্ত লা লুজ্যাণকে, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮, ফঃ ৩৩এ)।

১২২। মিঃ সাঃ বুক, খণ্ড ১০১, (১৭৯২-১৭৯৫), পৃঃ ১১১।

১২৩। পুঃ রেঃ কঃ, (iii), নং ৩১১, ৩১৪।

১২৪। মিঃ সাণ্ডি বুক, খণ্ড ১০১, পৃঃ ১০০।

১২৫। ঐঃ, পৃঃ ১১০, ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ ১৩৬৫৯, পৃঃ ৭৯-৮৫, (ইঃ হিঃ রিঃ কাঃ, (xix), পৃঃ ১৩৪-১৩৮)।

১২৬। মাঃ রেঃ, মিঃ সাণ্ডি বুক, খণ্ড ১০১, পৃঃ ৯৩।

১২৭। শুশ্তারি "ফতে-উল্-মুজাহিদিন্," ফঃ ৩৬বি। মনরঁও টিপুর সেনার কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার কথা বলেন। (দ্রষ্টব্যঃ আঃ নেঃ সি২ ১৭২, মনরঁ কসিঞ্চিকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৬, ফঃ ২০৭ বি। আরো দ্রষ্টব্যঃ, পৃঃ ৩৪৯ পূর্বের—টিপুর সেনাদের নিয়ম-নিষ্ঠা বিষয়ে।

১২৮। "ওয়াকাই," মহিববুল হাসান সম্পাদিত, পৃঃ ৬৮।

১২৯। আঃ নেঃ, সি২ ১৭২ মনরঁ কসিঞ্চিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ২০৭এ ; সি২ ১৮৪, "কলোনীজ," কনওয়ে স্ত লা লুজ্যার্নকে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৮, ফঃ ৩২ বি।,

১৩০। ওয়েঃ পেঃ, ব্রিঃ মিঃ, ১৩৬৫৯।

১৩১। শুশ্তারি, "ফতে-উল্-মুজাহিদিন," ফঃ ৬০বি।

১৩২। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ ইয়োঃ কঃ ১০, পৃঃ ২২৪ ; মিঃ সাণ্ডিবুক্, খণ্ড ১০২ বি (১৭৯৬-১৭৯৭) পৃঃ ৫৭২।

১৩৩। মেক্ পাণ্ডুঃ, ইঃ অঃ নং ৪৬, পৃঃ ১২৯ ; মিঃ সাণ্ডি বুক, খণ্ডঃ ১০২ বি, পৃঃ ৫৭২।

১৩৪। শুশ্তারি, "ফতে-উল্-মুজাহিদিন," ফঃ ৭১এ।

১৩৫। ঐ: ফ: ৬০ বি-৬১ বি।

১৩৬। ঐ:, ফ: ৬২ বি।

১৩৭। ঐ:, ফ: ৬৩ এ বি।

১৩৮। ঐ: ফ: ৬২-এ, ৬৩এ।

১৩৯। মা: রে: সাপ্তি: বুক, খণ্ড ১০১, পৃ: ১০১ ; ওয়ে: পে:, ব্রি: মি: ১৩৬৫৯।

১৪০। মার্টিন "ওয়েলেসলিজ ডেচ্‌পাচেজ," পরিশিষ্ট 'সি,, পৃ: ৬৫৩, মি: সাপ্তি: বুক, খণ্ড ১০১, পৃ: ৯৪।

১৪১। ঐ: পৃ: ১০১, ওয়ে: পে:, ব্রি: মি:, ১৩৬৫৯।

১৪২। দ্রষ্টব্য: পৃ: ৩৩৪ পূর্বের।

১৪৩। ই: অ: পাণ্ডু: নং ৪৬, পৃ: ১৩৪-১৩৫। কিন্তু ওয়ে: পে:, ব্রি: মি: ১৩৬৫৯ মতে, ১৭৯০ সালে সেনা সংখ্যা ছিলো,—৪৫,০০০ জন স্থায়ী পদাতিক, ও ২০,০০০ জন অশ্বারোহী—অস্থায়ী বার্তাবহ বা "কাণ্ডাচার" ছাড়া। টিপু হায়দরের প্রথামত যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে পৃথক বেটালিয়ন গঠন করতেন। হায়দর তাদের বলতেন "চেলা," কিন্তু টিপু নাম দেন "আসাদইলাহি" বা "আহ্‌মদি" সেনা।

১৪৪। ডিরম, পৃ: ২৪৯।

১৪৫। ওয়ে: পে:, ব্রি: মি:, ১৩৬৫৯।

১৪৬। মা: রে:, মি: সাপ্তি: বুক, খণ্ড ১০১ পৃ: ১০১-১০৭।

১৪৭। ওয়ে: পে:, ব্রি: মি: ১৩৪১৮, ফ: ১১৯-এ।

১৪৮। ঐ: ফ: ১১৯-বি। আরো দ্রষ্টব্য: পৃ: ২৮৮-২৮৯ এবং পাদটিকা ২।

১৪৯। মা: রে: মি: সাপ্তি: বুক খণ্ড ১০২ বি, পৃ: ৫৬৭ ও পরে।

১৫০। ওয়েন, "ওয়েলিংটনস্ ডেচপাচেজ" পৃ: ৬০।

১৫১। প: আ: পাণ্ডু: নং ২১৪০ ; মা: রে:, মি: সাপ্তিবুক, খণ্ড ১০১, পৃ: ১১১।

১৫২। ঐ: খণ্ড: ১০৯-এ পৃ: ১৯৯-২০১, ২০২-২০৩, হেরিস্ ওয়েলেসলিকে, ২২শে মে ১৭৯৯।

১৫৩। কাব পেট্রিক পরিশিষ্ট 'কে' পৃ: LXXIX ও পরে। কার্ক পেট্রিকের মতে, "মালিকুত্-তুজার"দের সংখ্যা ছিলো ৯ ; আর দ্রষ্টব্য: ই: অ:, ৪৬৮৫ (পারসিক), ফ: ৬ বি।

১৫৪। ই: অ:, হোম্ মি: সিরিজ, খণ্ড ৪৫৭, পৃ: ২৪০-২৪৩।

২১

রাষ্ট্র ও ধর্ম

অমুসলমান প্রজা সম্পর্কে টিপুর শাসন-নীতির বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। কার্ক পেট্রিক টিপুকে বলেন, "পরমত অসহিষ্ণু ধর্মান্ধ বা প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদ"।[১] উইলকস্ তার "হিস্ট্রি অব মাইশোরে" জোর ক'রে ধর্মান্তরণ ও দলে দলে সুন্নৎ করণ, মন্দির ধ্বংস ও তৎসংলগ্ন জমি বাজেয়াপ্ত করণের কাহিনী বিবৃত ক রে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে টিপু ছিলেন একজন পরমত অসহিষ্ণু "ধর্মান্ধ ব্যক্তি" এবং "যে-যুগে ধর্মগত কারণে নিপীড়ন ইতিহাসের একটা কাহিনী মাত্র, তখন তার চূড়ান্ত বিভীষিকার সৃজন করেছিলেন"।[২] রবার্টস ও সরদেশাইয়ের মত আধুনিক ঐতিহাসিকরাও অনুরূপ মত পোষণ করেন। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন যে টিপু ধর্মান্ধ ছিলেন না এবং যখন জোর ক'রে ধমান্তরণ করেছিলেন তখন তার উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক, ধর্মগত নয়।[৩] ডডওয়েলও এই মত সমর্থন ক'রে বলেন "বস্তুত তার জীবন বৃত্তান্ত যুক্তিসংগত ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি গতানুগতিকভাবে অত্যাচারী শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ, উদ্যোগী লোক, যার চারদিকে সম্প্রতি একটা নতুন শক্তির জাগরণ হয়েছিলো যে-শক্তি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং কিছুটা তার উপলব্ধিরও অতীত"।[৪]

এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে টিপু ধর্মান্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন শাসক, যিনি তার রাজকার্যে হিন্দুদের উচ্চপদে উন্নীত করেছিলেন, ধর্মাচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার অবদান ছিলো মন্দিরে, ছিলো ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে, ছিলো দেবমূর্তি স্থাপনে এবং একবার একটি মন্দির নির্মানেরও আদেশ দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে, তিনি কখনো কখনো তার অ-মুসলমান প্রজাদের উপর ভাল ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তার কারণ তাদের ধর্মমত নয়, কারণ ছিলো তাদের আনুগত্যের অভাব। তিনি তার পিতা হায়দর-আলীর মত ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক রাখতেন এবং কদাচিৎ তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস শাসননীতির উপর প্রভাব ফেলতো। তার মুসলমান প্রজারা যখন রাজদ্রোহ বা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে দোষী গণ্য হ'ত, তখন তাদের উপরও অনুরূপ কঠোর ব্যবহার করতেন।

হায়দর আলী তার রাজ্যে হিন্দুদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে টিপু পিতার নীতিই অনুসরণ করেন। যেমন, পূরণাইয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ

পদ নিয়ে "মীর আসফ" ছিলেন। কৃষ্ণরাও ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, শামাইয়া আয়েঙ্গার 'ডাক ও পুলিসের মন্ত্রী' তার ভাই রঙ্গ আয়েঙ্গার ও নরসিংহ রাও শ্রীরঙ্গপটমে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীনিবাস রাও ও আপ্পাজী রাম টিপুর পরম বিশ্বাস ভাজন ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক দৌত্যে প্রেরিত হতেন। মোগল দরবারে তার মুখ্য প্রতিনিধি ছিলেন মুল চাঁদ ও সুজন রায়।[৫] নায়ক রাও এবং নায়ক সঙ্গনর উপরও সুলতানের প্রভূত বিশ্বাস ছিলো।[৬] তার প্রধান "পেশকার" সুবা রাও ছিলেন হিন্দু [৭] তার একজন "মুন্সী" নরসইয়াও একজন হিন্দু ছিলেন।[৮] জনৈক ব্রাহ্মণ, নাগাপ্পায়া কুর্গের "ফৌজদার" নিযুক্ত হন।[৯] মালবারে কাঠের বন কাটবার একচেটিয়া অধিকার একজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়।[১০] অন্য একজন ব্রাহ্মণ কোয়েম্বাটোরের 'আসফ' নিযুক্ত হন এবং পরে পালঘাটের।[১১] টিপুর অনেক "আমিল" ও রাজস্ব অফিসার হিন্দু ছিলেন। সেনাদলেও হিন্দুরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলো। হরি সিং ছিলেন অস্থায়ী অশ্বারোহী সেনার "রিসালদার'।[১২] বিদ্রোহী নায়ারদের দমন করবার জন্য রোসন খাঁয়ের সঙ্গে শ্রীপত রাওকে নিযুক্ত করা হয়।[১৩] ১৭৯১ সালে কর্ণওয়ালিস যখন বেঙ্গালোর অবরোধ করেন তখন শিবাজী নামক একজন মারাঠী ৩,০০০ জন অশ্বারোহী সেনার নেতৃত্বে থেকে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন।[১৪] রাম রাও-নামক জনৈক ব্রাহ্মণও অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন।[১৫]

১৯১৬ সালে মহীশূরের তৎকালীন ডাইরেক্টর অব আরকিওলজি রাও বাহাদুর কে, নরসিম্হাচার একগোছা চিঠি [১৬] শ্রীঙ্গেরী মন্দিরে আবিষ্কার করেন।[১৭] সেগুলি মঠাধ্যক্ষকে লেখা টিপুর চিঠি। টিপুর ধর্মগত নীতির উপর এসব কাগজ প্রভূত আলোকসম্পাত করে। চিঠিগুলি থেকে জানা যায়, রঘুনাথরাও পটওয়র্ধনের নেতৃত্বে কিছু মারাঠা অশ্বারোহী ১৭৯১ সালে শ্রীঙ্গেরী মঠ আক্রমণ করে। তারা অনেক ব্রাহ্মণ সহ বহু লোককে হতাহত করে, মঠের সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, দেবী সারদার পবিত্র মূর্তি অপসরণ করার মত ধর্মনাশা কাজও হয়। এ কারণে স্বামীজী ঐস্থান ত্যাগ করে করাকলাতে বসতি করতে বাধ্য হন। তিনি মারাঠা আক্রমণ সংবাদ টিপুর গোচরে এনে দেবী মূর্তি পুনঃস্থাপনার্থে তার সাহায্য চান। টিপু এ খবর পেয়ে বড়ই রুষ্ট ও দুঃখিত হন এবং উত্তরে লেখেন, "যে সব লোক এমন একটি পবিত্র স্থানের সম্পর্কে এমন পাপকর্ম করেছে তারা অবশ্য অবশ্যই শীঘ্র তাদের দুষ্কর্মের ফল কালিযুগে এই নীতি-বাক্য অনুযায়ী লাভ করবে, হসদ্‌বি ক্রিয়তে কর্ম রুদদ্‌বি অনুভূয়তে" ("লোকে দুষ্কর্ম ক'রে হেসে হেসে, ফলপায় কেঁদে কেঁদে")। গুরুদেবদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা বংশধরদের ধ্বংসের কারণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে টিপু তৎক্ষণাৎ বেদনুরের 'আসফ কে আদেশ দেন যে স্বামীজীকে যেন সারদা-দেবী পুনঃস্থাপনের জন্য ২০০ রাহাতি (ফেনাম) নগদ ও ২০০ রাহাতি মূল্যের খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। দেবীর

পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পর টিপু স্বামীজীকে লেখেন, "আমাদের শত্রু নিধন ও সুসমৃদ্ধির জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাতে"। মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হ'লে তিনি "প্রসাদ" ও শাল গ্রহণ করেন এবং প্রতিদানে দেবী মূর্তির জন্য জামা ও বক্ষাবরণ ও স্বামীজীর জন্য এক জোড়া শাল প্রেরণ করেছিলেন।

আর একটি পত্রে তিনি "শত চণ্ডীজপ" ও "সহস্র চণ্ডীজপ" উৎসবের খরচের বিস্তারিত ফর্দ-প্রাপ্তি স্বীকার ক'রে জানান যে ঐ উৎসব দেশের কল্যাণ ও শত্রুর নিধন কামনায় উদ্‌যাপিত হবে জেনে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আরো জানান যে অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রীঙ্গেরী গিয়ে উৎসবের প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগান দিতে। স্বামীজীকে অনুরোধ করা হয়, এবার তিনি উৎসব উদ্‌যাপন করুন, কর্মলিপ্ত ব্রাহ্মণদের টাকা দক্ষিণা দিন, এবং প্রত্যহ এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করান। ঐ বৎসরই পরবর্তী এক পত্রে তিনি 'সহস্র চণ্ডীজপ' উৎসব আরম্ভের খবরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ঐ সময়কার আরও দু'টি বিবরণী পত্র পাওয়া যায়। একটি থেকে জানা যায়, টিপু তার বেদনুরের 'আসফ'কে দেবীর জন্য একটি পালকি পাঠাতে লিখেছিলেন। অন্যটিতে খবর এই যে, সুদৃশ্য একটি পালকি পাঠানো হয়েছে স্বামীজীর ব্যবহারের জন্য। ১৭৯২ সালের এক পত্রে টিপু স্বামীজীকে জানান যে তার ব্যবহারের জন্য রূপোর হাতল যুক্ত এক জোড়া "চৌরি" পাঠানো হয়েছে।

এ সব পত্রেরই "ভাষা শিষ্টতামূলক এবং সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর।" টিপু ধর্মান্ধ ছিলেন এবং তার হিন্দু প্রজাদের নিপীড়ন করতেন—এ সব চিঠি থেকে স্পষ্টভাবে এ মতের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। যদি তার ধর্মের গোঁড়ামি থাকতো, তবে তিনি একজন হিন্দু যাজককে "জগদ্‌গুরু" সম্বোধন করতেন না বা দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মোৎসবের জন্য স্বামীজীকে কখনো টাকা ও জিনিস পত্র পাঠাতেন না।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে টিপু স্বামীজী ও মন্দিরের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ছিলেন, কারণ চারিদিকে শত্রু পরিবৃত হয়ে ঐ সময় তিনি তার হিন্দু প্রজাদের স্বপক্ষে রেখে তাদের আন্তরিক সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে মন্দিরের ব্যাপারে তার আগ্রহ ও স্বামীজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব শুধু যুদ্ধকালীন সময়েই আবদ্ধ ছিলো না, কিন্তু শ্রীরঙ্গপটমের পতনকাল অবধি বিদ্যমান ছিলো। তিনি স্বামীজীর স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে চিঠিপত্র লিখতেন এবং কোন কোন সময় তাকে শাল ও দেবীমূর্তির জন্য মূল্যবান বস্ত্র পাঠাতেন। যখন শত্রুদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ ছিলো না, তখন, ১৭৯৩ সালের এক পত্রে তীর্থপর্যটনকারী স্বামীজীর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার ক'রে সুলতান লেখেন, "আপনি জগদ্‌গুরু"। জগতের কল্যাণ ও মানুষের শান্তির জন্য সর্বদাই আপনি তপস্যায় রত। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি হোক, আপনার মত দেব লোকের

যেখানেই বসতি, সেখানেই প্রচুর শস্য, পর্যাপ্ত বৃষ্টি, প্রভূত সমৃদ্ধি। "টিপু যদি গোঁড়া মুসলমান হতেন তবে কখনো কোন হিন্দু যাজককে এ ভাষায় চিঠি দিতেন না বা তার নিজের ধর্মমত বিরোধী পূজা পদ্ধতিতে এমনিভাবে বিশ্বাস রেখে তাতে উৎসাহ দেখাতেন না।

এ ছাড়া, টিপু শুধু শ্রীঙ্গেরী মন্দিরেরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না, রাজ্যের অন্যান্য দেবমন্দিরেও তা প্রসারিত ছিলো। নানজানগুড "তালুকে"র অন্তঃবর্তী-কালেই গ্রামস্থ লক্ষ্মীকান্ত মন্দিরের রূপোর ৪টি বাটি, একটি থালা ও একটি পিকদানির উৎকীর্ণ-লিপি থেকে জানা যায় যে পাত্রগুলি টিপুর প্রদত্ত উপহার।[১৮] সেরূপ, মেলুকোটের নারায়নস্বামী মন্দিরে কয়েকটি মনিমুক্তা ও সোনা রূপোর পাত্র আছে য'র উৎকীর্ণ লিপিতে বলা আছে যে সেগুলি টিপুর উপহার।[১৯] ১৭৮৫ সালে টিপু এই মন্দিরের জন্য ১২টি হাতি[২০] এবং ১৭৮৬ সালে একটি নাকাড়া দান করেন।[২১] তলদেশে পাঁচ প্রকার মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা খচিত পাত্র নানজাগুড়ের শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরে আছে যা হ'ল "টিপু সুলতান পাদশা"র উপহার।[২২] শ্রীরঙ্গপটমের রঙ্গনাথ মন্দিরে স্থিত সাতটি রূপোর বাটি ও একটি রূপোর কর্পূরদানের খোদিত লিপি প্রকাশ করে যে এগুলি "টিপুসুলতান পাছছার" দান।[২৩] আর, নানজানগুড়ের নানজানাদীশ্বর মন্দিরে একটি সবুজবর্ণ মণির "লিঙ্গ" মূর্তি আছে যার নাম "পাছছা" বা "পাদশা লিঙ্গ।" কথিত আছে টিপুর আদেশ ইহা স্থাপিত হয়।[২৪]

টিপুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তার রাজ্যের বহু মন্দির ও ব্রাহ্মণের জমি তিনি মাত্রাধিক্যভাবে বেদখল করেছিলেন। বস্তুত তিনি শুধু অননুমোদিত জমি অধিকার করেছিলেন। পূর্বের শাসকদের নিকট থেকে যথারীতি প্রাপ্ত "সনদ" যেগুলির ছিলো সেগুলি দখল ভোগীদের নিকটই রয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে টিপু নিজেই মন্দির ও ব্রাহ্মণের জন্য নতুন ক'রে জমি ও অর্থ দান করেন। যেমন তার "আমিল"দার কোনাপ্পাকে প্রদত্ত এক মারাঠী সনদ অনুযায়ী পুষ্পগিরি মঠের স্বামী থঙ্গাপল্লি ও গোল্লাপল্লি গ্রামের রাজস্ব ভোগ করতে অনুমতি পেয়েছিলেন।[২৫] গেল্লিকটার অগ্গনেয় স্বামী মন্দিরে "পূজা" করবার জন্য রামচর নামক এক ব্যক্তিকে কুড্ডাপা জেলার কোথাসুথালা গ্রাম প্রদান করেন।[২৬] সেরূপ, কমলাপুর "তালুকের" বহু ব্রাহ্মণকে তিনি ভূমি-দান করেছিলেন।[২৭] ১৭৯৪ সালে মহারাজ হরিপা নামক এক ব্রাহ্মণকে তিনি মনজুরাবাদ "তালুকের" একটি "ইনাম"দান করেন।[২৮] কানাড়ী অক্ষরে লেখা একটি সংস্কৃত কবিতার স্তবকে আছে যে টিপু মন্দির ও ব্রাহ্মণদেরকে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্তী ভূমি দান করেন।[২৯] ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক-দের আহারের খরচের জন্য তিনি ভূমি নির্দিষ্ট ক'রে দিতেন। তিনি তার বড় মহলের "আমিলদার" হরদেশইয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত দান ফিরিয়ে নেবার জন্য—শুধু "দেবদায়ম্" ও "ব্রাহ্মণদায়ম্" (মন্দির ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত দান)

ছাড়া।[৩০] ১৭৯৪ সালে তিনি নরসিংহ যোশী নামক ধর্মপুরীর এক ব্রাহ্মণকে বার্ষিক দশ পেগোডা বংশানুক্রমিক পেনসন দানের আদেশ দেন।[৩১]

টিপু হিন্দুদের পূর্ণভাবে ধর্মগত অধিকার দিয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গপটম দুর্গে রাজ প্রাসাদের প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে শ্রীরঙ্গনাথের জমকালো মন্দির আছে। প্রাসাদ থেকে সুলতান প্রত্যহ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের স্তোত্র পাঠ শুনতে পেতেন, কিন্তু কখনো এ ব্যাপারে আপত্তি করেননি। দুর্গের মধ্যে, প্রাসাদের নিকট আরো দু'টি বড় মন্দির—নরসিংহ ও গঙ্গাধরেশ্বর—স্থাপিত ছিলো। কিন্তু না এ সবে, না তার রাজ্যস্থিত আরো হাজার হাজার মন্দিরে টিপু কখনো হিন্দুদের ভজনপূজনে বাধা দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, অনেক স্থলে তিনি ধর্মানুষ্ঠান পালনে ব্রাহ্মণদের অর্থ দান করতেন। আমরা দেখেছি, "সহস্র চণ্ডীজপ" অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য শ্রীঙ্গেরী মঠের স্বামীজীকে সরবরাহ করবার জন্য তিনি তার অফিসারদের কি ভাবেই না আদেশ দিয়েছিলেন। সেরূপ তিনি রেয়াকোট্টাইর দু'টি প্যাগোডার জন্য ভাতার সংস্থান করেছিলেন। সেখানকার পুরোহিতরা তার দত্ত "সনদ" মানরোর নিকট ১৭৯৩ সালে উপস্থিত ক'রে ঐ ভাতা চলতি রাখবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে উহা ছাড়া তারা ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন না।[৩২] তাদের ধর্মোৎসবের সময় হিন্দু মুসলমান উভয়দেরই অর্থ বিতরণ করা হ'ত। একটি সনদ মতে, ভেঙ্কটাচলাপলি মন্দিরে প্রথাগত অর্চনা বজায় রাখতে এবং কুড্ডাপা জেলার পল্লিভেনুভিয়ার অঞ্জনেস্বামী মন্দিরের স্থগিত পূজা পুনঃ প্রচলনের জন্য টিপু আদেশ জারি করেন।[৩৩] এক ক্ষেত্রে তিনি একটা মন্দির নির্মাণেরও নির্দেশ দেন। ১৭৮০ সালে হায়দর যখন কর্ণাটক আক্রমণ করেন, তখন তিনি কাঞ্জীভরমে একটি গোপুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধকালে টিপু যখন শহরটি পরিদর্শন করেন তখন মন্দিরটির নির্মাণার্থে ১০,০০০ জন হুন প্রদান করেন। আর, সেখানে স্থিতির সময় তিনি রথযাত্রা উৎসবে যোগদান ক'রে সে উপলক্ষে বাজী পোড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[৩৪]

মহীশূরের পারাকালী মঠ স্থিত একটি "সনদে" আমরা টিপুকে দেখতে পাই একজন সালিস রূপে, মেলুকোট মন্দিরে কোন আবাহন মন্ত্রের আবৃত্তি নিয়ে বিতর্ককারী দু'দল হিন্দুদের মধ্যে। "সনদ" জারি হয় টিপু কর্তৃক, কানাড়ী ভাষায়। "সনদের" উপর ভাগে পারসিক অক্ষরে টিপু-সুলতান লেখা সীলমোহর, সম্বোধন করা হয়েছে রাজ্যের মন্দির-বিভাগের কর্মকর্তাকে। "সনদে" উল্লিখিত আছে যে, যে-হেতু আঞ্চে শ্যামইয়া নামে টিপুর একজন অফিসার একটি আবাহন মন্ত্রের প্রাচীন প্রথা মেলুকোট মন্দিরে লঙ্ঘন করেছেন, সেহেতু আদেশ করা হচ্ছে যে মন্ত্রটির উভয় রূপই চলতি থাকবে। এ ছাড়া মন্দির-বিভাগের কর্মকর্তাকে আদেশ দেওয়া হয়, ঐ আবাহন-মন্ত্রের চর্চাকারী ভাদাগলাই ও টেঙ্কলাই—উভয়

সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি ন্যায় পরায়ণ থাকবেন এবং টেঙ্কলাই সম্প্রদায়ের একজন সাধুর প্রতিমূর্তি মেলুকোটে তার সাবেক স্থানে পুনঃ স্থাপন করবেন।[৩৫]

আচ্ছা, যদি টিপু ধর্মান্ধ নৃপতি না হয়ে সহিষ্ণু ও প্রগতিবাদীই হন, তবে কুর্গ ও মালাবারে হিন্দুদের জোর ক'রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে কী ক'রে আদেশ জারি করেছিলেন? এর সত্যিকারের ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এতে তার উদ্দেশ্য ছিলো রাজনীতিক, ধর্মগত নয়। তিনি ধর্মান্তরণকে একরকমের শাস্তি ব'লে মনে করতেন এবং তার যে-সব অমুসলমান প্রজা পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলো তাদেরই এ শাস্তি দেওয়া হ'ত। সেজন্যই অফিসারদের উপর তার নির্দেশ ছিলো, যদি কুর্গ ও মালাবারের লোকেরা তাদের বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ না করে তবে তাদের ধর্মান্তরিত করা হবে। কাসক্কির নিকট লেখা এক পত্রে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি নায়ারদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়ে ছিলেন "তাদের বিদ্রোহের শাস্তি হিসাবে," আর সে-শাস্তির যোগ্যও তারা ছিলো, কারণ, 'ছ'বার তারা বিদ্রোহ করে, ছ'বারই তাদের আমি ক্ষমা করি'।[৩৬] টিপু আশা করেছিলেন যে এই ভীত ও আদর্শ শাস্তি দেখাবার পর তিনি কুর্গী ও নায়ারদের অবনত ক'রে বশে আনতে পারবেন।

কুর্গ ও মালাবারের কতজন লোককে জোর করে মুসলমান করা হয়েছিলো তা বলা কঠিন। ইংরেজদের গণনা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিলো টিপুর কুৎসা রটিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো। মুসলমানদের বিবরণীর উপর ও বিশ্বাস করা যায় না, কারণ ইসলামের রক্ষা কর্তা ব'লে টিপুকে চিত্রিত করবার আগ্রহে অত্যুক্তির এবং বিকৃত ও অলীক বর্ণনার আশ্রয় নেবার দিকে তাদের ঝোঁক ছিলো। এ গুলি টিপুর চারদিকে একটা ধর্মীয় মহিমার দীপ্তি সৃজন করে তাকে একজন ধর্ম-বীরের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "সুলতান-উত-তওয়ারিখে" উল্লেখ আছে, সুলতান কুর্গে ৭০,০০০জন হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।[৩৭] কিন্তু এটা অসম্ভব কথা, কারণ সে সময় কুর্গের মোট জনসংখ্যাই ছিলো তার অনেক নিচে।[৩৮] তাছাড়া, রামচন্দ্র রাও "পুঙ্গানুরির" মতে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু নিয়ে মাত্র ৫০০ জন ধর্মান্তরিত হয় এবং তাদের ভাগে ভাগে শ্রীরঙ্গপটম, বেঙ্গালোর ও অন্যান্য দুর্গে পাঠানো হয়।[৩৯] অন্যদিকে, মুর, যিনি টিপুর শাসননীতি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন, তিনি কুর্গে তার ধর্মগত কারণে নিগ্রহ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি।

টিপুর ধর্ম-নীতির বিচারকালে এ কথাটা সাধারণতঃ ভুলে যাওয়া হয় যে কতগুলি ধর্মান্তরণ ছিলো স্বেচ্ছাকৃত। যেমন রঙ্গনায়ার নামে একজন পলায়িত কুর্গনেতা টিপুর আমন্ত্রণে ফিরে এসে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪০] সেরূপ, অন্যান্য বিদ্রোহীরাও ছিলো যারা সুলতানকে খুসি করবার জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন

সুলতান তাদের ধর্মান্তরণ পছন্দ করেছিলেন এই আশা ক'রে যে, তারা এমনি ভাবে তাদের অনুচরদের উপর প্রভাব হারিয়ে আর তেমন ভয়ের পাত্র থাকবে না। অসম্ভব নয় যে তিনি তাদের প্ররোচণাও দিয়েছিলেন মুসলমান হবার জন্য। কিন্তু কয়েকজন লেখক টিপুর এমনি একটি চিত্র সচরাচর এঁকে এসেছেন যে তিনি সব সময় হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরণ করাচ্ছেন ও যারা মুসলমান হতে চায়নি তাদের হত্যা করছেন। এটাতো ঠিক তা নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে কুর্গ ও মালাবার ছাড়া টিপু তার রাজ্যের অন্যত্র এই ধর্মান্তরণ নীতি অনুসরণ করেন নি; কারণ অন্য কোথাও বিদ্রোহ ঘটতো খুব কম ও কদাচিৎ। এটা লক্ষ্য করবার যে, টিপু মালাবারেও মন্দির ও ব্রাহ্মণদের সাহায্যদানে বিরত থাকেন নি। ১৭৮৯ সালে যখন তিনি ত্রিবাঙ্কুর লাইন অভিযানে যাচ্ছিলেন তখন ১৪ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর অবধি ত্রিচুড়া ছিলেন এবং তার সেনাদলের খাবার রান্না করার জন্য ভেদকুন্নাথন মন্দির থেকে বাসন ধার করে নেন। ত্রিচুড় ছেড়ে যাবার সময় তিনি শুধু বাসনগুলি মন্দিরে ফিরিয়েই দেন নি, সেখানে একটি বড় রঙের দীপ-দানও উপহার দেন।[৪১] মালাবারে অন্যান্য স্থানেও তিনি মন্দির ও ব্রাহ্মণদের জন্য জমি দান করেন।[৪২] নিচে এরূপ দানের একটা তালিকা দেওয়া হলো:—

১। এরণাদ 'তালুকে'র চেলামব্রা আমসমের মান্নুর মন্দিরের জন্য, ৭০,৪২ একর জলো-জমি ও ৩,২৯ একর বাগিচার জমি।

২। পন্নানি 'তালুকে'র ভেইলাওর আমসমের তিরুভন চিকুলম শিবমন্দিরের জন্য, ২০৮,৮২ একর জলো-জমি ও ৩,২৯ একর বাগিচার জমি।

৩। পন্নানি 'তালুকে'র গুরু ভেউর আমসনে গুরু ভেউর মন্দিরের জন্য, ৪৬.০২ একর জলো-জমি ও ৪৫৮-৩২ একর বাগিচার জমি।

৪। কেলিকাট 'তালুকের' কসবা আমসনের ত্রিক্কানটিয়ুর ভেট্টাকক রামকনকভু মন্দিরের জন্য ১২২.৭০ একর জলো জমি ও ১৭.৩৬ একর বাগিচার জমি।

৫। পন্নানি 'তালুকে'র কাদিকাদ আমসমের কট্টুমাদাথিল শ্রীকুমারণের (নাম্বুদিরীপাদ) জন্য, ২৭,৯৭ একর জলো জমি ও ৬.৯১ একর বাগিচার জমি।

৬। পন্নানি 'তালুকে'র ত্রিক্কানভিয়ুর আমসমের ত্রিক্কানভিয়ুর সামুহম মন্দিরের জন্য ২০,৬৩ একর জলো জমি ও ৪১ একর বাগিচার জমি।

৭। ত্রিচুড়ের নাভুভিল মদাথিল তিরুমুম্বুর জন্য ৪০,২৬ একর জলো জমি, ২২.১৩ একর বাগিচার জমি ও ৪,১৭ একর শুকনো জমি।

সুতরাং আমরা দেখছি যে, টিপু হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করতেন, মন্দির ও ব্রাহ্মণের জন্য উপহার ও দানের ব্যবস্থা করতেন। দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেন, হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে অর্থ দান করতেন এবং তার কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখতেন,

আর তার রাজ্য জুড়ে যে সব জাঁকালো মন্দির ছিলো সেগুলি নিরাপদে থাকতে দিতেন। সুতরাং ইহা অবিশ্বাস্য যে যিনি এতই সহিষ্ণু ও উদারহৃদয় শাসক এবং ধর্মাচারী ছিলেন, তিনি কখনো হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস হেতু নিপীড়নের দোষে দোষী হ'তে পারেন।

টিপুকে এই বলেও দোষী করা হয়েছে যে, তিনি তার খৃষ্টান প্রজাদের ধর্ম বিশ্বাসহেতু উৎপীড়ন করতেন। কিন্তু এ মতের স্বপক্ষে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নেই। খৃষ্টানদের প্রতিও টিপুর মনোভাব প্রভাবিত হ'ত ধর্মীয় নয়, রাজনীতিক কারণ দ্বারা। তিনি খৃষ্টানদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করতেন, এবং শুধু দেশদ্রোহিতার অপরাধেই তাদের শাস্তি দেওয়া হ'ত।

দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধের সময় মহীশূরের প্রজা কানাড়ী খৃষ্টানরা ইংরেজদের মূল্যবান সাহায্য দান ক'রে। মেথু পশ্চিম উপকূল আক্রমণ করলে তারা গুপ্তচর এবং পথপ্রদর্শকের কাজ করে এবং মেঙ্গালোর ও বেদনুর প্রদেশ জয়ে তাকে সাহায্য করে।[৪৩] মহীশূর সেনাদলের প্রায় ৩৫ জন খৃষ্টান দলত্যাগ ক'রে মেথুর অধীনে কাজ নেয়।[৪৪] এছাড়া কানাড়ী খৃষ্টানরা ইংরেজদের আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিলো। বেদনুর পতনের ঠিক পূর্বে লিখিত একপত্রে মেথু উল্লেখ করেন যে, তিনি কানাড়ী খৃষ্টানদের নিকট থেকে ৩৩,০০০ টাকা ধার করেছেন এবং অনুরোধ জানান, যে কেউ এ পত্রখানা পড়বে সে যেন একথা যে—কোন প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট ও পরিষদকে জানায়।[৪৫]

মহীশূরীরা যখন মেঙ্গালোর অবরোধ করে, তখন কানাড়ী খৃষ্টানরা গোপনে কেম্পবেলকে সাহয্য করে এবং কাসিম আলী ও মহম্মদ আলীর সঙ্গে যোগ দেয়। এরা টিপুর পতন ঘটাতে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলো।[৪৬] এমন কি মাউণ্ট মেরিয়া সেমিনারির অধ্যক্ষ ফাদার ডন জোয়াকিম দ্য মিরাণ্ডা ইংরেজ সেনাদলকে ১,০০০ বস্তা চাল যোগান।[৪৭] কিন্তু এ সত্ত্বেও টিপু তাকে ক্ষমা ক'রে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে কেউ যেন তাকে পীড়ন না করে। তারই মধ্যস্থতায় টিপু ১৫০ জন খৃষ্টানকে মুক্তি দেন।[৪৮] তবু ইংরেজ ফরাসীতে যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হবার পর কসিঞি যখন মহীশূর সেনাদল ত্যাগ করেন, ফাদার তাকে আশ্রয় দেন ও উপকূলের পথ দেখিয়ে দেন।[৪৯]

এসব কারণে খৃষ্টানরা টিপুর কাছ থেকে শাস্তি পায়। ফাদার জোয়াকিম একটা দুর্গে বন্দী থাকেন এবং একটা বিচারালয়ে বিচারের পর মাঃ মেরিয়ানের সমগ্র খৃষ্টান কলোনী সহ তাকে কোচীনে নির্বাসিত করা হয়।[৫০] কিছু কিছু কানাড়ী খৃষ্টানদের গোয়াতে নির্বাসিত করা হয়, অন্যদের শ্রীরঙ্গপটম ও চিতলদুর্গে বন্দী ক'রে পাঠানো হয়। একজন খৃষ্টানকে ফাঁসী দেওয়া হয়,—সে মহম্মদ আলী ও কাসিম আলীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ছিলো।[৫১] ইহা অবশ্য বলা কঠিন কতজন লোক টিপুর হুকুমের ভিতর পড়েছিলো। গোয়ার ভাইসরয় সেক্রেটারী অব

ষ্ট্রেটকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন ২০,০০০ জন।[৫২] কিন্তু পরবর্তী এক পত্রে বলা হয়, টিপু ৪০,০০০ জন খৃষ্টানকে নির্বাসিত করেন।[৫৩] আবার অন্য এক উক্তি অনুযায়ী প্রায় ৩০,০০০ জন নির্বাসিত হয়।[৫৪] কিন্তু উইলকসের উক্তি যে ৬০,০০০ জন লোক বহিষ্কৃত হয়েছিলো, তা অত্যুক্তি বলে মনে হয়। পরে, শ্রীরঙ্গপটমে ফরাসী প্রতিনিধি পিয়ের মন্‌রোর চেষ্টায় টিপু ফাদার জোয়াকিমকে তার মেঙ্গালোরস্থ কনভেণ্টে ফিরে যেতে অনুমতি দেন। তার সঙ্গে ঐ খৃষ্টানদলভুক্ত অনেকেই ফিরে আসে।[৫৫]

টিপু জোর করে খৃষ্টানদের মুসলমান করেছিলেন—এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান নেই। কেউ কেউ অবশ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু এটা তারা করে কারাজীবনের একঘেয়েমির থেকে নিস্তার পাবার জন্য। মুক্ত হওয়ার পর তারা রাজপ্রাসাদে বা সেনাদলে দায়িত্ব পূর্ণ পদ পায়। বহু সংখ্যক লোক অবশ্যি শ্রীরঙ্গপটমে এবং চিতলদুর্গে বন্দী থেকে যায়, নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে চলে। এটা এ থেকে পরিষ্কার হয় যে, ১৭৮৯ সালে টিপু ভাইসরয় ও গোয়ার আর্চ বিশপের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যে, যে-সব খৃষ্টান বন্দীদশায় তাদের ধর্মাচরণ করতে পারেনি তাদের কাছে ধর্মযাজক পাঠানো হোক। এমনকি যেসব গীর্জা ধ্বংস করা হয়েছিলো সেগুলি তাদের জন্য তৈরি ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন।[৫৬] ক্ষমা চেয়েছিলেন বা তাদের হ'য়ে গোয়ার রাজপ্রতিনিধি অনুরোধ করেছিলেন ব'লে অনেক ধর্মযাজকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং বিনা উৎপীড়নে তারা গোয়া যেতে পারেন।

কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবেনা যে, টিপুর হাতে সব খৃষ্টানরাই লাঞ্ছিত হয়েছিলো। বস্তুত, মাত্র কানাড়ী খৃষ্টানরাই কড়া ব্যবহার পেয়েছিলে। তাদের অনেকেই ছিলো গোয়া থেকে দেশান্তরী। তারা গোয়ার আর্চবিশপের যজমান শ্রেণীভুক্ত ব'লে টিপু তাদের বিশ্বাস করতেন না। কারণ পর্তুগীজদের সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিলোনা। এছাড়া, বারবার তারা রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ করেছিলো মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। হায়দর তাদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করতেন, তবু তারা ১৭৬৮ সালে মেঙ্গালোর বিজয়ে ইংরেজদের সহায়তা করে।[৫৭] টিপুর সময়েও তারা রাষ্ট্রদ্রোহ করে এবং তাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ব'লে তাদের নির্বাসিত করা হয়। সিরিয়ান খৃষ্টানরা অবশ্যি টিপুর কাছে ভালো ব্যবহার পেতো। সেরূপ, টিপু আর্মেনিয়ান বণিকদের মহীশূরে এসে বসবাস করতে উৎসাহ দিতেন এবং তাদের বহুপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হ'ত।[৫৮] এছাড়া, তার সেনাদলে অনেক খৃষ্টান ছিলো, তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। এমন কি, যে সব কানাড়ী খৃষ্টান রাজদ্রোহের অপরাধ করেছিলো তারাও তার রাজ্যে বাস করার অনুমতি পেয়েছিলো, এই কড়ারে যে মেঙ্গালোর বিজয়ে ইংরেজদের সাহায্য করে টিপুর তিন কোটি টাকা লোকসানের জন্য তারা ক্ষতিপূরণ

দেবে। গোয়া থেকে নতুন আগত লোকদেরও মহীশূরী আইন মেনে চলবার শর্তে বসবাস করবার অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৯] এসব থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজ্যে খৃষ্টানদের প্রতি টিপুর মনোভাব প্রভাবিত হ'ত রাজনীতিক কারণ দ্বারা, ধর্মগত কারনে নয়। কানাড়ী খৃষ্টানরা শাস্তী পায়, তারা খৃষ্টান ব'লে নয়, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে। তারা সুলতানের অনুগত থাকলেও নিপীড়িত হ'ত ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই।

মাদাভিজদের উপরও টিপুর মনোভাবের মূলকারণ ছিলো রাজনীতিক, ধর্মগত নয়। টিপু যখন দেবন হাল্লিতে মুক্তিপণ স্বরূপ আবদ্ধ রাজপুত্রদের প্রত্যাগমন উৎসব উদ্‌যাপন করছিলেন, তখন মাদাভিজরা তাদের নিজস্ব ধরনের উৎসবের প্রস্তুতি করে। সেটির সময় ২৭ রমজান, ১২০৮ হিজরি—২৮শে এপ্রিল, ১৭৯৪।[৬০] সুলতান আপত্তি করেন নি, কারণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা সব সময়ই তাদের দেওয়া হ'ত। কিন্তু তাদের অভ্যাস ছিলো খুব উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করা। তাতে সেনাদলের অন্যান্য মুসলমানদের প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে গোলমাল সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলো। তাই তিনি তার "দেওয়ান" মীরসাদিককে তাদের নেতাদের কাছে পাঠান এবং তাদের বলা হ'য় যে, নেতারা যেন তাদের অনুচরদের উপদেশ দেন শিবিরের ভিতর প্রার্থনা না করতে। প্রার্থনা যেন করা হয় একটু দূরে বাইরের দিকে। এজন্য তাদের তাঁবু ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে। নেতারা এ প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু রাত্রিবেলা প্রায় ৩,০০০জন মাদাভিজ তাদের প্রার্থনা-পদ্ধতি মতই কাজ আরম্ভ করে। টিপু জেগে ওঠেন এবং পরদিন সকালে তাদের দু'জন নেতা—মেহ্‌তাব খাঁ ও আলম খাঁকে বন্দী করেন। তারপর তিনি শুধু তার সেনাদলস্থ মাদাভিজদেরই নির্বাসিত করেন নি, রাজ্যের ঐ সম্প্রদায়ের সকলকেই নির্বাসিত করেছিলেন। শুধু সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে রেহাই দেওয়া হয়, টিপু তাকে প্রভূত শ্রদ্ধা করতেন। এ সত্ত্বেও সৈয়দ মহম্মদ খাঁ স্থির করেন যে সপরিবার মহীশূর থেকে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু টিপু তা জানতে পারেন, তাই শ্রীরঙ্গপটম পৌঁছে তিনি তাকে বন্দী করবার আদেশ দেন। বন্দীদশা থেকে সৈয়দ মহম্মদ মুক্তি পান মাত্র যখন ১৭৯৯ সালে ইংরেজরা স্থানটি দখল করে। মেহতাব খাঁ ও আলম খাঁকে অবশ্যি ১৭৯৫ সালে টিপু মুক্তি দেন।[৬১]

প্রশ্ন এই যে, একটা মাত্র অবাধ্য আচরণের জন্য টিপু এমন গুরুতর শাস্তি কেন দিলেন ? তাছাড়া, অল্প কয়জনের দোষে সমস্ত মাদাভিজরা নির্বাসিত হ'ল কেন ? কারণ মনে হয় এই যে তিনি তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী ব'লে সন্দেহ করেছিলেন এবং ২৭ রমজান রাত্রির অবাধ্যতা তার সন্দেহ দৃঢ় করেছিলো। তাদের সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ছিলো ব'লে তাদের কাউকেই আর তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না, তাই তাদের সকলকেই রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন। এসব সন্দেহ যুক্তিযুক্ত ছিলো কিনা বলা শক্ত ; যদিও ইংরেজরা যেমন সহজভাবে তাদের দলে টানতে পেরেছিলো, তা

থেকে মনে হয়, সন্দেহটা একেবারে অমূলক ছিলো না। কিরমাণি মনে করেন, এমন ও হ'তে পারে যে এসব ঘটেছিলো মীর সাদিকের কারসাজিতে।[৩২] এই নির্বাসন দণ্ডের ফল মঙ্গলজনক হয়নি। কারণ, চতুর্থ ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের প্রাক্কালে নির্বাসিত মাদাভিজরা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে টিপুর পতনে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলো।

টীকা

১। কার্ক পেট্রিক, পৃঃ (x)।

২। উইলক্স (ii), পৃঃ ৭৬৬।

৩। সেন "ষ্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী," পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

৪। রাসব্রুক উইলিয়ামস, "গ্রেট মেন অব ইণ্ডিয়া" ডেডওয়েল লিখিত "টিপু সুলতান" পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২১৭।

৫। কার্ক পেট্রিক, নং ৭৩ : দিল্লীতে অন্য একজন 'উকিল' ছিলেন মুকুন্দ রাও (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ১২৯, পূর্বের)।

৬। পুঙ্গানুরি, পৃঃ ৪২,৪৭।

৭। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৫৭, পূর্বের।

৮। রিঃ মাঃ আঃ ডিঃ, ১৯১৬, পৃঃ ৭৫।

৯। "তারিখ-ই-কুর্গ," ফঃ ২৭-এ।

১০। মাঃ সিঃ কঃ, খণ্ড ১৭১৬, জানুয়ারি ১৭৯৯, পৃঃ ২৪।

১১। "মালাবার কমিশন ফার্ষ্ট কমিশনার্স ডায়েরীজ," খণ্ড (ii), নং ১৩৬৩, পৃঃ ২২৩।

১২। কিরমাণি, পৃঃ ২৭৯।

১৩। ঐঃ, পৃঃ ২৭৫।

১৪। হামিদ খাঁ, ফঃ ৭৮ এ।

১৫। রাইস, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ," (i), পৃঃ ২৯৯।

১৬। রিঃ মাঃ আঃ ডিঃ ১৯১৬, পৃঃ ১০-১১, ৭৩-৭৬ ; আরো দ্রষ্টব্যঃ সেন, "ষ্টাডিস ইন ইনডিয়ান হিষ্ট্রি", পৃঃ ১৫৫-১৬৯। টিপুর রাজত্বের ৩০টি দলিল আছে। একটি ছাড়া সবই শ্রীঙ্গেরী মঠের সম্পত্তি। সেগুলির তারিখ ১৭৯১ থেকে ১৭৯৮ সালের ভিতর। তারিখগুলি "মৌলদি" অব্দ মত, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই পাশাপাশি যথাযথ হিন্দু তারিখ দেওয়া আছে।

১৭ শ্রীঙ্গেরী গ্রাম তুঙ্গার বাঁ দিকের তীরে একটা পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য যে-চারটি স্থানে মঠ বা আশ্রম স্থাপন করেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এটি। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুরা এই মঠের অধ্যক্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে থাকে।

১৮। রিঃ মাঃ আঃ ডিঃ, ১৯১৭, পৃঃ ৫৯।

১৯। ঐঃ, পৃঃ ২১, ৩৭।

২০। "এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা," (iii), সিঃ ৭০।

২১। রিঃ মাঃ ডিঃ ১৯১৬, পৃঃ ৩৯।

২২। ঐঃ ১৯১২, পৃঃ ২৩, ৪০।

২৩। ঐঃ, পৃঃ ৫৮।

২৪। ঐঃ ১৯৪০, পৃঃ ২৬।

২৫। স্থানীয় রেঃ ; (iv), পৃঃ ৪৩৪, "টিপুজ্ঞা এনডাউমেণ্টস টু হিন্দু ইনষ্টিটুয়েসনসে." উদ্ধৃত, ইঃ হিঃ কঃ, ১৯৪৪, পৃঃ ৪১৬।
২৬। স্থানীয় রেঃ, (iv), পৃঃ ৪৩৪।
২৭। ঐঃ, (ii,), পৃঃ ২৯৪-২৯৫।
২৮। "এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা." খণ্ড (v), ভাগ ১, এমজে, ২৫, পৃঃ ২৬৮।
২৯। স্থানীয় রেঃ (xxiv), পৃঃ ১৬, ইঃ হিঃ কঃ, ১৯৪৪, পৃঃ ৪১৭। এ উদ্ধৃত।
৩০। বড়মহল রেঃ, অং (v), পৃঃ ৩৯, ১১৬। টিপু কর্তৃক ব্রাহ্মণ কে দত্ত আরো উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ, সুব্বারায় চেট্টি, "নিউ লাইট অব টিপু সুলতান," পৃঃ ৮৯-৯১।
৩১। বড়মহল রেঃ, অঃ (xviii), পৃঃ ৯৮।
৩২। ঐঃ, অং (xxii), পৃঃ ৮।
৩৩। স্থানীয় রেঃ, (iv), পৃঃ ২৮০, ইঃ হিঃ কাঃ, ১৯৪৪, পৃঃ ৪১৭।
৩৪। খারে, (viii), নং ৩২৮৬।
৩৫। রিঃ মাঃ আঃ ডি ১৯৩৮, পৃঃ ১২৩-১২৫।
৩৬। আঃ নেঃ সি[২] ১৭২, টিপু কসিঙ্কিকে, ৩রা মার্চ, ১৭৮৮, ফঃ ৩৫-এ। "সুলতান উত্ তওয়ারিখ,,' ফঃ ৪৭, ৫১, "তারিখ-ই-খুদাদদি," পৃঃ ৫৫, ৬১-৬২ ; এ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ সেন, "ষ্টাডিজ ইন ইনডিয়ান হিষ্ট্রি" পৃঃ ১৬৬-১৬৭, সেন স্বীকার করেন যে, টিপু "ধর্মান্তকরণকে শান্তির চূড়ান্ত ব'লে মনে করতেন।"
৩৭ "সুলতান উত্ তওয়ারিখ," পৃঃ ৪৭-৫১, "তারিখ-ই-খুদাদাদি", পৃঃ ৫৫, ৬১-৬২।
৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৭৯ পাদটিকার পূর্বে।
৩৯। "পুঙ্গানুরি", পৃঃ ৩৭।
৪০। কিরমাণি, পৃঃ ২৯৮। কুর্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়ারাবাদ ও হোলিয়াদের কেহ কেহ শাসক গোষ্ঠীভুক্ত কোদাগাদের কাছে থেকে ঘৃণা মিশ্রিত ব্যবহার পেয়ে ও তাদের দাস হয়ে পড়ায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটা মালাবারের নীচ জাতিদের, বিষয়েও প্রযোজ্য। তারা এই সুযোগে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
৪১। কেলিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফেকালটির ডিন অধ্যাপক মহিদীন শা দয়া ক'রে এই খবরটি আমাকে দিয়েছেন। তিনি একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন যার নাম "মাইশোর রুলারস্ এণ্ড ত্রিচূড়"। ইহা মন্দিরের কাগজপত্রের ভিত্তিতে লেখা এবং ২৬-৪-১৯৬৯ এর মালয়লাম দৈনিক পত্র দি লাইট' এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।
৪২। এই বিস্তৃত বিবরণীর জন্য আমি কেরল গেজেটিয়ারের ষ্টেট এডিটর ডাঃ সি. কে. করীমের কাছে কৃতজ্ঞ।
৪৩। পিস্যুরলেংকার আঁতিগাতা, ফেস (ii), নং ৭৭ ; ওয়েঃ পেঃ রিঃ মিঃ ৩৭২৭৪, পৃঃ ৩৩-৩৪ আরো দ্রষ্টব্যঃ, আঃ নেঃ সি[২] ১৭২, মনর কসিক্রিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৬, ফঃ ২০১ এ ও পরে।
৪৪। সালধানাতে উদ্ধৃত, "দি কেপটিভিটি অব কানাডা খৃষ্টিয়ানস আণ্ডার টিপু" পৃঃ ১৮ পাদটিকা 'বি'।
৪৫। "টিকেপটিভিটি, সাফারিংস এণ্ড এস্কেপ্ অব্ জেম্স স্কারী," পৃঃ ৯৯-১০০ পাদটিকা।
৪৬। পিস্যুরলেংকার আন্টিগুয়ালহা ফেস্, (ii) নং ৭৯।
৪৭। ঐঃ।
৪৮। ইঃ অঃ, পর্তুগিরে "কসেল হো আলট্রামেরিণ হো" খণ্ড ২, অংশ ২, মাউণ্টমেরিয়র ফাদার ভাইসরয়কে, পৃঃ ৫৭১-৫৭৩। মনে হয় অ মরলা ও ফাদারের হয়ে টিপুকে

অনুরোধ করেন (ঐঃ, দলিল ৮, ম্যুরলা কেলিসিজ ও রামোজ নবার মনরোকে, ১৭, x-১৭৮৩, পৃঃ ৪৩২-৪৩৩।

৭৯। পিস্যুরলেংকরে "আন্টিগুয়ালহী, কেস্ (ii), নং ৭৯ ; আঃ নেঃ সি২ ১৭২, কসিক্রির নির্দেশ মনর কে, ফ; ১৯৭ এ ও পরে।

৫০। পিস্যুরলেংকার "আন্টিগুয়ালহী" ফেস (ii), নং ৭৯ ; ইঃ অঃ পর্তুঃ রেঃ, "কঁসেল হো আলট্রামেরিণ হো", খণ্ড ২, অংশ ২, ফাদার জোয়াকিম ভাইসরয়কে, পৃঃ ৫৭৫-৫৭৮। ফাদার জোয়াকিমও বলেন যে, ৪০ ০০০ জন খৃষ্টানকে নির্বাসিত করা হয়। (ঐ, পৃঃ ৫৮২-৫৮৩)।

৫১। পিস্যুরলেংকার "আঁতিগাতা", ফেস (ii), নং ৭৯।

৫২। ঐঃ, নং ৭৭।

৫৩। ঐঃ, নং ৮১।

৫৪। ঐঃ নং ৮০।

৫৫। আঃ নেঃ সি২ ১৭২, কসিক্রি থেকে মনর কে নির্দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৭৮৬, ফঃ ১৯৯ এ-২০০এ।

৫৬। সালদানা "দি কেটিভিটি অব কানাড়া খৃষ্টান্স আণ্ডার টিপু", পৃঃ ২৯-৩০।

৫৭। হায়দর ও মালাবার খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আরো বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—মোরাস, "মুসলিম রুলারস অব মাইশোর এণ্ড দেয়ার খৃষ্টিয়ান সাবজেকট্স", পৃঃ ৪৪৩-৪৪৫, ইঃ হিঃ কাঃ, ১৯৪৪।

৫৮। কার্ক পেট্রিক, নং ৪২৫।

৫৯। পিস্যুরলেংকার "আন্টিগুয়ালহী ফেস্, (ii), নং ৭৫, টিপু গোয়ার ভাইসরয়কে, ২৪শে মার্চ ১৭৮৪।

৬০। ২৭ রমজানের রাত্রিকে আরবীতে বলা হয় "লেলাৎ এক্-কাদির" ফারসীতে "সব-ই কাদির"। মুসলমানদের নিকট রাত্রিটি বড় ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ"। কারণ এদিনেই মক্কার বাইরে একটা পাহাড়ের ছোট এক গুহায় পয়গম্বর মহম্মদ যখন ধ্যানে মগ্ন, তখন তিনি প্রথম দিব্য-জ্ঞান লাভ করেন। তাই ঐদিন রাত্রিতে মুসলমানরা প্রার্থনায় রত থাকে। মাদাভিজরাও প্রার্থনা করে, এবং এ ছাড়া "জাকির" সমাপন করে।

৬১। উইলকস্, (ii), পৃঃ ৫৯৭-৫৯৮।

৬২। কিরমাণি, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯ ; আরো দ্রষ্টব্য, সৈয়দ আজিজ, "মশাহির-ই-মাদাভি", (i), পৃঃ ৯৬-১০০।

২২

পুনরীক্ষণ ও উপসংহার

খুব কম ভারতীয় নৃপতিই টিপু সুলতানের মত অপবাদ ও মিথ্যাপ্রচারে অভিযুক্ত হয়েছেন। টমসন ও গেরেট যেমন বলেছেন, তার স্মৃতি "জড়িত হয়ে আছে নেহাৎই একটি বিকট মূর্তির সঙ্গে"।[১] সেই ১৭৯৪ সালেই মুর লিখে গেছেন, "কয়েক বৎসর যাবৎ মৃদুস্বভাব ব্যক্তিরা টিপুর নাম ও চরিত্র নিয়ে ঘৃণা প্রকাশে ইচ্ছুক হয়ে আমাদের ভাষা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন উপযুক্ত বাক্য সন্ধানে। জঘন্য শব্দের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়েছে এবং সত্য সত্যই অনেকে দুঃখ করেছেন যে টিপুর স্মৃতিকে যথাযোগ্য ভাবে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করে রূপ দিতে পেরে এমন সুষম শব্দ-সম্পদ সরবরাহে ইংরেজী ভাষা সমৃদ্ধ নয়।[২] টিপুর মৃত্যুর পর বীটসন, কারপেট্রিক ও উইলকস একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেছেন সুলতানের কলঙ্ক রটানোর ক্ষেত্রে আর তাদের বিবৃতি ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় ঐতিহাসিকরাই চোখ বুজে গ্রহণ করেছেন।

টিপু এতো দুর্নাম পেলেন কেন তা সহজেই বোধগম্য। ইংরেজরা তার সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা রাখতো, কারণ, তাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ও বদ্ধমূল শত্রু। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের ন্যায় ইংরেজ কোম্পানীর সামন্তরাজ হ'তে চাননি। এও একটা কারণ। যেসব নৃশংসতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে তার অনেকগুলিই তৈরী করা এবং এগুলি তৈরি হয়েছিলো তাদের দ্বারা যারা হয় তার কাছে পরাস্ত হ'য়ে তিক্তবিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়েছিলো, নয়তো যুদ্ধ বন্দী হয়ে শাস্তি লাভ করে এটা তাদের প্রাপ্য ছিলো ব'লে তারা মনে করেনি। কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে ঠিকই করেছিলো, যাদের একথা বলার উদ্দেশ্য তারাও মিথ্যা বর্ণনা করতো। মহীশূরের জনগণ তাকে ভুলে যাবে এবং রাজার অনুগত হয়ে নতুন রাজতন্ত্রের সংগঠনে সাহায্য করবে—এই উদ্দেশ্যেও তার মহৎ কর্মকে ছোট ক'রে দেখানো হ'ত, তার চরিত্রে কালিমা মাখানো হ'ত।

কিন্তু টিপু তার সমকালীন সমস্ত লোক বা পরবর্তী সকল লেখক দ্বারাই দুষ্ট, অত্যাচারী ও অকর্মণ্য শাসকরূপে গণ্য হননি। একজন ফরাসী অফিসারের মতে "টিপু চাষীদের সন্তোষ বিধান করতেন, ভারতীয় বণিকদের রক্ষা ক'রে থাকতেন।[৩] রাজনৈতিক কারণ না থাকলেও উত্তেজনার বশীভূত না হ'লে এমন কি ইংরেজরাও

টিপুর চরিত্র এবং শাসন ব্যবস্থার অনুকূলে মত পোষণ করতেন। তাই, হায়দরের মৃত্যু সংবাদ শুনে মাদ্রাজের গভর্ণর মেকারটনি লেখেন, "হায়দরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দোষ মুক্ত হয়ে তার নবীন ও তেজস্বী উত্তরাধিকারী সেই শক্তিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্খা দেখাতে পারেন যা কোম্পানীর শান্তি ও কল্যাণের এতটা পরিপন্থী।[৪] দু'মাস পর তিনি আবার লেখেন "আমি টিপু সাহেবের স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব, সম্বন্ধে যতটা বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তার সব ক'টিতেই তার পিতা হায়দর আলীর চেয়ে আরো কারুণ্যমণ্ডিত ও সুসভ্য মনোবৃত্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৫] আর ডানডাস্, যিনি ছিলেন টিপুর একজন ক্ষমাহীন শত্রু, বলেন যে, "টিপু সুলতান তার পিতার কর্মশক্তি ও উদ্দীপনার উত্তরাধিকারী না হ'লে" হায়দরের মৃত্যুর পর মহীশূর শক্তি উৎখাত হ'ত।[৬] ১৭৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ থেকে একজন ইংরেজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যকে লেখে, "টিপু শুধু দুঃসাহসিক কাজে প্রাচ্যের সমস্ত নৃপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য নন, কিন্তু তার চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য একিলিজের সঙ্গে তুলনীয় করা যেতে পারে"।[৭] মুর, ডিরম, মেকেঞ্জি এবং স্যারজন শোরও স্বীকার করেন যে টিপু ছিলেন একজন সহৃদয়, ক্ষমাশীল কর্মাধ্যক্ষ, সমর্থ ও জনপ্রিয় শাসক ও প্রজাদের কল্যাণ-চেষ্টায় তৎপর। রেণেল সুলতানের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনিও স্বীকার করেন যে, "যুদ্ধ ও অর্থব্যবস্থায় তিনি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন'।[৮] মিল তার ব্রিটিশ প্রীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন নি; তিনি বলেন যে, "দেশী রাজা হিসেবে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ রাজাদের সঙ্গে তুলনায় তিনি অতি বিশিষ্ট স্থানে আছেন। আর তার রাজ্য "কৃষি-সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তার জনগণ ভারতে সবচেয়ে বেশী উন্নতিশীল"।[৯] কয়েক বৎসর যাবৎ টিপু চরিত্রের আরো বাস্তবধর্মী নিরীক্ষার ফলে এরূপ মত প্রকাশ করা হচ্ছে, যদিও এখনও অনেক লেখক বিরক্তিকর ভাবে উইলক্স, কার্ক পেট্রিকের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন।

টিপুর চেহারা ছিলো মর্যাদাপূর্ণ ও ব্যঞ্জক। গায়ের রং বাদামী, হাত পা ছোট ও কমনীয়, বক্রাগ্র নাক, উজ্জ্বল চোখ, ছোট পুরু ঘাড়। চমৎকার ছিলো তার স্বাস্থ্য আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-দেহের প্রসারতা ঘটেছিলো।[১০] তার দাড়ি ছিলোনা; কিন্তু তিনি চোখের ভ্রু, চোখের পাতার চুল ও গোঁফ রাখতেন—যা তার পিতা রাখতেন না।

টিপু সাদাসিধে কিন্তু সুরুচিপূর্ণ পোষাক পরতেন এবং তার সভাসদদেরও অনাড়ম্বর থাকতে বলতেন। এজন্যই তিনি তার দরবারে লম্বা পোষাক ও লম্বা চাপকানের স্থান দিতেন না।[১১] কিন্তু ভ্রমণকালে তিনি লালরংয়ের বাঘের ডোরা ছাপ প্রান্তে বসানো সোনালী কোট পরতেন।[১২] যখন তিনি দরবারে বসতেন তখনো তার পোষাক জমকালো থাকতো। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের মত তিনি কোন মণিমুক্তা পরতেন না। তার সাদাসিধে আহার ছিলো, দিনে মাত্র

দু'বার খেতেন, তখন সঙ্গে থাকতো তার মুখ্য অফিসার, সভাসদ ও তার দু'তিনটি ছেলেরা। আহার কালে তিনি ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ ও জীবন চরিত পড়তে ভালবাসতেন। তিনি সভাসদদের কাছ থেকে গল্প ও চুটকি কথাও শুনতেন, কিন্তু বদ রসিকতা পছন্দ করতেন না।[১৩] তার কর্মশক্তি ও তৎপরতা ছিলো বিস্ময়কর। তিনি দিনে ষোলো ঘণ্টা কঠোরভাবে কাজ করতেন এবং অবসর বিনোদনের তেমন কোন সময় না রেখে শাসনকার্যের ক্ষুদ্রতম বিষয়টিতেও মনোযোগ দিতেন। কিন্তু একটু অবকাশ উপভোগ করবার জন্য তিনি কখনো কখনো নৃত্য দেখতেন।[১৪]

টিপু প্রভাত হবার এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যাত্যাগ করতেন। স্নানের পর প্রাতঃকালীন নমাজ ও কোরাণ পড়তেন। তারপর একটু ব্যায়াম ক'রে।[১৫] পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হতেন। মুখ্য সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের নিবেদন শোনবার জন্য তিনি বৈঠকখানা অভিমুখে যেতেন,—হাতে থাকতো একটি জপমালা, পরনে ছোট একটি বারহানপুরী পাগড়ি, হীরের বোতাম যুক্ত সুন্দর একটি সাদা গাউন, তামা ও সোনার আংটাযুক্ত একটি কামিজ, খাটো চাপকানের পকেটে একটি ইয়োরোপীয় ঘড়ি, লোহার নালযুক্ত চামড়ার জুতো।[১৬] অতঃপর তিনি "জমাদার খানা" পরিদর্শন করতেন। সেখানে মণিমুক্তা, বাসন, ফল ও অন্যান্য দ্রব্য রাখা হ'ত। খোঁজ খবর নিয়ে ও বিভিন্ন বিভাগের "দারোগাদের" নির্দেশ দিয়ে তিনি বৈঠকখানায় ফিরে আসতেন। সেখানে জ্যোতিষীদের নিকট থেকে তার ভাগ্য-গ্রহের অবস্থান জানতেন ও ক্ষৌরকার্য সমাধা করতেন।[১৭] ৯টার সময় তার প্রাতরাশ হ'ত, সঙ্গে থাকতো তার দু'টি কি তিনটি ছেলে এবং কয়েকজন অফিসার। খাবার জিনিস ছিলো, আখরোট, বাদাম, ফল, জেলী ও দুধ। ঐসময় তিনি বিগত যুদ্ধের কথা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চালাতেন। তার সেক্রেটারিদের জরুরি চিঠিপত্র প্রতিলিখনের সময়ও সেটা ছিলো।[১৮]

প্রাতরাশের পর টিপু জমকালো পোষাক পরতেন। তার পাগড়ি ছিলো লাল, বেগুনি বা ঈষৎ রক্তাভ সবুজরংয়ের—সোনার সুতোয় মোড়া। গোলকরে তা বাঁধা হ'ত, উপরে থাকতো হীরকের পালক, দু'পাশে সুদর্শন গুচ্ছ। তার আলখিল্লা ছিলো মিহি ও সাদা কাপড়ের, আটসাট, চুনট করা আস্তিন, কোমরের দিকে খাটো, লম্বা ঝুল, হীরকের বোতামে বুক আঁটা। কটিতে থাকতো সোনার পাড় দেওয়া রুমাল। ডানহাতের আঙুলে তিনি হীরকের আংটি পরতেন, অথবা চুনি বা পান্নার—তার রং প্রত্যহ সাত নক্ষত্রের গতিবিধি মত বদলাতো।[১৯]

টিপু আমদরবারে প্রবেশ করলে "আরজবেগি" (পেশকার) দু'জন, অনুষ্ঠানমন্ত্রী ও মুখ্য সামরিক ও অসামরিক অফিসার তাদের অভিবাদন জানাতেন। অতঃপর ডাকঘরের কর্তা আরজি ও চিঠি ভর্তি থলে উপস্থিত করতেন এবং বিভাগীয় কর্তারা সংবাদ পৌছাতেন।[২০] সিংহাসনের সামনে বসতেন বিভাগীয় মুখ্য

অধ্যক্ষরা। আর বসতেন তার পারসিক, কানাড়ী তেলেগু ও মারাঠী সেক্রেটারিগণ এরা তার নির্দেশ মত চিঠি লিখতো। তিনি বিভিন্ন বিভাগের মাসিক হিসাব পত্রও দেখতেন এবং অন্যান্য কাজ সমাধা করতেন।[২১]

তিনটের পর সুলতান দরবার থেকে উঠে শোবার ঘরে চলে যেতেন। এখানে তিনি নমাজ পড়তেন। অতঃপর তিনি ঢালাই, শিল্প কারখানা এবং সেনাদল পরিদর্শন করতেন। শ্রীরঙ্গপটম দুর্গ মেরামতের কাজ যখন চলছিলো তখন তিনি ঐ কাজের অগ্রগতি ও পরিদর্শন করতেন। সন্ধ্যার পর বাজারের ভিতর দিয়ে তিনি প্রাসাদে ফিরে আসতেন।[২২]

প্রাসাদে পৌঁছে তিনি বিভিন্ন বিভাগের ও সেদিনকার খবরা খবর নিতেন। সে সময় তার নির্দেশ বাহির হ'ত, চিঠি লেখা হ'ত এবং আবেদন পত্রের জবাব দেওয়া হ'ত। সন্ধ্যাটা তিনি সাধারণতঃ তার জ্যেষ্ঠ ছেলে তিনটি, কয়েকজন প্রধান অফিসার, একজন "কাজি" এবং তার মুখ্য "মুন্সি" হবিবুল্লার সঙ্গে কাটাতেন। এরা সকলেই তার সঙ্গে রাত্রির আহার করতো। টিপুর কথাবার্তা অত্যন্ত সজীব, চিত্তবিনোদনকর ও উপদেশাত্মক ছিলো। খাবার সময় উপস্থিত লোকদের সঙ্গে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ধর্ম বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা করতেন। কখনো কখনো তিনি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও কবিদের পুস্তক থেকে রচনাংশ বা কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন। রাত্রির খাবারের পর তিনি সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ একাকী বেড়াতেন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুম না আসা অবধি ধর্ম বা ইতিহাস বিষয়ক বই পড়তেন।[২৩]

হায়দর আলী চেয়েছিলেন, পরলোকগত ইমাম সাহেব বক্সীর মেয়ের সঙ্গে টিপুর বিয়ে হয়। ইমাম সাহেব ছিলেন একজন 'নভায়েত'। কিন্তু টিপুর মা ও প্রাসাদের অন্যান্য মহিলারা এর বিরোধী ছিলেন, এবং চেয়েছিলেন বারহান-উদ্-দিনের বোন, ও লাল মিয়াঁর মেয়ে রুক্কায়া বানুর সঙ্গে বিয়ে হয়। পরিশেষে, টিপুর বিয়ে হয় উভয় মেয়ের সঙ্গেই, একই রাত্রে, ১৭৭৪ সালে।[২৪] ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরঙ্গপটমের সামনে ইংরেজরা টিপুর ঘাঁটি প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করবার পরদিন রুক্কায়া বানুর মৃত্যু হয়। তিন বৎসর পর, ১৭৯৫ সালে, টিপু সৈয়দ সাহেবের মেয়ে খাদিজা জমান বেগমকে বিয়ে করেন। ১৭৯৭ সালে তার একটি ছেলে হয়, কিন্তু কয়েকদিন পর মা ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু ঘটে।[২৫]

কিরমাণি অন্য আর কোন বিয়ের উল্লেখ করেন নি। আর্থার ওয়েলেসলিও বলেন যে শ্রীরঙ্গপটম্ পতনকালে সুলতান বেগম সাহেব বা পাদশা বেগম নামে টিপুর মাত্র একজন স্ত্রী-ই ছিলো। তিনি ইমাম সাহেব বক্সীর মেয়ে এবং গোলাম হোসেন খাঁর বোন। গোলাম হোসেন চন্দা সাহেবের বংশধর ও পণ্ডিচেরী নবাব নামে খ্যাত ছিলেন।[২৬] কিন্তু ১৮০০ সালের জুলাই মাসে শ্রীরঙ্গপটম প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মেরিয়ট টিপুর অন্য একজন স্ত্রী হিসেবে বুরান্তী

বেগমের নাম যোগ করেন। তিনি দিল্লীর জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক মীর মহম্মদ পসন্দ বেগের মেয়ে এবং তার মা'র পিতা ছিলেন একদা কাশ্মীরের "সুবেদার" সৈয়দ মহম্মদ খাঁ।[২৭] টিপুর বড় ছেলে ফতে হাইদরের মা রোসনী বেগমকে ওয়েলেস্‌লি উপপত্নী ব'লে গণ্য করেন। কিন্তু নবাব পুত্রের দাবি ছিল যে তার মা ছিলেন তার পিতার প্রধানা স্ত্রী ("খাস মহল")।[২৮]

টিপুর উপপত্নী ক'জন ছিলো তা বলা কঠিন। কিরমাণি, মেকেঞ্জি, ভিরম, বীটসন ও অন্যান্য সমসাময়িক বিবরণীতে কোন উপপত্নীর উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ তাদের মতে সুলতান কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করতেন। কিন্তু আর্থার ওয়েলেসলি ও মেরিয়ট উভয়েই বলেন যে টিপুর "মহলে" প্রথম শ্রেণীর উপপত্নী ছিলো ১৯৩ জন, আর ক্রীতদাসী স্ত্রীলোক ১০০ জন।[২৯] কিন্তু অন্য এক স্থানে মেরিয়ট কোন উপপত্নীরই উল্লেখ করেন নি।[৩০] এটা মনে রাখতে হবে যে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্ত্রীলোকই ইয়োরোপীয়দের নিকট উপপত্নী ব'লে গণ্য হ'ত। তারা ধারণা করতেন না যে এদের অনেকেই ধাত্রী, পাচিকা, মেয়ে-দরজী, শিক্ষিকা, দাসী, ঠিকা-ঝি ও অন্যান্য ভাবে কাজ করতো।

টিপু ১২টি ছেলে রেখে যান, তাদের নাম ফতে হাইদর, মুইন্-উদ্-দিন সুলতান, আব্দুল খালিদ সুলতান, মইজ-উদ-দিন সুলতান, মহম্মদ সোভান সুলতান, শুকুল্লা সুলতান, গোলাম আহম্মদ সুলতান, গোলাম মহম্মদ সুলতান, সারোয়ার-উদ্-দিন সুলতান, মহম্মদ ইয়াসিন সুলতান, জামাল-উদ্-দিন সুলতান, এবং মুনির উদ্-দিন সুলতান।[৩১] কিরমাণির মতে টিপু মাত্র একটি মেয়ে রেখে যান, তার বিয়ে হয় হোসেন আলী খাঁর সঙ্গে।[৩২] কিন্তু আর্থার ওয়েলেসলি ৪টি মেয়ের নাম করেন।[৩৩] আর মেরিয়ট ৮টির।[৩৪]

টিপু স্বভাবতঃই স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দান করেন।[৩৫] দুই বা তিনজন পুত্র সর্বদাই তার সঙ্গে আহারে বসতেন এবং যেসব জ্ঞানোদ্দীপক আলোচনা হ'ত তা শুনতেন। তার সন্তানপ্রীতি এই থেকে অনুমান করা যায় যে ১৭৯২ সালে তিনি কুর্গ প্রত্যর্পণ করতে রাজি হন এবং সংঘর্ষে আর লিপ্ত হন নি—পাছে ইংরেজ শিবিরে জামিন হিসেবে রক্ষিত পুত্র দু'টির কোন অমঙ্গল ঘটে। তিনি তার বুদ্ধিহীন ভাই আব্দুল করিমের প্রতিও সদয় ছিলেন, যদিও হায়দরের মৃত্যুকালে যারা তাকে ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলো ঐ ভাইটি তাদেরই কবলে পড়ে গিয়ে ছিলেন। টিপু তার মাকে অতীব মান্য করতেন এবং সর্বদা ভক্তি নম্রভাবে তার পিতার কথা বলতেন এবং রাষ্ট্রনীতিতে তারই পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা ক'রে চলতেন।

তার চরিত্রের আর একটি প্রশংসনীয় গুণ হ'ল বন্ধুদের প্রতি তার অনুরক্তি। তাই ১৭৮৩ সালে ইংরেজরা শান্তির একটি শর্ত হিসেবে যখন প্রস্তাব করে যে যে-সব ফরাসীরা তার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করেছিলো তাদের সমর্পণ করতে হবে,

তখন তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। কারণ হ'ল তাদের রক্ষা করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আত্মসম্মানের বিরোধী কিছুই তিনি করতে পারেন না।[৩৬] আবার, ১৭৯৯ সালে যখন শ্রীরঙ্গপটমের পতন আসন্ন এবং শাপ্প্নাই প্রস্তাব করেন যে সুলতান যদি সন্ধি করতে চান তবে তার সেনাদলভুক্ত ফরাসীরা ইংরেজদের হাতে অর্পিত হ'তে আপত্তি করবেনা, তখন টিপু ঐ পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে বলেন যে, যে-কোন অবস্থায়ই তিনি বন্ধুজনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করতে চান না।[৩৭]

টিপু অফিসারদের ব্যাপারেও সুবিবেচক ছিলেন। তাদের প্রতি লেখা তার চিঠিতে প্রীতিমূলক ভাষা ব্যবহার করা হ'ত।[৩৮] তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার উৎকণ্ঠা থাকতো, তাদের অসুখের কথা জানলে তিনি তাদের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন।[৩৯] তার সব চেয়ে বিশ্বস্ত অফিসার ছিলেন তার শ্যালক বারহাণ উদ দিন। তিনি ১৭৯০ সালে সত্যমঙ্গলমে নিহত হন। সৈয়দ গফর, সৈয়দ হামীদ ও মহম্মদ রেজার উপরও তার প্রভূত বিশ্বাস ছিলো। এঁরা সকলেই শেষ অবধি তার অনুগত ছিলেন। অন্য যাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন, তারা হলেন পুরনাইয়া, বদর-উজ-জমান খাঁ ও মীর সাদিক। শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিকাল পর্যন্ত তারা সুলতানের অনুগত ছিলেন, কিন্তু তারপর ইংরেজরা ঘুষ দিয়ে তাদের হাত ক'রে নেন। যাইহোক, উপরের স্তরের কয়েকজন লোক ছাড়া তার বেশীর ভাগ ছোট বড় কর্মচারীই সর্বদা তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।

টিপু অশ্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন। পালকি চড়া তার অপছন্দ ছিলো—ওটা তার মতে, স্ত্রীলোক ও দুর্বলদেরই সাজে।[৪০] তিনি নিপুণ লক্ষ্যবিদ ছিলেন এবং শিকার ভালবাসতেন—বিশেষ করে হরিণ-শিকার, সুশিক্ষিত চিতাবাঘ নিয়ে। শ্রীরঙ্গপটমের দক্ষিণ-পশ্চিমে "রুমনা" নামে প্রকাণ্ড একটি স্থান এ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ছিলো।[৪১] টিপু নিজে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে বহু সংখ্যক যুদ্ধে দেখা গিয়েছে যে তিনি একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও নির্ভীক যোদ্ধা। তার ব্যক্তিগত শৌর্য, বিপদে নির্ভীকতা, এবং অধ্যাবসায় তার সেনামণ্ডলীকে আত্মপ্রত্যয় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করতো। সেনাদলের প্রতি তার দরদ ছিলো প্রচুর, তিনি সামরিক অধ্যক্ষদের লিখতেন যাতে আহতরা পরিচর্যা পায় এবং দীর্ঘ যাত্রার পর সেনাদের বিশ্রাম দেওয়া হয়।[৪২] যুদ্ধে নিহত হ'লে সেনাদের আত্মীয়রা "ইনাম" পেতো, কিন্তু তা বন্ধ করা হ'ত যদি আত্মীয় বা পোষ্যবর্গ নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারতো। কখনো কখনো কিন্তু পেনশন বংশানুক্রমিক চলতো।[৪৩] এসব কারণে সেনামহলে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। টিপুর প্রতি মহীশূরী সেনাদের আনুগত্য সম্বন্ধে ভিরম অনুকূল মত দেন।[৪৪] এমন কি উইলকস্‌ও স্বীকার করেন যে সেনাদল শেষ পর্যন্ত টিপুর অনুগত ছিলো।[৪৫] মুরের মতে "আনুগত্য বিশ্বস্ততার এমন সব উদাহরণ ছিলো যা আমাদের প্রশংসার উদ্রেক করে এবং সম্ভবত সেগুলির সমকক্ষ কিছু

দেখা যায় না। তুলনা করা অপ্রীতিকর হ'তে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, এমন প্রতিকূল পরিবেশে টিপুর সেনার চেয়ে অধিকতর আনুগত্য এমন কোন্ সেনাদল দেখাতে পারতো?" মুর আরো বলেন, "যখন আমরা দেখি যে দু'বছর যাবৎ ক্রমাগত পরাজিত হ'য়ে সেনারা শেষের দিকেও তেমনি বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যেমন করতো যুদ্ধের প্রথম ভাগে তখন আমাদের মানতেই হয় যে এদের প্রেরণার উৎস হ'ল শুধু আদেশের প্রতি দ্বিধাহীন বশ্যতাই নয়, নেতার প্রতি আনুগত্যও নিষ্ঠাই নয়, বরং তার চেয়ে মহত্তর অন্য কোন আদর্শ।[৪৬]

টিপু শুধু সেনাদল ও অফিসারদের ভিতরই নয়, প্রজাদের কাছেও জনপ্রিয় ছিলেন। তৃতীয় ইংরেজ মহীশূর যুদ্ধে মেকেঞ্জি ইংরেজ সেনাদলে ছিলেন। তিনি লেখেন, "আমাদের গৌরব ক'রে বলবার মতো বিশেষ কোন উদাহরণ নেই যেখানে তার প্রজারা আমাদের জয়লাভের উজ্জ্বল আশায় প্রলুব্ধ হয়ে তার অধীনতার পাশ কাটিয়ে খৃষ্টান শাসকদের সদাশয়তার আশ্রয় নিতে চেয়েছে"।[৪৭] সেরূপ, মুরও বলেন "আমাদের মনে করবার কারণ আছে যে তার প্রজারা অন্যান্য নৃপতির প্রজাদের মতই সুখী ছিলো। কারণ তাদের নিকট থেকে কোন নালিশ বা অসন্তুষ্টির কথা শুনেছি বলে মনে হয় না। যদিও বলবার তেমন কিছু থাকলে ব'লে ফেলার সেটাই ছিলো প্রকৃষ্ট সময়। কারণ, ক্ষমতা তখন টিপুর শত্রুদের হাতে এবং তার চরিত্রের কোন কলঙ্ক দেখালে তাদের খুশি হবারই কথা। বিজিত দেশের জনগণ তাদের জয়ী প্রভুদের আধিপত্য বাহ্যত বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছিলো; পূর্বেকার গভর্ণমেণ্টের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে তেমন কোন ভাব কিছুমাত্র প্রকাশও করেনি। পক্ষান্তরে, যে মুহূর্তে সুযোগ এলো, তখনি নতুন কর্তাদের তাচ্ছিল্য ক'রে সানন্দে তাদের পুরানো আনুগত্যের আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিলো"।[৪৮] মহীশূরের জনগণ আজও টিপুর কথা মাধুর্যের সঙ্গে বর্ণনা ক'রে যদিও গত দেড়শ বছর ধ'রে তার স্মৃতি অবলুপ্ত করার জন্য অবিরাম প্রচারকার্য চলে আসছে।

টিপুর সমসাময়িক শত্রুমিত্র উভয়েই একবাক্যে রায় দেন যে তিনি ছিলেন গর্বিত, দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী।[৪৯] কিন্তু এ কথা ভুললে চলবেনা যে রাজার ঘরে যাঁর জন্ম, নিজের কর্মক্ষমতার বিষয়ে যিনি সচেতন, এক বিশাল ও সুসমৃদ্ধ রাজ্য এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরসেনা মণ্ডলীর যিনি অধিকর্তা, তার পক্ষে এরূপ দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার গর্ব ও ঔদ্ধত্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণতঃ তিনি ছিলেন শিষ্ট ও অমায়িক, ক্রুদ্ধ হতেন যথেষ্ট কারণ থাকলে। কিন্তু বাইরের এই নমনীয়তার অন্তরালে লুকানো থাকতো একটা দৃঢ় সঙ্কল্প, আদর্শ নিষ্ঠা এবং প্রভূত আত্মপ্রত্যয় —পরাজয়ে, দুঃখে, অসম্মানে তা অবিচল থাকতো। তবু, এসব গুণের সঙ্গে কোন রূঢ়তা বা নিষ্ঠুরতা মিলিত হয়নি। মানুষকে হত্যা করা, নিপীড়ন করা কখনো তার আনন্দের ছিলোনা, মৃত্যু-যন্ত্রণার দৃশ্যও উপভোগ করতেন না। তিনি

শাস্তি দিতেন কেবল তাদেরই যারা তার বা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক। বরং উদাহরণ আছে, যেখানে শত্রু তার কাছে আনুগত্যের শপথ ক'রে বশ মানতো সেখানে তিনি ক্ষমাশীলতা দেখিয়েছেন। কখনো কখনো ঐ ক্ষমাশীলতা অযোগ্য পাত্রে প্রতিত হত,—যেমন মীর সাদিক, পূরণাইয়া এবং কমর উদ্-দিন্ খাঁর ব্যাপার, তারা রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন, তবু তাদের ক্ষমা করে পূর্বপদে বহাল করা হয়। কিন্তু যারা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধবাদী হয়ে বহুকাল যাবৎ চ'লে আসছে বা বারবার বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে আসছে তাদের প্রতি কখনো তিনি দয়া দেখান নি। ঐ রকম লোকের শাস্তি হ'ত গুরুতর। এবং তা হ'ত এইজন্য যে সে সময় ভারতে প্রচলিত শাস্তির ধরণই ছিলো ভয়াবহ।

উচ্চাকাঙ্খা ছিলো তার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেটা নতুন রাজ্য বিজয় নিয়েই ততটা ব্যাপৃত ছিলো না যতটা ছিলো পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজ্যের প্রতিরক্ষায়, তা শক্তিমান ও সুসমৃদ্ধ করায়, যাতে ক'রে তার নাম ও যশ হয়, বংশধরগণ তাকে স্মরণ করে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। পক্ষান্তরে সুযোগ পেলে রাজ্য-সম্প্রসারণে তিনি দ্বিধা করতেন না।[৫০] কিন্তু যে সব যুদ্ধে তিনি জড়িত হয়েছিলেন সেগুলি তিনি সুরু করেন নি, আত্মরক্ষার জন্য তাকে যুঝতে হয়েছিলো। যুদ্ধের কলা-কৌশল থেকে শান্তির পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে তার আগ্রহ ছিলো বেশী। যোদ্ধা হিসেবে তিনি বড় ছিলেন, কিন্তু আরো বড় ছিলেন শাসক হিসেবে। শাসক হিসেবে যা তিনি করে গেছেন মুখ্যত তার উপরই তার যশ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কল্পনা-শক্তি ও কর্ম প্রবর্তনা, কঠোর পরিশ্রম-ক্ষমতা ও ব্যাপক মনোযোগিতা —এসব যতকিছু গুণ সামরিক ও অসামরিক শাসন কাযে প্রয়োজন সে সবেরই অধিকারী হ'য়ে টিপু স্থান নিয়েছিলেন ভারতীয় রাজন্যবর্গের উচ্চতম আসনে। সন্দেহ নেই, ভুল তিনি করতেন, যেমন—তিনি পুনঃ পুনঃ তার প্রদেশ সমূহের সীমা বদলে দিতেন এবং তার অশ্বারোহী সেনাদলের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতেন, কখনো কখনো তার অফিসাররা তার আদেশ পালন করতো না। তার পরিকল্পনা কার্যকারী করতে বা তা সমর্থন করতে যথেষ্ট লোকও থাকতো না। এসব সত্ত্বেও তিনি জনগণের কল্যাণ সম্পাদনে ও সুদৃঢ় একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরামর্শ দিয়ে, শাস্তি দিয়ে, ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি শাসনব্যবস্থার অনাচার সংশোধন করতেন, পরস্বাপহরণ দমিত রাখতেন। তিনি কৃষিশিল্পের সম্প্রসারণ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করেন, রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করেন, অননুমোদিত দান বাজেয়াপ্ত করেন এবং সাধারণতঃ মধ্যভোগীদের অগ্রাহ্য করতেন। পূর্বে মহীশূর রাজ্য ভুক্ত জেলাগুলির অধিকর্তা মান্রো-ও রীড টিপুর শাসনব্যবস্থার বিশেষ সমালোচক ছিলেন বটে, কিন্তু প্রায়ই প্রশংসার সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন। সেরূপ, ১৭৯০-৯২ সালে ডিরম টিপুর রাজ্য দেখে বলেন

"লোক-সমৃদ্ধ, এবং দৃশ্যত ভূমির সরসতার পূর্ণ-ব্যবহারে কর্ষিত। রণাঙ্গণে তার সেনামণ্ডলীর নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্য শেষ পরাজয় অবধি তাদের উৎকৃষ্ট সামরিক নিয়মকানুনেরই দৃঢ় পরিচয় দেয়। তার শাসনব্যবস্থা যদিও কঠোর ও স্বেচ্ছাচারমূলক ছিল, তবু তার চালক ছিলেন একজন সুকৌশলী ও সুসমর্থ নৃপতি"।[৫১] ডিরম আরো বলেন যে, টিপুর "বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্তের ফলে নিজাম-রাজ্যের চেয়ে তার রাজ্যের অবস্থা বহু উন্নত, কৃষি সুসমৃদ্ধ, মনে হচ্ছে প্রজাগণ সুখী, উদ্বেগহীন; কিন্তু রাজ্যান্তরের প্রজাগণ চারিদিক থেকেই নিপীড়িত"।[৫২]

কখনো কখনো বলা হয় যে, তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে টিপুর পরাজয় তার গভর্ণমেণ্টকে বরাবরের জন্য দুর্বল ক'রে দিয়েছিলো, দেশটাকে ধ্বংস করেছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধজনিত ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলতা, অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংশোধন ক'রে নেওয়া হয়, শাসনব্যবস্থা শীঘ্রই শক্তিমান ও সুদক্ষ হয়ে উঠে দেশ সুসমৃদ্ধ হয়। স্যার জন শোর স্বীকার করেছিলেন; "আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে তার কর্মদক্ষতার খবর জানি, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, পরামর্শদাতা আছে, কিন্তু মন্ত্রী ব'লে কেহ নেই; তিনিই পরিদর্শন করেন, তত্ত্বতালাস করেন এবং তার গভর্ণমেণ্টের খুঁটিনাটি সব কিছু নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজ্যের কৃষক-কুলকে তিনি রক্ষা করেন, তাদের শ্রমে উৎসাহ দেওয়া হয়, ও তারা পুরস্কৃত হয়"।[৫৩] ১৭৯৯ সালে ইংরেজরা যখন মহীশূর অধিকার করে, তখন দেশের সুসমৃদ্ধ অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছিলো।[৫৪] সাধারণত বিশেষ মাত্রায় "ইংরেজ প্রীতি"শীল লোকদের এ সব সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যে—"অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস টিপুর ছিলো তাতেই তিনি বিধ্বস্ত না হয়ে একটা ইয়োরোপীয় রাজশক্তির সঙ্গে তিন তিনটি প্রচণ্ড যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন"।[৫৫]

টিপুর "একটা নতুন কিছু করার আগ্রহ ও কৌতূহল আকবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—একটা নতুন কাল-গণনা পদ্ধতি, পরিমাপ যন্ত্র ও মুদ্রা প্রচলনে তার কর্মশক্তি নিয়োজিত থাকতো"।[৫৬] ইহা সত্য যে, তিনি যে সব পরিকল্পনা কখনো কখনো চালু করতেন তার কোন প্রয়োজন থাকতো না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন প্রথার উদ্দেশ্য থাকতো শাসন সংস্কার ও জনকল্যাণ। তিনি চান্দ্র বৎসর ভিত্তিক মুসলীম বর্ষগণনা পদ্ধতির লোপ করেন, কারণ তাতে তার প্রশাসনিক অসুবিধা ছিলো। পরিবর্তে, তিনি চান্দ্র-সৌর বৎসর ভিত্তিক বর্ষগণনা পদ্ধতির পত্তন করেন। যে-সব নতুন মুদ্রা তিনি প্রচলিত করেন তা অতি সুদর্শন। তিনি বেশ্যা বৃত্তি[৫৭] ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন, কারণ তার মতে এ সব তার প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিলো। প্রাচ্য দেশে তিনিই ছিলেন প্রথম শাসক যিনি শাসন ব্যবস্থায় প্রতীচ্য পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রতীচ্য বিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখতেন না।[৫৮] এ বিজ্ঞানকে তিনি রাজ্যের

প্রতিরক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করেন। তিনি তার রাজ্যের উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং শিল্পকলায় ইয়োরোপীয় ধারা প্রবর্তন করে সেনাদের শিক্ষা এবং অস্ত্রগার পুনর্গঠনের জন্য ফরাসীদের, ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের ও ইয়োরোপীয় দলত্যাগীদের নিযুক্ত করতেন। তিনি নিজে মহীশূরে তৈরি দ্রব্য ব্যবহার করতেন ও তার অফিসারদেরও তাই করতে বলতেন, যাতে দেশী শিল্পের উৎসাহ দেওয়া হয়। এ সবেতেই তিনি স্বয়ংভর-নীতির সূচনা করে গেছেন যা আধুনিক রাষ্ট্রে অনুসৃত হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে, তিনি তার রাজ্যের মুখ্য ব্যবসায়ী ব'নে যান—দেশে বিদেশে কারখানা স্থাপন করেন, এবং বহু বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

টিপুই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ছেলেকে শিক্ষার জন্য ইয়োরোপে পাঠাবার কথা ভাবেন। ১৭৮৮ সালে লুই xvi-র দরবারস্থ টিপুর প্রতিনিধিগণ ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে জানান যে তাদের মনিবের ইচ্ছা তার একজন ছেলে পেরিসে শিক্ষা লাভ করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটিতে সম্মতি দেয়, কিন্তু বলে যে ফ্রান্স যাত্রার পূর্বে বা যাত্রাকালে নবাব পুত্রটি ফরাসী ভাষা লিখতে পড়তে শিখলে ও কিছু কিছু উচ্চতর গণিত ও পাটীগণিত জানলে ভাল হয়। এ জন্য ভারতবর্ষে কোন ফরাসী শিক্ষক পেতে মুসকিল হবে না। পেরিসে নবাবপুত্রের পড়বার খরচ বার্ষিক ৪০,০০০ বা ৫০,০০০ টাকা সুলতান বহন করবেন। খরচ এর অর্ধেক করা যেতে পারে যদি ছেলে বিলাসিতার ভিতর না থাকে।[৫৯] মনে হয়, টিপুর কল্পনা কার্যকরী হয়নি কারণ, এর ঠিক পরেই তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি ঘটে এবং টিপুকে তার দু'টি ছেলে ইংরেজের কাছে জামিন স্বরূপ রাখতে হয়।

টিপু ছিলেন শি-মতবাদ ঘেঁষা একজন সুন্নি মুসলমান। রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন, "সলতানৎ-ই খুদাদাদ" (ঈশ্বর প্রদত্ত রাজ্য)। তিনি নমাজ পড়তেন দিনে পাঁচবার, "রমজানের" "রোজা" রাখতেন এবং দিনভর তার হাতে একটি জপমালা থাকতো। আলীর প্রতি তার প্রভূত শ্রদ্ধা ছিলো এবং তার অস্ত্রে খোদিত থাকতো "আসাদুল্লা-উল-গালিব" ব'লে আলীর একটি পদবি।[৬০] তিনি অন্যান্য সিয়া ইমামদেরও শ্রদ্ধা করতেন, অনেক মুদ্রায় তাদের নাম থাকতো মুদ্রিত। তার গ্রন্থাগারস্থ পাণ্ডুলিপিতে ফতিমা, হাসান ও হোসেনের নামের ছাপ থাকতো। কনস্তানটিনোপলে তিনি যে প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিলেন তাদের উপর নির্দেশ ছিলো তারা যেন টিপুর পক্ষ থেকে নজফ ও কারবালায় আলী ও হোসেনের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেন। নজফে ভীষণ জলাভাব ছিলো। ইউফ্রেটিস থেকে নজফ অবধি একটা খাল কাটাবার জন্য খলিফার অনুমতি চাইতেও তাদের বলা হয়েছিলো।[৬১]

সুফি মতবাদ টিপুর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতো এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায়

এ বিষয়ে অনেক পুস্তক লেখা হয়। পিতার মত তিনিও সাধুদের ভক্তি করতেন এবং তাদের সমাধি ক্ষেত্রের জন্য দান করতেন। তিনি হিন্দু সাধু, মহাপুরুষ ও দেবতাদের প্রভূত সম্মান দেখাতেন। এ ছাড়া, তার পিতার মত তিনিও অত্যধিক কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে কতগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। তার দরবারস্থ জ্যোতিষীদের পরামর্শ প্রত্যহ তিনি নিতেন তার ভাগ্য গ্রহ বিন্যাস সম্বন্ধে। তিনি ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতেন, তার সেনাদলের বিজয়ার্থে সম্পাদিত হিন্দু অনুষ্ঠানের খরচ বহন করতেন। প্রতি শনিবার অবশ্য অবশ্যই জ্যোতিষীদের পরামর্শ মত তিনি সপ্ত নক্ষত্রকে অর্ঘ্য দিতেন,—সাত রকমের শস্য, তিলের তেলপূর্ণ লোহার পাত্র, নীল রংয়ের টুপি ও কোট, একটি কালো মেষ ও কিছু অর্থ দ্বারা। এ সমস্তই ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের ভিতর বণ্টন করা হ'ত।[৬২] এমন সারগ্রাহী উদারমতাবলম্বী লোকের কাজ কর্মে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অভিসন্ধি আরোপ করা ভুল হবে। হিন্দু কুর্গী ও নায়ারদের যদি তিনি দমন করে থাকেন, তবে মুসলীম মোপলাদেরও তিনি রেহাই দেননি। কুর্গী ও নায়ারদের ধর্মান্তরিত করানোর কারণ ছিলো রাজনীতিক, ধর্মীয় নয়। বহুবার তিনি তাদের সাবধান করেছিলেন শান্ত থাকতে, কিন্তু তারা পরোয়া করেনি, বিদ্রোহ করেছিলো। তাই তিনি লোকশিক্ষার জন্য তাদের ধর্মান্তরিত করান।

ভারতীয় ও বিদেশী উভয় রাজশক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায়ও তিনি ধর্মের প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি পারস্য, আফগানিস্থান ও ওমানে সামরিক সাহায্য লাভার্থে বা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রতিনিধি দল পাঠান। কনস্তানতিনোপলে প্রতিনিধি-দল পাঠান সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে, আর তার মহীশূরের সুলতানি পদ আইন সিদ্ধ করাবার জন্য—কারণ মোগল সম্রাটের নিকট থেকে সেটা তিনি করাতে পারেন নি। যেমন তিনি মারাঠা ও ত্রিবাঙ্কুর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তেমন করেছিলেন সেভানুর, কুরনুল, আদনি, হায়দরাবাদ ও কর্ণাটকের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও।

কিন্তু ধর্মগত কারণ যদিও তার রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করতো না, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ধর্মকে কাজে লাগাতেও দ্বিধা করতেন না। যেমন, ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজামকে দলে টানবার চেষ্টায় তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে অনুনয় করেছিলেন, মুসলমানদের হিতার্থে তাদের পূর্বের মতানৈক্য ভুলে গিয়ে তাদের উভয়ের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিলিত হ'তে। সেরূপ, অটোমান সুলতানের সাহায্য লাভের জন্য ভারতে ইংরেজরা মুসলমানদের উপর কী রকম উৎপীড়ণ চালাচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে তার ধর্মবিশ্বাসে উসকানি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধর্মের দোহাই যেখানে বিফল হয়েছে, যেমন ফরাসীদের কাছে, সেখানে তাদের স্বার্থের কথা তুলতেন, ইংরেজদের ক্ষমতা লিপ্সা তাদের সকলের

পক্ষেই কিরূপ ভয়ের কারণ সেটা জোর দিয়ে বলতেন। অনুরূপ আবেদন মারাঠাদের নিকটও তিনি করেছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের দেশাত্মবোধ প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

অধিকাংশ স্বৈরাচারী শাসকদের মতই টিপু তোষামোদ প্রিয় ছিলেন। তার বিজয়োৎসবে সভা কবিদের রচিত কবিতা প্রশংসার আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত থাকতো। কিন্তু তার মন ছিলো সংস্কৃতি সম্পন্ন, তার প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। সবরকম বিষয়েই তিনি আলাপ করতে পারতেন। তিনি কানাড়ী ও হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু প্রায়শঃ ফারসী বলতেন এবং তা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতেন।[৬৩] বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, সঙ্গীত, জ্যোতিষবিদ্যা ও যন্ত্র বিজ্ঞানে তার অনুরাগ ছিলো, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব ও সুফী মতবাদ ছিলো তার প্রিয় চর্চার বিষয়। কবি ও পণ্ডিত জনে তার সভায় শোভা পেতো, নানা বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি ভালবাসতেন। হস্তলিপি বিদ্যায় তার সবিশেষ অনুরাগ ছিলো এবং সে বিষয়ে তার উদ্ভাবিত নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি ফারসী বই আছে-যার নাম "রিসালাদার খাট-ই-তরজ-ই-মুহম্মদি"।[৬৪] "জবরজাদ" নামে জ্যোতিষবিদ্যাসম্বন্ধে একখানা বইও তিনি লিখেছিলেন।[৬৫] এ ছাড়া, সুফীবাদ, সঙ্গীতকলা, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, সমরবিদ্যা, আইন ও 'হাদিজ' ইত্যাদি সম্বন্ধে ৪৫টির অধিক বই তার নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হয় ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছিলো। টিপুর একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিলো, পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২,০০০, আরবী, ফারসী, তুর্কী, উর্দু ও হিন্দীতে লেখা ; বিষয়বস্তু ছিলো সঙ্গীতকলা, 'হাদিজ, আইন, সুফীবাদ, হিন্দুধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষবিদ্যা, যুদ্ধ-নীতি, কবিতা ও গণিতশাস্ত্র। শ্রীরঙ্গপটমে বাঁধাই করা এই বইগুলির মলাটের মধ্যবর্তী গোলাকার স্থানে আল্লা, মহম্মদ, তার মেয়ে ফতিমা ও ফতিমার ছেলে হাসান ও হোসেনের নাম অঙ্কিত আছে। আর আছে মলাটের চার কোনে প্রথম চার জন খলিফার নাম। শীর্ষে "সরকার-ই-মুদাদাদ" ও নিম্নতম স্থানে "আল্লা কাফী" (ঈশ্বরই একমাত্র অবলম্বন) ছাপ মারা। কোন কোন মলাটে টিপুর খাস-মোহরও আছে।[৬৬]

শ্রীরঙ্গপটমের পতনের পর গ্রন্থাগারটি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করা হয়,—এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (এখন, এসিয়াটিক সোসাইটি, কেলকাটা) ও অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ছাড়া। ওয়েলেসলি সমস্ত পাণ্ডুলিপি ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্টউইলিয়ম কলেজে স্থানান্তরিত করেন। ১৮৩০ সালে কলেজটি উঠে গেলে পাণ্ডুলিপিগুলি ভারতের এবং ইংল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার সমূহকে দানকরা হয়।

টিপু বিশেষ শিল্পীসুলভ রুচি-সম্পন্ন ছিলেন। তার প্রচলিত মুদ্রাতে অতি চমৎকার হস্তালিপি-নক্শা থাকতো। তার ডবল-টাকা এযাবৎ ভারতে তৈরি যে

কোন মুদ্রা থেকে আকর্ষণীয় ছিলো। তিনি সঙ্গীতকলার পোষকতা করতেন এবং প্রায়শঃ নৃত্য দর্শন করতেন। তারই নির্দেশে ১৭৮৫ সালে হাসান আলী "ইজ্জত" "মুফারে-উল্-কুলুব" নামে মহীশূরের সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে একখানা বই তিনি লেখেন।[৬৭] তার গ্রন্থাগারের বই চমৎকার রূপে সাজানো এবং মনোরম ভাবে আলোকোজ্জ্বল থাকতো। তার সিংহাসনটী অতি সুন্দর ও জমকালো ছিলো। সোনায় মোড়া ঋজুভাবে দাঁড়ানো একটা কাঠের বাঘের উপর তা অবস্থিত ছিলো। সিংহাসনের কাঠামো ছিলো আট কোণের, ৮×৫ ফিট্, চারদিকে নিচু বেষ্টনী যার উপর থাকতো সোনার তৈরি সুন্দর মূল্যবান পাথর-খচিত দশটি ছোট ছোট বাঘের মাথা। সিংহাসনে চড়বার জন্য ছিলো দু'পাশে রূপোর তৈরি ছোট ছোট ধাপ। চাঁদোয়া ছিলো বিশুদ্ধ সোনার পাতলা আস্তরনে ঢাকা, কাঠের তৈরি, সোনার সুতোয় গাঁথা মুক্তোর ঝালরে শোভিত। একটা কবুতরের মত বড় "হু-মা" চাঁদোয়ার শীর্ষে রাখা হয়েছিলো, সুলতানের মাথার উপর তা ঝটপট্ করতো। ইহা ছিলো সোনার তৈরি, সমস্তটা বহুমূল্য পাথরে আচ্ছাদিত। ভারতে এর দাম ছিলো ১৬০০ গিনি।[৬৮]

স্থাপত্য-শিল্পে টিপুর বিশেষ অনুরাগ ছিলো। লালবাগ ও শ্রীরঙ্গপটম্ দুর্গের মাঝামাঝি কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে হায়দর দরিয়া দৌলত নামে একটি ছোট গ্রীষ্মাবাস তৈরি করেন। এই স্থানটি টিপুর একটি প্রিয় বিশ্রাম-স্থল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি এটির সম্প্রসারণ করেন। এটি একটি সুদৃশ্য ইমারত, এর আকর্ষণীয় অংশ হ'ল এর চিত্রিত দেওয়াল। "প্রথম থেকে শেষ ও উঁচু থেকে নিচু অবধি দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি যে-অটেল সাজ-সজ্জার আবৃত ছিলো তা ইস্পাহানের প্রাসাদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"।[৬৯] ভিতর দিকের দেওয়াল জাঁকালো ভাবে আরবীয় নক্শা অনুযায়ী চিত্রিত, বাইরের প্রাচীর-চিত্রে দেখানো হচ্ছে ইংরেজের উপর টিপুর জয়লাভ। দুর্গের মধ্যে টিপু একটি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর তার অস্তিত্ব নেই। বাইরে থেকে সেটি ছিলো ছোট একটি সোদাসিধে ইমারত, কিন্তু ভিতরটা জাঁকজমকপূর্ণ।[৭০] পূর্ব দরওয়াজা বা বেঙ্গালোর গেটের কাছে ১৭৮৭ সালে টিপু কর্তৃক তৈরি মসজিদটি আছে। অতি সুদৃশ্য এই ইমারত; এর সুন্দর মিনার দু'টিতে মহিমার সঙ্গে সৌষ্ঠব মিশ্রিত। দ্বীপটির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে টিপুর নির্মিত হায়দরের জমকালো সমাধি মন্দির। টিপুকেও এখানে কবর দেওয়া হয়। ইহা একটি চৌকো ইমারত, উপরে গম্বুজ; মসৃণ কালো মার্বেল পাথরের থামের উপর দাঁড়ানো। বেঙ্গালোর দুর্গের রাজপ্রাসাদ তৈরি আরম্ভ করেন হায়দর ১৭৮১ সালে, শেষ করেন টিপু ১৭৯১ সালে। অট্টালিকাটি দারয়া দৌলতের ধরণে তৈরি এবং অতিশয় জমকালো। মেকেঞ্জির মতে "আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদের কথা ছেড়ে দিলে" এই প্রাসাদটি "প্রাচ্যে সবচেয়ে সুদৃশ্য ও বেশী বায়ু চলাচল বিশিষ্ট"।[৭১] সিরার মোগল গভর্ণর দিলাওয়ার খাঁর তৈরি

ওখানকার মোগল-ইমারতের দ্বারা হায়দর ও টিপু উভয়েই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

মালাবারে রাস্তা তৈরির প্রবর্তক ছিলেন টিপু। তার পূর্বকালীন সময়ে যাতায়াতের সাধারণ উপায় ছিলো নৌকো। তা আবার জিনিসপত্র বহনেরও মুখ্য পন্থা ছিলো। মাল বহনের জন্য মুটেরও ব্যবহার ছিলো। টিপুই প্রথম চক্রযুক্ত শকটের প্রচলন করেন।[৭২] মালাবারের একজন যুগ্ম কমিশনার মেজর ডাউয়ের ভাষায় "মালাবারের প্রধান স্থানগুলি যুক্ত ক'রে এবং দেশের ঘোর দুর্গম স্থানগুলি নাগালের মধ্যে এনে টিপু এক ব্যাপক সড়ক—শ্রেণীর পরিকল্পনা করেন এবং তা অনেকটা সমাপ্তও হয়েছিলো"।[৭৩] টিপু রাজ্যের অন্যান্য অংশেও রাস্তা তৈরি করান। তার নামের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠ ব'লে কথিত রাস্তাটি কাবেরীর বাঁ তীরের বনময় উঁচু-নিচু স্থানের ভিতর দিয়ে হসুর ও ধরমাপুরী "তালুকে"র পশ্চিম ভাগ অবধি গিয়েছে।[৭৪] ধরমাপুরী "তালুকে"র বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে তিনি একটি রাজপথও নির্মাণ করেন। "এখনো কিছু দূর দূর আছে একটি সুদৃশ্য রাস্তার ভগ্নাবশেষ তার উঁচু বাঁধানো ভগ্ন পাথরের ভিত্তি"।[৭৫] সুলতানের তৈরি আর একটি বিশিষ্ট রাস্তা কৃষ্ণগিরিকে বুদিকোট্টাইর সঙ্গে যুক্ত করেছে।[৭৬] ভ্রমণ আরামদায়ক করবার জন্য তিনি মালাবারে সরাইখানা তৈরি করান। এ সব পূর্বে ছিলোনা। এগুলি চালাবার জন্য তিনি মহীশূর থেকে হিন্দু লোক নিয়ে আসেন।[৭৭]

আর একটি পূর্ত কার্যে টিপু বিশেষ মনোযোগ দিতেন,—সেটি হ'ল জল সেচন ব্যবস্থা। ১৭৯৭ সালে তিনি শ্রীরঙ্গপটমে কয়েক মাইল পশ্চিমে কাবেরীর উপর একটা বাঁধ তৈরি করিয়ে ছিলেন, তার উচ্চতা ছিলো ৭০ ফিট।[৭৮] দারোজিতে একটা প্রকাণ্ড জলাশয় আছে তাও সুলতানেরই তৈরি। এর বাঁধ খুব উঁচু, প্রায় আড়াই মাইল লম্বা এবং স্থানে স্থানে ৪৫ ফিট উঁচু।[৭৯] হোয়সলদের নির্মিত মতি তালাব নামে আর একটি জলাশয়ের তিনি রূপান্তর ও মেরামত করেন।[৮০] তিনি প্রজাদের জলাশয় স্থাপনে উৎসাহও দিতেন, সে জন্য তাদের ভূমি দেওয়া হ'ত; এবং কাজ শেষ হ'লে তাদের "জাগির" দান করা হ'ত। জলাশয়গুলি ভালভাবে রাখতে তাদের বলা হ'ত এবং অর্থাভাবে অপারগ হ'লে গভর্ণমেণ্ট তাদের সাহায্য করতো। "আমিল"দের অধীন বহু কর্মচারী থাকতো যাদের কর্তব্য ছিলো জলাশয় ও নালাগুলির যথাবিহিত সংস্কার করা।[৮১]

টিপুর সমালোচনা হয়েছে যে তিনি ইংরেজ বিরোধী নীতি নিয়েছিলেন, মারাঠা ও নিজামকে স্বপক্ষে আনতে পারেননি, কিন্তু ফরাসীদের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করতেন। কিন্তু নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ সব সমালোচনা অসঙ্গত। এটা সত্য যে টিপু ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তার কারণ হ'ল এই যে তাদের সঙ্গে তিনি শান্তিতে বাস করতে চাইলেও তারা তার প্রতিকূলতা করতো। মেঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজাম ও পেশোয়ার সঙ্গে

মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। ঐ সন্ধি ভঙ্গ করে ১৭৮৬ সালে মেকফারসন মহীশূর আক্রমণকারী মারাঠা ও নিজামকে সামরিক সাহায্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। টিপু ও ফরাসীদের সঙ্গে অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধে জড়িত হ'তে হবে আশাঙ্কা করে যদিও কর্ণওয়ালিস পরে ঐ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেন টিপুর প্রতি তার মনোভাব বন্ধুত্বমূলক হয়নি। বরং তিনি নিজাম ও মারাঠাদের টিপুর বিরুদ্ধে প্ররোচণা দিতে আরম্ভ করেন। এবং ১৭৮৯ সালে হায়দর ও টিপুর সঙ্গে পূর্বের সন্ধির উল্লঙ্ঘন করে নিজামকে কর্ণওয়ালিস এক পত্র দেন মহীশূর বিজয়ে তার সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে।[৮২] টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিদ্বেষের কারণ এই যে তিনি কোম্পানীর সামন্তরাজ হয়ে থাকতে চাননি। এ ছাড়া, তাকে তারা তাদের উচ্চাকাঙ্খার পরিপন্থী বলে মনে করতো, কারণ, তিনি ছিলেন 'নিঃসন্দেহে হিন্দুস্থানের সমস্ত দেশীয় রাজাদের চেয়ে বেশী শক্তিমান"।[৮৩] আর তাদের ভয় ছিলো যে, "যে—দৃঢতার সঙ্গে তিনি এরূপ শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন করে ভারতের অন্যান্য রাজাদের উর্ধ্বে স্থান নিতে পেরেছিলেন তা প্রতিদিন অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাকে অধিকতর অপ্রতিরোধ্য করে তুলবে"।[৮৪] এ জন্যই কর্ণওয়ালিস তাকে আক্রমণ করে অর্ধেক রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা এতেই সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা তাকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে চেয়ে ছিলেন। ১৭৯৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মানরো লেখেন, "আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা হবে টিপুকে নিঃশেষে পরাভূত করা। শ্রীরঙ্গপটম্ ও বেঙ্গালোর আয়ত্তে এলে পর পার্শ্ববর্তী রাজাগুলির বিপ্লব ও যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণার দিকে অগ্রসর হয়ে যাবার কোন বাধা হবে না। আর, এমন সুযোগের অভাবও হবে না, কারণ নাম করবার মত স্থায়িত্বশীল কোন গভর্ণমেণ্ট তথায় নেই"।[৮৫]

নিজাম ও মারাঠারাও টিপুর বিরোধী ছিলো। তারা তার কর্ম-ক্ষমতার জন্য ভীত ও ঈর্ষাপরায়ণ থাকতো। হায়দর তাদের যে সব রাজ্যখণ্ড জয় করে নিয়েছিলেন সেগুলি ফিরে পাবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব ছিলো। ১৭৮০ সালে মারাঠারা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ দিকের জেলাগুলিতে হায়দরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলো, কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তাদের প্রত্যর্পণ দাবি করে বসলো। হায়দর ১৭৮২ সালে মারা না গেলে মারাঠারা একদিন না একদিন তার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতো। বস্তুতঃ তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই তারা মহীশূর আক্রমণের জন্য ইংরেজের সঙ্গে একটা সন্ধি করেছিলো, কিন্তু আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের জন্য তাদের কর্মশক্তি ছিলো না। টিপু রাজা হলে পর তারা তার কাছে রাজ্যগুলির দাবি জানালো। টিপু তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক ছিলেন এই শর্তে যে তারা তার নিজস্ব ব্যাপারে মাথা গলাবেনা এবং পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য তাকে ভোগ করতে দেবে। কিন্তু মারাঠারা আগেকার সন্ধি অগ্রাহ্য করে তার করদরাজ নারগুনড্ অধিপতিকে সমর্থন জানালো এবং

মহীশূর আক্রমণ করলো। তাদের বন্ধুত্বের অভিলাষী হয়ে টিপু তাদের নারগুনড্, কিওর এবং বাদামি ছেড়ে দিলেন। তবু, ১৭৮৭ সালের সন্ধির খেলাপ করে, ১৭৯০ সালে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের দ্বারা সংগঠিত আঁতাতে তারা যোগ দিয়েছিলো। তিনি তবু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্করাখবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি, তাদের সাবধান করেছিলেন যে তাদের প্রকৃত শত্রু তিনি নন, শত্রু হচ্ছে ইংরেজরা। তিনি তাদের বলেছিলেন যে ইংরেজরা এ দেশে এসেছিলো বণিক হিসেবে, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ভারতীয় রাজাদের ভিতরকার মতভেদের সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের জন্য একটা রাজ্য পাট, গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলো। আর তারা এখন চাইছে সমগ্র দেশটা দখল করতে। কিন্তু এই সাবধান বাণী কেউ শোনেনি। ভারতীয় রাজারা বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখেনি। সদ্য লাভের প্রতি তারা অতিমাত্র আগ্রহী ছিলো, তাদের নীতির শেষ ফল বিবেচনা করে দেখেনি। তারা ভেবেছিলো, তাদের স্বার্থানুকূল প্রকৃষ্ট কাজ হবে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মিতালি করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নীতি অনুসরণ করে তারা তাদের নিজেদেরই পতনের রাস্তা তৈরি করেছিলো।

এই পরিবেশটিকে পরিষ্কাররূপে নিরীক্ষণ করে দেখলেই ভাল করে বোঝা যাবে টিপু ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রী কেন চেয়েছিলেন, কেনই বা তিনি ফ্রান্স ও তুরস্কে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে একেবারে একা, ও শত্রুদল পরিবেষ্টিত বোধ করেছিলেন ; তাই তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী জোট করতে চেয়ে সেখানে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ঐতিহ্য তার পিতার কাছ থেকে পাওয়া। সে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও আর্থিক অবস্থা তার জ্ঞাত ছিলো না, নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় তাদের সাহায্য আসবে। কিন্তু তারা আশা দিলেও প্রয়োজনের সময় তারা তার সাহায্যার্থে আসেনি। এর কারণ ছিলো কিছুটা তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ গোলমাল, কিছুটা ভারতে তাদের অনুসৃত নীতিতে নির্ভীকতা ও দূরদর্শিতার অভাব। তিনি তুরস্কে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন খলিফার মৈত্রী লাভেচ্ছু হয়ে এবং ইংরেজের সঙ্গে তার বিরোধের মীমাংসায় তার মধ্যস্থতা করবার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু ফরাসীদের মত অটোমান সুলতানও নিজ সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকায় ও ইয়োরোপে দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন বলে কিছুই করতে পারেন নি। শত্রু-জাল ভঙ্গ করার জন্য এক সময় টিপু ইংল্যাণ্ডেও প্রতিনিধি দল পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিলো, তার বিরুদ্ধে কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতে কী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তা ইংরেজ-রাজের গোচরে আনা।

টিপুই একমাত্র রাজা ছিলেন না যিনি বিদেশের সাহায্য প্রত্যাশী হন। হায়দর আলী দু'বার পারস্যে প্রতিনিধি পাঠান এবং একবার ১ হাজার জন পারস্য-সেনা

পেয়েছিলেনও।[৮৬] পেশোয়া রঘুনাথ রাও-ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মিত্রতা লাভের জন্য ইংলণ্ডে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।[৮৭] ১৭৮৬ সালে পুনা-সরকার আইল অব—ফ্রান্সে একদল প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছিলেন।[৮৮] এ ছাড়া, টিপু বি'দশে যত প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার সকলেরই উদ্দেশ্য রাজনীতিক ছিলোনা। পারস্য, মাস্কেট ও পেগুতে প্রেরিত দলের উদ্দেশ্য ছিলো স্বদেশের বাণিজ্য-বিস্তার। এমন কি ফ্রান্স ও তুরস্কে যে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তাদের উপর নির্দেশ ছিলো সে সব দেশের সঙ্গে মহীশূরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করবার। স্বদেশের শিল্পোন্নতির জন্য সে সব দেশ থেকে যন্ত্রবিদ নিয়ে আসারও নির্দেশ ছিলো। তুরস্কে প্রেরিত প্রতিনিধিদের আর একটা উদ্দেশ্যও ছিলো, সেটা হল অটোমান খালিফার নিকট থেকে টিপুর মহীশূরের রাজ সিংহাসন লাভের স্বীকৃতি আদায় করা।

টিপু বিদেশে যে—সব প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ছিলেন তারা এ সব উদ্দেশ্যের কিছু কিছুটা সফল করে। তারা পারস্য—উপসাগর অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হয় এবং তার রাজপদের স্বীকৃতি জ্ঞাপক সনদও নিয়ে আসে। তারা মহীশূরে শিল্প-প্রচেষ্টার জন্য যন্ত্রবিদও পেয়ে থাকে। এ সব সুবিধার বিপরীত দিকে আছে প্রতিনিধি প্রেরণ হেতু টিপুর প্রতি ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান বৈরিতা। আর তাতেই শেষকালে তার পতন ঘটে। কিন্তু যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, ইংরেজরা যখন একটা স্বাধীন ও শক্তিশালী মহীশূর রাজ্য গঠিত হবার বিরুদ্ধে ছিলো তখন আজ বা কাল বিরোধ বাধাবার কোন কারণ খুঁজে পেতোই। অবশ্যি এটা সম্ভবপর যে টিপু যদি আইল অব ফ্রান্সে প্রতিনিধি দল না পাঠাতেন, তবে কিছুটা সময় সংঘর্ষ এড়াতে পারতেন।

"মাদ্রাজের সন্ত্রাস" বলে কথিত তার অশ্বারোহী বাহিনীকে অবক্ষয়ের পথে নিয়েছিলেন এবং পিতার সমর-কৌশল পরিত্যাগ করেছিলেন বলেও টিপুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। সমালোচনাটি যুক্তিমূলক, কিন্তু এটাই তার পতনের "মুখ্য কারণ" বলা ভুল হবে।[৮৯]

১৭৮০ সালে হায়দরের অশ্বারোহী সংখ্যা ছিলো ৩৪,০০০ জন এবং পদাতিক ১৫,০০০ জন।[৯০] কিন্তু ১৭৯০ সালের মধ্যে টিপু পদাতিক সেনা বাড়িয়ে করেন ৫০,০০০ জন এবং অশ্বারোহী কমিয়ে ২০,০০০জন।[৯১] এই নীতি ঠিক ছিলো না। পদাতিক দলের উন্নতি করা উচিত ছিলো, তবে অশ্বারোহীসেনা ক্ষতি করে নয়। এই অশ্বারোহী সেনাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হায়দরের সফলতা আনে। টিপু বুঝতে পারেননি যে তিনি কখনো তার পদাতিকদের ইংরেজদের মত শক্তিশালী করতে পারবেন না। কারণ, ইয়োরোপে অবিরত যে সব উন্নত-তর পদ্ধতির সূচনা হচ্ছিলো তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার সামর্থ্য তার ছিলো না। তবু, টিপু যে সব পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তাতে তার সেনামণ্ডলীর শক্তির

কোন হানি হয়নি, বরং তা অতি ভীষণ হয়ে উঠেছিলো। এর কিছুটা কারণ হল তিনি পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর উন্নতি বিধান করেছিলেন, আর কিছুটা কারণ হল, অশ্বারোহীসেনা সংখ্যা খুব বেশী কমাননি। তা ছাড়া, যদিও তিনি পদাতিকদের ক্রমশঃ অধিকতর কাজে লাগাচ্ছিলেন, তিনি হায়দরের সমর কৌশল পরিত্যাগ করেননি। বস্তুত, তার পদাতিক ও অশ্বারোহী—উভয় সেনাদলই তাদের যথাযথ ও বৈশিষ্ট্যমূলক কর্তব্য করে গিয়েছিলো বলেই তিনি মারাঠা-নিজাম মৈত্রী জোটের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন এবং প্রায় দু'বছর ধরে ইংরেজ-নিজাম-মারাঠা মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। সেরূপ, মারাঠাদের সঙ্গে তার যুদ্ধে যদিও উৎকৃষ্টতর পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর জন্যই বিশেষ করে তিনি তাদের পরাজিত করেছিলেন, তার অশ্বারোহীরাও শত্রুদের হয়রানি করে, তাদের সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। মেডোজের সঙ্গে সংঘর্ষেও তার সফলতার সম্পূর্ণ কারণ ছিলো অশ্বারোহীদের সুনিপুণ ভাবে কাজে খাটানো। কিন্তু ১৭৯১ সালের মে মাসে কর্ণওয়ালিস যখন শ্রীরঙ্গপটমের উপর আক্রমণ চালান তখন মহীশূরী অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদের সমন্বয় হেতুই আরিকিয়ারে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং তিনি পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। কর্ণওয়ালিস যখন আবার শ্রীরঙ্গপটম আক্রমণ করেন, তখন টিপু তার অশ্বারোহীদের ভাল করে কাজে লাগাতে পারেন নি, কিন্তু তার বহু সংখ্যক পদাতিক সেনা রাজধানীর সামনে এমন প্রবল বাধা দিয়েছিলো যে গভর্ণর জেনারেল সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে টিপুর পরাজয়ের প্রধান কারণ হল ইংরেজদিগকে নিজাম ও মারাঠার সাহায্য দান।[২২]

শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিতে টিপু তার অর্ধেক রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সেনাসংখ্যা কমাতে বাধ্য হন। কিন্তু তার ভুল হল যে তিনি পদাতিক সেনার সঙ্গে অশ্বারোহী সেনাও কমিয়ে ফেলেন। ফলে, তিনি যদিও তখন পর্যন্ত নিজাম ও মারাঠার সম্মিলিত সেনাকে পরাজিত করার মত শক্তি রাখতেন,[২৩] তথাপি ইংরেজদের সম্মুখীন আর হতে পারতেন না। পদাতিকের সংখ্যা কমাবার পর তা ইংরেজদের থেকে সংখ্যা ও সাজসজ্জা উভয়ই নিকৃষ্টতর হয়ে যায়।[২৪] তখন তার উচিত ছিলো অশ্বারোহী দলের উন্নতি করা—যা ছিলো আর্থার ওয়েলেসলির মতে "জগতের মধ্যে সেরা"।[২৫]

তার আর একটা ভুল হয়েছিল যে সামান্য যা কিছু অশ্বারোহী সেনা তার ছিলো তাও যথাযথ কাজে লাগাননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে, "ইংরেজের বিরুদ্ধে "তার প্রকৃত প্রাধান্য থাকতে পারতো ক্ষিপ্রতর সচলতায়"। বড় মহল ধ্বংস করবার জন্য তিনি তার অশ্বারোহীদের নিযুক্ত করেননি, করলে পর ইংরেজদের পক্ষে সরবরাহ সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। তিনি পশু খাদ্য নষ্ট করেও ইংরেজ সেনাদের হয়রান করে হেরিসের অগ্রগতিতে কোন বাধা দেন নি। ফরটেস্কুর

ভাষায় তিনি লড়েছিলেন প্রাচীর গাত্রে, পরিখায়"। শ্রীরঙ্গপটম্ দুর্গের প্রতিরক্ষা শক্তির উপর তার বিশ্বাস ছিলো মাত্রাধিক। আশা করেছিলেন, তা তাকে শেষ পর্যন্ত অটল রাখতে পারবে যতক্ষণ না বর্ষার আগমনে কাবেরী প্লাবিত হলে বা রসদের অভাবে অবরোধ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং ইংরেজরা বাধ্য হয়ে তা উঠিয়ে নেবে।

টিপু এ সব ভুল করলেও মনে রাখতে হবে যে তার অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতাও তার পরাজয় সহজ করে দেয়। আমরা দেখেছি, এই অফিসাররা ইংরেজ সেনার অগ্রগমনে বাধা দেবার চেষ্টা করেনি এবং পরিশেষে শ্রীরঙ্গপটম দুর্গের পতন ঘটায়। তাদের এই মনোভাব না থাকলে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরো দৃঢ় আরো দীর্ঘ মেয়াদী হত। যারা এ যুক্তি দেখান যে টিপু হায়দরের সামরিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বজায় রেখে চললে পরাজিত হতেন না, তাদের কাছে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৭৬৭ ও ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ ও ১৭৯৯ সালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছিলো এবং টিপুর মত প্রতিকূল পরিবেশের ভিতর হায়দর কখনো যুদ্ধ করেন নি। প্রথমত, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হায়দর কখনো মিত্র হারা ছিলেন না কোন মৈত্রী-জোটের বিরুদ্ধেও তাকে লড়তে হয় নি। প্রথম ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে নিজাম তার সহায় ছিলেন। দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে তার সঙ্গী ছিলো ফরাসীরা, আরো সুবিধা ছিলো এই যে নিজাম নিরপেক্ষ ছিলেন এবং মারাঠারাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। অপর পক্ষে টিপুকে এক হাতে লড়তে হয়েছিলো, প্রথমত একটা ইংরেজ-মারাঠা—নিজাম জোটের বিরুদ্ধে এবং পরে ইংরেজ-নিজামের। দ্বিতীয়ত, হায়দর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার সময় ইংরেজদের কোন অশ্বারোহী সেনা ছিলো না; কিন্তু তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে নিজাম ও মারাঠারা তাদের অশ্বারোহী সেনা সরবরাহ করে। এবং শেষ ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধকালের মধ্যে ইংরেজরা নিজেরাই অশ্বারোহী সেনা বিভাগ গঠন করেছিলো এবং তাতে টিপুর অশ্বারোহী বাহিনীর কার্যকারিতা অনেকটা কমে যায়।[২৬] এ ছাড়া, কর্ণওয়ালিস বুঝেছিলেন যে মহীশূরী লঘুভার অশ্বারোহীরা "শত্রু অধিকৃত দেশে গরিলা যুদ্ধ চালাতে অতীব সুদক্ষ" এবং এরূপ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা"। তাই যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেই "দলীয়ভুক্ত হয়ে থাকাকে যুদ্ধাভিযানের মূল সূত্র ধরে নিয়েছিলেন"।[২৭] পরে হেরিস এ সকল যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করতেন। এতে মহীশূরী অস্থায়ী অশ্বারোহী সেনাদলের গুরুত্ব অনেকটা কমে গিয়েছিলো—হায়দরের সময় থেকে। তা ছাড়া, হায়দর আর কোম্পানীর সেনাসংখ্যার হার ছিলো ৪:১ অনুপাতে।[২৮] কিন্তু তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে টিপু ও ইংরেজদের সেনা সংখ্যার হার ছিলো ২:১-এর চেয়েও কম। শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধিতে টিপুর শক্তি কমে, আর কোম্পানীর শক্তি বাড়ে। ফলে, চতুর্থ ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে টিপুর তুলনায়

ইংরেজ সেনার সংখ্যাধিক্য ও উৎকৃষ্টতর সাজ সরঞ্জাম ছিলো। সংখ্যায়, সাজ-সরঞ্জামে, সহায় সম্পদে, রণকৌশলে ইংরেজ সেনা উৎকৃষ্টতর থাকায় ষ্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে অভিযান ছাড়া পূর্বেকার যুদ্ধের মত তেমন শৌর্য ও নৈপুণ্য শেষ যুদ্ধে টিপুর ক্রিয়াকলাপে প্রকাশ পায়নি।

এ ছাড়া আর একটি ব্যাপার তৃতীয় ও চতুর্থ ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলো,—সেটা হল কোম্পানীর শাসনব্যবস্থায় রদবদল। ১৭৮৪ সাল অবধি তা ছিলো বড় দুর্বল। কিন্তু পিট্স ইণ্ডিয়া এক্ট ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য আইন বহু পরিবর্তনের সূচনা করে। পূর্বে গভর্ণর জেনারেল তার মন্ত্রীসভার সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিলেন, কিন্তু এখন তার কর্তৃত্ব হল নিরঙ্কুশ। পূর্বে সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের বিরোধে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাহত হত। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল ও কমাণ্ডারইন চীফের পদ একই ব্যক্তিতে বর্তালে পর এর সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া, পূর্বে বহির্দেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে বম্বে ও মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ গভর্ণর-জেনারেলকে অগ্রাহ্য করে চলতেন, কিন্তু এখন নিম্নতর গভর্ণরদের উপর তাকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। এ সব পরিবর্তনের ফলে হায়দরের বিরুদ্ধে হেষ্টিংসের যুদ্ধোদ্যমের চেয়ে প্রভূত অধিক সক্রিয়ভাবে টিপুর বিরুদ্ধে কর্ণওয়ালিস ও ওয়েলেসলি—উভয়েই যুদ্ধ চালাতে পেরেছিলেন।

পিট্স ইণ্ডিয়া এক্টে আর একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর ব্যাপারে মাঝে মাঝে মাত্র হস্তক্ষেপ করতো। কিন্তু এখন থেকে তার কর্তৃত্ব হল পুরোপুরি। এর প্রয়োজন এ জন্য আরো ছিলো যে আমেরিকার উপনিবেশ হারাবার ক্ষতি পূরণার্থে কোম্পানীকে জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে হত। ফলে, হায়দর যদিও ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে যুঝেছিলেন, কিন্তু টিপুকে সামলাতে হয়েছিলো "ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যুক্তভাবে, তাদের উভয়েরই উপকরণ সম্ভার যুদ্ধোদ্যোগে মিলিত হয়েছিলো"।[৯৯] তা ছাড়া, এটা ভুলে যাওয়া যায় না যে টিপু এমন একটা জাতির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন যারা ছিলো নিয়মানুগত, সম্মিলিত, আত্মবিশ্বাসী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে গঠিত। যন্ত্রবিদ্ হিসেবেও তারা ছিলো খুব অগ্রসর, প্রচুর ছিলো তাদের সহায় সম্পদ। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ ছিলো আমলাতান্ত্রিক, জাতিভেদ কলুষিত ও মনোবল শূন্য; তাদের মধ্যে না ছিলো একতা, না জাতীয়তাবোধ, না কোন সার্বজনীন আদর্শ।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও টিপুর সঙ্গে নিজাম ও মারাঠারা যোগ দিলে তিনি ইংরেজদের পরাজিত করতে সমর্থ হতেন। কিন্তু তারা টিপুর সঙ্গে যোগ দিতে চাননি, পরিবর্তে, তারা শত্রুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তাই, তাদের সাহায্য পেয়েই কর্ণওয়ালিস টিপুকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। এই পরাজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, কারণ এতে টিপু পঙ্গু হয়ে পড়েন, আর তাতেই ওয়েলেসলি কর্তৃক

তার চূড়ান্ত পরাজয়ের সূচনা হয়। ইহা সত্য যে ১৭৯৯ সালে মারাঠারা ইংরেজদের সাহায্য করেনি, কিন্তু তারা টিপুর সঙ্গে যোগও দেয়নি। মারাঠাদের নিরপেক্ষতা সুলতানের পক্ষে ১৭৯০ সালে সহায়ক হত, কিন্তু এখন তার একান্ত প্রয়োজন ছিলো সামরিক সাহায্যের। ফরাসীরাও, ১৭৯০ সালের মত, তাকে কোন সাহায্য দেয় নি। অপর পক্ষে নিজাম পুনরায় ইংরেজদের সহায়তা দিয়েছিলেন। আবার তাই টিপুকে একহাতে শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছিলো। কিন্তু যে—সময় তার সেনাদল ও সহায় সম্পদ হ্রস্বতব, তখন ইংরেজরা আরো অধিক সংখ্যক ও আরো সুসজ্জিত সেনা এবং অধিকতর সম্পদের অধিকারী ছিল। এই পরিবেশে টিপুর পরাজয় ছিলো অবশ্যম্ভাবী। এমনকি, হায়দরও যদি তার অবস্থায় পড়তেন তবে তিনিও পরাভূত হতেন। সন্দেহ নেই, ইংরেজ কোম্পানীর সামন্তরাজা হয়ে থাকতে রাজী হ'লে তিনি অক্ষতভাবে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অতি স্বাধীনচেতা, আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন, কর্মনিপুণ ও প্রাণবন্ত—তার পক্ষে এ হেন অবস্থা স্বীকার করা সম্ভব ছিলো না। ফলে, তিনি জীবন দিলেন, সিংহাসন দিলেন, তার সঙ্গে তার রাজবংশও লুপ্ত হল।

টিকা

১। টমসন ও গেরেট, রাইজ এ্যান্ড ফুলফিল মেন্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ২০৬।
২। মুর, পৃঃ ১৯৩।
৩। পঃ আঃ পাণ্ডু, নং ১০৩৭, পত্রটি লেখা হয় মেরাইন ও কলোনী মন্ত্রীকে ১৭৯০।
৪। মিঃ কঃ ১৪ই ডিসেম্বর ১৭৮২, খণ্ড ৮৪-এ, পৃঃ ৩৯০১, কমিটির কার্যাবিবরণী।
৫। ঐঃ ১১ই ফব্রুয়ারী, ১৭৮৩, খণ্ড ৮৬এ, পৃঃ ৬০৮ প্রেসিডেন্টের মন্তব্য।
৬। স্কটিশ রেঃ অফিস IV/33/9-1792.
৭। 'এ লেটার টু এ মেম্বার অব পার্লামেন্ট', পৃঃ ১০।
৮। রেনেল "মেমোয়ারস্", পৃঃ CXXXIX.
৯। মিল, VI পৃঃ ১০৫।
১০। বীটসন, পৃঃ ১৫২।
১১। কিরমানি পৃঃ ৩৯৮, বীটসন, পৃঃ ১৫৩, উইলকস, (II), পৃঃ ৭৬১।
১২। কিরমানি, পৃঃ ৩৯৮।
১৩। ঐঃ।
১৪। আঃ নেঃ সিং ১৭২ মনর কসিক্রিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৬, ফঃ ২০৭-এ; কিরমানি, পৃঃ ৩৯৮।
১৫। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ মতে ইয়োঃ সিঃ ১০, পৃঃ ২০৫, ব্যায়ামের পর টিপু পুরুষ চড়ুই পাখীর সেদ্ধ করা মগজের হাল্কা প্রাতরাশ করতেন।
১৬। ঐঃ, পৃঃ ২০৫।
১৭। ঐঃ পৃঃ ২০৬, আরো দ্রষ্টব্যঃ বীটসন পৃঃ ১৫৯।
১৮। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ ইয়ো সি ১০, পৃঃ ২০৮; বীটসন, পৃঃ ১৫৯-৬০।

১৯। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ, ইয়ো সি ১০, পৃঃ ২০৭।
২০। ঐঃ, পৃঃ ২০৯-২১০।
২১। ঐঃ পৃঃ ২২১, ২১৫-২১৩।
২২। ঐঃ, পৃঃ ২২১।
২৩। বীটসন, পৃঃ ১৩০-১৩১।
২৪। কিরমানি, পৃঃ ১৫৫।
২৫। ঐঃ, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮। মাইলস্ তার কিরমানির ইতিহাসের অনুবাদে বলেন যে, খাদিজার একটি মেয়ে হয়।
২৬। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯, আঃ ওয়েলেসলি মরনিংটনকে, ১৯শে অগাষ্ট, খণ্ড ২৫৭ বি, পৃঃ ৫৮৬৮ ; ইঃ অঃ হোম মিস্ঃ নং ৪৬১, মেরিয়ট ওয়েবকে, ২রা জুলাই, ১৮০০, পৃঃ ১৭২।
২৭। ঐঃ, ১৭৩।
২৮। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৯৯ ডাভ্‌টন কঃ উইলক্সকে ৩০শে নভেম্বর, ১৭৯৯, খণ্ড ২৬১ এ, পৃঃ ৭৫১৩।
২৯। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯, পৃঃ ৫৮৬৮। মেরিয়ট বলেন যে, প্রাসাদে কনস্তানটিনোপ্‌লও জর্জিয়া থেকে ক্রীত অনেক দাসী-মেয়ে ছিলো (ইঃ অঃ, হোম্ মিস্ঃ নং ৪১৩, মেরিয়ট ওয়েবকে, ২রা জুলাই, ১৮০০, পৃঃ ১৭০)।
৩০। ঐঃ, পৃঃ ১৭৩।
৩১। কিরমানি, পৃঃ ৩৯৫ : মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯ খণ্ড ২৫৭ বি, পৃঃ ৫৮৬৮।
৩২। কিরমানি, পৃঃ ৩৯৫।
৩৩। মাঃ রেঃ, মিঃ কঃ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯, খণ্ড ২৫৭ বি, পৃঃ ৫৮৬৮।
৩৪। ইঃ অঃ, হোম্ মিস্, ৫০৮ পৃঃ ২৮০ ; ২৮২ মেরিয়ট ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহ তদন্ত কমিটিকে, ৮ই অগাষ্ট, ১৮০৬ ; ঐঃ নং ৪৬১, ফঃ ২৮০ বি, মেরিয়ট ওয়েবকে ২রা জুলাই, ১৮০০।
৩৫। ১৭৯২ সালে ইংরেজ শিবিরে জামিন নবাবপুত্রদের আচরণে কর্ণওয়ালিস ইত্যাদির মনোভাব,—দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৫৬, পূর্বে।
৩৬। দ্রষ্টব্যঃ, পৃঃ ৫৭, পূর্বে।
৩৭। দ্রঃ পৃঃ ৩২৮ পূর্বে।
৩৮। কমর-উদ্-দিন খাঁ ও বারহান-উদ্-দিনকে লিখিত পত্রের জন্য দ্রষ্টব্যঃ কার্কপেট্রিক।
৩৯। কার্কপেট্রিক, নং ১১৫। আরো অনেক চিঠি আছে যাতে দেখা যায় টিপু তার অফিসারদের ও কেরানীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত থাকতেন। তাদের অসুখের খবর পেলে তিনি তাদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করতেন।
৪০। বীটসন, পৃঃ ১৫৩ ; উইলকস, (ii), পৃঃ ৭৬১।
৪১। মিল ফোর্ড আর্চার, "টিপুজ্ টাইগার," পৃঃ ৬-৭।
৪২। কার্কপেট্রিক, নং ১০১।
৪৩। বড়মহল রেকর্ডস, অংশ ৪, পৃঃ ৯৮।
৪৪। ডিরম, পৃঃ ২৪৯।
৪৫। উইলক্স, (ii), পৃঃ ৭৬২।
৪৬। মুর, পৃঃ ১৯৭।
৪৭। মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৭২।

৪৮। মুর, পৃঃ ২০২।

৪৯। ইঃ অঃ, পাণ্ডুঃ ইয়ো সি ১০, পৃঃ ২০৫ , আঃ নেঃ, সি২ ১৭২, কসিক্রি মেরাইন মন্ত্রীকে, ২০শে জানুয়ারি, ১৭৮৬ ফঃ ২৩ এ ; এবং বিবৃঃ নেঃ পাণ্ডুঃ ফ্রাঁসেজ, "নভেল একুইজিসন" নং ৯৩৬৮ ভ মরলাট স্যাফ্রঁ কে, ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৩, ফঃ ৪৬৯ বি-৪৭০ বি।

৫০। দ্রষ্টব্যঃ, মুর, পৃঃ ১৯৩—টিপুর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যের জন্য আরো দ্রষ্টব্যঃ, আঃ নেঃ, সি২ ১৭২, মনর্ কসিক্রিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, ফঃ ২০৮ এ।

৫১ ডিরম, পৃঃ ২৪৯।

৫২ ইঃ অঃ, পাণ্ডুঃ, ইয়োঃ এফ্, ৭৬—পৃষ্ঠা বা ফলিও নাম্বার নেই।

৫৩ মেলকম, "হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" (ii), পরিশিষ্ট (ii), পৃঃ LX—lxi।

৫৪ ওয়েন, " ওয়েলিংটনস ডেসপাচেস" পৃঃ xxvi।

৫৫ রবার্টস "ইণ্ডিয়া আণ্ডার ওয়েলেসলি" পৃঃ ৬০।

৫৬ টমসন ও গেরেট "রাইজ এণ্ড ফুলফিলমেন্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া," পৃঃ ২০৬।

৫৭ টিপু তার প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তাদের সম্প্রদায় অনুযায়ী বিবাহ-ব্যয় তিনি বহন করবেন, কিন্তু আর্থিক বাধা হেতু তা করতে পারেন নি (ইঃ অঃ মেক্, পাণ্ডুঃ, নং ৪৬, পৃঃ ১২২)।

৫৮। টিপু পণ্ডীচেরীর গভর্ণর কসিক্রিকে অনুরোধ করেন, তার জন্য একটি দূরবীন, তাপমান-যন্ত্র ও দুটি বায়ুমান যন্ত্র আনতে (আঃ নেঃ সি২ ২৩৫, কসিক্রি মেরাইন মন্ত্রীকে, ৪ঠা মে ১৭৮৬ নং ৩৫)।

৫৯। আঃ নেঃ, সি২ ১৮৯, ভ লা লুজ্যার্ন কনওয়েকে, ১২ই অক্টোবর ; ১৭৮৮, ফঃ ৩৬০ এ ; এবং ঐঃ, প্রাচ্য ভাষায় ফরাসী সরকারের দোভাষী রুফিঁকে লেখা চিঠির বিবরণী ফঃ ৩৬১-এ।

৬০। বীটসন, পৃঃ ১৫৫।

৬১। হিকমেত বেউর, "মে-শূর সুলতানি টিপু ইলে ওসমানলি পাদিশা লেরিনডন I আব্দুল হামিদ ভি ইঃ III সেলিম আরাসিনডাকি মেক্টুপ্লাসমা," চিঠি নং ৪ ; আরো দ্রষ্টব্যঃ "হুকুম নামা," রঃ এঃ সোঃ কেঃ পাণ্ডু নং ১৬৭৭ ও ওয়াকি," পৃঃ ৪৮ ।

৬২। ইঃ অঃ পাণ্ডুঃ, ইয়ো সি ১০, পৃঃ ২০৬ , দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৩১৫ পূর্বে —শ্রীরঙ্গপটমের পতনের পূর্বে, ৪ঠা মে, ১৭৯৯ সকালে টিপু যে সব অনুষ্ঠান করেন তার বিবরণীর জন্য।

৬৩। মিশো, (i), পৃঃ ৮৩, বলেন যে টিপু কয়েকটি ইয়োরোপীয়ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

৬৪। "ইসলামিক কালচার," xiv, নঃ ২, পৃঃ ১৫১।

৬৫। ঐঃ, পৃঃ ১৭২।

৬৬। ষ্টুয়ার্ট, "এ ডেসক্রিপটিভ্ কেটালগ্ অব্ টিপুস্ অরিয়েন্টাল লাইব্রেরী," পৃঃ V ; ওয়েঃ পেঃ ; ব্রিঃ মিঃ, ২৬৫৮৩, ১৮৮৯, মতে এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল ও ফোর্ট উইলিয়াম লাইব্রেরীকে বই দান করা হয়।

৬৭। "ইসলামিক কালচার," xiv, নং ২, পৃঃ ১৫৮। টিপুর নির্দেশে "জলোয়ানামা" নামে আর একখানা বই লেখা হয় ; ভোজের বিভিন্ন সময়ের গান সহ বিবাহ উৎসবের গান এতে ছিলো, (ঐঃ, পৃঃ ১৬০)।

৬৮ বীটসন পৃঃ ১৫৪, পাদটিকা।

৬৯ রীজ, "দি ডিউক অব ক্লেরেন্স ইন্ সাউথ ইণ্ডিয়া," পৃঃ ৮১।

৭০ বুকানন, (i), পৃঃ ৬৯।

৭১ মেকেঞ্জি, (ii), পৃঃ ৫৬।

৭২ "গেজেট অব দি মালাবার এবং আনজেং গো ডিষ্টিটস্," (i), পৃঃ ২৬৮ ; বুকানন ii, পৃঃ ৪৩৪।

৭৩। "গেজেট অব দি মালাবার এণ্ড আনজেংগো ডিষ্ট্রিক্টস্," (i), পৃঃ ২৬৮। ইনেস্ টিপুর তৈরি রাস্তার সবিশেষ বিবরণ দিয়েছেন (ঐঃ পৃঃ ২৬৮-২৬৯)।

৭৪। "গেজেট সালেম ডঃ, খণ্ড অংশ (i), পৃঃ ১৯৪।

৭৫। ঐঃ খণ্ড (i), অংশ (ii), পৃঃ ১৯১।

৭৬। ঐঃ, খণ্ড (i), অংশ (i), পৃঃ ১৯৪।

৭৭। বুকানন, (ii), ৪১৩, পৃঃ ৪২৭।

৭৮। "এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা," (iii), সিরিজ ১৭।

৭৯। "বেলারি ডিষ্ট্রিকট গেজেট," পৃঃ ২৫৮, ১৮৫১ সালে এক প্রবল বন্যায় জলাশয়টি সম্পূর্ণ-ধ্বংস হয়, কিন্তু ১৮৫৩ সালে জেলার কালেক্টর তার পুনর্নিমাণ করেন।

৮০। মাঃ আঃ ডিঃ রিপোর্ট, ১৯৩৯, পৃঃ ২৮।

৮১। বড়মহল রেঃ, অংশ ১, পৃঃ ১৮০; ক্রিপস, "মাড্রাসুরীয়ান রেভোনিয়ু রেগুলেশনস, পৃঃ ২০।

৮২। দ্রষ্টব্যঃ দশম পরিচ্ছেদ, পূর্বের।

৮৩। রেণেল, মেমোয়ার্স, পৃঃ CXXXIX।

৮৪। ইঃ অঃ মেক্, পাণ্ডুঃ নং ৪৬, পৃঃ ১৩৭।

৮৫। গ্লিগ্, "মানরো," (i) পৃঃ ২০৩।

৮৬। দ্রষ্টব্যঃ, পৃঃ ১২৯ পাদটিকা ৭, পর্বে।

৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ১১৬, পাদটিকা ১ পূর্বে।

৮৮। আঃ নেঃ, সি২ ১২৭, কসিগ্রি মন্ত্রীকে, ২০শে জানুয়ারি, ১৭৮৬, ফঃ ১৪২ এ।

৮৯। ফরটেসকু, (iv), অংশ (ii), পৃঃ ৭৪৫।

৯০। উইলকস্, (i), পৃঃ ৮১২ পাদটিকা।

৯১। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৩৫১ পূর্বে। গু সুইআকের মতে, টিপু তার অশ্বারোহী সেনা কমিয়ে ৩০,০০০ জন থেকে ১৪,০০০ জন বা ১৫,০০০ জন করেন (আঃ নেঃ, সি2 ১৬৯, গু সুই আক্ থেকে, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫, নং ১৫, ফঃ ৪৮ বি)।

৯২। ষোড়শ পরিচ্ছেদের শেষে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৯৩। রস, "কর্ণওয়ালিস," (ii), পৃঃ ১৭১; মাঃ রেঃ, মিঃ সান্ডি বুক, খণ্ড ১০১, পৃঃ ১০৯।

৯৪। টিপুর যুদ্ধরত সেনা সংখ্যা প্রায় ২৯,০০০ (গ্লিগ্ "মানরো," (i), পৃঃ ২১৫) আর হায়দ্রাবাদ সেনা সহ ইংরেজ সেনা ছিলো প্রায় ৪২,০০০ জন। এ ছাড়া, দরকার হলে, প্রেসিডেন্সীগুলি থেকেও ইংরেজরা আরো সেনা পেতে পারতো।

৯৫। ওয়েন "ওয়েলিংটনস্ ডেসপাচেস," পৃঃ ৬২।

৯৬। এ যুদ্ধে ইংরেজের ছিলো ৪,৪০০ জন অশ্বারোহী, এ ছাড়া নিজামের দেওয়া ৯,৬১১ জন অশ্বারোহী।

৯৭। ফরটেস কু, (iii), পৃঃ ৬০৯।

৯৮। সিন্হা, "হায়দর আলী," পৃঃ ২৬০ (১৯৪৯)।

৯৯। মিল, (v), ৩২৬।

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-ক

টিপু এবং পর্তুগীজগণ

হায়দর আলী ইংরেজ ও মারাঠার বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য লাভের জন্য ভারতীয় পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা তার বন্ধুত্বের হাত শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, তারা ১৭৬৮ সালে মেঙ্গালোর বিজয়ে এমন কি ইংরেজদের সাহায্যই করে এবং পরে, তার অধিকারভুক্ত সদাশিবগড় অবরোধেরও চেষ্টা করে।[১] এ সত্ত্বেও হায়দর মেঙ্গালোরের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কে কোন বাধা দেননি। ইয়োরোপে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক অত্যন্ত সহৃদয়তাপূর্ণ এই কারণ দেখিয়ে ১৭৭৬ সালে হায়দরের আক্রমণাত্মক সন্ধির প্রস্তাব যখন তারা প্রত্যাখ্যান করে তখনই শুধু তিনি তার রাজ্যে যে সব বাণিজ্যিক সুবিধা তারা পেয়ে আসছিল তা প্রত্যাহার করেন।[২]

হায়দরের মৃত্যু হলে পর্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি টিপুকে শোক প্রকাশ করে চিঠি লেখেন ও তার সিংহাসন-আরোহণে অভিনন্দন জানান। এ অনুরোধও করেন যে হায়দর কর্তৃক প্রত্যাহৃত মহীশূরের বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৩] কিন্তু ইতিমধ্যে মেথু পশ্চিম উপকূলে হানা দেয় এবং মেঙ্গালোরও অন্যান্য স্থান অধিকারে টিপুর রোমাণ কেথলিক প্রজারা মেথুকে আর্থিক ও সামরিক উভয় সাহায্যই দান করে।[৪] টিপু মেঙ্গালোর অবরোধ করলে তারা আবার ইংরেজদের সাহায্য করেছিলো। রোমান কেথলিকরা গোয়ার আর্চবিশপের যাজকীয় অধিকারে ছিলো, তাই টিপু নিশ্চিত ছিলেন যে তারা পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্টের হুকুম মত কাজ করছে। সুতরাং তিনি তাদের শাস্তি দেন এবং তার রাজ্যের সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অসম্মত হন।[৫]

এ সব সত্ত্বেও গোয়ার রাজ প্রতিনিধির সঙ্গে টিপুর পত্রালাপ অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিলো। রাজ প্রতিনিধির অনুরোধে সুলতান দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ধর্মযাজকদের ও কয়েকজন খৃষ্টানকে মুক্তি দেন এবং পর্তুগীজরা সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসাই মেঙ্গালোরের সঙ্গে করবার অনুমতি পায়, একমাত্র চাল ছাড়া। কারণ সেনাদলের জন্য টিপুর চালের প্রয়োজন ছিলো।[৬] তার পিতার মত টিপুও শত্রুর বিরুদ্ধে মৈত্রী জোট স্থাপনের জন্য পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব পেতে আগ্রহী ছিলেন। তার রাজ্যে পূর্বে তারা যে সব বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করতো বন্ধুত্বের পরিবর্তে তিনি

সেসবই মঞ্জুর করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো বলে তারা টিপুর সঙ্গে মিলতে চায়নি। এ ছাড়া, তারা সদাশিবগড় অধিকার করতে ব্যগ্র ছিলো এবং গোয়ার নিরাপত্তা-বিরোধী বলে কথিত কোন রাজশক্তিকে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক ছিলোনা। তাই, মারাঠারা যখন টিপুর বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সন্ধির প্রস্তাব করলো তখন পর্তুগীজরা সামান্য রদবদল করে তা গ্রহণ করেছিলো। মারাঠাদের প্রস্তাবিত সন্ধির প্রধান প্রধান ধারাগুলি পর্তুগীজদের জবাব সহনিম্নে দেওয়া হল:—

১। পেশোয়া টিপুকে ধ্বংস করতে চান, পর্তুগীজরা এতে তাকে সাহায্য করবে। যতদূর সম্ভব, টিপুর সঙ্গে কোন সন্ধি করা হবে না, কিন্তু অন্য কোন উপায়ের অভাবে যুদ্ধ বন্ধ হলে পর্তুগীজরা মনে করবে না যে মারাঠারা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

পর্তুগীজরা পেশোয়ার সঙ্গে মৈত্রীতে প্রস্তুত।

২। মারাঠারা যখন দক্ষিণদিকে টিপুর রাজ্যের মধ্যে যাবে, পর্তুগীজরা তখন সমুদ্র-উপকূলে তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজ চালাবে।

পর্তুগীজরা এতে রাজী।

৩। যুদ্ধের পর পেশোয়া পর্তুগীজদের সমস্ত যুদ্ধ খরচ পরিশোধ করবেন। প্রতিদানে পর্তুগীজরা সমস্ত বিজিত-স্থান পেশোয়াকে দিয়ে দেবে।

পর্তুগীজরা কোন অর্থ চায় না। তার পরিবর্তে তারা সুন্দা রেখে দিতে ও পেশোয়ার ইচ্ছামত অন্য কোন রাজ্যভাগ পেতে চায়।

৪। সন্ধির পর যদি পেশোয়া টিপুর নিকট থেকে যুদ্ধের কোন ক্ষতিপূরণ পান, তাহলে তিনি পর্তুগীজদের সমস্ত যুদ্ধ খরচ দিয়ে দেবেন আর পর্তুগীজ অধিকৃত রাজ্য ভাগের একটা অংশ তাদের ছেড়ে দিতে টিপুর উপর দাবি করবেন।

পেশোয়া যদি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পান এবং প্রতিদানে টিপুর থেকে অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দেন, পর্তুগীজরাও তাই করবে। কিন্তু টিপুর থেকে গৃহীত অর্থের কিছুটা অংশ পাবে।

৫। পেশোয়া কোন অর্থ না পেলে পর্তুগীজরা তার থেকে যুদ্ধের খরচ চাইবে না।

পর্তুগীজরা এতে রাজী, কিন্তু তারা বিজিত স্থান ফিরিয়ে দেবেনা, যদি না পেশোয়া তাদের এই স্বার্থ ত্যাগ করতে বলেন।

৬। সন্ধি সম্পাদিত হবার পর পর্তুগীজদের আক্রমণ করে টিপু যদি তার খেলাপ করে, তবে পেশোয়া তাদের সাহায্য দেবেন।

পর্তুগীজরা এতে রাজী।

৭। মারাঠা কর্তৃক অধিকৃত দেশে পর্তুগীজরা পূর্বে যে বাণিজ্যিক সুবিধা পেতো পেশোয়া তা স্বীকার করে নেবেন।

৮। পর্তুগীজ রাজ্যে হিন্দুদের খৃষ্টান করা হবে না, গোহত্যা বা মন্দির-ধ্বংস নিষিদ্ধ হবে। প্রতিদানে পেশোয় প্রতিশ্রুতি দেবেন যে তার সেনাদলস্থ মুসলমান-দের বারন করা হবে খৃষ্টানদের মুসলমান করতে।

পর্তুগীজরা ব্রাহ্মণ বা মুসলমানদের খৃষ্টান হতে বাধ্য করবে না, গোহত্যা করা হবে না,—খৃষ্টানদের নিজস্ব গরু না হলে।

৯। মহীশূর ও মারাঠা নৌসেনায় কোন সংঘর্ষ হলে পর্তুগীজরা মারাঠাদের সাহায্য করবে।

পর্তুগীজরা এতে রাজী।

১০। টিপুর রাজ্য দখলে আসলে পর তাকে শাস্তি দিয়ে সদাশিবগড় ও এক্সিমপিস দুর্গ ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ পর্তুগীজদের দখলে রাখা হবে।

পর্তুগীজরা এতে রাজী।

যদিও এই সন্ধিপত্র কখনো পাকাপাকিভাবে মঞ্জুর হয়নি এবং পর্তুগীজরা পেশোয়াকে কোন সামরিক সাহায্য দেয়নি, তবু টিপুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিরো-ধিতামূলক ছিলো। তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধ বাধলে টিপুর পরাজয় ঘটবে ভেবে পর্তুগীজরা ১৭৯১ সালের ৩০শে জুন সদাশিবগড় অধিকার করে বসে[৭] কিন্তু নৈরাশ্যের সঙ্গে তারা দেখে যে টিপুর শক্তি ধ্বংস হয়নি। তিনি ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি সমাপ্ত করে সদাশিবগড় ফিরে পেতে চান। গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো যে তারা যদি তার ইচ্ছামত কাজ না করে, তা হলে যুদ্ধ হবেই আর, যুদ্ধ শুধু ব্যয়বহুলই হবে না, সর্বনাশাও হবে; কারণ, টিপু মেঙ্গালোর থেকে চালের রপ্তানী বন্ধ করে দিয়ে গোয়াতে অনাহারের সৃজন করবে। তাই তারা সদাশিবগড় তার হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করে এই শর্তে যে তারা মহীশূর রাজ্যে বাণিজ্য করবার অনুমতি পাবে।[৮] স্থানটি মহীশূরীদের প্রদান করা হলে পর টিপু তার অফিসারদের নির্দেশ দেন যে সমস্ত মহীশূর বন্দর পর্তুগীজ—বণিকদের জন্য মুক্ত থাকবে, তারা কম দামে মেঙ্গালোর থেকে চাল রপ্তানী করতেও পারবে।[৯] প্রতিদান হিসাবে তিনি গোয়াতে একটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করতে চাইলেন, কিন্তু পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তার সে—ইচ্ছা পূরণ করেনি, কারণ তাতে ইংরেজদের চটাবার ভয় ছিলো।[১০] এ সত্ত্বেও তখন থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে টিপুর সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক থেকে যায়।

টীকা

১। ইহা বম্বের উত্তর-কানাড়া জেলার কাড়োয়ার "তালুকের" একটি গ্রাম এবং কাড়োয়ার থেকে প্রায় চার মাইল দূরে পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। পর্তুগীজরা এ স্থানকে "পীরো" বলে, কারণ এখানে একজন মুসলমান পীরের (সাধুর) গম্বুজবিশিষ্ট সমাধি আছে।

২। সিন্‌হা, "হায়দর আলী" পৃঃ ১৫৬-১৫৯ (১৯৪৯)।

৩। পিস্যুরলেংকার "এণ্টিগুয়েলহাস" ফেস, (11), নং ৭২।

৪। দ্রষ্টব্য: ৩৬৪-৩৬৬ পূর্বে।

৫। পিস্যুরলেংকার "এণ্টিগুয়েলহাস" ফেস, (11), নং ৭৭-৮৮।

৬। পিস্যুরলেংকার, "এণ্টিগুয়েলহাস," ফেস (11), নং ৯০।

৭। ঐ:, নং ১০১।

৮। ঐ:, নং ১০২-১০৪ · ই: অ:, পর্তু: রে: "কন্‌সেলহো আলট্রামেরিণ হো" খণ্ড ৩, অংশ ২, নথি ৬৮, নং ৩৫, ফ্রেনসিস্‌কো দা কুন্‌হা এ মেনেসেস মারটিনহো ডি মেলোই কেস্ত্রোকে, ১০ই মার্চ, ১৭৯৩, পৃ: ৭২০-৭২৩।

৯। পিস্যুরলেংকার, "এণ্টিগুলহাস," ফেস, (11), নং ১০৯ ; ই: অ: পর্তু: রে: "কন্‌সেল হো আলট্রামেরিনহো," খণ্ড ৩, অংশ ৩, নথি ৬৮ নং ৩৫, ফ্রেনসিস্‌কো দা কুন্‌হা এ মেনেসেস মারাটিন হো ডি মেলো ই কেস্ত্রোকে, ১০ই মার্চ, ১৭৯৩, পৃ: ৭২৩ ও পরে।

১০। ঐ:।

পরিশিষ্ট-খ

টিপু ও তার ইংরেজ যুদ্ধ বন্দিগণ

সাধারণত মনে করা হয় যে, ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি টিপুর ব্যবহার ছিলো শুধু কঠিনই নয়, নিষ্ঠুর এবং বর্বরও। টমসন ও গেরেট বলেছেন, "দুর্গ অবরোধকারী সেনাধ্যক্ষদের প্রতি লেখা তার পত্রে নির্দেশ থাকতো শত্রুকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করা, প্রস্তাব গৃহীত হলে স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স্ক ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করা। যুদ্ধবন্দী তারা কী পরিমাণ ছিলো তা নির্ণ. করা অসম্ভব হত, এবং যুদ্ধ আরম্ভ হলে তার প্রাথমিক কাজ ছিলো বন্দী যারা তখনো বেঁচে আছে তাদের হত্যা করা"।[১] বোরিং বলেন, মেঙ্গালোরের সন্ধির পর, "বন্দী হয়ে যারা ছিলো তাদের অধিকাংশই হয় নির্যাতন ভোগ করে মারা গিয়েছিলো, নয় তো টিপুর ঘাতকদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলো"।[২]

এ সব সিদ্ধান্ত অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও একদেশদর্শী। কারণ, রাজপুত্র ও রাজা—উভয় রূপেই টিপু তার যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি সর্বদা দয়ালু ছিলেন,—যদি না সবিশেষ কোন কারণ থাকতো কঠোর ব্যবহার করার। ১৭৮০ সালে হায়দর যখন বেইলির নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সেনাদের পরাভূত করেছিলেন তখন "কয়েকজন অফিসারকেও টিপুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার পরম কারুণ্যময় ছিলো। তিনি তাদের তার শিবিরে নিমন্ত্রণ করে প্রত্যেককে বিস্কুট ও পাঁচ পেগোডা দিতেন। কেপ্টেন মনটিনথ নামে একজন বিবাহিত ভদ্রলোক মাদ্রাজে তার স্ত্রীকে একখানা পত্র পাঠাবার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ জানান। টিপু তৎক্ষণাৎ রাজী হন"।[৩] সেরূপ, ব্রেইথওয়েটের সেনাবিভাগের কয়েকজন অফিসার ১৭৮২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি যখন টিপুর হাতে বন্দী হয় তখন "তিনি প্রয়োজন মত তাদের সবকিছুর তত্ত্ব তালাস নিতেন। তিনি তাদের শুধু বস্ত্র ও অর্থই দেননি, সে সময় তার কেল্লাদারদের কড়া হুকুম দিয়েছিলেন, কৃষ্ণিভরমে অবস্থিত হায়দরের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রাকালে বন্দীদের যত্ন নেবার জন্য"।[৪]

টিপু যখন মহীশূরের সুলতান হলেন তখন যুদ্ধবন্দীদের প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। একজন বন্দী নিজেই বলেছেন, "বেঙ্গালোরে আবদ্ধ ভদ্রলোকগণ তাদের ইচ্ছামত জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতো বন্দীকালের শেষদিকে বিভিন্ন জেলে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেও পারতো"।[৫] বেঙ্গালোরে টিপুর সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ ইব্রাহিমের উপর বন্দীদের দায়িত্বভার ছিলো। তিনি তাদের সঙ্গে এরূপ সদব্যবহার করতেন যে তিনি মারা গেলে মাদ্রাজ গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ তার স্মৃতিরক্ষার্থে তার কবরের উপর একটি জমকালো ইমারত নির্মাণের

আদেশ দেন।[৬] কমরুদ্দিন খাঁও তার দায়িত্বাধীন বন্দীদের বিশেষ যত্ন নিতেন।[৭] কেপ্টেন নেস্ ও লেফটেনান্ট চামারস ১৭৯১ সালে কোয়েম্বাটোরে বন্দী হন। তাদের কোন অভিযোগ ছিলো না, কারণ তারা সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন এবং তারা মুক্তি পেলে দেখা গেলো তারা বেশ স্বাস্থ্যবান ও হাসিখুশি।[৮]

এসব উদাহরণ সত্বেও এটা মেনে নেওয়া উচিত হবে না যে বন্দীরা সর্বদাই সদয় ব্যবহার পেতো বা খুশি থাকতো। বস্তুত, তাদের ভাগ্য নির্ভর করতো দায়িত্বাধিকারীর উপর। সেজন্য কোন কোন সময় অন্য স্থান থেকে তাদের অবস্থা ভাল থাকতো। যেমন, "বেদনুরে আহত অফিসাররা অন্য যে-কোন স্থান থেকে অধিকতর ভাল ব্যবহার পেতো। পোষাক, ডুলি, খাটিয়া, চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাঁটা ও অন্যান্য দ্রব্য সমস্ত তারা রাখবার অনুমতি পেয়েছিলো। কালি, কলম, কাগজ তারা অঢেল ব্যবহার করতে পারতো"—।[৯] অন্যত্র, "অফিসাররা যদি দুর্নীতি পরায়ণ বা কঠোর মেজাজের হত, তখন দুর্ব্যবহারের ঘটনা দেখা যেতো কিন্তু গুপ্তচর বা কোম্পানীর কর্তাদের মারফত। যখনই তা টিপুর গোচরীভূত হত, সেসব অফিসারদের টিপু ভর্ৎসনা করতেন, বন্দীদের সঙ্গে সদব্যবহার করে তাদের হিতসাধনে মনোযোগ দিতে বলতেন।[১০]

সাধারণতঃ এই মত গৃহীত হয়েছে যে টিপুর আদেশে অন্যান্য ইংরেজ অফিসার সহ মেথুজ ও বেইলিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[১১] এই বিশ্বাসের কিন্তু কোনই ভিত্তি নেই। ব্রেইথওয়েট কিছুকাল শ্রীরঙ্গপটমে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি মাদ্রাজের গভর্নর মেকারটনিকে লেখেন যে ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করার গুজব সত্য নয়। তিনি তন্নতন্ন করে ব্যাপারটার খোঁজ নিয়েছেন। তিনি লেখেন, "পিত্তঘটিত একটা সাধারণ রোগে বেইলির মৃত্যু হয়। এই রোগে মাসের পর মাস তিনি ভুগছিলেন; হয়তো সঠিক চিকিৎসা হলে তিনি এ রোগ থেকে মুক্ত হতে পারতেন"। জেনারেল মেথুজ সম্বন্ধে ব্রেইথওয়েট লেখেন যে তিনি একটি মুক্ত বায়ু বিশিষ্ট মনোরম স্থানে আবদ্ধ ছিলেন; তার সঙ্গে দু'জন ইয়োরোপীয় ভৃত্য ও একজন নীচু জাতের রাধুনী ছিলো। তাকে একটি টেবিল, খাট, চেয়ার, ছুরি ও কাঁটা দেওয়া হয়। মদ্য ও চিনি এবং কিছু টাকা ও তিনি পেয়েছিলেন। সংক্ষেপে তার যথেষ্ট আরামের ব্যবস্থা হয়েছিলো, কিন্তু এরূপ ব্যবহার পাবার যোগ্য তিনি ছিলেন না, তিনি শীঘ্রই গোলমালের সৃষ্টি করেছিলেন। মেজাজ তার খিটখিটে ছিলো। একদিন তার প্রহরীদের "জমাদারের" সামনে একটা পেগোডা তিনি দান করে ফেলেন। জমাদার তা অধ্যক্ষের গোচরে আনে। টিপুর অফিসাররা এসে তার সমস্ত অর্থ কেড়ে নেয়। সেগুলি এক হাজার পেগোডা পরিমাণ ছিলো। এই পেগোডা ছিলো বেদনুর ধনভাণ্ডারের অর্থের আত্মসাৎ করা একটা অংশ। এটাতে তিনি আত্মসমর্পণ শর্তের লঙ্ঘন করেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি তার নিজের ভৃত্যকে প্রহার করেন এবং সে কারণে ভৃত্যটিকে

সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি তার ইংরেজ ভৃত্যদের সঙ্গে বড় বেশী কথাবার্তা বলতেন বলে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি কোন ষড়যন্ত্র করছেন। তাই, তাদেরও তার নিকট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তার বরাদ্দ রসদও কমিয়ে দেওয়া হয়। তারপর, তিনি যখন তার কোন রক্ষীকে প্রহার করেন তখন তাকে শৃঙ্খলিত করা হয়। তখন মেথুজ বিছানা নেন, কারো সঙ্গেই কথা বলতেন না এবং কিছু শুকনো চাল ছাড়া কিছুই খেতেন না। শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার পর সপ্তম দিনে, ৬ই সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়।[১২]

কিন্তু সময় সময় টিপু ইংরেজ বন্দীদের প্রতি তার স্বভাবগত ক্ষমাশীলতা দেখাতে সমর্থ হননি। এবং তাদের উপর কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা যদি পালাতে চেষ্টা করতো, বিদ্রোহ করতো, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তুলতো, অথবা অন্য প্রকারে অনিষ্টকর আচরণ দেখাতো তবে তাদের উপর কঠোর হতেন। বন্দীরা কখনো কখনো কুকুরদের সুন্নৎ করে শ্রীরঙ্গপটমের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতো।[১৩] একবার, মহররমের রাত্রিতে একজন বন্দী লুকিয়ে জেল থেকে বার হয়ে যায় এবং "তাজিয়া' তে নিবেদিত জিনিস অপহরণ করে [১৪] আর একবার তারা মহীশূরের সিংহাসনে হিন্দু রাজ পরিবারের পুনর্বসনের জন্য শামইয়া, রঙ্গ আয়েঙ্গার ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহীশূরী অফিসারদের নেতৃত্বে চালিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখে।[১৫] নিজেদের মধ্যে বা নিজেদের গভর্ণমেন্টের সঙ্গে গোপন পত্রালাপও অস্বাভাবিক ছিলোনা। কয়েকবার তারা পালাতে চেষ্টা করে, কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়। ফলে, যারা জেলে পড়ে থাকে তারা স্বভাবতঃই সন্দেহের পাত্র হয়ে যায়। এসব কারণেই টিপু কোন কোন সময় বন্দীদের উপর কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন, কারণ, তাদের একটু প্রশ্রয় দিলেই তার কর্তৃত্বের মূল দেশে আঘাত পড়তো। কিন্তু শাস্তি কঠোর হলেও তা বর্বর ছিলো না। "টিপু সমসাময়িক ইংরেজদের বিচারে সুপরিকল্পিতভাবে বন্দী হত্যার দোষে দোষী হয়েছেন। প্রদত্ত শাস্তি মোটেই ঐরূপ কিছু নয়। ঐরূপ বিচারের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই"।[১৬]

টিপু মেঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি সম্পাদিত হবার পর সমস্ত ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের মুক্ত করেন নি বলে যে অভিযোগ আছে তাতেও কোন সত্যতা নেই। ২রা অগাষ্ট, ১৭৮৩ সালে যখন মেঙ্গালোর যুদ্ধ-বিরতিপত্র স্বাক্ষর করা হয় তখন তার নিকট ৪,২৬১ জন বন্দী ছিলো। মেঙ্গালোর সন্ধির পর এদের সকলকেই ভেলোর পাঠানো হয়।[১৭] সেরূপ, তৃতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধকালে যে সব সেনা বন্দী হয়েছিলো তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, নতুবা ইংরেজদের কাছে জামিন স্বরূপ রক্ষিত টিপুর দুই পুত্রের প্রত্যার্পণ হত না। এ সত্বেও ইংরেজরা সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ তারা চেয়েছিলো মহীশূরীদের প্রতিটি ইংরেজ ফিরে আসে।

কিন্তু কোন কোন বন্দী টিপুর অধীনে চাকুরী নিয়েছিলো, তারা নিজেরাই মাদ্রাজ ফিরে যেতে অনিচ্ছুক ছিলো। মহীশূরে কিছু কিছু দলত্যাগী ইংরেজও ছিলো, তাদের যুদ্ধবন্দী শ্রেণীভুক্ত করা যায়না। ইংরেজ ও ফরাসী সেনাদের মধ্যে দলত্যাগ করা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিলো বস্তুতঃ "মদ্যপানে মাতাল হবার পর দলত্যাগ করাটাই ছিলো খুব প্রচলিত অপরাধ"।[১৮] এ সব দলত্যাগী যারা টিপুর চাকুরী নিয়েছিলো তারা ফিরে যেতে চায়নি, কারণ দলত্যাগের শাস্তি তখন শুধু পরিচিত সেনাবিভাগের একঘেয়েমিতে ফিরে যাওয়াই ছিলো না, অন্তত পক্ষে ন'মুখো চাবুক চলতো এবং প্রায়ই তাদের গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।[১৯] অবশ্যি, টিপু নিজেই তাদের ফিরে যাবার জন্য তাড়া দিতেন না, কারণ তারা কারিগর হিসেবে তার কাজে লাগতো, এ ছাড়া, মাদ্রাজ গভর্ণর মেকারটনি, সম্মত হয়েছিলেন যে, টেল্লিচেরীতে আশ্রয় প্রাপ্ত মহীশূরী থেকে থাকলে কোম্পানী প্রত্যর্পণ করবে না, এবং তাদের পক্ষের দলত্যাগীরা চাকুরীতে ফিরে আসতে অনিচ্ছুক থাকলে তাদের প্রত্যর্পণের দাবিও তুলবেনা।[২০]

টিপু বন্দীদের জোর করে মুসলমান করেছিলেন বলেও অভিযোগ আছে। এ অভিযোগও মিথ্যা। যারা মুসলমান হয়েছিলো, তারা হয়েছিলো স্বেচ্ছায়। তারা ধর্ম বদল করেছিলো পুরস্কারের লোভে বা বন্দীদশার একঘেয়েমি থেকে মুক্তির আশায়। টিপু সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতির কারিগর বা সামরিক শিক্ষার উপদেষ্টা হিসেবে ইংরেজ নিযুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন, তাই যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার চাকুরী নিতে উৎসুক, তার অফিসাররা তাদের প্ররোচনা দিতে ব্যগ্র থাকতো। কেবলমাত্র এই উপায়েই ইংরেজদের মহীশূর ত্যাগ বারণ থাকবে বলে তার ধারণা ছিলো, কিন্তু ড্‌ডওয়েল যেমন বলেছেন, "যারা এ পন্থায় মুক্তি লাভ করতে চেয়েছিলো, তারা ছাড়া আর কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছিলো বলে বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই"।[২১]

টীকা

১। টমসন ও গেরেট "রাইজ এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া," পৃঃ ১৭৬।
২। "বোরিং, হায়দর আলী ও টিপু সুলতান," পৃঃ ১৩০, এবং উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ২৭১।
৩। লরেন্স, "কেপটিভ্‌স অব টিপু সুলতান," পৃঃ ১০২।
৪। ঐঃ, পৃঃ ১২৬।
৫। ঐঃ, পৃঃ ১৬৮।
৬। মাঃ অঃ ডিপাঃ রিঃ, ১৯২৫-২৬, পৃঃ ৯।
৭। মিঃ সাণ্ডিবুক, খণ্ড ৬০এ, মেজর লেসট, কমর-উদ্-দিন খাঁকে, ২৭শে নভেম্বর, ১৭৮৩, পৃঃ ১৩৯।
৮। ডিরম, পৃঃ ১৯০।
৯। লরেন্স, "কেপটিভ্‌স অব টিপু সুলতান," পৃঃ ১৬৮।
১০। মা রেঃ মিঃ সাণ্ডিবুক, খণ্ড ৬০ এ, পৃঃ ২১৯।

১১। উইলক্‌স, (ii), পৃঃ ২১৭। ঐ সময়ের এক বাঙ্গালাদেশের খবরের কাগজে এই খবর প্রকাশ করা হয়।

১২। সেঃ আঃ, সিঃ প্রঃ, ১লা নভেম্বর, ১৭৮৪। মেকারটনি এই বিবরণ সত্য বলে গ্রহণ করে বলেন, "কর্ণেল ব্রেইথওয়েটের অবস্থা ভিত্তিক বর্ণনা মতে বিশ্বাস করার বিশেষ কারণ আছে যে জেনারেল মেথুজকে হত্যা করা হয়নি। অন্যান্য ব্যক্তিদের মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের কোন গ্রহণযোগ্য সংবাদ নেই। আমাদের খুব সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু টিপুকে তাদের হত্যাপরাধে দোষী করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই" মেকারটনি কাগজপত্র, বডলিয়ান পাণ্ডুলিপি, হুঃ হিঃ. সি ৭৯, মেকারটনি হেস্টিংসকে, ২৯শে অক্টোবর, ১৭৮৪।

১৩। লরেন্স, "কেপটিভ্‌স অব টিপু সুলতান" পৃঃ ১২।

১৪। ব্রিসটো "এ নেরেটিভ অব দি সাফারিংস অব ব্রিসো পৃঃ ৪৫।

১৫। ঐঃ, পৃঃ ৩২ লরেন্স, "কেপটিভ্‌স অব টিপু সুলতান," পৃঃ ১৪০।

১৬। রাসব্রুক উইলিয়ামস "গ্রেট মেন্ অব্ ইণ্ডিয়া," পৃঃ ২১৫ উডওয়েল লিখিত টিপু সুলতান সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ)। মিল (vi), পৃঃ ১০৬, বলেন, "তার নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে আমরা শুনেছি বেশী—কারণ উৎপীড়িতদের ভিতর আমাদের স্বদেশবাসীরাই ছিলো।"

১৭। মাঃ রেঃ, মিঃ কাঃ ফঃ খণ্ড ৩৩ বি নং ১২৪, টিপু গভর্ণরকে, ২৮শে জুন, ১৭৮৪, পৃঃ ২৯৪। টিপুর বক্তব্য এই যে, গভর্ণরের মোহরযুক্ত দু'টি রসিদ তার কাছে আছে যাতে তিনি বন্দীদের প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন ; আরো দ্রষ্টব্যঃ, মিঃ ডেসঃ টু ইংলেণ্ড, ১৭৮২-৮৩, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৬০-১৬১। মেকারটনিও বলেন যে, টিপু ততজন বন্দীই মুক্ত করেন,—অর্থাৎ ১,২০০ জন ইয়োরোপীয় ও প্রায় ৩,০০০ জন সিপাহী (মেকারটনি পেপারস, বডলিয়ান পাণ্ডুঃ ইংঃ হিঃ সি, ১০৬ মেকারটনি সুলিভানকে, ১লা মে, ১৭৮৪, ফঃ ১৭-এ)।

১৮। ডডওয়েল, "দি নববস অব মাদ্রাজ," পৃঃ ২৫।

১৯। ঐঃ, পৃঃ ৮৬।

২০। মাঃ রেঃ, সিঃ কঃ, ৬ই অক্টোবর ১৭৮৩ খণ্ড ৯৩-এ পৃঃ ৪৩৩২।

২১। রাসব্রুক উইলিয়মস "গ্রেট মেন অব ইণ্ডিয়া," পৃঃ ২১৫ (ডডওয়েল লিখিত "টিপু সুলতান" পরিচ্ছেদ)।

পরিশিষ্ট-গ

প্রস্তুত মুদ্রা

বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় টিপুর প্রচলিত মুদ্রা তার পিতার চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। হেণ্ডারসনের মতে, "আরবী অক্ষর কতটা শোভাপ্রদ হতে পারে টিপুর অনেক সোনা ও রূপোর মুদ্রায় তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং টিপুর ডবল টাকার চেয়ে সুদৃশ্য কোন মুদ্রা ভারতে কখনো তৈরি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে"।[১] তিনি বারোটি টাঁকশাল থেকে সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা প্রচলিত করতেন; সে গুলি হল শ্রীরঙ্গপটম্, বেদনুর, গুটি, বেঙ্গালোর, চিতলদুর্গ, কেলিকাট, সত্যমঙ্গলম, দিন্দিগুল, পরম্‌কুণ্ড, ধারওয়ার, মহীশূর এবং ফেরোখ বা ফরখাবাদে।

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকায় টিপু তার রাজত্বের প্রথম বৎসরে অল্প কিছুমাত্র মুদ্রা তৈরি করেন এবং তা-ও মাত্র শ্রীরঙ্গপটম ও বেদনুর টাঁকশাল থেকে। পঞ্চম বৎসরে সবগুলি টাঁকশালই চালু হয়, মাত্র কেলিকাট টাঁকশাল ছাড়া। কেলিকাটের স্থানে আসে ফেরোখ টাঁকশাল। তার রাজত্বের দশম সাল থেকে মুদ্রা প্রচলিত হত মাত্র শ্রীরঙ্গপটম্, বেদনুর ও গুটি টাঁকশাল থেকে।

কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, কোন মুদ্রাতেই টিপুর নিজের নাম ছিলো না, তৎকালীন মোগল সম্রাট শা আলম (দ্বিতীয়)-এর নামও নয়। টিপু তাকে তার সম্রাট বলে মানতেন না। কিন্তু তার পিতার নামের আদ্যক্ষর "এইচ" সোনা ও রূপোর মুদ্রায় প্রায়ই দেখা যায়। সেগুলিতে কখনো কখনো এ রকম কথাও ক্ষোদিত থাকতো "হায়দরের জয়লাভে আহমদের ধর্ম জগতে প্রতিভাত হল। তিনিই সুলতান, অদ্বিতীয় ও ন্যায়পরায়ণ।"

টিপুর রাজত্বের প্রথম চার বৎসরে তৈরি মুদ্রায় "হিজরি" তারিখ দেওয়া আছে। প্রথানুসারে সংখ্যা পঠিত হত বাঁ থেকে ডাইনে। আর, পঞ্চম বৎসর থেকে তার রাজত্বের শেষ অবধি মুদ্রায় তারিখ থাকতো টিপুর "মৌলুদি" সাল মত, সংখ্যা পঠিত হত ডান থেকে বাঁ দিকে। চতুর্থ বৎসরের মুদ্রার তারিখ ১২০০ "হিজরি", পঞ্চম বৎসরের তারিখ ৫১২১ (১২১৫ এ-এম)। টিপুর নিজস্ব মুদ্রা থেকে মনে হয় যে তিনি ১৭৮৩ সালের ৪ঠা মে, সিংহাসনারোহণ করেন।

"মৌলুদি" সাল প্রচলিত করার কিছু পর থেকে টিপু তার মুদ্রার নামকরণ করতে থাকেন। সাধারণতঃ তা মুদ্রার অপরপিঠে ক্ষোদিত থাকতো। সোনা ও রূপোর মুদ্রা হয়েছিলো পয়গম্বর প্রথম দুই খলিফা ও বারোজন সিয়া ইমামের নামে, একমাত্র ডবল পয়সা ছাড়া—যা তৃতীয় খলিফার নামে চলিত হ'ত—সমস্ত তাম্রমুদ্রায় নক্ষত্রের আরবীয় ও পারসীক নাম থাকতো, কিন্তু ইহা মনে রাখতে

হবে যে সোনা ও রূপোর মুদ্রায় প্রথম নাম ক্ষোদিত হয় ১২১৬ সালে বা পরে। আর তামার মুদ্রায় ১২২১ সালের পূর্বে নাম ক্ষোদিত থাকতো না—একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো ডবল পয়সা যাতে ১২১৮ সালেও ওসমানের নাম থাকতো। কিন্তু আশ্চর্য, টিপুর সোনার 'ফেনামে' কোন নাম থাকতো না।

স্বর্ণ-মুদ্রা

আহ্মদের নাম অনুসারে মোহর বা ''আহ্মেদি''র নামকরণ হয়। আহ্মদ হল পয়গম্বর মহম্মদের একটি নাম। ''আহ্মেদি''র গড়পড়তা ওজন ছিলো ২১১ গ্রেণ, এবং মূল্য চার পেগোডার সমান।

অর্ধমোহর বা "সাদিকি''র নামকরণ হয় প্রথম খলিফা আবুবাকর সিদ্দিক ও ষষ্ঠ সিয়া ইমাম জাফর-ই-সাদিকের নাম অনুসারে, ''সাদিকি''র গড়পড়তা ওজন ছিলো ১০৬ গ্রেণ এবং মূল্য দুই পেগোডার সমান।

সিকি-মোহর বা ''ফারুকি''র নামকরণ হয় দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নাম মত। "ফারুকি" সুলতান পেগোডা নামেও পরিচিত। এর গড়পড়তা ওজন ৫২½ গ্রেণ এবং ৩½ টাকার সমান মূল্য।

টিপুর স্বর্ণ-মুদ্রার সর্বনিম্ন বিভাগ হ'ল ফেনাম। বলা হয় যে টিপু এর নাম দিয়েছিলেন রাহাতি। এর গড়পড়তা ওজন ৫ থেকে ৬ গ্রেণ, অর্থাৎ একটি পেগোডার এক দশমাংশ। আকারে ক্ষুদ্র হলেও ফেনামের প্রচলন দক্ষিণ ভারতে খুব ছিলো।

"আহ্মোদি" শ্রীরঙ্গপটম্ ও বেদনুর টাঁকশালে তৈরি হত; "সাদিকি" হত শুধু শ্রীরঙ্গপটমে। কিন্তু এসব মুদ্রার খুব বেশী প্রচলন ছিলো না। পেগোডা ও ফেনামের চলন ছিলো অনেক বেশী। পেগোডা তৈরি হত শ্রীরঙ্গপটম, বেদনুর ও ধারওয়ারে। ফেনাম তৈরি হত কেলিকাট, ফেরোখ, দিন্দিগুল, বেদনুর ধারওয়ার ও শ্রীরঙ্গপটমে।

রৌপ্যমুদ্রা

ডবল-টাকা বা 'হাইদরি''র নামকরণ হয় আলীর নামে। এর গড়পড়তা ওজন ৩৫২ থেকে ৩৫৫ গ্রেণ।

টাকা বা "ইমামি"র নামকরণ হয় সিয়াদের বারোজন ইমামের নামানুসারে। এর গড়পড়তা ওজন ১৭৫ থেকে ১৭৮ গ্রেণ।

অর্ধটাকা বা ''আবিদি''র নাম হয় চতুর্থ ইমামের নামানুসারে। এর গড়পড়তা ওজন ৮৭ গ্রেণ।

সিকি-টাকা বা ''বাকিরি''র নাম হয় পঞ্চম ইমামের নামানুসারে। এর গড়পড়তা ওজন ৪৩ গ্রেণ।

আট ভাগের এক ভাগ টাকা বা "জাফারি"র নাম হয় ষষ্ঠ ইমামের নামানুসারে। ২০ গ্রেণ এর গড়পড়তা ওজন। ষোল ভাগের একভাগ টাকা বা "কাজিমি"র নাম হয় সপ্তম ইমামের নামে—ওজন গড়পড়তা ১০ গ্রেণ।

বত্রিশ ভাগের এক ভাগ টাকা বা "খিজরির" নাম হয় পয়গম্বর খিজিরের নামে—গড়পড়তা ওজন ৫ গ্রেণ। এটি হল টিপুর ক্ষুদ্রতম মুদ্রা।

এগুলি হল টিপুর প্রচলিত সাত রকমের রৌপ্যমুদ্রা। ডবল টাকা তৈরি হত শ্রীরঙ্গপটমে, বেদনুর ও কেলিকাটে। টাকা তৈরি হত শ্রীরঙ্গপটম, বেদনুর ও ধারওয়ারে। অর্ধ টাকা তৈরি হত শ্রীরঙ্গপটম ও বেদনুরে আর সিকি-টাকা একমাত্র শ্রীরঙ্গপটমে।

তাম্র মুদ্রা

ডবল পয়সা বা "ওসমানি"র নাম ছিলো তৃতীয় খলিফা ওসমানের নামানুসারে। ১২১৮ সাল থেকে ১২২১ সাল পর্যন্ত "ওসমানি" নাম চলতি ছিলো, কিন্তু ১২২১ সালের পর একে বলা হয় "মুশতারি" (জুপিটার)। এর ওজন ৩৩১ থেকে ৩৫১ গ্রেণ। পয়সাকে বলা হত "জোড়া" (ভেনাস), এর গড়পড়তা ওজন ১৭৪ গ্রেণ। অর্ধপয়সার নাম হল "বে-হ্রাম" (মার্স)। এর গড়পড়তা ওজন ৮৭ গ্রেণ।

সিকি-পয়সাকে বলা হত "আখতার" (নক্ষত্র), এর গড়পড়তা ওজন ৪২ গ্রেণ। আট ভাগের এক ভাগ পয়সা হল "কুতুব" (পোল নক্ষত্র)। ১৮ গ্রেণ এর গড়পড়তা ওজন।

টিপুর বারোটা টাঁকশালেই তাম্রমুদ্রা তৈরি হত। স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার মত না হয়ে তাম্র মুদ্রার বিপরীত পিঠে সব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সুসজ্জিত ও বিভিন্ন ভঙ্গীযুক্ত হাতির মূর্তি থাকতো। হায়দর তার রাজত্বের শেষ দিকে এই হাতির-মূর্তির প্রবর্তন করেন, কারণ ভারতে রাজ মর্যাদার সঙ্গে হাতির মূর্তির একটা ভাবগত যোগ আছে। তার পিতার মত টিপুও এটিকে তার তাম্র মুদ্রায় ক্ষোদিত করে থাকেন।

টীকা

১। হেণ্ডারসন, "দি কয়েনস অব হায়দর আলী এবং টিপু সুলতান." পৃঃ (vii). টিপুর মুদ্রা বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য আরো দ্রষ্টব্যঃ—টেলার "দি কয়েনস অব টিপু সুলতান" এবং "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি," খণ্ড (xviii)।

পরিশিষ্ট-খ

বর্ষ-পঞ্জিকা

১৭৮৪ সালের জানুয়ারি ও জুনের ভিতর কোন সময় টিপু একটি নতুন বর্ষ-পঞ্জিকার প্রবর্তন করেন, কারণ "হিজরি" সাল গণনা হ'ত প্রত্যেকটি বারোটি চান্দ্রমাস যুক্ত চান্দ্র বৎসর হিসেবে। এটাতে প্রশাসনিক অসুবিধে ছিলো। কিন্তু তিনি যে নতুন বৎসর প্রবর্তন করেন তাতে ছিলো বারোটি চান্দ্রমাস যুক্ত বারোটি চান্দ্র সৌর বৎসর। উভয় অব্দেই এক বৎসরে ৩৫৪ দিন। কিন্তু সৌর বৎসরের তুলনায় ১১ দিনের ঘাটতি মুসলীম অব্দে পূরণ করা হ'ত না। টিপু বাড়তি মাস সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাতে তার বর্ষ পঞ্জিকার সঙ্গে সৌর-বৎসরের সমন্বয় ঘটে। হিন্দু বর্ষ পঞ্জিকা থেকে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হিন্দু মতে বাড়তি মাস আসে স্বাভাবিক মাসের পরে আর টিপুর পদ্ধতিতে আসে পূর্বে। টিপুর পঞ্জিকা মতে মাসগুলির নাম এই: আহমোদ, বাহার, জাফারি, দারা, হাসাম, ওয়াসী, জবরজাদি, হাইদার, তুলুই, ইয়ুসুফ, এজাদ বযাজি। প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম ও একাদশ মাসটির দিন সংখ্যা ২৯, অন্য সবগুলির ৩০। প্রথম নামটি পয়গম্বরের এক নাম অনুসারে, 'হাইদার" হল আলী অথবা টিপুর পিতা হায়দরের নাম মতে, "বাহারির" প্রাসঙ্গিকতা আছে বসন্ত ঋতুর (বাহার) সঙ্গে আর "হাসিমি" আসে পয়গম্বর মহম্মদের পূর্বপুরুষ হাসমের নাম থেকে। অন্যান্য নামের কোন বিশেষ অর্থ নেই শুধু মাত্র তাদের আদ্যক্ষর "আবজাদ" পদ্ধতির বর্ষ-পঞ্জিকা মত তাদের স্থান কোথায় তা নির্দেশ করতো। "আবজাদ" মতে বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের একটা সংখ্যা সূচক যোগমূল্য আছে। কিন্তু ১১ বা ১২ সংখ্যার যোগমূল্য বোধক কোন অক্ষর নেই বলে "অহিজাদি" ও "বয়াজর" প্রথম অক্ষর দু'টি একত্র করে প্রকাশ করা হয়েছে যে তারা যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ মাস।

যুগচক্রের বৎসরগুলির নামও "অবজাদ"—অঙ্ক পাতন পদ্ধতি মত দেওয়া হয়, -ব্যতিক্রম ছিলো কেবল প্রথম দু'টি বৎসরে, তাদের নাম আল্লা ও পয়গম্বরের নামানুযায়ী আহাদ ও আহমেদ দেওয়া হয়। বাকি নামগুলি শুধু চক্রের ভিতর বৎসরগুলির ক্রমপর্যায় নির্দেশ করতো। নামের বিভিন্ন অক্ষরের যোগমূল্য একত্রিত করে এই ক্রমপর্যায় নির্নীত হত। হিন্দু বর্ষ-পঞ্জিকার মত টিপুর বর্ষ-পঞ্জিকা একযুগচক্রে ৬০ বৎসর।

টিপু ১৭৮৭ সালে দ্বিতীয় বার পঞ্জিকা সংস্কার করেন। কিন্তু এই সংস্কার মাসের ও বৎসরের নতুন নামকরণেই পর্যবসিত। কিন্তু নামকরণ করা হয় "অবজাদ" পদ্ধতিতে নয়, "অবটাথ" অঙ্কপাতনের ভিত্তিতে।[১] এবং পূর্বের মত

তাদের সংখ্যাসূচক যোগমূল্য অনুযায়ী বৎসর ও মাসের পর্যায়ক্রম স্থির হ'ত। টিপুর নতুন মাসগুলির নাম এইরকম ছিল "আহ্‌মেদি", "বাহারি", "তাকি," "সামারি', "জাফারি", "হাইদরি," "খুসরবি," "দীনি," "জাকারি", "রহমানি," "রেজি," ও "রেব্বানি"। কোন্ মাসে কতদিন—তা আগের মতই ছিলো এবং সেরূপ ১১ বা ১২ সংখ্যা-সূচক কোন অক্ষর ছিলো না বলে একাদশ ও দ্বাদশ মাস নির্দেশিত হত তৎসম্পর্কিত নামের প্রথম দুটি অক্ষর যোগ করে।

টিপু নতুন অব্দের নাম দেন "মৌলুদ"।[২] এর আরম্ভ দেখানো হয় পয়গম্বরের ধর্ম জীবন উন্মেষের দিন থেকে, তার পলায়নের দিন থেকে নয় ("হিজরি')। "হিজরি" সালের সুরু ৬২২ এ. ডি. থেকে। পয়গম্বর নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে প্রথম ঘোষণা করেন প্রায় ৬০৯ এ.ডি.তে "মৌলুদি" সাল সুতরাং "হিজরির" প্রায় তের বৎসর আগে থেকে।

টিপুর সরকারী কাগজপত্র, মুদ্রা ও তার সভাসদ্‌গনের লিখিত সমসাময়িক গ্রন্থের তারিখগুলি টিপুর প্রবর্তিত নতুন পঞ্জিকা অনুযায়ী; সুতরাং তার রাজত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়নকারীদের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত।

টীকা

১। দ্রষ্টব্যঃ, টেলর, "দি কয়েনস্ অব টিপু সুলতান" পৃঃ ১৩-১৮,—"অবজাদ" ও "অবটাথ" পদ্ধতিমত প্রত্যেক আরবী অক্ষরের মূল্য স্থির করার জন্য।

২। কিরমানি, পৃঃ ৩২৮, একে "মহম্মদি" অব্দ বলেন। "মৌলুদি" অব্দ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আরো দ্রষ্টব্যঃ "ইসলামিক কালচার," খণ্ড XIV, নং ২, পৃঃ ১৩১-১৩৪।

পরিশিষ্ট ৬

গ্রন্থপঞ্জী

১. আকর-গ্রন্থ ও দলিল

(ক) সমসাময়িক গ্রন্থ (ফারসী)

'নিশান-ই-হাইদরী'—প্রণেতা হুসেন আলী খাঁ কিরমানি, R.A.S.B. MS. ২০০-সংস্করণ, বম্বে, ১৩০৭/১৮৯০, কর্ণেল ডবলিউ মাইল্স কর্তৃক দুই খণ্ডে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত, নাম (১) "দি হিস্ট্রি অব হায়দর নায়েক······নওয়াব অফ্ দি কর্ণাটক বালাঘাট", লণ্ডন ১৮৪২, (২) "দি হিস্ট্রি অব দি রেন্ অব টিপু সুলতান, বিয়িং-এ কনটিনুয়েসন অব দি নিশান-ই-হাইদরী" লণ্ডন, ১৮৬৪। অনুবাদটি নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং বম্বে সংস্করণকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং R.A S.B. পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। কিরমানি ছিলেন টিপুর সভাসদ্ ও হায়দর আলীর কর্মচারী, শ্রীরঙ্গপটমের পতন হলে তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় তার বই লেখেন। সুতরাং তাদের উপর তার পক্ষপাতিত্ব আছে। এ ছাড়া, তার উল্লিখিত তারিখগুলি সাধারণত ভুল, ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা শুদ্ধ ভাবে দেওয়া হয়নি এবং টিপুর শাসনব্যবস্থা তার সেনাদল, তার রাজত্বে জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে খুবই কম খবর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, যদিও তিনি মোটামুটি সহানুভূতির সঙ্গেই টিপুর চরিত্র-চিত্রণ করেছেন, তিনি নিজেই ধর্মান্ধ ছিলেন বলে সুলতানকেও তেমনি 'গোঁড়া বলে এঁকেছেন'— যার কোন, কাজই ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিলোনা, আর যার জীবনের আদর্শ ছিলো তরবারির জোরে মুসলমান ধর্ম প্রচার করা, কিন্তু এ সব ত্রুটি সত্বেও "নিশান-ই হাইদরী' অতি মূল্যবান, কারণ এর লেখক হচ্ছেন এমন একজন যিনি হায়দর ও টিপু উভয়কেই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন আর বিস্তৃত বিবরণ সহ তাদের শাসনকালের সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ মাত্র এটিই এখনো বর্তমান আছে।

'তারিখ-ই-টিপু সুলতান'—এর প্রণেতার নাম জানা নেই। I.O.M.S. F. ৩০৫৭ (মেকেঞ্জি সংগ্রহ)। বইটি হ'ল ১৭৬৩ থেকে ১৭৯৯ সাল অবধি মহীশূরের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কিন্তু এতে কোন নাম নেই। বইটিতে তারিখের উল্লেখ কম কখনো কখনো ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি এবং মহীশূর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় নেই। এ সত্বেও বইটি খুব প্রয়োজনীয়, সুষম বিচার-বুদ্ধি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে লেখা হয়েছে বইটির শেষ হয়েছে ইংরেজ প্রশস্তি সহ,—শ্রীরঙ্গপটমের পতনের পর তারা টিপুর পরিবারের প্রতি ন্যায় বিচার ও মহানুভবতা দেখিয়েছিলো বলে।

'এ পারসীয়ান MS. হিষ্ট্রি অব মাইশোর'—বর্ণনা করেছেন এ কাদির সারওয়ারি, মাইশূর ইউনিভার্সিটি জারনেল-এ (নিউ সিরিজ), V, নং , পৃঃ ২০-৪০। এটি মনে হয়, ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এ বইটিতে ৫১টি ফলিও, ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপিতে ১১১টি।

'সুলতান-উত-তওয়ারিখ'—প্রণেতার নাম জানা নেই। I.O.M S ৫২১, এবং গভর্ণমেণ্ট অরিয়েণ্টেল MSS লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, MS. ২৮৮। আমি মাদ্রাজ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছি। উইলক্স ও কার্কপেট্রিক বলেন যে, এর লেখক ছিলেন জয়নুল আবেদিন শুশ্‌তারি। কিন্তু বইটির মধ্যে তার কোন উল্লেখ নেই। যদি শুশ্‌তারিই লেখক হতেন তবে তা গোপন করার কোন কারণ নেই। যা হোক্, এটি এমন একজন লোকের লেখা যিনি সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, কারণ কোন কোন অনুচ্ছেদে, লেখক যেমন বলেছেন, টিপুর নিজেরই জবানীতে লেখা (f. ৮বি)। প্রথম দিকে f. ৯ ও শেষ দিকে f ৮১ তে টিপুর পূর্বপুরুষদের কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বইটির বাকি অংশ সুলতানের সিংহাসনারোহণ থেকে ১৭৮৯ সালের মালাবার বিদ্রোহ অবধি রাজত্বকাল নিয়ে লেখা। কিন্তু কোন তারিখ এতে নেই, মহীশূরীদের নারগুনড্‌ ও কিট্টুর আক্রমণেরও উল্লেখ নেই। যদিও মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধের (১৭৮৫-৮৭) ঘটনাবলী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে, মারাঠাদের সামরিক ক্রিয়াকলাপের কোন কথাই নেই। কিন্তু এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে, নিম্নে 'তারিখ-ই-খুদাদাদির' যে সমালোচনা করা হয়েছে তার কিছু কিছু 'সুলতান-উত-তওয়ারিখে'র উপরও প্রযোজ্য)।

'তারিখ-ই-খুদাদাদি'—লেখক অজ্ঞাত। I.O.MS. ২৯০০। দু'দিকেই এর ত্রুটি আছে। বেদনুর অবরোধ থেকে হঠাৎ এর আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে টিপু ও মারাঠাদের সন্ধির (১৭৮৭) শর্তের প্রথম দফা উল্লেখের পর। কার্কপেট্রিক মনে করেন ইহা টিপুর আত্মজীবনী, কিন্তু একটু পড়লে দেখা যায়, এইমত সত্য নয়। কারণ, ইহা ভাষার উত্তম পুরুষ বর্ণিত 'সুলতান-উত-তওয়ারিখের প্রায় হুবহু অনুলিপি। সুলতান যদি এর লেখক হতেন তবে তিনি তার নিজের জীবনের, সভাসদ্‌গণের ও তার প্রজাবৃন্দের কথা অন্তত কিছুটা উল্লেখ করতেন। তিনি ইতিহাস ও জীবন চরিত পাঠে আগ্রহী ছিলেন, তাই তিনি অবশ্যই 'টুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী', 'বাবর নামা' ও এ ধরণের অন্যান্য বই পড়েছিলেন; কিন্তু এসব বইয়ের পদ্ধতি না নিয়ে 'তারিখ' শুধু 'হতভাগ্য ও অভিশপ্ত কাফির'দের বিরুদ্ধে টিপুর অভিযানের নীরস ও অকিঞ্চিৎকর কাহিনী ছাড়া কিছুই বর্ণনা করেনি। ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি, তাদের তারিখের ও উল্লেখ নেই। আবার এতে অনেক ভুল বিবৃতিও আছে। এতে আছে যে মাদ্রাজ থেকে মেঙ্গালোর যাত্রাপথে ইংরেজ 'উকিল'দের ৬ মাস দেরি হয়েছিলো

এবং ২ মাস দরকষাকষির পর অবশেষে মেঙ্গালোর সন্ধি স্বাক্ষর করা হয় (পৃঃ ২৭)। বস্তুত, মেঙ্গালোর পৌঁছতে কমিশনরদের ৪ মাস সময় লেগেছিলো, এবং পৌঁছবার মাত্র ১ মাস পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। টিপু যদি 'তারিখের' প্রণেতা হতেন তবে এরূপ ভুল করতেন না, কারণ বর্ণনার খুঁটিনাটি বিষয়ে টিপু বিশেষ মনোযোগী থাকতেন।

'তারিখে' অন্যান্য গুরুতর ত্রুটিও আছে। নারগুণড ও কিটুরের দুর্গ আক্রমণের উল্লেখ এতে নেই। সেরূপ, মারাঠা-মহীশূরী যুদ্ধের এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা করা হয় নি। আবার, এমন সব ঘটনা বর্ণিত করা হয়েছে যা আদৌ ঘটেনি। যেমন, 'তারিখে' লেখা হয়েছে যে, মেঙ্গালোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার সময় "কমিশনররা তাদের মস্তক অনাবৃত করে, সন্ধিপত্র হাতে নিয়ে ২ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন তার সম্মতির জন্য নানাপ্রকার স্তাবকতা ও সনির্বন্ধ অনুরোধের আশ্রয় নিয়ে" তারপর, বইটিতে আছে যে, ১৭৮৫ সালে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবার পর তাদের লবন-ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত গাধা সরবরাহ করা হয়, এবং এগুলির পিঠে চড়েই অধিবাসীদের হাস-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে মিছিল করে তারা মহীশূর অতিক্রম করার পর মাদ্রাজে প্রবেশ করে (পৃঃ ৪২)। মারাঠা নৃপতিদেরও তেমনি করে চিত্রিত করা হয়েছে—তারা যেন ১৭৮৭ সালে টিপুর সঙ্গে সন্ধি করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। বলা হয়েছে যে তারা অতি অসম্মানকর স্বীকারোক্তি করেছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ করে ভুল করার কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং তার ছেলের মত এবং অপদার্থ পেশোয়াকে দয়া করে সন্ধি স্থাপনের জন্য সুলতানকে অনুনয় করেছিলেন (পৃঃ ৮৮-৮৯)।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে টিপুর দম্ভ করার ঝোঁক ছিলো বলে তিনি মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি মেনেও নিই যে টিপু দাম্ভিক ছিলেন এবং সেজন্য বর্ণনায় অতিশয়োক্তি করতেন তবু, যে সব ব্যাপার মোটেই ঘটেনি সে সব কথা লেখার এমন কী কারণ থাকতে পারে? তিনি জানতেন যে তার মৃত্যুর পর জনসাধারণ তার আত্মজীবনী পড়বে এবং এ জালিয়াতিতে তার শুধু কলঙ্কই বাড়বে।

'তারিখ' পড়ে টিপুর যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তা হলো একজন উন্মত্ত ধর্মান্ধের, যিনি অমুসলমান হত্যায় বা জোর করে তাদের মুসলমান করায় অবিরত ব্যাপৃত থাকতেন কিন্তু আমরা দেখেছি এটা সুলতানের একটি সম্পূর্ণ বিকৃত ছবি। এছাড়া, 'তারিখে' অনেক অশ্লীল ও অশিষ্ট বাক্য ও শব্দ প্রয়োগ আছে। টিপুর শত্রুদের সব সময়েই বলা হয়েছে 'অপদার্থ'। তুকজী হোলকারকে বলা হয়েছে যে তিনি তার 'কতগুলি বাজে জন-নেতাদের মধ্যে একটু উচ্চ পর্যায়ে আছেন'। কুর্গীদের বলা হয়েছে 'জারজ ও বেশ্যাগর্ভজাত।' নিজাম ও পেশোয়াকে উল্লেখ করা হয় 'জারজদ্বয়' বলে। টিপু অতি সংস্কৃতিসম্পন্ন ও মার্জিত রুচি ছিলেন,

এবং এরূপ অমার্জিত ভাষায় তিনি তার বক্তব্য বলতে পারেন না। 'সুলতান-উত-তওয়ারিখের' কয়েকটি অনুচ্ছেদ টিপুর জবানীতে লেখা বলে কথিত আছে। কিন্তু সেখানে তার শত্রুদের কুশ্রী ভাষায় উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে তার তথা-কথিত জীবনী লেখবার সময় তিনি সমস্ত ভদ্রতা-বোধ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কেউ কখনো নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে আত্মজীবনী লেখেনি। কিন্তু 'তারিখে'র অধিকাংশটাই গ্রন্থকারের শাসন ও চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগমূলক।

'তারিখ ই-হামিদ খাঁ'—প্রণেতা হামিদ খাঁ, বাঁকীপুর MS. ৬১৯, হামিদ খাঁ ছিলেন কর্ণওয়ালিসের প্রাইভেট সেক্রেটারী জর্জ চেরীর 'মীর মুনসী'। তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে ছিলেন (১৭৯১-১৭৯২)। তার বইতে শ্রীরঙ্গপটমের সন্ধি পর্যন্ত (১৭৯২) টিপুর এবং হায়দরের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া আছে। বইটির প্রায় অর্ধেকটাই হায়দরের বংশ, বাল্য জীবন ও রাজত্বের বর্ণনায় পূর্ণ, কিন্তু ঐসব বিষয়ে তথ্য সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়। টিপুর রাজত্বকালের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সবসময় সঠিক ভাবে নয়। বাস্তবিক, এটি তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের ইতিহাস, বিশেষ করে কর্ণওয়ালিসের সামরিক ক্রিয়াকলাপের। তা নিখুঁত ও বিস্তৃতভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা এসব বর্ণনা ও অভিমত ইংরেজ ও ভারতীয় লেখকদের লিখিত যুদ্ধের বর্ণনার ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করে ও সম্পূরক হতে সাহায্য করে। (আরো বিবরণের জন্য আমার প্রবন্ধ 'তারিখ-ই-হামিদ খাঁ,' I.H R.C. (xxiii). পৃ: ১৩-১৫ দ্রষ্টব্য:)।

'তারিখ-ই-কুর্গ'—প্রণেতা হুসেন খাঁ লোহানী R.A.S.B.MS. ২০১ হুসেন খাঁ লোহানী মহারাজ বীর রাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের "মুন্সী," ছিলেন (১৭৮৯-১৮৩৪)। মহারাজের অনুরোধ মত তিনি মূল কানাড়ী থেকে তার কুর্গ রাজাদের ইতিহাস,—হিজরি ১০৪৭/১৬৩৭-৩৮ থেকে হিজরি ১২২২/১৮০৭ পর্যন্ত,—অনুবাদ করেন। বইটি টিপুর বিরুদ্ধে ও ইংরেজের পক্ষে পক্ষপাত দুষ্ট। তবু, এতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। হায়দর কর্তৃক কুর্গ বিজয়, টিপু কর্তৃক এ দেশবাসীদের বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা, টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের বীর রাজার সাহায্য দান—এসব বিস্তারিতভাবে এ বইতে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া' শ্রীরঙ্গপটমের শান্তি বৈঠকে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৭৯২) টিপুর নিকট যে-সব জেলা দাবি করা হয়েছিলো তার তালিকায় ইংরেজদের প্রাপ্য হিসেবে কুর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবারক্রম্বি কী প্রকারে কর্ণওয়ালিসকে সম্মত করিয়েছিলেন তা-ও এ বইতে বর্ণিত আছে।

'ওয়াকি-ই-মনাজিল-ই-রাম'—R.A.S.B.MS. ১৬৭৮। টিপু ১৭৮৬ সালে কনস্তানটিনোপলে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ছিলেন এটি হ'ল তাদের

দিনলিপি। এর লেখক প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারি খোঁজা আব্দুল কাদির। এর তারিখগুলি "মোলুদি" সাল মত, যদিও কখনো কখনো 'হিজরি' তারিখও আছে। ভ্রমণকালে প্রতিনিধিদল যেসব স্থান দেখেছিলো, যেসব লোকের সাক্ষাতে এসেছিলো বইটিতে তা অতি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দিনলিপিটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিনিধি দলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো মহীশূরের বাণিজ্যিক উন্নতি করা এবং মাস্কেট, পারস্য ও অটোমান সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করে নেওয়া, যাই হোক, দিনলিপি রাখা হয়েছিলো মাত্র ১৯ রবি-উল্-আয়েয়াল, ১২০১ (৯ই জানুয়ারি, ১৭৮৭) অবধি। প্রতিনিধিদল তখনো বসরায়। তাই, কনস্তানটিনোপলে তাদের যাত্রাও সেখানকার অভ্যর্থনা এবং তাদের উদ্দিষ্ট কাজ সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনা এতে বিবৃত হয়নি। টিপুকে লেখা কেন্নানুরের আলী রাজার একখানা চিঠি পাণ্ডুলিপির শেষ প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়েছে, তা থেকেই প্রসঙ্গক্রমে মাত্র আমরা জানি যে প্রতিনিধিগণ কনস্তানটিনোপল থেকে সুয়েজ, সেখান থেকে জেড্ডা, মক্কা ও মদিনা গিয়েছিলেন। তীর্থযাত্রা সাঙ্গ করে তারা মেঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন করেন।

'ফতু-উল্-মুজাহিদিন'—প্রণেতা জইন-উল-আবিদিন শুশতারি R.A.S. B.MS. ১৬৬৯। জইন-উল্-আবিদিন ছিলেন মীর আলমের ভাই। তিনি অল্প বয়সে হায়দরাবাদ ত্যাগ করে হায়দারের চাকুরি নেন এবং সবশেষে টিপুর একজন সভাসদ্ হন। তার বইটি তিনি সুলতানের অনুরোধে লেখেন। এতে মহীশূর-সেনাদের সংখ্যা দেওয়া হয় নি, কিন্তু তাদের নিয়ম কানুন ও সংগঠনের কথা এতে আছে। বইটির প্রয়োজনীয়তা এইখানে যে টিপুর সামরিক শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে লেখা একমাত্র ফারসী বই এখানা এবং ইংরেজীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের পরিপূরক এটিই।

'হাকিকত্-উল্-আলম'—প্রণেতা মীর আলম। হায়দরাবাদ ১২৬৬ হিজরি/১৮৫০ সাল। মীর আলম আবুল কাসিম মুসারি শুশতারির কুল নাম। এদের আদিম বাসভূমি পারস্য। ইনি নিজামের পরম বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং নিজাম তাকে গুরুত্বপূর্ণ দৌত্য কার্যের ভার দিতেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ইংরেজের লোক। ১৭৯০ সালে নিজাম-ইংরেজে মৈত্রী-জোট ঘটাবার ব্যাপারে ইনি সহায়ক ছিলেন এবং টিপুর পতনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। তার কাজের স্বীকৃতিতে ইংরেজরা তাকে বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা বৃত্তি দেন (ব্রিগস্, "দি নিজাম," পৃঃ ১৫৯ ১৮০৩ সালে নিজাম তাকে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন।

'হাকিকত-উল্-আলম' হ'ল দুই খণ্ডে কুতুব শা ও নিজামদের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ হয়েছে শ্রীরঙ্গপটমের পতন সহ ১৭৯৯ সালের বিবরণী নিয়ে। মারাঠা মহীশূরী যুদ্ধ (১৭৮৫-৮৭, এবং তৃতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধে নিজাম

সেনার ভূমিকা সম্বন্ধে ইহা একটি প্রয়োজনীয় আকর-গ্রন্থ। কিন্তু মীর আলম ইংরেজের আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন বলে তার রচনা টিপুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত পক্ষপাত দুষ্ট এবং তাতে তার মনিবদের অখ্যাতিকর ঘটনার কোন বিবরণ নেই।

'হুকুম্-নামা'—R.A.S.B.M.S. ১৬৭৭। এতে আছে, টিপু যে—প্রতিনিধি দলকে তুরস্ক পাঠিয়েছিলেন এবং যাদের ওখান থেকে ফ্রান্স ও পরে ইংলণ্ড যাবার কথা ছিলো, তাদের উদ্দেশ্যে টিপুর নির্দেশ সমূহ। এই প্রতিনিধি দল কনস্তানটিনোপলের পরে আর যায়নি এবং ফ্রান্সে একটি পৃথক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিলো। এদেরও বোধহয় অনুরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়। "হুকুম-নামা", নং ১৬৭৬-তে আছে পেরিসে ফ্রান্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিধিরা যে যে কথাবার্তা বলবেন তার নির্দেশ দেওয়া ছিল। R.A.S.B. গ্রন্থাগারে টিপুর অন্যান্য অনেক "হুকম্-নামা" আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য তাতে খুব কম।

'মীরত্-উল্-আওয়াল'—প্রণেতা, আহমেদ, বি-মহম্মদ আলী, বি-মহম্মদ বাকর. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তেহ্‌রাণ বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি ৫৭১৬। ১৮০৫ সালের মে মাসের প্রথম দিকে আহ্‌মেদ ভারতে আসেন এবং ভারতের উত্তর-দক্ষিণ উভয়ই পরিদর্শন করেন। তিনি মীর সাদিকের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা উল্লেখ করেছেন। সে কথা বোধহয় তিনি হায়দরাবাদ অবস্থান কালে শুনেছিলেন।

'তারিখ-ই-ফত্-আলীশা'—প্রণেতা, মীর্জা মহম্মদ সারুই। B.M. M S. Add. ৭৬৬৫।

'জিনিত্-উত্-তওয়ারিখ'—প্রণেতা, অনেক লোক,—প্রধানতঃ মীর্জা রেজা "বান্দা" তবরিজি ও মীর্জা আব্দুল করিম ইস্তিহারদি, B.M.MS. Add. ২৩৫২৭, "মুফারি-উল্-কুলুব"—প্রণেতা মীর্জা মহম্মদ "নাদিম" বরফুরুশি, B.M.MS. Add. ৩৪৪৯; "তারিখ ই জাহান্ আরা"—প্রণেতা, মীর্জা মহম্মদ সাদিক "হুমা" মারওয়াজি, R A.S., খণ্ড (i), পাণ্ডু ১৫৩; "তারিখ-ই-জুলকারনইন্"—প্রণেতা, মীর্জা ফজলুল্লাহ "খাওয়ারি" সিরাজী, B.M.MS. OR. ৩৫২৭। এ সব লেখায় ফত্ আলী শা কাছারের নিকট প্রেরিত টিপুর প্রতিনিধি দল সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এগুলির ভিতর ফত্ আলী শার রাজত্বকালের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বিবরণীর চেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হলো মীর্জা ফজলুল্লাহর বিবরণী।

(খ) সমসাময়িক গ্রন্থ (ফারসী ছাড়া)

এলেন, এ, "এন একাউন্ট অব দি কেম্পেন-ইন-মাইশোর" (১৭৯৯)। কলিকাতা ১৯১২।

ব্রিস্‌টো, জে, "এ নেরেটিভ অব দি সাফারিংস অব জেম্‌স ব্রিস্‌টো রিটন বাই হিম সেলফ" কলিকাতা, ১৭৯২।

বীটসন, এ, "এভিউ অব দি অরিজিন এণ্ড কণ্ডাক্ট অব দি ওয়ার উইথ টিপু সুলতান," লণ্ডন ১৮০০।

কেম্পবেল, জে, "মেমোয়ার অব দি লাইফ এণ্ড কারেক্টর অব দি লেফট, কর্ণেল জন কেম্পবেল," এডিনবরা, ১৮৩৬।

ডিরম, মেজর, "এ নেরেটিভ অব দি কেম্পেইন ইন ইণ্ডিয়া হুইছ টারমিনেটেড দি ওয়ার উইথ টিপু সুলতান ইন ১৭৯২," লণ্ডন, ১৭৯৪।

ক্রিস্প, বি, "দি মাইশূরীযান রেভেনিয়ু রেগুলেশনস," কলিকাতা ১৭৯২। ক্রঅঁ এইচ "লে ফ্রাঁসেজ দঁ ল্যাদ," পেরিস ১৮৮৬।

ফুল্লারটন, ডবলিউ, "এ ভিউ অব দি ইংলিশ ইন্টারেষ্টস ইন ইণ্ডিয়া," মাদ্রাজ, ১৮৬৭।

"হায়দর নামা"—একটি কানাড়ী পাণ্ডুলিপি, 'মাইশোর আরকিয়লজিকেল রিপোর্টে", ১৯৩০ এ প্রকাশিত।

লা ত্য লারিস্তান, "এতাপ্রে লিতিক ত্য ল্যাদ অা ১৭৭৭" পণ্ডিচেরী, ১৯১৩।

মেকেঞ্জি, আর, "এ স্কেচ অব দি ওয়ার উইথ টিপু সুলতান," ২ খণ্ড কলিকাতা, ১৭৯৩-৯৪।

মেলকম, জে, "দি পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" ২য় খণ্ড, লণ্ডন, ১৮২৬।

মোতব, এল এফ, "মেমোয়ার্স" (১৭৫২-১৮০২) পেরিস, ১৮৯৫। লেখক দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধে বুসিব অধীনে কাজ করেছিলেন।

মিশো জে. "ইস্তোয়ার দে প্রোগ্রেস এ লা শুাৎ ত্য ল্যাম্পির ত্য মিসোর স্যুল র‍্যান্ দিদের আলী এ টিপু সাহিব"। ২ খণ্ড পেরিস, ১৮০১।

মুর, ই "এ নেরেটিভ অব দি অপারেশনস অব কেপ্টেন লিটলস ডিটাচমেণ্ট এণ্ড অব দি মারাঠা আর্মি কমানডেড বাই পরশুরাম ভাউ," লণ্ডন, ১৭৯৪।

মরিস এইছ "ফুরপেস ত্য বর্ড দ্যু বেইল ত্য সুফ্রঁদ ল্যাদ ১৭৮১-৮৪," পেরিস, ১৮৮৮।

মানরো, আই, "এ নেরেটিভ অব দি মিলিটারি অপারেশনস্ অন দি করমণ্ডল কোষ্ট, ১৭৮০-৮৪," লণ্ডন, ১৭৮৯।

ওকস্ এইচ "এন অথেনটিক নেরেটিভ অব দি ট্রিটমেণ্ট অব দি ইংলিশ হু ওয়েয়ার টেকেন প্রিসনার্স অন দি রিডাকশান অব বেদনুর বাই টিপু সাহেব," লণ্ডন, ১৭৮৫।

পুঙ্গানুরি, রামচন্দ্র আর "মেমোয়ারস অব হাইদর এণ্ড টিপু" (সি, পি, ব্রাউন কর্তৃক ভাষান্তরিত) মাদ্রাজ, ১৮৪৯।

রেণেল, জে "মার্চেস অফ দি ব্রিটিশ আর্মিজ ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দি কেম্পেইনস অব ১৭৯০ এণ্ড ১৭৯১," লণ্ডন, ১৭৯২।

সে মনড, জে, "এ রিভিয়ু অব দি অরিজিন, প্রগ্রেস এণ্ড রিসালট্ অব দি ডিসিসিভ্ ওয়ার উইথ টিপু সুলতান ইন মাইশোর, লণ্ডন, ১৮০০।
স্কারী, জে, "দি কেপটিভিটি, সাফারিংস্ এণ্ড এস্কেপ অব জেমস স্কারী রিট্ন বাই হিম সেলফ," লণ্ডন ১৮২৩।

(গ) রেকর্ডস (অপ্রকাশিত)

নেশানেল আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া

১। সিক্রেট প্রসিডিংস, ১৭৮০-১৭৯৯।

২। পলিটিকেল প্রসিডিংস, ১৭৯০-১৭৯৯।

৩। অরিজিনেল রেকর্ডস, ১৭৮৩ ১৭৯৯। এতে আছে টিপু ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের গভর্ণর জেনারেলকে ফারসী ও মারাঠীতে লেখা মূল চিঠিপত্র। একে টিপু, নিজাম ও মারাঠাদের ভিতর লেখা চিঠি পত্রের কিছু কিছুও আছে।

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডস অফিস

১। মিলিটারি কনসালটেশনস, ১৭৮২-৯৯।

২। মিলিটারি কাউন্টি কবসপণ্ডেনস, খণ্ড ৩২-৭২।

৩। মিলিটারি ডেস্পাচেস্ টু কোর্ট ১৭৮৩-৯০, এতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দ্রুত প্রেরিত কাগজপত্র আছে।

৪। সিক্রেট ডেস্পাচেস্ ফম ইংলেণ্ড, ১৭৮৫-৯১। এতে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে দ্রুত প্রেরিত কাগজপত্র আছে।

৫। পলিটিকেল ডেস্পাচেস টু ইংলেণ্ড, ১৭৯১-৯৮, এতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দ্রুত প্রেরিত কাগজপত্র আছে।

৬। মাদ্রাজ সিক্রেট কনসালটেশনস—এতে শুধু কূটনীতিক ও সামরিক বিষয়ের তথ্যই নয় টিপুর শাসন ব্যবস্থার কথাও আছে। খণ্ড (v) (১৭৯৯), (vi) (১৭৯৮), (viii বি) (১৭৯৯) বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৭। মিলিটারি সাণ্ড্রি বুকস্ :—

(i) খণ্ড ৬০এ-৬০বি (১৭৮৩), ৬১ (১৭৮৪)-তে আছে ১৭৮৩ সালে মেঙ্গালোর গিয়ে টিপুর সঙ্গে সন্ধির আলোচনার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত কমিশনারদের কার্যকলাপ। ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের ও কমিশনারদের প্রতি টিপুর মনোভাবের কৌতূহলজনক জ্ঞাতব্য খবর এতে আছে।

(ii) খণ্ড ৬৬ (১৭৮৫) এতে ফুল্লারটন কর্তৃক মাদ্রাজ গভর্ণরকে লিখিত পত্র আছে। এতে আছে দ্বিতীয় ইংরেজ-মহীশূরী যুদ্ধের বর্ণনা এবং মহীশূর আক্রমণ প্রস্তাবের পরিকল্পনা।

(iii) খণ্ড ১০৯এ-১০৯ বি। এতে আছে মহীশূরে ইংরেজ অভিযানের ও

শ্রীরঙ্গপটম পতনের বর্ণনা দিয়ে ওয়েলেসলিকে লেখা হেরিসের পত্রসমূহ। টিপুর আয়, শ্রীরঙ্গপটমে ইংরেজদের প্রাপ্ত যুদ্ধোপকরণ, ও মহীশূর সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খবরও এতে আছে।

৮। মিলিটারি সাণ্ড্রি বুক্স :—

(i) নং ৮৩ (১৭৯৩)—কুরনুলের উপর নিজামের দাবি সম্বন্ধে চিঠিপত্র এর বিষয়বস্তু।

(ii) নং ১০১ (১৭৯২-৯৫ ,—এতে আছে উইলিয়ম মেকলয়েড কর্তৃক অক্টোবর ১৭৯৪ সালে টিপুর সেনাদল ও তার অসামরিক শাসনের বর্ণনা।

৯। মিলিটারি সাণ্ড্রিজ :—

(i) খণ্ড ১০৬। এতে আছে, শ্রীরঙ্গপটম সন্ধি সম্পাদনের জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের শেষ, ১৭৯২ পর্যন্ত টিপুর "উকিল"দের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী, কেন্নাওয়ে কর্তৃক লিখিত।

(ii) খণ্ড ১০৭ (১৭৯৯), এতে আছে মঁ-দ্যুব্যুক সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলকে ত্রিবাঙ্কুরের গভর্ণরের লিখিত চিঠি। এতে ১৭৯৮ সালে টিপুর আয়েরও একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে।

(iii) খণ্ড ১০৯এ-১০৯বি—এগুলিতে আছে, চতুর্থ ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধ এবং শ্রীরঙ্গপটম পতনের পরের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর।

(iv) খণ্ড ১০২বি—ডিসেম্বর, ১৭৯৮এ টিপুর সামরিক শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে উইলিয়ম মেকলয়েডের বর্ণনা এতে আছে।

১০। মালাবার ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ করে প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি :—

(i) কোচীন কমিশনরস্ ডায়েরী, খণ্ড ২০৩২-২০৩৪।

(ii) কলেকটরেট রেকর্ডস (রেভেনিয়্যু), খণ্ড ২২১১, ২২৪৬-৪৮।

(iii) ফেক্টরি রেকর্ডস ; তেল্লিচেরী (এ) ডায়েরীজ (বি) জেনারেল।

(vi) ফেক্টরি রেকর্ডস, খণ্ড ২৪০৮।

(v) গভর্ণমেণ্ট কমিটি ডায়েরীজ, খণ্ড ২১৩৫-৩৯, ২১৪৬, ২১৪৭, ২১৫০-৫৩, ২১৫৬।

(vi) মালাবার কমিশন, ফার্ষ্ট কমিশনরস্ ডায়েরীজ, খণ্ড I-II, নং ১৬৬০, ১৬৬৩।

(vii) মালাবার কমিশন, সুপারভাইজারস্ ডায়েরীজ (রেভেনিউ), খণ্ড ১৯, নং ২০৫০।

(viii) মালাবার কমিশন, সুপারভাইজরস্ ডায়েরীজ (পলিটিকেল), খণ্ড ৩১, নং ২০৬২।

(ix) মালাবার কমিশন, সুপারভাইজরস্ ডায়েরীজ (পাবলিক), খণ্ড ২০, নং ২০৪১।

(x) মালাবার রেকর্ডস, সুপারভাইজরস্ ডায়েরীজ খণ্ড ২০১, নং ২০৫৩।
(xi) মালাবার কমিশন, জয়েন্ট কমিশনরস্ রিপোর্ট, খণ্ড ১৩, নং ১৬৭৬।
(xii) মালাবার সিক্রেট কমিটি ডায়েরীজ (রেভেনিউ), খণ্ড ১৭১০, ১৭১৬।
(xiii) তেল্লিচেরী ফেক্টরি রেকর্ডস, খণ্ড ৫৮, নং ১৫০৩।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী পাণ্ডুলিপি (ইংরেজী)

১। পাণ্ডু: নং ৪৬। এতে আছে কেপ্টেন রীডের রিপোর্ট, জানুয়ারি ১৭০৭ থেকে অগাষ্ট ১৭৯০ পর্যন্ত, মহীশূরে গোয়েন্দাগিরি কাজের জন্য কর্ণওয়ালিস তাকে নিযুক্ত করেন।
২। কাসিম, মুন্সী এম্। "এন একাউন্ট অব্ টিপু সুলতানস কোর্ট।" কোন পাণ্ডুলিপি নেই। ইংরেজী অনুবাদ, ই: অ: পাণ্ডু ইয়ো সি ১০।
৩। পেক্সোতো, "হিষ্ট্রি অব্ নবাব হায়দর আলী খাঁ বাহাদুর," এডি; চার্লস ফিলিপ্স ব্রাউন, ই: অ: পাণ্ডু: ইয়ো ডি. ২৯৫।
৪। প্রসিডিংস অব এ জেকোবিন ক্লাব এট শ্রীরঙ্গপটম, ই: অ: পাণ্ডু ইয়ো ৯৯।
৫। লেটারস টু ডানডাস, পাণ্ডু: ইয়ো, এফ্, ৬৬।
৬। ওয়েলেস্লি ডানডাসকে, পাণ্ডু: ইয়ো, ডি, ৫৮৭।
৭। জারনেল অব মিলিটারি ইভেন্টস ডিউরিং ১৭৯০-৯১ প্রণেতা মেজর ডিরম, পাণ্ডু ইয়ো, এফ্, ৭৬।
৮। ওয়েলেসলি স্টকে, পাণ্ডু: ইয়ো, ডি, ৫৮৮-৫৮৯।
৯। পাণ্ডু: ইয়ো, ডি, ৬০৭ ও ই, ১৯৬।
১০। টু অর্ডিনেন্সেস অব্ টিপু, পাণ্ডু: মার সি ৩৩।
১১। পাণ্ডু: ইয়ো, ডি ৫৬২/১৮।
১২। MSS লাইব্রেরি অব্ সাউথ এশিয়া, মিনসটো, ইউ, এস্-এ থেকে পাণ্ডুলিপি; ই: অ: রীল নং ৬০৭, ৬৪৩, ৬৪৮-৫০, ৭৫৯-৮০। এতে আছে মেকারটনি, ওয়েলেসলি ও ডানডাসের পত্রাবলী।
১৩। ফেক্টরি রেকর্ডস; পারসিয়া এণ্ড দি পারসিয়ান গালফ; নং ১৮।
পলিটিকেল এণ্ড সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট রেকর্ডস:—
১৪। বেঙ্গল সিক্রেট লেটারস, খণ্ড (i), (জানুয়ারি ১৭৭৮—অগাষ্ট ১৭৯৪)।
১৫। সিক্রেট লেটারস্ ফ্রম ফোর্ট সেণ্টজর্জ, খণ্ড (i) (সেপ্টেম্বর ১৭৮৪-অক্টোবর ৩, ১৭৯৬; খণ্ড (ii), (জানুয়ারি ১৯, ১৭৯৭—অক্টোবর ৬, ১৮০৩)।
১৬। সিক্রেট ডেসপাচেস টু বেঙ্গল (১৭৮৮-১৮০৩)।
১৭। সিক্রেট কমিটি অব দি ই: ই: কো টু দি গভর্নর-জেনারেল, ১৮ই জুন ১৮৯৮।
১৮। সিক্রেট লেটারস্ রিসিভ্ড ফ্রম মাদ্রাজ (১৭৮৮-১৮০৩)।

১৯। হোম মিসেলেনাস সিরিজ, নং ২৯৩, ৪৬০-৬১, ৪৬৩, ৪৭২, ৪৭৫ ও খণ্ড ৮৫, ২৪৮, ৪৫৭, ৫০৮।

পারসীয়ান ডকিউমেণ্টস

(১) নং ৪৬৮২, এতে আছে অফিসারদের নিকট টিপুর পত্র। (২) নং ৪৬৮৪ টিপুর শাসন বিষয় নিয়ে কথা। (৩) নং ৪৬৮৫ এতে আছে, টিপুর সামরিক ও অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক-নীতি সম্বন্ধে কথা।

ইণ্ডিয়া অফিস পর্তুগীজ রেকর্ডস

কনসেলহো আলট্রামেরিন হে'; খণ্ড ২ অংশ ১ (অনুবাদ), খণ্ড ২ অংশ ২ (অনুবাদ), খণ্ড ৩ অংশ ২ (অনুবাদ)। এসব খণ্ডের বিষয়বস্তু হ'ল পর্তুগীজদের সঙ্গে হায়দর ও টিপুর সম্বন্ধ।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

ওয়েলেসলি পেপারস, এডি: মেনাসক্রিপট:—১২৫৮৫-৮৮, ১২৬০৬, ১২৬১০, ১২৬৪৮, ১২৬৫০, ১২৬৫২-৫৪, ১৩৪২১, ১৩২২৩, ১৩৪৪৬-৪৮, ১৩৪৫১, ১৩৪৫৬, ১৩০৫৮, ১৩৪৭৩, ১৩৪৭৬, ১৩৪৮২, ১৩৫৯৬, ১৩৫৯৮, ১৩৬২১, ১৩৬২৭ ১৩৬৫৩, ১৩৬৬৫, ১৩৬৬০, ১৩৬৭০, ১৩৬৮৩, ১৩৬৯৩, ১৩৬৯৭, ১৩৭১০, ১৩৭৩৭-২৯, ১৩৭৮৮, ২৬৭৮৩, ৩৭২৭৪-৭৬, ৩৭২৭৮-৭৯। মেকারটনি পেপারস, পাণ্ডু—২২, ৪৫২।

পাবলিক রেকর্ড অফিস, লণ্ডন

ফঃ—৭৮/৭-১৭৮৬; ফঃ—৭৮/৮-১৭৮৭; ফঃ—৭৮/৯-১৭৮৮; এগুলিতে আছে অটোমান সুলতান সকাশে টিপুর প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি কারমেথিয়ানকে লিখিত কনস্তানটিনোপলের ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার রবার্ট এইন্‌চলির দ্রুতপ্রেরিত কাগজ। ফঃ ৭৮/২০-১৭৯৮; ফঃ—৭৮/২১-১৭৯৮; এগুলিতে আছে টিপুর সঙ্গে অটোমান সুলতানের চিঠিপত্র।

ফঃ—২৭/২৮-১৭৮৭-৮৮; ফঃ—২৭-২৯-১৭৮৮; ফঃ—২৭/৩০-১৭৮৮; ফঃ—৬৩/১১-১৭৮৮; এতে আছে, পেরিসস্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড ডরসেটের চিঠি লুই (xvi)-এর দরবারে টিপুর প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে,—কারমেথিয়ানকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

কর্নওয়ালিস পেপারস; ৩০।১১।১১২; ৩০।১১।১১৪; ৩০।১১।১১৫; ৩০।১১। ১১৬; ৩০।১১।১১৭; ৩০।১১।১১৮; ৩০।১১।১২৫; ৩০।১১। ১৩৪; ৩০।১১।১৫০; ৩০।১১।১৫১; ৩০।১১।১৫২।

জুরনল ড্য প্যারী,

৩০শে জুন, ১৭৮৮, নং ১৮২। ১৩ই জুন, ১৭৮৮ সালে মার্সেঙ্গ থেকে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশ. পৃঃ ৭৯৪-৭৯৫।

বড্‌লিয়ান অক্সফোর্ড

মেকারটনি পেপারস, পাণ্ডুঃ ইঃ হিঃ কাঃ ৭০, ৭৭-৯, ৯১-৩, ১০৪-৫, ১০৭-০৮।

স্কটিশ রেকর্ড অফিস

(i) ওয়েলেসলি ও ভারতস্থ ইঃ ইঃ কোম্পানীর অন্যান্য অফিসারদের ডানডাসকে লেখা পত্রাবলী iv/৩০/৯; iv/২৪৯/২০; iv/২৪৯/২২ iv/২৫০/৩৪; iv/২৫০/৩৭; iv/২৫০/৩৮; iv/৪৩১/৯। এগুলি ছাড়া; সেকসন (iv)-এর নিম্নলিখিতগুলিও মনোযোগ আকর্ষণ যোগ্য: ৪৬, ৬৯, ৭০, ৮৭, ৯৯, ১০১, ১০৪-৫, ১১৪, ১১৮, ১৩২, ১৬৩, ২১৬, ২৩০-৩১, ৩৬৩, ৫৮১, ৩৮৪, ৪৩২, ৫২৭। সেকসন (iv) এর নং ২৪৯-৫০তে ওয়েলেসলি—ডানডাস চিঠিপত্র আছে।

অন্যান্য বেসরকারী কাগজপত্র

(i) লর্ড কর্নওয়ালিসের সহকর্মী ও বন্ধু জেনারেল আলেকজাণ্ডার রসকে লিখিত পত্র (১৭৮৪-১৮২৫ (ব্রিটিশ রেকর্ডস এসোসিয়েসন, নং ৮৩৩)।

(ii) মাদ্রাজের চীফ ইনজিনিয়ার, গভর্ণর ও কমানডার-ইন-চীফ থাকাকালে (১৭৬৯-৮৯, মেজর জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড কেম্বেলের রেকর্ডস (কেম্বেল অব ইনভারনেইল, নং ১-১৯)।

(iii) ডানডাস, স্যার রবার্ট এবারক্রম্বি ইত্যাদির পত্র (হেমিলটন ব্রুচ, নং ১০৪, ২০৮)।

(iv) নরমেন মেকলয়েডের পত্রসমূহ লেফটেনেন্ট জেনারেল ফ্রেজার এম. পি. কে. লেখা। এতে ভারতে হায়দর আলী ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, ৭৮২ (মেকফারসন অব ক্লানি নং ৯০৮)।

(v) কর্ণেল এলেন মেকফারসন অব ব্লেয়ার গাউরিকে লেখা কেপ্টেন এনড্রু মেকফারসন ও কেপ্টেন (পরে কর্নেল) জন মেকইনটায়ারের পত্রসমূহ, ১৭৮৫-১৮০২, (মেকফারসন অব ক্লানি নং ৯১৩-৯১৭)।

(vi) দক্ষিণ ভারতে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বর্ণনা করে (১৭৯০-৯১) কর্নেল ডানকান মেকফারসন অব ক্লানিকে লেখা আলেকজাণ্ডার মেকফারসনের পত্রসমূহ (মেকফারসন অব ক্লানি নং ৯২৯)।

(vii) পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত কাগজ—শেষ ইংরেজ মহীশূরী যুদ্ধ ১৭৯৯, সম্বন্ধে (ডালহৌসি অংশ ৫, নং ১)।

এসব কাগজপত্রে ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ টিপুর হুমকির উল্লেখ অবিরত আছে, কিন্তু আয়িকট্টা ও ক্রেঙ্গানুর ক্রয় সম্বন্ধে রাজার পরিকল্পনার কথা মোটেই নেই।

নেশানেল লাইব্রেরি অব স্কটলেণ্ড

(i) মেলভিল পেপারসঃ নং ১০৬০, ১০৬২, ৩৩৮২, ৩৬৮৭।

(ii) "জার্নেল অব দি উইথ টিপু" ১৭৯৯ (পাণ্ডু)।

(iii) "মেমোয়ার অফ দি লাইফ এণ্ড প্রিন্সিপাল ট্রেনজেকসন্‌স্ অব টিপু সুলতান বাই এ মারাঠা সরদার" ইংরেজী অনুবাদ (পাণ্ডুলিপি)। ইহা টিপুর মৃত্যুর পর লিখিত হয়। এতে অনেক ভুল কথা আছে।

পণ্ডিচেরী আরকাইভ্‌স

পণ্ডিচেরী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলে টিপুর সঙ্গে ফরাসীদের সম্পর্ক, ও ভাবতে ফরাসীদের নীতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৭৯৭-১৭৯৯ সালে ফারাসীদের সঙ্গে, টিপুর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করা কোন কাগজপত্র নেই। পণ্ডিচেরী রেকর্ডস এখন পেরিসে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আরকাইভ্‌স ন্যাসেনাল প্যারী

কাতালোগজমাহুস্ক্রিতকনসার্ভ ও আরকাইভস ন্যাসেনাল, প্যারী "১৮৯২" ২৭৬৯ (টি, ১৫২০৬৭) "মেমোয়ার্স ল্যাঙ্গ ১৭৮৮ নং ৬। টিপুর সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের কেমন করে পরাভূত করা যায় এতে তার বর্ণনা আছে। ২৯০৩ (এ এফ, এস ভি, ১৬৮৬, ৫টি দলিল গুচ্ছ)। ২৯০৯ (এ এফ, এস ভি, ১৬৮৬, ৫টি দলিল গুচ্ছ)। সিরিজ বি, নং ২১৪, ২১৪, রেজিষ্টার কলোনীজ। এই সিরিজের অন্যান্য দলিলে টিপুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন উপাদান নেই।

সিরিজ সি[২] কলোনীজ, নং ৬২-২, ৬৯, ৯৩ ৯৪, ১১৭, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৫-১৬৭ ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯-১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ২৩৩-২৩৪, ২৩৬-৪০, ২৪২, ২৬২-২৬৭, ২৯১, ২৯৫-২৯৬, ২৯৯, ৩৩১-৩০২, ৩০৪-৩০৫।

সিরিজ সি[৪] কলোনীজ, নং ৫৫, ৫৮, ৬৬-৬৭, ৭৩, ৭৯, ৮৪, ৮৯, ৯৫, ১০-১০৪, ১১২-১১৩।

আরকাইভ্‌স ন্যাসেনাল আফেয়েরস এত্রাজ্যার

সিরিজ বি নং ১৭৬ ১৭৭, করসপণ্ডেনস ক স্যুলার, বাগদাদ (১৭৭৬-১৭৮৬, ১৭৮৭-১৭৯১); নং ১৮৭, বাসোরা (১৭৪৩-১৭৯১; নং ৫৪৮, কনস্তানটিনোপল (১৭৮৭-১৭৯০)।

আরকিভ.দ্যু মিনিস্ত্যার দেজ্যাফ্যার এত্রাজ'্যার, প্যারী

খণ্ড ১১, (১৭৮৫-১৮২৬. ফার্স্ট কনসালকে প্রদত্ত ‍ব্যাকের স্মৃতিলিপি, তাতে আছে টিপুর সাহায্যে কেমন করে ইংরেজদের ফ্রান্স কর্তৃক উৎখাত করা যায় (ফঃ ২৭৩-এ ২৭৩-বি), খণ্ড ১৮ (১৭৮৫-১৮০৬) মনর' কসিগ্রিকে, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬, এতে আছে ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর সম্পর্কের কথা ২৮২-এ ও পরে।

খণ্ড ২০ (১৭৮৫-১৮১৪), ফঃ ১৭৬-এ ওপরে। এতে আছে টিপুর প্রস্তাবিত সন্ধির শর্ত। ফারসী থেকে অনূদিত এবং শ্রীরঙ্গপটমে মনর' কর্তৃক স্বাক্ষরিত, ১৭ই এপ্রিল, ১৭৯৬. ফঃ ২২০-এ-২৩ এ। ভারতে এক সামরিক অভিযান বিষয়ে কসিগ্রি লিখিত স্মৃতিকথা। এই পরিকল্পনা কসিগ্রি নিপোলিয়ানের নিকট পেশ করেন।

খণ্ড ১৭৮ তুর্কী এতে আছে কনস্তানটিনোপলে প্রেরিত টিপুর প্রতিনিধিদলের কথা।

বিবলিয়থিকো ন্যাসেনাল

পাণ্ডুলিপি ফ্রাঁসেজ, নুভেল একুইজিসন, নং ৯৩৬৮, ৯৩৭৩ টিপুর সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজপত্র আরকাইভ্স ন্যাসেনালের কাগজের মতে।

মেকেঞ্জি মেনাস্ক্রিপট্স

এগুলি তামিল, তেলুগু ও কানাড়ী ভাষায় লিখিত। টিপুর শাসন ব্যবস্থা ও অভিযান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য এতে আছে।

হাইদর কাইফিয়েৎ (কানাড়ী),

পাণ্ডুলিপি নং (১) ১৮-১৫-১৫, (২) ১৮-১৫-১৭।

কর্ণাটক রাজাক্কল সবিস্তার চরিত্তম (তামিল) :

পাণ্ডুলিপি নং (এ) ১৭-৫-১১ (বি ১৭-৫-২৫, (সি) ১৭-৫-৩৪, (ডি) ১৫-৩-১, (ই) ১৫-৩-২, (এফ্) ১৫-৩-৯, (জি) ১৫ ৩-১১ থেকে ১৫-৩-১৩, (এইচ) ১৫-৩-১৭, (আই) ১৫-৩-১৯, (জে) ১৫-৩-২৭, (কে) ১৫-৩-৩৬ থেকে ১৫-৩-৪৩, (এল) ১৫-৩-৪৭ থেকে ১৫-৩-৫২, (এম) ১৫-৩-৫৭, (এন্) ১৫ ৩-৬৫ (ও) ১৫ ৩ ৪৬, (পি) ১৫-৪-২০, (কিউ) ১৫-৪-১৩, (আর) ১৫-৪-১০, (এস্) ১৫-৬-৮।

কাইফিয়েৎ অব হনুমানগুণ্ডম জমিনদারস (তেলুগু) :

পাণ্ডুলিপি নং (এ) ১৫-৪-৩৬, (বি) ১৫-৩-২৭।

(ঘ) রেকর্ডস (প্রকাশিত)

(i) ইংরাজী

এচিসন, কেঃ ইউঃ "এ কলেকসন অব ট্রিটিজ, ইনডেম এনগেজমেন্টস্ এণ্ড সনদস্।" খণ্ড (VI), (IX) কলিকাতা ১৯০৯।

এণ্ড নোভা, কে, "দি স্ট্রাগ্‌ল অব টিপু সুলতান এগেনষ্ট ব্রিটিশ কলোনীয়েল পাওয়ার (নিউ আরকাইভ ডকিউমেন্টস)", মস্কো ১৯৬২। বড়মহল রেকর্ডস্, সেকসন I—IV, XV–XVII, XXII, বড়মহল রেকর্ডস, নং XLVII, অগ্রহার, ১৭৯৩-১৭৯৮। "কেলেণ্ডার অব পারসীয়ান করসপণ্ডেনস্", খণ্ড VI—X, দিল্লী ১০৩৮-৭৯৫৯।

কবেট, ডব্লিউ, "পার্লামেন্টারি হিস্ট্রি অব ইংলেণ্ড' খণ্ড XXVIII, লণ্ডন, ১৮:৬।
ফরেষ্ট ডব্লিউ, জি "সিলেকসনস ফ্রম দি ষ্টেট পেপারস প্রিজারভড ইন্ দি বম্বে সেক্রেটেরিয়েট" হোম সিরিজ, খণ্ড ২, বম্বে ১৮৮৭।
ঐঃ মারাঠা সিরিজ, খণ্ড ২, বম্বে ১৮৮৫।

"সিলেকসনস ফ্রম দি ষ্টেট পেপারস প্রিসারভড ইন্ দি ফরিন ডিপার্টমেণ্ট অব দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৭৮২-১৭৮৫." ৩ খণ্ড, কলিকাতা ১৮৯০।

ফারবার, এইচ, "দি প্রাইভেট রেকর্ড অব এন ইণ্ডিয়ান গভর্ণর জেনারেলসিপ (১৭৯৩-১৭৯৮", "দি করসপণ্ডেস অব স্যার জন শোর উইথ হেনরি ডানডাস", হারভার্ড ইয়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৩।

গ্লিগ, জি, আর, "দি লাইফ অব স্যার টমাস মান্‌রো" খণ্ড ১-২, লণ্ডন, ১৮৩০।

গারউড, জে, "দি ডেসপাচেস অব দি ডিউক অব ওয়েলিংটন", ৩ খণ্ড, কলিকাতা ১৮৪০।

কার্কপেট্রিক, ডব্লিউ "সিলেকট লেটারস্ অব টিপু সুলতান," লণ্ডন ১৮১১। এ সব পত্রে দরকারী খবর আছে, কিন্তু সতর্কতার সহিত তা ব্যবহার করা উচিত। কার্কপেট্রিক টিপুর বিরুদ্ধে ঘোরতর পক্ষপাত দুষ্ট ছিলেন, তা প্রত্যেক পত্রের উপর তার মন্তব্যে প্রকাশ পায়। মূল চিঠিগুলি ফারসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদকালে কখনো নকল থেকে আসল বেছে নেননি। ইহা অসম্ভব নয় যে টিপুর কুখ্যাতি করার জন্য তিনি নিজেই কোন কোন চিঠি জাল করেছেন।

মালাবার সিক্রেট কমিশন ডায়েরীজ (পাবলিক), খণ্ড ১৬৯৭।

ঐঃ (পলিটিকেল), খণ্ড ১৭২৭ ১৭৫৫, ১৮০০।

ঐঃ (করসপণ্ডেনস্), খণ্ড ১৮৯৫-১৮৯৬।

মারটিন, আর, এম, "ডেসপাচেজ, মিনিটস্ এণ্ড করসপণ্ডেনস অব দি মারকুয়েস ওয়েলেসলি" ৫ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৩৬-১৮৩৭।

"মিনিটস্ অব দি গভর্ণর জেনারেল স্যার জনশোর অন্ দি জেনারেল এণ্ড সাপ্লিমেনটারি রিপোর্টস অব দি জয়েণ্ট কমিশনারস অন দি ষ্টেট এণ্ড কণ্ডিশন অব মালাবার," ১৭৯২-১৭৯৩, মাদ্রাজ ১৮৭৯।

ওয়েন, এস, জে, "এ সিলেকশন ফ্রম দি ডেস্‌পাচেস,—রিলেটিং টু ইণ্ডিয়া অব দি ডিউক অব ওয়েলিংটন, অক্সফোর্ড, ১৮৮০।

—"এ সিলেকশন ফ্রম দি ডেসপাচেস অব দি মারকুয়েস ওয়েলেসি," অক্সফোর্ড, ১৮৭৭।

ফিলিপ্‌স, সি, এইছ, "দি করসপণ্ডেনস্ অব ডেভিড স্কট"—(১৭৮৭-১৮০৫)। ২ খণ্ড। লণ্ডন, ১৯৫১।

"পুনা রেসিডেন্সী করসপণ্ডেনস," খণ্ড II—VI, VIII বম্বে, ১৯৩৬-৪৩।

রে, এইছ, সি, "সাম্ ইণ্ডিয়া অফিস লেটারস অব দি রিজন্ অব টিপু সুলতান," কলিকাতা ১৯৪১।

"রিপোর্ট অব এ জয়েণ্ট কমিশন ফ্রম বেঙ্গল এণ্ড বম্বে এপয়েণ্টেড টু ইনস্‌পেকট ইনটু দি কণ্ডিসন অব মালাবার ইন ১৭৯২ এণ্ড ১৭৯৩"। মাদ্রাজ ১৮৬২।

রস, সি, "করসপণ্ডেনস অব চার্লস, ফার্ষ্ট মারকুইস কর্নওয়ালিস"। ৩ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৫৯।

স্পনসর, জে, স্মেল, জে, এণ্ড ওয়াকার, এ "রিপোর্ট অন দি এডমিনিষ্ট্রেশন অব মালাবার—১৮০১।" কলিকাতা, ১৯১৫।

ওয়ার্ডেন, টি, "রিপোর্ট অন লেণ্ড টেনিয়ুরস ইন মালাবার—১৮১৫।" কেলিকাট ১৯১৬।

—"রিপোর্ট অন দি রেভেনিউ সিসটেম ইন মালাবার—১৮১৩", কেলিকাট ১৯১৬।

—"রিপোর্ট অন দি লেণ্ড এসেচমেণ্ট ইন মালাবার ১৮১৫" কেলিকাট ১৯১৬।

উইলক্‌স, এম, "রিপোর্ট অন দি ইনটেরিয়র এডমিনিষ্ট্রেশন রিসৌরচেস এণ্ড এক্সপেনডিচার অব দি গভর্ণমেণ্ট অব মাইশোর আণ্ডার দি সিস্‌টেম প্রেসক্রাইবড বাই দি অর্ডার অব দি গভর্ণর জেনারেল ইন কাউনসিল ডেটেড ফোর্থ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯" বেঙ্গালোর ১৮৬৪।

—"নোটস অন মাইশোর", বেঙ্গালোর, ১৮৬৪।

(ii) মারাঠী

খারে, ভি, ডব্লিউ, ঐতিহাসিক লেখা সংগ্রহ," খণ্ড VII—XI।

পারাশানীস ডি, বি "ইতিহাস সংগ্রহ", খণ্ড I—III, VI।

রাজওয়াদে, ভি, কে," ইতিহাস সংগ্রহ", খণ্ড XIX—XX,—"ঐতিহাসিক, সাধনা", খণ্ড VII।

(iii) ফরাসী

গোডারট, ই, কাতাওলাগ' দেজ মানুস্ক্রিটস দেজ এনসিনস আর্শিভ দ্য ল্যাদ ফ্রাসেজ টোম I, পণ্ডিচেরী ১৬৯০—১৭৮৯। টোম II, পণ্ডিচেরী ১৭৮৯—১৮১৫। পণ্ডিচেরী ১৯৪২। টোম V, মাহে এত লগি দ্য কলিকাট দে সুরেইট ১৭৩৯—১৮০৮। পণ্ডিচেরী ১৯৩৪। টোম VI, ইয়ানুন, মুজুলিপটম এত্ ডাইভারসেজ লোকলিটিজ ১৬৬৯—১৭৯৩। পণ্ডিচেরী ১৯৩৫।

মারতিনেন, এ, লেন এটার্স কর্ভ্যাসিঁয় দেতজ গুভার্ন্যর্ দ্য পঁদিশেরি আভেক লে দিভের্স প্রঁ্যাসেজ্যান্দিয়েন্ দ্য ১৬৬৬ আ ১৭৯৩, পণ্ডিচেরী ১৯১১-১৪। জুরনেল্ দ্য ব্যুসি, পণ্ডিচেরী, ১৯৩২।

(iv) ডাচ

সিলেকসনস ফ্রম দি রেকর্ডস অব দি মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট, ডাচ্ রেকর্ডস নং I-V, মাদ্রাজ ১৯০৭।

(১) নং I, "মেমোয়ার অন দি মালাবার কোষ্ট", প্রনেতা জে, ভি, ষ্টিন ভন গোলেন এস, ১৭৪৩ সালে প্রণীত।

(২) নং II মালাবার উপকূলের গভর্নর ও ডাইরেকটর এড্রিয়েন ময়েনস কর্তৃক তার পদের উত্তরাধিকারীর জন্য ১৭৮১ সালে লিখিত "মেমোয়ার"

(৩) নং III, কমাণ্ডার ফ্রেডারিক কুনস্ প্রণীত "মেমোয়ার"। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৭৫৬ সালে তার পদের উত্তরাধিকারী কেসপার ডি জংকে প্রদত্ত।

(৪) নং IV, কমাণ্ডার জন জেরার্ড ভন এঞ্জেলবিক প্রণীত "মেমোয়ার"। ১৭৯৩ সালে তার উত্তরাধিকারী জে, এল, সপলকে প্রদত্ত।

(৫) নং V, "হিষ্টরিকেল একাউন্ট অব হায়দর আলী খাঁ"।

(৬) রেকর্ড নং ১৩, মাদ্রাজ ১৯১১। এতে রেকর্ডস্ I ও IIর ইংরেজী অনুবাদ আছে।

ডাচ্ রেকর্ডসগুলির প্রয়োজনীয়তা এই যে সেগুলি ক্রেঙ্গানুর ও আয়িকট্টার ব্যাপার এবং ডাচদের সঙ্গে হায়দর ও টিপুর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে।

(v) পর্তুগীজ

পিস্যুরলেংকার, পি, এস "এন্টিগুসহাস এসটুডজ এ ডকুমেনটজ সোবার এ এস্তোরিয়া দজ পর্তুগীজ না ইণ্ডিয়া, খণ্ড ১ ফেস-২ এই খণ্ডে টিপুর সঙ্গে পর্তুগীজ ও কানাড়ার খৃষ্টানদের সম্পর্ক নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে।

(vi) অট্টোমান আরকাইভ্‌স

হিকমেত বেয়ুর, "মেশর সুলতানী টিপু ইলে ওসমানলি পাদশা লরিনদান I আব্দুল হামিদ V E III সেলিম আয়াসিন্দাকি মেকতুলপ্রাজমা", আংকারা ১৯৪৮। এতে টিপু আর অট্টোমান সুলতান আব্দুল হামিদ I ও সেলিম III র ভিতরের চিঠিপত্র আছে। হিকমেত বেয়ুরের তুর্কী অনুবাদ সহ মূলপত্রগুলির সাতটি ফটো-ছবি এতে স্থান পেয়েছে এসব পত্রে উল্লিখিত অনেক কথা R. A. S. . পাণ্ডু, ১৬৭৭ তে আছে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থ

আর্চার, মিসেস এম, "টিপুজ টাইগার", লণ্ডন, ১৯৫৯।

"অথেনটিক মেমোয়ারস অব টিপু সুলতান", ইষ্ট ইণ্ডিয়া সার্ভিসের একজন অফিসার লিখিত", কলিকাতা ১৮১৯।

"দি এসিয়াটিক এনুয়েল রেজিষ্টার ফর দি ইয়ার ১৭৯৯, লণ্ডন, ১৮০১।

অবার, পি, "রাইজ এণ্ড প্রগ্রেস অব দি ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২ খণ্ড। লণ্ডন ১৮৩৭।

বাসু, পি, "আয়ুধ এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" লাখনউ, ১৯৪৩।

বেভারিজ, এইচ, "এ কমপ্রিহেনসিভ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" খণ্ড II, লণ্ডন ১৮৬৭।

বউরিং, এল, বি, "হায়দর আলী এণ্ড টিপু সুলতান" (রুলারস্ অব ইণ্ডিয়া সিরিজ), অক্সফোর্ড, ১৮৯৩।

ব্রিগ্‌স্, এইচ, জি, "দি নিজাম হিজ হিষ্ট্রি এণ্ড রিলেসানস উইথ দি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট" ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬১।

বুকানন, এইচ, এফ, "এ জার্নি ফ্রম মাদ্রাজ থ্রু দি কাউন্টিজ অব মাইশোর, কানাড়া, মালাবার ..." ৩ খণ্ড, লণ্ডন ১৮০৭।

কেডেল, পি, "হিষ্ট্রি অব দি বম্বে আর্মি" লণ্ডন, ১৯৩৭।

কেম্পবেল, জে, "এন একাউন্ট অব দি গেলেণ্ট ডিফেন্স মেড্ এট মেঙ্গালোর, ১৭৮৬"।

ক্যানা শার্লস "ইস্তোয়ার দ্য বেইঈ স্যাক্র," রেঁনে, ১৮৫২।

দাসগুপ্ত, এ, পি, "দি সেণ্ট্রাল অথরিটি ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ১৮৭৪-৮৪ ", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১।

—"ষ্টাডিজ ইন্ দি হিষ্ট্রি অব দি ব্রিটিশ ইন ইণ্ডিয়া," কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।

ডেভিজ, এফ্, এল, "কোচীন, ব্রিটিশ এণ্ড ইণ্ডিয়ান" লণ্ডন, ১৯২৩।

দে, এফ., "দি লেণ্ড অব দি পারমৌলস অব কোচীন, ইটস, পাষ্ট এণ্ড প্রেসেণ্ট," মাদ্রাজ, ১৮৬৩।

ত্যকারি, এস, লীল ত্য ফ্রাঁস", পেরিস, ১৯০১।

ডড ওয়েল, এইছ, এইছ, "দি নববস অব মাদ্রাজ" লণ্ডন, ১৯২৬।

—"কেম্বি্রজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," খণ্ডঃ V, কেম্বি্রজ ১৯২৯।

ডাফ, জি, "হিষ্ট্রি অব দি মারাঠাজ," এস এম, এডওয়ার্ডস, ২ খণ্ড, অক্স ইউ প্রেস, ১৯২১।

ফরটেস্কু, জে, ডব্লিউ, "হিষ্ট্রি অব দি ব্রিটিশ আর্মি" খণ্ড III, লণ্ডন, ১৯১১। খণ্ড IV, অংশ II, লণ্ডন ১৯১৫।

ফরেষ্ট, ডেনিজ, "টাইগার অব মাইশোর—দি লাইফ এণ্ড ডেথ অব টিপু সুলতান," লণ্ডন, ১৯৭০।

ফ্রেজার, এইছ, "আওয়ার ফেইথফুল এলাই, "দি নিজাম" লণ্ডন, ১৮৬৫।

ফারবার টি, "জন কম্পেনী এট ওয়ার্ক," কেম্বি্রজ ১৯৪৮।

প্লাশঁ, আর, "ইস্তোয়ার ত্য লঁ্যাদ দে ফ্রাঁসেজ" পেরিস ১৯৬৫।

গ্লিগ, জি, আর, "ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া" খণ্ড III, লণ্ডন, ১৮৩৫।

গুপ্ত, পি, সি "বাজী রাও II এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী (১৭৯৬-১৮১৮)", অঃ ইউঃ প্রেস, ১৯৩৯।

হেডেলকার, ভি, জি, "রিলেসান্স বিটুইন দি ফ্রেঞ্চ এণ্ড দি মারাথাজ," বম্বে ১৯১৮।

হেটন, ডব্লিউ, এইছ, "মাকুইস ওয়েলেসলি," অক্সফোর্ড, ১৮৯৩।

হেণ্ডারসন, জে, আর, "দি কয়েন্স অব হায়দর আলী এণ্ড টিপু সুলতান," মাদ্রাজ, ১৯২১।

য়্যর্মান, এস "ইস্তোয়ার ত্য লা রিভালিটে দে ফ্রাসেজ এ দেজাংপ্লে দঁ লঁ্যাদ," পেরিস, ১৮৫২।

হল্লিংবেরি, ডব্লিউ, "হিষ্ট্রি অব নিজাম আলী খাঁ" কলিকাতা, ১৮০৫।

"ইম্পেরিয়েল গেজেটিয়ার" (১৯০৯)।

যোশী, ভি, ভি, "ক্লেস অব থ্রি এম্পায়ারস এলাহাবাদ, ১৯৪১।

কিন কেড, সি, এ, ও পারশনীস, ডি, বি, "এ হিষ্ট্রি অব দি মারাথা পিপল", খণ্ড III, অঃ ইউঃ প্রেস, ১৯২৫।

লাবোর্ণাদি, "মাণ্ডয়ে দি ভিলার্য ভোল্যুমিয়জে লে জেটালি সম ফ্রাসেজ দঁ লঁ্যাদ (১০৯০-১৭৯৩)," পেরিস ১৯৩০।

লরেন্স, এ, ডব্লিউ, "কেপটিভস অব টিপু সুলতান লণ্ডন, ১৯২৯।

লোগান, ডব্লিউ, "মালাবার, ২ খণ্ড। মাদ্রাজ, ১৮৮৭।

লহুইজেন, জে. ভন্‌ "দি ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী এণ্ড মাইশোর, ১৯৬১।
লংফোর্ড, এলিজাবেথ্‌. "দি ইয়ারস্‌ অব দি সোর্ড,' লণ্ডন, ১৯৬৯।
লোভাট-ফ্রেজার, জে. এ, "হেনরী ডানডাস, ভাইকাউন্ট মেলাভিল্‌," লণ্ডন, ১৯১৬।
লাভ এইচ, ডি, "ভেষ্টিজেস্‌ অব ওল্ড মাদ্রাজ," খণ্ড III, লণ্ডন, ১৯১৩।
লাসিংটন, এস, আর, "লাইফ অব জেনারেল লর্ড হেরিস." লণ্ডন ১৮৪০।
মেলকম, জে, "এ স্কেচ. অব দি পলিটিকেল হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া,", লণ্ডন, ১৮১১।
মামুদ খাঁ মামুদ, "তারিখ-ই স্থলটানট-ই-খুদাদাদ" (উর্দুতে', বেঙ্গালোর, ১৯৩৯।
মেথেসন. সি, "লাইফ অব হেনরী ডানডাস," লণ্ডন ১৯৩৩।
"মাদ্রাজ এণ্ড বম্বে ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ারস'।
মলেসন, জি, বি, "ফাইনেল ফ্রেঞ্চ ষ্ট্রাগলস্‌ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড অন দি ইণ্ডিয়ান সিজ." লণ্ডন, ১৮৭৮।
—'শ্রীরঙ্গপটম্‌, পাষ্ট এণ্ড প্রেসেণ্ট," মাদ্রাজ, ১৮৭৬।
মার্তিনো. এ "ব্যুসি ইন দি ডেকান," ডঃ মিস কেম্মিয়েড দ্বারা অনূদিত, পণ্ডিচেরী, ১৯৪১।
—'ব্যুসি এ লাঁদ ফ্রাঁসেজ,'' পেরিস, ১৯৩৫।
মিল, জে, "হিষ্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', এডিঃ, এইচ. এইচ, উইলসন, খণ্ড III—VI লণ্ডন, ১৮৪৮
মেনন, এস্‌, "এ হিষ্ট্রি অব ট্রেভাঙ্কুর ফ্রম দি আরলয়েষ্ট টাইমস্‌," মাদ্রাজ, ১৮১৮।
মোয়েগ্লিং এইচ, "কুর্গ মেমোয়ারস," বেঙ্গালোর ১৮৫০।
মানরো, আই, "গেজেটিয়ার অব দি মালাবার এণ্ড আনজেঙ্গো ডিস্ট্রিকটস," ২ খণ্ড মাদ্রাজ, ১৯০৬।
"মাইশোর গেজেটিয়ার," খণ্ড II-V, এডিঃ, সি হায়াভদানা রাও, বেঙ্গালোর, ১৯৩০।
নায়ার, জি, "দি মেপ্পিলাজ অব মালাবার," কেলিকাট, ১৯২২।
পানিকর, কে এম্‌, "হিষ্ট্রি অব দি সাংগ্‌লি ষ্টেট্‌, বম্বে, ১৯৩১।
পারাসনিস, ডি. বি. "ইষ্ট্রি অব দি সংগিলি ষ্টেট. বম্বে, ১৯১৭
ফিলিপস, সি, এইচ, "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী, ১৭৮৪-১৮৩৪।" মাঞ্চেসটার, ১৯৪০।
শামা রাও, "মডার্ণ মাইশোর (ফ্রম দি বিগিনিং টু ১৮৬৮)," বেঙ্গালোর, ১৯৩৬।

রেপসন, ই, জে, "দি স্ট্রাগ্‌ল বিটুইন ইংলেণ্ড এণ্ড ফ্রান্স ফর সুপ্রীমেসি ইন ইণ্ডিয়া," লণ্ডন, ১৮৮৭।

রেজা কুলী খাঁ, "রণজাত-উস্-সফা," খণ্ড IX, ইরান, ১৩৩৮।

রাইস, এল, "মাইশোর এণ্ড কুর্গ," ৩ খণ্ড, বেঙ্গালোর ১৮৭৬-৭৮।

—"এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা, খণ্ড III—IX।

রবার্টস, পি, ই, "ইণ্ডিয়া আণ্ডার ওয়েলেসলি, লণ্ডন, ১৯৬১।

সাশো টি, ও, "লা ফ্রান্স এটস্যাম্পির দে জ্যান্ড পেরিস, ১৮৮৭।

সালদানহা, এস, এন, "দি কেপটিভিটি অব কানাড়া খৃষ্টানস আণ্ডার টিপু ইন ১৭৮৪।" বেঙ্গালোর ১৯৩৩।

সরদেশাই, জি, এস, "নিউ হিষ্ট্রি অব দি মারাথাস" খণ্ড III, বম্বে ১৯৪৮।

সৈয়দ আব্দুল আজিজ মাদাভি "মশাহির-ই-মাদাভিয়া" খণ্ড I (উর্দুতে বেঙ্গালোর ১৩৬৯, এ, এইচ্।

সেন, এস, এন, "ষ্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়া হিষ্ট্রি," কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।

সেন, এস, পি, "দি ফ্রেঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া" ১৭৬৩-১৮১৬, কলিকাতা ১৯৫৮।

সেখ আলী, বি "ইংলিস রিলেসনস উইথ হায়দর আলী," মহীশূর, ১৯৬৩।

সিন্‌হা, এন্, কে, "হায়দর আলী," খণ্ড I, কলিকাতা, ১৯৪১। সম্পূর্ণ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯।

ষ্টুয়ার্ট, সি, "মেমোয়ারস অব হায়দর আলী খাঁ এণ্ড হিজ্ সান্ টিপু সুলতান [ইন এ ডেসক্রিপটিভ কেটালগ অব দি অরিয়েণ্টেল লাইব্রেরী অব দি লেট টিপু সুলতান,") কেম্ব্রিজ, ১৮০৯।

সাটন্-কের, ডব্লিউ, এস, "দি মারকুয়েস কর্নওয়ালিস", অক্সফোর্ড, ১৮৯০।

তান্তে এম, ভি, লাম্বাসাদ স্থ টিপু সাহিব আপ্যারীয় ১৭৮৮", পেরিস, ১৮৯৯।

টেলর, জি, পি. "দি কায়নস অব টিপু সুলতান"অক্সফোর্ড, ১৯১৪।

টমসন, ই এণ্ড গেরেট, জি, টি, "রাইজ এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া", লণ্ডন, ১৯৩৪।

থর্নটন, ই, 'এ হিষ্ট্রি অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া", খণ্ড II—III, লণ্ডন, ১৮৪২।

ওবেবার, এইচ, 'লা কম্পানী ফ্রাঁস্তাজ দে জ্যান্দ, (১৬০৪-১৮৭৫) পেরিস, ১৯০৫।

উইলকিন, ডব্লিউ, এইচ, "দি লাইফ অব স্যার ডেভিড বেয়ার্ড," লণ্ডন, ১০৯২।

উইলকস, এম, "হিষ্ট্রিকেল স্কেচেস অব দি সাউথ অব ইণ্ডিয়া ইন এন এটেম্পট টু ট্রেস দি হিষ্ট্রি অব মাইশোর," এডি, এম, হেমিক, ২য় খণ্ড, মহীশূর ১৯৩০।

উইলিয়াম্‌স, আর, "গ্রেট মেন্‌ অব ইণ্ডিয়া," "টিপু্‌ সুলতান" বিষয়ে পরিচ্ছেদ,—লেখক, এইচ, এইচ ডড্‌ওয়েল।

উইলসন, ডব্লিউ, জে, "হিষ্টি অব দি মাদ্রাস আর্মি," খণ্ড I—II, মাদ্রাজ, ১৮৮২।

৩. সাময়িক পত্রিকা ও রিপোর্টস

"এনুয়েল রিপোর্টস অব দি মাইসোর আর্‌কিও-লজিকেল ডিপার্টমেণ্ট"

"বেঙ্গল—পাষ্ট এণ্ড প্রেসেণ্ট"

"এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা"

"ইসলামিক কালচার"

"ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি"

"জারনেল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্টি"

"জারনেল্স অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটার্স", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"

"মাইশোর ইউনিভার্সিটি জারনেল"

"প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকল রেকর্ডস কমিশন"

' প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান হিষ্টি কংগ্রেস"

"কোয়াটারলি জারনেল অব মিথিক সোসাইটি," বেঙ্গালোর।

নির্দেশিকা